হ্যারি পটার

অ্যান্ড দ্য অর্ডার অব দ্য ফনিক্স

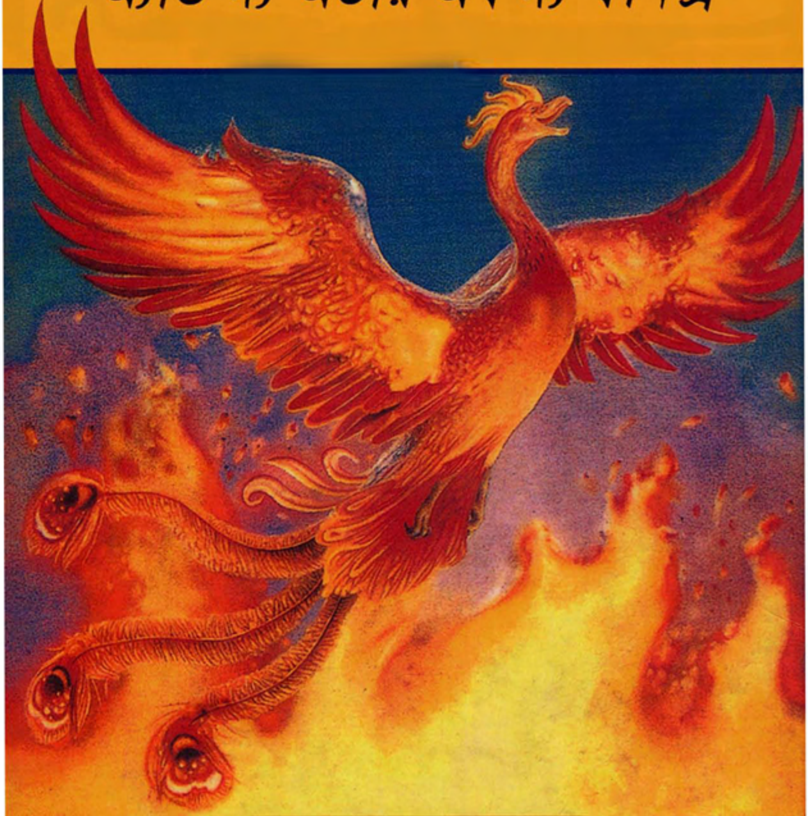

জে. কে. রাওলিং

জে. কে. রাওলিং

পুরোনাম জোয়ান ক্যাথলিন রাওলিং। তিনি বড় হন ইংল্যান্ডের ফরেস্ট অব ডিন-এ। বর্তমানে তিনি এডিনবরাতে বসবাস করছেন। তিনি ব্রিটেনের এক্সিটার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ছোট বেলা থেকে তিনি গল্প লেখেন। যখন তার বয়স ছয়, তিনি র‍্যাবিট নামে একটি গল্পের বই প্রকাশ করেন। মূলত জীবিকার তাগিদেই উপন্যাস লেখা শুরু করেন তিনি। লেখেন ৬ খণ্ডের হ্যারি পটার। খুব শিগগিরই সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ড হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলসফারস স্টোন বের হতেই সারা বিশ্বে হৈচৈ পড়ে যায়। এরপর একের পর এক প্রকাশ হতে থাকে এ সিরিজের অন্য বইগুলো। এ পর্যন্ত ৫৫টি ভাষায় অনুবাদ হয়ে ৩০ কোটি কপিরও বেশি বিক্রি হয়েছে তার এই বই। হ্যারি পটার লিখে জে. কে. রাওলিং এখন ব্রিটেনের সেরা ধনী। তার প্রথম জীবনটা কেটেছে দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের মাঝে। তার বাবা-মা কেউই বেঁচে নেই। মার জন্য রাওলিংয়ের আপসোস 'আমার পরম আনন্দের খবরটি তিনি শুনে যেতে পারলেন না।' www.Banglapdf.net

প্রচ্ছদ : জেসন ককক্রফট

জে. কে. রাওলিং

হ্যারি পটার
অ্যান্ড দ্য অর্ডার অব দ্য ফনিক্স

অনুবাদ
অসীম চৌধুরী

অঙ্কুর প্রকাশনী

সকল প্রকার স্বত্ব সংরক্ষিত। এই গ্রন্থ, গ্রন্থের কোনো অংশ, প্রচ্ছদ, ছবি, অনুবাদ, মুদ্রণ, পুনর্মুদ্রণ, ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল, ফটোকপি অথবা অন্য যেকোনও মাধ্যমে প্রকাশকের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করা যাবে না।

গ্রন্থস্বত্ব © জে. কে. রাওলিং
প্রচ্ছদ স্বত্ব © ব্লুমসবারি
হ্যারি পটার, নাম, চরিত্র এবং এ সম্পর্কিত প্রতীকের স্বত্ব
ও ট্রেডমার্ক © ওয়ার্নার ব্রাদার্স
বাংলা ভাষায় গ্রন্থস্বত্ব © অঙ্কুর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ জেসন ককক্রফট

প্রথম প্রকাশ গ্রেট ব্রিটেন ২০০৩, ব্লুমসবারি পাবলিশিং
বাংলা ভাষায় প্রথম প্রকাশ বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

প্রকাশক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯
ফ্যাক্স: (৮৮০ ২) ৯৫৫৩৬৩৫
e-mail: ankur@agnionline.com
web: www.ankur-prakashani.com

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন: ৭৪১০৯৩৬

ISBN 984 464 172 1

মূল্য ৫৪০.০০ টাকা

নেইল, জেসিকা এবং ডেভিডকে
যারা আমার মায়ার ভুবন তৈরি করেছে

সূচিপত্র

১ ডাডলি ডিমেন্টেড ৯
২ অ্য পেক অব আউলস ২৪
৩ দ্য অ্যাডভান্স গার্ড ৪৪
৪ নাম্বার টুয়েলভ, গ্রিম্মল্ড প্লেস ৫৮
৫ দ্য অর্ডার অব দ্য ফনিক্স ৭৬
৬ দ্য নোবল অ্যান্ড মোস্ট এনসিয়েন্ট হাউজ অব ব্ল্যাক ৯২
৭ দ্য মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক ১১১
৮ দ্য হিয়ারিং ১২৩
৯ দ্য উওস অব মিসেস উইসলি ১৩৬
১০ লুনা লাভগুড ১৫৭
১১ দ্য সর্টিং হ্যাটস নিউ সং ১৭৪
১২ প্রফেসর আমব্রিজ ১৯১
১৩ ডিটেনসন উইথ ডলোরেস ২১৪
১৪ পার্সি অ্যান্ড প্যাডফুট ২৩৭
১৫ দ্য হোগার্টস হাই ইনকুইজিটর ২৫৮
১৬ ইন দ্য হগস হেড ২৭৬
১৭ এডুকেসনাল ডিক্রি নাম্বার টুয়েন্টি-ফোর ২৯০
১৮ ডাম্বলডোরস আর্মি ৩০৮
১৯ দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য সারপেন্ট ৩২৫
২০ হ্যাগ্রিডস টেল ৩৪০
২১ দ্য আই অব দ্য স্নেক ৩৫৪
২২ সেন্ট মাংগোস হসপিটাল ফর ম্যাজিকাল ম্যালাডিস অ্যান্ড ইনজুরিস ৩৭০

২৩ ক্রিস্টমাস অন দ্য ক্লোজড ওয়ার্ড ৩৯৩
২৪ অকলামেনসি ৪১১
২৫ দ্য বীটল অ্যাট বে ৪৩১
২৬ সিন অ্যান্ড আনফোরসিন ৪৫০
২৭ দ্য সেনট্যুর অ্যান্ড দ্য স্নিক ৪৭২
২৮ স্নেইপস ওয়ারস্ট মেমরি ৪৯৫
২৯ কেরিয়ারস এডভাইস ৫১৮
৩০ গ্রপ ৫৩৮
৩১ আউলস ৫৫৬
৩২ আউট অব দ্য ফায়ার ৫৭৭
৩৩ ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট ৫৯২
৩৪ দ্য ডিপার্টমেন্ট অব মিসটেরিস ৬০২
৩৫ বিয়ন্ড দ্য ভেইল ৬১৫
৩৬ দ্য ওনলি ওয়ান হি এভার ফিয়ার্ড ৬৩৬
৩৭ দ্য লস্ট অব প্রফিসি ৬৪৮
৩৮ দ্য সেকেন্ড ওয়ার বিগিনস ৬৬৯

প্রথম অধ্যায়

ডাডলি ডিমেন্টেড

গ্রীষ্মের অসহ্য গরমের দিনগুলো প্রায় বিদায় নিতে চলেছে। প্রাইভেট ড্রাইভের স্কোয়ার হাউজের বাড়িগুলোর চারধার তন্দ্রালু নিস্তবদ্ধতায় ঘিরে রেখেছে। বাড়ির সামনে লনে রাখা গাড়িগুলো ঝকঝকে তকতকে নয়, বরং ধূলোয় মলিন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িগুলো শুধু নয়, বাড়ি সংলগ্ন লন, বাগানগুলো রোদের তাপে শুকিয়ে গিয়ে বিবর্ণ! পান্নার মত সবুজ দেখাচ্ছে না। অনাবৃষ্টি ও জলের অভাবের জন্য সরকার মোটা পাইপ দিয়ে গাড়ি ধোওয়া, বাগানে, লনে জল দেওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। প্রাইভেট ড্রাইভের বাসিন্দারা বাইরে জানালা খুলে মৃদু মন্দ ঠাণ্ডা হাওয়ার আশায় গৃহবন্দি হয়ে বসে আছে। সকলেই যখন বাড়িতে তখন শৃধুমাত্র একটি কিশোর চার নম্বর বাড়ির জানালার কোনের বাগানে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে রয়েছে।

ছেলেটির শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল কালো, চোখে চশমা। বয়সের তুলনায় একটু যেন বড় দেখায় অপুষ্টিজনিত চেহারায়। ওর পরণের জীনসটা জীর্ণ আর নোংরা, টি শার্টের অবস্থাও তেমনই, ঝোলা ঝোলা বিবর্ণ। ওর জুতোর অবস্থা তেমনই, তলাটা খুলে গেছে। প্রতিবেশীরা হ্যারি পটারকে তাই পছন্দ করে না। ওরা মনে করে ছেলেটার অপরিচ্ছন্ন হয়ে থাকার জন্য আইনত শাস্তির প্রয়োজন।

কিন্তু হ্যারি পটার তো পাড়া প্রতিবেশীর সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে না, ও সকলের দৃষ্টির বাইরে বিরাট হাইড্রেঞ্জিয়ার (থোকো থোকো সাদা ফুল) ঝোপের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। সন্ধেবেলা হাঁটা চলার সময় কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। এক মাত্র আঙ্কল ভার্নন অথবা আন্টি পেটুনিয়া যদি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান তো ও বাগানে শুয়ে আছে দেখতে পাবেন।

সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে ওইভাবে শুয়ে থাকাটা হ্যারি পটারের মনে হয় ভালই, ওকে তো ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। উত্তপ্ত, কঠিন মাটিতে শুয়ে থাকা খুবই অস্বস্তিকর হলেও আশপাশের সকলের কথা ও শুনতে পাচ্ছে। ওকে দেখতে পেয়ে দাঁত কিড়মিড় করে নানা বিরক্তকর প্রশ্ন করতে পারছে না তাই টেলিভিশনের খবরও শুনতে পাচ্ছে। বসবার ঘরে চুপচাপ বসে টেলিভিশনে প্রোগ্রাম দেখা, খবর শোনা ওর বিরক্তিকর মনে হয়। আঙ্কল আর আন্টি ওকে দেখলেই এমন এমন সব প্রশ্ন করে, কথা বলে– শুনলে রাগে হাড় পিত্তি জ্বলে যায়।

শুয়ে থাকতে থাকতে হ্যারির কানে এলো আঙ্কল ভার্ননের গলা, ভালই হয়েছে ছেলেটা নেই, কিন্তু কোথায় ও গেলো বলতো?

আন্টি পেটুনিয়া নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো– কে জানে কোন চুলোয় বসে আছে, বাড়িতে তো নেই।

কথাটা শুনে আঙ্কল ভার্নন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো– ওর কোন কিছুতেই মন নেই। কি করে কোথায় যায় ডাডলি পর্যন্ত জানে না। দেশের কে প্রধানমন্ত্রী তাও বোধহয় ও জানে না। আমাদের দেশের খবরে মন নেই, মন পড়ে আছে ওর জাদু স্কুলের খবরে।

– ভার্নন আস্তে বলো, জানালা খোলা রয়েছে!

– হ্যাঁ হ্যাঁ তাইতো।

ডার্সলে পরিবারের কথা হ্যারি শুনতে পেলো না। হ্যারি ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে পেলো বেড়াল প্রেমী মিসেস ফিগ উইস্টিরিয়া ওয়াক থেকে থপ থপ করে চলেছেন। যেতে যেতে আপন মনে বিড় বিড় করছেন। ভাগ্য ভাল মিসেস ফিগ ওকে দেখতে পাননি। দেখলেই বলবেন– হ্যারি চলো আমার বাড়িতে এক কাপ চা খাবে। একটু একটু করে মিসেস ফিগ দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই হ্যারির কানে এলো ভার্ননের গলা, ডাডলি বাড়িতে নেই? রোজই দেখছি বাইরে চা খায়।

আন্টি বললো– বাড়িতে বসে থেকে করবেটা কি? পাড়ার সকলে, বন্ধু-বান্ধবরা ওকে দেখতে পেলেই ছাড়তে চায় না। সব্বাই ওকে দারুণ ভালবাসে।

কথাটা শুনে হ্যারি ওর হাসি খুব কষ্ট করে চেপে রাখে। আঙ্কল-আন্টি ওদের ছেলে ডাডলিকে নিয়ে গদগদ। বন্ধুরা ভালবাসে, চা খেতে নেমন্তন্ন করে– সব বাজে কথা। এই সময় ও পার্কে, রাস্তায় কতগুলো বদ বন্ধুদের নিয়ে ঘোরাফেরা করে ছোট নিরীহ ছেলে দেখলে তাকে ধরে মারধর করে, পেছনে লাগে। শুধু তাই নয় রাস্তার কোণায় দাঁড়িয়ে ভাল ভাল গাড়ি যেতে দেখলে ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। সমস্ত গরমের ছুটির দিন এই ভাবেই ডাডলি ইট-পাটকেল ছোঁড়ে। মারধোর করে কাটায়।

আন্টি পেটুনিয়া টেলিভিশন চালিয়ে দিতেই হ্যারির কানে এলো–

'স্প্যানিশ পোর্টারদের ধর্মঘট, এই নিয়ে দু'সপ্তাহে পা দিল। ছুটি যাপনের হাজার হাজার লোক বিমানবন্দরে তাদের মালপত্র নিয়ে অসহায়ের মতো বসে রয়েছে।'

আঙ্কল ভার্নন বললেন– চুলোয় যাক। সারাজীববন ওরা দিবানিদ্রা দিক। বাগানে শুয়ে থাকা হ্যারির সেই খবর শুনে একটুও ভাল লাগে না। হলিডে মেকার্সের বিমানবন্দরে বসে থাকার চেয়ে আরও অনেক খবর যেমন ধ্বংস, মৃত্যুর খবর যদি থাকত তাহলে প্রথতমেই সেটা জানাতো।

ও বিরাট একটা নিশ্বাস ফেলে ঘন নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। গরমের ছুটির প্রতিটি দিন ওর বিরক্তিকর, একঘেয়ে লাগছে। নতুন কিছু নেই। আশ্চর্য! এখনও পর্যন্ত সব নীরব কেন? কিছু একটা ঘটছে না কেন? ব্যর্থ উত্তেজনা আশা। মাঝে মাঝে এক ঘেয়ে বন্ধ হয় আবার তারই পুনরাবৃত্তি।

– কেন, কেন এখনও কিছু ঘটছে না? ও কান পেতে রইল প্রতিক্ষা করতে লাগল।

হ্যারি চোখ বন্ধ করল। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো প্রতিটি দিন ওর এমনিভাবে কাটে– টেনসন, আশা, তারপর আবার টেনসন, কিছুটা স্বস্তি... আবার জমে ওঠা টেনসন বড়ো এক ঘেয়ে লাগলে ওর।

কামান দাগার মতো বিরাট এক ভয়ঙ্কর শব্দ, গাড়ির তলায় শুয়ে একটা বেড়াল ঝড়ের বেগে ছুটে গেল দৃষ্টির বাইরে; আর্তনাদ, অভিশাপের শব্দ, ডার্সলের ঘর থেকে কাঁচের বাসন ভাঙার শব্দ? দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান। হ্যারি লাফিয়ে উঠল। ঝুলে পড়া জীনসের পেছনের পকেট থেকে একটা ছোট কাঠের দণ্ড টেনে নিল খাপের মধ্য থেকে তলোয়ার টেনে নেওয়ার মত। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠার সময় ডার্সলের খোলা জানালার কপাটে মাথা ঠুকে গেল। শব্দ শুনে আন্টি পেটুনিয়া ঘর থেকে খুব জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

হ্যারির মনে হল ওর মাথাটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় দু' চোখ জলে ভরে গেল, ওর মাথা ঘুরতে লাগল। সেই অবস্থাতেই ও শব্দ, আর্তনাদ কোথা থেকে আসছে জানার জন্য উঠবার চেষ্টা করতেই দু'টি পুরুষ্ট লোমশ হাত খোলাজানালা থেকে ওর গলা চেপে ধরল।

– ওটা ফেলে দাও, কেউ দেখতে পাবার আগে ফেলে দাও বলছি। আঙ্কল ভার্নন ঘরের ভেতর থেকে গর্জন করে উঠলেন।

হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো– ছেড়েদিন, খুব লাগছে।

ভার্নন হ্যারির হাত থেকে দণ্ডটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই হ্যারি দণ্ডটা ভার্ননের দিকে এগিয়ে দিতেই ভার্নন তরিতাহতের মত হ্যারিকে ছেড়ে দিলেন। কোনও এক অদৃশ্য শক্তি হ্যারিকে তরঙ্গায়িত করেছে। হ্যারির মাথার ভেতর

অকথিত এক তীব্র যন্ত্রণা। ও কোনও মতে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল। কোথা থেকে সেই ভয়াল-ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসছে? আশপাশের বাড়ির লোকেরা সেই শব্দ শুনে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে রয়েছে হ্যারি দেখতে পেল। হ্যারি একটুও সময় নষ্ট না করে দণ্ডটা জীনসের পকেটে গুঁজে গো-বেচারার মত তাকিয়ে রইল।

আঙ্কল ভার্নন সামনের সাত নম্বর বাড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন- বেশ সুন্দর লাগছে সন্ধেটা। আপনি কী একটা ভীষণ শব্দ শুনেছেন? আমরাতো বেশ ভয় পেয়ে গেছি!

আঙ্কল আপনমনে শব্দটার সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। বুঝতেই পারেননি প্রতিবেশীরা যে যার কাজে চলে গেছে।

এই ছেলে কোথা থেকে শব্দটা এলরে? ভার্নন রাগে কাঁপতে কাঁপতে হ্যারিকে বললেন।

হ্যারি উদাসীন কণ্ঠে বললো- আমি কেমন করে বলব? আমি তো করিনি। ও ভান করে রাস্তার এধার ওধার তাকিয়ে শব্দটা কে করল জানার জন্য তাকাতে লাগল।

- আমাদের বাড়ির কাছে কেউ পিস্তলের আওয়াজ করে লোকজনদের ভয় দেখাচ্ছে?

- আমি জানি না, হ্যারি অবিচলিত হয়ে বললো। আন্টি পেটুনিয়া ভার্ননের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ওর মুখেও ভয়ের ছাপ। মুখ শুকিয়ে গেছে।

- জানালার তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলেটা কি শুনি?

- হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ পেটুনিয়া।। সত্যি করে বল তো কী করছিলে?

হ্যারি নিরাক্ত কণ্ঠে বললো- খবর শুনছিলাম।

আঙ্কল ও আন্টি পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রাগত স্বরে বললেন- খবর শুনছিলে আবার?

- খবর তো সবসময় এক থাকে না, প্রতিদিনই নতুন নতুন খবর থাকে।

- বেশি চালাক হতে যেও না ছোকরা! আমি সত্যি কথা জানতে চাই, ‘খবর শুনছি’ স্রেফ ভাঁওতা। ভাল করেই জানো কি করছিলে। আন্টি পেটুনিয়া ইশারায় আঙ্কল ভার্ননকে চুপ করতে বললেন। তবুও ভার্নন বললেন- তুমি যে খবর শুনতে চাও, তা আমাদের টিভি নিউজে থাকবে না।

আন্টি বললেন- মিথ্যুক, তাই যদি হবে তো তোমার প্যাঁচাটা কি করছে? খবর না নিয়ে এলো ওটা!

- আহ্ যা বলেছ! এই ওটাকে আমাদের বাড়ি থেকে তাড়াও বলে দিলাম। ওটাই তোমার আজেবাজে খবর নিয়ে আসে! কথাটা শুনে হ্যারি জবাব দিতে ইতস্তত করল। সত্যি কথা বলে লাভ নেই। সত্যি কথাটা বলতে ওর কতটা খারাপ

লাগবে আঙ্কল-আন্টি জানে না।

– 'প্যাঁচারা আমার কোনও খবর নিয়ে আসে না', হ্যারি নীরস কণ্ঠে বললো।

– আনে না! আঙ্কল ভার্নন দৃঢ় স্বরে বললেন।

– আমরা ভাল করেই জানি তুমি নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করে বেড়াচ্ছ।

– আমাদের তুমি যতোটা বোকা ভাবছ তা কিন্তু আমরা নই, আঙ্কল ভার্নন বললেন।

– বাঃ বেশ নতুন কথা শুনলাম বলে মনে হচ্ছে, হ্যারির মেজাজ চড়তে শুরু করেছে। আঙ্কল-আন্টি আর কিছু বলার আগেই হ্যারি দ্রুত পায়ে লন ছেড়ে বাগান টপকে রাস্তায় দাঁড়াল। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল।

ও বেশ বুঝতে পেরেছে নতুন এক বিপদ ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ি ফিরলে আঙ্কল-আন্টির সামনে দাঁড়িয়ে কতগুলো বিশ্রী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তা ভাল করেই জানে। আরও জানে এই মুহূর্তে সেই পরিস্থিতির চেয়েও আরও অনেক জরুরি জিনিস মনের মধ্যে রয়েছে।

যে পথ দিয়ে ও বরবার হাঁটে সেই পথ ধরে ও চলতে শুরু করল। হ্যারি জানে কে বা কারা যাবার বা আসার সময় সেই ভুতুরে শব্দ করেছে। অ্যাপারেটিং, ডিস অ্যাপারেটিং-এর শব্দ হাওয়াতে মিলিয়ে যাবার সময় ডব্বি ঠিক এই রকম বীভৎস শব্দ করেছিল। ডব্বি কি তাহলে প্রাইভেট ড্রাইভে এসেছিল? ঠিক এই মুহূর্তে কি ডব্বি ওর সঙ্গে থাকতে চাইছে? কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হ্যারি প্রাইভেট ড্রাইভের দিকে এগোতে লাগল। তাহলেও ব্যাপারটা খুব মাথামুণ্ডুহীন মনে হল। হ্যারি জানে ডব্বি অদৃশ্য হবার কৌশল জানে না।

হ্যারি যন্ত্রচালিতের মত হাঁটতে হাঁটতে ওর সবচেয়ে প্রিয় জায়গায় পৌছল। ওর প্রতি পদক্ষেপেই মনে হল কে যেন ওর পেছনে পেছনে চলছে। ও যখন আন্টি পেটুনিয়ার বাগানে শুয়েছিল, তখন; বার বার মনে হচ্ছিল কারা যেন ছায়ার মত যাদুবলে ওর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে। বারবার ও পেছনে তাকাতে লাগল। তাহলে তারা ওর সঙ্গে কথা বলেনি কেন? কেন যোগাযোগ করছে না? লুকিয়ে রয়েছে কেন?

এমনও হতে পারে, সেই ভয়ঙ্কর শব্দগুলো ঐন্দ্রজালিক ছিলো না। হয়ত যে জগতে ও থাকে সেখানকার সামান্য ছোট একটা সংবাদের আশায় উদগ্রীব হয়ে দিনের পর দিন কাটাচ্ছ বলেই কি সাধারণ কিছু গোলমালের শব্দে ও হানফান করছে? আবার প্রতিবেশীদের বাড়ির কিছু ভাঙাচোরার শব্দও হতে পারে।

দিনের পর দিন এক ঘেয়ে জীবনে হ্যারি শুধু আশাহত নয়, দারুণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

আগামীকাল অ্যালার্ম শুনে ভোর পাঁচটায় উঠে 'ডেইলি প্রফেট' দেবার জন্য

পেঁচাকে টাকা দিতে হবে; কিন্তু খবরের কাগজটা নেবার কি কোনও সার্থকতা আছে? ইদানীং ও কাগজটায় একবার চোখ বুলিয়ে ঠেলে সরিয়ে রাখে। যে বোকা লোকগুলো 'ডেইলি প্রফেট' চালায়, তারা ভোল্ডেমর্টের আবার আবির্ভাব হয়েছে এই খবরটা যখন জানবে তখন নিশ্চয়ই শিরোনাম হবে খবরটি। আর অপেক্ষা সেই খবরটির জন্য পত্রিকা কেনা। যদি ও সত্যি ভাগ্যবান হয় তাহলে পেঁচারা অবশ্যই ওর প্রিয় বন্ধু রন আর হারমিওনের চিঠি নিয়ে আসবে; কিন্তু আশা করে কোনও লাভ নেই!

কিছুদিন আগে ওদের কাছ থেকে ছোট একটা চিঠি এসেছিল

'তোমাকে আমরা বিশেষ কারণে সবিস্তারে কিছু জানাতে পারছি না। কেন তা তুমি বোধকরি জান। পাছে চিঠি হারিয়ে যায় সেই কারণে তোমাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ খবর লিখতে পারি না। আমরা এখানে খুবই ব্যস্ত আছি। ব্যস্ততার কারণেও জানাতে পারছি না। অনেক কিছু এখানে ঘটছে, দেখা হলে তোমাকে বলবো।'

কিন্তু দেখাটা কবে হবে? সেই দিনটির কথা ওরা কেউ লেখেনি। হারমিওন অবশ্য ওর জন্মদিনের শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাবার সময় লিখেছিল, 'আমরা আশা করছি তোমার সঙ্গে খুব শিগ্‌গিরি দেখা হবে।' কিন্তু সেই দিনটি কবে? হ্যারি চিঠিটা পড়ে একটুও খুশি হয়নি। রনের বাবা-মা'র বাড়িতে রন আর হারমিওন বেশ মজায় ছুটির দিন কাটাচ্ছে। প্রাইভেট ড্রাইভে ও যে কি কষ্টে আর মনের দুঃখে রয়েছে তা ওরা বুঝতে পারছে না। বারোতে ওরা বেশ ভালভাবেই আছে। জন্মদিনের কার্ডের সঙ্গে ওরা দু'বাক্স 'হানিডিউকস চকোলেট' পাঠিয়েছিল। রাগ করে হ্যারি ওদের পাঠান চকোলেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। প্যাকেট পর্যন্ত খোলেনি। রাতে পেটুনিয়া আন্টির বানান শুকনো সালাদ খেতে খেতে চকোলেটের প্যাকেট ফেলে দেবার কথাটা মনে করে দুঃখ পেয়েছিল।

রন আর হারমিওন কি এমন কাজে ব্যস্ত আছে? হ্যারি তাহলে কেন থাকবে না? ওদের চেয়েও অনেক শক্ত শক্ত কাজ করতে পারে সেটা কি প্রমাণীত হয়নি? বেমালুম ভুলে গেছে দু'জনেই? কবরস্থানে সেডরিকের হত্যা কে দেখেছিল? তারপর খুনি ওকে টম্বস্টোনে বেঁধে রেখে হত্যা করতে চায়নি?

'ওই ঘটনা মনে রেখো না।' হ্যারি নিজেকে বললো এবং অন্তত হাজারবার মন থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে কিন্তু পারেনি। শুধু রাতে বিকট নিশাস্বপ্ন দেখে তাই নয় মাঝে মাঝে দিনে-দুপুরে চোখের সামনে সেই বীভৎস কাণ্ডকারখানা ভেসে ওঠে।

যেতে যেতে হ্যারি ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টে ঢুকলো। গ্যারেজের পাশে একমুখো সরুগলিটা ছেড়ে আরও সামান্য এগোল।এই্ খানেই ও প্রথম ওর

ধর্মপিতা সিরিয়সের দেখা। চিঠি সিরিয়াস পাঠিয়েছিলেন তা ঠিক রন আর হারমিওনের মত দায়সারা গোছের নয়। চিঠির প্রতিটি ছত্রে ছিল– ভবিষ্যত বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক বার্তা, সমবেদনা, কোনও মন ভোলানো কথা ছিলো না।

'আমি জানি চিঠিটা পড়ে তুমি হতাশ হবে– তোমার শরীর মন ঠিক রাখবে, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। সাবধানে থাকবে, কোনও কিছু না ভেবে চিন্তে করবে না'।

ভাল, খুউব ভাল। ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্ট ছেড়ে ম্যাগনোলিয়া রোডে পা রাখল হ্যারি, তারপর অন্ধকার প্লে পার্কের দিকে চলল। যা কিছু করছে সবই সিরিয়সের দেওয়া উপদেশ মত। তারই পরমার্শ মত জাদুঝাড়ু কোমরে বেঁধে বারোর দিকে একা উড়ে যাবার লোভ সংবরণ করেছে। ও যতই হতাশ আর রেগে থাকুক না কেন এতদিন প্রাইভেট ড্রাইভে টিকে থাকাটা অবশ্যই ভাল চালচলনের তুল্য। ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বাগানে শুয়ে থাকার একমাত্র কারণ লর্ড ভোল্ডেমর্ট কি করছে, কি ভাবছে, কি ছক কষছে তা জানা। যাই হোক না কেন, যে মানুষটা বার বছর আজকাবানের জাদু জেলে বন্দি থেকেছে তার কথা মেনে চলা যন্ত্রণাদায়ক তো বটেই... তারপর জেল থেকে পালানো, তাছাড়া খুন করতে যাওয়ার অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়া, চুরি করে হিপোগ্রফ নিয়ে পালিয়ে যাওয়া তো আছেই।

হ্যারি পার্কের তালা লাগানো গেটটা লাফিয়ে পার হয়ে শুকনো ঘাসের ওপর দাঁড়াল। আশপাশের রাস্তা আর পার্কটা জনমানবহীন। পার্কের দোলনার কাছে গিয়ে দেখল ডাডলি আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা তখনও দোলনাটা অক্ষত রেখেছে। এক হাতে দোলনার একটা লোহার তার ধরে হ্যারি বিষণ্ণভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। কাল থেকে ও আর ডার্সলেদের (আঙ্কল-আন্টি) বাগানে লুকিয়ে থাকার সুযোগ পাবে না। 'খবর' শোনার জন্য নতুন কোনও রাস্তার কথা ভাবতে হবে। যতক্ষণ না কোনও 'খবর' পাচ্ছে আগামী দিনের রাতগুলো কাটবে অস্থিরতা আর উত্তেজনার সঙ্গে। সেডরিককে হত্যার রাতের দুঃস্বপ্ন না দেখলেও ও মাঝে মাঝে দেখে অন্ধকার এক করিডোর দিয়ে একা হেঁটে চলেছে। করিডোরের শেষ প্রান্তে একটি তালাবন্ধ দরজা। দিনের বেলা এইসব ছাইপাঁশ না ভাবলেও রাত্রে উদভট স্বপ্ন এড়াতে পারে না! মাঝে মাঝে ওর কপালের কাটা দাগটাও অসম্ভব চুলকোয়, দারুণ অস্বস্তি লাগে; কিন্তু রন, হারমিয়ন-সিরিয়স সেই সমন্ধে কিছু ভাবে বলে মনে হয় না, নিজেকে আর বোকা বানাবে না। ওদের কথা ভাববে না। অতীতে ওর কপালের কাটাদাগটা চুলকোবার সময় কে যেন সাবধান করে দিয়েছিল 'ভোল্ডেমর্ট আবার আবির্ভাব হচ্ছে প্রচুর শক্তি নিয়ে'। যেহেতু ভোল্ডেমর্ট এসে গেছে, কপালের কাটাদাগটা চুলকোলে ধরে নিতে হবে ওইরকমভাবে চুলকোবেই, তার জন্য অন্য কিছু চিন্তার কারণ নেই। পুরনো খবর ছাড়া আর কিছুই নয়, ওই

ভোল্ডেমর্ট।

যখন ও রন আর হারমিওনের কথা ভাবে তখন ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে অবিচারের জন্য। একমাত্র ওর জন্যই সকলে জানতে পেরেছে লর্ড ভোল্ডেমর্ট প্রচুর শক্তি নিয়ে ফিরে এসেছে! তার উপযুক্ত প্রতিদান কি ডার্সলেদের ছোট একটা স্যাঁত স্যাঁতে ঘরে– সম্পূর্ণভাবে জাদু পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চার সপ্তাহ একরকম বন্দি হয়ে থাকা? এত সহজে কী ডাম্বলডোর ওকে ভুলে যাবেন। কেন, রন আর হারমিওন ওকে বারোতে একসঙ্গে ছুটি কাটাবার নেমন্তন্ন করেনি? সিরিয়সের উপদেশ মত আর কতদিন ও ভাল ছেলের মত হাত গুটিয়ে বসে থাকবে অথবা স্টুপিড ডেইলি প্রফেটে লিখবে না ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে? এই সমস্ত চিন্তা হ্যারির মাথায় বন বন করে ঘোরে... স্থির থাকতে পারে না। ও অন্যায় অবিচারের কথা ভেবে গুমোট রাতে তারা ভরা আকাশের দিকে বিষণ্ন চিত্তে তাকিয়ে থাকে। ওর আশপাশে সবকিছুই নীরব নিথর, মাঝে মাঝে দু'একটা গাড়ি চলার শব্দ বা কিছু লোক পার্কের ভেতর দিয়ে চলছে তারই শব্দ। তাদের মধ্যে একজন বেসুরো বিকৃত কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল। বাকি সবাই হাসছে। হঠাৎ কানে এল কয়েকটা রেসিং সাইকেলের ক্লিং ক্লিং শব্দ। হ্যারি জানে বাইকে ঘণ্টি মারতে মারতে কারা আসছে। দলের আগে যে বাইক চালাচ্ছে সে তার খালাতো ভাই, ডাডলি কোনও সন্দেহ নেই। ও বিশ্বস্ত সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে।

ডাডলি চিরকালই মোটাসোটা। ইদানীং ডায়টিং আর ব্যায়াম করে দেহের ওজন কিছুটা কমিয়েছে। ওজন কমানোর সফলতার পর সামান্য কর্মঠ হয়েছে। আঙ্কল যাকে কাছে পায় তাকে ধরে বলে– জানো ডাডলি জুনিয়র হেভি-ওয়েট ইন্টার স্কুল বকসিং চ্যাম্পিয়ন (সাউথ ওয়েস্টের) হয়েছে। আঙ্কলের ভাষায় 'নোবল স্পোর্ট' ডাডলিকে আরও বেশি দূর্দান্ত করে তুলেছে। হ্যারির প্রাইমারি স্কুলের কথা মনে আছে... ডাডলি ওকে কাছে পেলেই প্রচণ্ড ঘুষি মারতো। হ্যারি যেন ওর 'পাঞ্চবল'। তখন ও ছোট ছিল। এখন আর ডাডলিকে সে ভয় পায় না। সে মনে করে না যে, অন্যদের ঘুষি মারার জন্য ডাডলির বক্সিং শেখা, আর আঙ্কলের বুকফুলিয়ে যাকে পায় তাকে ডেকে ছেলের কৃতিত্বের কথা বলার কোনও কারণ আছে। পাড়া প্রতিবেশীর ছোট ছোট ছেলেরা ডাডলিকে দেখলেই লুকিয়ে পড়ে।

হ্যারি দূর থেকে দেখল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ওরা আসছে। ভাবে কে জানে আজ কোন এক নিরীহ ছেলেকে সকলে মিলে ধরে ওরা মারধোর করেছে।

ডাডলির বন্ধুরা হ্যারিকে একলা বসে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই চুপ করে থাকতো না। ঘিরে ধরে অবশ্যই কিল চড় মারতো, তাহলে ডাডলি তখন কি করত? কিন্তু হ্যারি এখন প্রস্তুত, হাতে রয়েছে ম্যাজিক ওয়ান্ড। আসুক ওরা... মারবার চেষ্টা করুক। এমন কিছু ভেল্কি দেখাবে যাতে ভবিষ্যতে আর ওর সামনে আসতে

সাহস করবে না।

কিন্তু ডাডলির সাঙ্গপাঙ্গরা ওকে দেখতে পায়নি। অযথা মারপিট করতে ওর মন চায় না। কোনভাবেই সে আর জাদুদণ্ড দিয়ে ম্যাজিক দেখাবে না। অযথা ব্যবহার করলে স্কুল থেকে আবার বিতাড়িত হবার সম্ভাবনা আছে।

একটু একটু করে ডাডলির বন্ধুদের গলার শব্দ কমে গেল। ওরা হ্যারির দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। খুব সম্ভব পৌঁছে গেছে ম্যাগনোলিয়া রোডের কাছে।

'সিরিয়স দেখ আমি তোমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি' হ্যারি নিস্পৃহ হয়ে ভাবে। 'কোনও কিছুই সতর্ক না হয়ে করা ঠিক নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ কর? সিরিয়স তুমি করেছ ঠিক তার বিপরীত।'

হ্যারি দাঁড়ালো, আড়মোড়া ভাঙল। আঙ্কল-আন্ট সব সময় ভাবেন রাতে যে সময় ডাডলি বাড়ি ফেরে সেটা সঠিক সময়। তারপরে বাড়ি ফিরলে অবশ্যই ধরে নেন দেরি করে ফিরেছে। আঙ্কল ভার্নন, হ্যারি কোনও কারণে ডাডলির পরে বাড়ি ফিরলে চোখ লাল করে শাসান। তালা দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখার ভয় দেখান। হ্যারি বড় দেখে একটা হাই তুলে পার্কের গেটের দিকে চলল।

ম্যাগনোলিয়া রোড প্রাইভেট ড্রাইভের মত ঝকঝকে তকতকে। বাড়ির সামনে সবুজ লন, ফুলের বাগান। ওদের বাড়ির সামনে রাখা গাড়িগুলো প্রাইভেট ড্রাইভের মত ঝকঝকে তকতকে। হ্যারি রাত্রিবেলা লিটিল হুইংগিং দিয়ে যাওয়া পছন্দ করে। রাত্রে সব বাড়ির জানালায় পর্দা ফেলা থাকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ে রাস্তায়। ওকে দেখে নাক সিঁটকোবার কেউ সুযোগ পায় না ঘরের ভেতর থেকে। ও খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো, অর্ধেক রাস্তা পার হবার পর আবার চোখে পড়ল ডাডলির দলের। ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টের মুখে ওরা শুভরাত্রি জানাচ্ছিল। হ্যারি বিরাট একটা লিল্যাক গাছের ছায়ার তলায় দাঁড়াল যাতে ওরা দেখতে না পায়। ওদের চলে যাবার অপেক্ষা করতে লাগল। শুনতে পেল ম্যালকমের কথা– ব্যাটা শুয়রের ছানার মত মার খেয়ে ক্যাঁ ক্যাঁ করছিল। তাই না?

পাইয়ার্স বললো– চলি বিগ-ডি... আবার কাল দেখা হবে। ওডেলি হাত বাড়িয়ে বললো– কাল একই সময়ে।

আমার বাড়িতে আয়। বাড়িতে বাবা-মা থাকবে না, গর্ডন বললো।

বাই ডাভ!

– আবার দেখা হবে বিগ-ডি!

সবক'টা সাঙ্গপাঙ্গ চলে না যাওয়া পর্যন্ত হ্যারি লিল্যাক গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। ওরা চলে গেলে ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্টের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর খুব জোরে জোরে হেঁটে ডাঁডলির সামান্য দূরে দাঁড়াল। ডাডলি তখন বেসুরে গান গাইতে গাইতে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল।

– আরে বিগ-ডি!

ডাডলি ডাক শুনে পিছনে তাকাল।

– ওহ্, ঘোঁত ঘোঁত করে ডাডলি বললো– তুমি...?

– কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ বিগ–ডি?

–ধ্যাৎ বাজে বকবে না, ডাডলি দাঁত খিঁচিয়ে বললো।

– শান্তি শান্তি। বাঃ সুন্দর তোমার নামকরণ করেছে; হ্যারি ডাডলির পাশে এসে বললো। যে যাই বলুক তুমি আমার কাছে 'ইকিল ডিড্ডিকিন্‌স।

– এই তুমি চুপ করবে? ডাডলে ওর শুয়রের রাং-এর মত মোটা একটা হাত ঘুষি মারার জন্য এগিয়ে দিয়ে বললো।

– এই, তোমার বন্ধুরা জানে আন্টি তোমায় আদর করে কি নামে ডাকেন?

– মুখ বন্ধ করবে না করবে না?

– 'তুমি তো তোমার মায়ের মুখ বন্ধ করতে পারবে না'। 'পপকিন' 'ডিস্কি ডিড্ডিডামস' নাম বড় মধুর, তোমায় ওই নামে ডাকতে পারি?'

ডাডলি চুপ করে রইল। মুখে 'রা' নেই। ও ইচ্ছে করলে দুবলা পাতলা হ্যারিকে মারতে পারত; কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে হাত গুটিয়ে নিল।

– তো আজ তুমি কাকে মার-ধোর করলে? হ্যারি দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো– নিশ্চয়ই একটা ছোট দশ বছরের ছেলেকে? আমি জানি মাস দুয়েক আগে তোমরা মার্ক ইভান্সকে একলা পেয়ে ভীষণ মেরেছিলে।

– ওর নিজের দোষে মার খেয়েছে, ডাডলি ঘোঁত ঘোঁত করে বললো।

– ও তাই?

– আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করেছিল।

– সত্যি? তোমাকে নিশ্চয়ই দু'পায়ে হাঁটা শুয়োরের মত দেখতে বলেছিল, ডাভ?

হ্যারি ম্যাজিক ওয়ান্ডটা পকেট থেকে টেনে নিল। দেখল ডাডলি আড় চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে।

– ওটা ব্যবহার করার তোমার অধিকার নেই, ডাডলি সাথে সাথে বললো– আমি জানি তুমি পারবে না। যদি ব্যবহার করো তাহলে তোমার ওই উদ্ভট জাদু স্কুল থেকে তোমায় তাড়িয়ে দেবে।

– কেমন করে জানলে বিগ-ডি সেই আইন এখনও চালু আছে?

হ্যারি মৃদু হাসল।

– বুঝলে চাঁদু, ওইটি ছাড়া তোমার আমাদের সঙ্গে লড়াই করার সাধ্যি নেই; ডাডলি ঘোঁত ঘোঁত করে জাদুদণ্ডটা দেখতে দেখতে বললো।

– সত্যি তো, যেমন তোমার সামনে আর আর পিছনে চারটে করে সাঙ্গপাঙ্গ

না- থাকলে দশ বছরের একটা নিরীহ ছেলেকে বে-ধড়ক পেটাতে পারতে না। বুঝলে বিগ-ডি, যে বক্সিং টাইটেলটা নিয়ে তুমি আর আঙ্কল গর্ব করে বেড়াও, সেটা পেয়েছ একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে লড়াই করে। কত ছিল তার বয়স? সাত না আট?

– ষোল বছর, এটা তুমি মনে রেখ, তোমায় জানালাম। আরও জেনে রেখো, লড়াই শেষ হবার পরও প্রায় কুড়ি মিনিট প্রায় চেতনা হারিয়ে মাটিতে শুয়েছিল। ও তোমার চেয়ে দু'গুণ ছিল– দাঁড়াও ড্যাডিকে বলে তোমার মজা দেখাচ্ছি।

– কিসের জন্যে?

– আবার তুমি বিশ্রি ওয়ান্ডটা বার করে আমায় ভয় দেখিয়েছ।

– এখনই ছুটে যাবে না কি ড্যাডির কাছে? বলবে তোমার প্রিয় বক্সিং চ্যাম্পিয়ন, হ্যারির হাতে সেই নোংরা জাদু দণ্ডটা দেখে ভয় পেয়েছে? হাঃ হাঃ?

– রাতে তুমি খুব সাহসী হয়ে যাও তাই না?

– এখন তো রাত্রি, ডিডিকিন্স। চতুর্দিক এইরকম অন্ধকার হয়ে গেলে আমার রাত্রি বলি।

– বলছিলাম মানে ঘুমোবার সময়! তখন সাহস কোথায় পালায়? ডাডলি চলতে চলতে থেমে গেল। হ্যারিও থামল। তাকিয়ে রইল ডাডলির দিকে। সামান্য আলোয় দেখে মনে হল ডাডলির বিরাট মুখ অদ্ভুত এক জয়ের আনন্দে ভরে গেছে।

– তার মানে তুমি বলতে চাও, রাতের বেলায় বিছানায় একা শুতে আমি ভয় পাই? হ্যারি ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললো– আমি তাহলে বালিশ-বিছানা বা অন্য কিছুতে ভয় পাই?

গত রাতেও আমি তোমাকে ঘুমের মধ্যে গোঁ গোঁ করতে শুনেছি। কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

ডাডলির কথা শুনে হ্যারির পেটের ভেতরটা কোঁ কোঁ করে উঠল– তুমি কী বলতে চাইছ? গত রাতেও আবার হ্যারি কবরস্থানের সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নটা দেখেছে। ডাডলি উৎকটভাবে হেসে উঠল, তারপর খুব জোর গলায় ভেঙিয়ে ভেঙিয়ে বললো– সেডরিককে মেরে ফেলো না সেডরিককে মেরে ফেলো না! সেডরিক? তোমার অতি প্রিয় বাল্য বন্ধু বুঝি?

– তুমি মিথ্যে কথা বলছ, ডাডলিকে হ্যারি বললো। কিন্তু বলার সময় ওর গলা শুকিয়ে গেল। ও জানে ডাডলি এক বর্ণও মিথ্যে বলছে না– ও কেমন করে সেডরিকের নাম জানবে?

– ড্যাড! আমাকে বাঁচাও ড্যাড! ও আমাকে মেরে ফেলবে, ড্যাড! আরে ছোঃ বুঃ বুঃ হুঃ!

– চুপ কর, হ্যারি ফুঁসে উঠল– একটি কথাও বলবে না ডাডলি– আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি!

– ও মা আমাকে বাঁচাও– ড্যাড! ও সেডরিককে হত্যা করেছে। আমাকেও মেরে ফেলবে, এই এই কী করছো আমার দিক থেকে ওটা সরাও! ডাডলি ভয়ে ভীত হয়ে সুর বদলে বললো।

ডাডলি কানাগলির দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা সোজা ডাডলির বুকে তাক করেছে। চৌদ্দ বছর ধরে ডাডলির ওর শিরা, উপশিরায় ঘুরপাক খাচ্ছে– ও কী ডাডলিকে ছেড়ে দেবে? এমন দুর্ভাগ্যগ্রস্ত করবে যে হেঁটে বাড়ি ফেরার অবস্থা থাকবে না– পোকার মত বুক ঘষতে ঘষতে বাড়ি ফিরতে হবে, অনেকটা শুঁয়ো পোকার মতো।

– ভবিষ্যতে ওই কথাগুলো বলবে না, হ্যারি ধমক দিল– বুঝতে পেরেছ আমার কথা?

– ওটা তুমি অন্যদিকে সরাও!

– আমার কথার মানে বুঝেছ?

– আমাকে তাক করো না, সরিয়ে নাও।

ডাডলি অস্থির চিত্তে হাঁফাতে থাকে, এমনভাবে হাঁফায় যেন সদ্য ওকে প্রচণ্ড বরফের মত ঠাণ্ডা জল থেকে তোলা হয়েছে।

আচমকা সেই রাত্রিটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেল– সবকিছু আলোক বিহীন অন্ধাকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল– আকাশের তারা, চাঁদ, কানাগলির দু'ধারে ক্ষীণ রাস্তার বাতিগুলো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। বহু দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসা গাড়ি চলার শব্দ, গাছের ফিস ফিসানী আর আর শোনা গেলো না। উষ্ণ সন্ধ্যা হঠাৎ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিস্তব্ধ অন্ধকার, অভেদ্য অন্ধকার সব কিছু ছেয়ে গেল। কতগুলো বিরাট বিরাট দৈত্যদের বরফের মত ঠাণ্ডা হাত কানাগলির সবকিছু চাদরে ঢেকে দিয়ে ওদের দৃষ্টি শক্তি লোপ পাইয়ে দিল।

হ্যারির মনে হলো কোনও কিছু না ভেবে চিন্তে– হঠাৎ অজান্তে ও ম্যাজিক করে ফেলেছে যদিও সেটা করবে না দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ওর এমন কোনও ক্ষমতা নেই আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনার, সবকিছু ওর হাতের বাইরে চলে গেছে। ও এধার- ওধার তাকিয়ে কিছু দেখবার চেষ্টা করলো কিন্তু এক গভীর অন্ধকার চাদর ওর দু'চোখ চেপে ধরেছে।

ডাডলির ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর হ্যারির কানে ঢুকল।

– এই এই হ্যারি তুমি কি করলে? বন্ধ কর, বন্ধ কর বলছি।

– আমি কিছু করিনি! চুপ, এক চুলও নড়বে না!

– আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, অন্ধ হয়ে গেছি।

– কতবার বলব চুপ কর।

হ্যারি দৃষ্টিহীন চোখে এধার ওধার তাকাল। ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে

লাগল। সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল।

দু'চোখ খোলার চেষ্টা করল; কিন্তু পারলো না।

প্রবলভাবে বললো, অসম্ভব ওরা এখানে আসতে পারে না। লিটিল হুইংগিং-এ নয়... ও আবার চোখ খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করলো, ওদের দেখার আগে ওদের কথা শুনতে চায়।

ডাডলি কাঁদকাঁদ গলায় বললো– তোমার এই বদমায়েসী, বাবাকে বলে দেব! আ... তুমি কোথায়? তোমার কি মতলব? তুমি কী করছ?

কিন্তু ও কিছু শুনতে পেলো না। যে ভয়ঙ্কর জিনিসটা শোনার প্রতীক্ষায় ছিল শুধুমাত্র সেটাই ওর কানে এলো।

কানাগলিতে ওদের উপস্থিতি ছাড়াও অন্য কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারছে না। বড় বড় টানাটানা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ওদের খুব কাছেই কারা যেন অবিরত ফেলে চলেছে। বরফের মত ঠাণ্ডা শীতল আবহাওয়াতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেল। ও থর থর করে কাঁপতে লাগল।

ডাডলির গলা শুনতে পেল, হ্যারি– হ্যারি ভাল চাওতো তোমার ম্যাজিক বন্ধ কর বলছি।

– 'ডাডলি, চুপ...।'

ওহ্।

অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন ওর মাথার ধারে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল। এতো তার জোর! হ্যারি খানিকটা শূন্যে উঠে গেল। চোখের সামনে সাদা সাদা আলো ফটফট শব্দ করে ফুটে উঠল। এই নিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে দ্বিতীয়বার হ্যারির মনে হল ওর মাথার ভেতরটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, পর মুহূর্তে ও ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল আর হাত থেকে জাদুদণ্ডটা উড়ে গেল।

– গর্দভ, ডাডলি! হ্যারি যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে চিৎকার করল। ওর চোখ দুটো যন্ত্রণায় জলে পরিপূর্ণ, ও ওর হাত-পা থেকে ধূলো ঝাড়তে থাকে।

– 'ডাডলি, যেও না, ওদিকে যেও না, ফিরে এসো! তুমি বিপদের মুখে ছুটে যাচ্ছ।'

ওর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বীভৎসভাবে চিৎকার করে উঠল– তারপরই ডাডলির পায়ের শব্দ শোনা গেল না। ঠিক সেই্ সময় হ্যারির মনে হলো অসম্ভব হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা, ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ, তার অর্থও জানে। একটি অর্থ, একজন নয় আরও রয়েছে তার সঙ্গে।

– ডাডলি যেখানেই থাক, মুখটা চেপে বন্ধ করে থাক।

– জাদুদণ্ড! হ্যারি মাকড়সার মত ওর দু'হাত তুলে পাগলের মত বললো– আমার জাদুদণ্ড কোথায় এগিয়ে এসো– লুমোস।

হ্যারির মুখ থেকে আপনা-আপনি স্পেল বেরিয়ে এল। খোঁজবার জন্য ওর আলো দরকার– কথাটা ভাবার সাথে সাথে ওর ডানহাত থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। জাদুদণ্ডের মুখ থেকে আগুন জ্বলে উঠল। হ্যারি জাদুদণ্ডটা একরকম হিঁচড়ে তুলে ধরে সেটা পায়ের কাছে পড়ে ঘুরপাক খেতে লাগল।

হ্যারি জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে তুলে বললোঃ 'এক্সপেকটো পেট্রোনাম!'

বলার সাথে সাথে হ্যারি জাদুদণ্ডের মুখ থেকে রূপালী রং-এর বাষ্প বেরুতে লাগল। ডিমেন্টর গতি কমিয়ে দিল, কিন্তু জাদুমন্ত্র ঠিকমত কাজ করেনি। হ্যারি দাঁড়িয়ে উঠে সামান্য পিছনে হটলো। ডিমেন্টর তখন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দারুণ আতঙ্কে ওর মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত, হতোবুদ্ধি হয়ে গেছে– 'কনসেনট্রেট'।

ডিমেন্টরের আললেখাল্লা থেকে এক জোড়া ধূসর, ক্ষতের ওপর মামড়ি পড়ার মত লিকলিকে দু'টি হাত বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে হ্যারির দিকে এগোতে লাগল। অজানা এক হিস্ হিস্ শব্দ হ্যারির কানে আসতে লাগল।

'এক্সপেকটো পেট্রোনাম!'

ওর গলার শব্দ খুব ঢিমে আর দূর থেকে ভেসে এলো যেন।

আবার একগাদা রূপালী বাষ্প আগের চাইতে আরও দূর্বল হয়ে ওর জাদুদণ্ড থেকে বেরুতে লাগলো, ওর আর কিছু করতে পারছে না, জাদুমন্ত্রও কাজ করছে না।

ওর মাথার ভেতরে কে যেন দমকে দমকে হেসে চলেছে। তীক্ষ্ম, উচ্চস্বরের হাসি, ডিমেন্টরের পচাগন্ধ নাকে আসছে, মৃত্যুর শীতল নিঃশ্বাস ওর ফুসফুস ভরিয়ে দিচ্ছে, কোন এক অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে ও ভাবো আনন্দের কথা ভাবো।

কিন্তু ওর মনে তো কোনও আনন্দ নেই। ডিমেন্টরের হাতের বরফ শীতল আঙ্গুলগুলো ওর গলা টিপে ধরতে এগিয়ে আসছে– উচ্চস্বরের হাসির বিরাম নেই গতি তার বেড়ে চলেছে। কেউ যেন মাথার ভেতর থেকে কিছু বলছে। বলছে, 'হ্যারি, মৃত্যুর কাছে মাথানত কর, যন্ত্রণাহীন মৃত্যু হতে পারে, আমি ঠিক জানি নে, আমার কখনও মৃত্যু হয়নি।

তাহলে তো আর রন, হারমিনিওনের সঙ্গে দেখা হবে না। ওদের মুখগুলো ওর মানসচক্ষের সামনে ভেসে উঠলো তবুও বেঁচে থাকার জন্য নিঃশ্বাস নিয়ে চলল।

'এক্সপেকটো পেট্রোনাম!'

হ্যারির যাদুদণ্ডের মুখ থেকে একটা প্রকান্ড হরিণ শাবক বেরুতে লাগল। শিং দিয়ে ডিমেন্টরের হৃদপিণ্ডের কাছে ঢুঁ মারতে লাগল। কখনও এগোয়, কখনও পেছোয়। অন্ধকারের মতই ভারহীন। হরিণের শিং-এর চাপে ডিমেন্টররা হঠাৎ সবেগে পিছু হটে গেল, অনেকটা বাদুড়ের মতো পরাজিত হয়ে ডিমেন্টর পালাল।

– 'ওইদিকে ধাওয়া কর।' হ্যারি চিৎকার করে হরিণকে নির্দেশ দিল।

চড়কিবাজির মত ঘুরতে ঘুরতে ও কানাগলির শেষ প্রান্তের দিকে বেগে ছুটল। হাতে প্রজ্জ্বলিত জাদুদণ্ড, 'ডাডলি ডাডলি!'

খুব বেশি না, বার কি তের পা ছোটার পর ও ডাডলির কাছে পৌঁছল : দেখতে পেল ডাডলি জমিতে কুঁকড়ে শুয়ে আছে, ওর দু'হাতে মুখ ঢাকা। দ্বিতীয় ডিমেন্টর ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে রয়েছে, ডাডলির কব্জি ওর ল্যাকপ্যাকে সরু লম্বা লম্বা আঙ্গুল চেপে ধরে রয়েছে। আঙ্গুলগুলো যেন নাচছে। ওর আবৃত মুখ ডাডলির মুখের কাছে অনেকটা নামান দেখে মনে হলো চুম্বন করতে চাইছে। 'ওদিকে যাও' হ্যারি খুব জোরে আদেশের সুরে নির্দেশ দিল হরিণের শিং কে। হরিণের শিং একরকম লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেল ডাডলির দিকে। ডিমেন্টরের চক্ষুবিহীন মুখ প্রায় ডাডলির মুখ স্পর্শ করেছে তখন রূপালী হরিণের শিং ওকে ধরে ফেলল– সেই সর্বাঙ্গ ঢাকা মূর্তি ডাডলিকে ছেড়ে দিয়ে আগের সঙ্গীর মত হাওয়াতে মিলিয়ে গেল। হরিণের শিং ও কানাগলির শেষ প্রান্তে গিয়ে রূপালী কুয়াশার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

আকাশে আবার চাঁদ, তারা, রাস্তার বাতি প্রাণ ফিরে পেল। কানাগলিতে গরম এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল। কাছাকাছি বাগানের গাছগুলোর পাতা পৎ পৎ করে উঠল। ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্ট গাড়ির চলার শব্দে গম গম করে উঠল। হ্যারির আশপাশের সবকিছুই প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল। একটু পর বুঝতে পারল ও ঘেমে নেয়ে গেছে। টি শার্টটা গায়ে আঁঠার মত সেঁটে রয়েছে।

যা ঘটে গেল ও যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যিই কি ডিমেন্টরেরা লিটিল হুইংগিংতে এসেছিল?

ডাডলি তখনও মাটিতে ভয়ে জবুথবু হয়ে শুয়ে রয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে বিড় বিড় করে কিছু বলছে। হ্যারি হাঁটু গেড়ে ডাডলির কাছে বসে দেখতে চাইল ও ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে না দাঁড়াবার শক্তি আছে। ঠিক সেই সময় হ্যারি শুনতে পেল ওর পেছনে কারও পায়ের শব্দ। কে দাঁড়িয়েছে দেখার জন্য মুখ ফেরাল। হাতের জাদুদণ্ড তাড়াতাড়ি ওপরে তুলল।

দেখতে পেল মিসেস ফিগ হাঁফাচ্ছেন। মাথার চকচকে পাকা পাকা চুল হেয়ার নেটে আবদ্ধ। হাতের কব্জিতে ঝুলছে শপিং ব্যাগ। বাড়িতে পরার ছোট দুটো জুতো থেকে দু'পায়ের অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। হ্যারি তাড়াতাড়ি ওর জাদুদণ্ড মিসেস ফিগের দৃষ্টি থেকে আড়াল করল।

– 'আরে ওটা লুকোতে যেও না মূর্খ ছেলে! মিসেস ফিগ তীক্ষ্মস্বরে বললেন– আরও দু'চারটে তো এখানে ওখানে থাকতে পারে? – দাঁড়াও, আমি শয়তান মুন্ডানগাস ফ্লেচারকে খুন করবো!

দ্বিতীয় অধ্যায়

অ্য পেক অব আউলস

কী বললেন? হ্যারি কিছু বুঝতে না পেরে বললো।

– ও চলে গেছে! মিসেস ফিগ দুঃখ ভারাক্রান্ত মুখে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন– 'দেখতে গেছে ঝাড়ুর পেছনে কিছু কড়াই পড়ে আছে কিনা। আমি ওকে আগেই বলে দিয়েছিলাম কাজে গাফিলতি মোটেই আমি পছন্দ করি না। যদি সত্যি যায়, আমি ওর গায়ের চামড়া ছাড়াবো। এখন দেখ ডিমেন্টররা এসেছিল! ভাগ্য ভাল মি. টিব্বলসকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম! এখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না! চটপট আমায় তোমাকে নিয়ে যেতে হবে। উ. কি দারুণ ঝঞ্ঝাটে ফেলে পালিয়েছে! আমি ওকে খুন করব।'

কিন্তু, হ্যারি দারুন বিস্মিত, কেমন করে বিড়াল-প্রেমী প্রতিবেশী এই বৃদ্ধা ডিমেন্টরসদের আবির্ভাব জানতে পারলো– আপনি... আপনি ডাইনি?

– না না ডাইনি হতে যাব কেন. আমি একজন ছুঁচো, মুন্ডানগাস ব্যাপারটা খুব ভাল করেই জানে। তাহলে বল আমি কেমন করে তোমাকে ডিমেন্টরদের সঙ্গে লড়াই্ করতে সাহায্য করতে পারি? আমি হাজারবার ওকে বলা সত্ত্বেও, তোমাকে কোনও রকম রক্ষার ব্যবস্থা না করেই জায়গা ছেড়ে পালিয়েছে!

– ওই মুন্ডানগাস আমার নজর রাখছে? চুলোয় যাক– ও তাহলে আমাদের বাড়ির সামনে থেকে ডিস অ্যাপারেট করে ভেগে গেছে?

–হ্যাঁ গো হ্যাঁ ঠিক ধরেছ। ভাগ্যিস আমি মি. টিব্বলসকে একটা গাড়ির নিচে থাকতে বলেছিলাম। মি. টিব্বলস আমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছিল, কিন্তু তোমার বাড়িতে গিয়ে খবর দেবার আগেই তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছো। আজকের এই কাণ্ডকারখানা ডাম্বলডোর জানতে পারলে, কি বলবেন বলত? কথাটা

বলার পর মাটিতে উবু হয়ে ডাডলিকে পড়ে থাকতে দেখে বললেন– এই কুমড়োপটাস ওঠ ওঠ ওঠ শিগগিরি।

হ্যারি মিসেস ফিগের দিকে তাকিয়ে বললো– ডাম্বলডোরকে আপনি জানেন?

– অবশ্যই, অবশ্যই কেন জানবো না– তাকে কে চেনে না জানে না বল। থাকগে এখন বাড়ি যাও দেখি, যেকোনও সময়ে ওরা আবার হানা দিতে পারে। ওরা এলে, আমিতো একটুও তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না, আমি তো এখন জলে ভেজা টি ব্যাগ। কথাটা বলে মিসেস ফিগ ডাডলির দিকে ঝুঁকে বললেন– ওঠো দেখি ষাঁড়ের গোবর!

কিন্তু ডাডলি না পারে উঠতে না পারে চলতে। ও মাটিতে যেমন ছিল তেমনভাবে শুয়ে রইল। থর থর করে কাঁপছে, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখে কে যেন তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

– আমি ওকে তুলছি, হ্যারি অনেক কষ্টে ডাডলিকে দাঁড় করাল। ডাডলির অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা। ওর ছোট ছোট চোখ দুটো চোখের কোটরে ঘুরছে, আর দরদর করে ঘামছে। হ্যারি একটু আলগাভাবে ধরতেই ডাডলি ধপাস করে পড়ে গেল।

– নাও নাও আর ন্যাকামো করো না উঠে পড়, মিসেস ফিগ রেগে গিয়ে বললেন।

হ্যারি ডাডলির একটা মোটা হাত ধরে নিজের কাঁধের ওপর রেখে ওকে নিয়ে চলতে লাগল। ভারি শরীরটা একদিকে ঝুঁকে রইল। মিসেস ফিগ চারদিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটতে লাগলেন।

তিনি হ্যারিকে বললেন– তোমার ম্যাজিক ওয়ান্ডটা ঠিক মত রাখ। ওই অবস্থায় উইস্টরিয়া ওয়াকে পৌছল। এখন আর তোমাকে স্ট্যাটুট অফ সিক্রেসি মেনে চলতে হবে না। কম বয়সের জাদুকরদের অবশ্য কিছু ছাড় আছে, তাহলেও ডাম্বলডোর এই ভয়টা পাচ্ছিলেন। আরে রাস্তার শেষ প্রান্তে ওটা কী? ওহ, মি., তোমার দণ্ডটা সরিয়ে রেখো বাছা, কতবার তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে? আমার কথা শুনছো।

একহাতে ম্যাজিক ওয়ান্ড ঠিক ভাবে ধরে থেকে অন্য হাতে স্থূলাকায় ডাডলিকে ধরে হাঁটা খুবই অসুবিধাজনক। হ্যারি ডাডলির পাঁজরে রেগেমেগে একটা খোঁচা দিল, কিন্তু ডাডলি কারও সাহায্য ছাড়া হাঁটার যেন ইচ্ছে নেই। ও রোগা পটকা হ্যারির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে পা টেনে টেনে চলল। হ্যারি, মিসেস ফিগকে বললো– আমায়তো কখনও বলেননি আপনি জাদুকরী? হ্যারি তখন বিরাট বোঝা নিয়ে হাঁটার জন্য হাঁফাচ্ছে। আমি তো কতবার আপনার বাড়ি গেছি, ঘৃণাক্ষরেও আভাস দেননি, কেন?

ডাম্বলডোরের নির্দেশ, আমাকে সর্বদা তোমায় চোখে চোখে রাখতে বলেছেন, কিন্তু তোমাকে কিছু জানাতে বারণ করেছেন। আসলে তুমিতো বয়সে ছোট তাই কিছু জানো না। আমার বাড়িতে এসে তোমার মোটেই ভাল লাগত না আমি জানি। যদি আমার বাড়ি তোমার ভাল লাগে ডার্সলেরা জানতে পারে, তাহলে তোমাকে আমার বাড়ি কিছুতেই আসতে দেবে না, মিসেস ফিগ দুঃখ-দুঃখ কণ্ঠে বললেন, দুঃখে হাত কচলাতে লাগলেন। ডাম্বলডোর আজকের ঘটনা শুনলে... মুন্ডানগাস বুঝতে পারছি না কেন তোমাকে একলা ফেলে চলে গেল। মাঝরাত পর্যন্ত ওর ডিউটি ছিল, এখন ও গেছে কোথায়? বুঝতে পারছি না কেমন করে ডাম্বলডোরকে খবরটা পাঠাই। আমি তো আবার অ্যাপারেট করতে পারি না।

– আমার একটা পেঁচা আছে, তাকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললো– ডাডলির ভারে ওর শিরদাঁড়া ভেঙে যাবে না তো?

– হ্যারি, তুমি ঠিক গুরুত্বটা বুঝতে পারছো না। ডাম্বলডোর প্রয়োজনীয় কাজ কখনও ফেলে রাখেন না, যথা সম্ভব সময় নষ্ট না করে শেষ করেন। জাদু মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব পদ্ধতি আছে 'আন্ডার এজ 'ম্যাজিক' খুঁজে বার করার। ওরা তোমার কাজকর্মের খবর যথা সময়ে ধরে ফেলেছে, কোনও সন্দেহ নেই, আমার কথার মানে বুঝতে নিশ্চয়ই পেরেছ।

ডিমেন্টরদের হাত থেকে বাঁচতে আমাকে ম্যাজিক করতে হয়েছে। ওদের উইস্টেরিয়া ওয়ার্ক-এ অবাধে ঘুরে বেড়ান সম্বন্ধে আরও বেশি চিন্তিত হওয়া দরকার কী ছিল না?

– ওহ, তাই যদি হত তাহলে তো ভালই হতো। আমি তাই চাই। 'মুন্ডানগাস ফ্লেচার, আমি তোমাকে খুন করব।'

ঠিক সেই সময় বেশ জোরে একটা কড়কড় শব্দ শোনা গেল। আশেপাশে মিষ্টি তামাকের গন্ধে মো মো করে উঠল। ওরা দেখল একটা ছেঁড়া-ফাটা জীর্ন ওভারকোট গায়ে দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় লাল জট পড়া বড় বড় চুল, ফোলা ফোলা চোখ– অনেকটা বেদনাহত বেনেট হাউসের মত তার দৃষ্টি। ওর হাতে একটা রূপালী কাপড়ের পুঁটলি, হ্যারি ওটা দেখেই বুঝতে পারল অদৃশ্য হবার ক্লোক ছাড়া আর কিছু নয়।

–চুপ করবে, ফিগী? ও বললো একজন মিসেস ফিগ, হ্যারি আর ডাডলির দিকে তাকিয়ে।

গুপ্তভাবে থাকার ব্যাপারটা? মিসেস ফিগ রেগেমেগে বললেন, হ্যাঁ তার ব্যবস্থা করছি। ডিমেন্টররা আক্রমণ করেছিলো জানো, ছিচকে চোর!

ডিমেন্টর? মুন্ডানগাস যেন আকাশ থেকে পড়ল, বল কী ডিমেন্টর?

– হ্যাঁ এখানে। ফাঁকিবাজ... কোনও কাজ করার মুরোদ নেই, খালি

জিনিসপত্র হাতাবার তাল।

– ঈশ্বর আমাকে অন্ধকার দাও, সকলের দিকে তাকিয়ে মুন্ডানগাস বিড়বিড় করে বললো, প্রভূ আমাকে অন্ধ করে দাও।

–তুমি চোরাই মাল কিনতে কাজ ছেড়ে কেটে পড়েছিলে। পই পই করে তোমাকে চোরাই কলড্রন কিনতে মানা করিনি? বল আমি করিনি?

মুন্ডানগাস খুব অস্বস্তিতে পড়ল। তোতলাতে তোতলাতে বললো– আমি আ আ আমি– খু-খুইবই ভাল ব্যাবসার সুযোগ ছিল। মিসেস হাত তুললেন। হাতে ঝোলান তারের ব্যাগটার তারগুলো ঝন ঝন করে উঠল। মুন্ডানগাসকে আপাদমস্তক দেখলেন। ব্যাগটার ভেতরে রাখা জিনিসগুলোর শব্দ শুনে মনে হয় তাতে প্রচুর বেড়ালের খাদ্য ঠেসেছেন।

– যাও যাও আমার সামনে থেকে চলে যাও, ধূর্ত লোভি ধেড়ে বাদুর কোথাকার!

– হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি ডাম্বলডোরের কানে কেউ না কেউ কথাটা তুলবে।

– হ্যাঁ তুলবেই। মিসেস ফিগ বেড়ালের খাবার ভর্তি থলেটা দোলাতে দোলাতে বললেন– সবচেয়ে ভাল হবে তুমি যদি নিজে গিয়ে তার কাছে গিয়ে বল, কেন তুমি ডিউটি থেকে কেটে পড়েছিলে, কেন তুমি বাচ্চা ছেলেটাকে সাহায্য করনি।

মুন্ডানগাস মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললো– যাচ্ছি, যাচ্ছি আমি যাচ্ছি। মাথার চুলের জালটা ঠিক করে রাখ!

আরও একটা প্রচণ্ড শব্দ করে মুন্ডানগাস অদৃশ্য হয়ে গেল।

– আমি চাই ডাম্বলডোর ওর অপরাধের জন্য ওকে খুন করে ফেলুক। মিসেস ফিগ অসম্ভব রেগে গিয়ে বললেন– যাকগে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই, বাড়ি যেতে হবে।

প্রায় অচৈতন্য ডাডলিকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে হ্যারি চললো।

মিসেস ফিগ ওদের সঙ্গে যেতে যেতে বললেন– চল তোমাদের বাড়ি অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসি। ভাগ্য ভাল ওদের সংখ্যা কম ছিল। না হলে কি কাণ্ডটা হত বলত। তোমাকে একলা তাদের সঙ্গে লড়াই করতে হতো, ওদিকে ডাম্বলডোর বলেছেন, তোমাকে যেমন করেই হোক ম্যাজিক করতে না দিতে, খুব ভাল কথা। এখন আর পড়া জলে চুমুক দিয়ে কোনও লাভ নেই।

– ওদের মধ্যে একটা বেড়ালও বসে আছে।

– তাহলে ডাম্বলডোরের লোকেরা আমার ওপর দৃষ্টি রাখছে? হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো।

মিসেস ফিগ বললেন– অবশ্যই চোখে চোখে রাখছেন। তুমি কী বলতে চাও

গত জুন মাসের ঘটনার পর তোমাকে নিজের খুশিমত যা ইচ্ছে তাই করতে দেওয়া যায়। ঈশ্বর তুমি মহান। সকলে বলে তুমি অতি বুদ্ধিমান, ঠিক আছে, তাহলে এখন বাড়ি গিয়ে বসে থাক কেমন।

ওরা তখন চার নম্বর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছে।

মিসেস ফিগ বললেন– আমি আশা করছি কেউ না কেউ একটুও সময় নষ্ট না করে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

হ্যারি তৎক্ষণাৎ বললো– এখন আপনি কি করবেন?

কি আর করব, সোজা বাড়ি যাব। নতুন কোনও আদেশের প্রতীক্ষা করতে হবে বাড়িতে তাই থাকতে হবে। শুভ রাত্রি। কথাগুলো বলে মিসেস ফিগ অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে সামান্য কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন।

– চুলোয় যাক নির্দেশ। আপনি এখন যাবেন না! আমাকে একটু খুলে বলুন। আমি সব ব্যাপারটা জানতে চাই।

কিন্তু মিসেস ফিগ কাঁধে বিরাট থলেটা ঝুলিয়ে দুলকি চালে তার বাড়ির দিকে আগেই রওনা দিয়েছেন। হ্যারি শুনতে পাচ্ছে মিসেস ফিগের তার দিয়ে বানানো থলের টিং টিং শব্দ।

– দাঁড়ান! হ্যারি চিৎকার করে মিসেস ফিগকে বললো। যারা প্রত্যক্ষভাবে জাদু স্কুলের হেডমাস্টার মি. ডাম্বলডোরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাদের মুখ থেকে হ্যারির হাজার হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে। কিন্তু কোথায় মিসেস ফিগ? তিনি তখন হ্যারির দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

রেগেমেগে হ্যারি ডাডলিকে, ঠিকমত ঝুলিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে চার নম্বর বাড়ির বাগানের পথ ধরে ডাডলিকে নিয়ে চলল। চার নম্বর প্রিভেট বাড়ির হলের বাতি জ্বলছে। হ্যারি ওর হাতের জাদুদণ্ডটা জীনসের কোমরব্যান্ডের পেছনে রেখে দিয়ে, দরজার পাশে ঘণ্টা বাজাল। তারপর ঢেউ খেলান কাঁচের পাল্লা দিয়ে আন্টি পেটুনিয়ার ত্যাড়াবেঁকা চেহারা দেখতে পেল। হ্যারির মনে হয় ডাডলির ভারি শরীরের চাপে ওর শরীরের সব হাড়গুলো ভেঙে চুরে গেছে। এক ইঞ্চিও নড়বার শক্তি ওর নেই।

- ডিড্ডি আজ তোমার এত দেরি কেন? আমি খুব চিন্তায়– ডিড্ডি কি হয়েছে তোমার?

হ্যারি বাঁকা দৃষ্টিতে ডাডলিকে দেখে কাঁধ থেকে এক ঝটকায় ফেলে দিল। ডাডলি ভারসাম্য রক্ষা না করতে পেরে দুলতে লাগল। ওর মুখটা তখনও ভয়ে নীল হয়ে রয়েছে। তারপর ও মুখটা খুলতেই হড় হড় করে বমি করে ফেলল। বমি দরজার গোড়ায় পাপোশের ওপর পড়ল।

– 'ডিড্ডি! সোনা আমার? কী হয়েছে' ভার্নন ও ভার্নন কোথায় গেলে তুমি?

আন্টির কণ্ঠে উত্তেজনা ভয়ে মুখ বিবর্ণ।

আঙ্কল হন্তদন্ত হয়ে বসবার ঘর থেকে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তার বিরাট গোঁফের দুই প্রান্ত দুলছে। আঙ্কল খুব বিচলিত হলে গোঁফের অবস্থা ওই রকম হয়। ভার্নন, আন্টি পেটুনিয়ার কাছে ছুটে এলেন। আন্টি পেটুনিয়া ডাডলিকে তখন তুলতে ব্যস্ত। ডাডলি শুধু ঘরের মেঝেতে নয় নিজের টিশার্টে বমিতে ভাসিয়েছে।

ভার্নন ডাডলির বমি দেখে বললেন– ব্যাপার কী?

পেটুনিয়া বললেন– খুব অসুস্থ ভার্নন!

– কী হয়েছে তোমার বেটা? মিসেস পলকিস তোমাকে আজেবাজে বিদেশী চা খাইয়েছেন?

– তোমার শার্ট-প্যান্ট এত নোংরা কাদা মাখামাখি কেন? তুমি কী পা পিছলে কাদাতে পড়ে গিয়েছিলে?

– ড্যাম, তোমাকে কি কেউ মেরেছে, টাকা-পয়সা ছিনতাই করতে চেয়েছিল?

আন্টি পেটুনিয়া বিকট চিৎকার করে বললেন– পুলিশকে ফোন কর ভার্নন! সোনা আমার ডিড্ডি, মার সঙ্গে কথা বল! ওরা তোমায় কী করেছে?

ডাডলির অবস্থা ও তার বমি দেখে ভার্নন, পেটুনিয়া হ্যারির দিকে তখনও তাকাতে পারেননি। আঙ্কল ভার্নন সদর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করার সময় হ্যারি নিজের ঘরের দিকে এগোলো। ওরা ডাডলিকে ধরে ধরে করিডোর দিয়ে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে চললেন। হ্যারি সিঁড়ির মুখে দাঁড়াল।

– বেটা কে তোমায় এমন অবস্থা করল? নাম বল– আমি তার বাবার নাম ভুলিয়ে দেব, ধরতে ঠিক পারব... তুমি কিছু ভেবো না সোনা আমার।

– স্য্য ও... ও। ও কিছু বলতে চাইছে ভার্নন! ডিডিড সোনা মাকে বলবে না?

হ্যারি তখন সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। তখন ডাডলির গোঙানো কথা ওর কানে গেল।

– 'ও'।

হ্যারি দাঁড়াল। মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল। মনে হয় ফেটে যাবে।

'এই ছেলেটা এদিকে এস'।

হ্যারি রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে ভার্নন-পেটুনিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

পরিষ্কার ঝকঝক করছে রান্না ঘরটা। বাইরেটা অন্ধকার, তীব্র আলোতে ঘরটা চমকাচ্ছে। আন্টি পেটুনিয়া আদর করে ডাডলিকে ধরে ধরে চেয়ারে বসালেন। তখনও ওর ভয়ের ঘোর কাটেনি। আঙ্কল ভার্নন সিংকের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। চোখ তার হ্যারির দিকে। গর্জন করে বললেন– ডাডলিকে তুমি কিছু করেছ?

– না, কিছু করিনি, হ্যারি বললো। কিন্তু ও খুব ভাল করেই জানে ভার্নন ওর কথা বিশ্বাস করবে না।

– ডিড্ডি সোনা, ও তোমাকে মেরেছে? আন্টি পেটুনিয়ার তখনও ভয় কাটেনি। কথাগুলো কাঁপা কাঁপা। ডাডলির লেদার জ্যাকেটের সামনে জমে থাকা বমি পরিষ্কার করতে করতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– ও কি সেই জিনিসটা ব্যবহার করেছে? খুব ধীরে ধীরে ডাডলি ঘাড় নাড়ল। তখনও ও কাঁপছে।

– না, না আমি ওটা ব্যবহার করিনি। হ্যারি জোর দিয়ে বললো। আন্টি পেটুনিয়া কাঁদতে শুরু করলেন। ভার্নন হ্যারিকে মারার জন্য হাত তুলতেই হ্যারি আবার বললো– আমি ওকে কিছু করিনি, অন্য কিছু...!

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে একটা পেঁচা কর্কশ স্বরে ডাকতে ডাকতে কিচেনের জানালা দিয়ে ঢুকল। আরেকটু হলেই আঙ্কল ভার্ণননের মাথায় ওর ডানা লাগত। ঠোঁটে করে আনা বড় আকাকের পার্চমেন্ট খাম হ্যারির পায়ের তলায় ফেলে দিল। তারপর ঝটপট ফ্রিজের ওপর দিয়ে ডানা মেলে বাইরে বাগানের দিকে উড়ে চলে গেল। যাবার সময় ফ্রিজের ওপরটা ডানা দিয়ে যেন ঝাড়ু দিয়ে গেল।

– আবার পেঁচাটা! আঙ্কল ভার্নন গর্জন করে উঠলেন। কপালের মোটা মোটা শিরাগুলো উত্তেজনায় ফুলে উঠল। ভীষণ রেগে গিয়ে জানালাটা প্রবল জোরে বন্ধ করে দিল। – 'আবার পেঁচাটা এসেছে! ভবিষ্যতে আমার বাড়িতে পেঁচা ঢুকলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

হ্যারি তখন খামের মুখটা খুলতে ব্যস্ত। মুখটা খুলে ও চিঠিটা টেনে বার করল। পড়তে পড়তে ওর গলার 'কণ্ঠ মণি'টা ধ্বক ধ্বক করতে লাগল।

চিঠিটা এই রকম

প্রিয় মি. পটার
আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি আজ রাত নটা বেজে তেইশ মিনিটের সময় মাগলরা যে অঞ্চলে থাকে সেখানে একজন মাগলের উপস্থিতিতে তুমি জাদু মন্ত্র 'পেট্রোনিয়স' উচ্চারণ করেছ। বয়ঃকনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের ওই জাদুমন্ত্র ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতএব, তুমি অধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে ও তোমাকে হোগার্টসের জাদু বিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র হিসেবে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে। শিঘ্রই আমাদের একজন প্রতিনিধি তোমার আবাসস্থলে গিয়ে জাদুদণ্ডটি ধ্বংস করে দেবে।

আন্তর্জাতিক ওয়ারলকস স্ট্যাটুট অফ সিক্রেসির ১৩ নং ধারা অনুযায়ী অতীতে একবার তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তাই আমরা অতি দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, আগামী ১২ আগস্ট সকাল

ন'টার সময় জাদু মন্ত্রণালয়ের ডিসিপ্লিনারী হিয়ারিং কমিটির সামনে শুনানির জন্য তোমায় উপস্থিত থাকতে হবে।

আশাকরি তুমি ভাল আছ,

তোমার বিশ্বস্ত,
মাফালডা পেকির্ক
অবৈধ জাদু ব্যবহার সম্পর্কিত জাদুদপ্তর
জাদু মন্ত্রণালয়।

হ্যারি চিঠিটা খুব মনোযোগ দিয়ে দু'বার পড়ল। পড়ার সময় আঙ্কল ভার্নন ও আন্টি পেটুনিয়ার কোনও কথাই কানে ঢুকলো না। ওর মাথার ভেতরটা বরফের মত ঠাণ্ডা ও বোবা হয়ে গেছে। চিঠিতে পরিষ্কার করে জানানো হয়েছে হোগার্টস স্কুল থেকে বিতাড়ণের কথা। এখন আর কিছু করার নেই। আর সে ফিরে যাচ্ছে না হোগার্টসে।

ও প্রায় উন্মাদ রেগে টং আঙ্কল ভার্ননের লাল মুখের দিকে তাকাল। তখনও তার হাত মারবার জন্য উদ্যত। আন্টি পেটুনিয়া ডাডলিকে জড়িয়ে বসে রয়েছে। ডাডলি মাঝে মাঝে বমি করার জন্য ওয়াক্ ওয়াক্ করে চলেছে।

হ্যারির হতবম্ব হয়ে যাওয়া মস্তিষ্ক আবার চালু হয়ে গেল, 'মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি শিগগিরই তোমার আবাসস্থলে গিয়ে জাদুদণ্ডটি ধ্বংস করে দেবে।' ওর কাছে এখন একটি পথ খোলা আছে– পলায়নের। কিন্তু কোথায় পালাবে? তবে একটা জিনিস সম্বন্ধে ও নিশ্চিত যে হোগার্টস হোক বা অন্য কোথাও হোক, জাদুদণ্ড তার চাই-ই।

অনেকটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত ও ম্যাজিক ওয়ান্ডটা টেনে নিয়ে রান্না ঘর ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

- কোথায় যাওয়া হচ্ছে? আঙ্কল ভার্নন গর্জন করে উঠলেন। হ্যারির কোনও জবাব না পেয়ে ভার্নন দৌড়ে রান্নাঘরের দরজা আটকে দাঁড়ালেন।

– তোমার সঙ্গে তো বোঝাপড়া শেষ হয়নি ছোকরা।

হ্যারি শান্ত স্বরে বললো, পথ ছাড়ুন।

– না কোথাও তোমায় যেতে দেব না, যতক্ষণ না কবুল করছ ডাডলির এই অবস্থার জন্য দায়ী কে।

– যদি দরজা থেকে সরে না যান তাহলে আপনার কপালে দুঃখ আছে আগেই বলে দিলাম। কথাটা বলে হ্যারি জাদুদণ্ডটা তুলে ধরল।

আঙ্কল ভার্নন ঘোঁত ঘোঁত করে বললেন– ওটা দিয়ে আমায় তুমি কিছু করতে পারবে না। আমি জানি ওই পাগলা গারদ যাকে তুমি স্কুল বল, সেখানে ছাড়া

কোথায় ওটা ব্যবহার করতে পারবে না।

পাগলাগারদ আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি এখন এটা যেখানে খুশি সেখানে ব্যবহার করতে পারি। মাত্র তিন সেকেন্ড সময় দিচ্ছি, এক... দুই...।

হঠাৎ রান্নাঘরটা দারুণ এক শব্দে ঝন ঝন করে উঠল। আন্টি পেটুনিয়া ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন। আঙ্কল ভার্নন চুপ করে গেলেন। এই নিয়ে তিনবার হ্যারি কোথা থেকে ভয়ঙ্কর শব্দটা আসছে জানার জন্য চিন্তা করতে লাগল। এধার ওধার তাকিয়ে হ্যারির চোখ পড়ল একটা জবুথবু পেঁচার ওপর। লক্ষীপেঁচাটা কাঁচের জানালাতে ধাক্কা খেয়ে নিঝুম হয়ে বসে আছে।

আঙ্কল ভার্ননের বিরক্তিকর গর্জন 'পেঁচা' ভ্রূক্ষেপ না করে হ্যারি ঘরের মধ্যে ঢুকে জানালাটা খুলে দিল। পেঁচাটা তার একটা পা বাড়াল। দেখল একটা পার্চমেন্ট গুটিয়ে ওর পায়ে বাঁধা রয়েছে। চিঠি অবশ্যই! হ্যারি পা থেকে চিঠিটা খুলে নিল। হাত ওর কাঁপছে। হ্যারি দ্বিতীয় খবরটা পড়ার জন্য চিঠিটা খুলল। আঁকাবাঁকা, তাড়াহুড়ো করে ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে কালো কালিতে লেখা।

> হ্যারি,
> ডাম্বলডোর এই মাত্র মন্ত্রণালয়ে এসেছেন, চেষ্টা করছেন তোমার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে। তুমি তোমার আঙ্কল ও আন্টের বাড়ি এখন ছাড়বে না। আর কোন জাদুও করবে না। তোমার ম্যাজিক ওয়ান্ড কারও কাছে দেবে না।
>
> আর্থার উইসলি

অতি সুখবর! ডাম্বলডোর তাহলে গোলমালটা মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ডাম্বলডোরের জাদু মন্ত্রণালয়ের অর্ডার বাতিল করার ক্ষমতা কতটা আছে? তাহলে কি ও হোগার্টসে আবার ফিরে যাবার অধিকার পাবে? ক্ষীণ একটা আশা ওর মনে গজিয়ে উঠতে থাকে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে সেই আশা নির্মূল হয়ে গেল– যখন সেভাবে কেমন করে ও ম্যাজিক ওয়ান্ড প্রতিনিধির হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করবে। তখন জাদু মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তাই যদি করে তাহলে আজকাবানে, আটক থাকা থেকেও বাঁচতে পারবে।

ওর মন তীব্র গতিতে দৌড়ায়, কী করবে ও। পালালেও পরে কিন্তু মন্ত্রণালয় ওকে ধরে ফেলতে পারে, নাকি ও এখানে ধরা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করবে। প্রথম চিন্তা, পালানোটাই ওর কাছে উচিত মনে হয়। কিন্তু আবার ভাবলো, মি. উইসলির চিঠিট পড়ে মনে হয় উইসলি ওর ভাল চান, অন্তর থেকে ভাল চান, যাই হোক না কেন ডাম্বলডোর এর আগে ওর চাইতেও অনেক বেশি গোলমেলে ব্যাপার মিটিয়ে দিয়েছেন। এবারও নিশ্চয়ই করবেন।

– ঠিক আছে, হ্যারি বললো– আমি মত পরিবর্তন করেছি, আমি এখন এখানেই থাকছি।

ও কিচেন টেবিলের কাছে গিয়ে ডাডলি আর আন্টি পেটুনিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল। ডার্সলেরা হঠাৎ ওর মনের ভাব বদলাতে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলেন। আন্টি পেটুনিয়া আঙ্কল ভার্ননের দিকে তাকালেন। ভার্ননের কপালের শিরাগুলি দপদপ করছে।

আঙ্কল বললেন– নোংরা পেঁচাগুলো এখানে কেন আসে? কে পাঠায়? হ্যারি শান্তভাবে বললো– প্রথমটা জাদু মন্ত্রণালয় পাঠিয়ে ছিলো আমাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়ার বিষয়ে। কিন্তু ও কান পেতে রইল মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি আসার অপেক্ষায়। যদি আসে তাহলে আঙ্কল ভার্ননের প্রশ্নের জবাব শান্তভাবে দিতে পারবে। তখন তার রাগ কমবে। দ্বিতীয়টা এসেছে আমার বন্ধু রনের বাবার কাছ থেকে। তিনি মন্ত্রণালয়ে কাজ করেন।

– জাদু মন্ত্রণালয়? আঙ্কল ভার্নন গর্জে উঠলেন– তোমার মত হতভাগা লোকগুলো সরকারে আছে তাই না? এই কারণেই দেশটা রসাতলে যাচ্ছে।

হ্যারির মুখে কোনও কথা না শুনে ভার্নন ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে খ্যাঁক করে থুতু ফেলে বললো– জানতে পারি স্কুল থেকে কেন তোমায় বহিষ্কার করেছে?

– কারণ আমি জাদু করেছিলাম।

– বাঃ বাঃ চমৎকার! আঙ্কল আবার গর্জন করে উঠল। হাতটা ফ্রিজের ওপর রেখে দরজাটা খুলল। গাদা করে রাখা ডাডলির কম স্নেহপদার্থওয়ালা ফাস্ট ফুড ফ্রিজ থেকে মেঝেতে ছিটকে পড়লো, তাহলে তুমি অপরাধ কবুল করছ, তুমি ডাডলিকে কী করেছ?

– কিছু না। এবার গলার স্বর নরম নয়। যা ঘটেছে তার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম না।

– ছিলে। ডাডলি বিড়বিড় করে বললো।

ডাডলির কথা শুনে আঙ্কল-আন্টি দু'জনেই হাত তুলে হ্যারিকে চুপ করে থাকার ইঙ্গিত দিলেন। ডাডলির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বল, বল সোনা আমার, বলে যাও ও কি করেছিল। আঙ্কল বললো।

পেটুনিয়া ফিস ফিস করে বললেন– লক্ষ্মী সোনা ছেলে আমার, বল।

ডাডলি ঘোলাটে চোখে অস্পষ্টভাবে বললো– আমার দিকে জাদুদণ্ড তাক করেছিল।

- হ্যাঁ করেছিলাম– চালু করিনি। রেগে টং হয়ে বললো– কিন্তু ।

– 'এই চোপ!' আঙ্কল ও আন্টি পেটুনিয়া ভার্নন দু'জনেই একসঙ্গে বলে

উঠলেন।

– বলে যাও বাছা আমার। আঙ্কল আবার সোহাগ করে বললো। ওর গোঁফ দুটো পত পত করতে লাগল।

ডাডলি কাঁপতে কাঁপতে বললো– সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল, তারপর আমি শুনলাম আমার ভেতরে জট পাকানো নানা কথার শব্দ।

আন্টির ভয়ে আঙ্কলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। পরস্পরের মুখের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাল। পৃথিবীর মধ্যে তাদের সবচেয়ে অপছন্দ জাদু; আর সেই জাদুর কথা তারা এখন শুনছে আগ্রহ ভরে। তাদের আরেকটি অপছন্দ হলো, যখন প্রতিবেশীরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মোটা হোস পাইপ দিয়ে বেশি পানি বাগানে দেয়।

– শব্দটা কি ধরনের বাবা, পপকিন? আন্টির গলা শুষ্ক, ফ্যাকাশে মুখ, দু' চোখে জল।

কিন্তু ডাডলির কথা বলার শক্তি নেই। ও আবার কেঁপে কেঁপে উঠল। মাথার সোনালী চুলগুলো দুলে দুলে উঠল মাথা ঝাঁকুনি দেবার সাথে সাথে।

হ্যারি প্রথম পেঁচাটা চিঠি নিয়ে আসার পর থেকে মোটামুটি চুপচাপ, তাহলেও ডাডলির মুখ থেকে কিছু শোনার কৌতূহল হল– কাপুরুষ ডাডলি ডিমেন্টরদের মুখ থেকে কি শুনেছে?

– 'তা তুমি পড়ে গেলে কি করে বাবা?' আঙ্কল ভার্নন অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে বললেন। অনেকটা অতি অসুস্থ রোগীর পাশে বসে কথা বলার মত।

– হোঁচট খেয়েছি। ডাডলি ভয়ে ভয়ে বললো তারপর বুকে হাত ছোঁয়াল। হ্যারি বুঝতে পারল ডাডলি সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা মনে করছে আঠাল স্যাঁত স্যাঁতে ঠাণ্ডা যা মানুষের মধ্যে থেকে সব আশা- আনন্দ চুষে নিয়ে বুকে পূর্ণ করে দেয়।

– অসম্ভব ভয়ঙ্কর এক শব্দ। দাঁড়কাকের মত স্বরে বললো ডাডলি– ঠাণ্ডা, বলা যায় না এত ঠাণ্ডা। আঙ্কল ভার্নন বাধ্য হয়ে নরম শান্ত গলায় বললেন– বেশ বেশ ঠিক আছে। আন্টি পেটুনিয়া ডাডলির কপালে হাত ঠেকিয়ে জ্বর হয়েছে কিনা বোঝার চেষ্টা করলেন তারপর কী হল ডাডলি সোনামনি আমার?

– 'মনে হলো... মনে হলো... যেন.... যেন...।'

– জীবনে আর কখনও তুমি সুখী হতে পারবে না। হ্যারি শূন্যস্থান পূর্ণ করল।

– 'হ্যাঁ'। ডাডলি জড়িত কণ্ঠে বললো। তখনও ওর ভয়ের কাঁপুনি থামেনি।

– বুঝলাম। আঙ্কল ভার্নন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন– তুমি মনে হয় ডাডলিকে অদ্ভুত ধারণা বয়ে বেড়াবার জাদু করেছ। ভাল কথা, ও এমন এক বিশ্বাসে অভিভূত যে সুস্থ জীবন, শান্ত সুন্দর জীবনের কথা ভাবতে পারছে না, ভাবছে সবকিছুই সর্বনাশ হয়ে গেছে।

– আর কতবার আপনাদের বলব আমি কিছু জানি না। সবই দু'জন ডি-মে-ন্ট-রের কাণ্ড কারখানা।

– ওই ডিমেন্টর আজেবাজে বস্তুটি কি শুনি?

– ওরা জাদুকরদের জেলখানা, আজকাবানের পাহারাদার। আন্টি পেটুনিয়া বললো। খুব বেশি হবে তো মাত্র দু' সেকেন্ড স্তম্ভিত হয়ে নীরব থেকে আন্টি পেটুনিয়া কথাটা বলে ঠোঁটে আঙ্গুল রাখলেন, যেন এক নিদ্রিত প্রতিজ্ঞাকে অসাবধানে জাগিয়ে দিয়েছেন। আঙ্কল ভার্নন একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন পেটুনিয়ার দিকে। হ্যারির মাথার ভেতরটা ঝিন ঝিন করে উঠল। মিসেস ফিগকে মোটামুটি বুঝতে পেরেছে; কিন্তু আন্টি পেটুনিয়া?

আঙ্কল ভার্নন আশ্চর্য হয়ে বললো– তা তুমি জানলে কেমন করে? আন্টি পেটুনিয়া ভার্ননের মুখের দিকে আতঙ্কিত হয়ে তাকাল, অনেকটা ক্ষমা প্রার্থনার দৃষ্টিতে। তারপর এবড়ো- থেবড়ো দাঁতগুলো ঢাকতে মুখে হাত চাপা দিল।

– আমি ওই অদ্ভুত ছেলেটাকে, বছর খানেক আগে, ওর মাকে বলতে শুনেছি। আন্টি পেটুনিয়া ঝাঁকি দিয়ে বললো।

– তুমি যদি আমার মা-বাবার প্রসঙ্গ তোলই, তাহলে তাদের নাম বলছ না কেন? হ্যারি বেশ জোরে কথাটা বললো, কিন্তু পেটুনিয়া ওর কথায় কান দিলো না। মনে হয় খুব হকচকিয়ে গেছে।

হ্যারি দারুণ হতভম্ব হয়ে গেছে। বছর খানেক আগে একবার মাত্র আন্টি পেটুনিয়াকে তীক্ষ্ম আর্তনাদ করে বলতে শুনেছে ওর মা নাকি অস্বাভাবিক অদ্ভুত ছিল। আর কখনও তার বোনের কথা (হ্যারির মা) উচ্চারণ করতে শোনেনি। হ্যারি আরও আশ্চর্য হয় ক্ষুদ্র বিষয়টি এতদিন ধরে মনে রেখেছে, যদিও ও ভান করে এসব বিষয়ে কিছুই জানেন না।

আঙ্কল ভার্নন বিস্ময়ে বেশ উত্তেজিত, কখনও মুখ খোলেন কখনও বা বন্ধ করেন। অবশেষে কথা বললেন– তাহলে, তাহলে ওরা এখনও আছে –পৃথিবীতে? কি যেন বলে... বিকৃত মস্তিষ্ক?

আন্টি পেটুনিয়া ঘাড় নাড়লেন।

আঙ্কল ভার্নন পালাক্রমে ডাডলি, পেটুনিয়া আর হ্যারির দিকে তাকালেন। যেন ওদের মধ্যে কেউ 'এপ্রিল ফুল' বলে উঠবে।

কিন্তু কেউ মুখ না খুললেও ভার্নন মুখ খুললেন। তৃতীয়বার পেঁচা ঘরে আসার পর কি বলবে ঠিক করে উঠতে পারে না।

পেঁচাটা খোলা জানালা দিয়ে অনেকটা পালকের কামানের গোলার মত ফটফট শব্দ করতে করতে রান্না ঘরের টেবিলে বসল। ওকে দেখে তিনজনই আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠল।

হ্যারি দ্বিতীয় অফিসিয়াল পেঁচার ঠোঁট থেকে চিঠি নিয়ে খুলল। পেঁচাটা উড়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

আঙ্কল ভার্নন বললো– আবার পেঁচা এসেছে। কথাটা বলে জানালার কাছে গিয়ে জানালার দুটো পাল্লা শব্দ করে বন্ধ করে দিলেন।

প্রিয় পটার,

প্রায় বাইশ মিনিট আগের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে জানান হচ্ছে জাদু মন্ত্রণালয় তাদের নির্ণয় পুনরায় বিবেচনা করেছে। তোমাকে ম্যাজিক ওয়ান্ড এখনই ধ্বংস করতে হবে না। ১২ই আগস্ট কমিটির শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমার ম্যাজিক ওয়ান্ড কাছে রাখতে পার। সেইদিনই অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত নেবার সম্ভাবনা আছে।

হোগার্টস জাদু শিক্ষা বিদ্যালয়ের হেড মাস্টারের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর ঠিক হয়েছে মন্ত্রণালয় তোমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার সংক্রান্ত আদেশ ওই দিনের সিদ্ধান্ত পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত তোমাকে স্কুল থেকে সাসপেন্ড করা হল।

শুভেচ্ছাসহ

তোমার বিশ্বস্ত
মাফলডা হফকার্ক
অবৈধ জাদু ব্যবহার সম্পর্কিত জাদু দপ্তর
জাদু মন্ত্রণালয়

হ্যারি দম বন্ধ করে অন্তত বার তিনেক চিঠিটার আদ্যপ্রান্ত পড়ল। বুকের মধ্যে যে হতাশার গ্রন্থী ছিল সেটা সামান্য শিথিল হল। আপাতত বহিষ্কার হচ্ছে না। তাহলেও ভয় মনের মধ্যে দানা বেঁধে রইল। সবকিছুই ঝুলে রইল বারই আগস্টের শূনানির ওপর।

– ভাল কথা, ভার্নন বললো। হ্যারিকে বললেন– তাহলে কী করবে এখন? তোমাকে শাস্তি দিয়েছে? তোমার ভাগ্যে কী মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে?

– আমাকে শুনানির জন্য উপস্থিত থাকতে হবে, হ্যারি বললো।

– তারপর সেখানেই তোমাকে দণ্ডাদেশ দেবে?

– আমার তো তাই মনে হয়।

আঙ্কল ভার্নন অতি বিশ্রীভাবে বললেন– আমি আশা ছাড়ছি না, তাহলে।

– বেশ, তাহলে আপনাদের কথা শেষ হয়েছে? হ্যারি উঠে দাঁড়াল। ও এখন সম্পূর্ণ একা থাকতে চায়, ভাবতে চায় রন, হারমিনিওয়ন অথবা সিরিয়সকে একটা চিঠি পাঠানোর কথা ভাবতে লাগলেন।

– না, এখানেই শেষ নয়, আঙ্কল ভার্নন গর্জন করে ওঠেন– যেও না এখানেই বসে থাক!'

হ্যারি অধৈর্য্য হয়ে বললো– এখন বসে থাকতে হবে কেন?

'ডাডলি!' আঙ্কল ভার্নন চীৎকার করে বললেন– আমি জানতে চাই ঠিক কি হয়েছিল!

– 'চমৎকার', হ্যারি জোর দিয়ে বললো। ওর হাতের জাদুদণ্ড থেকে লাল, সোনালী স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

ডার্সলি পরিবারের তিনজনই ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল উৎকণ্ঠায় আতঙ্কে!

ডাডলি আর আমি ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্ট আর ওইস্টেরিয়া ওয়াকের মাঝখানে কানাগলিতে দাঁড়িয়েছিলাম, হ্যারি খুব দ্রুত বলতে লাগল, অনেক কষ্টে মনের রাগ চেপে, ডাডলি ভেবেছিল আমাকে একা পেয়ে মারধোর করবে। আমি তাই ম্যাজিক ওয়ান্ড বার করেছিলাম, কিন্তু ব্যবহার করিনি। তারপর দু'জন ডিমেন্টর হঠাৎ সেখানে এসে পড়ে।

আঙ্কল ভার্নন রাগে ফেটে পড়ে বললেন– ডিমেন্টইডস কারা? তাদের কাজ কী?

হ্যারি বললো– আগেই বলেছি তাদের কাজ অন্যদের সুখ-আনন্দ চুষে বার করা। যদি সুযোগ পায় তো তারা মুখে মুখ লাগিয়ে চুম্বন করে। সুখ শান্তি চুষে নেয়।

– চুম্বন করে সুখ শান্তি চোষে? আঙ্কল ভার্নন চোখ সামান্য গোল গোল করে বললেন– রক্তচোষা?

– আপনার মুখে মুখ লাগিয়ে যখন আপনাকে আত্মাহীন করে ফেলে, তখন তাদের কি বলা চলে?

কথাটা শুনে পিটুনিয়া সামান্য শিউরে ওঠেন।

– ওর আত্মাতো...? না তারা তো নেয়নি, এখনও ওর ভেতরে আছে।

পেটুনিয়া ডাডলিকে সভয়ে আঁকড়ে ধরলেন। বুকে কান রেখে বুঝতে চেষ্টা করলেন ডাডলির শরীরে আত্মা আছে কি নেই।

– ডাডলিকে দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ওরা ওটা নিতে পারেনি। হ্যারি রাগত স্বরে বললো।

– ওদের মেরে ভাগিয়েছো তাই বল না কেন ডাডলি? আঙ্কল ভার্নন উচ্চস্বরে বললেন– নিশ্চয়ই তোমার বক্সিং-এর এক-দুই পাঞ্চ করেছ, করতে পারনি?

- ডিমন্টেটরদের কেউ তা করতে পারে না, হ্যারি দাঁত কিড়মিড় করে বললো।

– তাহলে এখনও ঠিক আছে কেন? এখনও দেহে আত্মা আছে কেন? ফাঁকা

হয়ে যায়নি কেন? আঙ্কল ভার্নন তর্জন-গর্জন করে বললেন।

– কারণ আমি পেট্রোনাস ব্যবহার করেছিলাম।

হুস শব্দ করে, ডানা উড়িয়ে, সামান্য ধূলো ছটিয়ে চতুর্থ পেঁচাটা রান্না ঘরের ফায়ার প্লেস থেকে বেরিয়ে এল।

'ঈশ্বরের দোহাই'। আঙ্কল ভার্নন গর্জে উঠলেন গোফের শেষ প্রান্ত থেকে কয়েকগাছা চুল ছিঁড়ে (আগে কখনও করেনি) বললেন– 'আমি কিছুতেই আমার বাড়িতে পেঁচা ঢুকতে দেবো না। বলেছিলাম একটুও বরদাস্ত করবো না, আমি তোমাকে বলছি'।

হ্যারি তার আগেই পেঁচার পায়ের সঙ্গে বাধা রোল করা পার্চমেন্টের খামটা খুলে নিয়েছে। ও নিশ্চিত চিঠিটা অবশ্যই এসেছে ডাম্বলডোরের কাছ থেকে। চিঠিতে তিনি ডিমেন্টরস, মিসেস ফিগ, মন্ত্রণালয় কি ভাবছে ও করবে, তিনি কি ভাবছেন, কি করতে চান এইসব জানিয়েছেন– কিন্তু জীবনে এই প্রথম সিরিয়সের হার্তের লেখা দেখে হতাশ হল। আঙ্কল ভার্ননের রাগ, বিরক্তি পেঁচার প্রতি বিতৃষ্ণা ইত্যাদি উপেক্ষা করে হ্যারি সিরিয়সের পাঠান খবর পড়ল–

'আর্থার আমাকে সব ঘটনা জানিয়েছে। যাই হোক না কেন তুমি ওই বাড়ি ছেড়ে এখন যাবে না।'

হ্যারি ভাবল চিঠিটার পেছনের পাতায় আরও কিছু লেখা থাকতে পারে। কিন্তু পাতাটা উল্টে খুবই হতাশায় ভেঙে পড়ল। কিছুই নেই।

আবার হ্যারির রাগ চড়তে থাকে। কেউ বলছে না কেন, তুমি দু' দুটো ডিমেন্টরদের একা হাতে লড়ে হারিয়ে দিয়েছ, দারুণ কাজ করেছ? সিরিয়স, উইসলি এমন ভাব দেখাচ্ছে যে ও দারুণ অপরাধ করেছে, চুপচাপ রয়েছে কতটা ক্ষতি হয়েছে তা জানার প্রতীক্ষায়।

আবার একটা পেঁচা, মানে একগাদা পেঁচা আমার বাড়িতে আসছে যাচ্ছে। আমি মোটেই বরদাস্ত করবো না বলে দিলাম ছোকরা। কিছুতেই না।

– আমি তো ওদের আসা-যাওয়া বন্ধ করতে পারি না, হ্যারি সিরিয়সের পাঠানো চিঠিটা হাতের মুঠোতে মুচড়োতে মুচড়োতে বললো।

– আমি জানতে চাই আজ রাতের সত্য ঘটনা– আঙ্কল ভার্নন ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন– যদি ওরা ডিমেন্টর হয় তাহলে কে ডাডলিকে মেরেছে, তোমায় তার জন্য স্কুল থেকে কেন তাড়িয়ে দিল? তুমি সব ভাল করেই সত্য মিথ্যা জান, একটু আগে স্বীকার করেছ। তাই না?

হ্যারি বড় করে একটা শ্বাস নেয়। ওর মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে ও যেন রান্না ঘরে এক মুহূর্ত থাকতে পারছে না। অন্ততঃ ডার্সলেদের সামনে।

ডিমেন্টরদের হাত থেকে বাঁচার জন্য যাদু মন্ত্র 'পেট্রোনাম' ব্যবহার করে

ছিলাম। ওই একটি অস্ত্র ওদের কাবু করতে পারে। হ্যারি বাধ্য হয়ে বললো চুপ করে না থেকে।

– কিন্তু ছোকরা ডিমেন্টইডস লিটিল হুইংগ গিংগে করতে এসেছিল? আঙ্কল ভার্নন রাগত স্বরে বললেন।

হ্যারি বললো– বলতে পারি না, আমার কোনও ধারণা নেই।

তীব্র আলোক রশ্মি চোখে পড়ে হ্যারির মাথাটা দপদপ করছিল। ওর রাগ একটু একটু কমে যাচ্ছে। ও ভীষণ ক্লান্ত, ডার্সলে দম্পতি ও ডাডলি ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

– সবই তোমার কারসাজি, ভার্নন বললেন জোরের সঙ্গে, ছোকরা আমাকে লুকোতে যেও না, আমি জানি। বলতে পারি ওরা কেন ওখানে গিয়েছিল? ওদের কানাগলিতে কি কাজ ছিল? তুমিই ছিলে। ভার্নন 'জাদুকর' শব্দটা ব্যবহার করলেন না।

– আমি জানি না কেন ওরা এসেছিল।

আঙ্কল ভার্ননের বার বার একই কথার খোঁচানিতে হ্যারির ক্লান্ত মস্তিষ্ক আবার কর্মতৎপর হয়ে গেল। সত্যিতো ডিমেন্টররা লিটিল হুইংইংতে কেন এসেছিল? হ্যারির জন্য কি এসেছিল? ওদের কি কেউ পাঠিয়েছিল? জাদু মন্ত্রণালয় কী ডিমন্টরসদের গতিবিধি রুখবার ক্ষমতা হারিয়েছে? ওরা কী আজকাবান থেকে পালিয়ে এসে ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে যোগ দিয়েছে? ডাম্বলডোর অনেক আগেই সূচনা দিয়েছিলেন যে ওরা এইসব করবে।

আঙ্কল ভার্নন জিজ্ঞেস করলেন– ওই ডিমেন্টরেরা কি কতগুলো প্রায় উন্মাদ বিকৃত মস্তিষ্কের লোকজনের জেলখানা পাহারা দেয়?

– হ্যাঁ, হ্যারি বললো।

ওর মন চাইছে আঙ্কল-আন্টের রান্নাঘর থেকে চলে গিয়ে ওর অন্ধকার শোবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে চিন্তা করে।

– ও, হো হো ওরা আসছে তোমাকে গ্রেফতার করতে; আঙ্কল ভার্নন এমনভাবে বললেন যেন জটিল এক সমস্যার সমাধানের সূত্র পেয়ে গেছেন। –বুঝলে ছোকরা যেমন কর্ম তেমনি ফল, আইনের জালে ধরা পড়েছ।

– অবশ্যই না হ্যারি, মাছি তাড়াবার মত মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললো। কি করবে সেই কথা ভাবতে থাকে হ্যারি।

তাহলে কেন?

লর্ড ভোল্ডেমর্ট নিঃসন্দেহে তাদের পাঠিয়েছিল; হ্যারি এমনভাবে বললো যেন নিজেকে বললো, ভার্ননকে নয়।

– সে কে? কে ওদের পাঠিয়েছিল?

– বললোাম তো লর্ড ভোল্ডেমর্ট... ।

হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়ে গেল ভার্সলেদের ভোল্ডেমর্ট সম্বন্ধে অজ্ঞতা জেনে। অথচ ওরা 'জাদুকর', জাদু অথবা জাদুদণ্ডের নাম শুনলে ভয় পায়, সঙ্কুচিত হয়, চিৎকার করে ওঠে, অথচ সবচাইতে মারাত্মক ক্ষতিকর অশুভ জাদুকরের নাম জানে না, ভয় পায় না।

– লর্ড নিপাত যাক, ভার্নন বললো– ওর মুখটা বিকৃত হল, শুয়োরের মত ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি হ্যারির কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা করে।

- ও হ্যাঁ, ওর নাম শুনেছি, ওই লোকটাই তো... ।

– আমার বাবা- মাকে খুন করেছেন; হ্যারি নীরসভাবে বললো।

– কিন্তু শুনেছি লোকটা নেই; আঙ্কল ভার্নন অধৈর্য সহকারে বললেন– এমন ভাবে বললেন যে বাবা-মা'র মৃত্যুটা হ্যারির কিছু দুঃখজনক, যন্ত্রণাদায়ক নয়। সকলে বলে সেই দৈত্যের মত লোকটাতো পালিয়েছে।

– ফিরে এসেছেন। হ্যারি গম্ভীর হয়ে বললো।

আন্টি পেটুনিয়ার ঝকঝকে তকতকে রান্না ঘরে, দামি ফ্রিজ আর বিরাট স্ক্রিনের টিভির সামনে বসে শান্তভাবে আঙ্কল ভার্ননের সঙ্গে লর্ড ভোল্ডেমর্টের সম্বন্ধে আলোচনা করা ওর খুব অদ্ভুত দুঃখজনক মনে হল।

হ্যারির জীবনের সবকিছু যেন ওলোটপালট হয়ে গেছে, ডার্সলেরা বিশদভাবে জানতে চাইছে জাদু পৃথিবীর সবকিছু, মিসেস ফিগের সঙ্গে এলবাস ডাম্বলডরের পরিচয়, ডিমেন্টরসরা লিটিল হুইংগিংর আশেপাশে দাপাদাপি, হোগওয়ার্টসে ও আর হয়ত ফিরে যেতে পারবে না। আরও অনেক কিছু।

হ্যারির মাথার ভেতরটা আরও বেশি দপ দপ করতে থাকে।

– ফিরে এসেছে? আন্টি পেটুনিয়া ফিস ফিস করে প্রশ্ন করেন।

অদ্ভুতভাবে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এর আগে কখনও এমনভাবে তাকাননি। জীবনে এই প্রথম হ্যারি মেনে নেয় পেটুনিয়া ওর মায়ের আপন বোন। ও বুঝতে পারে না হঠাৎ কেন পিটুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা ভীষণভাবে মনে আঘাত করে। এইটুকু বুঝতে ও একা নয় ঘরের মধ্যে যারা রয়েছে তারা সবাই জানে লর্ড ভোল্ডেমর্টের পুনরায় ফিরে আসাটার মানেটা কী। আন্টি পেটুনিয়া এর আগে কখনই ওর বড় বড় বিষণ্ন দুই চোখ (মায়ের মত নয়) আর যেন অপছন্দের দৃষ্টি বহন করছে না, রাগ নেই। হ্যারির জীবনে আন্টি পেটুনিয়া যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য দেখিয়ে এসেছেন তা সত্য নয়– তার মধ্যে কোনও ম্যাজিক নেই এবং যে পৃথিবীতে তিনি আঙ্কলের সঙ্গে অতিবাহিত করছেন সেটা অনেক দূরে চলে গেছে।

– হ্যাঁ, হ্যারি বললো সোজা আন্টি পেটুনিয়ার দিকে তাকিয়ে, মাসখানেক

আগে উনি ফিরে এসেছেন। আমি দেখেছি। পেটুনিয়া ডাডলির কাদামাখা বিরাট কাঁধটা চেপে ধরে রইলেন।

– চুলোয় যাক, আঙ্কল ভার্নন বললেন। কথাটা বলার সময় হ্যারি, পেটুনিয়ার দিকে তাকাল। ভার্ণননের মুখ দেখে মনে হলো পেটুনিয়া আর হ্যারির অভাবনীয় পরস্পরের প্রতি বোঝাপড়া ওকে বিশেষভাবে বিভ্রান্ত ও হতবুদ্ধি করেছে। চুলোয় যাক তুমি বলছ ওই লর্ড ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে।

– হ্যাঁ তাই বলছি, হ্যারি বললো।

– এখনও ডিমেন্টরস তোমার ক্ষতি করার জন্য পাঠাচ্ছে?

– তাই তো মনে হয়; হ্যারি বললো।

– ও আচ্ছা, আঙ্কল ভার্নন পেটুনিয়া আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে ঝুলে পড়া প্যান্টটা টেনে তুলতে তুলতে বললেন। পেটুনিয়ার মুখটা তখন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

– ছোকরা এখন তুমি আমাদের বাড়ি থেকে বিদেয় হও।

– কী বললেন? হ্যারি বললো।

– ভাল করেই তুমি আমার কথা শুনতে পেয়েছ– 'বিদায় হও'। এমনভাবে গর্জে উঠে ভার্নন হ্যারিকে বললেন, শুনে ডাডলি, পেটুনিয়া দু'জনেই চমকে উঠল। এক বছর আগেই তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার ছিল 'বিদায় হও! বিদায় হও'। কি মনে করেছে তোমার পেঁচা? আমার বাড়িটা যেন তাদের রেস্ট হাউজ। সারা বাড়িটা নোংরা করে তুলেছে, ডাডলিকে তাড়া করছে, ঘরের সিলিং-এ ঝুলছে– ফ্লাইং ফোর্ড অ্যাঞ্জলিয়া... 'ভাগো! ভাগো'! এখান থেকে। তোমার জন্য আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি এখানে থাকলে ডাডলি, আমার স্ত্রী দু'জনেই নিরাপদ নয়, আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে, নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে। তোমার অকর্মন্য বাবা-মা'র পথ ধরে চলেছ, অনেক সহ্য করেছি! 'কেটে পড়'।

হ্যারি শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে মন্ত্রণালয়ের মি. ওয়েসলের আর সিরিয়সের চিঠি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। যাই করো না কেন খবরদার এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না, 'আঙ্কল- আন্টের বাড়ি ছাড়বে না।'

– কী হে ছোকরা আমার কথা শুনতে পাওনি! হ্যারির মুখের কাছে ওর বিরাট মুখটা এনে ভার্নন বললেন। আসলে ওর থুতু ফেলতে চেয়েছিলেন। তোমার আধঘণ্টা আগেই এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। ভালয় ভালয় এখান থেকে চলে যাও। ভবিষ্যতে আমার বাড়ির দরজার গোড়ায় পা রাখার চেষ্টা করবে না। আমরা তোমার ভাল চেয়েছিলাম, তোমাকে শুধরোবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি সবই ব্যর্থ। তুমি জন্ম থেকেই গোল্লায় গিয়েছো, উঃ... আর সহ্য হয় না, আবার পেঁচা! পাঁচ নম্বর পেঁচাটা চিমনীর গর্ত থেকে সজোরে মেঝেতে এসে পড়ে

ভীষণভাবে ক্যাঁ ক্যাঁ করে উঠল।

পেঁচাটা মেঝেতে পড়ার আগে আন্টি পেটুনিয়ার মাথার ওপর টুক করে গোলাপী রঙ-এর খামটা ফেলে দিয়েছে। পেটুনিয়া সভয়ে আঁতকে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকতেই হ্যারি চিঠিটা হাত বাড়িয়ে তুলে নেবার আগেই আন্টি বাধা দিলেন।

– ইচ্ছে হলে চিঠিটা আপনি পড়তে পারেন, হ্যারি বললো। কিন্তু চিঠিতে কি লেখা আছে আমার জানা দরকার। মনে হয় হাউলারের!

– খুলো না, ফেলে দাও; ভার্নন গর্জন করে উঠলেন। হাত লাগিও না, মারাত্মক কিছু হতে পারে!

আন্টি পেটুনিয়া ভয় মিশ্রিত কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন। খামে দেখছি আমার নাম-ঠিকানা লেখা। ভার্নন তুমি দেখ!

পেটুনিয়া হাতে ধরা গোলাপী খামটার ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

হ্যারি জোর দিয়ে বললো, দেরি করবেন না, চটপট খুলে ফেলুন। যা হবার তা হবেই।

– না।

পেটুনিয়ার হাত কাঁপছে। রান্নাঘরের চারদিকে তাকালেন পালাবার পথ খুঁজছেন; কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। খামটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আন্টি পেটুনিয়া আঁতকে উঠে জলন্ত খামটা ফেলে দিলেন।

অদ্ভুত, ভীষণ বীভৎস গলার স্বর ঘরটা ভরিয়ে দিল, প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সারা ঘরে। স্বরটা যেন টেবিলে রাখা জ্বলন্ত খাম থেকে বেরিয়ে আসছে।

'আমার শেষ কথাটা মনে রেখ পেটুনিয়া'

আন্টি পেটুনিয়া যেন জ্ঞান হারাবে, ধপ করে ডাডলির পাশে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন। নিমেষে খামের বাকি অংশ পুড়ে শেষ হয়ে গেল। সকলেই নীরবে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

আঙ্কল ভার্নন কর্কশ গলায় বললো– এসবের মানে কী? পেটুনিয়া, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

আন্টি পেটুনিয়া সে কথার কোনও জবাব দিলেন না। ডাডলি বোকার মত মার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। নিঃস্তব্ধতা বীভৎস্যভাবে সাপের মত পেঁচিয়ে রইল ঘরে। হ্যারি হতবুদ্ধি হয়ে আন্টির দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মাথার ভেতরটা যেন যন্ত্রণায় ফেটে পড়বে।

আঙ্কল ভার্নন সোহাগের সুরে বললেন– পে... পেটুনিয়া কী হয়েছে? পেটুনিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলল। তখনও তার কাঁপুনি থামেনি। বার বার ঢোঁক গিলতে লাগলেন।

– হ্যারি কোথাও যাবে না। এখানেই থাকবে ভার্নন, পেটুনিয়া দূর্বল কণ্ঠে

বললেন।

– কী? কী বললে?

– ও থাকবে হ্যারির দিকে না তাকিয়ে পেটুনিয়া বললেন।

– ও, কিন্তু পেটুনিয়া ।

পেটুনিয়া বললেন– ওকে তাড়িয়ে দিলে পাড়া-প্রতিবেশীরা, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলবে। পেটুনিয়া একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছে।

– তাহলেও অত্যন্ত বিদঘুটে সব প্রশ্ন করবে কোথায় গেছে জানতে চাইবে। না না ওকে আমাদের কাছে রাখতেই হবে।

আঙ্কল ভার্নন ফেটে যাওয়া টায়ারের মত চুপসে গেলেন।

– কিন্তু পেটুনিয়া ।

পেটুনিয়া ভার্ননের দিকে তাকালেন না, কথার ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– তোমার ঘরে তুমি থাকবে, এই বাড়ি ছেড়ে তুমি নড়বে না। যাও অনেক রাত হল শুয়ে পড়গে।

হ্যারি দাঁড়িয়ে রইল।

হাউলার কে? কোথায়?

আন্টি পেটুনিয়া বাধা দিয়ে বললেন– প্রশ্ন করবে না।

– আপনি কী জাদুকরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন?

– আমি তোমাকে শুতে যেতে বলেছি না?

– ওই 'শেষ কথা'র মানে কী? হ্যারি প্রশ্ন করল।

– যাও শুয়ে পড় বলছি!

– কোথা থেকে এল?

– তুমি কি তোমার আন্টির কথা শুনতে পেয়েছ, টু শব্দটি না করে ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।'

তৃতীয় অধ্যায়

দ্য অ্যাডভান্স গার্ড

আমাকে ডিমেন্টররা আক্রমণ করেছিল, আমাকে হয়ত হোগার্টস থেকে বহিষ্কারও করা হবে। আমি জানতে চাই এখানে কি হচ্ছে এবং আমি কবে এসব থেকে মুক্তি পাব।

হ্যারি ওর ঘরে গিয়ে কথাগুলো তিনটে আলাদা চামড়ার কাগজে লিখল। প্রথমটা সিরিয়স, দ্বিতীয়টা রন এবং তৃতীয়টা হারমিওনের জন্য। ওর পেঁচা হেডউইগ খাঁচাতে নেই, খুব সম্ভব শিকার করতে গেছে। শূন্য খাঁচাটা ডেস্কের ওপর পড়ে রয়েছে। পেঁচার ফিরে আসার অপেক্ষায় হ্যারি ঘরে পায়চারি করতে লাগল। মাথাটার দপ-দপানি তখনও কমেনি। ওর দুই ক্লান্ত চোখ জ্বালা করছে। ঘুম আসছে; কিন্তু ঘুমুতে পারছে না। ডাডলিকে টেনে-হিঁচড়ে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য ওর পিঠে ব্যথা করছে। ডাডলি ওকে মারার জন্য যে দুটো জায়গায় ফুলে আছে সেগুলোয় ব্যথায় দপদপ করছে।

রাগে ও হতাশায় ও সারা ঘরে দুম দুম করে হাঁটতে লাগল। দাঁত কিড়মিড় করে, মুষ্টিবদ্ধ করে তারকাখচিত খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বারবার ও খোলা জানালার কাছে দাঁড়াল। ডিমেন্টরসদের ওকে ধরার জন্য পাঠিয়েছিল, মিসেস ফিগ আর মুন্ডানগাস গোপনে ওকে চোখে চোখে রাখছেন। জাদু মন্ত্রণালয়ে শুনানি হবে, হোগওয়াটস থেকে সাসপেনসন। আশ্চর্য, কেউ তাকে এসব কেন হচ্ছে তার বিন্দুবিসর্গ জানাচ্ছে না।

এবং সবচেয়ে মারাত্মক প্রশ্ন হাউলারের কি মতলব? কার বীভৎস কণ্ঠস্বর বিশ্রীভাবে অনবরত কিচেনে ঢুকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে? সকলেই তাকে দুষ্টু বাচ্চা ছেলের মত ব্যবহার করছে কেন? 'ভবিষ্যতে আর কোনও খেল দেখিও না, ঘরের মধ্যে থাক।' চলতে চলতে পায়ের কাছে পড়ে স্কুলের টাঙ্কটায় ও লাথি মারল। কিন্তু

তাতেও রাগ একটু কমলো না, আরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা ছাড়াও ট্রাঙ্কে প্রচণ্ডভাবে লাথি মারার জন্য পায়ের আঙ্গুলগুলোতে তীব্র ব্যথা করতে লাগল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে জানালার কাছে দাঁড়াতেই, ওর পেঁচা হেডউইগ ডানা ঝাপটা দিতে দিতে ছোট একটি ভূতের মতো জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল।

ঠিক সময়ে! হ্যারি রেগেমেগে বললো, পেঁচা ওর শূন্য খাঁচার ওপর বসল। ওর মুখে একটা ব্যাঙ, দয়া করে ওটা রাখ; তোমায় কিছু কাজ করতে হবে আমার।

হেডউইগও গোল বড় বড় হলুদ বর্ণের ভৎসর্নার চোখে হ্যারির দিকে তাকাল। ঠোঁটের কোণে তখনও মরা ব্যাঙ।

– শোন, এদিকে এস। হ্যারি তিনটে চিঠি গোল করে একটা চামড়ার ফিতেতে ওর আঁশ আঁশ পায়ে বাঁধতে বাঁধতে বললো– দয়া করে সোজা চিঠিগুলো সিরিয়স, রন আর হারমিওনকে দিয়ে জবাব নিয়ে আসবে জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ফিরবে না। যতক্ষণ না ওরা ভাল ও বড় করে জবাব না লিখবে তুমি ওদের খুঁচিয়েই যাবে। বুঝলে ...?

হেডউইগ হ্যারির কথা শুনে বিদ্রূপ মেশান ডেকে উঠল। ওর ঠোঁটের কোণে তখনও মৃত ব্যাঙটা ঝুলছে।

– যাও যাও দেরি করো না, হ্যারি অধৈর্য হয়ে বললো।

হেডউইগ তিনটে চিঠি নিয়ে সোঁ করে উড়ে গেল। হেডউইগ চলে গেলে হ্যারি জামা-প্যান্ট না বদলে বিছানায় শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল হেডউইগকে ও বড় বেশি খাটাচ্ছে। চার নম্বর প্রাইভেট ড্রাইভে পেঁচা হেডউইগ একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু। সিরিয়স, রন আর হারমিওনের জবাব নিয়ে আসতে পারলে হ্যারি ওকে আদর করবে।

ওরা, অবশ্যই যত তাড়গাতাড়ি পারে ওর চিঠির জবাব দেবেই। ওরা নিশ্চয়ই ডিমেন্টরের আক্রমণ বিষয়টি তুচ্ছ বলে গণ্য করবে না। আগামীকাল নিশ্চয়ই ও তিনটে মোটা মোটা চিঠি পেয়ে যাবে। সেই চিঠগুলোতে থাকবে ভালবাসা, সহানুভূতি আর ব্যরোতে আসার আমন্ত্রণ! সুন্দর কথাগুলো ভাবতে ভাবতে ওর দু'চোখের পাতা ঘুমে বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

কিন্তু পরদিন সকালে হেডউইগ ফিরলো না।

হ্যারি চুপচাপ শুয়ে রইল সারাটা দিন! ওঠা একমাত্র বাথরুমে যাওয়া। সেইদিন তিনবার ওর ঘরে খাবার দিয়ে গেলেন আন্টি পেটুনিয়া। আন্টি যতবারই আসেন হ্যারি হাউলার সম্বন্ধে জানতে চায়, আন্টি ছাড়া আর কে বলতে পারবে

হাউলার সম্বন্ধে? হ্যারির যদিও আগ্রহ নেই আঙ্কল-আন্টি আর ডাডলির সঙ্গে কথা বলতে। যত না বলা যায় ততই ভাল। মনে শান্তি থাকে, রাগ হয় না।

তিন তিনটে দিন চলে গেল হেডউইগের পাত্তা নেই। আকাশের দিকে ও তাকিয়ে থাকে, মন্ত্রণালয়ে যাবার দিন ঘনিয়ে আসতে থাকে।

যদি ওরা ওকে দোষী সাব্যস্ত করে তাহলে? যদি ওকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়, ওর জাদুদণ্ড ভেঙে দু'টুকরো করে দেয় তাহলে কী করবে কোথায় যাবে? ভেবে ভেবে আকুল হয় হ্যারি।

ও অন্য এক জগতের লোক, দু'একমাস ডার্সলে পরিবারে থাকতে পারে; কিন্তু সবসময়ের জন্য নয়। এক বছর আগে মন্ত্রণালয় থেকে চাকরিচ্যুত হওয়ার আগে সিরিয়স তার বাড়িতে থাকতে বলেছিলেন। ও কম বয়স্ক বলে কী কোনো বাড়িতে থাকবার অনুমতি পাবে? এখনতো সে শুযোগও নেই। ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটুট অফ সিক্রেসীর বিধী ভঙ্গের অপরাধে কী ওকে আজকাবান কারাগারের ছোট সেলে বন্দি করে রাখা হবে? যখনই এইসব বিপদের কথা ভাবে তখনই নানা আশঙ্কায় অনিশ্চয়তায় হ্যারি চুপ করে শুয়ে বা বসে থাকতে পারে না। উত্তেজিত হয়ে ঘরে পায়চারি করে।

চতুর্থ দিনেও হেডউইগ কোনও জবাব নিয়ে ফিরে আসে না। হ্যারি দারুণ দুশ্চিন্তায়, মনের দুঃখে সিলিং-এর দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে নানা কথা ভাবতে থাকে। এমনই এক সময়ে আঙ্কল ভার্নন ওর ঘরে ঢুকলেন। হ্যারি ধীরে ধীরে ভার্ননের দিকে তাকাল। আঙ্কল ভার্নন খুব দামী স্যুট পড়েছেন, খুব খুশি খুশি ভাব চোখে মুখে।

ভার্নন বললেন– আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি।

– দুঃখিত?

– আমরা মানে তোমার আন্টি, ডাডলি আর আমি কোথাও যাচ্ছি।

– খুব ভাল। হ্যারি নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো।

– আমরা যতক্ষণ না ফিরি তুমি ঘর থেকে বেরোবে না।

– ঠিক আছে।

– টেলিভিশন স্টিরিও বাড়ির কোনও জিনিসে হাত দেবে না।

– ঠিক আছে।

– ফ্রিজ থেকে খাবার চুরি করে খাবে না।

– ভালো কথা।

– আমি তোমার ঘর তালাবদ্ধ করে রাখব।

– তাই রাখবেন।

তর্ক বিতর্ক না করে সবকিছুতেই হ্যারি 'হ্যাঁ হু' করাতে ভার্নন একটু সন্দেহের

দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বাইরে থেকে ওকে লক করে চলে গেলেন। হ্যারি ঘরে বসে ভার্ননের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার পদশব্দ শুনতে পেল। দু'এক মিনিট পর ও শুনতে পেল গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দ, ইঞ্জিনের ঘর ঘর শব্দ। গাড়ি বারান্দার তলা থেকে ভার্ননের গাড়ি চলে যাওয়ারও শব্দ শুনতে পেল।

ওরা বাড়িতে থাকলে বা না থাকলে হ্যারির কিছু যায় আসে না। ও এত ক্লান্ত যে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘরের আলোটা পর্যন্ত অফ করার শক্তি নেই। ঘর একটু একটু করে ঘন অন্ধকার হয়ে যায়, রাত্রির শব্দ শোনা যায় ও জানালার দিকে তাকিয়ে থাকে হেডউইগের প্রতীক্ষায়

শূন্য বাড়িটা কেমন যেন থমথম করছে। পাইপে জল দেওয়ার শব্দ কানে আসছে। হ্যারি আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে রইল। মনের মধ্যে দারুণ অস্বস্তি, চিন্তা, ভাবনা।

তারপর ও পরিষ্কার শুনতে পেল নিচের রান্না ঘরে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ।

হ্যারি উঠে বসল। তিনজনই তো এইমাত্র বেরিয়ে গেল, তবে কী বাড়িতে চোর ঢুকেছে? তারপর সব চুপচাপ আবার শব্দ! কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। চোর? চোর হলে তো কথা বলবে না। হ্যারি ম্যাজিক ওয়ান্ডটা হাতে নিল। তারপর শোবার খাট থেকে নেমে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে থেকে আসা কথাবার্তা শোনার জন্য কান খাড়া করে রইল। পরক্ষণেই ও লাফিয়ে উঠল ঘরের বন্ধ দরজাটার 'ক্লিক' শব্দে। দরজাটা খুলে গেল।

হ্যারি নিশ্চল হয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে অন্ধকার সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এর দিকে তাকাল। কারা কথা বলছে শোনার জন্য ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। দু'এক মিনিট এগোবে কি এগোবে না দুনোমনো করে শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির মুখের কাছে গেল।

ওর বুকের হৃদপিণ্ড যেন ঠেলে কণ্ঠনালীর কাছে উঠে আসতে চাইছে। দেখল এক তলায় সিঁড়ির মুখে হলে কিছু লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাস্তা থেকে কাঁচের জানালা দিয়ে সামান্য আলো এসে ওদের গায়ে পড়েছে। খুব বেশি তো সংখ্যায় ওরা আট-ন'জন হবে।

– তোমার ম্যাজিক ওয়ান্ড নামিয়ে ফেল, কেউ দেখে ফেলতে পারে। একজন খুব আস্তে অথচ রাগত স্বরে বললো।

হ্যারির বুকটা টিপ টিপ করছে উত্তেজনায়। কিছুতেই থামাতে পারছে না। সেই গলার স্বরের সঙ্গে ও পরিচিত হলেও হাত থেকে ম্যাজিক ওয়ান্ডটা সরালো না।

প্রফেসর মুডি? ও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে বললেন।

– আমি 'প্রফেসর' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। বেশ জোর দিয়ে বললেন– নিচে নেমে এস আমরা তোমাকে ভাল করে দেখতে চাই।

হ্যারি জাদুদণ্ডটা নামালেও শক্ত মুঠিতে ধরে রইল। একপাও নড়লো না। ওদের সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ এখনও পর্যন্ত তাদের ভাল করে দেখতে পায়নি। খুব বেশিদিন হয়নি প্রায় ন'মাস আগে ও ম্যাড আই মুডির লোকজনের সঙ্গে থেকে এসেছে। লোকটা সত্য মুডি না অন্য কেউ জানতে হবে। একজন ভণ্ডও তো হতে পারে, একজন ভণ্ড হ্যারিকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

কি করবে না করবে সিদ্ধান্ত নেবার আগেই আরেকটি কর্কশ স্বর নিচ থেকে ওপরে ভেসে এল।

– সব ঠিক আছে হ্যারি, আমরা তোমাকে নিতে এসেছি।

প্রায় এক বছরেরও বেশি হয়েছে গলার স্বরটা না শুনলেও ও চিনতে পারল। ওর হৃদপিণ্ডটা ধ্বক ধ্বক করতে লাগল।

– প্রফেসর লুপিন? ও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না লুপিন এসেছেন। –আপনি এসেছেন?

– শোন আমরা সবাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছি, অন্য একজন বললো। সম্পূর্ণ অপরিচিত গলা। মহিলার কণ্ঠস্বর 'লুমোস'।

একটা ম্যাজিক ওয়ান্ড দপ করে জ্বলে উঠতেই সমস্ত হলটা ম্যাজিক্যাল লাইটে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। হ্যারি চোখ পিট পিট করতে লাগল। যেসব লোক এসেছে তারা সিঁড়ির মুখে একত্র হয়ে ওপরে তাকাল। কেউ কেউ ওকে ভাল করে দেখার জন্য ঘাড় উঁচু করল।

রেমাস লুপিন হ্যারির খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। তার বয়স খুব বেশি না হলেও খুব অসুস্থ ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শেষ যখন হ্যারি লুপিনকে দেখেছিল তখন তার মাথার সব চুল সাদা হয়ে যায়নি। আগের চেয়ে তার বেশভূষা আরও যেন জীর্ণ! যাই হোক না কেন হ্যারিকে দেখে লুপিন হাসতে লাগলেন। হ্যারিও হাসবার চেষ্টা করল। যদিও ওর মনের অবস্থা হাসার মত নয়।

যে ডাইনিটা হাতে জ্বলন্ত ওয়ান্ড ধরেছিল, সে বললো– উঃ যা ভেবেছিলাম ঠিক সেরকমই দেখতে! দলের মধ্যে মনে হল তার বয়স কম। ওর মুখটা লম্বা ক্ষীণ, মলিন। চকচকে কৃষ্ণবর্ণ চোখ। মাথার চুল ছোট ছোট ও খাড়া খাড়া, রং বেগুনি। 'ওয়াটচের, হ্যারি!'

–ইয়া, আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ, রেমাস, একজন টাক মাথার কালো জাদুকর অনেক দূর থেকে বললো। ওর গলার স্বর মৃদু হলেও বেশ গম্ভীর। ওর কানে একটা করে সোনার চাকা। ওকে দেখতে অনেকটা জেমসের মত।

– চোখ দুটো ছাড়া; একজন রূপালী চুলের উইজার্ড ফেঁসফেঁসে গলায় বললো– লিলির চোখের মত।

ম্যাড আই মুডি, মাথায় ওর ধূসর বর্ণের চুল। নাকের অনেকটা অংশ নাক

থেকে অপসৃত ও সন্দিগ্ধভাবে ওর ট্যারা চোখে তাকিয়েছিল। একটা চোখ ছোট, কাল আর উজ্জ্বল, অন্যটা বড় বড় গোলাকৃতি, নীল ইলেকট্রিক বাতির মত। সেই চোখ দিয়ে ও দেওয়াল, দরজা ভেদে করে, এমনকি নিজের মাথার পেছনটাও দেখতে পান।

– লুপিন তোমার কোনও সন্দেহ নেই এই সেই ছেলে? ও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো– ওর মত দেখতে একজন ডেথ ইটারকে আনতে পারলে বেশ ভালই হত। আসল পটার এই ছেলেটা কিনা জানতে হলে পটার সম্বন্ধে ওকে প্রশ্ন করার দরকার আছে, যদি না কেউ ভেরিটাসিরাম এনে থাকে?

লুপিন জিজ্ঞেস করল– তোমার ' পেট্রোনাস' কি রকম রূপ নিয়েছিল?

– হরিণের সিং; হ্যারি ঘাবড়ে গিয়ে বললো।

সকলেই ওর দিকে তাকিয়ে আছে, হ্যারির খুব অস্বস্তি লাগছে। সেই রকম মন নিয়ে ও ধীরে ধীরে নিচে নামল। জাদুদণ্ডটা জীনসের পেছনের পকেটে নিতে ভুলল না।

মুডি গর্জন করে বললেন– ওহে ওটা তোমার পকেটে রেখো না। ওটা থেকে যদি আগুন বেরোয়? এইরকম ভুল করে তোমার চেয়ে অনেক বড় বড় জাদুকর তাদের পাছা... হাঃ হাঃ, তুমি সেসব জানো না।

বেগনি চুলের মহিলা তৎক্ষণাৎ ম্যাড আইকে বললো– তা' তুমি তাদের নাম বলতে পার?

ম্যাড আই মুডি বললেন– ওসব কথায় কান দিও না। আমি যা বললাম তাই কর। ওই দণ্ডটি পকেট থেকে বার করে নাও। প্রাথমিক সুরক্ষা, আজকাল কেউ তার ধার ধারে না। কথাটা বলে কিচেনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

লুপিন হাত বাড়িয়ে হ্যারির সঙ্গে করমর্দন করল।

– কেমন আছ তাই বল? হ্যারিকে খুব কাছ থেকে দেখতে দেখতে লুপিন বললেন।

– খু-উব ভাল।

হ্যারি ভাবতে লাগল ওদের আসাটা স্বপ্ন না সত্যি! চার চারটে সপ্তাহ ধরে ও নিষ্কর্মা হয়ে বসে আছে প্রাইভেট ড্রাইভে– হঠাৎ একত্রে এতগুলো নামী জাদুকর ওর সামনে দাঁড়িয়ে? মনে হয় ওরা অনেক আগেই এখানে আসার পরিকল্পনা করে এসেছেন। লুপিনকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাদের দিকে হ্যারি তাকাল। ওরা তখনও ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ও খুব লজ্জায় পড়ে গেল। গত চার পাঁচদিন নানা ঝামেলা ও মন খারাপের জন্য জীনস শার্ট ইত্যাদি পরা ও চুলটুল আঁচড়ানোর দিকে লক্ষ্য রাখেনি।

হ্যারি মিন মিন করে বললো– ওরা কেউ বাড়িতে নেই আমার ভাগ্য ভাল।

– 'ভাগ্যবান- হাঃ হাঃ, বেগুনি চুলওয়ালা মহিলা বললেন; আমিই প্ল্যান করে ওদের বাড়ি থেকে তাড়িয়েছি। মাগলদের দিয়ে একটা ফালতু চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠিতে লেখা হয়েছে অল ইংল্যান্ড সুবারবন লন প্রতিযোগিতায় তোমরা শর্ট লিস্টেড হয়েছো, ওরা ছুটেছে প্রাইজ নিতে, ভেবেছে সত্যি।

অল ইংল্যান্ড বেস্টকেষ্ট সুবারবন লন কমপিটিসন। স্রেফ ভাঁওতা জানতে পেরে আঙ্কল ভার্ননের মুখোভাব কেমন হবে– ভাসা ভাসা হ্যারির চোখের সামনে ফুটে উঠল।

ও জিজ্ঞেস করলো– আমরা তাহলে এখনই রওনা হব? খুব তাড়াতাড়ি?

– বলতে পার এখনই; লুপিন বললেন। আমরা সবুজ সংকেতের অপেক্ষা করছি।

– আমরা কোথায় যাচ্ছি, বারোতে? হ্যারি মনের মধ্যে বিরাট আশা নিয়ে জানতে চাইল।

– না বারোতে নয়; লুপিন বললেন হ্যারিকে কিচেনের দিকে যেতে, যেসব উইজার্ডরা এসেছিল তারা পিছু পিছু চলল। সকলেরই হ্যারির দিকে কৌতূহল দৃষ্টি।

– খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। আমরা একটা অতি গোপনীয় জায়গায় সদর দপ্তর খুলেছি। সেখানেই যাবার সম্ভাবনা।

ম্যাড আই কিচেন টেবিল হিপফ্লাক্স থেকে কিছু নিয়ে খাচ্ছিলেন, ওর জাদুর চোখ চতুর্দিকে চরকির মত বন বন করে ঘুরছে। ডার্সলেদের অনেক পরিশ্রম বাঁচানো অ্যাপলায়নসের ওপর ওর দৃষ্টি।

– উনি অ্যালস্টার মুডি, হ্যারি। লুপিন, মুডিকে আঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে হ্যারিকে বললেন।

– হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি, হ্যারি অস্থির চিত্তে বললো। এক বছর বা তারও বেশি ওনার সঙ্গে পরিচয়। চেনা জানা মানুষকে তাকে নতুন করে চিনিয়ে দেওয়া কেমন যেন অস্বস্তিকর লাগল।

– আর ইনি নিমফাডোরা।

– আমাকে নিফাডোরা বলে ডাকবেন না, রেমাস অল্পবয়সী জাদুকরী শরীরে কাঁপুনী দিয়ে বললো– টংকস বলে ডাকবেন।

লুপিন হাসতে হাসতে বললেন– আমাদের প্রিয় জাদুকরী নিমফাডোরা টংকস তার পদবীতে ডাকা পছন্দ করে।

– আর ইনি কিংগয়ে শ্যাকেলটন ।

লুপিন দীর্ঘকায় কালো জাদুকরকে দেখিয়ে বললেন। কিংগস্লে মাথা নোয়াল। আর ও এলফিয়াস ডোগে ফাসফ্যাঁসে গলার জাদুকর ঈষৎ মাথা হেলাল। ডিডেলাস ডিগ্গিল বেগুনি রং-এর টপহ্যাট হাত থেকে পড়ে গেল ডিগগিলের মাথা হেলানোর

সময়। বললো– এর আগে দেখেছি মিস্টার হ্যারিকে।

– 'এমেলাইন ভানস' । সবুজ পান্না রঙ-এর শাল গায়ে দেওয়া বেশ মনোগ্রাহী চেহারার মহিলা মাথা নত করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললো। স্টার গিস পডমোর, চৌক চোয়ালের জাদুকরী মাথায় খড়ের রঙ-এর চুল তার চোখ মারল।

– আমি 'হেসটিয়া জোনস', গোলাপী চিবুকের কাল চুলের এক জাদুকরী টোস্টারের ধারে বসেছিল হাত নাড়িয়ে বললো।

হ্যারিকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় ও জবুথবু হয়ে মাথা নোয়াল। ওর দিকে যেন ওরা না তাকিয়ে থাকে হ্যারি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল। ওর মনে হল সবাই যেন ঠেলেটুলে ওকে স্টেজের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আরও আশ্চর্য হল একসঙ্গে এত লোক আসার কারণ কি?

লুপিন বললেন– অনেকেই তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। এমনভাবে বললেন যেন লুপিন হ্যারির মনের কথা জানতে পেরেছেন।

মুডি বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলেছে। পটার আমরা হচ্ছি তোমার দেহরক্ষক।

লুপিন বললেন– রাস্তা টাস্তা সব ঠিকঠাক জানার পর সদর দপ্তর সবুজ সংকেত দেবে, তারই অপেক্ষা করছি আমরা। লুপিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। হাতে আমাদের আর পনের মিনিট সময় আছে।

পংকস বললো– মাগলসরা খুবই নির্ঝঞ্ঝাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাই না? কথাটা বলে রান্নাঘর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। আমার বাবা মাগল পরিবারে জন্ম। জাদুকররা যেমন একরকম হয় না, মাগলরাও তাই। যা বলেছ, হ্যারি বললো। তারপর লুপিনের দিকে তাকিয়ে বললো– আমি বুঝতে পারছি না কি সব ঘটছে। কার কাছ থেকে খবরটা পেলে।

কথাটা শুনে কয়েকজন জাদুকর, জাদুকরী হিস হিস শব্দ করল। ডিডেলাস ডিগগিলের হাত থেকে হ্যাট আবার পড়ে গেল। মুডি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন– চুপ চুপ কর।

– কেন? হ্যারি বললো।

মুডি একটা চোখ হ্যারির দিকে আর ম্যাজিক চোখটা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন– এখানে বসে এসব আলোচনা করা ঠিক নয়। চুলোয় যাক, জাহান্নামে থাক, রেগেমেগে ম্যাজিক্যাল চোখটা হাতে চাপা দিলেন। নোংরা লোকটা এটা ব্যবহার করার পর ঠিকমত চোখে আটকাচ্ছে না।

টংকস বললো– পুরনো কথা টেনে আনবেন না ম্যাড আই। শুনতে বিশ্রী লাগে।

হ্যারি আমাকে একগেলাস জল এনে দিতে পারো? মুডি অনুরোধ করলেন।

হ্যারি মুডিকে এক গেলাস পরিষ্কার জল এনে দিল। জল দেবার সময় দেখল

জাদুকর-জাদুকরীরা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

হ্যারির হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে মুডি বললেন– চিয়ার্স। তারপর মুডি গেলাসের জলে জাদুই চোখটা ফেলে দিতেই ওটা সোঁ সোঁ শব্দ করে ঘুরতে লাগল। তাকিয়ে রইল সকলের দিকে পালা করে। তাকিয়ে বললেন– আমি তিনশ ষাট ডিগ্রি ভিজিবিটিটা চাই যখন আমরা সদর দপ্তরে ফিরে যাব।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল– আমরা কেমনভাবে যাব, কোথায় যাচ্ছি?

– ঝাড়ু, লুপিন বললো- তুমি ওই ঝাড়ুটা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারবে না? ওরা ফ্লু নেটওয়ার্কের ওপর নজর রাখবে।

– রেমাস বলেছে তুমি নাকি খুব দক্ষ উরুকে, কিংগস্লে ওর গম্ভীর গলায় বললেন।

লুপিন বললেন, অসাধারণ। ঘড়িতে সময় দেখল– যাকগে, হ্যারি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। সংকেত এলেই আমাদের এক মুহূর্ত দেরি না করে উড়তে হবে।

টংকস হাসতে হাসতে বললো– আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারি হ্যারি?

সকলে কৌতূহলী আর আগ্রহের চোখে তাকিয়ে রইল হ্যারি আর টংকসের দিকে। ওরা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

– বা সুন্দর! টংকস বললোঃ খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও বটে। আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ? একটু অস্বাভাবিক। বাঃ তোমার ঘরটি আরও ভাল।

হ্যারি ঘরে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দিল।

ওর ঘরটা বাড়ির অন্যসব ঘর ইত্যাদির মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। চারদিন ঘরে বন্দি হয়ে থেকে হ্যারি কুঁড়ের মত শুয়েছিল। সাফসুতরো থাকতে ইচ্ছে করেনি। হেডউইগের খাঁচাটা খুবই নোংরা। সেটা পরিষ্কার করা হয়নি। গন্ধ বেরোচ্ছে খাঁচা থেকে; ট্রাঙ্কটা খোলা অবস্থায় রয়েছে, বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে কোনও রকমে গুঁজে সুজে রাখা জিনিসপত্র। তার মধ্যে মাগলদের জামা-প্যান্ট ছাড়াও জাদুকরের বেশভূষাও রয়েছে। মেঝেতেও কিছু জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে।

সময় বাঁচানোর জন্য হ্যারি ওর বই, খাতাপত্র ইত্যাদি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরতে লাগল। ওদিকে টংকস ওর আলমারির একটা পাল্লায় ফিট করা আয়নাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে লাগল।

ও খুব দুঃখ ভরাক্রান্ত সুরে বললো– বেগুনি গায়ের রং আমার নয়। কথা বলতে বলতেও খোঁচা খোঁচা বর্শার ফলকের মত চুলগুলো টানে টংকস। আমাকে কি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে হ্যারি?

টংকসের মাথার ওপর ঝোলানো ‘কিডিচ টিমস ব্রিটেন আর আয়ারল্যান্ডের

ফটো' দেখতে দেখতে হ্যারি বললো– যা বলেছ।

– নাগো না তাই; টংকস সাফ বললো। তারপর চোখ দুটো এমনভাবে ঘোরালো যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছে। এক সেকেন্ড পর ওর মাথার চুলের রং গোলাপী বাবলগামের মত হয়ে গেল।

– আরে কেমন করে রং বদলালে? হ্যারি টংকসের বন্ধ চোখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললো।

– আমি হচ্ছি বহুরূপী। আয়নাতে দেখে নিল ওর চুলের পরিবর্তন। এর মানে আমি আমার চেহারাও পরিবর্তন করতে পারি? টংকস হ্যারির হতভম্ব হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বললো। আমার জন্মগত শক্তি বুঝলে। আরর ট্রেনিং-এ আমি ছদ্মবেশ আর লুকোচুরিতে সকলের চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলাম। বুঝলে, কোনও পড়াশুনা না করেই। দারুণ না!

– তুমি আরর? হ্যারি বললো।

– হ্যাঁ, টংকস গর্বিতভাবে বললো। কিংগস্লেও– তবে ও আমার চেয়ে উন্নত মানের। আমি মাত্র গত বছরে যোগ্যতা অর্জন করেছি। 'গোপনতা আর অনুসরণ' এ' গাড্ডু মেরেছিলাম। তাছাড়া আমি একটু নড়বড়ে। রান্না ঘরে কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ শুনতে পাওনি?

হ্যারির তখন ট্রাঙ্ক গোছানো শেষ হয়েছে।

– আমাকে তুমি কেমন করে বহুরূপী হতে হয় শেখাবে?

টংকস চাপা হাসল। – তুমি কপালের দাগটা লুকোতে চাও? ও হ্যারির কপালের কাটা দাগের দিকে তাকাল।

–– কিছু মনে করি না। কেউ ওর কপালের কাটা দাগের দিকে তাকিয়ে থাকে ওর ভাল লাগে না।

– শেখাটা খুব কঠিন কাজ। ওটা জন্মগত। পড়াশুনো করে, ট্রেনিং নিয়ে ওটা হয় না।

হ্যারি বই, জামা-কাপড়, টেলিস্কোপ এবং স্কেল বাক্সবন্দি করল। টংকস ট্রাঙ্কের সব জিনিস দেখতে দেখতে বললো– বাঃ সব নিয়েছ দেখছি।

কড়াই? ঝাড়ু? ওহ! আগুনের বল ছোড়ার গুলতি?

হ্যারির ডান হাতে ধরা ঝাড়ু দেখে টংকসের দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল! ঝাড়টা হ্যারির বিশেষ গর্বের আনন্দের। সিরিয়স ঝাড়ুটা ওকে উপহার দিয়ে ছিলেন আন্তর্জাতিক মাপের ঝাড়ু।

– আমি এখনও 'কমেট টু সিক্সটি' চালাই, টংকস বললো। আহাহ! তোমার জীনসের পেছনের পকেটে এখনও জাদুদণ্ড রয়েছে। ওকে, চলো আমরা লোকোমোটর ট্রাঙ্কের দিকে যাই। টংকের সুরে একটু ঈর্ষার ভাব।

ট্রাঙ্ক আর হেডউইগের শূন্য পেঁচা আর ঝাড়ু নিয়ে ওরা নিচে নামল মুডি ওদিকে জলের গেলাস থেকে 'জাদুর চোখ' পরে নিয়েছে। পরিষ্কার করার পর ওটা যেন লাফাচ্ছে। হ্যারির ওটা দেখে ভাল লাগে না। টংকস আর হ্যারিকে দেখে লুপিন সহাস্যে বললেন– চমৎকার চলো আমরা বাগানে গিয়ে দাঁড়াই। ওখান থেকেই আমরা নতুন করে দপ্তরে যাবো। আমরা প্রস্তুত। ওহ হ্যারি তোমার আঙ্কলকে কোনও রকম চিন্তা না করার জন্য একটা চিঠি রেখে গেলাম।

– ওরা একটুও চিন্তা করবে না, হ্যারি বললো।

– তুমি ভাল আছ সেটা জানে বলেই।

– ভাল আছি জানতে পারলে মুষড়ে পড়বেন।

– আবার ওদের সঙ্গে আগামী গ্রীষ্মে দেখা হবে।

– আবার এখানে আসতে হবে?

লুপিন কোনও জবাব দিলেন না।

– এদিকে এসে দাঁড়াও হ্যাঁরি। মুডির হাতে তার ওয়ান্ড। তোমাকে মোহমুক্ত করাতে হবে মুডি বললো।

– কী করবেন ...? হ্যারি ভয় ভয়ে বললো।

– জাদুবলে সুরক্ষিত, মুডি বললো ওর হাতের জাদুদণ্ড উঁচু করে। লুপিন বলছিল তোমার অদৃশ্য হয়ে যাবার একটা আলখেল্লা আছে। আমরা যখন উড়ে যাব তখন ওটার দরকার হবে না। উড়ে যাবে হাওয়াতে। এখন ঠিক আছে। চলো।

মুডি হ্যারির মাথাটা শক্ত করে মুড়ে দিলেন। হ্যারির মনে হল মুডি যেন একটা ডিম ওর মাথার ওপর ভাঙলেন। মুডি ওর গায়ে যেখানেই জাদুদণ্ড ছোঁয়ান সেখানটা বরফ শীতল হয়ে যায়।

টংকস বললো– চমৎকার! ম্যাড আই মুডি হ্যারির পেটের দিকে তাকালেন।

হ্যারি নিজের শরীরের দিকে তাকাল, আগের মত আর ও নেই। অদৃশ্য নয়, একটি গিরগিটির মত রঙ আর বয়নবিন্যাস। অনেকটা রান্নাঘরের মত। ও এখন একটা মানুষের দেহ বিশিষ্ট একটা গিরগিটি হয়ে গেছে।

পিছনের দিকের দরজাটা খুলে মুডি বললো– তোমরা সবাই বাইরে চল।

যারা সব এসেছিল একে একে তারা আঙ্কল ভার্ননের সুসজ্জিত বাগানে দাঁড়াল।

মুডি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন– আকাশ পরিষ্কার রয়েছে।

ওর জাদুই চোখ উপরের আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। আরেকটু বেশি মেঘে ঢেকে দিলে ভাল হত। ঠিক আছে, সকলে হ্যারিকে লক্ষ্য রাখবে। আমরা খুব গা ঘেষাঘেষি করে উড়ব। টংকস থাকবে সামনে। লুপিন তোমাকে নিচে থেকে কভার করবে। আমি ঠিক তোমার পিছনে থাকব। বাকি সকলে গোলাকৃতিভাবে

আমাদের ঘিরে থাকবে। যেন অন্যথা না হয়। সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছ? যদি আমাদের মধ্যে কেউ মারা যায়?

হ্যারি শুকনো মুখে বললো– তার সম্ভাবনা আছে? মুডি হ্যারির কথায় কান দিলেন না।

– চলো, এবার আমরা সবাই উড়ে যাই, ওড়ার সময় কেউ কিন্তু থামবে না, অবস্থান বদল করবে না। শোন হ্যারি, ওরা যদি আমাদের পরাজিত করে– আর তুমি বেঁচে থাকো তবে আগের স্ট্যান্ডবাই প্রহরীরা তোমাকে পাহাড়া দিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি সোজা পূর্বদিকে উড়বে, তখন স্ট্যান্ডবাই প্রহরীরা তোমাকে দেখতে পেয়ে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।

টংকস বললো– ম্যাড আই এসব কথা বলবেন না। হ্যারি ভুল বুঝতে পারে, ভাববে ওকে আমরা হেলাফেলা করে নিয়ে যাচ্ছি।

টংকস হ্যারির জিনিসপত্র ওর ঝাড়ুতে ঠিকমত বেঁধে দিল যাতে দূরন্তভাবে মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় কোনও কিছু পড়ে না যায়। লুপিন বললো– প্রথম সংকেত তোমরা ঝাড়ু বেঁধে নাও, আকাশের দিকে নিশানা করলেন।

কিংগস্লে বললো– ভয় নেই হ্যারি আমরা কেউ মরছি না।

অনেক অনেক দূরে আকাশে গাদাগাদা উজ্জ্বল লাল আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তারাগুলো চকমক করতে লাগলো। হ্যারি ওর ডান পা ফায়ার বোল্টে রেখে হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরল। ফায়ার বোল্ট থর থর করে কেঁপে উঠল।

– দ্বিতীয় সংকতে, চলো; লুপিন বললেন। আকাশে আরও উজ্জ্বল লাল আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল।

হ্যারি ভেসে চলল। নিচে দেখতে পেল প্রাইভেট ড্রাইভের চৌকো চৌকো বাড়ি, সবুজ ঘাষের বাগান। ঠাণ্ডা দূরন্ত হাওয়া ওর বড় বড় চুলগুলো যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে নিচের সব মাঠ-ঘাট বাড়ি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। ঠাণ্ডা ঝড়ো বাতাস ওর মনের ভেতর থেকে মন্ত্রণালয়ের চিঠি, যেখানের শুনানির জন্য যাওয়ার ভাবনাও উড়িয়ে নিয়ে গেল। মনে হল মুক্তির আনন্দ ওর বুকের ভেতরটা খান খান করে দেবে। বিরাট অনন্ত আকাশ ওর সব ভাবনা চিন্তা, সমস্যা একটু একটু শূন্যে পরিণত হলো। তারা ভরা আকাশে সব কিছুই মূল্যহীন, অর্থহীন, তুচ্ছ মনে হল। প্রাইভেট ড্রাইভ থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান আর রইল না।

– বাঁ ধারে, বাঁ ধারে, ওই দেখ একটা মাগল আমাদের দেখছে! মুডি চিৎকার করে বললো। টংকস আদেশ মত বাঁক নিল। হ্যারি ওকে অনুসরণ করল, লক্ষ্য রাখল ওর পিছনে বাঁধা লম্বা শুঁড় তীব্র হাওয়াতে পৎপৎ করে দুলছে। আমাদের আরও অনেক উপরে উঠতে হবে কম করে কোয়ার্টার মাইল।

শোঁ করে ওপরে ওঠার সময় ঠাণ্ডাতে ওর দু'চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ওর নিচে সবকিছুই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুধু অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেল বিন্দু বিন্দু আলো, খুব সম্ভব গাড়ির হেডলাইট। নয়ত রাস্তার আলো।

– দক্ষিণে বাঁক নাও, মুডি জোরে জোরে বললেন– আগে শহর!

নিচের মাকড়সার জালের মত আলো ছাড়িয়ে ওরা দক্ষিণে চলল। সামনে ছোট একখণ্ড মেঘ, ওটাকে এড়িয়ে ওরা চললো।

টংকস রেগে মেগে বললো, ম্যাডআই আমরা মোটেই মেঘের ওপর দিয়ে যাচ্ছি না। সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে।

হ্যারি টংকস-এর কথা শুনে আস্বস্ত হল। ঠাণ্ডায় ওর হাত-পা সমস্ত শরীর যেন বরফ হয়ে গেছে। ফায়ার বোল্টের হাতল ভাল করে চেপে ধরতে পারছে না। একটা গরম কোট পেলে যেন শীত কাটত। ও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

যাত্রাপথ মুডির নির্দেশমত ওরা কখনও কখনও বদলাতে থাকে বরফ শীতল হাওয়াতে হ্যারির চোখ বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। অনেক কষ্টে মাঝে মাঝে তাকায়। কানেও ব্যথা করতে থাকে। হাফলপাফের বিরুদ্ধে কিডিচ খেলাতে এই রকম ঠাণ্ডা লেগেছিল। তখন ও তৃতীয় বছরের ছাত্র। ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া ও এখনও ভুলতে পারে না। ওর চারপাশের প্রহরীরা রাজপাখীর মত ওকে ঘিরে উড়তে থাকে। হ্যারি বুঝতে পারে না কতক্ষণ ধরে উড়ে চলেছে। কম করে এক ঘণ্টা তো হবেই।

– দক্ষিণ পশ্চিমে চলো, মুডি নির্দেশ দিলেন– আমাদের গাড়ি চলার রাস্তা এড়িয়ে চলতে হবে।

হ্যারির এত শীত করছিল যে, মুডির গাড়ির কথা শুনে, তলা দিয়ে যে গাড়ি চলছে তার ভেতরে ঢুকতে হ্যারির ইচ্ছে করলো।

ফ্লু পাউডারের কথাও মনে হলো। সেখানে খুব অস্বস্তিকরভাবে লাট্টুর মতো ঘুরলেও অগ্নিশিখার উষ্ণতা তো আছে।

– আমাদের কেউ ফলো করছে না নিশ্চিত হবার জন্য যে কিছুটা পিছনে হটতে হবে, মুডি বেশ জোরে জোরে বললেন।

'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন ম্যাড আই? টংকস সামনে থেকে চেঁচিয়ে বললো, আমরা সবাই ঝাড়ুর সঙ্গে জমে বরফ হয়ে গেছি! এইরকমভাবে রাস্তা বদলালে মনে হয় ওখানে পৌঁছতে আরও এক সপ্তাহ লাগবে। তাছাড়া আমরা তো প্রায় পৌঁছে গেছি!

লুপিন বললেন– তুমি টংকসকে ফলো করো হ্যারি!

তারপর ওরা ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে।

হ্যারি এখন সব দেখতে পাচ্ছে। বাড়িঘর বাগান ছোট বড় রাস্তা রাস্তা দিয়ে অগণিত মানুষ, গাড়ি চলেছে। রাস্তার তীব্র আলোতে সবকিছু দিনের মতো মনে হয়। রাস্তার আলো, বাড়িঘরের আলো, এত চমক আগে ও দেখেনি। ও যত

তাড়াতাড়ি আকাশ থেকে জমিতে নামতে চায়। কিন্তু নামতে পারবে না কেউ ওকে ঝাড়ু থেকে ছিন্ন না করলে।

– এসে গেছি! টংকস সকলকে জানাল। তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হ্যারি টংকসের সঙ্গে একটা স্কোয়ারের মধ্যে আগাছাপূর্ণ ঘাসের ওপর নামল।

টংকস নেমেই চটপট হ্যারির সব জিনিসপত্র নামিয়ে দিলেন। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে হ্যারি এধার ওধার তাকাল। বাড়িগুলোর বন্ধ দরজা দেখে মনে হল ওরা কেউ ওকে স্বাগত জানাচ্ছে না। বাড়িগুলো একটাও ঝকমকে নয়। জীর্ণ প্রায় ভগ্ন দৈন্য দশাপ্রাপ্ত। দেওয়ালে পলেস্তরা নেই। কোনও কোনও বাড়ির দেয়াল থেকে গাছ গজিয়েছে। আলো নেই বললেই চলে। থাকলেও টিম টিম করছে। দেখলেই ভৌতিক মনে হয়। অনেক বাড়ির সামনে গাদা গাদা রাবিশ, ভাঙা ইট পাথর, জঞ্জাল জরো হয়ে রয়েছে।

হ্যারি হতভম্ব হয়ে বললো– আমরা কোথায় এসেছি?

লুপিন ওর কথা শুনে শান্ত স্বরে বললেন– মিনিট খানেকের মধ্যে জানতে পারবে।

মুডি ওর আলখেল্লা খুলছিলেন। ওর হাত দেখে মনে হয় বরফে জমে গেছে।

– পেয়েছি; ও বিড়বিড় করে বললো। হাত তুলে একটা রূপোর সিগারেট লাইটার দেখালেন। ওটা ক্লিক করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাছে সব রাস্তার অনেক আলো নিভে গেল। আবার লাইটার ক্লিক করতেই আরও কিছু আলো নিভে গেল। মুডি এক এক করে রাস্তার সব আলো নিভিয়ে দিলেন। শুধু বাড়ির ভেতরের আলো তাও পরদা ঢাকা। আকাশের চাঁদের আলোও।

মুডি বললেন– ডাম্বলডোরের কাছ থেকে এটা নিয়েছি। কথাটা বলে 'পুট-আউটারটা' পকেটে রেখে দিলেন।

মুডি হ্যারির হাত ধরে রাস্তার ধারে একটা পেভমেন্টের ওপর দাঁড়ালেন। লুপিন, টংকস হ্যারির জিনিসপত্র ঘাড়ে নিয়ে পেছনে পেছনে চলল। প্রহরীরা তাদের ম্যাজিক ওয়ান্ড জ্বালিয়ে পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

খুব কাছের একটা দোতলা বাড়ির জানালা থেকে তীব্রভাবে স্টিরিও চলার শব্দ শুনতে পেল হ্যারি। নাকে এল ডাস্টবিনে জমা করে রাখা ময়লা ইত্যাদির পচা গন্ধ।

– এসে গেছি, মুডি খুব চাপাগলায় বললেন। হ্যারির মোহমুক্ত করা হাতে এক টুকরো পার্চমেন্ট দিল। হাতের ম্যাজিক ওয়ান্ড জ্বালিয়ে লেখাগুলো পড়ার মত করলো। ছোট ছোট হাতের লেখাগুলো হ্যারির পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল। তাতে লেখা:

'অর্ডার অফ ফনিক্সের সদর দপ্তর বার নম্বর গ্রিমল্ড প্লেস, লন্ডনে অবস্থিত।'

চতুর্থ অধ্যায়

নাম্বার টুয়েলভ, গ্রিম্মল্ড প্লেস

হ্যারি প্রশ্ন করলো– 'অর্ডার অব দি... কী?'

– এখানে নয় হ্যারি! মুডি চাপাগলায় বললেন– বাড়ির ভেতরে না গিয়ে কোনও কথাবার্তা নয়।

কথাটা বলেই মুডি পার্চমেন্টের টুকরোটা একরকম হ্যারির হাত থেকে নিয়ে ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে আগুন তৈরি করে জ্বালিয়ে দিলেন। চামড়ার কাগজটা একটু একটু করে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে, হ্যারি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। ওরা এগার নম্বর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ও বাঁদিকে তাকিয়ে দশ নম্বর বাড়ি দেখতে পেল, ডানধারে তের নম্বর।

কিন্তু বার নম্বর?

লুপিন শান্তভাবে বললেন– এই মাত্র তুমি যেটা মনে রেখেছ সেই সম্বন্ধে ভাব। বার নম্বর বাড়ি মনে করার সাথে সাথে কোথা থেকে বার নম্বর লেখা একটা ভগ্নপ্রায় দরজা এগার ও তের নম্বর বাড়ির মাঝে এসে গেল, তারপরই দেখল নোংরা দেওয়াল আর ঝুলকালি মাখা জানালা লাগান একটা বাড়ি। একটা অতিরিক্ত বাড়ি দু'ধারের দুটি বাড়িকে ঠেলেঠুলে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। হ্যারি হাঁ করে বাড়িটার দিকে তাকাল। এগার নম্বর বাড়িতে গাঁউ গাঁউ শব্দ করে স্টিরিও বেজে চলেছে। সম্ভবত মাগলসরা বাড়ির ভেতর থেকে বাজিয়ে যাচ্ছে, শব্দের ধার ধারছে না।

– চল চল হ্যারি, মুডি ওকে ঠেলতে ঠেলতে বাস্তবে অথবা সত্যে পরিণত হওয়া দরজার সামনে গেল। দরজাটার ওপর কাল রঙ যেমন তেমন করে লাগান, ফাটাফাটা দাগ। দরজার হাতলটা অদ্ভুত ধরনের– যেন একটা পেঁচান পেঁচান সাপ।

দরজায় না আছে চাবির গর্ত, লেটার বক্সও নেই।

লুপিন ওর ম্যাজিক ওয়ান্ডটা দিয়ে দরজায় খুব আস্তে টোকা দিল। হ্যারি শুনতে পেল শুধু তালা খোলার আর লোহার শেকলের খন খন ঝন ঝন আওয়াজ। তারপরই কড় কড় শব্দ করে বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। লুপিন কানে কানে বললেন– তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢোকো। বেশি এগিয়ে যাবে না কোনও জিনিসে হাত লাগাবে না।

হ্যারি দরজার গোড়ায় পা দিয়ে প্রায় অন্ধকার সামনের হলঘরটার দিকে তাকাল। নাকে ভ্যাপসা চামসে গন্ধ ধ্বক করে এসে লাগল। স্যাঁত-স্যাঁতে, ধুলো, পচা গন্ধ সব মিলিয়ে বাড়িটা একটা বহু বহু বছরের পরিত্যক্ত বাড়ি বলে মনে হল। ও পেছনে ফিরে যাদের সঙ্গে এসেছে তাদের দিকে তাকাল। দেখল টংকস আর লুপিন ওর ভারি ট্রাঙ্ক, হেডউইগের খাঁচা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুডি রাস্তার আলোর বাল্বগুলো ফিরিয়ে দিতে ব্যস্ত। একটা একটা করে সেগুলো উড়ে যাচ্ছে দেখতে পেল হ্যারি। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাটা আলোয় আলোকময় হয়ে গেল। কমলালেবু রং-এর আলো। মুডি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে সদর দরজাটা বন্ধ করে দিতেই গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেল হলটা।

– এখানে এসে দাঁড়াও।

মুডি হ্যারির মাথায় ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে হালকাভাবে ঘা দিতেই মনে হল একটা গরম প্রবাহ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। হ্যারি বুঝতে পারল জাদুবলে সুরক্ষিত অবস্থা থেকে মুক্ত হচ্ছে ও।

মুডি ফিস ফিস করে বললেন– আলোর ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সবাই চুপ করে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক।

হ্যারির কাছে পিঠে দাঁড়িয়ে থাকা জাদুকরদের ফিস্ ফিস্ হিস্হিস শব্দ যেন এক অমঙ্গলের পূর্বাভাস বলে মনে হতে লাগল। ও যেন মৃত এক ব্যক্তির ঘরে ঢুকেছে– তার আত্মা হলেতে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যারি খুব হালকা হিসহিস শব্দ শুনল, তারপরই চারদিকে দেওয়ালে পুরনো কাঁচের গ্যাসের আলো জ্বলে উঠল। প্রাণ ফিরে এল অন্ধকার গুহার জগতে! নিষ্প্রভ আলোতে দেখল দেওয়ালে ছেঁড়া ছেঁড়া ওয়াল পেপার সাঁটা, ছিঁড়ে সুতো বেরিয়ে যাওয়া লম্বা লম্বা কার্পেট পাতা। বিষণ্ন হলওয়ের ছাদে ঝুলছে মাকড়সার জালে ঢাকা ঝাড় লণ্ঠন। দেওয়ালে টাঙ্গানো পুরনো পুরনো মানুষের প্রতিকৃতি। সেগুলো ধূলো- ময়লা লেগে ঝাপসা হয়ে গেছে। টেবিলের ওপরে রাখা বাতির ঝাড় বাতিদান, আর ঝাড়বাতিগুলো কুঁকড়ে শুয়ে থাকা সাপের মত। শুনতে পেলো কে যেন দ্রুত পায়ে ওর দিকে আসছে।

দ্রুত পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল রনের মা। মিসেস উইসলি হলের শেষ

দিক থেকে একটা দরজা খুলে ওর দিকে আসছেন। ওদের কাছে এসে হ্যারি আর অন্যদের স্বাগত জানালেন সহাস্যে। হ্যারি দেখল আগের থেকে বেশ রোগা হয়ে গেছেন মিসেস উইসলি।

– 'ও হ্যারি তুমি এসে গেছ? তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে, হ্যারিকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন মিসেস উইসলি। তারপর ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন; তুমি দেখছি খুবই রোগা হয়ে গেছ। তোমায় এখন ভাল খাওয়া-দাওয়া করতে হবে। ডিনার খাবার সময় হয়ে গেছে।

তারপর মিসেস উইসলি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা জাদুকর জাদুকরীদের বললেন 'উনি' এই মাত্র এসেছেন, মিটিং শুরু হয়ে গেছে।

জাদুকর- জাদুকরীরা গুঞ্জন করে উঠল। ওদের দারুণ উত্তেজনা, আগ্রহ। হ্যারিকে ডিঙিয়ে মিসেস উইসলি যে দরজা দিয়ে হলে ঢুকেছিলেন সেই দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। হ্যারিও লুপিনের পেছন পেছন যাচ্ছিল মিসেস উইসলি ওকে বাঁধা দিলেন।

– না হ্যারি মিটিং শুধু কমিটির সদস্যদের। রন আর হারমিওন ওপরে আছে তুমি তাদের সঙ্গে গল্পটল্প কর। মিটিং শেষ হলেই আমরা ডিনার খেতে বসব। হলের মধ্যে খুব আস্তে আস্তে কথা বলবে; মিসেস উইসলি নম্র আদেশের সুরে বললো।

– কেন?

– আমি কোনও কিছু এখন ব্যাখ্যা করতে চাই না।

- কী চান না?

পরে তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব। এখন আমার একটু তাড়া আছে, মিটিং ছেড়ে চলে এসেছি তো, কোথায় তুমি থাকবে, শোবে, তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। মিসেস উইসলি ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে পা টিপে টিপে হ্যারিকে নিয়ে একজোড়া পোকায় কাটা পর্দার সামনে দাঁড়ালেন। হ্যারির পর্দাটা দেখে মনে হল তার পিছনে আর একটা দরজা আছে। হ্যারি তারপর খুব বড় একটা ছাতা রাখার স্ট্যান্ড দেখতে পেল। পায়াগুলো দেখে মনে হয় একটা দানবের পা কেটে বসানো হয়েছে। সেখান থেকে একটা অন্ধকার সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির পাশে দেয়ালের খাঁজে খাঁজে রাখা হয়েছে ছোট ছোট মানুষের মাথার খুলি, শুষ্ক কাটা ভুতুরে মুণ্ডু ও প্রত্যেকটি মুণ্ডুর নাকগুলো বেশ বড় বড়, শুয়রের নাকের মত। যেদিকে তাকায় সেদিকে দেখতে পায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব ছাঁচের জিনিসপত্র।

হ্যারি দেখতে দেখতে হকচকিয়ে গেল। এই রহস্যময় বাড়িতে জাদুকররা কি করছে?-এখানে রহস্যময় বাড়িতে কেন তারা আস্তানা গেড়েছে।

– মিসেস উইসলি বললেন– কেন চুপ করে থাকতে হবে?

রন আর হারমিনিওন তোমকে সব বলবে। আমার একটু তাড়া আছে, এখন তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। মিসেস উইসলি ওকে ফিস ফিস করে বিক্ষিপ্তভাবে বললেন। ওরা দ্বিতীয় ল্যান্ডিং-এ পৌছলে বললেন।

– তোমার ডান দিকে দরজা। মিটিং শেষ হলেই তোমাকে ডাকব। কথাটা বলে মিসেস উইসলি হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে গেলেন।

হ্যারি অপরিচ্ছন্ন ল্যান্ডিংটা পেরিয়ে বেডরুমের দরজার নবটা ঘোরাল। দেখতে ওটা সাপের মাথার মত। দরজাটা ও নব ঘুরিয়ে খুলল।

ও আধা আলো অন্ধকারে অনুজ্জ্বল ঘরটার দিকে তাকাল। বিরাট লম্বা চওড়া ঘর। ঘরে দুটো শোবার খাট।

ও শুনতে পেল কিচির মিচির শব্দ তারপরই তীক্ষ্ম চিৎকার। ওর দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে গেল একগাদা চুলের আড়ালে। দেখল হারমিওন আনন্দের আতিশয্যে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে মুখ রেখেছে। ওর ধাক্কায় আর একটু হলে ও পড়ে যেত। রন একধারে ওর ছোট পেঁচা পিগউইজিয়নকে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বসেছে।

– হ্যারি, ওই দেখ রন ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুমি যে আসছ আমরা খবর পাইনি। কেমন আছ? তোমার শরীর ভাল আছে তো? তুমি কী আমাদের ওপর চটে আছ? বাজি রেখে বলতে পারি নিশ্চয়ই আছ। আমরা জানি তোমার লেখা চিঠিগুলো উদ্বিগ্নের– তাহলেও আমরা তোমাকে কিছু জানাতে পারিনি। ডাম্বলডোর আমাদের তোমাকে কিছু জানাতে মানা করেছেন। সত্যি আমাদের তোমাকে অনেক কিছু জানানোর- বলার আছে। তোমাকেও বলতে হবে ডেথ ইটার, ডিমেন্টরদের ব্যাপারে! যখন আমরা শুনলাম মন্ত্রণালয়ে তোমার শুনানি হবে, তারপর থেকে আমরা সত্যি নার্ভাস হয়ে গেছি। আমি জানি ওরা তোমাকে বহিষ্কার করতে পারবে না, কোনও কারণেই পারবে না। জীবন বাঁচানোর জন্য ম্যাজিক ব্যবহার করা কম বয়সের জাদুকরদের নিয়মের বাইরে কিছু করার আইন আছে আমরা জানি। – 'ডিক্রি ফর দ্য রেস্ট্রিকসন অফ আন্ডারএজ সোরেসেরি ফর দ্য ইউজ অফ ম্যাজিক।'

– ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও হারমিওন, রন ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে বললো।

হ্যারি দেখল রন আগের চেয়ে বেশ লম্বা হয়েছে। তবে একটু যেন রোগা হয়ে গেছে।

হারমিওন তখনও আনন্দে অধীর হয়ে আছে। আরও কিছু বলতে যাবার আগে একটা হুঁশ শব্দ শুনতে পেল। কিছু একটা সাদামত ঘরের অন্ধকার আলমারি থেকে উড়ে এসে হ্যারির কাঁধে পড়ল।

হেডউইগ!

সাদা প্যাঁচাটা ওর ঠোঁট দিয়ে হ্যারির কান আদর করে কামড় দিতে থাকে। হ্যারি ওর গায়ের পালক চুলকে দিতে লাগল।

রন বললো, তোমার প্যাঁচা চিঠি নিয়ে আসার পর থেকে ঠোঁট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার গায়ে ঘা করে দিয়েছে।এই দেখ কি করেছে?

হ্যারি দেখল রন একটুও মিথ্যা বলেনি। ওর ডান হাতের মধ্য আঙ্গুলে গভীর কাটা দাগ, তবে প্রায় শুকিয়ে এসেছে।

সত্যি তো। হ্যারি সমবেদনার সুরে বললো। আমি সত্যি সত্যি চিঠির জবাবের অপেক্ষা করেছিলাম।

আমরা তোমাকে জবাব দিতে চেয়েছিলাম, রন বললো, হারমিওনও চেয়েছিল। বলছিল চিঠির জবাব না পেলে তুমি রেগে যাবে, কিন্তু কি করি বল ডাম্বলডোর আমাদের...।

– হারমিওন আমাকে সেকথা আগেই বলেছে, হ্যারি বললো।

দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে কাছে পেয়েও হ্যারির মনের সব আনন্দ-উদ্দীপনা হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। পেটের মধ্যে ঠাণ্ডামত কিছু একটা গুড় গুড় করে উঠল।

প্রায় এক মাস বন্ধুদের পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষার পরও ওর মনে হল ওকে একলা রেখে ওরা দু'জনে ঘর থেকে চলে যাক। চতুর্দিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। হ্যারি বন্ধুদের দিকে না তাকিয়ে হেডউইগকে আদর করতে লাগল।

হারমিওন রুদ্ধশ্বাসে বললো, ডাম্বলডোর ভেবেছিলেন চিঠির জবাব না দেয়াই সবচেয়ে ভাল।

– ঠিক আছে; হ্যারি ভুরু তুলে বললো, তোমাদের দুজনের মধ্যে কাউকে গরমের ছুটিতে ডিমেন্টরসরা আক্রমণ করেছিল? হ্যারি হারমিওনের হাত দেখল হেডউইগের ঠোঁট দিয়ে ঠোকরানোর ক্ষত।

– না, তা হয়ত করেনি, এই জন্যই তো তিনি অর্ডার অব দ্য ফনিক্স থেকে অনুচর পাঠিয়েছিলেন তোমাকে রক্ষা করার জন্য।

কথাটা শুনে হ্যারির মনে হলো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় সিঁড়ির একটা স্টেপ মিস করে পড়ে গিয়ে পেটে অসম্ভব ঝাঁকি লেগেছে।

– দুঃখের বিষয় ওরা কাজে আসেনি। অবশ্যই পাঠিয়েছিলেন, হ্যারি বললো, তবে আমাকেই আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল।

– ডাম্বলডোর খুব রেগে গিয়েছিলেন, হারমিওন বললো– ভয়ার্ত স্বরে। মুন্ডানগাস কর্তব্য না করে অন্য কোথায় চলে যাওয়াতে তিনি অসম্ভব রেগে গিয়েছিলেন। ও চলে যাওয়াতে আমি খুশি হয়েছিলাম। ও না গেলে আমি ম্যাজিক ওয়ান্ড ব্যবহার করতে পারতাম না। আর ডাম্বলডোর আমাকে পুরো গরমের ছুটিতে প্রাইভেট ড্রাইভে আটকে রাখতেন।

– তুমি কি ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের চিঠি পেয়ে চিন্তা করোনি? হারমিওন আস্তে আস্তে বললো।

হ্যারি মিথ্যে বললো– একটুও না। কথাটা বলে হ্যারি ঘরের একধারে দাঁড়াল। ওর কাঁধে হেডউইগ আরামে বসে রইল। ঘরের ভেতর কেমন যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলার ভাব। হ্যারির মনে হতে লাগল কে যেন ওর সব কথা দেয়ালের আড়াল থেকে শুনছে, ফিস ফিস করছে।

হ্যারি জিজ্ঞেস করল– ডাম্বলডোর আমাকে কেন কিছুই জানাননি, সব কিছু গোপন করে রেখেছেন? তুমি কি তাকে একবারও জিজ্ঞেস করেছ?

হ্যারি কথা বলে ওদের দিকে তাকালো। ওরাও তাকালো, কিন্তু হ্যারির রাগ কমলো না।

– হ্যাঁ করেছিলাম তোমাকে এখানের সব ব্যাপার জানাতেও চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি এত ব্যস্ত যে দু'একদিন তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। উনি বলেছিলেন তোমাকে বিশেষ দরকারি কথাছাড়া কিছু না লিখতে। এমন কী বলেছিলেন পেঁচা যেন কিছু খবর নিয়ে না যায়।

– এখনও আমাকে জানাতে পারেন অবশ্য যদি জানাতে চান।

হারমিওন আমাকে বললো– বললাম তো জানাতে চাননি।

– উনি হয়ত আমাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। হ্যারি রন আর হারমিওনের দিকে তাকিয়ে ওদের মুখের ভাব লক্ষ্য করলো।

রন উত্তেজিত হয়ে বললো– এমন কথা বলা ঠিক নয়।

– অথবা ভাবেন, আমি অতি দূর্বল ছেলে মানুষ। নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই।

– না, অবশ্যই তা মনে করেন না। হারমিওন উদ্বেগের সঙ্গে বললো।

– ডার্সলেদের বাড়িতে আমাকে থাকতে হয়েছে, আর তোমরা দু'জনে এখান থেকে সব কিছু জানছ, উপভোগ করছ? হ্যারি বললো– ও বেশ জোরে জোরে প্রতিটি শব্দ বললো– তোমরা দু'জনে এখানের সব কিছু জানার অধিকার পেলে কেমন করে?

তোমার ভুল ধারণা। তা আমরা পাইনি, রন বাধা দিয়ে বললো। মা আমাদের 'অর্ডার অব দ্য ফনিক্সের' মিটিং-এর ধারে কাছে ঘেঁযতে দেন না। মা বলেন, আমরা খুব ছোট।

এটি জানার আগেই হ্যারি উচ্চস্বরে বলতে লাগল;

> বাঃ বাঃ চমৎকার বলেছ। তাহলে তোমরা মিটিং-এ ছিলে না বা যোগ দিচ্ছ না। দারুণ ব্যাপার! তাহলেও তোমরা এখানে রয়েছ! তাই, রয়েছ না? তোমরা দুজনেই এখানে রয়েছ। আর আমি ডার্সলেদের বাড়িতে একমাস ধরে

> পচে মরেছি। ডাম্বলডোর জানেন তোমরা যা করেছ তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আমি করেছি। কে ফিলসফার স্টোন রক্ষা করেছিল বলতে পার? কে রিভিলকে ভাগিয়েছিল? বলো, ডিমেন্টরসদের হাত থেকে কে তোমাদের দু'জনকে বাঁচিয়ে ছিল?'

অতীতের সুখ-দুঃখের অনেক ঘটনা, অনেক কথা ওর মনে আসতে লাগলো। সেগুলো উজাড় করে দিল ওর বন্ধুদের। খবর না দেয়ার হতাশা, ওকে বাদ দিয়ে দুইজনের দিব্যি থাকা ওকে অত্যন্ত ব্যথা দিয়েছে এটাই বলতে চাইল। ওর হতাশা, খবর না পাওয়া, ওদের একত্রে থাকা সবকিছু একত্র করে ওর মর্ম বেদনা সীমার বাঁধন হারিয়ে ফেলে।

ওদের তর্ক-বিতর্ক শুনতে হেডউইগের বোধহয় ভাল লাগে না তাই হ্যারির কাঁধ থেকে উড়ে আলমারির ওপরে বসল। পিগউইজসনও আরও বেগে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

> 'কে ড্রাগন ও অর্ধমানব- অর্ধমানবী ঠেকিয়েছিল, আরও অনেক জঘন্য অপরাধমূলক জিনিস। কে দেখেছিল ভোল্ডেমর্টকে ফিরে আসতে? কে তার হাত থেকে পালাতে পেরেছিল? সে আমি!'

রন ওর সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল, হতবুদ্ধি হয়ে- মুখের কথা ও যেন হারিয়ে ফেলেছে, হারমিওন প্রায় কঁদে ফেলেছে।

> 'কিন্তু এখানে কি হচ্ছে আমি কেন জানতে পারবো না? কেনই বা আমাকে জানানোর কথা মনে করছেন না- কি সব ঘটছে?'

হারমিওন বলতে গেল, হ্যারি আমরা তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম।

> 'তোমরা পেঁচা মারফত আমাকে কিছু জানাতে পারতে না? ডাম্বলডোর তোমাদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে মানা করে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ তিনি তাই করেছিলেন'

> চার সপ্তাহ আমি প্রাইভেট ড্রাইভে বন্দি হয়েছিলাম। কুড়াদান থেকে কাগজ তুলে নিয়ে কি ঘটছে তা জানবার চেষ্টা করেছি।

'আমরা চেষ্টা করেছিলাম–'

> 'আমি মনে করি এখানে তোমরা মজা করে দিন কাটিয়েছ- তাই না? সবাই একসঙ্গে মজা করে।'

'না সততার সঙ্গে বলছি–' হ্যারি সত্যই আমরা দুঃখিত; হারমিওন বললো। ওর দু'চোখ জলে ভরে গেছে। তুমি যথাযথ কথা বলেছ হ্যারি। আমি তোমার

জায়গায় হলে এমনই মনে করতাম!'

হ্যারি হারমিওনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। তখনও উত্তেজনায় ও বড় বড় নিশ্বাস ফেলে চলেছে। তারপরই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। হেডউইগ আলমারির ওপর থেকে বিষণ্নভাবে ডেকে উঠল। অনেকটা যেন বিদ্রূপের সুরে। সকলেই চুপ করে রইল। শব্দ শুধু হ্যারির কাঠের মেঝেতে চলার খট খট শব্দ।

হ্যারি তারপর রনের হারমিওনের দিকে সোজা তাকিয়ে বললো– যাকগে, এই জায়গাটাতে কি হয়?

– 'অর্ডার অফ দ্য ফেনিক্সের সদর দপ্তর'; রন বললো একটুও সময় না নিয়ে

– তোমরা কি কেউ আমাকে বলবে, অর্ডার দ্য ফেনিক্স কি?

– একটি গোপন সংঘ বলতে পার; হারমিওন বললো। ডাম্বলডোর এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা- অধিকর্তা। তোমার হয়ে যারা লড়াই করেছিল ইউ-নো-হুর বিরুদ্ধে তাদের সংঘ।

– কারা এর মধ্যে আছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল পকেটে হাত গুঁজে।

– বেশ কিছু লোক।

এদের মধ্যে কুড়িজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি, রন বললো। আমার মনে হয় আরও বেশ কিছু লোক হবে। হ্যারি ওদের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো। তাহলে?

রন বললো– তাহলে কি?

হ্যারি উত্তেজিত হয়ে বললো– 'ভোল্ডেমর্ট'! ওর গলার স্বর শুনে রন হারমিওন দু'জনেই চুপসে গেলো। কি সব ঘটছে? ও কী চায়? এখন ও কোথায়? আমরা ওকে কাবু করতে কি করছি?

– 'আগেই তো তোমাকে বলেছি, সংঘের মিটিং-এ আমাদের প্রবেশ নিষেধ; হারমিওন থতমত খেয়ে বললো– আমরা বিষদ কিছু জানি না, তবে মোটামুটি একটা ধারণা আছে। কথাটা বলে হ্যারির দিকে তাকাল।

– ফ্রেড আর জর্জ গোপন কথা শোনার একটা কান তৈরি করেছে (এক্সটেনডেবল ইয়ার্স) রন বললো, ওটা খুবই কাজের।

– এক্সটেনডেবল মানে?

– কান, যন্ত্রচালিত কান। আপাতত ওটা ব্যবহার বন্ধ করেছি, কারণ ওটা দেখতে পেয়ে অসম্ভব রেগে গেছেন। কিন্তু মা ওটা ফেলে দেবার আগে জর্জ আর ফ্রেড লুকিয়ে রেখেছিল। আমরা ওটা বেশ ভাল করেই ব্যবহার করেছি। আমরা জানি অর্ডারের নির্দেশ পরিচিত ডেথ ইটারদের কাজকর্মে নজর রাখা হচ্ছে।

– সবই আমাদের বাদ দিয়ে তা তোমাদের মিটিং-এ প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলে বসে বসে কি করছ শুনি? এদিকে বলছ খুব ব্যস্ত আছি।

– অনেক কাজ। পুরো বাড়িটা রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্ত করা। বছরের পর বছর বাড়িটা খালি পড়েছিল, নোংরা আবর্জনা জমছিল। আমরা দু'জনে মিলে পরিষ্কার করেছি সব শোবার ঘর, বারান্দা, হল- কিচেন পর্যন্ত। আগামীকাল ড্রইং রুমটা করতে হবে। হারমিওন একটানা ফিরিস্তি দিল।

রনের দুই জমজ দাদা ফ্রেড আর জর্জ দুটো ভীষণ রকমের শব্দ করে হঠাৎ ঘরে ঢুকল। ওদের শব্দ শুনে পিগউইজন ভীষণ ভয় পেয়ে উড়ে গিয়ে আলমারির উপরে হেডউইগের পাশে বসল।

– এই তোমরা ওই রকম আওয়াজ করবে না! হারমিওন দুই যমজ ভাইকে ভয়ে ভয়ে বললো।

রনের দুই ভাই রনের মতই লাল চুলের। গোট্টা গোট্টা হলেও রনের চেয়ে লম্বায় ছোট।

– হ্যালো হ্যারি, জর্জ হাসতে হাসতে বললো– আমারা তোমার মধুর গলার আওয়াজ শুনেছি।

ফ্রেডও হাসতে হাসতে বললো– তোমার রাগ অযথা ফলাবে না এত চেঁচিয়ে বলছ যে, পঞ্চাশ মাইল দূরের লোকেরাও তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে।

– তোমরা দু'জনে অ্যাপারেসন টেস্ট পাস করেছ, তারপর? হ্যারি মেজাজ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল।

– উইথ ডিস্টিংসন, ফ্রেড বললো। ওর হাতে লম্বা একটা লাল রঙের তার।

রন বললো– ওটা নিয়ে সিঁড়িতে পৌঁছতে তোমার তিরিশ সেকেন্ড বেশি লাগবে।

– আরে টাইম হচ্ছে গ্যালিয়ন্স, আমার ছোট ভাইটি ফ্রেড বললো– হ্যারি তুমি আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছ। হ্যারি ওকে সেই তারটা সিঁড়ির ল্যান্ডিং পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে দেখল।

– আমরা নিচের ঘরে কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনব।

রন সেই 'কানের' দিকে তাকিয়ে ফ্রেডকে বললো, সাবধানে কাজ করবে! মা যেন আবার দেখতে পান।

– ঝুকি তো নিতেই হবে। নিচে জবরদস্ত মিটিং চলছে; তার খবর নিতে হবে না? ফ্রেড বললো।

এমন সময় দরজাটা খুলে লম্বা লম্বা লাল চুলওয়ালা জিনি ঘরে ঢুকল। জিনি রনের ছোট বোন– ও হ্যালো হ্যারি, দূর থেকে তোমার গলা শুনেছি। তারপর ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে বললো– ওটা দিয়ে কিছু হবে না, কিচেনের দরজায় অকেজো করার ইমপারটাবেবল জাদু সিন্ট করা হয়েছে।

জর্জ বললো– তুমি জানলে কেমন করে? হতাশ হয়ে যায় ওর মুখ।

জিনি বললো– টংকসের কাছে খবর পেয়েছি। তোমরা দরজাতে ওটা লাগিয়ে দেখো না। যদি শুনতে না পাও তাহলে দরজাতে ইমপাবটাবড় করা হয়েছে। আমি সিঁড়ির ওপর থেকে ডাংগবম্বস ফ্লিকিং করছি, সেটাও ডিস্টার্ব করছে। তোমার ওই এক্সটেন্ডেবল ইয়ার্স দিয়ে কাজ হবে না।

ফ্রেড বিরাট এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

জর্জ বললো– বুড়ো স্নেইপ কেন এখানে এসেছে বুঝলাম না।

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো– আরে স্নেইপ! ও এখানে আছেন?

জর্জ বললো– হ্যাঁ। খুব ধিরে ধিরে খোলা দরজাটা বন্ধ করে খাটের ওপর বসল। ফ্রেড আর জিন্নিও অন্য একটা খাটে বসল। খুব একটা রিপোর্ট জমা দিয়েছে– সবচেয়ে গোপনীয়।

– অপদার্থ, ফ্রেড হাই তুলে বললো।

হারমিওন মুখ বেঁকিয়ে বললো– উনি এখন আমাদের দলে।

রন নাকদিয়ে জোরে শব্দ করে বললো, তাতে অপদার্থ যে নয় প্রমাণিত হয় না। যখনই আমাদের দেখে ও সন্দেহের চোখে তাকায়।

জিনি বললো– বিলও ওকে দু'চোখে দেখতে পারে না। এমনভাবে বললো, যাতে অপদার্থ বা অপদার্থ নয় প্রশ্নটা মিটে গেল।

হ্যারির রাগ তখনও কমেনি; কিন্তু খবরাখবর পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ওর চিৎকার- চেঁচামেচির ইচ্ছেকে দমন করে রাখল। ও হ্যারি– জর্জের সামনাসামনি বসে পড়ল।

– বিল এখানে এসেছে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

আমি ভেবেছিলাম ও এখন ইজিপ্টে কাজ করছে?

ফ্রেড বললো– ছোটখাট একটা কাজের জন্য দরখাস্ত করেছে। কাজটা এমন মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে 'অর্ডারের' কাজ করতে পারবে।

– ও বলে, সব কিছুই ওর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। যা বলে সবই বোকার মতো হেসে বলে। ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।

– কী যা তা বলছ?

জর্জ বললো– বুড়ো সেই ফ্লেউর ভেলাকউরকে মনে আছে? ও গ্রিনগটসে একটা কাজ পেয়েছে– ইংরেজি বলা ভাল করে শেখার জন্য।

– বিল ওকে বাড়িতে এনে খুব তালিম দিচ্ছে; ফ্রেড চাপা হাসিতে বললো।

জর্জ বললো– চার্লিও অর্ডারে এসে গেছে, কিন্তু ওতো এখনও রুমানিয়াতে বসে আছে। ডাম্বলডোর চান যতদূর সম্ভব বিদেশী জাদুকর আমাদের এখানে আসুক। তো চার্লিও ছুটিছাটার দিনে এখানে-ওখানে যোগাযোগ করে চলেছে।

হ্যারি বললো– পার্সিও তো করতে পারে? তাজা খবর পেয়েছে ওদের মেজো

ভাই ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল কো-অপারেশনের জাদু মন্ত্রণালয়ে কাজ করছে।

হ্যারির কথা শুনে উইসলি ভাইরা আর হারমিওন এর ওর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

রন, হ্যারিকে চাপা উত্তেজিত স্বরে বললো– তুমি যাই করো না কেন, ভুলেও মাম আর ড্যাডির কাছে ওর নাম উল্লেখ করবে না।

– কেন করবো না?

পার্সির নাম শুনলে ড্যাড হাতে যা থাকে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে, আর মা কাঁদতে শুরু করে; ফ্রেড বললো।

জিন্নি দুঃখ দুঃখ কণ্ঠে বললো– সত্যি আমার খুব খারাপ লাগে।

জর্জ মুখটা বিকৃত করে বললো– ও আমাদের কাছে না থাকাতে ভালই হয়েছে।

হ্যারি বললো– আসল ব্যাপার কী বলতো?

ফ্রেড বললো– পার্সি ড্যাডের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেছিল। আমি কখনও ড্যাডিকে ওই রকমভাবে রাগতে দেখিনি, কথা কাটাকাটি করতে শুনিনি। মায়ের তো চেঁচামেচি করা স্বভাব।

রন বললো– টার্ম শেষ হবার প্রথম সপ্তাহে আমরা আবার আসবো, আমরা তখন অর্ডারে যোগ দিতে পারব। পার্সি বাড়ি ফিরে বলেছে, ও নাকি প্রমোশন পেয়েছে।

হ্যারি বললো– ধ্যাৎ আমাকে তোমরা বাচ্চা ছেলে পেয়েছ? হ্যারি খুব ভাল করেই জানে পার্সি খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাহলেও পার্সি ওর জাদু মন্ত্রণালয়ে প্রথম চাকরিতে তেমন কিছু করতে পারেনি। পার্সি ধরতেই পারেনি ওর 'ওপর ওয়ালা' লর্ড ভোল্ডেমর্টের কথায় চলে (অবশ্য মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করেনি অভিযোগের ব্যাপারটা, ওরা সকলে ধরে নিয়েছিল মি. ক্রাউচের মাথা খারাপ হয়ে গেছে)

– কথাটা শুনে আমরা সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম; জর্জ বললো– কারণ পার্সির সঙ্গে ক্রাউচের তেমন বনিবনা হচ্ছিল না। তদন্ত টদন্ত অবশ্য হয়েছিল। কমিটি বললো– 'পার্সির বুঝতে পারা উচিত ছিল ক্রাউচ ওর সামনে একটি বড় প্রস্তর খণ্ড আর ওর ব্যাপারটা ওপর ওয়ালাকে জানানো দরকার ছিল। তোমরা তো পার্সিকে জানো ক্রাউচ পার্সিকে ইনচার্জ বানিয়েছিল, তাই কোনও অভিযোগ করতে ইচ্ছুক নয়।

– তাহলে কেন ওকে প্রমোশন দিয়েছিলো?

– ওটাই তো আমাদের কাছে আশ্চর্যের ব্যাপার, রন বললো। ও চাইছে সকলে সহজভাবে কথাবার্তা বলুক। হ্যারি চেঁচান বন্ধ করেছে। আমাদের কাছে আশ্চর্যের

ব্যাপার! পার্সি চলে গেল।

অতীত ও বর্তমানের ঘটনা নিয়ে ওদের তর্কাতর্কি কথাবার্তা চলতে লাগল।

– পার্সি খুব ভাল মনেই বাড়ি ফিরে এলো। বাবাকে বললো– ফাজের অফিসে একটা অফার পেয়েছে। হোগার্টস ছেড়ে আসার এক বছরের মধ্যে ওইরকম অফার। জুনিয়র অ্যাসিস্টেন্ট মল্লীর। ও আশা করেছিলো ড্যাড শুনে খুশি হবেন, বাবা কিন্তু খুশি হলেন না। হ্যারি বললো; কেন?

– ওয়েল, হতেও পারে আবার নাও হতে পারে– আমার মনে হয় ফাজ জোরদারভাবে খুঁটিয়ে দেখছেন মিনিস্ট্রিতে কারও ডাম্বলডোরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিনা, জর্জ বললো।

– ডাম্বলডোরের ইদানীং মিনিস্ট্রিতে তেমন নেই জানো, ফ্রেড বললো– সকলেই ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে বলে ধূয়ো তুলে গোলমালের সৃষ্টি করছেন।

– ড্যাডি বলেছেন, ফাজ পরিষ্কারভাবে সকলকে বলেছেন, কেউ যদি ডাম্বলডোরের সঙ্গে একসুরে কথা বলে তাহলে ইচ্ছে করলে কাজ ছেড়ে দিতে পারে, জর্জ বললো।

– আসলে গোলমালটা হচ্ছে ফাজের ড্যাডের প্রতি সন্দেহ, উনি জানেন ড্যাডের সঙ্গে ডাম্বলডোরের খুবই বন্ধুত্ব আছে, সব সময় ভাবেন ড্যাডের মাগলপ্রীতি খুব একটা ভালো নয়।

– কিন্তু এর সঙ্গে পার্সির কি সম্বন্ধ? হ্যারি বিভ্রান্ত হয়ে বললো।

– বলছি। ড্যাড মনে করেন, ফাজ তার অফিসে পার্সিকে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের পরিবারের সব খবর জানার, অনেকটা গোয়েন্দাগিরি বলতে পারো, ডাম্বলডোরের ওপরও।

হ্যারি হালকাভাবে একটা ছোট শিস দিলো। – বাজি, পার্সি হয়তো তাই চায়। রন মুচকে হাসলো।

– একেবারে পাগলের মতো উল্টোপাল্টা কথা বলতে লাগলো পার্সি।

ও বললো অনেক অনেক আজেবাজে কথা। বললো, যবে থেকে ও মিনিস্ট্রিতে জয়েন করেছে, তবে থেকে ড্যাডের নানা অবিবেচকের মতো কাজকর্মের কথা শুনতে হচ্ছে, ড্যাডের কোনও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নেই, তাই আমাদের অর্থ কম ও দারিদ্রের মত থাকতে হচ্ছে।

– কি বললে? হ্যারির কথায় অবিশ্বাসের সুর! জিনি রেগে যাওয়া বেড়ালের মত গোঁ গোঁ করে উঠলো।

– আরও অনেক উঁচু- নিচু কথা। বাবা একট মূর্খ তাই ডাম্বলডোরের পিছু পিছু ঘোরেন। ডাম্বলডোর বিরাট এক সমস্যার সৃষ্টি করতে চলেছেন, ড্যাড সেই পথের পথিক হতে চলেছেন। পার্সি জানে কোথায় ও কার কাছে আনুগত্য স্বীকার করতে

হবে, সেটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি। তাই ড্যাড ও মাম যদি মিনিস্ট্রির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা মনস্থ করেন তাহলে ও বাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করবে। সেই রাতেই পার্সি লন্ডনে চলে গেল। লন্ডনে মা গেলেন পার্সিকে বোঝাতে। কিন্তু পার্সি মার মুখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিল; রন বললো।

কিন্তু যে ঘটনাই ঘটুক না কেন, পার্সির ব্যাপারটা নিয়ে খুব সম্ভব না বুঝে কিছু একটা করা হয়েছিল; কিন্তু একটা কথা পার্সি ভাল করেই জানত ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে, হ্যারি আস্তে আস্তে বললো। ওতো বোকাছেলে নয়। ও খুব ভাল করেই জানত বা জানে তোমার মা-বাবা প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুরই ঝুঁকি নেবেন না।

– তা ঠিক বলেছ। হ্যারির দিকে চোরা চাহুনি দিয়ে রন বললো– তোমার নামও ওই কাণ্ডে টেনে আনা হয়েছিল। পার্সি বলেছিল একমাত্র এভিডেন্স তোমার কথা এবং আমি জানি না ওর পক্ষে কথাগুলো চিন্তা করে বলা ঠিক হয়েছিল কিনা।

হারমিওন তীক্ষ্ণভাবে বললো– পার্সি 'ডেইলি প্রফেটে'র ওপর দারুণ আস্থা রাখে। সকলেই হারমিওনের কথায় সায় দেয়।

হ্যারি সকলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল– তোমরা কি সব বলছ? সকলেই ওর দিকে সতর্কভাবে তাকাল। হারমিওন ভীত কণ্ঠে বললো– তোমরা ঠিকমত ডেইলি প্রফেট পাও না?

হ্যারি বললো– হ্যাঁ আমি পাই।

হারমিওন আরও বেশি যেন ব্যাগ্র হয়ে বললো– তোমরা কী কাগজটা ভাল ভাবে পড়?

হ্যারি পড়ে না, তাই চাপা দেবার জন্য বললো– লাইনের পর লাইন নয়। ওরা যদি ভোল্ডেমর্টের সম্বন্ধে কিছু লেখে তাহলে সেটা প্রধান শিরোণাম হবে, তাই না?

ভোল্ডেমর্টের নাম শুনে ঘরের সবাই চুপ করে গেল। হারমিওন তড়িঘড়ি বললো– সবকিছু জানতে গেলে তোমাদের আগাগোড়া পড়তে হবে বৈ কি। কিন্তু ওরা তো ভোল্ডেমর্টের খবরটা বেশ কয়েকবার দিয়েছে।

– তাহলে তো আমি দেখতাম।

– শুধু প্রথম পাতাটা পড়লে তুমি দেখতে পাবে না; হারমিওন মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললো– আমি কিন্তু বড় প্রতিবেদনের কথা বলছি না । সেগুলো তো তোমার চোখে পড়বেই, না পড়তে চাইলেও পড়বে।

– মানে, তুমি কি বলতে চাইছ?

– সত্যি কথা বলতে; ব্যাপারটা। জঘন্য হারমিওন শান্তভাবে অথচ জোরের সঙ্গে বললো– ওরা রিটার লেখা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

– কিন্তু রিটাতো ওদের আর লিখছে না, লিখছে?

– না, ও ওর কথাও রেখেছে। এর মানে এই নয় ওর কোনও অন্য চয়েস

নেই; হারমিওন খুশি মনে বললো: কিন্তু ওরা এখন যা করবার চেষ্টা চালাচ্ছে তার ভিত্তি স্থাপন রিটাই করেছে।

– সেটা আবার কী, বুঝলাম না; হ্যারি অধৈর্য হয়ে বললো।

– ওকে তুমি ভাল করেই জান ও লিখেছিল যে তুমি প্রায় শেষ হয়ে এসেছো, তোমার কপালের কাটা দাগে সব সময় তোমায় যন্ত্রণা দেয়?

– ও হ্যাঁ, হ্যারি বললো। ও রিটা স্কিটার্সের ওকে নিয়ে লেখার কথা ভুলতে পারে না।

– ওরা অনবরত তোমাকে নিয়ে লিখে চলেছে, যেন তুমি প্রতারিত হয়েছ, ভুলপথে চলেছ। সকলের দৃষ্টি তোমার ওপর পড়ে তা ও চাইছে। তুমি বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক, ওইরকম একটা কিছু, হারমিওন খুব তাড়াতাড়ি বললো। যেন হ্যারির কাছে কম দুঃখজনক লাগে। ওরা তোমার সম্বন্ধে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করে। কোনও মুখরোচক খবর থাকলেই লেখে, 'হ্যারিপটারের উপযোগী ঘটনা'। তারপর কারও দুর্ঘটনা হলে লেখে, 'আশা করা যাক হ্যারি পটারের মত যেন কপালে কাটা দাগ না হয়' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা যেন রোজ ওর হয়ে প্রার্থনা করি।

– আমি চাই না কেউ আমার জন্য প্রার্থনা করে; হ্যারি রেগে গিয়ে বলে।

– খুব ভাল করেই জানি; হারমিওন ভয়ে ভয়ে বললো। আমি জানি হ্যারি; কিন্তু তুমি তো জানো না ওরা কি করছে? ওরা তোমাকে এড়াতে চাইছে। এর মূলে রয়েছে ফাজ, বাজি ধরে বলতে পারি। ওরা কি চায় জান? ওরা রাস্তার জাদুকরদের দিয়ে বলায় তুমি একটি বোকা ছেলে, তুমি একজন জোকার। তুমি নাকি ফেমাস হবার জন্য মাথামুণ্ডুহীন গল্প ফাঁদো, সেগুলো চালিয়ে যেতে চাও।

– আমি কারও কাছে কিছু বলিনি, কিছু চাইওনি। ভোল্ডেমর্ট আমার 'মা-বাবাকে হত্যা করেছে!' হ্যারি রাগে থুথু ফেলতে ফেলতে বললো– আমি নাম করেছি, কারণ সকলে জেনেছে ও আমার মা-বাবাকে হত্যা করেছে। কিন্তু আমাকে হত্যা করতে পারেনি! তার জন্য কে বিখ্যাত হতে চায়? ওরা ভাবে না আমি কখনই বিখ্যাত হতে চাইনি, কোন দিন চাইবও না।

জিন্নি সমবেদনার কণ্ঠে বললো– আমরা জানি হ্যারি। হারমিওন বললো– এটা সত্য, ডিমেন্টররা তোমাকে আক্রমণ করেছিল তার একটি কথাও লেখেনি নিশ্চয়ই 'কেউ' তাদের এ বিষয়ে চুপ থাকতে বলেছিল। ওরা রিপোর্টও করেনি তুমি 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্রাটুট অফ সিক্রেসি' ভঙ্গ করেছ। আমরা ভেবেছিলাম ওরা করবে, আরও কিছু আছে। আমাদের মনে হয় ওরা অপেক্ষা করছে তোমার বহিষ্কারের দিনটির, তারপর ওরা সরব হবে। মানে, যদি তুমি বহিষ্কার হও সেই দিনটার জন্য ওরা অপেক্ষা করছে, হারমিওন জোর দিয়ে বললো– তুমি একদম ভাববে না, ওরা

যদি তাদের আইনে চলে, তাহলেও তোমার বিরুদ্ধে কোনও আইনগত সঙ্গত অভিযোগ আনতে পারবে না।

ওরা সকলেই শুনানির কথা ভাবলেও হ্যারি একবারও সে কথা ভাবে না। ও প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল, কিন্তু বাইরে কারও পায়ের শব্দ শুনে চুপ করে রইল।

ফ্রেড এক্সটেন্ডেবল ইয়ারের তারে টান দিল। টানার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রচণ্ড শব্দ হতেই ও আর জর্জ অদৃশ্য হয়ে গেল। দু'এক সেকেন্ড পর মিসেস উইসলি শোবার ঘরের দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন।

– মিটিং খতম হয়েছে, এখন তোমরা সবাই নিচে এসে ডিনার খেতে চল। সকলেই তোমাকে দেখার জন্য মরে যাচ্ছে হ্যারি। আচ্ছা বলতো কে ডাংবম্বগুলো রান্না ঘরের দরজার গোড়ায় রেখেছে?

জিনি বললো– ক্রুকশাংকস, ওইসব নিয়ে ও খেলতে ভালবাসে।

– তাই, মিসেস উইসলি বললেন– আমিতো ভেবেছিলাম ক্রেচারের কাণ্ড। ও ওই অদ্ভুত অদ্ভুত আজেবাজে জিনিস নিয়ে খেলে। শোন কিচেনে যাবার সময় হলেতে একদম জোরে জোরে কেউ কথা বলবে না। জিনি তোমার হাত দেখছি খুব অপরিষ্কার, নোংরা ঘাঁটছিলে কেন? অনুগ্রহ করে ডিনার খাবার আগে হাত দুটি ভাল করে ধুয়ে নেবে।

জিনি সবাইকে ভেংচি কেটে মায়ের পিছু পিছু চলল। রন, হ্যারি, হারমিওন ঘরে রয়ে গেছে। দুজনেই হ্যারির মুখের দিকে আশঙ্কায় তাকিয়ে রইল। কে জানে, আবার হয়ত চেঁচাবে, না কিছু বলবে?

– শোনো, ও বিড়বিড় করল, রন মাথা নাড়ল আর হারমিওন শান্তভাবে বললো– জানি তুমি রাগ করবে হ্যারি। আমরা কিন্তু সত্যি তোমাকে কোনও দোষ দিচ্ছি না, কিন্তু তুমি বুঝতে চেষ্টা কর, বিশ্বাস কর আমরা কিন্তু ডাম্বলডোরকে যুক্তি দিয়ে রাজি করাতে চেষ্টা করেছিলাম।

– জানি, হ্যারি বললো।

হেডমাস্টার স্যারকে কোনও আলোচনার মধ্যে টেনে আনতে চায় না হ্যারি। ডাম্বলডোরের কথা ভাবলেই হ্যারির শরীরের ভেতরটা আবার জ্বলে ওঠে।

– ক্রেচার লোকটা কে? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

রন বললো– আমাদেরই একজন গৃহ-ডাইনী এখানে থাকে। পাগলের মতো বিড়বিড় করে, ওর মত কারও সঙ্গে মেশে না।

হারমিওন রনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল।

– ও বিড়বিড় করে না, পাগল নয়, অস্বাভাবিকও নয়।

– ওর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ওর মাথাটা কেটে ওর মায়ের মত যেন একটা প্লেকে রেখে দেওয়া হয়; রন রেগেমেগে বললো– তাকে কী স্বাভাবিক বলা যায়

হারমিওন?

– ঠিক। ঠিক আছে, ও যদি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির হয় সেটাতো ওর দোষ নয়।

রন হ্যারির দিকে তাকাল। বললো– হারমিওন এখনও স্পেউ ধরে বসে আছে।

– স্পেউ নয়! হারমিওন রেগে গিয়ে বললো– ওটার নাম 'সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অফ এলফিশ ওয়েল ফেয়ার'। আমার কথা নয়, ডাম্বলডোর বলেন, আমরা যেন ক্রেচারের সদয় হই।

– হ্যাঁ হ্যাঁ যা বলেছ; রন বললো– চলো চলো ক্ষিধেতে আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ দাঁড়াল; কিন্তু সিঁড়িতে পা দেবার আগেই–

– 'দাঁড়াও', রন, হ্যারি আর হারমিওন হাত দিয়ে আটকে দিল। ওরা এওখনও হলে, রয়েছেন, কিছু কথা হয়ত আমরা শুনতে পাব।

ওরা তিনজনে ওপর থেকে খুব সাবধানে নিচে তাকিয়ে রইল। অস্পষ্ট হলওয়েতে হ্যারি দেখল অনেক জাদুকর– জাদুকরী ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাদের মধ্যে যারা পাহারা দিয়ে হ্যারিকে নিয়ে এসেছিল তারাও রয়েছেন, ওরা নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। ওদের মাঝখানে তেলতেলে চুল, লম্বা নাকওয়ালা হোগার্টস-এর একজন মাস্টার মশাই, প্রফেসর স্নেইপ রয়েছেন (হ্যারি তাকে খুবই অপছন্দ করে।) হ্যারি ভাল করে দেখার জন্য রেলিং ধরে আরও ঝুঁকে পড়ল। স্নেইপ 'অর্ডার অফ ফনিক্সে' কেন এসেছেন জানার খুব কৌতূহল হল হ্যারির।

হ্যারি দেখল ফ্রেড আর জর্জ ওপরের ল্যান্ডিং থেকে ওদের বানান এক্সটেন্ডেবল ইয়ার্সের' লাল তার সাবধানে ঝুলিয়ে রেখেছে যাতে কারও দৃষ্টি না পড়ে, কিছুক্ষণ পরই ওরা সকলেই সদর দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল।

হ্যারির কানে এল ফ্রেডের গলা– 'চুলোয় যাক'! দেখল ও তারটা টেনে নিচ্ছে।

ওরা সদর দরজাটা খোলা আর বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল। রন, হ্যারিকে বললো, স্নেইপ এখানে কখনও খাওয়া-দাওয়া করেন না। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ! চল যাওয়া যাক।

হারমিওন আবার হ্যারিকে ফিস ফিস করে মনে করিয়ে দিল, 'হলে কিন্তু জোরে জোরে কথা বলবে না।'

দেওয়ালের তাকে সাজিয়ে রাখা মুণ্ডু দেখতে দেখতে যাবার সময় ওরা সদর দরাজার মুখে লুপিন, মিসেস উইসলি আর টংকসকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে

পেল। গাদাগাদা তালা আর বল্টু মেরে জাদুবলে ওরা দরজা বন্ধ করছেন।

সিঁড়ির ধাপে ওরা এলে মিসেস উইসলি বললেন– হ্যারি ডিয়ার, তুমি পা টিপে টিপে ওই দরজাটা দিয়ে কিচেনের ভেতরে যাও।

ক্র্যাশ ।

মিসেস উইসলি অসম্ভব রেগে গিয়ে পিছনে তাকিয়ে বললেন, 'টংকস'

– বিশেষ দুঃখিত টংকস বললো।

– ওই বিশ্রী ছাতাঝোলার স্ট্যান্ডটা ভেঙে পড়েছে। এই নিয়ে দু'বার ভাঙল, হড়কে পড়লাম– ওর বাকি কথাগুলো শোনা গেল না বীভৎস কানফাটানো তীব্র তীক্ষ্ম– শরীরের রক্ত হিম করে দেবার মত সেই শব্দ! হ্যারির ক্ষণিকের জন্য মনে হল ও সেই পোকায় কাটা ফাটা, বড় পর্দাটা নেই সেখানে একটা খোলা জানালা রয়েছে। সেই জানালা দিয়ে দেখতে পেল এক বুড়ি মাথায় তার কাল টুপি, ও এমন ভীষণভাবে আর্তনাদ করছে কেউ যেন ওকে দৈহিক যন্ত্রণা দিচ্ছে। তারপর ও বুঝতে পারল সেসব কিছু নয়। ওটা একটা ছবি। এত জীবন্ত সেই ছবি দেখে সত্যি মনে হয়েছিল হ্যারির। ওইরকম এক অপ্রীতিকর নিরস নিরানন্দ ছবি জীবনে ও প্রথম দেখল।

বৃদ্ধার গায়ের সব চামড়া কুঁচকে গেছে, চোখ বন বন করে ঘুরছে, মুখ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে আর্তনাদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। ওর পাশে রাখা ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল, তারাও আর্তনাদ করতে লাগল। দারুণ ভয়ে হ্যারি দু'হাতে কান চেপে চোখ বন্ধ করে রইল।

লুপিন আর উইসলি হ্যারির কাছে এসে পর্দাটা টেনে দিল

কিন্তু সেই বৃদ্ধার আর্তনাদ পরদা ভেদ করে কানে আসতে লাগল হ্যারির। আর্তনাদ করতে করতে ওরা যেন দু'হাতে ওদের মুখ ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

> অপবিত্র গেঁজলা ওঠা নোংরা– ধূলো কাদা হাফ-ব্রিডস আমার বাবার এই বাড়িটা কলুষিত করেছে– তুমি আরও কত কলুষিত করবে?'

ভাঙা টুকরোগুলো মেঝের একপাশে সরাতে সরাতে টংকস বার বার ক্ষমা চাইতে থাকে। মিসেস উইসলি পরদাটা পুরোপুরি টেনে দিতে পারলেন না। হাল ছেড়ে দিয়ে হলেতে পায়চারি করতে করতে সমস্ত ছবিগুলো ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে ঝাপসা করে দিতে লাগলেন। ঠিক সেই সময়ে লম্বা চুলওয়ালা একজন দরজাটা শব্দ করে খুলে হ্যারির সামনে এসে দাঁড়াল। ও মিসেস উইসলির ছেড়ে দেওয়া পরদাটা টেনে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল– চোপ, কুৎসিত বুড়ি, চুপ কর চুপ কর বলছি।

বৃদ্ধার কর্কশ তীক্ষ্ণ ধ্বনি পরমুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

– 'তুমি তুমি!

লোকটাকে দেখে বিকটভাবে বললো। বৃদ্ধার চোখদুটো যেন ঠিকরে পড়তে থাকে।

'বিশ্বাসঘাতক, নোংরা ঘৃণ্য, আমার রক্তের কলঙ্ক!'

– লম্বা চুলওয়ালা লোকটা একটু নিজেকে সামলে নিয়ে ধমকের স্বরে বললো– তুমি চুপ করবে কিনা বল? ও আর লুপিন অনেক টানা-হেঁচড়া করে পর্দাটা আবার বন্ধ করলো।

বৃদ্ধ মহিলার চিৎকার বন্ধ হলো। সেখানে এক নিরবতা নেমে এলো।

হাঁফাতে হাঁফাতে, মাথার লম্বা চুলগুলো আঙ্গুল দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে হ্যারির ধর্মপিতা সিরিয়স হ্যারির দিকে তাকালেন।

– হ্যালো হ্যারি; সিরিয়স বিরস বদনে বললেন– তাহলে তোমারা আমার মাকে দেখলে।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্য অর্ডার অব দ্য ফনিক্স

তোমার...?

হ্যাঁ আমার প্রিয় বৃদ্ধা মা, সিরিয়স বললেন, ছবিটা মাসখানেক ধরে সরাবার চেষ্টা করছি; কিন্তু উনি ক্যানভাসের পেছনে একটি জাদুমন্ত্র দিয়ে স্থায়ী রক্ষাকবচ স্থাপনা বানিয়ে রেখেছেন। তাই সরাতে পারছি না।

চল, তাড়াতাড়ি চল ওরা জেগে ওঠার আগে আমাদের নিচে যেতে হবে।

হ্যারি হতভম্ব হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললো– আপনার মায়ের ছবি এখানে কী করছেন?

ওরা হলের একটা দরজা দিয়ে পাথরের তৈরি ছোট সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। অন্যরা পিছু পিছু আসতে লাগল। সিরিয়স যেতে যেতে বললেন– তোমাকে কেউ বলেনি এটা যে, আমার মা-বাবার বাড়ি ছিল? আমি তাদের এখন অর্থাৎ ব্ল্যাকেদের একমাত্র বংশধর। বাড়িটার এখন মালিক আমি। প্রফেসর ডাম্বলডোরকে এখানে আমি স্কুলের সদর দপ্তর খুলতে অনুরোধ করতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। জীবনে এই একটি দরকারি কাজ করলাম।

হ্যারি সিরিয়সের কাছ থেকে আশা করেছিল সুন্দর মন ভোলানো একটি অভ্যর্থনার। কিন্তু শুনলো সিরিয়সের শুষ্ক ও নিরস কথাবার্তা। ও ধর্ম পিতা সিরিয়সের সঙ্গে সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে একটা দরজা দিয়ে বেসমেন্টে কিচেনে গেল।

ঘরটা ওপরের হল ঘরের চেয়ে অনুজ্জ্বল। অনেকটা গুহার মত ঘর। এবড়ো থেবড়ো পাথরের দেয়াল। ঘরের একপ্রান্তে উনুন জ্বলছে তারই আগুনের শিখাতে ঘরটা সামান্য আলোচিত করে রেখেছে। দেওয়ালে ধোঁয়া বেরুবার পাইপে পেরেক

মেরে মেরে ঝোলানো হয়েছে ভারি ভারি কড়াই, গামলা, প্যান। নানা তৈজসপত্র। ঘরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে গাদা গাদা ছোট ছোট বসবার চেয়ার। মাঝখানে একটা কাঠের টেবিল, এই ঘরটাতেই 'অর্ডার অফ দ্যা ফনিক্সের মিটিং হয়।

ঘরের মধ্যে অনেক চেয়ার ছাড়াও রয়েছে বড় বড় গামলা, পাকানো পাকানো পার্চমেন্ট, পান পাত্র, শূন্য মদের বোতল, একগাদা ছেঁড়া ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি। মি. উইসলি তার বড় ছেলে বিলের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছেন প্রায় টেবিলের শেষ প্রান্তে বসে।

মিসেস উইসলি গলা পরিষ্কার করল। তার স্বামীর মাথায় পাতলা পাতলা লাল চুল, মোষের সিং-এর চশমা পরা, এধার ওধার তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

– ও 'হ্যারি! মি. উইসলি গ্রিট করার জন্য হ্যারির দিকে এগিয়ে হাত চেপে ধরে বললেন– খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে!

মি. উইসলির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল বিল। মাথায় মেয়েদের মত লম্বা চুল পনিটেল করে বাঁধা। টেবিলের ওপর রাখা লম্বা লম্বা পার্চমেন্ট গুটিয়ে রাখতে রাখতে বললেন– ম্যাড আই তোমাকে ভায়া গ্রিনল্যান্ড হয়ে আনেননি তো, জার্নিতে অসুবিধে হয়নি তো হ্যারি?

টংকস বললো– চেষ্টা করেছিলেন। বিলকে সাহায্য করার জন্য কাগজগুলো ঠিক করতে গিয়ে টেবিলের ওপর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি উল্টে ফেলল। মোমবাতিটা বাকি পার্চমেন্টের ওপর পড়ল।

– আঃ 'দুঃখিত', টংকস বললো।

মিসেস উইসলি মোমবাতিটা তুলতে তুলতে সামান্য রেগে গিয়ে বললেন, এদিকে এস। আলোপড়ে পার্চমেন্ট কাগজটা মনে হল বাড়ির নকশা।

উইসলি লক্ষ করলেন হ্যারি ওটা দেখেছে। তৎক্ষণাৎ নকশাটা ওখান থেকে সরিয়ে বিলের কাগজভর্তি হাতে তুলে দিলেন।

– এইসব কাগজপত্র মিটিং শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে রাখা উচিত ছিল। মিসেস উইসলি সংক্ষেপে বললেন। তারপর বহু পুরাকালের একটা ড্রেশার থেকে ডিনারের প্লেটস ইত্যাদি বার করতে লাগলেন।

বিল ওর জাদুদণ্ডটা বার করে বললো– 'ইভানেসকো'। বলার সাথে বান্ডিল করা কাগজপত্র উবে গেল।

– 'বস হ্যারি'; সিরিয়স বললেন, তোমার মুন্ডানগাসের সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছে আশা করি?

যেগুলোকে হ্যারি স্তূপাকার করা অব্যবহার্য কাগজপত্র ভেবেছিল সিরিয়সের কথা শুনে জেগে উঠল একটা নাক ডেকে যাওয়া ঘুমন্ত মানুষ।

– আ– আমাকে কেউ ডাকল মনে হল? মুন্ডানগাস ঘুম জড়িত গলায় বললো–

আমি সিরিয়সের সঙ্গে একমত। যেন ভোটের সময় ভোট দিচ্ছে তেমনইভাবে একটা হাত তুলল। ওর ঘোলাটে লাল লাল চোখ দুটোর দৃষ্টি কোনদিকে বোঝা গেল না।

জিনি হেসে উঠল।

সিরিয়স বললেন– মিটিং অনেক আগেই খতম হয়ে গেছে ডাঙ্গ! সকলে ওর চারপাশে চেয়ার টেনে বসল, – হ্যারি এসেছে।

– তাই নাকি, মুন্ডানগাস বললো– ঈশ্বর পরম দয়ালু তা কেমন আছ অ্যা অ্যা হ্যারি?

– ভালই, হ্যারি বললো।

মুন্ডানগাস হ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কম্পিত হাতে পকেট হাঁতড়ে একটা কাল সিগারেট পাইপ বার করল। তারপর সেটা ঠোঁটে চেপে ওর ওয়ান্ড দিয়ে জ্বালিয়ে খুব জোরে টান দিল। সবুজ রঙ-এর ধোঁয়া বেরিয়ে ওকে এক সেকেন্ডের মধ্যে ঢেকে দিল।

মিসেস উইসলি রাগত স্বরে বললেন– এই শেষবারের মত মুন্ডানগাস তোমাকে বলেদিলাম রান্না ঘরের মধ্যে তুমি ধুমপান করবে না। বিশেষ করে সকলে যখন খেতে বসবে।

– ওহো... ঠিক বলেছ মল্লী, আমি দুঃখিত।

মুন্ডানগাস পকেটে সিগারেটের পাইপটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়া অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু ঘরের মধ্যে তামাকের গন্ধ।

মিসেস উইসলি ঘরের সকলকে বললেন– তোমরা যদি মাঝরাতের আগে ডিনার খেতে চাও তাহলে কিন্তু আমাকে সাহায্য করতে হবে।

হ্যারি চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল বাধা দিলেন মিসেস উইসলি– না না হ্যারি তোমাকে উঠতে হবে না। অনেকটা পথ তুমি এসেছ, ক্লান্ত আছ।

টংকস আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে এসে বললো– আমায় কি করতে হবে মল্লী?

– না থাক টংকস, তোমারও বিশ্রাম দরকার, সারাদিন তুমিও অনেক কাজ করছ।

– না না আমার বিশ্রামের দরকার নেই, তুমিও অনেক খাটা-খাটুনি করছ। তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব।

টংকস জিনির সঙ্গে ড্রেশার থেকে বাসনপত্র বার করে টেবিলে সাজাতে লাগল।

কাঁটা চামচের খটাখট শব্দ, মাংস কাটার, সবজি কাটার শব্দে ঘর ভরে উঠল। মিসেস উইসলির তত্ত্বাবধানে সকলেই খুশির মেজাজে কাজ করতে লাগল। উইসলি উনুনে বড় কড়াইটা চাপালেন, অন্য সবাই বড় বড় বাসনপত্রে খাবার সাজাতে

থাকে। হ্যারি টেবিলের সামনে সিরিয়স, মুন্ডানগাসের সঙ্গে বসে রইল। মুন্ডানগাস হ্যারির দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

ও বললো– ফিগ্নির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

– না, হ্যারি বললো– আমার কারও সঙ্গে দেখা হয়নি।

– শোন, তোমাকে ফেলে চলে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি; কিন্তু একটা ব্যবসার ব্যাপারে..., মুন্ডানগাস ঝুঁকে পড়ে বললো।

হ্যারির হাঁটুতে কিছু ঠেকল। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল ক্রুকশ্যাংকস, হারমিওনের প্রিয় বেড়াল সিরিয়সের দিকে লাফিয়ে ওর কোলে বসল। সিরিয়স ওর কানের পাশে হাত বুলাতে লাগলেন। তখনও তিনি হ্যারির দিকে উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

– গরমের ছুটি ভালভাবেই কেটেছে?

– খুব একটা ভালভাবে নয়, হ্যারি বললো।

এই প্রথম গোমড়া মুখো সিরিয়সের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

– 'আমার বিরুদ্ধে তোমার নালিশ সম্বন্ধে...!

হ্যারি অবিশ্বাস্যের ভঙ্গিতে বললো– নালিশ?

– ব্যক্তিগতভাবে আমি ডিমেন্টরদের আক্রমণকে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমার জীবনের একঘেয়েমী ভাবটা সুন্দরভাবে ঘুচেছে। তুমি মনে কর, তোমার ওপর ওদের আক্রমণ ঠিক ছিল না। যাই হোক তুমি সেই আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছ। হাত-পা ছুড়ে লড়াই করতে পেরেছ, আমি তো একমাস ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছি।

– কেন? হ্যারি ভুরু কোঁচকালো।

– কারণ ম্যাজিক মন্ত্রণালয় এখনও আমার পেছনে লেগে আছে এখন আমাকে অ্যানিমেগাস হয়ে থাকতে হচ্ছে, ভোল্ডেমর্ট সব জানেন। খুব সম্ভব ওয়ার্মটেল ওর কানে সব তুলেছে, তাই আমার ছদ্মবেশ কোনও কাজে লাগল না। অর্ডার অফ দ্য ফনিক্সে আমার বিশেষ কিছু করার নেই– এইরকম কিছু ডাম্বলডোর মনে করে। ডাম্বলডোরের নামটা সিরিয়স এমন এক মুখ করে হ্যারিকে বললো তাতে হ্যারির মনে হল সিরিয়স ও হেডমাস্টারের ওপর খুব একটা খুশি নয়। হঠাৎ হ্যারির ধর্ম পিতার ওপর একটা ভালবাসা, করুণার ভাব অন্তরে ফুটে উঠল।

– আপনি অবশ্যই জানেন কি সব ঘটছে, হ্যারি একটু উৎফুল্ল হয়ে বললো।

– ও হ্যাঁ জানি। সিরিয়সের কণ্ঠে ব্যাঙ্গের সুর। স্নেইপের রিপোর্ট পড়ে, তার সব কটাক্ষ বিচার করে মনে হয় ও তার জীবন বিপন্ন করে সেখানে গিয়েছিল। আমি তখন এখানে ঘুমোমচ্ছিলাম, খুব সুখে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পরিষ্কারের কাজ কেমন চলছে।

– পরিষ্কার! কী পরিষ্কার? হ্যারি প্রশ্ন করল।

– এই বাড়ি ঘর মানুষের থাকার মত করার আর কি, সিরিয়াস হাত ঘুরিয়ে রান্না ঘরটা দেখাতে দেখাতে বললেন। বুঝলে গত দশ বছরে এখানে কেউ বাস করেনি, না আমার মা মারা যাবার পর। তিনিও কিছু পরিষ্কার টরিস্কার করতেন না অনেক বছর।

– সিরিয়স, মুন্ডানগাস বললো– ও ওদের কথাবার্তা খুব একটা কান দিয়ে শোনেনি। কিন্তু একটা শূন্য কড়াই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। বন্ধু এটা সলিড রূপোর?

– তাই মনে হয়। সিরিয়াস দূর থেকে কড়াইটা দেখতে দেখতে বললো।

– পনের শতাব্দীর স্বর্ণখচিত রুপোর, ভেতরে ব্ল্যাক ফ্যামিলি ক্রেস্ট এমবসড করা। মুন্ডানগাস জামার আস্তিন দিয়ে ওটা মুছতে মুছতে বললো।

'– ফ্রেড- জর্জ'– না, ওগুলো হাতে করে নিয়ে যাও!' মিসেস উইসলি চেঁচিয়ে বললেন।

এক সেকেন্ড দেরি না করে হ্যারি, সিরিয়াস ও মুন্ডানগাস টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন, বলতে একরকম লাফিয়ে।

ফ্রেড আর জর্জ জাদুবশে নিয়ে এল বিরাট এক কড়াই ভর্তি স্ট্যু, বড় লোহার বোতলে ভর্তি বাটার বিয়র আর একটা ভারি কাঠের ব্রেডবোর্ড, কাঁটা, চামচ, ছুরি। হাওয়াতে ভাসতে ভাসতে টেবিলে আছড়ে ওগুলো পড়ল। স্টু ভর্তি পাত্রটা টেবিলে পড়ে হড়কাতে হড়কাতে একধারে গিয়ে থেমে গেল। টেবিলের ওপর যাবার সময় টেবিলটপে কালো দাগ হয়ে গেল। বোতল ভর্তি বাটার রিয়র শব্দ করে টেবিলের ওপর পড়ল, রিয়র এধার ওধার ছলকে পড়ল। ছুরিটা বোর্ড থেকে স্লিপ করে মেঝেতে পড়ে গেঁথে গেল।

সিরিয়সের ভাগ্য ভাল ছুরিটা ওর হাতে বিঁধল না।

মিসেস উইসলি আঁতকে উঠে বললেন–

'ঈশ্বরের দোহাই! ছোট কাজ করার জন্য ম্যাজিক করো না। এখন দেখলে তো কাজ আরো বেড়ে গেল। ছোট ছোট কাজের জন্য তোমাদের জাদুদণ্ড প্রয়োগের দরকার নাই।

হ্যারি আর সিরিয়স যেন হাসি থামাতে পারে না। মুন্ডানগাস চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে ঈশ্বরকে প্রাণে বাঁচার জন্য ধন্যাবাদ জানালেন। ক্রুকসাংক রেগে গিয়ে গর গর করতে লাগল, ওর হলুদ রঙ-এর বড় বড় চোক দুটো অন্ধকারে জ্বলতে লাগল।

স্টুয়ের পাত্রটা টেবিলে ঠিক করে রাখতে রাখতে মি. উইসলি বললেন– ছেলেরা শোন, তোমাদের মা হিসেবে আমার বলার অধিকার আছে, তোমাদের

বয়স হয়েছে, এখন থেকে একটু বুঝে শুনে চলতে শেখো।

– তোমাদের দাদারা কেউ এত ঝামেলা করেনি, মিসেস উইসলি বললেন।

বিল বললো– এবারে খাওয়া শুরু করা যাক।

লুপিন টেবিলে সাজান নানা রকম খাবার, বোতল বোতল বাটারবিয়র দেখে সোৎসাহে বললেন– আঃ বড় সুন্দর মল্লী; সামনের প্লেটে স্টু ঢেলে মিসেস উইসলির দিকে এগিয়ে দিলেন।

কয়েক মিনিট সকলেই চুপচাপ, তারপরই শুরু হল খাওয়া-দাওয়ার ধুম। কাঁটা চামচ, চামচ, চেয়ার টানার শব্দ সব মিলিয়ে ঘরে শব্দের ঝংকার তুলল।

মিসেস উইসলি সিরিয়সের দিকে তাকালেন।

– সিরিয়স আমি তোমাকে বলছি, ড্রইং রুমের লেখার ডেস্কের তলায় কিছু যেন আটকে রয়েছে। তারই খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে। হয়ত বোগার্ট কিছু করতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় অ্যালাস্টারকে জিজ্ঞেস করা দরকার।

সিরিয়স নিরাসক্ত কণ্ঠে বললো– তোমার যা ইচ্ছে।

– ওখানকার পর্দাগুলো... আমি ভাবছি কাল ওগুলো দেখলে কেমন হয়, মিসেস উইসলি বললেন,

– ভালইতো দেখো।

হ্যারির সিরিয়সের কথায় ব্যাঙ্গ রয়েছে মনে হল।

হ্যারির উল্টোদিকে বসে টংকস হারমিওন আর জিনিকে ওর নাক নিয়ে মজার কাণ্ড করছিল। ওর নাকটা কখনও মুখে ঢুকে যাচ্ছে, আবার ভীষণ ফুলে উঠছে অনেকটা স্নেইপের মত; কখনও বা বাটন মাশরুম, নাকের গর্তে গাদা গাদা লোম। খেতে বসে টংকস রোজই এইরকম মজার মজার কাণ্ড করে ছোটদের হাসায়। বেশির ভাগই হারমিওন আর জিনির আব্দারে।

ওদিকে মি. উইসলি বিল আর লুপিন দুষ্টু ভুতেদের (গবলিনদের) নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত।

বিল বললো– এখনও ওরা কিছু বলছে টলছে না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ওরা ইউ-নো-হুর ফিরে আসাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে কি না। ওদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। মনে আছে নটিংহামের কাছাকাছি গবলিনদের ও হত্যা করেছিল?

লুপিন বললো– সব কিছু নির্ভর করে ওদের কি দিতে চাওয়া হয়েছিল তার ওপর। আমি সোনা টোনার কথা বলছি না। তাদের যদি স্বাধীনতার আশ্বাস দেওয়া হয়ে থাকে– যা আমরা শত শত বছর ধরে দিচ্ছি না তাহলে ওরা সহজেই প্রলুব্ধ হবে। তোমার সঙ্গে র‍্যাগনকের কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য হয়েছে বিল?

– আপাতত এখন জাদুকরদের বিরুদ্ধে মনে হয়, বিল বললো– ও

ব্যাগম্যানের ব্যাবসা ট্যাবসা করার ব্যাপারে রাগ কমায়নি। ও মনে করছে মন্ত্রণালয় ওর গবলিনদের টাকা দেয়ার ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়েছে। গবলিনরা ওর কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য এক টুকরো সোনাও পায়নি। সেটা তুমি জান অবশ্যই।

এক ঝলক হাসি বিলের কথাগুলো শেষ করতে দেয় না। ফ্রেন্ড জর্জ, রন আর মুন্ডানগাস চেয়ারে বসে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। তারপর তারপর মুন্ডানগাসের গলা হাসতে হাসতে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস কর, ও আমাকে বলেছে, অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাঙ্গগুলো কোথা থেকে পেয়েছে? এই সব আর কি।

মিসেস উইসলি কঠিন স্বরে বললেন– মুন্ডাগাস আমরা এখানে তোমার ব্যবসার কথা শুনতে আসিনি। তোমাকে ধন্যবাদ। রনের হাসি যেন থামে না। টেবিলে জোরে জোরে ঘুষি মারতে থাকে মুন্ডানগাসের গল্প শুনে।

মুন্ডানগাস চোখ মুছতে মুছতে হ্যারির দিকে চোখ পিটপিট করে বললো– ক্ষমা চাইছি মল্লি তুমি ভেতরের ব্যাপারটা জানো না।

মিসেস উইসলি শান্ত স্বরে বললেন– আমি বলতে পারি না কোথা থেকে কোনটে ঠিক, বা বেঠিক তুমি শিখলে মুন্ডানগাস। মনে হয় তুমি জীবনের অনেক কিছুই কঠিন শিক্ষা থেকে রপ্ত করতে পারোনি।

ফ্রেড আর জর্জ বাটারবিয়রের বড় বড় বোতলে মুখ আড়াল করল। জর্জ হাসতে হাসতে হেচকি তুলছিল। যে কোনও কারণেই হোক মিসেস উইসলি সিরিয়াসের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে হাসলেন। তারপর বিরাট রুহ বার্ব (চাইনিজ লতাপাতা দিয়ে বানানো) পুডিং টুকরো টুকরো করার জন্য দাঁড়ালেন। হ্যারি ওর গডফাদার সিরিয়সের দিকে তাকাল।

সিরিয়স খুব চাপা গলায় বললেন– মল্লি মুন্ডাগাসকে একটুও পছন্দ করে না।

হ্যারি শান্তস্বরে বললো– কি ভাবে সে 'অর্ডারে' এসেছে।

সিরিয়স বললেন– ও খুব প্রয়োজনীয়। সব বদমাসদের ও চেনে- জানে, নিজের সম্বন্ধে খুব সজাগ। কিন্তু মানতেই হবে ও ডাম্বলডোরের খুব অনুরক্ত। একবার একটা বড় রকমের বিপদ থেকে ডাম্বলডোরকে বাঁচিয়েছিলেন। আমাদের ডাঙ্গের মত মানুষের দরকার। খুব বাধ্য– আমরা হয়তো অতোটা নই কিন্তু মল্লি মনে করে ওকে ডিনারে নেমন্তন্ন করাটা একটু যেন বাড়াবাড়ি। ও এখনও কাজ ঠিকমতো না করার জন্য ওর ওপর রেগে আছে। তোমাকে গার্ড ওর দেবার কথা ছিল; কিন্তু তা করেনি। তাই তার ওপর মল্লী রেগে আছে।

একগাদা পুডিং খেয়ে হ্যারির পেট ফুলে উঠেছে। ডাডলির ছোট হয়ে যাওয়া পরিত্যাক্ত জিনস পরার জন্য আরও অস্বস্তি। ও খাওয়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তার জমাট ভাব বন্ধ হয়ে যায়। মি. উইসলি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। মুখ দেখে মনে হয় প্রচুর খাবার পর একটু আরাম করে বসতে চান। টংকস সমানে

হাই্‌ তুলে চলেছে। ওর নাক এখন স্বাভাবিক। জিনি মেঝেতে পায়ের ওপর পা তুলে ক্রুকশ্যাংকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। মাঝে মাঝে বাটারবিয়র বোতলের ছিপি ছুঁড়ে দিয়ে ক্রুকশ্যাংকের সঙ্গে খেলছে।

মিসেস উইসলি বললেন– অনেক রাত হল, শুতে যাবার সময় হয়েছে। কথাটা বলে বড় দেখে একটা হাই তুলল।

সিরিয়স বললেন– মল্লি এখনও সময় হয়নি। শূন্য খাবার প্লেটটা সামনে থেকে সরিয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– শোন আমি তোমার ব্যাপারে একটু আশ্চর্য হয়েছি। আশা করেছিলাম, তুমি এখানে এসেই ভোল্ডেমর্ট সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইবে।

হ্যারির সঙ্গে ডিমেন্টরদের যোগাযোগের খবরে ঘরের আবহাওয়া বদলে গেছে। কয়েক মুহূর্ত আগে সকলেই প্রায় ঘুমে ঢুলছিল, এখন তারা সজাগ হয়ে উঠল, আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। ভোল্ডেমর্টের নাম শোনার পর থেকেই আরও উদবেগ-চঞ্চলতা। লুপিন এক ঢোঁক ওয়াইন খাবার চুমুক দিতে গিয়ে থেমে গেল। বোতলটা ঠেলে সরিয়ে দিল। মুখ দেখে মনে হয় খুবই বিচলিত।

– হ্যা, ওদের সঙ্গে আমার লড়াই হয়েছিল। রন, হারমিওনকে খবরটা বলেও ছিলাম, কিন্তু ওরা বললো 'অর্ডারে' যাবার কথাবার্তা কি হচ্ছে তা আমাদের শোনার অধিকার নেই– তাই। হ্যারি বললো।

– ঠিকই বলেছে; মিসেস উইসলি বললেন– তোমার বয়স খুব অল্প, এখনও ছেলে মানুষ।

মিসেস উইসলি সোজা হয়ে চেয়ারে বসেছিলেন। হাত মুঠো করা, চোখে মুখে ঘুমের কোন রেশ নেই।

সিরিয়স প্রশ্ন তুললেন, কবে থেকে মানে কত বয়স হলে 'অর্ডার অফ দ্য ফনিক্সে' প্রশ্ন তোলার অধিকার পেতে পারে? হ্যারি প্রায় একমাসেরও বেশি মাগলদের বাড়িতে আটকে ছিল। যা কিছু ঘটেছে ওর জানার অধিকার আছে।

জর্জ কথার মাঝে জোরে জোরে বললো– লেগে থাক!

ফ্রেড রেগে মেগে বললো– অর্ডারে প্রবেশের অধিকার না থাকলে হ্যারি কি করে ওর প্রশ্নের জবাব পাবে?

জর্জ বললো– প্রায় একমাস ধরে তোমাদের কাছ থেকে খবরের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তোমরা বিন্দু বিসর্গ আমাদের কিছু বলোনি। ফ্রেড বললো– 'তুমি নাবালক তাই অর্ডার অফ দ্যা ফনিক্সের' তোমাকে জানানো হয়নি। তুমিতো অর্ডারের সভ্য নয়'– ফ্রেডের গলার স্বর তীব্র অনেকটা ওর মায়ের মত ছমছমে। হ্যারি এখনও নাবালক!

সিরিয়স ধীর শান্ত স্বরে বললেন– অর্ডার অফ দ্যা ফনিক্স কি করছে না করছে,

তোমাদের জানানো হয়নি সেটা আমার অপরাধ নয়। ওটা তোমাদের মা-বাবার সিদ্ধান্ত, তাছাড়া হ্যারি ।

হ্যারির কিসে ভাল হবে না হবে তা তোমাদের বিবেচনা করার দায়িত্ব নয়। মিসেস উইসলি তীক্ষ্মভাবে বললেন। ওনার স্বাভাবিক মুখের ভাব অতি কঠিন দেখালো। তোমরা আশাকরি ভুলে গেছ ডাম্বলডোর কি বলেছিলেন– অন্তত: আমার তো মনে হয়।

– কী বিষয়ে? সিরিয়স খুব নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু নম্রতার মধ্যে তার 'যুদ্ধংদেহি' ভাব ফুটে উঠল।

– বিষয়টা আর কিছু নয়। হ্যারির যা প্রয়োজন নেই তা না জানান, মিসেস উইসলি 'না জানান' কথাটার ওপর বেশ জোর দিয়ে বললো।

টেনিস খেলা দর্শকরা যেমন টেনিস বলের গতিবিধি দেখে, তেমনিভাবে রন, হারমিওন, ফ্রেড আর জর্জ, মিসেস উইসলি আর সিরিয়সের মুখের দিকে দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল।

জিনি গাদাখানেক বোতলের ছিপি নিয়ে মুখটা সামান্য হাঁ করে ওদের কথোপকথন শুনতে লাগল। লুপিন স্থির দৃষ্টিতে সিরিয়সের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সিরিয়স বললেন– আমি নিশ্চয়ই মনে করি না যেটুকু ওর জানা দরকার তার বেশি ও জানুক বা বলা হোক। কিন্তু ও একজন যে ভোল্ডেমর্টকে ফিরে আসতে দেখছে (ভোল্ডেমর্টের নাম শুনে সকলেই একটু কেঁপে কেঁপে উঠল) তাই অন্যদের চাইতে ওর দাবি একটু বেশি হতেই পারে।

উইসলি বললেন– দুঃখিত, হ্যারি 'অর্ডার অফ দ্যা ফনিক্সের' সভ্য নয়। তাছাড়া ও নাবালক বয়স মাত্র পনের।

সিরিয়স বললো– ও অর্ডারের বেশিরভাগ সভ্যদের মতই কাজ করছে। মনে হয় আরও বেশি করেছে।

মিসেস উইসলি উচ্চস্বরে বললেন– তা আমরা কেউ অস্বীকার করি না। বলতে বলতে চেয়ারের হাতলে রাখা হাত দুটো তার কাঁপতে লাগল।

– কিন্তু ও শিশু নয়; সিরিয়স অধৈর্য হয়ে বললেন।

– তাহলেও প্রাপ্ত বয়স্ক নয়। মিসেস উইসলির বলার সময় মুখ লাল হয়ে গেল। ও জেমসও নয় সিরিয়স!

– হ্যারি সম্বন্ধে আমার জানা সুস্পষ্ট মল্লি। সিরিয়স দৃঢ়তার সঙ্গে বললো।

– আমার তো মনে হয় না তুমি তাই; মিসেস উইসলি বললেন– মাঝে মাঝে তুমি হ্যারি সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বল তাতে মনে হয় বহুদিন পর তুমি তোমার হারিয়ে যাওয়া প্রিয় বন্ধুকে ফিরে পেয়েছ!

– তাতে অন্যায় কী? হ্যারি বললো।

– অন্যায় কি? হ্যারি, তুমিও তোমার বাবা এক নও, তার মত দেখতে হলেও! মিসেস উইসলি সিরিয়সকে বিদ্ধ করার মতো করে তীর্যকভাবে কথাটা বললেন। 'তুমি এখনও স্কুলের গণ্ডি পেরোওনি বড়রা তোমার সব দায়িত্ব নিয়েছে– এই সোজা কথাটা তুমি ভুলবে না!

– তার মানে তুমি বলতে চাইছ মল্লী, আমি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন ধর্ম পিতা? সিরিয়স উচ্চস্বরে বললেন।

– বলতে চাই, তুমি অবিবেচকের মত না ভেবে চিন্তে কাজ কর বা কথা বল– এটা সকলেই জানে। এই জন্যই ডাম্বলডোর তোমাকে বার বার বাড়ির মধ্যে আত্মগোপন করে থাকার কথা মনে করিয়ে দেন। তুমি...।

– সেই নির্দেশ তোমার মুখে নয়, ডাম্বলডোরের কাছ থেকে সরাসরি শুনলে ভাল হয়; অনুগ্রহ করে তুমি...। সিরিয়স জোর দিয়ে বললেন।

– আর্থার! মিসেস উইসলি হাউমাউ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন– আর্থার তুমি কি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে না?

মি. উইসলি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না। চোখ থেকে চশমাটা খুলে আলখেল্লা দিয়ে কাঁচ পরিষ্কার করে ধীরে ধীরে সেটা নাকে লাগিয়ে স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন।

– ডাম্বলডোর জানেন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে মল্লী। উনি মোটামুটি মেনে নিয়েছেন যে হ্যারিকে অর্ডারে নিতে হবে, এখন তো তাই ওকে সদর দপ্তরে আনা হয়েছে।

– হ্যাঁ, কিন্তু সেই জন্যে তাকে যা খুশি তাই প্রশ্ন করার অধিকার মেনে নেওয়া এক কথা নয়।

লুপিন নম্রভাবে বললেন– ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি... (সিরিয়সের মুখের দিকে না তাকিয়ে মিসেস উইসলির দিকে তাকিয়ে) হ্যারি কিছু জানুক, তবে সব নয় মল্লী; সঠিক ব্যাপারটা আমাদের কাছ থেকে, বিকৃতভাবে অন্যদের কাছ থেকে নয়।

– মিসেস উইসলি লুপিনের কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছেন বলে মনে করলেন।

হ্যারি বুঝতে পারল লুপিন জানতে পেরেছেন 'এক্সটেনডেবল ইয়ারস' (আড়ি পেতে শোনার যন্ত্র) হচ্ছে মিসেস উইসলির উষ্মার কারণ।

– ভাল কথা, মিসেস উইসলি খুব বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সকলের দিকে তাকিয়ে সমর্থনের আশা করলেন। কেউ তাকে সমর্থন করছে না বুঝলেন। বললেন– বুঝতে পারছি আমার সঙ্গে সকলে একমত নন। তবে আমি স্পষ্টভাবে বলছি, ডাম্বলডোরের মনে নিশ্চয়ই কোনও সঙ্গত কারণ আছে যার জন্য তিনি চান না হ্যারি বেশি কিছু জানুক এবং হ্যারির বিশেষ বন্ধু নিজেকে মনে করে যা বলার

তাই বলেন।

সিরিয়স অতি শান্তভাবে বললেন– ও তোমার পুত্র নয়।

মিসেস উইসলি ক্ষিপ্তভাবে বললেন– ছেলের মতনই, আমি ছাড়া আর কে আছে ওর?

– আমি আছি।

– তাই! মিসেস উইসলি বললেন– বলার সময় ওর ঠোঁট বেঁকে গেল; আসল কথা কি জান, তোমার পক্ষে ওর দেখাশুনা করা খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল, কারণ তুমি আজকাবান জেলে আটক ছিলে, তাই না? সিরিয়স চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখে লুপিন বললেন, মল্লী, এখানে যারা রয়েছে তার মধ্যে তুমি নিজেকে একমাত্র মনে করতে পার না যে, তুমিই একমাত্র হ্যারির ভাল মন্দ দেখ। সিরিয়স তুমি বসো।

মিসেস উইসলির তলার ঠোঁটটা থর থর কাঁপতে লাগল। সিরিয়স ধীরে ধীরে ওর চেয়ারে বসলেন। ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

লুপিন বললেন– হ্যারিকে এই ব্যাপারে কিছু বলতে দেয়া দরকার। ও খুব একটা ছেলে মানুষ নয় যে, নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারবে না।

– আমি জানতে চাই কেন এসব হচ্ছে; হ্যারি তৎক্ষণাৎ বললো।

কথাটা বলার সময় হ্যারি একবারও মিসেস উইসলির দিকে তাকাল না। ওকে 'আমার ছেলের মত' বলাতে হ্যারির মনে দাগ কেটেছে। তাহলেও, বেশি মাত্রায় ওর সম্বন্ধে ভাবা-যত্নবান হওয়া ওর মোটেই পছন্দসই নয়।

– খুব ভাল, মিসেস উইসলি ভাঙা ভাঙা গলায় বললেন– জিনি– রন, হারমিওন- ফ্রেড- জর্জ তোমরা সবাই এখন কিচেনের বাইরে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

ফ্রেড আর জর্জ এক সঙ্গে বললেন– আমরা তো কেউ ছোট নই।

রন বললো– হ্যারি থাকবে, কিন্তু তাহলে আমি কী দোষ করলাম

জিনি বললো– ও মা, আমিও শুনতে চাই!

– 'না'; মিসেস উইসলি গর্জে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন; আমি চাই না তোমরা থাক।

মি. উইসলি বললেন– মল্লী, তুমি ফ্রেড আর জর্জকে বাধা দিতে পার না, ওরা এমন 'নাবালক' নয়।

– ওরা কিন্তু এখনও স্কুলে পড়ছে।

– কিন্তু ওরা আইনত এডাল্ট, মি. উইসলি বললেন। গলার স্বর ক্লান্ত।

মিসেস উইসলির মুখ ঈষৎ লাল হয়ে গেল।

– জানি, বেশ তাই হোক। ফ্রেড আর জর্জ থাকতে পারে, কিন্তু রন?

– হ্যারি, আমাকে, হারমিওনকেও সব বলবে; রন উদ্ধত হয়ে বললো– বলবে

না? বলবে না তুমি?

মাত্র কয়েক মুহূর্ত! হ্যারি ঠিক করল যা ঘটেছে প্রাইভেট ড্রাইভে সে সম্বন্ধে একটা কথা বলবে না রন হারমিওনকে বলবে না। কিছু না জানিয়ে ওদের অন্ধকারে রাখলে, দেখবে কেমন করে ওরা সহ্য করে। কিন্তু ওর রাগ-অভিমান তো ক্ষণস্থায়ী সিদ্ধান্ত। পরক্ষণেই হ্যারি বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তোমাদের না বলে থাকতে পারি!

রন আর হারমিওন খুশিতে ফেটে পড়ে।

– 'সুন্দর!' মিসেস উইসলি বলে ওঠেলেন 'সুন্দর'। জিনি তুমি তাহলে 'শুতে যাও'!

জিনি কিন্তু বাধ্য মেয়ের মত গেল না। ওরা শুনতে পেল জিনির কান্না হাত পা ছোঁড়ার শব্দ। মিসেস উইসলি ওকে টেনে হিঁচড়ে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন। আরও শুনতে পেল মিসেস ব্ল্যাকের কর্ণ বিদারক চিৎকার। লুপিন একরকম দৌড়ে প্রোট্রেটকে শান্ত করলেন। তারপর কিচেনে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে নিজের আসনে বসলেন।

সিরিয়স বললেন– ওকে! হ্যারি, বল তুমি কি বলতে চাও?

গত একমাস ধরে যে প্রশ্নটা ক্রমাগত ওকে উত্যক্ত করছে সেটা ও বলতে চায়।

– ভোল্ডেমর্ট কোথায়? ও ভ্রূক্ষেপ করল না ঘরের সকলের অস্বস্তি ও কাঁপুনি। ও কী করছে? আমি ক্রমাগত মাগলদের খবর দেখি; কিন্তু ওর সম্বন্ধে কোনও খবর নেই; মরে যায়নি বা অন্য কিছু।

সিরিয়স বললেন– মরে যায়নি, আমরা অন্তত এইটুকু জানি, যাহোক আমরা অনেক কিছুই জানি।

– তাহলে ও মানুষ হত্যা করছে না কেন? হ্যারি প্রশ্ন করল– আমি জানি গত এক বছর কোনো হত্যার খবর মাগরদের পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

– কারণ খুব সোজা। ও চায় না লোকের নজরে পড়তে; সেটা হবে ওর পক্ষে মারাত্মক। অবশ্য ওর আসাটা কখনোই শেষ পর্যন্ত শান্তভাবে হয় না, সিরিয়স বললেন। লুপিন হাসতে হাসতে বললেন– অথবা বলতে পার তুমি (হ্যারি) করেছ।

– কেমন করে? হ্যারি হকচকিয়ে প্রশ্ন করলো।

সিরিয়স মৃদু হেসে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– তোমার কিন্তু বেঁচে থাকার কথা নয়। ওর 'ডেথ ইটাসর্রা' ছাড়া আর কারও জানার কথা নয় যে ও ফিরে এসেছে। কিন্তু তুমি সাক্ষী হিসেবে আজও বেঁচে রয়েছ।

লুপিন আরও বললেন, ডাম্বলডোর জানুক যে সে এসেছে এটা সে কখনোই চাইবে না। আর তোমার মাধ্যমে উনি জেনে গেলেন। তাতে তার অসুবিধে? হ্যারি

প্রশ্ন করল।

– ছেলে মানুষী করছ? বিল বললো, 'ডাম্বলডোর হচ্ছেন একমাত্র লোক যাকে ইউ-নো-হু ভয় পায়।

সিরিয়স বললেন– তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। ভোল্ডেমর্টের আবির্ভাবের একঘণ্টা পরে ডাম্বলডোর 'অর্ডার অফ দ্যা ফনিক্সের' সভ্যদের মিটিং ডাকতে সমর্থ হয়েছিলেন।

– তাহলে অর্ডার কী করছে? হ্যারি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো।

সিরিয়স বললো– খুবই খাটছি যাতে আমাদের একরকম নিশ্চিত করতে হবে ভোল্ডেমর্ট তার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে না পারে।

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল– কেমন করে জানবেন ওর পরিকল্পনা? লুপিন বললেন ডাম্বলডোরের চতুর ধারণা আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো সঠিক হয়, লুপিন বললেন।

সিরিয়স বললেন– প্রথমত ভোল্ডেমর্ট তার নিজস্ব সৈন্য দল আবার গঠন করতে চায়। আগে ওর অধীনে বিরাট সংখ্যক সৈন্য ছিল। জাদুকর-জাদুকরীরা বাধ্য হয়ে ওর দলে যোগ দিয়েছিল, ওর বিশ্বস্ত রক্ত চোষারা (ডেথ ইটার) নানা ধরনের পিশাচ। তুমি বোধহয় জান ও নানা দৈত্যদের সৈন্যদলে ভর্তি করতে চাইছে। ওয়েল, ওরা তবে তার সৈন্যদলের একটা গ্রুপ হবে। ও কখনই জাদু মন্ত্রণালয় কয়েক ডজন ডেথ ইটারদের সাহায্যে দখল করতে চাইবে না।

– তাহলে, আপনিও যাতে ও অনেক অনুগামী না পায় তার চেষ্টা করছেন?

লুপিন বললেন– আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি।

– কেমন করে?

– প্রথমেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যত বেশি হয় তত লোকদের বোঝাতে হবে যে ইউ-নো-হু সত্য সত্যিই ফিরে এসেছে। তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে, সাবধান হতে হবে, বিল বললো। কাজটা খুবই ট্রিকি (চতুরতার) তবুও।

– কেন?

টংকস বললো– কেন আবার, মন্ত্রণালয়ের মনোভাব। তুমিতো কর্নেলিয়স ফাজকে দেখেছ ইউ-নো-হু ফিরে আসার পর, হ্যারি ও তার অবস্থান একচুলও পরিবর্তন করেনি। ও একদম বিশ্বাস করতে চায় না ব্যাপারটা সত্য।

– কিন্তু কেন? হ্যারি বেপরোয়া হয়ে প্রশ্ন করল। ও এতো বোকা কেন? যদি ডাম্বলডোর মি. উইসলি বাঁকা হাসি দিয়ে বললো, আহ, সুন্দর, তুমি দেখছি সমস্যাটা ঠিক মত ধরতে পেরেছ। 'ডাম্বলডোর'।

টংকস দুঃখ ভরাক্রান্ত মনে বললো– ফাজ ওকে ভয় পায় তুমি জানো না।

হ্যারি অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বললো– ডাম্বলডোরকে ভয় পান?

মি. উইসলি বললেন– ভয় পাওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক। ফাজ মনে করে ডাম্বলডোর ফন্দি করছে ওকে তাড়াবার। ওর মাথায় ঢুকেছে ডাম্বলডোর ম্যাজিক মন্ত্রী হতে চায়।

– কিন্তু ডাম্বলডোরতো তা চান না।

– অবশ্যই তা চান না। উইসলি বললেন– ওর কোন দিনই মন্ত্রী হবার লোভ-আকাঙ্ক্ষা নেই- যদিও বহু লোকে চায় তিনি মন্ত্রী হন। অবশ্য মিল্লিসেন্ট ব্যাগনল্ডের অবসর গ্রহণের পর ফাজ এ মন্ত্রীত্ব পায়। ও জানে ডাম্বলডোরের জনপ্রিয়তা যেমন ছিল তেমনি ছিলেন এ কাজের উপযুক্ত। মজার কথা ডাম্বলডোর কখনই মন্ত্রীত্বের জন্য চেষ্টা করেননি।

– ফাজ ভাল করেই জানে ডাম্বলডোর ওর চাইতে অনেক বেশি বিচক্ষণ ও অনেক শক্তিশালী জাদুকর। অতীতে মন্ত্রণালয়ের কাজে ফাজ বরাবরই ডাম্বলডোরের সাহায্য ও উপদেশ নিয়েছে, লুপিন বললেন– কিন্তু এখন মনে হয় নিজের ওপর আস্থার মাত্রাটা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর বোকার মতো ভেবেছে ও খুব চতুর, ডাম্বলডোর মন্ত্রীত্বের লোভে অযথা নানাভাবে বিরোধ আর সংকট সৃষ্টি করে চলেছে।

– আশ্চর্য এমন কথা ও ভাবতে পারলেন কেমন করে? হ্যারি অসম্ভব রেগে গিয়ে বললো– কেমন করে ভাবতে পারলেন ডাম্বলডোর স্বার্থের জন্য এইসব করছেন।

সিরিয়স তিক্ততার সঙ্গে বললো– কারণ ভোল্ডেমর্টের ফিরে আসাটা মেনে নেয়া মানে গত চৌদ্দ বছরে মন্ত্রণালয়ের কাজ ঠিক মতো করেননি তা প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। ফাজ এই বিষয়টির মুখোমুখি হতে চায় না। ভোল্ডেমর্টের বিষয়টি এড়ানোই তার জন্য ভাল।

লুপিন বললেন– এখন সমস্যা ভেবে দেখ, যখন মন্ত্রণালয় বলছে ভোল্ডেমর্ট ফিরে আসেনি, সেখানে জনসাধারণকে আমরা কী করে বোঝাই যে সে ফিরে এসেছে। আরও একটা কথা মন্ত্রণালয়ের 'ডেইলি প্রফেটের' ওপর প্রচুর নির্ভরতা, তাই বলতে পার ওদের চিন্তায় ডাম্বলডোরের গুজব ছড়ান প্রকাশ না করার চাপ প্রফেটের ওপর। তাই বেশির ভাগ জাদুকর সম্প্রদায় কি ঘটছে বা না ঘটছে সে সম্বন্ধে খবর পায় না, জানতেই পারে না। তাই তারা ডেথ ইটারসদের সহজ টার্গেট হতে পারে যদি ইমপেরিয়াস কার্স ব্যবহার করে।

হ্যারি বললো– এই বিষয়ে আপনারা জনসাধারণকে জানান না কেন? কথাটা বলে সিরিয়স, লুপিন, বিল, উইসলি আর মুন্ডানগাসের দিকে তাকাল। সকলে কেন জানাচ্ছেন না ও ফিরে এসেছে?

ওরা সকলেই মেজাজি হাসিতে ঘরটা ছাইয়ে দিল।

সিরিয়াস অস্থির হয়ে বললেন– ঠিক আছে, যেমন সকলেই মনে করে আমি

একজন গণহত্যাকারী আর মন্ত্রণালয় আমার কাটা মুন্ডুর জন্য দশ হাজার গেল্লিয়ন দেবে, তাহলে আমি কেমন করে রাস্তায় রাস্তায় হ্যান্ডবিল ছড়াতে পারি? পারি কী?

– আমিতো বেশিরভাগ লোকের কাছে জনপ্রিয় ডিনারগেস্ট নই; লুপিন বললেন– নেকড়ে হয়ে থাকার এক বিড়ম্বনা বলতে পারো।

সিরিয়স বললেন– টংকস আর আর্থার মন্ত্রণালয়ে চাকরিটি খোয়াবে যদি তারা তাদের মুখ বন্ধ খোলা শুরু করে। আরও তোমরা বাজি ধরতে পার মন্ত্রণালয়ে ভোল্ডেমর্টের অনেকেই ওর দলে, পরে ও বাকিদের হাতের মুঠোতে আনার চেষ্টা চালাবে। তাই মন্ত্রণালয়ে আমাদের লোক থাকা প্রয়োজনীয়।

মি. উইসলি বললেন– কিছু লোককে আমরা ব্যাপারটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। টংকস গত বছরে 'অর্ডার অফ দ্য ফনিক্সে'র সভ্য হওয়ার বয়স ছিলো না। এখন সভ্য হবার পর আমাদের মধ্যে থাকা খুবই সুবিধেজনক ব্যাপার– কিংগস্লে স্যাকেলবোল্টসকে বলা যায় একটি বিশেষ অ্যাসেট। ও সিরিয়াসকে খুঁজে বেড়ানোর দায়িত্বে আছে, সিরিয়স তিব্বতে আছে সেই খবর ক্রমাগত মন্ত্রণালয়কে দিয়ে চলেছে।

কিন্তু আপনারা যদি সবাই ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে খবরটা বেমালুম চেপে যান তাহলে, হ্যারি বলতে শুরু করল।

– কে তোমায় বললো যে, খবরটা আমরা চেপে যাচ্ছি? সিরিয়স বললেন– তাহলে কেন ডাম্বলডোর বিপদে পড়েছেন।

হ্যারি বললো– কি বলতে চাইছেন?

লুপিন বললেন– ওরা সকলে মিলে ডাম্বলডোরের বদনাম করতে চাইছে। গত সপ্তাহের 'ডেইলি প্রফেট' নিশ্চয়ই দেখে থাকবে? ওরা খবর দিয়েছে আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন অফ উইজার্ডের চেয়ারম্যানসিপ থেকে ওকে ভোটে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ ..? কারণ ওর বয়স হয়েছে আর কাজের ভার সামলাতে পারছে না। কিন্তু কথাটা ভিত্তিহীন। আসল ব্যাপার ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে খবরটা দেয়ার পর জাদু মন্ত্রণালয় থেকে ওকে ভোট দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া 'ওয়ারলক অন দ্য ওয়াইজেন'– গ্যামট যাকে জাদুকরদের হাইকোর্ট বলা হয়, সেখানকার প্রধান থেকে নিম্নপদে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন ওর 'অর্ডার অফ মেরলিন, প্রথম শ্রেণী' খেতাব নিয়ে নেয়ার কথাবার্তা চলেছে।

বিল বললো– ডাম্বলডোর বলেন, যতদিন না তার কাছ থেকে 'চকোলেট ফ্রগ না কার্ডস' নিচ্ছে না ওর কিছু যায় আসে না ওইসব কথাবার্তায়।

উইসলি বললো– হাসির ব্যাপার নয়, ও যদি মন্ত্রণালয়কে এমনিভাবে তোয়াক্কা না করে চলে তাহলে শেষ পর্যন্ত ওকে আজকাবান যেতে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত আমরা চাইবো ডাম্বলডোরকে জেলে বন্ধ করে রাখা। ইউ-নো-হু আগাগোড়া সব ঘটনার দিকে কড়া নজর রেখে চলেছে– ডাম্বলডোরকে ইটানে ইউ

নো হুর সামনে খোলা পথ থাকবে।

হ্যারি বললো– কিন্তু ভোল্ডেমর্ট যদি অনেক ডেথ ইটারসদের নিয়োগের চেষ্টা করে তাহলে কী প্রমাণিত হবে না ও ফিরে এসেছে?

সিরিয়স বললেন– হ্যারি ভোল্ডেমর্ট বোকা নয়, অসম্ভব ধূর্ত, তাই লোকদের বাড়ির দরজা ধাক্কায় না। ও সুযোগ বুঝে জিঙ্কস করে, ট্রিকস করে– ব্লাকমেইল করে। যা করে সব কিছু গোপনে গোপনে করে। যাই হোক, সাগরেদ জোগার করার ওর জুড়ি নেই। ওর আরও অনেক পরিকল্পনা আছে, সবকিছুই খুব সাবধানতার সঙ্গে করে। এখন আপাতত সেইসব পরিকল্পনা চালু করার জন্য গভীর মনোযোগ দিয়ে বসে আছে।

– ওর কতগুলো সাগরেদ ছাড়া আর কী আছে? হ্যারি বললো।

সিরিয়স বললো– গোপনতার সঙ্গে সংগ্রহ করা।

হ্যারি বোকার মত তাকিয়ে থাকে। সিরিয়স বললেন– গোপন অস্ত্রের মত। গতবারে ওর কাছে সেই ছিলো না।

হ্যারি বললো– কী রকম অস্ত্র? 'আভাডা কেভাভ্রা'র চেয়েও মারাত্মক?

– ওটাই যথেষ্ট!

মিসেস উইসলি কখন জিনিকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মি. উইসলি জানে না, হ্যারিও না।

মিসেস উইসলি দরজার আড়াল থেকে অত্যন্ত তিক্ত কণ্ঠে বললো– আমি চাই এখন তোমরা শুয়ে পড়। ফ্রেড, জর্জ, রন, হারমিওন আমার কথা শুনতে পেয়েছ?

ফ্রেড বললো– আমাদের ওপর ছড়ি ঘোরাবে না।

– শোন, মিসেস উইসলি দরজার আড়াল থেকে বললেন– সিরিয়স তুমি হ্যারিকে প্রচুর খবর দিয়েছ। তুমি এখন ওকে সরাসরি অর্ডারে আনতে চাইছ।

– কেন না? হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো– আমি যোগ দেব, আমি যোগ দিতে চাই, আমি লড়াই করতে চাই।

– না।

কথাটা বললেন লুপিন, মিসেস উইসলি নয়।

– 'অর্ডার অব দ্য ফনিক্স' বয়স্ক জাদুকর দিয়ে গঠিত যেসব জাদুকর স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েছে তাদের নিয়ে। ফ্রেড আর জর্জ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তাদের বাধা দিয়ে আরও লুপিন বললেন– অনেক মারাত্মক বিপদ আছে, আমার তাই মনে হয় মল্লী ঠিক বলছে; সিরিয়স। আমরা অনেকটা সময় অনেক কথা বলেছি।

সিরিয়স কাঁধ ঝাঁকালেন। কিন্তু তর্ক করলেন না। মিসেস উইসলি ওর ছেলেদের আর হারমিওনকে আবার তাড়া দিলেন। এক এক করে ওরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। হ্যারি পরাজয় মেনে নিয়ে ওদের পিছু পিছু চলে গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্য নোবল অ্যান্ড মোস্ট এনসিয়েন্ট হাউজ অব ব্ল্যাক

মিসেস উইসলি গম্ভীর মুখে ওদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। আমি চাই তোমরা কোনও কথা না বলে চুপচাপ ঘরে গিয়ে সোজা শুয়ে পড়। কাল আমাদের অনেক কাজ আছে।

ওরা তখন প্রথম ল্যান্ডিং-এ পৌঁছেছে।

মিসেস উইসলি হারমিওনের দিকে তাকিয়ে বললেন– আমার মনে হয় জিনি ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর ঘুম ভাঙিও না।

হারমিওন ওদের শুভরাত্রি জানিয়ে ঘরে চলে গেলে ওরা ওপরে উঠতে লাগল।

ফ্রেড খুব আস্তে আস্তে বললো– জিনি যদি না ঘুমিয়ে থাকে আর হারমিওনের মুখ থেকে একতলায় যেসব কথাবার্তা হয়েছে তা শোনার অপেক্ষায় থাকে তাহলে আমি একটি ফ্লবেরওয়ার্ম ।

মিসেস উইসলি দ্বিতীয় ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে ওদের দেখে ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন– রন, হ্যারি, যাও শুয়ে পড়।

–শুভ রাত্রি! হ্যারি, রন আর ওর দুই যমজ ভাইদের বললো।

ফ্রেড বললো– ভাল করে ঘুমোও।

ওরা দুজনে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস উইসলি দড়াম করে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেন।

ঘরটা হ্যারির কাছে মনে হল ঠাণ্ডা গুহার মত। ঘরের দেয়ালের ছবিগুলো মনে হল খুব আস্তে আস্তে গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেলছে। অদৃশ্য মানুষগুলো ঘুমচ্ছে। হ্যারি পাজামা পরে, চশমা খুলে বরফের মত ঠাণ্ডা বিছানায় শুয়ে পড়ল। রন,

হেডউইগ আর পিগউইজেনের দিকে ওদের খাবার ছুঁড়ে দিল। ওরা ডানা ঝাপটা দিয়ে পরমানন্দে খেতে লাগল।

রন ওর মেরুণ রং-এর পাজামাটা পরতে পরতে বললো– ওদের রোজ রাতে শিকার করতে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। একগাদা পেঁচা স্কোয়ারে শো শো করে উড়ে বেড়ানো ভালবাসেন না ডাম্বলডোর, সন্দেহ করতে পারেন। আরে একেবারে ভুলেই গেছি।

দরজার কাছে গিয়ে ও দরজাটা বন্ধ করে দিল।

– তার জন্য কি করছ?

– ক্রেচার, আলো নিভিয়ে দিয়ে রন বললো। প্রথম রাতে যেদিন আমি এখানে এসেছিলাম সেই ভোর রাত তিনটায় সে পায়চারি করতে করতে ঘরে ঢুকেছিল। গভীর রাতে তোমার বিছানার পাশে কেউ এসে জাগিয়ে দেওয়া তুমি নিশ্চয়ই পছন্দ করবে না, যাকগে।

কথাগুলো বলে রন গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে অন্ধকারের মধ্যে হ্যারিকে দেখতে চেষ্টা করল।

জানালা দিয়ে ঘরে মিঠে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে হ্যারি, রনের আউট লাইন দেখতে থাকে।

রন কি বলতে চাইল হ্যারি তা জানতে একটুও উৎসুক হল না।

– মিটিং-এর কথাবার্তা ওরা আমাদের সব বলেনি। আমরা তাই কিছু আন্দাজ করতে পারি না। খোলাশা করে কিছু বলেছিল? ও কিচেনে ডিনার খাবার সময় যেসব কতাবার্তা হয়েছিল যেগুলো ভাবতে ভাবতে বললো– আমি সার কথাটা বুঝেছি। অর্ডার সকলকে ভোল্ডে দলে যোগ দেওয়া বন্ধ করার চেষ্টা করছে।

রন খুব বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

– ভোল্ডেমর্ট, হ্যারি দৃঢ়স্বরে বললো– কবে তুমি ওর পুরো নামটা উচ্চারণ করবে? সিরিয়স, লুপিন তো করেন।

রন যেন হ্যারির শেষ কথাগুলো শুনতে পায় না।

রন বললো– হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। ওদের কথাবার্তা আমরা সবই এক্সটেন্ডেবল ইয়ারস দিয়ে শুনেছি, শুধুমাত্র নতুন ।

ক্র্যাক 'আউচ!'

-আস্তে কথা বল রন, তা না করলে তোমার মা এখনই ঘরে ছুটে আসবেন।

– তোমরা দু'জনে আমার হাঁটুর ওপর বসে অ্যাপারেট কর!

– হ্যাঁ, ভাল, অন্ধকারে সেটা করা শক্ত।

হ্যারি দেখল রনের ওপর ফ্রেড আর জর্জের আবছা আবছা ছায়া। হ্যারির বিছানা মচমচ করে উঠল। দেখল জর্জ ওর পায়ের কাছে বসে রয়েছে।

হ্যারি বললো– সিরিয়স অস্ত্রের কথা কি বলছিল?

ফ্রেড বললো– পুরনো যন্ত্র দিয়ে তেমন পরিষ্কারভাবে শুনতে পাইনি। ও রনের বিছানায় বসেছিল।

হ্যারি বললো– অনুমান করে বল।

– ফ্রেড বললো– কিছু একটা হতে পারে, ঠিক বলতে পারছি না।

রন বললো– 'আভাডা কেডাভ্রা কার্সের' চেয়ে মারাত্মক নয় নিশ্চয়ই। মৃত্যুর চেয়ে বড় কি থাকতে পারে?

র্জজ বললো– এমনও হতে পারে ওই অস্ত্রটা এক মুহূর্তে শত শত মানুষকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে পারে।

রন ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো– এমনও হতে পারে মানুষদের অতি যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলে।

হ্যারি বললো– ওর কাছে 'ক্রুসিয়াস কার্স' আছে যন্ত্রণা দেবার জন্য। ওর বেশি কিছু কার্যকারিতা দরকার নাও হতে পারে।

সকলেই চুপচাপ। হ্যারি বুঝতে পারল সকলেই ওই অস্ত্রের বীভৎসতা সম্বন্ধে ভাবছে।

জর্জ বললো– এখন কার কাছে সেই বীভৎস মারাত্মক অস্ত্রটা আছে?

রন বললো– সামান্য নার্ভাস হয়ে, আশা করি আমাদের দিকে....।

– তাই যদি হয় তাহলে ডাম্বলডোর সম্ভবত ওটা যত্ন করে রাখছেন; ফ্রেড বললো।

– কোথায়? রন বললো– হোগওয়ার্টসে?

জর্জ বললো– তাই যেন হয়, ওখানেই তো 'পরশপাথর' সংগৃহিত ছিল।

রন বললো– ভাবছি, অস্ত্রটা হয়ত পরশ পাথরের চেয়ে বড় হতে পারে।

ফ্রেড বললো– নাও হতে পারে।

– আকার শক্তি প্রমাণ করে না, জর্জ বললো, জিনিকে দেখে।

হ্যারি বললো– কি যাতা বলছ!

– তুমি ওর 'ব্যাট- বোগি- হেক্সেস দেখনি, দেখেছ?

– শ শ চুপ! ফ্রেড বললো– কিছু শুনতে পাচ্ছ?

ওরা চুপ করে রইল। সিঁড়িতে পদশব্দ, কে যেন ওপরে উঠছে।

– 'মা', জর্জ বললো।

হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ হ্যারি শুনতে পেল একটা 'কড়কড় শব্দ'। ওর মনে হল পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে ওরা শুনতে পেল ওদের ঘরের বাইরে কাঠের মেঝেতে খটখট শব্দ! মিসেস উইসলি দেখতে এসেছেন ওরা ঘুমচ্ছে না আড্ডা দিচ্ছে।

হেডউইগ আর পিগউইগ বিদ্রুপের ভঙ্গিতে ডেকে উঠল।

রন দুঃখভরা কণ্ঠে বললো– মা আমাদের একদম বিশ্বাস করে না।

হ্যারি জানে প্রাইভেট ড্রাইভ থেকে আসার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে সন্ধ্যার পর যে সমস্ত কথাবার্তা শুনেছে, বলেছে সেগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছে। সেই কথাগুলো ভাবলে, মনে করবার চেষ্টা করলে– ঘুম আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। ঘুম আসে তো তখনই ভেঙ্গে যায়।

হ্যারি ভাবল রণের সঙ্গে কথা বলে রাতটা কাটিয়ে দেয়। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে আবার মিসেস উইসলির পদশব্দ শুনতে পায় যেন।

মিসেস উইসলি হয়ত আবার চলে গেছেন। তারপরই ও পরিষ্কার শুনতে পেল অনেকগুলো পা'ওয়ালা কিছু একটা প্রাণী ওর ঘরের বাইরে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে। হঠাৎ ওর হোগার্টস স্কুলের শিক্ষক বন্ধু হ্যাগ্রিডের কথা মনে পড়ল। হ্যাগ্রিড এবং কেয়ার অব ম্যাজিক্যাল ক্রিচারের শিক্ষক বলতেন, ওরা সত্যই সুন্দর, অপূর্ব প্রাণী। হ্যারি তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে ওদের দেখতে পেল, সেই প্রাণীদের মাথাগুলো কামানের বলের মত। সেগুলো ওর সামনে বনবন করে ঘুরছে। ও ভয়ে মাথা নিচু করল। তারপরই মনে হল একটা উত্তপ্ত বল ওর বিছানার মধ্যে রয়েছে আর ও তারই পাশে কুঁকড়ে শুয়ে রয়েছে। ওর ঘুম ভেঙে গেল জর্জের ডাকে।

– হ্যারি, মাম বলছে তোমার ব্রেকফাস্ট কিচেনে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। ব্রেকফাস্ট শেষ করে বসার ঘরে যাবার হুকুম। বলছেন– চতুর্দিকে গাদাগাদা ডক্সিস্ দেখতে পেয়েছে, সোফার তলায় একটা মৃত পাফস্কেইনের বাসাও দেখেছেন।

আধঘণ্টা পরে হ্যারি এবং রন ব্রেকফাস্ট খতম করে পরিষ্কার জামা প্যান্ট পরে যত শিগগির পারে বসার ঘরে ঢুকল। ঘরটা বাড়ির প্রথম তলায়।

ঘরটা বেশ বড়, উঁচু তার সিলিং। অলিভ সবুজ রঙ-এর দেওয়ালে ময়লা কারুকার্যময় পর্দা ঝোলানো। কার্পেটে এত ধূলো যে কেউ তার ওপর দিয়ে চললে মেঘের মতো ধুলো উড়ে। সবুজ শেওলা রং-এর ভেলভেটের পর্দা হাওয়াতে এমন বজবজ শব্দ করছে যেন তার পেছনে হাজার হাজার অদৃশ্য মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘরের মধ্যে ফ্রেড, জর্জ, জিনি, হারমিওন আর মিসেস উইসলি বসে আছে। তাদের নাকে-মুখে কাপড় বাঁধা। তাছাড়া প্রত্যেকেরই হাতে বিরাট একটা বোতল। বোতলের মধ্যে কাল তরল পদার্থ, মুখে নজল।

মিসেস উইসলি রন আর হ্যারিকে ঘরে ঢুকতে দেখে বললেন– তোমাদের মুখ ঢেকে স্প্রে করে নাও। হ্যারি দেখল সরু পায়াওয়ালা একটা টেবিলের ওপর আরও দুটো কাল জল ভর্তি বোতল রয়েছে।

– ওটা ডক্সিসাইড, এই রকম জীবাণুভর্তি বাড়ি আমি জীবনে দেখিনি। দশ

বছর ভরে বাড়ির কিপার কি করেছে একমাত্র ঈশ্বর জানেন। মিসেস উইসলি বিরক্ত মাখা মুখে বললো, তোমাদের মুখ ঢেকে স্প্রে করে নাও।

– ক্রেচার বুড়ো হয়ে গেছে। ওর পক্ষে এত বড় বাড়ি দেখা হয়ত সম্ভবপর নয়। মিসেস উইসলি বললো।

হ্যারি দেখল হারমিওনের মুখটা চায়ের তোয়ালেতে প্রায় অর্ধেক ঢাকা। তারই ফাঁকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মিসেস উইসলিকে দেখছে।

ক্রেচার যে বুড়ো হয়ে গেছে তাতে কারও সন্দেহ নেই।

সিরিয়াস বললো– ক্রেচারের কর্মক্ষমতা দেখলে তুমি চমকে উঠবে হারমিওন অবশ্য যখন ও কাজ করতে চায়।

সিরিয়স, রন আর হ্যারি ঘরে ঢোকার পর ঘরে এসেছেন। ওর হাতে একটা রক্ত মাখা ব্যাগ, খুব সম্ভব তাতে রয়েছে মরা ইঁদুর।

– আমি এইমাত্র বাকবিক হরিণদের খাইয়ে এলাম। হ্যারির প্রশ্নসূচক মুখ দেখে সিরিয়স বললো– আমি ওপরে আমার মায়ের শোবার ঘরে হরিণটাকে রাখি। যাইহোক এই রাইটিং ডেস্কটা। কথাগুলো বলে সিরিয়স ব্যাগ ভর্তি মৃত ইঁদুরগুলো একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে রাখলেন। তারপর একটা তালা লাগানো ক্যাবিনেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। হ্যারি এই প্রথম লক্ষ্য করল ক্যাবিনেটটা সামান্য কেঁপে উঠল।

– মল্লি আমার নিশ্চিত মনে হয় এটা বোগার্ট, সিরিয়স চাবির গর্তে একটা চোখ রেখে বললেন– আমার মনে হয় বেঁচে দেবার আগে এটা ম্যাড-আইকে একবার চেকআপের জন্য দেখান দরকার, আমার মাকে তো তুমি জান কি রকম মানুষ।

– তুমি ঠিক বলেছ সিরিয়স, মিসেস উইসলি বললেন।

ওরা দু'জনেই অতি নরমসুরে, ভালভাবে কথা বলছিলেন। গতকালের কথা কাটাকাটি, অমিল দু'জনেরই মনে নেই। ওরা একটু অবাক হল।

একতলা থেকে বেশ জোরে ঢং ঢং শব্দ ভেসে এল বসবার ঘরে। তারপরই অতি বিশ্রীভাবে চিৎকার আর আর্তনাদ! গতকাল রাতে ওইরকম শব্দ টংকস ছাতার স্ট্যান্ডটা ঠেলে ফেলার পর হয়েছিল।

আমি ওদের কতবার বলেছি দরজার ঘণ্টা না বাজাতে। সিরিয়াস। ভীষণ রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওদের কানে এল সিরিয়সের সিঁড়ি দিয়ে নামার দুমদাম পায়ের শব্দ। মিসেস ব্ল্যাকের আর্তনাদ সারা বাড়িতে অদ্ভুতভাবে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গতকালের মত। 'অসম্মানের কলঙ্ক, নোংরা জারজ সন্তান, রক্ত পিপাসু, বিশ্বাসঘাতক, নরকের কীট'

মিসেস উইসলি হ্যারিকে বললেন– দরজাটা বন্ধ করে দাও হ্যারি।

হ্যারি ধীরে ধীরে বসার ঘরের দরজাটা বন্ধ করল। নিচে কে চেঁচাচ্ছে, কেন চেঁচাচ্ছে জানার খুব ইচ্ছে হল। সিরিয়স অবশ্যই ওর মায়ের প্রোটেটের ওপর পরদাটা টেনে দিতে পেরেছেন। কারণ হ্যারি আর কিছু শুনতে পেলো না। সিরিয়সের হলে চলার পদশব্দ শুনতে পেল, তারপরই সদর দরজায় চেন বাঁধার ঠন ঠন শব্দ। তারপরই এক গম্ভীর স্বর শুনতে পেল, কিংগস্লে শ্যাকলবোল্ট গলা। এখন ও মুডির আলখেল্লা পেয়েছে, ভেবেছে এই ব্যাপারে ডাম্বলডোরকে একটা রিপোর্ট দেব। মিসেস উইসলি পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুঝতে পেরে হ্যারি লজ্জিত হয়ে আবার ডক্সি পার্টিতে যোগ দিল।

মিসেস উইসলি লকহার্টসের 'গাইড টু হাউজহোল্ড পেস্টর্স' হেঁট হয়ে চেক করছিলেন। বইটা সোফার ওপর খোলা ছিল।

– ঠিক আছে, তোমাদের খুব সাবধানে কাজ করতে হবে, ডকসিদের কামড় আর তাদের দাঁত অত্যন্ত বিষাক্ত। আমার কাছে এক বোতল প্রতিষেধক আছে, তবে আমার মনে হয় সেটা তোমাদের দরকার হবে না।

মিসেস উইসলি পর্দার সামনে সোজা হয়ে বসে রন, হ্যারি ও বাকি সকলকে ওর সামনে বসতে ইশারা করলেন।

– আমি যখন বলব স্প্রে করতে শুরু কর তখনই শুরু করবে। ডকসিরা আমাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে এগিয়ে আসতে পারে, কিন্তু ভালমত স্প্রেতে ওদের অসাড় করে দেবে। যখন ওরা মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, তখন এক জায়গায় জড়ো করে বালতিতে রেখে দেবে।

মিসেস উইসলি ওদের এড়িয়ে নিজের স্প্রেটা হাতে নিলেন।

– ঠিক আছে ছিটোতে শুরু কর। ঠিক ফোয়ারার মত, বললেন মিসেস উইসলি।

হ্যারি সবে স্প্রেইং শুরু করেছে তখন একটা বড় ডক্সি পর্দার গুটানো অংশের ভেতর থেকে চকচকে সূঁচের মত ছোট ছোট দাঁত বার করে, কাঁটাওয়ালা ডানা বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে লাগলো। সারা গায়ে তার মোটা কাল লোম ঢাকা। ছোট চারটে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এসে ওর মুখের সামনে বোঁ বোঁ শব্দ করে উড়তে লাগল। বেশিক্ষণ উড়তে পারল না, উড়ন্ত অবস্থাতেই চলনশক্তিহীন হয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। হ্যারি তখন ডক্সিটা তুলে নিয়ে বালতিতে ফেলে দিল।

– আরে ফ্রেড তুমি কী করছ? মিসেস উইসলি তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন– ওটার গায়ে শুধু স্প্রে করে ফেলে দাও!

হ্যারি দেখল ফ্রেড একটা ছটফট করা ডক্সি ওর দু'আঙ্গুলে ধরে রেখেছে।

– দেখাচ্ছি তোমাকে, ফ্রেড সহাস্যে ডক্সিটার মুখে এক ঝলক স্প্রে করতেই ওটা নির্জীব হয়ে গেল। যেই মিসেস উইসলি পিছন ফিরেছেন ও চোখ পিটপট করে মৃত ডকসিটা পকেটে চালান করে দিল।

– আমরা স্কিভিং স্ন্যাকবক্সের সঙ্গে ডকসির লাল মিশিয়ে পরীক্ষা করব। জর্জ হ্যারিকে বললো।

দুটো ডকসি ওর নাকের কাছে আসতেই খুব চতুরতার সঙ্গে ওদের গায়ে স্প্রে করে হ্যারি, জর্জের কাছে এসে ফিস ফিস করে বললো– স্কিভিং স্ন্যাকবক্সটা কী?

– নানা রকমের মেঠাই। দেখলেই তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে, জর্জও বললো। চোখ কিন্তু ওর মিসেস উইসলির দিকে। খুব অসুস্থতা নয়, তবে মাঝে মাঝে গা ছম ছম করলে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

– ফ্রেড আর আমি এই গ্রীষ্মে ওগুলো তৈরি করছি। দু'মুখো অনেকটা কমলালেবুর মত রঙ। তুমি যদি কমলালেবু খাও তাহলে তুমি অর্ধেক পার্কিং প্যাস্টিল্স ফেলে দেবে।

– ওগুলো খেলে তুমি চাঙ্গা হয়ে উঠবে, অবসরের সময় তুমি মনের মতো কাজ করতে পারবে। খুব বেশি নয়, ধর ঘণ্টা খানেক। অবসর সময়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আবার এক ঘেয়েমী থেকে ছাড়া পাবে।

ফ্রেড বললো– আমরা তাই মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছি। উইসলির চোখ আড়ালে ছিল। কথাটা শেষ করে ছড়িয়ে থাকা মৃত ডকসিগুলো একত্রিত করতে লাগল। ওর কিন্তু আরও উইসলির পেছনে খাটতে হবে। আপাতত আমাদের টেস্টাররা একটা গড়বড় করছে।

– টেস্টারস?

– আমরা দু'জন। পালা পালা করে করি। জর্জ শুধু ফেন্টিং ফ্যানসিসটা করে ছিল। আমরা দু'জনে নোজব্লিড নাগেট।

– মা ভাবে আমরা দু'জনে লড়াই করছি। জর্জ বললো।

– তোমাদের জোকশপ' এখনও চালু আছে? হ্যারি ভান করে বললো, যেন বোতলের ছিপি ঠিকমত আটকাচ্ছে কিনা দেখছে।

– আমরা অবশ্য এখনও কোনও জায়গা পাইনি, ফ্রেড বললো গলার স্বর আরও কমিয়ে। মিসেস উইসলি এখন ওর মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকছেন ডক্সিদের পুনরায় আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

– আপাতত এখন আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওগুলো ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। গত সপ্তাহে আমরা 'ডেইলি প্রফেটে' অ্যাড দিয়েছি।

– অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে বন্ধু, জর্জ বললো– কিন্তু কিছু ভেব না, মা আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সম্বন্ধে কিছু জানেন না। আজকাল আর ডেইলি প্রফেট

পড়েন না। প্রধান কারণ ডাম্বলডোর সম্বন্ধে মিথ্যে লেখা।

হ্যারি হাসল। উইসলির দুই ছেলেকে জোকশপ খোলার জন্য প্রি-ওইজার্ড টুর্নামেন্ট জিতে ও যে হাজার গ্যালিয়নস প্রাইজ পেয়েছিল সেগুলো ওদের দিয়েছে। আরও খুশি হল মিসেস উইসলি ফ্রেড হ্যারির 'অ্যাম্বিসন' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকার জন্য। মিসেস উইসলি মনে করেন না জোকশপ বানিয়ে তার দুই ছেলে ঠিকমত ক্যারিয়র গড়ে তুলতে পারবে।

ডকসি নির্মূল কাজে সকাল থেকে দুপুর কেটে গেল। মিসেস উইসলি সন্তুষ্ট হয়ে মুখ ঢাকা বড় রুমালটা খুলে নড়বড়ে আর্ম চেয়ারে বসেই বিরক্তি মাখা মুখে উঠে পড়লেন। ভুলে গিয়ে, না দেখেই সিরিয়সের রাখা থলে ভর্তি মড়া ইঁদুরের ওপর বসে পড়েছেন। পর্দার পেছনে তখন আর ডকসিদের ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অনেক স্প্রে করার জন্য ওগুলো মরে পড়ে রয়েছে। কিছু কিছু নিস্তেজও। বালতির পাশেই একটা গামলায় ডকসিদের কাল কাল ডিম রেখে দিয়েছেন। ক্রুক স্যাংকস মাঝে মাঝে বালতি গামলা শুঁকে যাচ্ছে। ফ্রেড আর জর্জ বিজয়ীর দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রয়েছে।

মিসেস উইসলি নিস্তেজ ডকসিদের আর তাদের কাল কাল ডিমের দিকে তাকিয়ে বললেন– এগুলোর সুরাহা লাঞ্চের পরে করা যাবে। তারপর তাকালেন ম্যান্টেলপিসের দু'পাশে দুটো কাঁচ লাগান ক্যাবিনেটের দিকে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে গাদাগাদা বাছাই করা জিনিস। ময়লা হয়ে যাওয়া অনেক রূপোর বাক্স, মরচে ধরা ছোরা, জন্তুদের শুকনো থাবা আর পাকান পাকান সাপের খোলশ। রূপোর ছোট ছোট বাক্সের ডালাতে কিছু লেখা– হ্যারি সেই লেখা পড়তে পারলো না। ওর সবচেয়ে ভাল লাগল একটা অলংকৃত করা ক্রিস্ট্যাল কাচের বোতল। তার মধ্যে রয়েছে তরল রক্ত কোন সন্দেহ নেই।।

আবার ঢং ঢং করে ঘন্টা বেজে উঠল। সকলেই একযোগে মিসেস উইসলির মুখের দিকে তাকাল।

– তোমরা এখানে বস; তোমাদের জন্য স্যান্ডউইচ নিয়ে আসছি। মিসেস উইসলি কড়াভাবে বললো।

দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে মিসেস উইসলি চলে গেল। চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা জানালার ধারে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখার জন্য দাঁড়াল। ওরা শুধু দেখতে পেল উসক খুসক ঝাঁকড়া চুলের একটা মাথা তার ওপর রয়েছে একগাদা কড়াই। এমন ভাবে রাখা যাতে পড়ে না যায়।

– আরে মুন্ডানগাস! হারমিওন বললো– মুন্ডানগাস গাদা গাদা কড়াইগুলো কেন এনছে?

হ্যারি বললো– সম্ভবত একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখতে। যেদিন রাতে

আমাকে পাহারা দেবার কথা সেদিন ও ওই বড় বড় কড়াইগুলো সংগ্রহ করেছে।

ফ্রেড বললো– হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তো ঠিক তো।

সদর দরজাটা কেউ খুলতেই মুন্ডানগাস কড়াই সমেত বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। ফ্রেড বললো– ব্লিমে, মা ওইসব একদম পছন্দ করে।

মিসেস ব্লেক তখন ওর হাঁউমাউ গলা ফাটান চিৎকার বন্ধ করেছে। ফ্রেড আর জর্জ পাশাপাশি দাঁড়াল।

ফ্রেড স্বর নামিয়ে বললো– মুন্ডানগাস, সিরিয়স আর কিংগস্লের সঙ্গে কথা বলছে। তারপর চোখ ছোট ছোট করে বললো– কি যে বলছে কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। 'এক্সটেনডেবল ইয়ার্স'টা নিয়ে আসতে পারলে কেমন হয়? তবে ঝুঁকির ব্যাপার।

জর্জ বললো– আনলে কাজে লাগানো যেতে পারে। ওপরে গিয়ে নিয়ে আসতে পারি।

ঠিক সেই সময়ে নিচের তলা থেকে ভীষণ কানফাটানো এক শব্দ শুনতে পেল। ওদের আর 'এক্সটেনডেবল ইয়ার্স' আনার কোনও প্রয়োজন হলো না। ওরা মিসেস উইসলির প্রতিটি শব্দ পরিষ্কারভাবে শুনতে পেল। মিসেস উইসলি গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছেন।

'আমাদের এখানে চোরাই মাল রাখার জায়গা নয়'।

ফ্রেড বললো– মা যদি অন্য কাউকে এইরকমভাবে বকেন তো শুনতে মন্দ লাগে না। ঘরের দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করল যাতে মিসেস উইসলির গলাস্বর ভালভাবে শোনা যায়। – একটা পরিবর্তন মনে হয়।

– একেবারে অপদার্থ, তুমি কি মনে করছ আমাদের? আমাদের কিছু নেই? তোমার চোরাই মাল এনে বাড়িতে জমা না করলে আমাদের অসুবিধে হবে।

জর্জ বললো– এখন আমাদের মধ্যে কেউ মার কাছে গিয়ে শান্ত করা দরকার। তা না হলে চিৎকার থামার কোনও সম্ভাবনা নেই। মুন্ডানগাস তোমাকে পাহাড়া না দিয়ে পালিয়েছিল। মা ওর ওপর অসম্ভব রেগে আছেন। তারপরই যোগ হচ্ছে সিরিয়সের মায়ের কানফাটা আর্তনাদ আর ডুকরে ডুকরে কান্নার শব্দ।

কথাগুলো জর্জ হ্যারিকে বললো।

নতুন করে সিরিয়সের মায়ের প্রোট্রেট থেকে চিৎকারে মিসেস উইসলির গলার স্বর কম শুনতে পাওয়া গেল।

জর্জ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাবে ঠিক সেই সময় এক বেঁটে খাট লোক ঘরে ঢুকল। ও শুধুমাত্র একটা কাপড়ের টুকরো লজ্জা নিবারণের জন্য পরে আছে। খুব বৃদ্ধ। গায়ের চামড়া ঝুলে গেছে। মাথার চাঁদিতে গোল টাক। শুধুমাত্র

পেছনে আর রগের দিকে কাচা-পাকা চুল। বাদুড়ের মত ওর দুটো কান। চোখ দুটো জলে ভরা লাল। ওর নাকটা শুয়রের মত শুধু নয় বেশ লম্বা।

বেঁটেখাট লোকটা কারও দিকে না তাকিয়ে (যেন কাউকে দেখেনি) ঘরে ঢুকেছে। ও ওর পিঠের বিরাট কুঁজ নিয়ে কোলাব্যাঙ্গের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের এক কোণে গেল। বিড়বিড় করছে, কিছু বলছে, 'নালির মত দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, আদাপ্রান্ত অসৎ- অপরাধী- রক্তলোভী বিশ্বাসঘাতক, যদি জানতো আমার মালকিনের বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে। হায়রে আমার অভাগা মালকিন, যে সব গাঁজলা ওরা ওর বাড়িতে এনেছে, তাহলে ও বুড়ো ক্রেচারকে কি ছেড়ে দিত? কি লজ্জা! কি লজ্জা! রক্ত চোষা বাদুড় আর নেকড়ে বাঘের মত লোকেরা আর বিশ্বাসঘাতকরা, চোরেরা। বেচারা বুড়ো ক্রেচার... ও কি করতে পারে?

ফ্রেড খুব জোরে জোরে বললো– হ্যালো ক্রেচার। কথাটা বলে ফ্রেড দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বেঁটে এলফটা (গৃহ ডাইনী) থেমে গেলো, বড় বড় করা চোখ বন্ধ করে আশ্চর্য হয়েছে এমন দৃষ্টিতে তাকাল।

ক্রেচার তখনও ইয়ং মালিকটিকে দেখেনি। পিছন ফিরে মাথা নত করল ফ্রেডের দিকে ফিরে; কার্পেটের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে ও বললো– নোংরা বিশ্বাসঘাতকের ছেলে ...ও।

জর্জ বললো– খুব দুঃখিত, তোমার শেষের কথাটার মানে ঠিক ধরতে পারলাম না।

– ক্রেচার কিছু বলেনি; বেঁটে লোকটা বললো। দ্বিতীয়বার আবারও জর্জকে অভিবাদন করল। গলার স্বর নামিয়ে আরও বললো– আরও দুটো যমজ, অস্বাভাবিক ছোট জন্তু তারা।

হ্যারি বুঝতে পারে না হাসবে কি হাসবে না। বেঁটে লোকটা সোজা হয়ে যতটা পারল দাঁড়াল। ওদের দিকে হিংসুটের দৃষ্টিতে তাকাল। মনে হল ওরা ওর শেষ কথা শুনতে পায়নি। বিড় বিড় করেই চলল ক্রেচার।

'আর ওই মাড ব্ল্যাডটা, পেতলের মত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হায় যদি আমার মালকিন জানতে পারত, ওহ্ হ্ তাহলে কতো কাঁদত, আরও একটা নতুন ছেলে। ক্রেচার ওর নাম জানেন না। ও এখানে কেন এসেছে? ক্রেচার জানে না'।

–'এর নাম হ্যারি, ক্রেচার, হারমিওন বললো– 'হ্যারি পটার'।

ক্রেচারের বিষণ্ন চোখ বড় বড় হয়ে যায়– আগের চেয়ে আরও দ্রুতগতিতে বিড়বিড় করতে থাকল।

– মাড ব্লাড ক্রেচারের সঙ্গে কথা বলছে যেন ও আমার বন্ধু। ক্রেচারের মালিক যদি ওকে এই অবস্থায় দেখে, ওহ্হ তাহলে তিনি কি বলতেন।

রন আর জিনি খুব রেগে গিয়ে বললো– এই ওকে মাড-ব্লাড বলবে না বলে দিচ্ছি।

হারমিওন ফিস ফিস করে বললো– তাতে কিছু যায় আসে না। ওর মাথার ঠিক নেই। কি বলছে না বলছে নিজেই জানে না।

- হারমিওন অযথা নিজেকে খেলো করবে না। ও জানে খুব ভাল করেই জানে ও কি বলছে, ফ্রেড বললো ক্রেচারের দিকে অপছন্দের দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

ক্রেচার তখনও হ্যারির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে চলেছে।

– সত্যি? সত্যি ও হ্যারি পটার? ক্রেচার দেখতে চায় ওর কপালের কাটা দাগ! যদি থাকে তাহলে ঠিক। ওই ছেলেটাইতো ডার্ক লর্ডকে থামিয়েছিল। ক্রেচার ভেবে কুল পায় না কেমন করে ওইটুকু ছেলে–

ফ্রেড বললো– আমরা কিন্তু নই ক্রেচার।

জর্জ বললো– সত্যি করে বলতো তুমি কি চাও?

– ক্রেচার ঘর দোর সাফ করতে এসেছে; কথা ঘোরায় ক্রেচার।

– একটি সম্ভাব্য ঘটনা' হ্যারির পেছন থেকে কে যেন বললো। দেখল সিরিয়স একতলা থেকে ফিরে এসেছে। দরজার গোড়া থেকেই ও তীব্র দৃষ্টিতে ক্রেচারের দিকে তাকালেন। হল থেকে আর গোলমাল চেচামেচির শব্দ শোনা গেল না। খুব সম্ভব মুন্ডাগাস আর মিসেস উইসলি কিচেনে গিয়ে কথা বলছে।

মুন্ডানগাসকে দেখেই ক্রেচার এমনভাবে নত মস্তকে অভিবাদন করল যে ওর মোটা শুয়রের মত নাকটা মেঝেতে ঠেকে গেল।

– সোজা হয়ে দাঁড়াও, সিরিয়স হুংকার দিয়ে বললো– বল এখানে তুমি কি করতে এসেছ?

– ক্রেচার ঘর সাফ করতে এসেছে; বেঁটে লোকটা বললেন– ক্রেচার অন্ধকারাচ্ছন্ন নোবল বাড়িতে বেঁচে রয়েছে শুধু সেবা করার জন্য।

– করছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়িটা আরও নোংরা আর ময়লা হয়ে যাচ্ছে।

ক্রেচার আবার অভিভাবদন করে বললো– মালিক সব সময় ক্রেচারের জোক বুঝতে পারে না। তারপর গলার স্বর কমিয়ে বললো– মালিক একজন অকৃতজ্ঞ, নোংরা লোক। ও তার মায়ের মনে কষ্ট দিয়েছে।

সিরিয়স বললো– ক্রেচার আমার মায়ের হৃদয়– মন বলে কিছু ছিল না। সারা জীবন ঘৃণা সঞ্চয় করে বেঁচে ছিল। ক্রেচার আবার অভিবাদন করল। ও আমার মালকিন, এই মালিক তার মায়ের জুতোর কাদা সাফ করার যোগ্য নয় ও আমার মালকিন। যদি দেখে ক্রেচার একে সেবা করছে, তাহলে তুমি ক্রেচারকে কতটা ঘেন্না করবে, ক্রেচার কতোটা হতাশ হবে ...!

সিরিয়স বললো– আমি জানতে চাই তুমি কেন এখানে এসেছ। প্রতিবারই

তুমি কাজ করার ভান দেখাও। এক্ষুণি তুমি এ ঘর থেকে তোমার ঘরে চলে যাও, আমাকে যেন তোমায় গলাধাক্কা না দিতে হয়।

– ক্রেচার ওর জায়গা থেকে একচুলও নড়বে না, এটা আমার মালিকের বাড়ি। মালকিন একটুও বরদাস্ত করবে না যদি পর্দাগুলো ফেলে দেওয়া হয়। কিছুতেই ফেলতে দেবো না।

সিরিয়স বিপরীত দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বললো– যা ভেবেছি তাই। ক্রেচারের দিকে ঘৃণ্য দৃষ্টিতে তাকালেন– ওকে দেখছি আর একটা স্টিকিং জাদু পরদা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। দু'দিকেই... জানি না আমি রেহাই পাব কি না, তবু আমাকে পেতেই হবে। ক্রেচার তুমি এখান থেকে বিদায় হও।

ক্রেচার বিড় বিড় করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আজকাবান থেকে ফিরে ক্রেচারকে আদেশ করছে। ও আমার অভাগা মালকিন, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না ফেনিয়ে ওঠা অপদার্থরা এখানে অধিষ্ঠান করেছে। আপনার সব বিষয় সম্পত্তি লুটেপুটে খাচ্ছে। আপনি হলফ করে বলেছেন ও আপনার ছেলে নয়। ও আবার ফিরে এসেছে, সকলে বলে ও খুনী, হত্যাকারী।

সিরিয়াস দরজাটা দরাম করে বন্ধ করে বললো– তুমি যদি চুপ না করো তো সত্যিই খুনী হব!

হারমিওন কাকুতি করে বললো– সিরিয়স ওর মাথার ঠিক নেই। আমার মনে হয় ও যা বলছে তার মানে বিন্দুবিসর্গ বোঝে না।

– ও অনেক বছর এখানে নিছক একলাটি ছিল। মায়ের প্রোট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে পাগল পাগল আদেশ নিত, আপন মনে কথা বলত কিন্তু ও খুব সুবিধের লোক নয়।

– আপনি যদি ওকে এখান থেকে ছেড়ে দেন তাহলে আশা করা যায় স্বাভাবিক হবে; হারমিওন বললো।

সিরিয়াস কাঠখোট্টাভাবে বললেন– ওকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। ও 'অর্ডারের' নাড়ি নক্ষত্র জানে। তাছাড়া আকস্মিক আঘাতে মারাও যেতে পারে। তুমি ওকে এখান থেকে চলে যেতে বল, দেখ কি জবাব দেয়, তোমার উপদেশ কিভাবে নেয়।

ক্রেচার যে পরদাগুলো ফেলে না দিয়ে ঠিকমত রাখার কথা বলেছিলেন সেগুলোর দিকে সিরিয়স এগোলে, হ্যারি আর অন্যরা তার পিছু পিছু চলল।

পরদাগুলো শুধু জীর্ণ ময়লা নয় শতছিন্ন। ফুটোফুটো দেখে মনে হয় বিষাক্ত ডকসিরা চিবিয়ে চিবিয়ে শেষ করে দিয়েছে। তাহলেও সোনার সুতোতে এমব্রয়ডারী করা জায়গাগুলো এখনও চকচক করছে। বিরাট এক পরিবারের ছবি (ফ্যামিলি ট্রি) তার তলায় সাল তারিখ লেখা। হ্যারির দেখে মনে হলো ওটা মধ্য

যুগের। পরদার ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা

দ্য নোবল অ্যান্ড মোস্ট এনসিয়েন্ট হাউজ অব ব্ল্যাক
'টাউজোর্স পার'

পর্দার তলায় ব্ল্যাক পরিবারের সদস্যদের খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হ্যারি সিরিয়সকে বললো– 'ফ্যামিলি ট্রিতে' আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না।

– ছিলাম। ওই যে, পোড়া দাগটা দেখছ ওখানে ছিলাম। ষোল বছর বয়সে আমি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম। মা তখন আমার ওপর রাগ করে ওখানে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছিলেন: এক নিশ্বাসে সিরিয়স বললেন।

– বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছিলেন?

– বললাম যে বাধ্য হয়ে। আমার বয়স তখন ষোল হবে।

– হ্যারি একদৃষ্টে সিরিয়সের দিকে তাকিয়ে বললো– কোথায়?

– সিরয়স বললেন– তোমাদের বাড়ি। তোমার দাদু-ঠাকুমা আমাকে নিজের দ্বিতীয় পুত্রের মত ভালবাসতেন। তোমার বাবা আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সতের বছর বয়সে আমার নিজস্ব একটা আস্তানা জুটে গেল। আমার এক কাকা আলফার্ডের দৌলতে। মৃত্যুকালে আমার জন্য অনেক অর্থ দিয়ে গেছিলেন। যাইহোক তারপর থেকে আমার আর কারও সাহায্য-টাহায্য বড় একটা নিতে হয়নি। প্রতি রোববারে তোমার বাবা মা আমাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করতেন। বাড়ির লোকদের আমি হেট করতাম।.কথাটা শেষ করে সিরিয়স ওর একটা হাত ফ্যামিলি ট্রির তলায় চেপে বললো– রেগুলাস ব্ল্যাক'। জন্ম-মৃত্যুর সাল লেখা আছে। ও আমার চেয়েও ছোট ছিল। 'খুব ভাল ছেলে'– এই কথাটা বার বার আমাকে শুনতে হত।

– ও মারা গেলো, হ্যারি বললো।

– হ্যাঁ। মূর্খ এক নম্বরের মূর্খ। ও ডেথ-ইটারদের দলে নাম লিখিয়েছিল।

– ঠাট্টা করছেন?

– হ্যারি তোমার কি বুঝতে বাকি আছে আমাদের পরিবারটা কি ধরনের জাদুকর?

– আপনার বাবা- মাও ওদের দলে ছিলেন?

– না না না মোটেই না। আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার। তবে তারা মনে করতেন ভোল্ডেমর্ট যা করছে, ঠিকই করছে। ওরা সকলেই জাদুকরদের শুদ্ধি করণের পক্ষে ছিলেন। মাগল জন্ম সূত্র থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন। ওই রকম ইচ্ছা তাদের একার ছিল না। আরও কিছু লোকের ছিল। ভোল্ডেমর্ট তার আসল রূপ দেখাবার আগে ভাবত ও যা করতে চায় বা করছে তাতে কোনও ভুল নেই।

ওর অনুগামীরা কিছুদিন পর লক্ষ্য করল ভোল্ডেমর্ট ক্ষমতা পাবার জন্য লড়াই করছে। আমার বাবা- মা ভাবতেন রেগুলাস একজন ছোট হিরো।

– ওকে কি একজন অরোর হত্যা করেছিল?

সিরিয়স বললেন– না না। ওকে ভোল্ডেমর্ট হত্যা করেছিল। মানে কাউকে দিয়ে নয়, নিজেই। ভাইয়ের মৃত্যুর পর খবরটা পেয়েছিলাম। ভোল্ডেমর্ট এমন সব কাজ ওকে দিয়েছিল তা করতে ওর মন সায় দেয়নি, ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি শত ভয় দেখালেও ভোল্ডেমর্টের কাছে নত হবে না। সেটা হবে ক্রীতদাস হওয়া, নয়ত মৃত্যু।

'লাঞ্চ'– ওরা মিসেস উইসলির কথা শুনতে পেল। মিসেস উইসলি জাদুদণ্ডটা উঁচু করে তার ওপর তুলে ধরে । বিরাট ট্রে ভর্তি স্যান্ডউইচ ও কেক। মুখ দেখলেই বোঝা যায় অসম্ভব রেগে আছেন। ঘরের সকলেই তার দিকে খাবার নেবার জন্য এগিয়ে গেল, কিন্তু হ্যারি না গিয়ে সিরিয়সের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। সিরিয়স তখনও পর্দার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

– বহুদিন, বহু বছর আমি আমাদের ফ্যামিলি ট্রির সামনে দাঁড়াইনি। ওইটে হচ্ছে আমার গ্রেট- গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ফিনিয়েস নিগেইলাস। দেখতে পাচ্ছ? হোগার্টস স্কুলের একজন প্রখ্যাত হেডমাস্টার ছিলেন। অ্যারামিনতা মেলিফ্লুয়া আমার মায়ের চাচাতো বোন– জাদু মন্ত্রণালয়ে বিল এনে মাগল হান্টিং আইনত সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। আমার প্রিয় আন্ট ইল্লাডোরা, তিনি বাড়ির রক্ষক (গৃহডাহী)দের মাথা কাটা পারিবারিক প্রথা হিসাবে চালু করেছিলেন, যখন তারা অতি বৃদ্ধ, শক্তিহীন হয়ে পড়ত। এত শক্তিহীন, একটা ট্রে যখন তাদের হাতে ধরার ক্ষমতা থাকতো না। তাইতো টংকসকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

আমাদের পরিবারের লোকেরা যা বলবে তা করতে ক্রেচার বাধ্য। আমাদের পরিবার টংকসকে মান্যতা দেয়নি, তার জন্য ক্রেচারকে আদৌ মানতে চায় না।

– টংকস আপনার আত্মীয়? হ্যারি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল।

– হ্যাঁ। ওর মা আনড্রোমিডা আমার অতিপ্রিয় কাজিন ছিলেন। পর্দাটার কাছ থেকে দেখতে দেখতে সিরিয়স বললেন– কই অ্যানড্রোমিডাকে দেখতে পাচ্ছি না তো!

এই দেখ।

হ্যারি দেখল সিরিয়স আঙ্গুল দিয়ে রেখেছে যেখানে সেখানেও পোড়া দাগ।

বেল্লাট্রিকস আর নারসিসার মাঝে আরও একটা ছিদ্র দেখালেন। অ্যান্ড্রোমিডাসের বোনেরা আজও এখানে আছে কারণ ওদের সম্মানীয় পিওর ব্লাডের মাগল পরিবারে জন্ম, কিন্তু অ্যান্ড্রোমিডা বিয়ে করে ছিল এক মাগল টেড টংসকে। তাই?

সিরিয়াস কথাগুলো শেষ করেই জাদুদণ্ড দিয়ে পর্দাটা ঘুরিয়ে হাসলেন। হ্যারি কিন্তু হাসল না। ও অ্যান্ড্রোমিডাসের পোড়াদাগের ডানধারের নামগুলো খুব মনোযোগ দিতে দেখতে লাগল। নারসিসা ব্ল্যাকের তলায় দুটি সোনার লাইন। তারই সঙ্গে লুসিয়াস মালফয়। সোনার লাইন টেনে তাদের নামের পর ড্রেকোর নাম।

– আপনি ম্যালফয়ের আত্মীয়?

– 'পিওর রক্তের' পরিবারের সদস্যদের একে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তা আছে। সিরিয়স বললেন। তুমি যদি তোমার ছেলে মেয়েদের (পিওর ব্লাড) শুদ্ধ রক্তের ছেলে- মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাও তো একটু অসুবিধে আছে। সংখ্যায় তারা কম। বিবাহ সূত্রে মল্লী আর আমি কাজিন, আর্থার আমার সেকেন্ড কাজিন। সেইসব কথা ভাবা বা চিন্তা করার কোনও মানে হয় না। যদি কেউ 'রক্ত সম্বন্ধীয় বিশ্বাসঘাতক' হয় তাহলে সে গন্য হতে পারে উইসলি।

হ্যারি অ্যান্ড্রোমিডাসের বাঁ ধারের নামগুলো দেখছিল: বেল্লাট্রিক্স ব্ল্যাক, যার নামের তলায় রডফালস লেস্ট্রেঞ্জের সঙ্গে দুটো লাইন দিয়ে যুক্ত।

– লেস্ট্রেঞ্জ! হ্যারি জোরে জোরে বললো। নামটা যেন ওর খুবই পরিচিত, তাহলেও ঠিক মনে করতে পারল না।

মনে না আসার চাপটা সারা শরীরে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পেটের মধ্যে অদ্ভুত এক শিরশিরে ভাব অনুভূতি হয়।

– ওরা এখন আজকাবানে; সিরিয়স বললেন।

হ্যারি ওর দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকায়।

সিরিয়স আগের মত রূঢ়ভাবে বললেন– বেল্লাট্রিক্স আর ওর স্বামী রডলফাস জুনিয়র বার্টি ক্রাউচের সঙ্গে এসেছিল। রডলফাসের ভাই রাবাস্টন ওদের সঙ্গে ছিল। কথাটা শোনার পর হ্যারির মনে পড়ে গেল ও বিল্লাট্রিক্সকে ডাম্বলডোরের পেনসিভে দেখেছে। যেখানে চিন্তা আর মেমরি স্টোর করে রাখা যায়, এক লম্বা ডার্ক মহিলা, বড় বড় পাতাওয়ালা চোখ। ও তার বিচারের সময় তার লর্ড ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে বহুদিনের আনুগত্য গর্বের সঙ্গে স্বীকার করে ছিল। ভোল্ডেমর্টের পতনের ও তার দণ্ড শেষ হবার পর ভোল্ডেমর্টকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছিল। আশা করেছিল তার আনুগত্যের জন্য একদিন না একদিন ও পুরস্কৃত হবেই।

–আপনি তো কখনোই বলেননি ও আপনার...।

– ও আমার কাজিন হলে কি আসে যায়? সিরিয়স বললেন। আমার সঙ্গে, আমার পরিবারের সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই। মনেও করি না, কখনই না। তোমার মত যখন আমার বয়স তখন থেকেই আর ওদের দেখতে পাইনি। তুমি কি মনে কর ওদের মত আত্মীয় থাকার জন্য আমি গর্বিত?

– সত্যি দু:খিত, হ্যারি বললো– আমি তা বলিনি, আমি একটু আশ্চর্য হয়েছি।

– তাতে কিছু যায় আসে না। তোমার দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই; সিরিয়স অস্পষ্টভাবে বললেন। তারপর পর্দার কাছ থেকে সরে এসে পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে বসার ঘরটা দেখতে দেখতে বললেন, আমি কখনই ভাবিনি আবার এই বাড়িতে এসে গেঁথে যাব।

হ্যারি সিরিয়সের সব কথা ভালভাবেই বুঝতে পারে। নিজের কথা ভাবল, বড় হয়ে আবার যদি ওকে প্রাইভেট ড্রাইভে ফিরে যেতে হয় তাহলে সিরিয়সের মতই মনের অবস্থা হবে।

সিরিয়স বললেন– এই বাড়িটা সদর দপ্তরের পক্ষে আদর্শ। আমার বাবা যখন এখানে থাকতেন তখন সব রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তো মাগলরা যেন চেয়েছিল কিন্তু সুবিধে করতে পারেনি। এখন ডাম্বলডোর সুরক্ষার পাকাপাকি ব্যবস্থা করেছেন। এর চাইতে কোনও নিরাপদ জায়গা থাকতে পারে না। ডাম্বলডোর অর্ডারের সবচেয়ে সুদক্ষ পরিচালক। কেউ বা কারও পক্ষে আমাদের সদর দপ্তর খুঁজে বার করা অসম্ভব– যদি না ডাম্বলডোর ব্যক্তিগতভাবে কাউকে বলেন। যে চিরকুটটা মুডী তোমায় গতকাল দেখিয়েছিল সেটা ডাম্বলডোরের নিজের হাতে লেখা। সিরিয়স হাঁঃ হাঁঃ করে হাসলেন – যদি আমার বাবা মা এইভাবে ব্যবহার দেখতে পেতেন। আমার মায়ের পোর্ট্রেট তার কিছু আইডিয়া দিতে পারবে।

সিরিয়স সামান্য সময় চুপ থেকে খুব বড় দেখে নিঃশ্বাস ফেলল।

– আমি যদি বাইরে বেরিয়ে মাঝে মাঝে কিছু কিছু কাজ করার দায়িত্ব পাই তাহলে খুশি হব। আমি ডাম্বলডোরকে তোমার শুনানির সময় তোমার সঙ্গে যেতে পারি কিনা জিজ্ঞেস করেছি। তোমাকে একটু নৈতিক সমর্থন দেওয়া আর কি। তুমি কী মনে কর?

হ্যারির মনে হল ওর পাকস্থলী ময়লা ভর্তি কার্পেট ভেদ করে ডুবে গেলো। গতকাল এখানে আসার পর একবারও শুনানির কথা মনে হয়নি। সেই দূর্ভাবনাটা, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত লোকজনের সঙ্গে দ্যাখা হওয়া, কথাবার্তা বলতে বলতে মনের মধ্যে থেকে উবে গিয়েছিল। দেখল ওর বন্ধুরা পরমানন্দে স্যান্ডউইচ চিবুচ্ছে।

হ্যারি শান্তভাবে বললো– ওরা যদি আমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করে, তাহলে কী এখানে এসে আপনার কাছে থাকতে পারি?

সিরিয়স বিষণ্ন মুখে হাসল। তখন দেখা যাবে।

– আমায় যদি আবার ডার্সলিদের কাছে ফিরে যেতে না হয় তাহলে আমি মনে বল পাই। হ্যারি আবার ওর মনের কথা বলে।

– মনে হয় তুমি এখানে থাকলে ওদের খারাপ লাগতে পারে।

মিসেস উইসলি তাড়া দেয়– তোমরা এতো দেরি করলে কিছুই খাবার পড়ে থাকবে না। সিরিয়স আর হ্যারি ওদের সঙ্গে খাওয়াতে যোগ দিল।

একটা ছোট রূপোর নস্যির কৌটা সরাতে গিয়ে হ্যারির আঙ্গুল কেটে গেল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কাটা জায়গাটা ফূলে উঠল।

সিরিয়স ফোলা হাতটা দেখতে দেখতে বললেন– ঠিক আছে। কথাটা বলে ওর হাতের ওয়ান্ড দিয়ে কেটে যাওয়া জায়গাটি ছোঁয়াতে ওর ফোলাটা কমে গেল, মনে হয় এর মধ্যে ওয়ার্টক্যাপ পাউডার ছিল।

সিরিয়স কৌটাটা যেখানে ময়লা জমা করা ছিল সেখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

হ্যারি দেখল জর্জ ওর হাতটা কাপড়ে মুড়ে কৌটোটা তুলে নিয়ে যে পকেটে মড়া ডক্সীগুলো ভর্তি করে রেখেছিল তার মধ্যে সযত্নে রেখে দিল।

ওদের চোখে পড়ল অতি কুৎসিত দেখতে একটা রূপোর টুইজার। অনেকগুলো তার পা। হ্যারি হাত দিতেই মাকড়সার মত সেটা ওর হাতে উঠতে লাগল। ওঠার সময় হ্যারির হাতের চামড়ায় আঁচড় কেটে দিল। সিরিয়স দেখতে পেয়ে হ্যারির হাত থেকে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে 'নেচার নোবিলিটি অব উইজার্ড জেনেলজি' নামক মোটা বইটা দিয়ে সেটা ভেঙে দিলেন। একটা 'মিউজিক্যাল বক্স'-এ হাত দিতেই ওটা বেজে উঠল। সুরটা ওদের কানে ঢুকতেই ওদের ঘুম এসে গেল। জিনি দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে বাক্সের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল। একটা খুব ভারি লকেটের বাক্স ওরা খুলতে পারল না। পুরনো দিনের অনেক সিলমোহর দেওয়া ধূলো ভর্তি বাক্স, তার মধ্যে রয়েছে অ্যন অর্ডার অফ মারলিন, ফার্স্ট ক্লাস (সিরিয়সের দাদুকে দিয়েছিল, মন্ত্রণালয়ে ভাল কাজের জন্য) এই সব টুকিটাকি জিনিস।

সিরিয়স মেডেলটা নোংরা ময়লা আবর্জনা ভর্তি থলেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন– তাহলে অনেক সোনা উৎকোচ দিয়েছিলেন।

অনেকবার ক্রেচার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে টুঁ মেরে গেল। দু'একটা জিনিসও লুকিয়ে লয়েন ক্লথে ঢেকে নিয়ে গেল। নিয়ে যাবার সময় বিড়বিড় করে অভিসম্পাত দিয়ে গেল। সিরিয়স যখন ওর মুঠোর মধ্যে একটা সোনার আংটি নিয়ে মোচড় দিলেন। ক্রেচার সেটা দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ঘর থেকে চলে গেল। বিশ্রিভাবে সিরিয়সকে কিছু বললো আগে কখনও ওই রকম কথা হ্যারি শোনেনি।

আংটিটা আমার বাবার।

– ক্রেচার আমার বাবার কথা-টথা বেশি শুনতো না, মার কথাতেই চলত। গত সপ্তাহে ওকে আমার বাবার এক জোড়া পুরনো ট্রাউজার লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। মিসেস উইসলি মনে হয় কিছুদিন কাজের লোকদের খুব কাজ করিয়ে নেবে। ড্রইং রুমটাতো জীবাণুমুক্ত করতে তিনটে দিন লেগেছে। সবশেষে

একমাত্র আজেবাজে অপ্রয়োজনীয় জিনিস ঘরের পর্দাটা, যাতে ব্ল্যাক পরিবারের 'ফ্যামিলি ট্রি' আছে। ওটা দেয়াল থেকে সরানোর সবরকম চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি নড়বড়ে লেখার ডেস্কটা। মুডি তখনও সদর দপ্তরে আসেননি, তাই কেউ জানে না ভেতরে কি আছে।

ওরা ড্রইংরুম থেকে একতলার ডাইনিং রুমে গেল। দেখল বড় বড় মাকড়সা থালাবাটির ওপর অবাধে ঘুরছে। (রন এককাপ চা বানিয়ে খাবার জন্য ঘর থেকে তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে ফিরল দেড় ঘণ্টা পর)।

কাল এমব্রস করা চিনেমাটির বাসন-পত্র সিরিয়স জমা করে রেখেছিল ফেলে দেবার জন্য। রংচটা রূপোর ফ্রেমে বাধান ফটোগ্রাফগুলোর একই অবস্থা। ফ্রেমের কাঁচগুলো ভেঙে গেছে।

স্নেইপ বলেন ওরা ঘর বাড়ির ময়লা- জঞ্জাল সাফ করছে কিন্তু হ্যারির মনে হয় ওরা সাফ করার নামে যুদ্ধ করছে। ক্রেচার পরোক্ষে তাই বলে।

ওরা যখন কাজ করে তখন ফাঁকে ফাঁকে ক্রেচার আসে। ওর নিজের মনে কথা বলা, বিড়বিড় করা যেন বেড়েই চলেছে। থলেতে যা কিছু পায় নিয়ে চলে যায়। সিরিয়স ওকে একটু যেন বেশি বকে। ভয় দেখালে জল ভরা চোখে তাকিয়ে থেকে বলে 'মালিক যা বলবে সিরিয়স তাই করবে'। তারপর চলে যাবার সময় উঁচু গলায় বলে, মালিক ক্রেচারকে তাড়াতে পারবে না– কখনই না, ক্রেচার জানে তারা এখন কি করছে। ডার্ক লর্ডের বিরুদ্ধে মাডব্লাড চক্রান্ত করছে, বিশ্বাসঘাতক আর নোংরা-গেঁজলা ওঠা মানুষদের সঙ্গে এক হয়ে।

কথাটা শুনে হারমিওনের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সিরিয়স ওর নেংটির কোমরের বাঁধনটা ধরে ঘর থেকে বার করে দিলেন।

দরজার ঘণ্টি দিনের মধ্যে বার বার বাজে। সিরিয়সের মায়ের চিৎকার-আর্তনাদের সূচনা। হ্যারি, রন ওরা সেই চিৎকার শুনলে মিসেস উইসলি ওদের ডেকে ময়লা জঞ্জাল সাফ করার কাজ দিয়ে দেন। স্নেইপও বার বার বাড়ির বাইরে যান আবার ফিরে আসেন। স্নেইপের সঙ্গে হ্যারির মুখোমুখি দেখা হয় না। মাঝে মাঝে ওর প্রফেসর ম্যাগগোনালের সঙ্গে দেখা হয়। খুবই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, মাগল ড্রেস আর কোট পরে থাকেন, মনে হয় আরও বেশিদিন বেঁচে থাকতে চান। মাঝে মাঝে অতিথিরাও আসে সাহায্য করতে। টংকসও আসে। মুন্ডানগাস এলে মিসেস উইসলি রেগে যান।

সব ঠিক আছে কিন্তু রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, ও দেখে অন্ধকার করিডর। তালাবন্ধ ঘরের দুঃস্বপ্ন দেখলেও হ্যারি ওর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আনন্দে দিন কাটায়। ঠাট্টা-ইয়ার্কি নানা গল্প গুজব করে। উইসলি ওদের স্বভাবসিদ্ধ বকাবকি করে, সেটা ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে। তবুও যখনই ও ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে

পড়ে, সিলিং-এ অস্পষ্ট কালো কালো ছায়া ঘুরে বেড়াতে দেখে। মিনিস্ট্রির হিয়ারিং-এর কথা মনে হলেই ও ম্রিয়মান হয়ে যায়। সুচ ফোঁটানোর ভয় ওর শরীরে বিধতে থাকে। ভাবে স্কুল থেকে বিতাড়িত হলে ও কি করবে। কথাগুলো ও রন হারমিওনের কাছে সব সময়ে বলে না। ও লক্ষ্য করেছে ওরা ওকে দেখে ফিস ফিস করে কথা বলে, ওর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়। তাছাড়া মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে মুণ্ডহীন মিনিস্ট্রির অফিসিয়ালরা হাতের ডাণ্ডা ঠুকে ঠুকে বলেন, 'ডার্সলিদের কাছে ফিরে যাও।'

বুধবার রাত্রে ডিনারের সময় উইসলি ওকে ডেকে যা বললো তা শুনে হ্যারির পেটের ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠল। মিসেস উইসলি গম্ভীর হয়ে বললেন আগামীকালের জন্য তোমার সবচেয়ে ভাল জামা-কাপড় প্রেস করে দিয়েছি হ্যারি, আজ রাতেই চুলে সাবান দেবে, ভাল করে স্নান করবে। প্রথম দর্শন ভাল হলে অনেক কাজ ভাল হয়। তোমাকে তো মিনিস্ট্রিতে যেতে হবে।

রন, হারমিওন, ফ্রেড, জর্জ আর জিনির কথা বন্ধ হয়ে গেল। ওরা সকলেই হ্যারির দিকে তাকাল। হ্যারি মিসেস উইসলির নির্দেশ শুনে মাথা নাড়ল, অর্ধসমাপ্ত চপটা খেতে লাগল। ওর মুখের ভেতরটা শুকনো হয়ে গেল, চপটা ভাল করে চিবুতে পারল না।

– কেমন করে ওখানে যাব? হ্যারি মিসেস উইসলিকেও জিজ্ঞেস করে। মিসেস উইসলি বললেন– আর্থার তোমাকে নিয়ে যাবে।

মি. উইসলি ওদের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছিলেন, হ্যারিকে সাহস যোগাবার জন্য বললেন– তুমি আমার অফিসে অপেক্ষা করবে, ডাক পড়লে তুমি যাবে।

হ্যারি সিরিয়সের মুখের দিকে তাকাল; কিন্তু সিরিয়স কিছু বলার আগে মিসেস উইসলি বললেন; প্রফেসর ডাম্বলডোর বলেছেন, সিরিয়সের সঙ্গে তোমার মন্ত্রণালয়ে না যাওয়াই ভাল; আমি অবশ্যই কিছু বলিনি।

– হ্যাঁ তিনি যথার্থ বলেছেন; সিরিয়স মুখ বাদন করে হেসে বললো।

মিসেস উইসলি ঠোঁট দিয়ে জিব ভেজালেন।

হ্যারি বললো– ডাম্বলডোর আপনাকে কখন বললেন? কথাটা বলে সিরিয়সের দিকে তাকাল।

– গতরাতে এখানে এসেছিলেন, তোমরা তখন ঘুমুচ্ছিলে।

সিরিয়স ওর কাঁটা চামচ একটা সেদ্ধ আলুতে বিঁধিয়ে দিলেন। হ্যারি মুখ নিচু করে প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওর মন বিষাদে ভরে উঠল। আগামীকাল ওকে শুনানির জন্য যেতে হবে, অথচ ডাম্বলডোর এখানে এসেও ওর সঙ্গে কথা বললেন না।

সপ্তম অধ্যায়

দ্য মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিক

হ্যারির পরদিন সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, মনে হলো কেউ যেন ওর কানের কাছে মুখ এনে তীব্র স্বরে কিছু বললো। কয়েক সেকেন্ড ও কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। শৃঙ্খলা ভাঙার অভিযোগ, তার শুনানি ও শাস্তির সম্ভাবনা ওর মাথায় ঘুরতে লাগল। মানসিক যন্ত্রণা যেন বেড়েই চলল। বিছানায় শুয়ে থাকা অসহ্য মনে হল। ও বিছানা ছেড়ে উঠে চশমা পরল। মিসেস উইসলি জীনস, টি শার্ট ওর বিছানার পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। হ্যারি তাড়াতাড়ি সেগুলো পরে নিল। দেওয়ালে টাঙ্গান ছবিগুলো যেন ওকে দেখে বিদ্রূপ করে উঠল।

রন মুখটা খুলে আঁকাবাঁকা হয়ে শুয়ে ঘুমে অচেতন। হ্যারি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করল। রনের ঘুম ভাঙলো না। কে জানে আর হয়তো রনের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকবে না! হোগার্টস স্কুল থেকে বহিষ্কারের পর স্কুলে ওর সঙ্গে পড়াশুনা করতে পারবে না।

হ্যারি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে কিচেনের দিকে এগোল। নামার সময় ক্রেচারের পিতৃপুরুষদের মাথাগুলোর দিকে তাকাতেই হল।

ও কিচেনে ঢোকার আগে ভেবেছিল সেখানে কেউ থাকবে না; কিন্তু বাইরে থেকে কথাবার্তা কানে এল। দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখল মি. উইসলি, মিসেস উইসলি, টংকস, লুপিন, সিরিয়স বসে রয়েছেন। ওরা যেন ওর আসার প্রতীক্ষা করছিলেন। মিসেস উইসলি ছাড়া সকলেই বাইরে যাবার জন্য জামা-কাপড় পরেছেন। মিসেস উইসলি পরেছেন বেগুনি রঙের ড্রেসিং গাউন। হ্যারিকে দেখে বলতে গেলে লাফিয়ে উঠলেন মিসেস উইসলি।

– ব্রেকফাস্ট, মিসেস উইসলি জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি উনুনের কাছে

গিয়ে বললেন।

– ম... ম মর্নিং হ্যারি; হাই তুলে টংকস বললো। ও খুব ভাল করে চুল বেঁধেছে। বললো– কেমন ঘুম হলো?

– খুব ভাল।

– আ- আ আমি প্রায় সারারাত ঘুমতে পারিনি। হাই তুলে বললো– এখানে এসে বস হ্যারি।

মিসেস উইসলি বললেন– কি খাবে হ্যারি পরিজ, ম্যাকিন্স? কিপারস? বেকন না ডিম? টোস্ট? লুপিস্টংকস? তারপর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– হ্যাঁ তুমি স্ট্রিমগৌর সম্বন্ধে কি বলছিলে টংকস?

বলছিলাম, আমাদের একটু সতর্ক থাকা দরকার। সেদিন আমাকে আর কিংগস্লেকে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করছিলেন। হ্যারি চুপ করে রইলো। টংকস বললো– ডাম্বলডোরকে বলব আমি কাল নাইট ডিউটি করতে পারব না, ভীষণ ক্লান্ত আমি। আবার ও বড় দেখে একটা হাই তুলল। মি. উইসলি জাদুকরের পোশাক পরে তৈরি। টংকস আর হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– কেমন মনে হচ্ছে?

টংকস বললো– অ্যামেলিয়া বোনস ভাল, পক্ষপাতিত্ব করেন না। তোমার বক্তব্য শুনবেন।

হ্যারি ঘাড় নাড়লো। তখনও কিছু বলার মত ওর অবস্থা নয়। কোনও কথা বলবে না যা ঘটেছিল ঠিকঠাক বলবে।

সিরিয়স বললেন– মাথাগরম করবে না হ্যারি। শান্তভাবে যা ঘটেছিল তাই বলবে।

হ্যারি চুপ করে রইল।

লুপিন খুব ধীরস্থিরভাবে বললো– আইন তোমার দিকে, জীবন-মৃত্যুর কারণ হলে নাবালক জাদুকররাও জাদু ব্যবহার করতে পারে।

হ্যারির ঘাড়ের ভেতরটা হঠাৎ শিরশির করে উঠল। কে যেন অলক্ষ্যে ওর ভেতর মোহমুক্ত জাদু ছড়িয়ে দিল। ঘুম হয়েছিল– হঠাৎ ধাতস্থ হয়ে দেখল মিসেস উইসলি ওর অবিন্যস্ত চুলগুলো ভিজে চিরুণী দিয়ে আঁচড়াবার সময় মাঝে মাঝে মাথাতে চিরুনিটা দিয়ে চাপ দিচ্ছে।

– চুলগুলো ভাল করে আঁচড়াতে পার না? মিসেস উইসলি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন।

হ্যারি শুধু মাথা নাড়ল।

মি. উইসলি ঘড়িতে সময় দেখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

– আমার মনে হয় এবার আমাদের উঠতে হবে। একটু আগে গেলে মন্দ হবে না। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করা এখানে বসে থাকার চেয়ে ভাল হবে।

– ঠিক আছে; হ্যারি টোস্টটা সরিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল।

টংকস বললো– সব ঠিক হয়ে যাবে ঘাবড়াবে না।

– গুডলাক হ্যারি, লুপিন ওকে সাহস দিল।

– যদি তোমার বিরুদ্ধে কোন ডিসিসন হয় তাহলে আমি অ্যামেলিয়ার সঙ্গে কথা বলব; সিরিয়স বললেন।

হ্যারি মৃদু হাসল। মিসেস উইসলি ওকে স্নেহভরে জড়িয়ে ধরলেন– আশাকরি সর্বকিছু আমাদের দিকে যাবে।

– ঠিক আছে; হ্যারি বললো– পরে দেখা হবে।

হ্যারি, মি. উইসলির সঙ্গে বেসমেন্ট থেকে ওপর তলার হলে পৌঁছল।

– দরজা খুলে ওরা যখন রাস্তায় দাঁড়াল তখনও ভোরের আলো ফুটে ওঠেনি, বেশ ঠাণ্ডা।

স্কোয়ারের দিকে যেতে যেতে হ্যারি মি. উইসলিকে বললো– কাজে যাবার সময় আপনি কি হেঁটে যান?

– না, সাধারণত আমি জাদুর সাহায্যে যাই। তুমি তো এখন তা করতে পারবে না। চল আমরা হেঁটেই যাই। অফিসে তোমাকে হেঁটে আসতে দেখলে বুঝতে পারবে তুমি নিয়ম মেনে চল। তাদের ভাল ধারণা হবে।

মি. উইসলির সঙ্গে হাঁটতে লাগল হ্যারি। উইসলি পকেটের মধ্যে হাত ঢোকালো। হ্যারি বুঝতে পারল জাদুদণ্ডটা উইসলি চেপে ধরে রয়েছেন। রাস্তাটা একেবারে জনমানবহীন বললেই চলে। আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে স্টেশনে এসে দেখল সকালের যাত্রীরা ভিড় করে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। মাগলরা ওর ধার ঘেষে ওদের দৈনন্দিন কাজে চলেছে। মি. উইসলি অনবরত ওকে সাহস দিতে লাগল।

– সত্যি অবিশ্বাস্যের ব্যাপার; মি. উইসলি ফিস ফিস করে বললেন। স্বয়ং চালিত টিকিট কেনার মেশিনটা দেখিয়ে বললেন– আমাদের দেশে তৈরি।

– মেশিনটা কাজ করছে না। হ্যারি 'আউট অফ অর্ডার' দেখিয়ে বললো।

– তাহলেও, মেশিনটার দিকে আদরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মি. উইসলি বললেন।

মাগল অর্থ সম্বন্ধে মি. উইসলির তেমন জ্ঞান না থাকার জন্য হ্যারি টিকিট কিনল। পাঁচ মিনিট পরে ট্রেন আসতেই ওরা ট্রেনে উঠে পড়ল। ট্রেন চলল, লন্ডনের দিকে। কোন স্টেশনে এসেছে বা আসছে তা জানার জন্য মি. উইসলি অস্থিরচিত্তে আন্ডারগ্রাউন্ড ম্যাপ দেখে চললেন।

– আর মাত্র তিনটে স্টপ, আমরা দুটো স্টপ ছেড়ে এসেছি। লন্ডনের কেন্দ্রস্থলে ওরা একটা স্টেশনে নেমে পড়ল। সারা স্টেশন লোকে লোকারণ্য। সকলেরই বেশভূষা টিপটপ, হাতে ব্রিফকেস। মুখে হন্তদন্ত ভাব। অ্যাসক্যালেটারে

চেপে ওরা স্টেশনে নেমে টিকিট দুটো মেশিনে দিতেই গেটের চাকা সরে গেল। ওরা ভূগর্ভ থেকে রাস্তায় দাঁড়ালো।

চারদিক দেখতে দেখতে মি. উইসলি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললেন– আমরা কোথায় নামলাম? হ্যারির মনে হল মি. উইসলি বার বার স্টেশন চেক করা সত্ত্বেও ওরা ভুল স্টেশনে নেমেছে।

চওড়া রাস্তার দু'ধারে বড় বড় বাড়ি, রাস্তা গমগম করছে যানবাহনে, শত শত লোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে চলছে।

– কোথায় এলাম? ওই রাস্তা ধরে হাঁটতে হবে হ্যারি। উইসলি হ্যারিকে নিয়ে একটা সাইড লেন ধরলেন।

– আমি খুব দুঃখিত হ্যারি। সচরাচর তো ট্রেনে চাপি না তাই। মাগলদের দৃষ্টিকোণ থেকে একটু অন্যরকম। তাছাড়া এই রাস্তা দিয়ে কদাচিৎ হেঁটেছি।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে একটা সরু রাস্তায় দাঁড়াল। রাস্তার ধারের বাড়িগুলো ছোট ছোট ঝকঝকে তকতকে নয়। কেমন যেন দৈন্য দৈন্য ভাব, অফিসগুলোও ছোট মনে হয়। হ্যারি মনে মনে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের একটা সুন্দর ঝকঝকে তকতকে বাড়িতে অবস্থিত এমন একটা ছবি এঁকেছিল।

উইসলি খুঁশিতে ভরে গিয়ে বললেন– হ্যাঁ এইতো এসে গেছি, একটা পুরনো লাল রং-এর টেলিফোন বুথ দেখিয়ে বললেন। বুথটার কাঁচ ভাঙা, একটা জোড়াতালি দেওয়া দেওয়ালেতে গাঁথা।

– এসো হ্যারি।

উইসলি টেলিফোন বক্সের দরজাটা খুললেন।

উইসলি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বুথের ভেতরটা এত ছোট যে একজনের বেশি ভাল করে দাঁড়াতে পারা যায় না। হ্যারি দেখল একটা টেলিফোন কোনও রকমে ঝুলে রয়েছে। পরিষ্কার বোঝা যায় কেউ ইচ্ছে করে ওটার ওই রকম অবস্থা করছে।

– উইসলি টেলিফোনের রিসিভারটা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

হ্যারি বললো– মিস্টার উইসলি, আমার মনে হয় ওটা কাজ করছে না।

– না না ঠিক আছে; উইসলি রিসিভারটা হাতে ধরে ডায়েল করার জন্য ঝুঁকে পড়েন। উইসলি নম্বর ঘোরাতে লাগলেন। ... টু ফোর ফোর ... টু।

ডায়ল করা শেষ হলে কানে এল একটি মেয়ের মিষ্টি মধুর স্বর স্বাগতম, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়। অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও কাজের বিষয় বলুন।

মি. উইসলি রিসিভারটা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেবে পাচ্ছে না কি বলবে। কানের কাছে মাউথপিসটা এনে বললেন– আরথার উইসলি, মিসিউজ অফ মাগল আর্টেফ্যাক্টস অফিস। হ্যারিপটারের সঙ্গে এসেছি।ওকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠান

হয়েছে।

– ধন্যবাদ। দয়া করে ব্যাজটা নিয়ে বুকের সামনে আটকে রাখুন, সেই মধুর কণ্ঠে মেয়েটি অপর প্রান্ত থেকে বললো।

হ্যারি যেখানে পয়সা ফেলে ডায়েল করতে হয় সেই চৌকো জায়গাতে ক্লিক করতেই একটা চৌকো রূপোর ব্যাজ বেরিয়ে এল। ব্যাজে লেখা 'হ্যারি পটার নিয়ম ভঙ্গের শুনানি।'

– দর্শন প্রার্থীদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অফিসের ভেতর যাওয়ার আগে রিসেপসনে সিকুারিটি ডেস্কের সামনে ম্যাজিক ওয়ান্ড জমা দেন ও দেহ তল্লাসির জন্য প্রস্তুত হন। অ্যাট্রিয়মের শেষ প্রান্তে সিকিউরিটি অফিস অবস্থিত।

তারপরই টেলিফোন বুথের মেঝেটা কাঁপতে শুরু করল। ওরা একটু একটু করে ভূগর্ভে নামতে শুরু করল। বুথের কাঁচ দিয়ে হ্যারি দেখল আশপাশের বাড়িগুলো যেন উপরের দিকে উঠছে। তার পরই শুধু শুনতে পেল গুম গুম শব্দ টেলিফোনের বাক্স থেকে। প্রায় এক মিনিট পর, যদিও হ্যারির কাছে আরও বেশি সময় মনে হল, পায়ের তলায় চিংক শব্দ করে একটা সোনালী আলো জ্বলে উঠল। কেউ যেন ওকে তুলে ধরে ধপাস করে ফেলে দিতেই একরকম মুখ থুবড়ে পড়ল। ব্যাথায় ওর দু' চোখ জলে ভরে গেল।

– 'জাদু মন্ত্রণালয় আপনাদের একটি সুন্দর দিন কামনা করছে'

টেলিফোন বুথের দরজাটা খুলে যেতেই উইসলি বাইরে দাঁড়ালেন, তারই পেছনে হ্যারি। হ্যারি হাঁ করে এধার ওধার তাকাল।

ওরা অতি সুন্দর করে সাজানো গোছানো একটা লম্বা হলের সামনে দাঁড়াল। হলের মেঝেটা এত চকচকে পালিশ করা মনে হয় যেন কাঁচের।

পিকক ব্লু রঙের ছাদের সিলিং। যেখানে নানা রকম সোনালী রঙের সিম্বল। সিম্বলগুলো ঘুরছে আর বিরাট একটা নোটিশ বোর্ডের মত পরিবর্তিত হচ্ছে। হলের দু ধারের দেওয়াল কাল চকচকে পালিশ করা কাঠের। মাঝে মাঝে রয়েছে ফায়ার প্লেস। কয়েক সেকেন্ড পর পর বাঁ ধারের এক একটা ফায়ার প্লেস থেকে নরমভাবে 'হুশ' শব্দ করে ডাইনি অথবা জাদুকররা বেরিয়ে আসছে। তারপর ডানধারে প্রত্যেকটি ফায়ার প্লেসের সামনে ছোট সারিতে কিউ করে দাঁড়াচ্ছে, অপেক্ষা করছে চলে যাবার।

হলের নিচের দিকে অর্ধেকটা যাবার পর একটা গোলাকৃতি ফোয়ারা রয়েছে। ফোয়ারার চারপাশে অনেক সোনার মূর্তি। সবকটি মূর্তি প্রায় মানুষের আকারের চেয়ে দীর্ঘ। ওদের কেন্দ্রস্থলে আরও বেশি দীর্ঘ এক জাদুকরের মূর্তি। ওর হাতে রয়েছে একটা জাদুদণ্ড, সোজা আকাশের দিকে তোলা। জাদুকর মূর্তির সামনে রয়েছে একটি সুন্দরী ডাইনি মূর্তি, সেনটর, অর্ধেক মানুষ অর্ধেক ঘোড়া। একটা.

বেঁটে ভূত আর একটা গৃহডাইনি। শেষের তিনজন ডাইনি আর জাদুকর মুখ তাদের অবাক হয়ে দেখছে। ওদের হাতের জাদুদণ্ডের শেষ প্রান্ত থেকেও জল বেরিয়ে আসছে।

হ্যারি দেখল অনেক ডাইনী আর জাদুকররা হল দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ওরা ভাবলেশহীন। উইসলি বললেন–ওই দিকে চল হ্যারি।

ওরা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মচারীদের পাশ দিয়ে চলল। তারা যে যার নিজের কাজ করছে। 'ডেইলি প্রফেট' কাগজ পড়ছে। ফোয়ারার জলে দুটো চকচকে বাক্স দেখতে পেল। তার ওপর লেখা রয়েছেঃ

> 'দানপাত্র'। জাদুকর ভাইদের জন্য যা দান করবেন– তা সেন্টমাংগোজ হাসপাতালে দেয়া হবে, তাদের চিকিৎসা ও আঘাতের জন্য।

'আমি এখনও হোগার্টস থেকে বিতাড়িত হইনি,' আমি দশ গ্যালিয়নস দিতে পারি'– হ্যারি বেপরোয়াভাবে ভাবল।

– এদিকে এসো হ্যারি, উইসলি বললেন।

এক জায়গায় লেখা রয়েছে 'সিক্যুরিটি চেক'। একজন খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা জাদুকর ময়ূরকণ্ঠী রঙ-এর আলখেল্লা পরে সেখানে বসে রয়েছে। ওদের দেখে হাতের 'ডেইলি প্রফেট'টা ডেস্কে রেখে তাকাল।

হ্যারিকে দেখিয়ে উইসলি বললেন– আমি একে নিয়ে এসেছি।

– এখানে দাঁড়ান। সিক্যুরিটি অফিসার গম্ভীর স্বরে বললো। হ্যারি দাঁড়াতেই জাদুকর সোনার একটা রড, অনেকটা গাড়ির এরিয়ালের মত তুলে ধরল। তারপর সেটা হ্যারির পা থেকে মাথা পর্যন্ত বুলিয়ে কর্কশ স্বরে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, জাদুদণ্ড।

হ্যারি দণ্ডটা দেখাল। জাদুকর ওটা নিয়ে একটা ডিশওয়ালা পেতলের স্কেলের ওপর রাখল। সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডটা কাঁপতে লাগল। একটা সরু মোটা কাগজ দূরন্ত গতিতে সেই স্কেলের ফাটল থেকে বেরিয়ে এল। জাদুকর সেটা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে যা লেখা আছে তা পড়ল।

'এগার ইঞ্চি ফনিক্স– ফেদার আঁশ চার বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে।' সত্য?

হ্যারি থতমত খেয়ে বললো– হ্যাঁ।

সিকিউরিটি জাদুকর কাগজের টুকরোটা একটা পেতলে গেঁথে রেখে বললো– এটা তুমি ফেরত যাবার সময় পাবে।

– ধন্যবাদ।

– এগিয়ে যাও। জাদুকর বললো।

জাদুকর হ্যারির কপালের কাটা দাগ আর ব্যাজের দিকে তাকিয়ে রইল। মি. উইসলি বললেন– ধন্যবাদ এরিক।

তারপর মি. উইসলি হ্যারির কাঁধে হাত রেখে গাদাগাদা জাদুকরী আর জাদুকররা যেখানে কাজ করছে তাদের পাশ কাটিয়ে সোনার গ্রিলের সামনে দাঁড়ালেন।

ভিড় এড়িয়ে হ্যারি উইসলির পিছু পিছু সোনার গ্রিল পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত একটা ছোট হলের মধ্যে দাঁড়াল। দেখল– সেখানে সোনার গারদ দেওয়া কম করে কুড়িটা লিস্ট রয়েছে। হ্যারি আর উইসলি একটা লিস্টের সামনে দাঁড়াল। ওদের আগে সামান্য ক'জন দাঁড়িয়েছিল। কাছেই একজন বড় বড় দাড়িওয়ালা দাঁড়িয়ে হাতে তার বড় কার্ড বোর্ডের বাক্স। বাক্সের ভেতর থেকে ক্রমাগত খড়খড় শব্দ বেরিয়ে আসছে, হ্যারি শুনতে পেল।

সেই দাড়িওয়ালা জাদুকর উইসলিকে দেখে মাথা নামিয়ে বললো– ভাল আছেন আর্থার?

উইসলি বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বললেন– তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বব?

জাদুকর রাশভারী গলায় বললো– আমরা ঠিক বুঝতে পারছিনে মি. আর্থার। আগে ভেবেছিলাম এটা পাঁকের মধ্যে আটকে যাওয়া চিকেন, যতক্ষণ নিঃশ্বাসের সঙ্গে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। প্রথমে আমার মনে হয়েছিল এটা পালন করতে দেওয়া মারাত্মক আইন ভঙ্গের নিদর্শন।

ঘট ঘট শব্দ করে একটা শূন্য লিফট দাঁড়াতেই সকলে তার ভেতরে ঢুকে গেল। হ্যারিও উইসলির সঙ্গে সকলের সঙ্গে গাদাগাদি করে দাঁড়াল। সোনার রঙের গেটটা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যারি দেখল জাদুকর আর জাদুকরীরা ওর দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। কারও দৃষ্টিতে যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য হ্যারি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কপালের কাটাদাগ ঢাকার জন্য মাথার চুল কপালে নামিয়ে আনল। লিফটের গ্রিল বন্ধ হয়ে গেল ঘট ঘট শব্দ করে। তারপর ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল। চেনের ঝন ঝন শব্দের মাঝে আবার টেলিফোন বক্সের সেই মেয়েলী মিষ্টি স্বর শুনতে পেল:

'লেভেল সাত, জাদু খেলা ও স্পোর্টসের বিভাগ- ব্রিটিশ ও আইরিশ কিডিচ লীগের সদর দপ্তর, অফিসিয়াল গবস্টোনস্ ক্লাব এবং লুডিক্রোয়াস পেটেন্টস অফিস'

লিফটের দরোজা খুলে গেল। হ্যারি অত্যন্ত অগোছালো একটা করিডোর দেখতে পেল। সেখানে দেখল কিডিচ টিমের অনেক পোস্টার দেয়ালে ছোট ছোট

পেরেক দিয়ে সাঁটা রয়েছে। লিফটের মধ্যে এক জাদুকর একগাদা ঝাড়ু বগলদাবা করে দাঁড়িয়েছিল। লিফট থামতেই সবাইকে ঠেলে সরিয়ে করিডোর দিয়ে চলে গেল। যারা নামবার তারা নেমে গেলে লিফট ওপরে উঠে গেল।

আবার হ্যারি শুনতে পেল মেয়েটির ঘোষণা

– লেভেল ছয়, 'ম্যাজিক্যাল ট্রান্সপোর্টেসন, ইনকরপোরেটিং ফ্লু- নেটওয়ার্ক অথরিটি, ব্রুম রেগুলেটরি কন্ট্রোল, পোটকী অফিস এবং অ্যাপারেশন টেস্ট সেন্টার।'

ঘোষণা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লিফটের দরজা খুলে গেল। চার পাঁচ জন জাদুকরী আর জাদুকর নেমে গেলে কয়েকটা কাগজের এরোপ্লেন লিফটের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ করে ঢুকল। ওগুলো হ্যারির মাথার ওপরে আলগাভাবে ঝুলে রইল। প্লেনের রঙ হালকা বেগুনি। 'জাদু মন্ত্রণালয়' ডানার কোনায় স্ট্যাম্প করা।

মি. উইসলি বললেন– ওগুলো ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল মেমোস। আমরা পেঁচা ব্যবহার করি, কিন্তু ওগুলো বড় বিরক্তিকর, সারা ঘর, ডেস্ক নোংরা করে।

– লেভেল পাঁচ, 'ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল কো–অপারেশন, ইনকরপোরেটিং দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজিক্যাল ট্রেডিং স্ট্যান্ডার্ড বডি, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাজক্যিাল অফিস অল অ্যান্ড দ্যা ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ উইজার্ডস, ব্রিটিশ মিটস' দরজা খুললে মেমোর মধ্যে থেকে দু'টো। আরও কিছু জাদুকরী আর জাদুকর লিফট থেকে নেমে গেল। আরও মেমো ভেতরে ঢুকলো। মাথার ওপরের আলো আবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

– লেবেল চার, 'ডিপার্টমেন্ট অফ রেগুলেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচার্স, ইনকরপোরেটিং বিস্ট, বিইং অ্যান্ড স্পিরিট ডিভিশন, গবলিন লিয়াজোঁ অফিস অ্যান্ড পেস্ট অ্যাডভাইসরি বুরো।

–একসকিউজ, পাঁচটা অগ্নি বর্ষণকারী চিকেন সঙ্গে নিয়ে এক জাদুকর লিফট থেকে নেমে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল লিফটের।

– লেবেল তিন, 'ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল অ্যাকসিডেন্টস অ্যান্ড ক্যাটাসট্রফিস, ইনক্লুডিং দ্য অ্যাকসিডেন্টাল ম্যাজিক রিভার্সল স্কোয়ার্ড, অবলিডেটর হেড কোয়াটার্স অ্যান্ড মাগল– ওয়ার্দি এক্সকিউজ কমিটি।'

একমাত্র উইসলি আর হ্যারি আর এক জাদুকরী বিরাট লম্বা এক টুকরো পার্চমেন্ট কাগজে কিছু লেখা ছিল সেটা পড়ছিল, তারা তিনজন ছাড়া সকলেই নেমে গেল।

– 'লেবেল দুই, ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাজিক্যাল ল এনফোর্সমেন্ট, ইনক্লুডিং দ্য ইমপ্রপার উইসলি অফ ম্যাজিক অফিস, অরর হেড কোয়ার্টার্স অ্যান্ড ওয়াইজেনগেমট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সার্ভিসেস'

– এইখানে আমাদের নামতে হবে, উইসলি বললেন। হ্যারি উইসলির পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল।

করিডোরের দুপাশে লাইন করে দরজা– 'ওই ধারে আমার অফিস, উইসলি বললেন।'

হ্যারি বললো– মি. উইসলি আমরা কি এখনও আন্ডার গ্রাউন্ডে রয়েছি?

– হ্যাঁ, তাই; উইসলি বললেন– ওই জানালাগুলো দেখছ ওগুলো জাদুমুক্ত জানালা। ম্যাজিক্যাল মেইনটেনেন্স জানায়, প্রতিদিন আমাদের আবহাওয়া কেমন হবে। গতবারে দু'বার ঘূর্ণী ঝড় হয়েছিল। এই দিকে এসো হ্যারি।

ওক গাছের দুটো ভারি ভারি দরজা পার হয়ে ওরা একটা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। দারুণ বিশৃঙ্খল জায়গাটা। দু'ধারে দুটো কাঠের পার্টিশান করা ঘর। ঘরের ভেতর থেকে লোকেদের কথাবার্তা হইচই- হাসি শুনতে পেল। ঘর থেকে মেমো আসছে যাচ্ছে ছোট ছোট রকেটের মত। পার্টিশান করা ঘরের দরজার পাশে এক ভারসাম্যহীন বোর্ড ঝুলছে 'অরোর হেড কোয়ার্টারস'।

হ্যারি ঘরের ভেতরটা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল। অরোররা দুটো ঘরের দেওয়াল ঢেকে রেখেছে অনেক সব জাদুকরদের ছবি দিয়ে, যাদের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া তাদের পরিবারের সদস্যদেরও ছবি রয়েছে, তাছাড়া ওর প্রিয় কিডিচ টিমের পোস্টারও রয়েছে। ডেইলি প্রফেটের কাটিংও বাদ যায়নি। একজন বিলের চেয়েও বড় পনিটেল করা জাদুকর ডেস্কে পা তুলে বসে আছে। একজন কেরানিকেও রিপোর্ট ডিটেকসন দিচ্ছে। অদূরে একটা চোখে পট্টি বাধা একজন জাদুকরী ওপাশের ঘরে বসে কিংগস্লে শেকেলবোল্টের সঙ্গে পার্টিশানের আড়াল থেকে কথা বলছে।

ওরা উইসলির ঘরে ঢুকলে কিংগস্লে বললেন– সুপ্রভাত উইসলি। তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই, দু' এক সেকেন্ড সময় হবে?

উইসলি বললেন– এক সেকেন্ড হলে অবশ্যই। আমার একটু জরুরি কাজ আছে। ওরা এমনভাবে কথা বললো যেন তারা ভালভাবে পরিচিত নয়। হ্যারি কিংগস্লেকে 'হ্যালো' বলতেই কিংগস্লে উঠে দাঁড়ালেন। ওরা কিংগস্লের সঙ্গে সারি সারি কিউবিকিলের শেষটার সামনে এসে দাঁড়াল।

হ্যারি চতুর্দিকে সিরিয়সের 'ছবি' দেখে থতমত খেয়ে গেল। খবরের কাগজের কাটিংস, পুরনো ফটো– ওর বাবার বিয়েতে তোলা ফটো, সব দেওয়ালে সাঁটা। তারই মাঝে সামান্য জায়গা অধিকার করে আছে ছোট একটা পৃথিবীর মানচিত্র। মানচিত্রটা লাল পিন দিয়ে আটকানো। পিনগুলো আলো লেগে ঝকমকে হিরের মত জ্বলজ্বল করছে।

– এখানে, কিংগস্লে উইসলিকে একটু যেন রুঢ় স্বরে বলে তার হাতে একটা

কাগজ গুঁজে দিল 'আমি যতটা সম্ভব মাগলদের উড়ন্ত যান, গত বার মাসে যত দেখা গেছে, তার খবর চাই। আমরা খবর পেয়েছি ব্ল্যাক এখনও তার পুরনো মোটর সাইকেল ইউজ করছে।

কিংগস্লে হ্যারিকে চোখ পিটপিট করে খুব আস্তে আস্তে বললেন– ওকে ম্যাগাজিনটা দাও, খবর পড়ে ভাল লাগবে। কথাটা বলে স্বাভাবিক স্বরে বললেন– বেশি সময় নিও না উইসলি রিপোর্ট পেতে দেরি হলে আমাদের তদন্ত একমাসের মত পিছিয়ে যাবে।

– তুমি যদি আমার রিপোর্ট ঠিকমত পড়তে তাহলে 'ফায়ার লেগস্' না বলে 'ফায়ার আর্মস' বলতে; মি. উইসলি ঠাণ্ডা মেজাজে বললো– তাছাড়া আমার মনে হয় মোটর সাইকেল সংক্রান্ত খবরের জন্য তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমরা এখন অতি ব্যাস্ত আছি। তারপর রহস্য করে বললেন– তুমি যদি সাতটার আগে এখান থেকে যাও তো মল্লীর বানান মিটবল খেতে পারবে।

উইসলির কিংগস্লের ঘর থেকে বেরিয়ে হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে ভারি আর এক সেট আগের মত ভারি ওক কাঠের দরজা পেরিয়ে এক জায়গায় পৌঁছলেন। জায়গাটার করিডোর অগোছালো, অপরিষ্কার, তারপর করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। ঘরের দরজায় পেতলের প্লেটে লেখা 'মিস ইউ অফ মাগল আর্টেফ্যাক্টস'।

অফিস ঘরটা উইসলির। ছোট ঘর, গাদাগাদি করে অফিসের কাগজপত্র, ডেস্ক, চেয়ার রাখা। পা ফেলার জায়গা নেই।

মি. উইসলি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন– হ্যারি চল চল, আমাদের পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছানো দরকার ছিল।

উইসলি, হ্যারি একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে চলল।

একটু আগে হ্যারির সঙ্গে উইসলি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, দুর্বল দেহের এক বৃদ্ধ জাদুকরের। ও উইসলির ঘরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলে গেছে (হ্যারিকে না দেখে) – আর্থার আমি এই দশ মিনিট আগে তোমার বাড়িতে (পেঁচা দিয়ে) একটা খবর পাঠিয়েছি, নিশ্চয়ই খবরটা পাওনি?

উইসলি বললেন– বাথরুম ওভার ফ্লো সম্বন্ধে?

– আরে না না ওসব কিছু নয়, পটারের শুনানি সম্বন্ধে। সময়টা বদলেছে। আটটার সময়, দশ নম্বর পুরনো আদালতের ঘরে।

– কে জানে সময় বদলেছে কেন? হ্যারি উইসলির সঙ্গে যেতে যেতে রুদ্ধশ্বাসে বললেন। পার্সিকে যেতে দেখলেন।

অরোর কিউবিকলের পাশ দিয়ে যাবার সময় অনেকে ওদের কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে। হ্যারির মনে হল ও যেন পারকিনসের ডেস্কে ওর অনেক কিছু ফেলে

এসেছে।

উইসলি বললেন– সময় কেন বদলেছে তাতো বুঝতে পারবো না। আগেভাগে যদি না আসতাম খুব অসুবিধে হতো। হ্যারিকে নিয়ে উইসলি হন্তদন্ত হয়ে একটা **লিফটের** গেটের সামনে গিয়ে 'ডাউন' বোতামটা টিপলেন।

– চলো দেরি নয়। লিফটে ঢুকে উইসলি বার বার নয় নম্বর বোতাম টিপতে থাকে। ভীষণ রেগে বললেন– বহু বছর ধরে ওই কোর্টরুমটা ব্যবহার হয়নি। বুঝতে পারছি না কেন ওখানে ব্যবস্থা করল যদি না... যাকগে।

একটা কুমড়োর মত জাদুকরী লিফটে ঢুকতেই উইসলি চুপ করে গেলেন।

আবার হ্যারি সেই মেয়েটির মিষ্টি গলা শুনতে পেল, 'অ্যাট্রিয়াম' লিফটের সোনার গ্রিল খুলে গেল। হ্যারি দূরে দেখতে পেল ফোয়ারাতে সোনার মূর্তি। মোটা ডাইনি নেমে গেলে কুঁচকনো কুঁচকোনো গায়ের চামড়ার এক জাদুকর লিফটে ঢুকল। মুখটা ওর খুবই বিষণ্ন।

– সুপ্রভাত, আর্থার জাদুকর কেমন যেন ঘুম ঘুম স্বরে বললো – আজকালতো তোমাকে এখানে বড় একটা দেখতে পাই না। উইসলি হ্যারির দিকে উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– খুব দরকারি কাজ আছে বোড।

বোড হ্যারিকে খুটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন– তাই! হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো থাকতেই পারে।

হ্যারির বোডের দিকে তাকানোর ইচ্ছা না থাকলেও ওর অবিচল দৃষ্টি কেমন যেন অস্বস্তিকর মনে হতে লাগল।

– 'ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্টিরিজ', একটা মেয়ের মিষ্টি কণ্ঠস্বর।

লিফটের দরজা খুলতেই উইসলি হ্যারিকে বললেন– তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি হ্যারি।

ওরা একটা করিডরে দাঁড়াল। অন্যান্য করিডোরের চেয়ে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হল হ্যারির। দেওয়ালে কিছু সাঁটা নেই, জানালা নেই , লম্বা করিডরে কোনও দরজা নেই। হ্যারি এগিয়ে যাচ্ছিল, উইসলি ওর হাত চেপে ধরে বললো– ওদিকে না। ওকে টানতে টানতে বাঁদিকে ঘুরে একটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালেন।

– নামতে হবে। উইসলি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে নিচে নামতে লাগলেন। বললেন– এদিকে কোনও লিফট নেই। কে জানে এখানে কেন ডেকে পাঠালো।

ওরা আবার একটা করিডরে পৌঁছলো। করিডরটা হোগার্টসের স্নেইপের ডানজিয়নের মত দেখতে। সারা দেওয়াল এবড়ো থেবড়ো পাথরের, মাঝে মাঝে ব্যাকেটে টর্চ লাগান। যে দরজাটা দিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল সেটা একটুও সাধারণ মনে হল না। বিরাট কাঠের, তাতে মাঝে মাঝে লোহার বল্টু পোঁতা।

– কোর্ট রুম... দশ... হ্যাঁ কাছাকাছি এসে গেছি, ও হ্যাঁ এই তো।

ওরা কাল রঙ দেওয়া একটা লোহার দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার পাল্লাতে প্রকাণ্ড একটা লোহার তালা ঝুলছে।

– এস, ঘরের ভেতরে চটপট চলে যাও।

– আপনি যাবেন না?

– না না! আমার প্রবেশ নিষেধ। গুড লাক!

হ্যারির শুধু বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করছে তা নয়, গলাটাও শুকিয়ে গেছে। বার বার ও ঢোঁক গিলতে লাগল। ও লোহার দরজার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কোর্ট রুমে ঢুকল।

অষ্টম অধ্যায়

দ্য হিয়ারিং

হ্যারি বড় বড় শ্বাস নিতে লাগল; একটু চিন্তা, একটু ভয় করতে লাগল। যে বিরাট অন্ধকার ঘরে ও ঢুকলো, ওর কাছে সেই ঘর বীভৎসভাবে পরিচিত। ওইরকম অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁতস্যাঁতে ঘর আগে যে দেখেনি তা নয়, সেখানে থেকেছেও। এই সেই ঘর যেখানে ও আগে এসেছিল ডাম্বলডোরের পেনসিভে। এই জায়গাতে ও দেখেছিল লেস্ট্রানজেনসকে আজকাবানে আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে যেতে।

কাল পাথরের দেয়ালে মিট মিট করে মশাল জ্বলছে। দু'ধারে লম্বা লম্বা শূন্য বেঞ্চি; পিছনে সবচেয়ে বড় বড় বেঞ্চে অনেক আবছা আবছা আকৃতির দেখতে পেল। ওরা খুব নিচু গলায় আলাপ- আলোচনা করছে। ওর পেছনের ভারি দরজাটা সবেগে বন্ধ হয়ে যাবার সাথে সাথে চতুর্দিকের কোলাহল বন্ধ হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

কোর্ট রুম থেকে কে যেন বরফশীতল গলায় বললো– তুমি দেরি করে এসেছ।

– হ্যারি ঘাবড়ে গিয়ে বললো– দুঃখিত, আ- আমি জানতাম না সময় বদলে গেছে।

সেই গম্ভীর বরফ শীতল কণ্ঠস্বর– ওয়াইজেনগেমটসের সেটা দোষ নয়। সকালে পেঁচা মারফৎ তোমাকে সময় পরিবর্তন জানান হয়েছিল। বসতে পার।

হ্যারি সেই ঘরের মাঝখানে রাখা একটা চেয়ারের দিকে তাকাল, চেয়ারের হাতল দুটো লোহার চেনে বাঁধা। হ্যারি দেখেছে ওইরকম সুপ্ত চেন, চেয়ারের ওপর দিয়ে কেউ বসার সাথে সাথে বেঁধে ফেলতে। ও পাথরের তৈরি মেঝের ওপর হেঁটে যাবার সময় শুনতে পেল ওরই পদ শব্দের প্রতিধ্বনি। ও ধীরে ধীরে চেন বাঁধা শূন্য চেয়ারটায় বসতেই চেন ঝন ঝন শব্দ করে উঠল। কিন্তু ওকে বাঁধল না। ওর বেশ

ভয় করতে থাকে। কোনো রকমে সামনের বেঞ্চে যারা বসে রয়েছে তাদের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

ও দেখল প্রায় পঞ্চাশজন লোক বসে রয়েছে। তাদের পরণে পাম রঙের লম্বা লম্বা কোট। কোটের বাঁ দিকের বুক পকেটে সুন্দর করে রূপালী অক্ষরে ডব্লিউ লেখা রয়েছে। ও চেয়ারে বসতেই লোকগুলো মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল। কারও দৃষ্টি খুব কঠোর, আবার কারও কারও দৃষ্টি কৌতূহল মাখা।

সামনের সারিতে মধ্যস্থলে বসে রয়েছেন কর্নেলিয়স ফাজ, জাদু বিভাগের মন্ত্রী। ফাজ বেশ মোটা সোটা হৃষ্টপুষ্ট লোক। সব সময় মাথায় হালকা সবুজ ক্রিকেট বোলারদের মত হ্যাট পরেন। আজ অবশ্য হ্যারির দিকে গম্ভীর মুখে তাকালেন। আগের মতো মুখে মিষ্টি হাসি নেই। ফাজের বাঁ পাশে বসে আছে চৌকো মুখো ছোট চুলওয়ালা ধুসর এক চোখে চশমাওয়ালা একজন। ভয় পাইয়ে দেওয়া চেহারা তার। ফাজের ডানধারে আর একটি জাদুকরী। ও এমনভাবে বসে আছে যে, তার মুখ ছায়াতে ঢেকে গেছে।

– আচ্ছা বেশ, ফাজ বললেন– অভিযুক্ত হাজির, তাহলে এখন শুরু করা যাক। আপনারা সবাই প্রস্তুত? ফাজ সকলের দিকে তাকাল।

– হ্যাঁ স্যার, একজন কৌতূহলী গলায় বললো। হ্যারি তাকে চেনে। রনের দাদা পার্সি, সামনের বেঞ্চের এককোণে ও বসেছিল। হ্যারি, পার্সির দিকে তাকাল। ভেবেছিল পার্সি ওর দিকে তাকিয়ে চিনতে পারবে। কিন্তু পার্সি চুপ করে বসে রইল। ওর মোষের সিং-এর চশমা পরা দু'চোখ, হাতে ধরা পার্চমেন্টের ওপর যেন আটকে রয়েছে।

ফাজ সকলকে অবহিত করার জন্য বললেন– বারই আগস্ট সংঘটিত শৃঙ্খলা ভঙ্গের শুনানি। পার্সি কথাটা শোনার পর লিখতে শুরু করল: ডিক্রি ফর দ্য রিজিনেবল রেস্ট্রিকসন অফ আন্ডারএজ সোরসারী অ্যান্ড দ্য 'ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটুট অফ সিক্রেসী' লঙ্ঘন করার অপরাধী। হ্যারি জেমস পটার, চার নম্বর প্রাইভেট ড্রাইভ, লিটিল হুইংগিং সারে।

– জেরা করবেন কর্নেলিয়স অসওয়াল্ড ফাজ, মাননীয় মন্ত্রী, জাদু বিষয়ক। অ্যামেলিয়া সুসান বোনস, অধিকর্তা, ম্যাজিক্যাল ল' এনফোর্সমেন্ট ডলোরেস জেন আমব্রিজ, সিনিয়র আন্ডার সেক্রেটারি– মাননীয় কোর্ট স্ক্রাইব মন্ত্রী; পার্সি ইগনেটিয়াস উইসলি–

প্রতিবাদীর সাক্ষী অ্যালবাস পার্সিভ্যাল ওয়ালফ্রিক, ব্রেইন ডাম্বলডোর হ্যারির পেছন থেকে একজন শান্ত স্বরে বললো– ও এত তীব্রভাবে মাথা ঘোরাল যে গলায় ক্রিক করে শব্দ হল।

ডাম্বলডোর লম্বা মিডনাইট– ব্লু আলখিল্লা পরে অতি শান্তভাবে লম্বা লম্বা পা

ফেলে কোর্ট রুমে ঘোরা ফেরা করছিলেন। তার শুভ্র লম্বা দাড়ি মশালের আলো পড়ে চক চক করছে। মাঝে মাঝে হ্যারি ও ফাজের দিকে তাকাচ্ছেন, অর্ধ চন্দ্রের মত চশমা লম্বা নাকের ডগায় ঝুলে পড়েছে।

ওয়াইজেনগেমটের সদস্যরা আস্তে আস্তে কিছু বলে চলেছে। সকলের দৃষ্টি ডাম্বলডোরের দিকে। কেউ মনে হয় বিরক্ত, কেউ সামান্য ভীত। পেছনের দু'জন বয়স্কা জাদুকরী হাত তুলে সকলকে স্বাগত জানাল।

ডাম্বলডোরকে দেখতে পেয়ে হ্যারি পটার যেন আনন্দ-উচ্ছ্বাস-উত্তেজনায় ফেটে পড়ল, বুকের ভেতরটা ধুক ধুক করতে থাকে। এক সুরক্ষিত আশাজনক অনুভব অথবা ওইরকম কিছু একটা ফনিক্সের সঙ্গীতের সুর ওকে ছেয়ে ফেললো। ও এক দৃষ্টে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। কিন্তু ডাম্বলডোরের দৃষ্টি অন্যদিকে। অবশ্যই দৃষ্টি তার বিক্ষুব্ধ ফাজের দিকে।

– ফাজ বললেন– ওকে দেখে মনে হয় কোর্টের ব্যাপার স্যাপারে ওর কোনই উৎসাহ নেই।

– ডাম্বলডোর, হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি আমাদের শুনানির সময় পরিবর্তনের বার্তা নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

– মনে হয় সেটা হারিয়ে ফেলেছি, ডাম্বলডোর খুশি মনে বললেন। যাই হোক ভাগ্য ভাল, ভুলের জন্য আমি তিন ঘণ্টা আগে মন্ত্রণালয়ে এসেছি।

– হ্যাঁ

– ঠিক আছে, আমাদের আরও একটি চেয়ারের দরকার।

– উইসলি আপনি কি ব্যবস্থা করতে পারবেন?

– না না আপনি ব্যস্ত হবেন না; ডাম্বলডোর অতি অমায়িকভাবে বললেন। তারপর পকেট থেকে নিজস্ব জাদুদণ্ডটা বার করে ফ্লিক করতেই কোথা থেকে একটা আর্ম চেয়ার হ্যারির পাশে এসে গেল। ডাম্বলডোর সেই চেয়ারে বসলেন। হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে খুব ভদ্রভাবে ফাজের দিকে তাকালেন। ওয়াইজেনগেমট তখনও বিড় বিড় করে কিছু বলে যাচ্ছে আর অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। ফাজ দ্বিতীয়বার বলার পর সকলে চুপ করল।

– ও হ্যাঁ, ফাজ আবার ওর হাতের নোটগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, হ্যাঁ, তাহলে অভিযোগ হল। ও হ্যাঁ।

– কথাটা বলে ফাজ ওর ফাইল থেকে এক টুকরো পার্চমেন্ট বার করে খুব বড় দেখে একটা শ্বাস নিয়ে বললেন– অভিযোগ, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথাক্রমে

– ও জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত এবং সজ্ঞানে যা করেছে তা সম্পূর্ণ আইনত অপরাধ। ইতিপূর্বে ওই একই রকম অপরাধ করার জন্য ম্যাজিক মন্ত্রণালয় তাকে

সাবধান করে দিয়েছিল। মাগল অধিষ্ঠিত এলাকায় আগস্টের দু'তারিখে রাত্রি নটা বেজে তেইশ মিনিটে পুনরায় পেট্রোনাস ও চার্ম প্রয়োগ করেছে। ওই রূপ করা প্যারা 'সি' রিজিনেবল রেস্ট্রিকসন অব আন্ডার এজ সিক্রেসি ১৮৭৫ সেকশন ১৩ অনুযায়ী গুরুতর অপরাধ।

– তুমি হ্যারি জেমস পটার, চার নম্বর, প্রাইভেট ড্রাইভ, লিটিল উইংগিং সরে থাক? ফাজ বললেন, হ্যারির দিকে তাকিয়ে।

– হ্যাঁ, হ্যারি বললো।

– তিন বছর আগে মন্ত্রণালয় থেকে আইনী জাদু প্রয়োগ করার জন্য তুমি অফিসিয়াল ওয়ার্নিং পেয়েছিলে, না পাওনি?

– পেয়েছিলাম, কিন্তু ।

– তা সত্ত্বেও তুমি আগস্ট মাসের দু' তারিখে পেট্রোনাস প্রয়োগ করেছিলে? ফাজ বললেন।

– হ্যাঁ; হ্যারি বললো, কিন্তু ।

– স্কুলের বাইরে ম্যাজিক ব্যবহার করার অধিকার নেই জেনেও করেছ, তাছাড়া তোমার বয়স সতের বছরের কম, তাই না?

– হ্যাঁ, কিন্তু...।

– সেই এলাকাটা সম্পূর্ণ মাগল অধিষ্ঠিত জেনেও?

– হ্যাঁ, কিন্তু ।

– একজন মাগলের খুব কাছে আছ, জেনে শুনে?

– হ্যাঁ, হ্যারি রেগে গিয়ে বললো; কিন্তু আমি ব্যবহার করেছিলাম কারণ আমরা...।

যে জাদুকরী এক চোখে চশমা পরেছিল হ্যারির কাছে এসে গুরুগম্ভীর গলায় বললো– তুমি পুরোপুরি একটা পেট্রোনাস ব্যবহার করেছিলে।

– হ্যাঁ করেছিলাম, কারণ...।

একটি কর্পোরাল প্যাট্রোনাস?

– একটি কী? হ্যারি বললো।

– তোমার পেট্রোনাস পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা আছে? আমি বলতে চাই ওটা গ্যাস বা ধোঁয়ার চেয়ে বেশি?

– ঠিক বলেছেন, হ্যারি বেশ অধৈর্য্য ও বেপরোয়া হয়ে বললো– ওটা হরিণের সিং, হরিণের সিং ছাড়া অন্য কিছু নয়।

– অন্য কিছু নয়? মাদাম বোনস গর্জে উঠলেন– এর আগে তুমি পেট্রোনাস ব্যবহার করেছ?

হ্যাঁ করেছি, হ্যারি বললো– এক বছরেরও বেশি ব্যবহার করছি।

– তোমার বয়স কিন্তু মাত্র পনের বছর।

– হ্যাঁ, কিন্তু!

– ওটা তুমি স্কুলে শিখেছ?

– হ্যাঁ, আমি যখন তৃতীয় বছরের ছাত্র তখন প্রফেসর লুপিন শিখিয়েছিলেন।

– মাদাম বোনস ওর দিকে তাকিয়ে বললেন– 'দারুণ' একেবারে খাঁটি পেট্রোনাস ওই বয়সে; সত্যিই খুব ইমপ্রেসিভ।

কিছু কিছু জাদুকরী আর জাদুকর বিড়বিড় করতে লাগল, কেউ্ কেউ মাথা নাড়ল, কিন্তু বাকি সবাই ভুরু কুঁচকে মাথা ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

ফাজ খিট খিটে গলায় বললেন- প্রশ্নটা এই নয় ম্যাজিকটা কতোটা ইমপ্রেসিভ ছিল। আসলে– যতটা বেশি প্রভাবিত তার চেয়েও বেশি হচ্ছে তার ক্ষতিকারক দিকটা। আমার সুচিন্তিত মত, ছেলেটি মাগলদের অস্তিত্ব জেনেও কাজটা করেছে।

যারা বসে বসে ভুরু কোঁচকাচ্ছিল তারা ফাজের কথা শোনার পর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। ঠিক সেই সময় পার্সি পটারের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার জন্য ইঙ্গিত করল।

– ডিমেন্টরসদের জন্য বাধ্য হয়ে আমি করেছি, অন্য কেউ বাধা দেবার আগে কথাটা খুব জোরে জোরে বললো হ্যারি। ও ভেবেছিল প্রতিবাদের ফিসফিসানির ঝড় উঠবে, কিন্তু সমস্ত ঘরটা আগের চেয়েও নিস্তব্ধতায় ভরে গেল।

ম্যাডাম বোনস বললেন– ডিমেন্টরস? কথা বলার সময় ওর এক চোখে চশমাটা প্রায় খুলে পড়েছিল, সামলে নিয়ে বললেন– কী বলতে চাও তুমি?

– আমি বলতে চাই– আমি ও আমার কাজিন যখন কানাগলিতে দাঁড়িয়েছিলাম তখন ওরা আমাদের আক্রমণ করেছিল!

ফাজ ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ওয়াইজেনগমটের চতুর্দিকে তাকালেন, যেন চাইলেন আরও কিছু লোকের মতামত। হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও যেন সেইরকম কিছু একটা শুনেছিলাম, যেন হ্যারি জোক করছে এমন মনোভাব তার।

ম্যাডাম বোনস বললেন– লিটিল হুইংগিং-এ ডিমেন্টরস? দারুণ বিস্ময় ওর গলায়, মানে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ফাজ তখনও বোকার মত হাসছেন। বললেন– তুমি জান না অ্যামেলিয়া? মনে মনে ডিমেন্টরদের সম্বন্ধে একটা কভার স্টোরি বানাবার প্রচেষ্টা করছিল। মাগলরা ডিমেন্টরদের দেখতে পায় না, পারে মাই বয়? দারুণ সুবিধাজনক, দারুণ , এটা তোমার কথা– কোনও সাক্ষী সাবুদ নেই।

আদালতে কারও কিছু বলার আগে হ্যারি উত্তেজিত হয়ে বললো– আমি মিথ্যে বলছি না! ওরা দু'জন ছিল, কানাগলির অন্যদিক থেকে এসেছিল, যেখানে দারুণ অন্ধকার শুধু নয় দারুণ ঠাণ্ডা ছিল। ওরা আমার কাজিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল

ও দৌড়াতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

ফাজের চোখে মুখে গর্বিত উন্নাসিক ভাব; অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে। আমি অত্যান্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি– তুমি কারও পরামর্শে একটি সুন্দর গল্প ফেঁদেছ। দারুণ তালিম দেওয়া হয়েছে।

ডাম্বলডোর গলা খাঁকারি দিলেন। ওয়াইজেনগেমট আবার স্তব্ধ গুমট, ফিসফাস শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। ডার্সলি ছাড়াও মালিতে ডিমন্টরদের আবির্ভাবের আরও সাক্ষী আছে– আমি বলতে চাই।

ফাজের ফোলা ফোলা মুখ চুপসে গেল। যেন কেউ ওর মুখের মধ্য থেকে হাওয়া বার করে দিয়েছে। ডাম্বলডোরের দিকে দু'এক মুহূর্ত তাকালেন, তারপর অতর্কিতে মাটিতে পড়ে গেছে এমনভাবে সোজা হতে হতে বললেন– আমাদের মিথ্যা কাহিনী শোনার সময় নেই। ডাম্বলডোর আমি শিগগিরই ব্যাপারটা শেষ করতে চাই।

ডাম্বলডোর বললেন– আমার হয়ত ভুল হতে পারে; কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে ওটা ওয়াইজেনগেমট চার্টার অব রাইটসের অন্তর্গত অভিযুক্তের তার মামলার জন্য সাক্ষী করার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তা সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। ম্যাডাম বোনস এটা কী 'ম্যাজিক্যাল ল এনফোর্সমেন্ট বিভাগের' পলিসি নয়?

ম্যাডাম বোনস বললেন– হ্যাঁ একেবারে সত্য।

ফাজ বললেন– খুব ভাল খুব ভাল, তা সাক্ষীটি কোথায়?

ডাম্বলডোর বললেন– আমি তাকে নিয়ে এসেছি। তিনি ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছেন। তাকে কী ডাকতে পারি?

– না, উইসলি তুমি যাও। ফাজ পার্সির দিকে তাকিয়ে হুংকার দিলেন।

পার্সি কথাটা শোনা মাত্র উঠে দাঁড়াল। হ্যারি, ডাম্বলডোরের দিকে না তাকিয়ে আদালতের বাইরে চলে গেল।

সামান্য সময় পরে পার্সি মিসেস ফিগকে সঙ্গে নিয়ে আদালত কক্ষে ঢুকলেন। মিসেস ফিগকে সামান্য ভীত ও আগের চেয়ে জবুথবু মনে হয়। মিসেস ফিগের দিকে তাকিয়ে হ্যারির মনে হলো এখানে আসার আগে বাড়িতে পরার স্লিপারটা ছেড়ে আসতে পারতেন।

ডাম্বলডোর উঠে দাঁড়িয়ে মিসেস ফিগকে নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দিলেন। মন্ত্রবলে নিজের জন্য একটা চেয়ার আনলেন।

মিসেস ফিগ চেয়ারে বসতে যাবেন ঠিক সেই সময় ফাজ জোরে জোরে বললো– আপনার পুরো নাম?

– আরাবেল্লা ডোরিন ফিগ, মিসেস ফিগ কাঁপা কাঁপা গলায় বললো।

– আপনার সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানান; ফিগ তার একঘেয়ে দাম্ভিক গলায় বললেন।

– হ্যারি পটার যেখানে থাকে তারই কাছাকাছি হুইংগিং-এর অধিবাসী, মিসেস ফিগ বললেন।

– হ্যারি পটার ছাড়া ওই অঞ্চলে কোনও জাদুকর বা জাদুকরী থাকে তেমন রেকর্ড আমাদের কাছে নেই; ম্যাডাম বোনস উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

– আমি অতি নগন্য এক মহিলা, স্কুইব (যারা ভেল্কি দেখায়)। আপনাদের খাতায় আমার নাম থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই। আছে কী?

– হেঃ হেঃ স্কুইব? ফাজ বললেন, মিসেস ফিগকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে।

– আমরা সেটা দেখে নেব– হ্যাঁ আপনি আপনারা বাবা-মা'র নাম বিষদভাবে আমার সহকারী উইসলির কাছে দেবেন। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই একজন স্কুইব কী ডিমেন্টরস দেখতে পায়? কথাটা বলে ফাজ ডাইনে- বাঁয়ে উপবিষ্ট সকলকে দেখলেন। মিসেস ফিগ রাগ রাগ গলায় বললেন– অবশ্যই আমরা পারি!

ফাজ মিসেস ফিগের দিকে তাকিয়ে নরম সুরে বললেন– ভাল ভাল, তা আপনার দেখা ঘটনাটি বলুন।

মিসেস ফিগ থেমে থেমে বললেন– দোসরা অগাস্ট রাত প্রায় নটার সময় আমি উইস্টিরিয়া ওয়াকে আমার বেড়ালের জন্য খুব কাছের একটা দোকানে খাবার কিনতে গিয়েছিলাম। আমি যখন ম্যাগনোলিয়া ক্রিসেন্ট আর একটা কানাগলির কাছাকাছি গেছি তখন আমি কিছু হৈ চৈ শুনতে পেলাম, আমি হন্তদন্ত হয়ে গলির মুখে গিয়ে দেখতে পেলাম ডিমন্টররা ছুটে পালাচ্ছে–

ম্যাডাম বোনস বললেন– ছুটছে? ডিমেন্টরসরা তো ছুটে পালায় না, ওরা তো উড়ে যায়।

– সেটাই তো আমি বলতে চাই; মিসেস ফিগ সঙ্গে সঙ্গে বললেন। ওর শুষ্ক গালটা সামান্য লাল হয়ে গেল। গলি দিয়ে উড়ছিল, দুটো ছেলের মত দেখতে। ম্যাডাম বোনস বললেন– কি রকম দেখতে? চোখটা এমনভাবে ছোট করলেন যে ছোট চশমাটা চোখের খাঁজে আটকে গেল।

–একজন খুব লম্বা, একজন রোগা। না না ছেলে দুটো নয়, ডিমেন্টররা।

তাদের দেখতে কেমন তাই বলুন।

– ওহ! গালের লাল লাল ছোপ আর নেই – ওরা খুব লম্বা বিরাট আকারের। গায়ে তাদের আলখিল্লা ছিল।

হ্যারির পেটের ভেতরটা মনে হল যেন তলিয়ে যাচ্ছে। মনে হল মিসেস ফিগ যাই বলুন না কেন, উনি ডিমেন্টরদের ছবি দেখেছিলেন। একটা ছবি আসলটা নাও প্রকাশ করতে পারে। ভৌতিকভাবে ওরা চলাফেরা করেছিল, মাটি থেকে ইঞ্চি

খানেক ওপরে উঠে ঝুলছিল অথবা তাদের গায়ে পচা গন্ধ অথবা অতি ভয়াবহ এমন এক শব্দ করছিল যেন আশপাশের হাওয়া চুষে নিচ্ছে।

দ্বিতীয় সারিতে একজন বড় বড় গোঁফওয়ালা বেঁটে- মোটা জাদুকর ওর পাশের একজন কোঁকড়া কোঁকড়া চুলওয়ালা জাদুকরের কানে কানে কিছু বললো। জাদুকরটি বোকার মত হেসে মাথা নাড়ল।

ম্যাডাম বোনস শান্তভাবে বলতে লাগলেন– বিরাট আকারের ও আলখিল্লা পরেছিল! ফাজ উপহাসের ভঙ্গিতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন– আর কিছু আছে?

– অবশ্যই! মিসেস ফিগ বললেন, আমি তাদের উপস্থিতি অনুভব করেছি। গ্রীষ্মের গরমে সব কিছু বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, যেন আমার সব আনন্দ এই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। আজও আমার সেই ভয়ঙ্কর রাতটির কথা মনে আছে।

মিসেস ফিগের কণ্ঠস্বর কাঁপতে কাঁপতে স্তব্ধ হয়ে গেল। ম্যাডাম বোনসের চোখ সামান্য বড় হয়ে গেল। হ্যারি স্পষ্ট দেখতে পেল ওর ভুরুর নিচে লাল গোল দাগ। চশমাটা ওখানে চেপে বসে ছিল।

–তা ডিমেন্টররা ওখানে কী করেছিল? বোনস প্রশ্ন করলেন। হ্যারির মনে সামান্য আশার সঞ্চার হল।

– ওরা ছেলে দুটোর দিকে গেল, মিসেস ফিগ বললেন– গলার স্বর আর মিনমিনে নয়, খুব দৃঢ়তায় ভরা।

মিসেস ফিগের গালের লাল ছোপ ছোপ দাগটা সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে গেছে। বললেন– একজন মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, অন্য যে ছেলেটি পেছন থেকে ডিমেন্টরকে ঠেকাতে চেষ্টা করছিল, সেই ছেলেটি হচ্ছে হ্যারি। ও দু'বার চেষ্টা করার পর শুধুমাত্র এক ঝলক রূপালী বাষ্প সৃষ্টি করেছিল। যখন তাতেও কোন কাজ হল না তখন ও পেট্রোনাস দিয়ে আক্রমণ করল। পেট্রোনাসে একজন ডিমেন্টর হেরে গেল। দ্বিতীয় জন ওর কাজিনের বুকের ওপর চেপে বসেছিল। তারপর পেট্রোনাসের আঘাতে দ্বিতীয়টা পালাল। এটাই সত্য ঘটনা।

কথাগুলো মিসেস ফিগ দৃঢ় স্বরে বলে তার সাক্ষ্য শেষ করলেন। হ্যারির মনে হল মিসেস ফিগ আরো জোরদার করে কথাগুলো বলতে পারতেন।

– হ্যাঁ এটাই ঘটেছিল, মিসেস ফিগ একই কথা দু'বার বললেন।

মিসেস ফিগের মুখের দিকে তাকিয়ে ফাজ বললেন– এবার আপনি যেতে পারেন।

মিসেস ফিগ, ফাজ ও ডাম্বলডোরের মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে ধিরে ধিরে এগিয়ে গেলেন। হ্যারি দরজাটা বন্ধ করার শব্দ শুনতে পেল।

ফাজ দাম্ভিক গলায় বললেন– খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী নয়। বোনস বললেন তবে উনি ডিমেন্টরদের আক্রমণ নিখুঁতভাবে বলেছেন। আমি ভাবতে পারছি না ওরা যদি স্পটে নাই আসে তো উনি সবিস্তারে কেমন করে বললেন?

ফাজ বাঁকা বাঁকা স্বরে বললেন– ডিমেন্টররা মাগলদের এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল তারপর হঠাৎ এক জাদুকরের সামনে পড়ল? ব্যাগম্যানও এমন অদ্ভুত গল্প বলতে পারতেন না, আমি বাজি ধরতে পারি।

ডাম্বলডোর গুরুত্ব না দিয়ে বললেন– আমাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না বা করবে না এমন কোনও কারণ নেই, অথচ ডিমেন্টররা ওখানে পৌঁছে ছিল।

যেসব জাদুকরীরা ফাজের ডানধারে বসেছিল, ছায়াতে তাদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ওরা নড়েচড়ে বসল। কিন্তু সবাই চুপচাপ।

ফাজ বললেন– আমরা তাহলে তার কি মানে ধরতে পারি?

ডাম্বলডোর বললেন– তার একটি মানে ওদেরকেও সেখানে যেতে আদেশ করা হয়েছিল।

– আমি মনে করি এটা রেকর্ড করে রাখা দরকার, যে কেউ, একজোড়া ডিমেন্টরকে অর্ডার দিয়েছিল লিটিল হুইংগিংতে ঘুরে বেড়াতে। ফাজ হুংকার দিয়ে বললো।

ডাম্বলডোর ধীর স্থির ভাবে বললো– ডিমেন্টররা ইদানীং ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের আদেশ ছাড়া অন্য কারও কথায় চলে তা অনেক আগেই তোমার দৃষ্টিগোচর করেছি কর্নেলিয়াস।

– হ্যাঁ, করেছেন, ফাজ জোর দিয়ে বললো, তবে আমার বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। আপনার মতামত জাহাজের ছিদ্রের মত ডাম্বলডোর। ডিমেন্টররা আজকাবানে থাকে, যা কিছু করছে শুধুমাত্র আমাদের আদেশে।

– তাহলে? ডাম্বলডোর বললেন খুব সংযত ও পরিষ্কারভাবে তাহলে আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হয়, কারা মন্ত্রণালয় থেকে অগাস্টের দু' তারিখে ওখানে দু'জন ডিমেন্টরকে যেতে বলেছিল।

আদালতের সম্পূর্ণ নীরবতা যেন ডাম্বলডোরের ওই প্রশ্ন সমর্থন করল।

যে জাদুকরী ফাজের ডানপাশে বসেছিল সে মুখ তুললে হ্যারি তাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল।

ও ভেবেছিল জাদুকরীকে দেখতে মোটা কাল একটা কোলা ব্যাঙের মত। কিন্তু তা নয়। চৌকো ফোলা ফোলা মুখ। ছোট গলা আঙ্কল ভার্ননের মত চওড়া থলথলে মুখ। বড় বড় চোখ দুটো ঠিকরে পড়ার মত। ওর ছোট ছোট কাটা মাথার চুলের ওপরে একটা ভেলভেটের বাউ, দেখে মনে হল ওর লম্বা জিব দিয়ে একটা মাছি

ধরবে।

ফাজ বললো, অবশ্যই সকলে ডলোরেস জেন আমব্রিজ, সিনিয়র আন্ডার সেক্রেটারী মন্ত্রী মহোদয়কে চেনেন।

হ্যারি আমব্রিজের বাচনভঙ্গী দেখে অবাক হয়ে গেল।

– আমি নিশ্চিত যে, আমি আপনাকে হয়ত ভুল বুঝেছি প্রফেসর ডাম্বলডোর, ও খুব সহজভাবে বললো। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হয় মন্ত্রণালয় কেন ওই ছেলেটিকে আক্রমণের নির্দেশ দেবেন। কথাটা বলে এমনভাবে হাসল যে হ্যারির সেই হাসি শুনে ঘাড়ের চুলগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সঙ্গে ওয়াইজেনগেমটের সদস্যরাও হাসল।

ডাম্বলডোর খুবই নম্র ও সভ্যভাবে বললেন– একথা সত্যি যে, একমাত্র মন্ত্রণালয়ের আদেশ ছাড়া ডিমেন্টররা কিছু করে না; কিন্তু এ কথাও সত্যি এক সপ্তাহ আগে হ্যারি আর তার ভাইকে দুজন ডিমেন্টর আক্রমণ করেছিল। তাহলে আমরা কি বলতে পারি না মন্ত্রণালয় থেকে কেউ না কেউ তাদের আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারে? এমনও হতে পারে ওই দুই ডিমেন্টর মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

ফাজ বাধা দিয়ে বললেন– না সেরকম কোনও ডিমেন্টরস মন্ত্রণালয়ের আয়ত্বের বাইরে নেই।

ফাজের মুখ দেখে মনে হয় রাগে ছটফট করছেন।

ডাম্বলডোর মাথাটা সামান্য নত করলেন।

– তাহলে, বলা যেতে পারে ডিমন্টররা আজকাবানের থেকে কোনও আদেশ ছাড়া কেন ওইরকম বে-আইনী কাজ করলো, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তদন্ত করবেন মন্ত্রণালয়।

আপনি নয়, ম্যাজিক মন্ত্রণালয় ঠিক করবে তদন্ত হবে কি হবে না, বাধা দিয়ে বললেন ফাজ। ফাজের এই কথাটা আঙ্কল ভার্নন শুনলে বোধহয় খুশি হতেন।

– অবশ্যই না, ডাম্বলডোর নরম সুরে বললেন। আমি শুধু চিন্তা করতে বলেছি তদন্তের ব্যাপারটা। তদন্ত যেন হয়। কথাটা বলে ডাম্বলডোর ম্যাডাম বোনসের দিকে তাকালেন। ফাজ বললেন– আমি উপস্থিত সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই দু'জন ডিমেন্টরের কার্যকলাপ যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তদন্ত করবে কিন্তু ওই ছেলেটির কল্পনায় করবে না। তদন্ত আজকের শুনানির মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়! আমরা এখানে এসেছি হ্যারি পটারের অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করতে। রিজিনেবল রেস্ট্রিকসন অব আন্ডার এজ সিক্রেসী ভঙ্গের অপরাধ।

অবশ্যই সেই জন্য এসেছি, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু ওইদিন গলিতে ডিমেন্টরদের উপস্থিতি আজকের এই বিচারের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। ডিক্রির

ধারা সাত বলে– ম্যাজিক, মাগলদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে কেবল মাত্র অনিবার্য কারণে এবং এই অনিবার্য কারণ শুধুমাত্র জাদুকর জাদুকরী নয় অনেক ক্ষেত্রে মাগলদেরও আত্মরক্ষার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

ফাজ বিজ্ঞের মত বললো– আমরা ধারা সাত সম্বন্ধে বিশেষভাবে পরিচিত। আপনাকে ধন্যবাদ।

ডাম্বলডোর অতি ভদ্রভাবে বললেন– অবশ্যই আপনি পরিচিত। আমি মনে করি হ্যারির ' পেট্রোনাস চার্ম' সেদিন ব্যবহার করাটা তার ও তার ভাইয়ের জীবন রক্ষার্থে প্রয়োজন হয়েছিল। বলতে পারেন 'বিশেষ কারণে।

– ডিমেন্টরস সত্যিই এসেছিল কি না, আমার সন্দেহ হয়। ডাম্বলডোর বাধা দিয়ে বললেন– সেটাতো স্বচক্ষে দেখা সাক্ষীরা বলেছেন। যদি মিসেস ফিগের সততার ওপর সন্দেহ হয় তাহলে আবার তাকে ডেকে পাঠান, তাকে প্রশ্ন করুন, আমার মনে হয় না তিনি আপত্তি করবেন।

– মানে! মানে! আমি, ফাজ সামনের কাগজগুলো তুমুল শব্দ করে ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন– আজই আমি এই কেস শেষ করতে চাই, ডাম্বলডোর!

– কিন্তু স্বাভাবিকভাবে কোনও নির্ণয় নিতে গেলে একবারেরও বেশি সাক্ষীদের ডাকার প্রয়োজন হয়। সেটা না করলেও বিচারের প্রহসন হবে, ডাম্বলডোর বললেন।

– আপনি নিশ্চই জানেন এই ছেলেটি আপনার স্কুলে পড়ে ও নানারকম উদ্ভট মাথামুণ্ডহীন সব গল্প সৃষ্টি করে। আপনি কী কখনও সেগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন? আপনি নিশ্চয়ই তিন বছর আগে ছেলেটির বেআইনীভাবে 'হুভার চার্ম' ব্যবহার করা ভুলে গেছেন।

হ্যারি বললো– আমি করিনি এলফ করেছিল?

ফাজ হাস্যজ্জ্বল মুখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে জোরে বললেন– তাই নাকি? মাগলদের বাড়িতে হাউজ এলফ? ঠিক করে বল।

ডাম্বলডোর বললেন– সে এখন হোগার্টস স্কুলে কাজ করে। আমি এখনই এক সেকেন্ডের মধ্যে তাকে আনতে পারি, তাকে যা প্রশ্ন করার করতে পারেন।

– আমার বাড়ি দেখা শুনা করা লোকদের কথা শোনার সময় নেই। ওর আরও অনেক অপরাধ আছে। ওর আন্টকে বিরক্ত করে– ঈশ্বর ওকে রক্ষা করুন! কথাটা বলে ফাজ প্রবল চিৎকার করে উঠে সামনের টেবিলে সজোরে একটা ঘুষি মারতেই এক বোতল কালি উল্টে পড়ে গেল।

– তার জন্য আশাকরি আপনি অভিযুক্ত করবেন না, ধরে নিচ্ছি করবেন না। আমার মনে হয়, সবচেয়ে শান্ত ভাল জাদুকররাও সময় সময়ে তাদের রাগ- বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না। ফাজ যখন ওর কাগজে কালি মুছবার চেষ্টা করছিলেন।

তখন ডাম্বলডোর হেসে বললো।

– ওহো! ও স্কুলে কি করে, কি না করে আমি তো সে সম্বন্ধে এখনও জানতে চাইনি।

ডাম্বলডোর শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন– হোগার্টসের স্কুলেল ব্যাপারে কিছু আলোচনা বা প্রশ্ন করার ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ার নেই। আজকের শুনানিতে তাই হ্যারির স্কুলের আচরণ প্রাসঙ্গিক নয়।

ফাজ বললেন– ও হো! স্কুলের ব্যাপার আমাদের দেখার কিছু নেই আপনি তাই মনে করেন ডাম্বলডোর?

– আমি মনে করি মন্ত্রণালয়ের কোনও ক্ষমতা নেই হোগার্টস স্কুল থেকে কোনও ছাত্রকে বহিষ্কার করার। ডাম্বলডোর বললেন– কর্ণেলিয়স, আমার বেশ মনে আছে দুই আগস্টের রাতের ঘটনা আপনাকে আমি জানিয়েছিলাম। তাছাড়া হ্যারির ম্যাজিক ওয়ান্ড বাজেয়াপ্ত করার কোনও অধিকার নেই– যতদিন না তার বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তাছাড়া আমি আরও আপনাকে দুই আগস্ট রাতে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, যেন তাড়াতাড়ি করে কিছু করা না হয়। দুঃখিত আপনি মাঝে মাঝে আইন ভুলে যান।

ফাজ উগ্রভাবে বললো– আইন পরিবর্তন করা চলে।

– অবশ্যই করা যায়, ডাম্বলডোর মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন– কর্ণেলিয়স আপনি অবশ্যই অনেক পরিবর্তন করেছেন। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমাকে ওয়াইজনগেমট থেকে চলে যাবার নির্দেশ দেবার পর মাত্র অতি সাধারণ। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছোট অপরাধমূলক ব্যাপার নিয়ে বিচার টিচার চলছে। তার মধ্যে আন্ডার এজ ম্যাজিকও পড়ে।

ডাম্বলডোরের কথা শোনার পর কোর্টের অনেকেই নড়েচড়ে বসল। ফাজের মুখটা রক্তিম হয়ে গেল। ওর ডানধারে বসে থাকা ব্যাঙের মুখের মত জাদুকরী ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

– আমি যতদূর জানি, ডাম্বলডোর বললেন– এই আদালতের, হ্যারিকে তার প্রতিটি ম্যাজিক প্রয়োগের শাস্তি দেয়ার কোনও আইনত ক্ষমতা নেই। ওকে একটি বিশেষ অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে যা বলার তা'ও স্পষ্ট করে বলেছে। এখন আমরা দুজনেই অপেক্ষা করছি আপনার রায়ের জন্য। আদালত কক্ষ নিঃস্তব্ধ। এবার ভোট নেবার পালা।

ফাজ বিচারকদের বললেন– যারা শাস্তির পক্ষে তারা হাত তুলুন। স্বভাবতই ফাজ, তার ডান ধারের জাদুকরী বড় গোঁফ ওয়ালা জাদুকর ও আরও দু'চারজন শাস্তির পক্ষে হাত তুলল।

তারপর শাস্তির বিপক্ষে।

বিপক্ষে বেশি সংখ্যক হাত উঠল।

ফাজ দুটো বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললো– খুব ভাল খুব ভাল, সব অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া হলো।

ডাম্বলডোর বললেন– সত্যই আনন্দের। তারপর জাদুদণ্ড বার করে ক্লিক করতেই দুটো চেয়ার অদৃশ্য হয়ে গেলে বললেন– আমাকে এবার যেতে হবে। সকলকে আমার শুভেচ্ছা রইল। একবারও হ্যারির দিকে না তাকিয়ে আদালত ছেড়ে চলে গেলেন ডাম্বলডোর।

হ্যারি নিজের পায়ের দিকে তাকাল। ওর মনে হল বুকের হৃদপিণ্ডটা অসম্ভব ফুলে উঠেছে, ভেতরটা জোরে জোরে শব্দ করে ধুক ধুক করছে। ও আশা করেছিল শুনানির সময় আরো বেশি হবে। সকলের সামনে খুব একটা ভাল ভাবমূর্তি রাখতে পেরেছে কিনা এ বিষয়ে ও একেবারেই নিশ্চিত নয়। ডিমেন্টরদের সম্বন্দে আরও কিছু বলার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

নবম অধ্যায়

দ্য উওস অব মিসেস উইসলি

ডাম্বলডোর হ্যারিকে কোনরকম ভ্রুক্ষেপ না করে আদালত থেকে চলে যাওয়ায় হ্যারির মন খারাপ হয়ে গেল। আঘাতের আবেগ এবং তার থেকে মুক্তির জন্য হ্যারি চেন বাধা চেয়ারে চুপ করে বসে রইল। আদালতের ভেতর যারা ছিল তারা সব এক এক করে নিজেদের কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে লাগল। হ্যারি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কেউ ওর দিকে তাকাচ্ছে না। ফাজের ডানপাশে বসা জাদুকর ডাম্বলডোরের দিকে না তাকিয়ে বরং ব্যাঙের মত মুখ নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে পাত্তা না দিয়ে হ্যারি ফাজের অথবা ম্যাডাম বোনসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। ও আদালত ছেড়ে যেতে পারে কিনা এই আদেশের প্রতীক্ষায় বসে রইল। ফাজ খুব সম্ভব ইচ্ছে করেই হ্যারির দিকে তাকালেন না। ম্যাডাম বোনস ব্রিফকেসে কাগজপত্র গুছিয়ে নিতে খুবই ব্যস্ত। অগত্যা হ্যারি যাবে কি যাবে না এই মনোভাব নিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বাইরে যাবার দরজার দিকে এগোল। কেউ যখন ওকে বাধা দিল না, ও তখন তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ঘর থেকে বাইরে করিডরে দাঁড়াল।

মি. উইসলি বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন একটুর জন্যে হ্যারির ধাক্কা থেকে বেঁচে গেলেন। উইসলির মুখ শুষ্ক।

ডাম্বলডোর হন হন করে চলে গেলেন, আমাকে দেখেও কিছু বললেন না– মি. উইসলি বললেন।

'মুক্তি পেয়েছি', হ্যারি খোলা দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে আপন মনে বললো– আমার বিরুদ্ধে আর কোনও অভিযোগ নেই!

উচ্ছ্বসিত মি. উইসলি হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলেন– সত্যি খুব আনন্দের সংবাদ। ওরা তোমার বিরুদ্ধে অনেক তথ্য, অনেক সাক্ষ্যটাক্ষ্য জোগাড় করেও তোমাকে

দোষী সাব্যস্ত করতে পারল না। কিন্তু তাহলেও সত্যি বলছি আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারিনি।

মি. উইসলি হ্যারিকে ছেড়ে দিলেন। আদালতের দরজা ভেতর থেকে কেউ খুলল। ওয়াইজেনগেমটেরা বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

মারলিনের দাঁড়ি! হ্যারিকে তার দিকে টেনে নিয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠে বিস্মিত হয়ে বললো। একপাশে সরে এসে সকলের যাতায়াতের সুবিধা করে দিলেন। তোমাকে অবশ্যই ফুল কোর্ট জেরা করেছিল?

– আমার তো তাই মনে হয়. হ্যারি আস্তে আস্তে বললো।

দু'চারজন জাদুকর জাদুকরী যাবার সময় হ্যারিকে দেখে মাথা নাড়াল। ম্যাডাম বোনস উইসলিকে দেখে বললো 'সুপ্রভাত আর্থার', আবার অনেকেই তাকে না দেখার ভান করে চলে গেল। সবশেষে অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কর্নেলিয়স ফাজ, সঙ্গে ব্যাঙমুখী ডাকিনী (জাদুকরী)। ফাজ ওদের দিকে তাকিয়ে এমন এক মুখের ভাব করলেন যেন ওরা করিডরের দেয়ালের এক অংশ। কিন্তু সঙ্গের জাদুকরী যাবার সময় হ্যারির দিকে প্রশংসনীয় মুখে তাকাল। সবশেষে বেরিয়ে এল উইসলি। পার্সিও ফাজের মতই ওর বাবা আর হ্যারিকে ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞা করে হন হন করে চলে গেল। ওর হাতে পার্চমেন্ট, কিছু কাগজ আর পাখির পালকের কলম। উইসলির মুখ অসাধারণ গম্ভীর হয়ে গেল; কিন্তু পার্সিকে যে দেখেছের্ন তেমন কিছু প্রকাশ করলেন না।

পার্সি দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে উইসলি হ্যারিকে ইশারা করে বললেন– চলো চলো সোজা বাড়ি চল, ওখানে তোমার বন্ধুরা খবর জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে আছে। তোমাকে বেথন্যাল গ্রীন টয়লেটের কাছে নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব, চল।

হ্যারি একগাল হেসে বললো, টয়লেট? ওর কাছে এখন সবকিছু পাঁচগুণ সহজ-সুন্দর-আনন্দ উজ্জ্বল মনে হলো। আর কোনও মনে দুঃখ নেই। ও আবার হোগার্টসে ফিরে যাবে। সিঁড়িতে পা দিয়ে উইসলি বললো– খুবই সাধারণভাবে বলতে পার দুর্ভাগ্যের প্রতিরোধ। কিন্তু ক্ষতিপূরণ খুব একটা বেশি নয়, বলতে পার ধ্বংসসাধন মনোবৃত্তির ভাবনা। মাগলদের বেইটিং কিছু কিছু জাদুকরদের হয়ত মনে হবে খুব মজার ব্যাপার; কিন্তু ওটা হচ্ছে অতি ঘৃণ্য নোংরা মনোবৃত্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি।

মি. উইসলি কথাটা শেষ না করে থেমে গেলেন। ওরা তখন ন'তলার করিডরে পৌঁছে গেছে। ওরা দেখল কয়েক ফিট দূরে কর্নেলিয়স ফাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখের আর সিল্কের মত সোনালী চুলের এক লম্বা লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।

ওদের পায়ের শব্দ শুনে ওরা আলোচনা বন্ধ করে দিল। লম্বা লোকটার ঠাণ্ডা ধূসর চোখ খুটো তীক্ষ্ম হয়ে হ্যারির মুখের দিকে বিঁধল।

লুসিয়াস ম্যালফয় হ্যারিকে তাচ্ছিল্য করে বললেন, ভাল? ভাল আছ, পেট্রোনাসপটার?

হ্যারি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। ওইরকম বিভৎস লম্বালম্বা কাটা চোখ, আলখিল্লা পরা ডেথইটারদের দেখেছিল। আরও একজনের শুনেছিল আর্তস্বর যখন কবরখানায় লর্ড ভোল্ডেমর্ট তাকে নির্যাতন করছিল।

হ্যারি বিশ্বাস করতে পারছে না যে লুসিয়াস ম্যালফয় সাহস করে ওর দিকে কেন তাকাবেন। ও আরও ভাবতে পারে না তিনি ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে কেন এসেছেন। ওই লোকটা যে ডেথইটার কয়েক সপ্তাহ আগে কর্ণেলিয়স ফাজকে জানাবার পরও ফাজ ওর সঙ্গে কথা বলছেন!

ম্যালফয় হাই তুলে অতি আলস্যের সঙ্গে বললেন– মন্ত্রীমশাই এইমাত্র তোমার ভাগ্যবশত ছাড়া পাওয়া সম্বন্ধে বলছিলেন, পটার। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, তুমি কি করে ছোট একটা গর্ত দিয়ে সাপের মতো মুচড়ে মুচড়ে বেরিয়ে এলে।

মি. উইসলি সাবধান হওয়ার জন্য হ্যারির কাঁধে মৃদু চাপ দিলেন।

– আমি দারুন চালাক, পালাতে ওস্তাদ; হ্যারি বললো।

লুসিয়াস ম্যালফয়, উইসলির মুখের দিকে তাকালেন।

– আরে আর্থার উইসলি তুমিও! এখানে কি কাজে এসেছ আর্থার?

উইসলি কাঠখোট্টাভাবে বললেন– আমি এখানে চাকরি করি।

উইসলির কাঁধের পিছনের দরজার দিকে ভুরু তুলে তাকিয়ে ম্যালফয় বললেন– এই ফ্লোরে? আমি ভেবেছিলাম তুমি তিনতলায়। তুমি কী মাগলদের হাতে তৈরি জিনিসপত্র ছিচকে চোরের মত বাড়ি নিয়ে যাওয়া আর তাদের মায়াজালে আবদ্ধ করার ব্যাপারে জড়িয়ে আছ নাকি হে?

মি. উইসলি হ্যারির কাঁধটা সজোরে আঙ্গুল দিয়ে চেপে বললেন, না।

হ্যারি, ম্যালফয়কে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে কেন এসেছেন দয়া করে বলবেন?

ম্যালফয় ওর আলখিল্লার সামনের দিকের ভাঁজ ঠিক করতে করতে বললেন, আমি মনে করি না মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার কোনও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা তোমার জানার দরকার আছে।

ভাঁজ ঠিক করার সময় ম্যালফয়ের পকেটে সোনার টাকার টুংটাং শব্দ হ্যারির কানে এল। ম্যালফয় আরও বললেন, তুমি ডাম্বলডোরের প্রিয় পাত্র বলে ওর কাছে যা আশা কর তা সকলের কাছে আশা নাও করতে পার। আমি অযথা প্রশ্রয় মোটেই বরদাস্ত করি না। মন্ত্রী মশাই, আমরা কী আপনার ঘরে বসব?

ফাজ, হ্যারি আর উইসলির দিকে পিছন ফিরে বললেন– অবশ্যই অবশ্যই, ওই ধারে চলুন লুসিয়াস।

ওরা দুজনে খুব নিচু গলায় কথা কইতে কইতে চলে গেলেন। যতক্ষণ না ওরা লিফটের ভেতরে গেল উইসলি হ্যারির কাঁধ শক্ত করে চেপে রইলেন।

হ্যারি অসম্ভব রেগে ফেটে পড়ে বললো– ওদের কাজ থাকলে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো কেন? ম্যালফয় এখানে কি করতে এসেছেন?

মি. উইসলিও অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে রেগে বললেন– ছিঁচকের মত কোর্টরুমে যাবার চেষ্টা করতে। উইসলি এধার ওধার তাকালেন পাছে কেউ শুনতে পেয়ে থাকে সেই সন্দেহ নিরসনের জন্য। জানতে গিয়েছিল তোমাকে বহিষ্কার করা হয়েছে কিনা। আমি এই সম্বন্ধে ডাম্বলডোরকে জানাব। ম্যালফয় আবার ফাজের সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করছে, ডাম্বলডোরের সেটা জানা দরকার।

ওদের কীরকম ব্যক্তিগত বিজনেস থাকতে পারে জানেন?

উইসলি রেগে গিয়ে বললো– সোনা, সোনার বিজনেস। ম্যালফয় কাজ বাগাবার জন্য, যারা কাজ দেয় তাদের গাদা গাদা সোনার টাকা ঘুষ দিয়ে চলেছে। তুমি বোধহয় জান না ম্যালফয়ের বড় বড় লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে।

লিফটটা বলতে গেলে ফাঁকা ছিল।

হ্যারি বললো– মি. উইসলি, ফাজ যদি ম্যালফয়ের মত ডেথ ইটারদের সঙ্গে মেশেন, যদি ওর সঙ্গে একান্তে কথা বলেন আমরা কেমন করে জানব তাকে ওরা 'ইসপেরিয়স কার্স' প্রয়োগ করেনি?

আমাদের যে সেই সন্দেহ হয়নি তা নয় হ্যারি, কিন্তু ডাম্বলডোর মনে করেন ফাজ এইসময় যা কিছু করছে নিজের খুশিমত করছে। যেমন– ডাম্বলডোর বলেন, মোটেই আরামদায়ক নয়। যাকগে ওই সম্বন্ধে কোন কথা না বলা ভাল, উইসলি বললো।

লিফটের দরজা খুললে প্রায় শূন্য 'অ্যাট্রিয়মে' দাঁড়াল। জাদুকর এরিক ওয়াচ ডেইলি প্রফেট'টা পড়ছিল, ওদের দেখে লুকিয়ে ফেলল। আবার ওরা সেই সোনার ফোয়ারার সামনে দিয়ে সোজা চলল।

রন বললো– আমি জানতাম। কথাটা বলে উচ্ছ্বাসে ও হাওয়াতে ঘুঁষি মারতে থাকে। তুমি সবসময় বেঁচে যাও।

হারমিয়ন বললো, তোমাকে শাস্তি দেয়া ওদের খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। হ্যারি রান্না ঘরে ঢোকার সময় হারমিওন খুবই উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। হ্যারির কথা শোনার পর হারমিওন চোখে কম্পিত হাত চাপা দিয়ে বললো– তোমার বিরুদ্ধে শুধু ডাঁহা মিথ্যা অভিযোগ।

হ্যারি হাসতে হাসতে বললো, তোমরা নিশ্চিত ছিলে ওরা আমায় কিছু করতে পারবে না। তাহলেও এখন তো খবরটা শুনে দুশ্চিন্তা থেকে বেঁচেছ?

মিসেস উইসলি তার অ্যাপ্রন দিয়ে মুখ মুছতে লাগলেন। ফ্রেড, জর্জ, জিনী পাগলের মত নাচানাচি করতে শুরু করল। 'ওকে কিছু করতে পারেনি, কিছু করতে পারেনি, কিছু করতে পারেনি'।

মি. উইসলি বললো, অনেক হয়েছে এইবার তোমাদের তান্ডব নৃত্য আর গান থামাও। মিসেস উইসলিও ওদের তালে তাল রেখে হাসছিলেন। বললেন– সিরিয়স, লুসিয়াস ম্যালফয়কে মন্ত্রণালয়ে দেখলাম হে।

– কী বললে? সিরিয়াস তীক্ষ্মভাবে বললেন।

'ওকে কিছু করতে পারেনি... পারেনি পারেনি'

– অনেক হয়েছে এ'বার তোমরা চুপ করবে? উইসলি ধমকে উঠলেন। লেভেল লাইনে আমরা ওকে ফাজের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছি। একসঙ্গে ফাজের অফিসে যেতে দেখেছি ব্যাপারটা ডাম্বলডোরের জানা দরকার।

– সিরিয়স বললেন– চিন্তা করো না আমরা ডাম্বলডোরকে ব্যাপারটা জানাব।

– এবারে আমাকে যেতে হবে। বেথনাল গ্রীনের ডমিটিং টয়লেটে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মল্লী আমার ফিরতে একটু দেরি হবে। আমাকে টংকসের ব্যাপারে কথা বলতে হবে কিংগস্লে রাতে ডিনারে আসতেও পারে।

'ওকে কিছু করতে পারেনি... পারেনি... পারেনি'

মিসেস উইসলি আবার রেগে গিয়ে বললেন, ফ্রেড, জর্জ, জিনী যথেষ্ট হয়েছে এবার তোমরা থামবে? হ্যারি এস এখানে এসে বস। লাঞ্চ খাও, তুমি বলতে গেলে ব্রেকফাস্ট কিছু মুখে দাওনি।

হ্যারির মুখোমুখি ওরা সবাই বসল। হ্যারি গ্রিমল্ড প্লেসে আসার পর আনন্দের চেয়ে বেশি আনন্দ আজ ওদের। লুসিয়ায় ম্যালফয়ের সঙ্গে দেখা হবার পর হ্যারি শরীরে যেরকম অস্বস্তিবোধ করছিল সেটা হঠাৎ উবে গেল।

বিষণ্ন বাড়িটা হঠাৎ দারুণ এক আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে উঠল। ক্রেচারকে দেখেও খুব একটা কুৎসিত মনে হল না, যখন ও কিচেনে-হইচই কেন হচ্ছে জানার জন্য কিচেনের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল।

রন হাসতে হাসতে বললো– ডাম্বলডোর তোমার হয়ে ওকালতি করার পর তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা ওদের আছে? কথাটা বলে সকলের প্লেটে গাদাগাদা আলুসেদ্ধ ঢেলে দিল।

– হ্যাঁ আমার জন্য লড়েছেন, হ্যারি বললো। কথাটা না বললে ছেলেমানুষির চাইতে অকৃতজ্ঞতা প্রমাণীত হয়। আমার সঙ্গে ডাম্বলডোর কথা না বললেও অন্তত একবার তাকাতেন।

কথাগুলো বলার সময় হঠাৎ ওর কপালের কাটা অংশটা তীব্রভাবে জ্বালা করতে লাগল। ও হাত দিয়ে দাগটা খুব জোরে চেপে ধরল।

হারমিওন হ্যারির দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে বললো– কী হয়েছে?

– কাটা দাগটায় আজকাল সবসময় জ্বালা করে যন্ত্রণা হয়, হ্যারি বললো।

হারমিওন ছাড়া অন্য কেউ হ্যারির অস্বস্তি লক্ষ্য করেনি। ওরা সকলে খাওয়া, হাসিঠাট্টা নিয়ে ব্যস্ত। ফ্রেড, জর্জ, জিনি খাবার মুখে পুরছে আর গান গেয়ে চলেছে। হারমিওন উদ্বেগের সঙ্গে ওদের মুখের দিকে তাকাল। রন হাততালি দিয়ে বললো– বাজি ফেলে বলছি আজ সন্ধ্যাবেলা ডাম্বলডোর আসবেনই আসবেন। কেন বলত? আমাদের সঙ্গে সেলিব্রেট করবেন।

মিসেস উইসলি বললেন, আমার মনে হয় না উনি আসবেন। কথাটা বলে হ্যারির দিকে একপ্লেট চিকেন রোস্ট এগিয়ে দিলেন। ইদানীং খুব ব্যস্ত আছেন।

ওরা আবার গান শুরু করতেই মিসেস উইসলি রেগেমেগে বললো, চুপ করবে?

* * *

কয়েকদিন পর হ্যারি লক্ষ্য করল বার নম্বর গ্রিম্মল্ড প্লেসে একজন রয়েছে যে হ্যারির হোগার্টসে ফিরে যাওয়ার কথা শুনে খুব একটা খুশি হয়নি। সিরিয়স হ্যারির সবরকম চক্রান্ত থেকে মুক্ত হবার পর খবরটা শুনে প্রথমে খুবই খুশি হয়েছিলেন। আনন্দে হ্যারির হাত ছাড়তে চান না, কিন্তু হঠাৎ আগের চেয়ে আরও বিষণ্ন ও গুম হয়ে গেলেন। কম কথা বলছেন সকলের সঙ্গে এমন কি হ্যারির সঙ্গেও, বেশির ভাগ সময় মায়ের ঘরে বাকবিকের সঙ্গে রয়েছেন।

হ্যারি সিরিয়স সম্বন্ধে তার মনের কথাটা হারমিওনকে বললে, হারমিওন রেগেমেগে বললো, তুমি নিজেকে অপরাধী মনে করছ, না? ওরা সেই সময় তিন তলার ঘরে একটা কাবার্ড পরিষ্কার করছিল।

তুমি হোগার্টসে পড়াশুনা কর সিরিয়স জানেন। ব্যক্তিগতভাবে মনে করি উনি স্বার্থপর।

রন বললো, কথাটা একটু রূঢ় হয়ে গেল হারমিওন। তুমি এই বাড়িতে বন্ধুহীন হয়ে থাকতে পারবে না।

হ্যারি বললো, আমার মনে হয় না ওটা সত্যি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলে সোজাসুজি কোনও জবাব দেন না।

হারমিওন বললো, উনি আশা ছাড়তে চান না। মনে হয় নিজেকে একটু অপরাধী মনে করেন। কারণ আমার মনে হয় ওর মনের মধ্যে ছিল হয়তো তুমি স্কুল থেকে বহিস্কৃত হবে। তাহলে তোমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকতে পারবে না।

– হ্যারি, রন একসঙ্গে বলে উঠল, বিচ্ছিন্ন হবে! হারমিওন শুধু কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

– ঠিকমত কথা বল তোমরা। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি ভাবি রনের মা ঠিকই বলেন– সিরিয়স মাঝে মাঝে দোটানায় পড়ে যায়- ভাবে তুমি না তোমার বাবা কে বড়।

– হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো, তাহলে তুমি ভাবছ ও ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়েছে?

– না, আমি মনে করি বহু দিন একা একা থাকার জন্য ওর এইরকম মানসিক অবস্থা, হারমিওন বললো।

ঠিক সেইসময় মিসেস উইসলি ঘরে ঢুকল।

– ইস, এখনও তোমাদের কাজ শেষ হয়নি? কাবার্ডের দিকে তাকিয়ে মিসেস উইসলি বললেন।

রন বললো– ও, আমরা ভাবছিলাম তুমি এসে বলবে, তোমরা অনেকক্ষণ কাজ করেছ এবার একটু বিশ্রাম নাও। তুমি জান এই পুরনো ঝরঝরে কাবার্ড থেকে কত ময়লা টেনে টেনে বার করেছি? কত পোকা-মাকড় ভর্তি মাটি আমাদের সাফ করতে হয়েছে?

তোমরা অর্ডারটাকে সবরকমভাবে সাহায্য করার জন্য খুব তো আগ্রহ দেখিয়েছিলে, মিসেস উইসলি বললেন, সদব দপ্তরের বাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকার উপযোগী করা তোমাদের কাজ সেটা বলতে হবে কেন?

রন মুখ ভার করে বললো– এক এক সময় মনে হয় আমি যেন এই বাড়ির একজন এলফ।

হারমিওন বললো– তাহলে বুঝতেই পারছ ওদের কত কষ্ট! আশা করি SPEW-সম্বন্ধে একটু সক্রিয় হবে। আমরা ফান্ড জমা করব SPEW-এর জন্য।

ছুটি যত শেষ হয়ে আসে হ্যারি ততো হোগার্টসের দিবাস্বপ্ন দেখে। ও আর হ্যাগ্রিডকে চায়না কিডিচ খেলার জন, হারবোলজী গ্রীন হাউজের সবুজ সব্জি ক্ষেতেও ঘুরে বেড়াবার কথা ভাবে না। এই নোংরা ধূলোয় ভরা বাড়িটা যত শিঘ্র পারে ছেড়ে যেতে চায়। বাড়িটার চরম দুর্দাশা, বেশিরভাগ ঘরের দরজা বন্ধ, আলমারির পাল্লাবন্ধ, ক্রেচারের আজেবাজে কথা শোনা। কোনও অসুবিধের কথা সিরিয়সকে বলতে চায় না।

আসল কথা ভোল্ডেমর্টের বিরুদ্ধে যে সংগঠন হয়েছে তার সদর দপ্তরে থাকা হোগার্টসের মত আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে চলে না।

'অর্ডার অব ফনিক্সের' অনেক সদস্য নিয়মিত আসে যায়, খাওয়া দাওয়া,

গল্পগুজব করে, ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করে। কখনও বা অনেক সময়, কখনও কয়েক মিনিট। মিসেস উইসলি চায় না ছেলেমেয়েরা সেসব কথা শোনে বা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সিরিয়সও চায় না হ্যারি যেটুক জেনেছে তার বেশি কিছু জানুক।

ছুটি শেষ হবার আগের দিন হ্যারি ওর পেঁচা হেডউইগের খাঁচা শুধু নয়, ঘরে যেসব নোংরা ফেলেছে সেগুলো পরিষ্কার করছিল তখন রনের হাতে দুটো ইনভেলাপ দেখতে পেলো। হাত থেকে একটা এনভেলাপ হ্যারির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো– বুকলিস্ট এসে গেছে, একেবারে ঠিক সময়ে। ভাবছিলাম ওরা হয়ত ভুলে গেছে।

হ্যারি চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে আলমারির ওপরটা পরিষ্কার করছিল সুসংবাদ পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে ময়লা ভর্তি থলেটা রনের মাথার ওপর দিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলল। ময়লাগুলো বাস্কেটে শব্দ করে পড়ল। তারপর ও রনের দেয়া খামটার মুখ খুলল। খামের মধ্যে দুটো পার্চমেন্ট। প্রথমটা পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে স্কুল শুরু হবে তার চিরাচরিত নির্দেশ, দ্বিতীয়টা নতুন ক্লাসে কি কি বই লাগবে তার লিস্ট।

বই-এর লিস্টটা পড়তে পড়তে হ্যারি বললো, কেবল দুটো নতুন বইঃ 'দ্য স্ট্যান্ডার্ড বুক অব স্পেলস গ্রেড-৫, মিরান্ডা গশক আর ডিফেন্সিভ ম্যাজিক্যাল থিওরী, উইলকার্ট স্লিনখার্দ।

শব্দ হল : ক্র্যাক

ফ্রেড আর জর্জ ওদের ঘরে ঢুকে হ্যারির পাশে দাঁড়াল। এত ঘন ঘন ফ্রেড আর জর্জ অ্যাপারেট করে যে হ্যারি অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

ফ্রেড কথায় কথায় বললো, আমি বুঝতে পারছি না স্লিনখার্দের বইটা কে সিলেক্ট করল।

জর্জ বললো, মনে হয় ডাম্বলডোর, ডার্ক আর্টস এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য একটা কিছু করতে চাইছেন।

ফ্রেড বললো, সময়ও ঠিক বেছে নিয়েছেন।

হ্যারি চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে বললো– বল তো তোমরা কী বলতে চাইছ?

ফ্রেড হ্যারিকে বললো– কয়েক সপ্তাহ আগে মা আর বাবাকে এক্সটেন্ডেবল ইয়ার্স সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে শুনেছি। তারা বলছিলেন– এই বছরে কে কাজটা করবে তা নিয়ে ডাম্বলডোর বেশ অসুবিধাতে পড়েছেন।

– খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। গত চার বছরে কি হয়েছে ভেবে দেখেছ কি? জর্জ বললো।

– চারজনের মধ্যে একজনের চাকরি গেছে, একজন মারা গেছে, একজনের

স্মৃতিশক্তি গেছে, আর একজন ন'মাস ট্রাঙ্কে তালাবদ্ধ হয়েছিলেন। হ্যারি আঙ্গুল গুনতে গুনতে বললো– বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাইছ।

ফ্রেড বললো, রন তুমি এত চুপচাপ?

রন কোনও জবাব দিল না। হ্যারি ওর দিকে তাকাল। রন অদূরে মুখটা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হোগার্টস থেকে পাঠানো চিঠি পড়ছিল।

– ব্যাপার কি বল? ফ্রেড অধৈর্য হয়ে চিঠিটা পড়ার জন্য রনের পেছনে দাঁড়াল।

ফ্রেডের মুখটাও হাঁ হয়ে গেল।

– প্রিফেক্ট? চিঠিটার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললো, প্রিফেক্ট?

জর্জ এগিয়ে এসে রনের হাত থেকে খামটা কেড়ে নিয়ে ছেঁড়া মুখটা হাতের তালুর ওপর রাখল। হ্যারি দেখল টকটকে লাল কিছু জিনিস আর সোনা জর্জের হাতে পড়ল।

– কোনও উপায় নেই, জর্জ বললো চাপা গলায়।

ফ্রেড বললো– কোথায় একটা ভুল হয়েছে। রনের হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল। তারপর সেটা আলোর সামনে এমনভাবে তুলে ধরল যেন জলছাপ দেখছে। কোনও সুস্থ মাথার লোক রনকে কখনই প্রিফেক্ট বানাবে না।

যমজ ভাইরা হ্যারির দিকে তাকাল।

ফ্রেড বললো– তোমার ব্যাপারে মোটামুটি আমরা নিশ্চিত ছিলাম। এমনভাবে বললো যেন, ওর প্রিফেক্ট হওয়ার ব্যাপারে হ্যারির হাত আছে।

জর্জ বললো– আমরা জানতাম ডাম্বলডোর তোমাকে বেছে নেবেন।

ফ্রেড বললো– ট্রি-উইজার্ড আর অনেক স্কুলের পাগলরা মনে হয় তোমার বিরুদ্ধে ছিল!

রন স্কুলের প্রিফেক্ট হয়েছে, প্রিফেক্ট হয়েছে।

– মা খবরটা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠবেন। আমার বিশ্বাস হয় না। প্রিফেক্ট... রন, ভাবতে পারছি না।

জর্জ রনের দিকে হোগার্টস থেকে পাঠান স্কুলের ব্যাজটা এমন এক মুখ করে ছুঁড়ে দিল, যেন ব্যাজটায় সংক্রামক রোগের বীজাণু মাখান আছে।

রন মাটি থেকে ব্যাজটা তুলে নিয়ে সেটার দিকে বেশ খানিকটা সময় তাকিয়ে থেকে হ্যারির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন একমাত্র হ্যারিই আসল না নকল যাচাই করতে পারবে। হ্যারি ব্যাজটা নিল। লায়নের ওপর একটি বিরাট 'পি' সুপারইমপোজড করা। প্রথম যখন ও হোগার্টস– এ গিয়েছিল তখন পার্সির বুকে এইরকম একটা ব্যাজ আটকান দেখেছিল।

বন্ধ দরজাটা দড়াস করে খুলে খেল। ঝড়ের মত ঢুকল হারমিওন। মুখ চোখ লাল, মাথার চুল উড়ছে। ওর হাতে একটা এনভেলাপ।

– সত্যি তুমি পেয়েছ? পেয়েছ? হ্যারির হাতে ব্যাজটা দেখতে পেয়ে আনন্দে হারমিওন চিৎকার করে উঠল।

– আমি জানতাম, ও উত্তেজিতভাবে হাতের খামটা দুলিয়ে দুলিয়ে বললো– হ্যারি আমিও পেয়েছি!

– হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাজটা রনের হাতে দিয়ে বললো, আমি না রন পেয়েছে, আমি না।

– রন? হারমিওন মুখের ভাব বদলে বললো, মানে? তুমি ঠিক বলছ?

রন, হারমিওনের দিকে তাকাতেই ওর মুখটা আরও লাল হয়ে গেল অবিশ্বাসের ছায়া নেমে এল।

– চিঠিতে আমার নাম লেখা আছে, রন বললো।

হারমিওনের মুখটা চুপসে যাওয়া উচিত নয়, তবু রন প্রিফেক্ট হয়েছে শুনে চুপসে গেল। তোতো করে বললো– আ... আমি... উঃ! বাঃ বাঃ রন। সত্যই...।

জর্জ সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে বললো– অভাবনীয়, মিসেস উইসলি ঘরে ঢুকলেন। ওর হাতে ইস্ত্রি করা অনেক পোশাক।

– জিনি বলছে বুকলিস্ট শেষ পর্যন্ত আমরা পেয়ে গেছি। কথাটা বলার পর মেঝেতে পড়ে থাকা খামগুলোর দিকে চোখ পড়ল। তারপর বিছানার কাছে গিয়ে জামাকাপড়গুলো দুভাগ করে রাখলেন। তোমরা যদি আমাকে বুকলিস্টটা দাও তাহলে ভিয়াগন অ্যালেতে গিয়ে বইগুলো কিনে আনতে পারি। এই ফাঁকে তোমরা সব জিনিসপত্র গুছিয়ে বাধাছাদা করে ফেল। রন তোমার আরও কিছু পা-জামা আনতে হবে, এগুলো কম করে ছ ইঞ্চি ছোট হয়ে গেছে। দেখছি, দিনে দিনে তুমি কলাগাছের মত লম্বা হয়ে উঠছে। হ্যাঁ, বল কি রং তোমার পছন্দ।

জর্জ একটু যেন ব্যাঙ্গ করে বললো– ওর ব্যাজের সঙ্গে মানান সই লাল আর গোল্ড রং-এর নিয়ে এস।

– ম্যাচ করা? কার সঙ্গে মানানসই; মিসেস উইসলি রনের কাপড় জামার ওপর একজোড়া মেরুন রং-এর মোজা রাখতে রাখতে বললেন।

– ওর 'ব্যাজ', ফ্রেড বললো, জান না ও একটা সুন্দর চকমকে ব্যাজ পেয়েছে?

মিসেস উইসলি পা-জামা কেনা নিয়ে ভাবছিলেন তাই ফ্রেডের কথাটা কানে গেলো না।

ও... কিন্তু রন, তুমি ব্যাজ পেয়েছ?

কথাটা শুনে রন ব্যাজটা তুলে ওদের সামনে ধরল।

হারমিওনের মত মিসেস উইসলিও আনন্দে খুব জোরে হেসে উঠলেন।

– আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, সত্যি পারছি না। ও রন তুমি প্রিফেক্ট হয়েছো সত্যি ভাবতে পারছি না। একজন প্রিফেক্ট! তার মানে আমাদের পরিবারে সকলেই! তারপর দু'হাত দিয়ে ছোট ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।

– দাঁড়াও, তোমার বাবাকে জানতে দাও রন! সত্যি তোমার জন্য আমার গর্বে বুক ফুলে উঠছে, কী দারুণ খবর! দেখ তুমি শেষ পর্যন্ত স্কুলের হেডবয় হবে, বিল আর পার্সির মতো। প্রিফেক্ট হচ্ছে সিঁড়ির প্রথম ধাপ! আমাদের দারুণ দুঃশ্চিন্তার মধ্যে কি আনন্দের সংবাদ, আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে।

ফ্রেড আর জর্জ মিসেস উইসলির পেছনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত হাঃ হুঃ শব্দ আর মুখ বিকৃতি করতে লাগল। মিসেস উইসলির সেদিকে দৃষ্টি নেই, রনকে আদর করা যেন শেষ হয় না। চুমুতে চুমুতে ওর মুখ গলা ভরিয়ে দিল। রনের গালটা ব্যাজের লাল টুকটুকে রং-এর চাইতে বেশি লাল হয়ে গেল যেন।

– মাম্মা, ছাড় না মা, রন মায়ের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে করতে বললো।

উইসলি রনকে ছেড়ে দিয়ে বললেন– রন এখন তোমাকে কি দেয়া যায় বলো? আমরা পার্সিকে একটা পেঁচা দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমার কাছে তো একটা ছোট পেঁচা রয়েছে।

– কী বললে মাম? রন এমনভাবে বললো– যেন ওর কানে কিছুই ঢোকেনি।

– তোমাকে তো একটা পুরষ্কার দিতে হবে তা নতুন একসেট রোবস কেমন হবে?

ফ্রেড অপছন্দের সুরে বললো– কেন ওর তো আছে। একটু নতুন কড়াই, চার্লির পুরনোটাতো মর্চে ধরে গেছে, নয়তো একটা নতুন ইদুর, তুমি তো ইঁদুর ভালবাস।

রন বললো– মা একটা নতুন ঝাড়ু আমাকে দিও।

মিসেস উইসলি নীরব রইলেন। হাতলওয়ালা ঝাড়ুর দাম একটু বেশি।

– খুব দামী নয়, কম দামের হলেও হবে।

কথাটা শুনে মিসেস উইসলি হাসলেন– হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেব। বাড়ির জন্যও একটা দরকার। যখন মার্কেটে যাব দুটো কিনে আনব। আচ্ছা এখন চলি। তোমার ট্রাঙ্কে সবকিছু ঠিকমত গুছিয়ে নিতে ভুলবে না, ওহ. তুমি তো প্রিফেক্ট, তোমাকে বলতে হবে কেন?

রনের গালে আরও একটা স্নেহচুম্বন দিয়ে উইসলি চলে গেলেন।

– রন তোমার গালে একটা চুমু খেতে পারি? ফ্রেড হাসতে হাসতে বললো।

ওরা দুজনে রনকে নানারকম টিজ করার পর ঘর থেকে চলে গেল।

ফ্রেড, জর্জের হাসির শব্দ হারমিওন ঘরের ভেতর থেকে শুনতে পেল।

হারমিওন বললো– রন ওদের বোধহয় একটু হিংসে হয়েছে!

রন বললো– আমার তো মনে হয় না। ওরা সবসময় বলে একমাত্র বোকারাই প্রিফেক্ট হয়, যাকগে যা বলে বলুক। ওরা কখনও নতুন ঝাড়ু পায়নি, আমি তো পাচ্ছি। মনে হয় ঝাড়ু পাচ্ছি বলে একটুও হিংসে করছে না।

কথাগুলো বলে রন ঘর থেকে চলে গেল। হ্যারির ইচ্ছে করলো না হারমিওনের দিকে তাকায়। ও নিজের খাটের কাছে গিয়ে মিসেস উইসলির রেখে যাওয়া কাচা ইস্ত্রি করা কাপড়, ওই ঘরের এক কোণে রাখা ট্রাঙ্কে ভরতে লাগল।

– হ্যারি? হারমিওন স্বাভাবিকভাবে বললো।

– আমার খুব ভাল লাগছে রন প্রিফেক্ট হওয়াতে। ব্রিলিয়েন্ট! হ্যারি বললো।

– ধন্যবাদ হ্যারি! হারমিওন বললো– তোমার পেচাটা ধার দিতে পারবে? আমি বাবা-মাকে ভাল খবরটা দেব? খবরটা শুনে ওরা খুব খুশি হবেন।

– না না কোনও অসুবিধা হবে না, হ্যারির তখনও গলায় আনন্দের রেশ। ঠিক আছে নিতে পার!

হারমিওন হেডউইগের কাছে গেলে হ্যারি ট্রাঙ্কটা গোছাবার ভান করতে লাগল।

হারমিওন নিঃশব্দে হেডউইগকে নিয়ে চলে গেল।

হ্যারি ওর বিছানায় শুয়ে পড়ে অন্যমনস্ক হয়ে আলমারির দিকে তাকিয়ে রইল।

ও ভুলে গেছে। একেবারেই ভুলে গেছে। প্রিফেক্ট চয়ন করা হয় পঞ্চম বর্ষে। এতদিন ও স্কুল থেকে বহিষ্কারের ব্যাপারে এত ব্যস্ত, আর ভাবনায় ছিল, অন্য কিছু ওর মাথায় ঢোকেনি।

কে যেন ওর মনের ভেতর থেকে বললো– না, চয়ন ঠিক হয়নি।

হ্যারি দু'হাতে মুখ ঢাকল। ও যদি জানত প্রিফেক্ট ব্যাজ পাঠানো হয়েছে, তাহলে সেটা ওর জন্য আসতো, রনের জন্য নয়। এর জন্যই কি ও ম্যালফয়ের মত উদ্ধত হয়েছে? ও কি অন্যদের চেয়ে নিজেকে সুপিরিয়র মনে করছে? সত্যিই কি ও মনে করছে রনের চেয়ে ও উচ্চতর?

না, ওর মনের ভেতর থেকে ছোট কথাটা বেরিয়ে এল। আমি কিডিচ খেলায় ভাল, কিন্তু অন্য কোনও বিষয়ে নয়।

হ্যারি মেনে নেয় সত্যটা। পড়াশুনায় রন ওর চেয়ে ভাল, কিন্তু অন্যদিকে? অ্যাডভেঞ্চার? রন, হারমিওনের সঙ্গে দুঃসাহসিক অভিযান?

আবার মনের মধ্য থেকে বললো, হ্যাঁ রন আর হারমিওন আমার বন্ধু, ওরাই তো সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।

না সবসময়ে নয়। কুইরেলের সঙ্গে তো ও একাই লড়াই করেছিল। ওরা তো

রিভিল আর ব্যাসিলিস্কের মুখোমুখি হয়নি। ও একাই লড়েছিল। প্রাইভেট ড্রাইভে ডিমেন্টরদের সঙ্গে লড়াই? সেখানেও তো ও একা মোকাবিলা করেছিল। ওরা তো আমার সঙ্গে কবরস্থানে ছিল না, যে রাতে ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছিল।

আমি ওদের চেয়ে অবশ্যই অনেক বেশি করেছি।

আবার মনের ভেতর গুঞ্জন করে উঠলো। হতে পারে, হতে পারে। বিপদসংকুল কাজ করলেই কি ডাম্বলডোর কে বা কারা প্রিফেক্ট হবে সেটা ঠিক করবেন? হয়ত উনি আরও অন্য কারণে ঠিক করেন, রনের মধ্যে এমনকিছু আছে যা তোমার নেই?

হ্যারি নিজের মনে হেসে উঠল। তারপরেই ওর শরীরটা দুর্বল দুর্বল মনে হল।

রন অবশ্যই ডাম্বলডোরকে প্রিফেক্ট ব্যাজ দিতে বলেনি। সেটা পেয়েছে তার জন্য ওর তো কোন অপরাধ নেই। পৃথিবীর মধ্যে রনের প্রিয় বন্ধু হচ্ছে হ্যারি। ব্যাজ পায়নি বলে মুখ গোমড়া করে থাকতে হবে? ওর দুই ভাইয়ের সঙ্গে এক হয়ে ঠাট্টা করতে হবে? ও ব্যাজ পায়নি বলে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব নষ্ট করে ফেলবে?

ঠিক সেই সময় ও সিঁড়িতে রনের পদশব্দ শুনতে পেল। ও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখের চশমাটা ঠিক করে নিল, রন ঘরে ঢুকতেই মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

রন হাসতে হাসতে বললো– ওকে ধরেছি! ও বলছে এবারে ও নিজে যাবে।

হ্যারি বললো– উত্তেজিত হবে না।

নিজের গলার সাজ স্বর শুনে হ্যারি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

– রন তুমি প্রিফেক্ট হয়েছ, তাই আমি খুব খুশি হয়েছি।

রনের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। বললো– কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি আমি প্রিফেক্ট ব্যাজ পাব। আমি ভেবেছিলাম তুমিও পাবে।

– না, আমি অনেক অপ্রিয় গোলমেলে কাজ করেছি। ছাড় তো ওসব কথা। হাতে সময় নেই, ট্রাঙ্ক গুছিয়ে নিতে হবে।

মিসেস উইসলি প্রায় ছ'টার সময় ডায়গন এলি থেকে কেনাকাটা করে ফিরলেন। হাত ভর্তি বই আরও অনেক কিছু। রন দৌড়ে গিয়ে মার হাত থেকে প্যাকিং কাগজে মোড়া লম্বা প্যাকেটটা নিল। রনের জিনিস এসে গেছে।

শোন, এখন ওটা খুলবে না। ডিনার খেতে কিছু লোকজন আসছেন। তোমরা সবাই নিচে এস।

কিন্তু যেই মিসেস উইসলি ঘরের বাইরে গেলো রন কাগজটা ছিঁড়ে ফেলল। ঝাড়ুটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

বেসমেন্টে, কিচেনে, ডিনার টেবিলে মিসেস উইসলি লাল অক্ষরে বড় বড় করে ব্যানারে লিখেছে

অভিনন্দন
রন ও হারমিওন
নতুন প্রিফেক্ট

দীর্ঘ ছুটির দিনে হ্যারি এই প্রথম মিসেস উইসলিকে খুব খুশির মেজাজে দেখল।

মিসেস উইসলি ছেলেমেয়েদের বললেন– প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ছোটখাট একটা পার্টি, ডিনার হবে না। তোমাদের বাবা আর বিল এখনই এসে পড়বেন। রন আমি দুটো পেঁচা পাঠিয়েছিলাম। খবরটা পেয়ে সকলেই দারুণ খুশি।

ফ্রেড চোখ ঘোরালো।

সিরিয়স, লুপিন, টংকস আর কিংগস্লে শ্যাকেলবোল্ট অনেক আগেই এসে গেছে। হ্যারি বাটাররিয়র বোতল খোলার পরই ম্যাড-আই-মুডি এসে গেলেন।

আহা, অ্যালেস্টর তুমি এসে গেছ, খুব খুশি হলাম, মিসেস উইসলি হাসতে হাসতে বললেন।

ম্যাড আই কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ভ্রমণের আলখেল্লাটা খুলছেন, সেইসময় মিসেস উইসলি বললেন, বেশ কিছুদিন থেকেই তোমার খোঁজ করছি। আমাদের ড্রইংরুমে একটা তালাবদ্ধ রাইটিং ডেস্ক আছে, দেখে দিতে পারবে ওর ভেতরে কি আছে? আমরা ওটাকে ভেঙ্গে খুলিনি যদি কিছু নোংরা জিনিসপত্র থাকে।

– কোনও অসুবিধা নেই মল্লি।

মুডির ইলেকট্রিক নীল চোখ ওপর দিকে উঠে কিচেনের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

ড্রইং রুম? মুডি গর্জে উঠলেন, চোখের তারা ছোট হয়ে গেল। ঘরের কোণায় সেই ডেস্কটা আছে? ও হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি, ওটা বোগার্ট। তুমি কি চাও আমি ওপরে গিয়ে ওটা খুলে দিই মল্লী?

নানা তোমাকে কষ্ট করতে হবে না, আমি পরে নিজে করে নেব, মিসেস উইসলি বাধা দিয়ে বললেন– ড্রিঙ্ক শেষ কর। আমরা ছোটখাট আনন্দ উৎসব করতে চাই। আসলে মিসেস উইসলি লাল কালিতে লেখা ব্যানারটা দেখালেন, আমাদের পরিবারে চতুর্থ প্রিফেক্ট। উইসলি রনের মাথার চুলে হাত বুলোলেন।

প্রিফেক্ট, তাই না কি? মুডির স্বাভাবিক চোখ রনের দিকে আর অন্যটা বন বন করে ঘুরতে লাগল। হ্যারির দারুন অস্বস্তি হতে লাগল, চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে ওর ওপর তারপর সিরিয়স আর লুপিনের ওপর।

মুডি বললেন– সুন্দর, অভিনন্দন। ওর স্বাভাবিক চোখ তখনও রনের দিকে। শাসনকর্তারা মাঝে মাঝে এমনসব কাজ করে বসে, যে সামলানো দায় হয়ে উঠে। কিন্তু আমার মনে হয় ডাম্বলডোর মনে করেন, তুমি সব বড় বড় বিপদআপদ বা

ওইরকম কিছু ঠিক সামলে নেবে। তা না হলে তোমাকে কিছুতেই প্রিফেক্ট করতেন না।

রন, মুডির মতামত শুনে হকচকিয়ে গেল; জবাব দেবার প্রয়োজন হল না। ঠিক সেইসময় ওর বড় ভাই আর মি. উইসলি ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে মুন্ডানগাস। রেগে যাওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু এত ভাল মেজাজে ছিলেন যে চুপ করে রইলেন। মুন্ডানগাসের চিরাচরিত স্বভাবমত গায়ের বিরাট ওভারকোট ভাল করে পরেওনি। কোটটা খুলে রাখার অনুরোধ না রেখে, মুডির বেড়াতে যাবার ক্লোকের মতই গায়ে জড়িয়ে রাখল।

মি. উইসলি বললেন, তাহলে শুরু করা যাক। (সকলের হাতে ড্রিঙ্কস)। কথাটা বলে উইসলি বড় গেলাসটা তুলে বললেন– রন আর হারমিওন, দুই নতুন গ্রিফিন্ডর প্রিফেক্টস!

রন আর হারমিওন সবাই ওদের উদ্দেশ্যে পান করার জন্য খুব খুশিতে ভরপুর, ওরাও হাততালি দিল।

টংকস হ্যারির পেছন থেকে বললো, আমি স্কুলে কখনও প্রিফেক্ট হইনি।

সকলেই তখন টেবিলে রাখা খাবার নেয়ায় ব্যস্ত। টংকসের টমেটো রং-এর চুলগুলো কোমর ছাড়িয়ে গেছে। দেখতে অনেকটা জিনীর বড় বোনের মত। হেসে হেসে বললো– আমার হাউজের হেড বলত আমার কিন্তু প্রয়োজনীয় ট্যালেন্ট নেই।

যেমন? জিনি সেদ্ধ আলু বাছতে বাছতে বললো।

– কারও কথাবার্তা শুনি না, নিজের মর্জিতে চলি।

জিনী হেসে উঠল। হারমিওন হাসবে কি হাসবে না ভেবে পায় না। এড়িয়ে যাবার জন্য একটা বড় গেলাস ভর্তি বাটারবিয়র নিয়ে চুমুক দিল।

হারমিওনের পিঠে চাপড় মেরে জিনি বললো, সেটা আপনার ব্যাপার।

সিরিয়স হ্যারির পাশে বসেছিলেন। ও যেমন হোঃ হোঃ করে হাসে তেমনই ভাবে হেসে উঠলেন।

– কেউ চেষ্টা করেও আমাকে প্রিফেক্ট বানাতে পারেনি, আমি জেমসের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। লুপিন অবশ্য খুব ভাল ছেলে ছিল, ব্যাজও পেয়েছিল।

লুপিন বললেন– আমার মনে হয় ডাম্বলডোর হয়ত আশা করেছিলেন আমি চেষ্টা করলে আমার বন্ধুবান্ধবদের কিছুটা অন্তত রাশ টানতে পারবো। সত্যি অকপটে স্বীকার করছি আমি ভীষণভাবে হেরে গিয়েছিলাম।

হ্যারির মেজাজ হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে গেল। ওর বাবাও তো প্রিফেক্ট হতে পারেনি। সহসা ওর কাছে উইসলির দেয়া পার্টি সজীব হয়ে উঠলো, ও প্লেট ভর্তি খাবার তুলে নিল। যারা যারা পার্টিতে এসেছে তাদের সকলকেই ভীষণ প্রাণবন্ত ও অতি প্রিয়

মনে হল।

রন ওর উপহার পাওয়া ঝাড়ুটা সম্বন্ধে উদ্দীপনার সঙ্গে বলতে লাগল। অবশ্য সকলে যে ওর ঝাড়ু সম্বন্ধে শুনতে চায়, তা নয়।

হারমিওন লুপিনের সঙ্গে বাড়িতে যারা কাজকর্ম করে (এলফ) তাদের সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করছিল।

– আমি মনে করি নাৎসী গুপ্ত সংগঠনের মত ওদের আলাদা করে রাখা বোকামী। অনেকটা জাদুকরদের 'সাংঘাতিক চিন্তাধারা' আমরা অন্যদের চাইতে শ্রেষ্ঠর মত।

মিসেস উইসলি আর বিল যথারীতি বিলের হেয়ার স্টাইল নিয়ে তর্কাতর্কি চালাচ্ছেন– সত্যি বিল চুল ছোট করে কাটলে তোমাকে ভাল দেখাবে এটা বোঝো না কেন?

হ্যারির মতামত চাইলে, যেখানে মুন্ডানগাসকে নিয়ে ফ্রেন্ড আর জর্জ আলোচনায় মত্ত হ্যারি সেইদিকে এগিয়ে গেল।

হ্যারিকে দেখে মুন্ডানগাস চুপ করে গেল; কিন্তু ফ্রেড চোখ টিপে হ্যারিকে কাছে আসতে বললো।

ও মুন্ডানগাসকে বললো– আরে না না। আমরা হ্যারিকে বিশ্বাস করতে পারি, ও আমাদের অর্থনৈতিক পৃষ্ঠপোষক বলতে পারেন।

জর্জ বললো– এই দেখ ডাংগস আমাদের জন্য কি এনেছে। জর্জের হাতে শুকনো মটরশুঁটির মত কাল কাল দানা। দানাগুলো থেকে খড় খড় শব্দ হচ্ছে, যদিও মুন্ডানগাস হাত নাড়াচ্ছে না।

জর্জ দানাগুলো দেখতে দেখতে বললো, ভেনোমাস টেন্টাকুলা বীজ। এগুলো আমাদের স্কিভিং স্ন্যাকবকসের জন্যে দরকার কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের নন-ট্রেডেবল সাবস্ট্যান্স। তাই এগুলো ধরে রাখতে সামান্য অসুবিধা হচ্ছে।

ফ্রেড বললো– দাম তাহলে দশ গ্যালিয়নস, কি বলুন ডাংগ?

মুন্ডানগস ওর ঝুলে পড়া লাল চোখ দুটো বড় বড় করে বললো, অনেক ঝঞ্ঝাট করে আমাকে এগুলো জোগাড় করতে হয়েছে। শোন, আমি কুড়ি নাটের নিচে দিতে পারবো না। ফ্রেড হ্যারিকে বললো– বুঝলে, ডাংগ বেশ মজার মজার কথা বলতে ভালবাসে।

জর্জ বললো, ওর চেয়ে মজার জোক হল ছ'সিকলে এক ব্যাগ পাখির পালক কেনা।

– সাবধানে কথা বলতো! হ্যারি ওদের সতর্ক করে দেন।

ফ্রেড বললো– কেন? মা তো রনের প্রিফেক্ট হওয়া নিয়ে সকলের সঙ্গে খুব মজা করে চলেছেন।

হ্যারি বললো, সে কথা নয় দেখতে পাচ্ছ না মুডি তোমার দিকে ড্যাব ড্যাব

করে তাকিয়ে রয়েছে। হ্যারি চুপিসারে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

মুন্ডানগাস হকচকিয়ে পিছনে তাকাল।

তারপর বললো– ঠিক বলেছ তোমরা, বেশ দশই চলবে, অবশ্য যদি তোমরা তাড়াতাড়ি নাও।

মুন্ডানগাস ওর দু'পকেট খালি করে হাত বাড়িয়ে টেবিলের খাবারের দিকে তাকালে ফ্রেড দারুণ খুশিতে উপচে পড়ে বললো, চিয়ার্স হ্যারি! এগুলো দোতালায় নিয়ে গেলে ভাল হয়।

ওরা ওপরে চলে গেলে হ্যারি খুব চিন্তায় পড়ে গেল। ফ্রেড- জর্জ ওদের জোক শপ ব্যবসা শুরু করলে কোথা থেকে ওরা অর্থ পেল তা মি. আর মিসেস উইসলির জানতে চাওয়া স্বাভাবিক। হ্যারি ওদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে জানতে পারলে পারসিকে নিয়ে যে পারিবারিক গোলমাল হয়েছে তা আবার হবে না তো! হ্যারিকে ওরা নিজের ছেলেদের মত ভালবাসে। সেক্ষেত্রে ওদের সঙ্গে জড়িত থাকা কী ঠিক হবে? কারণ ওরা চায় না ফ্রেড জর্জ ওইরকম আজেবাজে কাজ করে সময় ও অর্থ ব্যয় করুক।

ওরা চলে গেলে হ্যারি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন একটা অপরাধ বোধ সমস্ত শরীরটাকে ঘুলিয়ে দিল। ঠিক সেই সময় কে যেন ওর নাম উচ্চারণ করল। কিচেনের ভীষণ কোলাহল হট্টগোলের শব্দ ভেদ করে কিংগস্লে শেকলবোল্ট'র গম্ভীর গলা ওর কানে এল।

– আচ্ছা ডাম্বলডোর কেন পটারকে প্রিফেক্ট করলেন না? নিশ্চয়ই তার নিজস্ব কোনও কারণ থাকতে পারে, লুপিন বললো।

কিংগস্লে হাল ছাড়লেন না। বললেন, করলে ছেলেটার নিজের ওপর আস্থা বাড়ত। আমি হলে তো তাই করতাম। বিশেষত যখন 'ডেইলি প্রফেট' কয়েকদিন অন্তর অন্তর ওর বিরুদ্ধে লিখে চলেছে।

হ্যারি অন্যদিকে মুখ করে তাকিয়ে রইল। ও চায় না লুপিন, কিংগস্লে জানতে পারুক ও তাদের কথা শুনেছে। খুব একটা খাবার ইচ্ছে না থাকলেও খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। পার্টি সম্বন্ধে ওর আনন্দ উবে গেছে। ইচ্ছে হল ওর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

ম্যাড আই মুডি তখন একটা চিকেন লেগ নাকের ডগায় এনে পরীক্ষা করছিলেন তাতে কোনও বিষ আছে কি নেই তা জানার জন্য। তারপর দাঁত দিয়ে সামান্য অংশ ছিঁড়ে নিলেন।

রন টংকসকে স্প্যানিশ ওক কাঠ দিয়ে হাতল তৈরির ব্যাপারে বলছিল। বলছিল তাতে অ্যান্টি জিঙ্কস বার্নিশ করা আছে, আর রয়েছে ভাইব্রেসন কন্ট্রোল।

মিসেস উইসলি বড় দেখে একটা হাই তুললেন।

– আচ্ছা, আমি যাবার আগে বোগার্টের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব, ঠিক

আছে? শুভ রাত্রি হ্যারি।

মিসেস উইসলি চলে গেলে হ্যারি ভাবল- মিসেস উইসলির পিছু পিছু সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে চলে গেলে ভালই হত।

মুডি বললো- শরীর ভাল নেই পটার?

পটার মিথ্যে বললো- খুব ভাল আছে।

মুডি ওর কোমরে বাঁধা ফ্লাস্ক থেকে এক ঢোক মদ্যপান করলেন তারপর ওর ইলেকট্রিক নীল চোখে বাঁকাভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন- এদিকে এস। আমার কাছে একটা জিনিস আছে সেটা তোমাকে দেব, তোমার ভাল লাগবে।

কথাটা বলে ওর আলখিল্লার ভেতরের পকেট থেকে প্রায় ছেঁড়াখোঁড়া ঝাপসা হয়ে যাওয়া একটা অতি পুরনো জাদু খেলা দেখানোর ফটো দেখাল।

মুডি জোরে জোরে বললেন- অরিজিন্যাল 'অর্ডার অব দ্য ফনিক্স'। গত রাতে যখন আমি আমার একটা অদৃশ্য হয়ে যাবার ক্লোক খুঁজছিলাম তখন এটা পেলাম। পডমোর এমন অভদ্র এটা আমাকে ফেরত দেয়নি, ভেবেছিল লোকদের এটা দেখে ভাল লাগবে।

হ্যারি, মুডির হাত থেকে ফটোটা নিল। দেখল, কিছু লোক ভিড় করে ওকে দেখে হাত নাড়ছে, কেউ কেউ তাদের চশমা খুলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

হ্যারি চিনতে পেরেছে তাও অনাবশ্যকভাবে ফটোতে একটা আঙ্গুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বললো- চিনতে পারছ এটা আমি। মুডির কোনও সন্দেহ নেই, যদিও ফটোতে ওর মাথার চুল সামান্য ধূসর আর নাকটা ঠিকই আছে। এই যে দেখছ আমার পাশে কে বলত? ডাম্বলডোর। ওর পাশে ডিভেলাস ডিগগল আর এ হচ্ছে মার্লিন ম্যাকিনন, বেচারী মেয়েটি! ছবিটা তোলার দু'সপ্তাহ পরে কেউ ওকে মেরে ফেলেছে, তারপর ওর পরিবারের সকলকে মেরে ফেলেছে। এরা দু'জন ফ্রাঙ্ক আর অ্যালিস লংবটম।

ফটোতে অ্যালিস লংবটমকে দেখে ওর পেটে ব্যথা করতে লাগল। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না হলেও ওর মুখটা হ্যারির খুবই পরিচিত। বন্ধুত্ব মাখান মুখের ভাব। শুনেছে ওর মুখটা অবিকল ওর ছেলে নেভিলের মত ছিল।

মুডি ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলতে লাগল- বেচারা, ওদের যা ঘটেছিল তাতে সরে যাওয়া ভাল হয়েছে। আর এটা হচ্ছে অ্যাম্মেলাইন ভান্স, তুমি ওকে দেখেছ? আর এ লুপিন, অবশ্যই চিনতে পারছ। বেনজী ফেনউইক ও দেখছি রয়েছে, কে জানে এখন কোথায়। ফটোগ্রাফারের দোষে অনেকেই পিছনে রয়েছে, ওরা সামনে এসে দাঁড়ালে পারত।

এই দেখ এডগার বোনস, অ্যামেলিয়া বোনসের ভাই। ওর পরিবারের আর কেউ নেই। এডগার খুব ভাল জাদুকর ছিল। স্টারগিস পডমোর, হে ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করে দাও, ওকে খুব কম বয়স্ক দেখাচ্ছে। ক্যারাডক ডিয়ারবর্ণ হঠাৎ উধাও

হয়ে গেছে দুর্ঘটনার ছ'মাস পরে। ব্রিমে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। হ্যাগ্রিড, আজও এমনই দেখতে আছে। এলফিয়স ডোগে, তুমি নিশ্চয়ই ওকে দেখেছ, ওই বোকার মত টুপি পরা আমি ভুলতে চাই। গিডিয়ন প্রেওয়েট্র, পাঁচপাঁচটা রক্তচোষাদের ডেথইটার ওকে খতম করতে লেগেছিল। আর ওর ভাই ফেবিএন, ওদের সঙ্গে দারুণ বীরের মত লড়াই করেছিল। পাশে দাঁড়াও, একটুও নড়বে না।

ফটোর ছোট ছোট লোকেরা কনুই দিয়ে পরস্পরকে গোঁতা মারতে থাকে, পেছনে যারা ছিল তারা এগিয়ে আসতে চায় যেন।

– হ্যাঁ হ্যাঁ এই ছবিটা অ্যাবার ফোর্থ, ডাম্বলডোরের ভাই। জীবনে ওকে একবারই দেখেছি, যাকে বলে শক্তিশালী পুরুষ। এ হচ্ছে ডোরকেস মেডোজ, মেয়েটিকে ভোল্ডেমর্ট নিজের হাতে মেরে ফেলেছে। সিরিয়স, ওর তখন মাথায় ছোট ছোট চুল, ছবিটা দেখিয়ে ভাবছি তোমার হয়ত আগ্রহ থাকতে পারে!

হ্যারির ফটোটা দেখতে দেখতে হৃদপিন্ডটা যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে মনে হল। ওর বাবা-মা বসে রয়েছে বড় বড় চোখে যেন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তারা। ওয়ার্মটেলের পাশে বসে ওর চোখ যেন অশ্রুতে ভরা। হ্যারি তাকে কখনও ভুলতে পারে? চিনতে পারবে না? বিশ্বাসঘাতক! ওই তো ভোল্ডেমর্টকে ওর বাবা-মার গোপন আস্তানার সন্ধান দিয়েছিল, তাদের হত্যার সহায়তা করেছিল।

কী ভাবছ?

হ্যারি মুডির ছোট ছোট গর্ত, আর কাটা দাগে ভরতি মুখের দিকে তাকাল। মুডির মুখ দেখে মনে হয় ও হ্যারিকে হয়ত খুশি করতে পেরেছে।

– ঠিক আছে, হ্যারি বললো হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, কাল তো আমাকে হোগার্টসে যেতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে।

ভাবতে চেষ্টা করল কি করবে। সিরিয়স বললেন, ওপরে তোমার কি কাজ আছে ম্যাড আই মুডি ওর দিকে তাকালেন। হ্যারি কিচেন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কাউকে ডাকার সুযোগ দিল না।

হ্যারি, মুডির দেখান ফটোটার আগেও ওর মা-বাবার ছবি দেখেছে; কিন্তু বুঝতে পারছে না মুডির ছবি দেখার পর ওর মন এত বিষণ্ন, এত চঞ্চল হয়ে গেছে কেন। ওয়ার্মটেলকে ও অনেকবার দেখেছে। কিন্তু ফটোর ছবিগুলো ওর দিকে অমনভাবে তাকাবে কেন? যখন ওদের অনেককেই চেনে না। কেউ পছন্দ করবে না। ও রেগেও গেল।

বাবা-মাকে ঘিরে যারা রয়েছে, সকলেরই মুখে হাসি। ফেনউইক যাকে টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। গিভিয়ন প্রিওয়েট বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছে, লংগবটম পাগল বলে ওকে টর্চার করে মেরে ফেলা হয়েছে, ওরা তো কেউ আর ফিরে আসবে না। মুডি হয়ত ভাবছে জীর্ণ গ্রুপ ফটোটা খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু মুডি কি বুঝতে পারেনি হ্যারির কাছে ছবিটা খুব বিরক্তিকর লেগেছে।

প্রথম ল্যান্ডিং-এ পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল কে যেন ড্রইং রুমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

হ্যালো, হ্যারি বললো।

কোনও জবাব এলো না, কান্না বন্ধ হল না। ও সিঁড়ির একসঙ্গে দুটো ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ড্রইং রুমের দরজাটা খুলল।

ও দেখল একটি মেয়ে অন্ধকার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রয়েছে। হাতে ওর জাদুদণ্ড। ফূঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার সাথে সাথে ওর সমস্ত দেহটা কাঁপছে। ধূলোতে ভরা জীর্ণ কার্পেটে জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। কে ও? রন? রন মৃত!

হ্যারির বুকের ভেতরটা মনে হল যেন শূন্য হয়ে গেছে, ও যেন ঘরের মেঝে থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে, ওর ব্রেইন জমে বরফ শীতল হয়ে গেছে। রন মরে গেছে, না, না, হতেই পারে না।

কিন্তু রন? রনকে তো এইমাত্র ও কিচেনে দেখে এসেছে।

– মিসেস উইসলি, ভীষণ জোরে হ্যারি চিৎকার করে উঠল। মিসেস উইসলি হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে রনকে দেখে ওর জাদুদণ্ড কাঁপা কাঁপা রনের মৃতদেহের ওপর বোলাতে বোলাতে অসম্ভব শব্দভেদী চিৎকার করে উঠলেন, র... র... এ কেমন করে হল?

রনের মৃতদেহ একটু একটু রূপান্তরিত হয়ে গেল বিলের মতো। ও ঈগলের ডানার মত দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো ওর দু'চোখ বিস্ফোরিত শূন্যতায় ভরা।

মিসেস উইসলি আরও জোরে কেঁদে উঠল। অদ্ভুত অসম্ভব, অসম্ভব এ হতে পারে না।

'ক্র্যাক'

বিল্সের মৃতদেহের বদলে হয়ে গেল মি. উইসসলি। চোখের চশমা কাত হয়ে পড়ে আছে, ঠোঁটের এক কোণা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'ক্র্যাক', মৃত দুই যমজ ভাই, 'ক্র্যাক' পার্সি মৃত 'ক্র্যাক হ্যারি মৃত...।

হ্যারি মিসেস উইসলির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে চিৎকার করে বললো– মিসেস উইসলি এখনই এখান থেকে আপনি চলে যান।

ব্যাপার কি, এত গোলমাল কিসের? লুপিন দৌড়াতে দৌড়াতে ঘরে ঢুকে বললো। লুপিনের পর প্রায় একইসঙ্গে ঘরে ঢুকলেন সিরিয়স, মুডি বললেন– অসম্ভব।

হ্যারির দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল। যেখানে ওর দেহ পড়েছিল সেখানটায় গোলাকার রূপালি বাষ্পে ঘিরে রইল। লুপিন তার জাদুদণ্ডটা ঘোরাতেই রূপালি বাষ্প ধোঁয়ার মত উবে গেল।

মিসেস উইসলি দু'হাতে মুখ ঢেকে তীব্র স্বরে হাউ হাউ করে কাঁদতে

লাগলেন।

– মল্লী, লুপিন ওর কাছে গিয়ে বললেন– কেঁদো না।

মিসেস উইসলি সান্ত্বনা পাবার জন্য লুপিনের কাঁধে মাথা রাখলেন।

সিরিয়স কার্পেটের প্যাচের দিকে তাকালেন। ওখানেই বোগার্ট, হ্যারির রূপ ধরেছিল। লুপিন, হ্যারির দিকে তাকাতেই ও দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

লুপিন বললেন– মল্লী এসব বোগার্টের কাণ্ড। স্টুপিড বোগার্ট।

– হ্যারি, আমি দুঃখিত, কে জানে তুমি কি ভাবছ, মিসেস উইসলি বললেন।

– আমরা একটা বোগার্টের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না।

হ্যারি হাসার চেষ্টা করে বললো– ওসব কথা ভাববেন না।

মিসেস উইসলি আগের মত কাঁদতে কাঁদতে বললেন– আমি আর আর্থার মরে গেলে, বাকি ছেলে- মেয়েরা বাঁচবে কেমন করে, পার্সিও আমাদের ভুলে গেছে।

– ওহ্ মল্লি কবে থেকে তুমি শুনছো ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে। আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি তোমাদের কারও কোন ক্ষতি হবে না। তুমি কি মনে কর তোমরা মরে গেলে, তোমার ছেলে- মেয়েরা তোমাদের কবরের কাছে গিয়ে অভুক্ত হয়ে মরে যাবে?

হ্যারি ওর ঘরে চলে গেলো। ফটোতে মা-বাবার হাসি হাসি মুখের কথা মনে হল। বোগার্ট তাহলে রন, হারমিওন ওদের মৃতদেহের রূপ ধারণ করেছে? কোনও সূচনা না দিয়ে ওর কপালের ক্ষতটা জ্বালা করতে শুরু করল। চুলকানি বন্ধ হলেও ক্ষততে হাত বুলাতে লাগল।

– মাথাটা কেটে ফেলব, হ্যারি দৃঢ় স্বরে বললো।

– পাগলের প্রথম লক্ষণ, নিজের মাথা নিজে কাটার কথা বলছে। দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ফাঁকা ফ্রেম থেকে ধূর্ত কণ্ঠে কেউ বললো।

হ্যারি সে কথার ভ্রূক্ষেপ করল না। নিজেকে এই প্রথম যেন বয়স্ক মনে হল। ভাবতে ওর আশ্চর্য লাগল মাত্র একঘণ্টা আগেও তো ও জোকশপ আর প্রিফেক্ট ব্যাজ নিয়ে জোক করেছে, এখন তারা নেই।

ঘর ছেড়ে চলে আসার আগে ওর মুডির কথাটা কানে ভাসতে লাগল। পার্সি সম্বন্ধে তুমি চিন্তা করবে না, গতবারে ডেথ ইটাররা আমাদের চেয়ে বিশগুণ বেশি ছিল। আমাদের একটা একটা করে তুলে নিয়েছিল। এখন অর্ডার বানাবার পর সেই অবস্থা নেই। আমরা শক্তিশালী হচ্ছি। শুধু সময়ের অপেক্ষায় সমগ্র মিনিস্ট্রি আমাদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা ভিক্ষা চাইবে। আমি বলতে পারছি না ওইসব ভোল্ডেমর্টের অনুগামীদের ক্ষমা করা যাবে কি না।

দশম অধ্যায়

লুনা লাভগুড

হ্যারির রাতে ভাল করে ঘুম হলো না। নানারকম স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ও স্বপ্নে বারবার মা-বাবাকে দেখতে পায়। ওর কাছে এসে দাঁড়ান। কিন্তু কোন কথা বলেন না। স্বপ্নে দেখে, ক্রেচারের মৃতদেহের কাছে বসে মিসেস উইসলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। রন আর হারমিওন ওদের মাথায় মুকুট, আবার সেই অন্ধকার করিডর দিয়ে হাঁটছে, করিডরের শেষ প্রান্তে দরজাটা বন্ধ। তারপর ওর ঘুম ভেঙ্গে গেলে কপালের পুরনো ক্ষতটা অসম্ভব চুলকোয়। ঘুম ভেঙে চোখ মেলে দেখে রন বেশভূষা পরিবর্তন করে ওর সামনে বসে কথা বলছে।

– তাড়াতাড়ি ওঠ, মা অসম্ভব চিৎকার রাগারাগি করছেন, বলছেন, আর দেরি করলে তোমরা ট্রেন মিস করবে।

হ্যারি জানতে পারল বাড়িতে নানারকম বাদবিসম্বাদ, গোলমাল হয়েছে। ফ্রেড আর জর্জ ভারি ভারি ট্রাঙ্কগুলো বয়ে না নিয়ে জাদু বলে নিচে নিয়ে যাবে। ফলে জিনিকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। যথারীতি মিসেস ব্ল্যাক পর্দার আড়াল থেকে গালমন্দ করছেন, চেচাচ্ছেন, কিন্তু মিসেস উইসলি থামছেন না।

– তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি নেই? ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে, হাড় ভাঙলে কি হতো! মূর্খের দল সব।

– 'নোংরা জারজ! আমার বাবার বাড়িটা নোংরা কলঙ্কিত করে দিচ্ছে সবাই'।

হারমিওন হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল ওর চোখেমুখে দারুণ উত্তেজনার ছাপ। হ্যারি তখন ওর জুতোর ফিতে বাঁধছিল। হেডউইগ হারমিওনের কাঁধে বসে ডানা ঝটপট করতে লাগল। ওর হাতে ওর বেড়াল ক্রুকশ্যাংক।

হারমিওন বললো– বাবা-মার কাছ থেকে ও এইমাত্র ফিরে এসেছে।

হারমিওনের কাঁধ থেকে হেডউইগ ওর খাঁচার ওপর বসল।

– আরে তুমি এখনও রেডি হওনি?

– একটু বাকি আছে। জিনি বেশি লাগেনি তো তোমার? হ্যারি চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বললো।

মিসেস উইসলি অনেক কষ্টে ওর কান্না থামিয়েছেন। হারমিওন বললো, ম্যাড আই বলছে স্টারগিস পডমোর না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে, তা নাহলে আমাদের রক্ষীর সংখ্যা একজন কমে যাবে।

– দেহরক্ষী? হ্যারি বললো, দেহরক্ষী নিয়ে আমাদের কিং ক্রস স্টেশনে যেতে হবে?

– হ্যাঁ যেতে হবেই হবে, হারমিওন বললো।

– কেন? হ্যারি অসহিষ্ণু হয়ে বললো– আমি তো ভেবেছি ভোল্ডেমর্ট এখন ধরাশায়ী হয়ে আছে। তুমি বলতে চাও ও একটা ডাস্টবিন থেকে আমাদের ওপর লাফিয়ে পড়বে?

হারমিওন হাতঘড়িতে সময় দেখতে দেখতে বললো, অতশত জানি না। মুড়ি তো এই কথা বলেছেন। এখনই আমরা যদি না বেরোই তাহলে ট্রেন ফেল করবো।

– কি হে তোমরা বকবক করে যাবে, অনুগ্রহ করে নিচে এস।

মিসেস উইসলির ধারালো কথা শুনে হারমিওন এক সেকেন্ড দেরি না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হ্যারি হেডউইগকে ধরে খাঁচার ভেতর ঢুকিয়ে ওর ট্রাঙ্কটা টানতে টানতে হারমিওনের পিছু পিছু নিচে চলল।

ওদিকে মিসেস ব্ল্যাক পোট্রেট থেকে অবিরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে, কেউ এসে ওর প্রোট্রেটটার পর্দা টেনে দেয় না। নিচে ছেলেমেয়েরা হোগার্টসে যাচ্ছে তারই কোলাহল, তার জন্য মিসেস ব্ল্যাকের উষ্মা।

মিসেস উইসলি বললেন– তুমি আর টংকস সঙ্গে যাবে।

ওপর থেকে মিসেস ব্ল্যাক সমানে উচ্চস্বরে চেঁচাচ্ছেন– 'মাড ব্লাডস! সমাজের আবর্জনা! নোংরা জন্তু জানোয়ার'

মিসেস উইসলি হ্যারিকে বললো– এই তোমার ট্রাঙ্ক আর পেঁচা এখানে রাখোতো। অ্যালস্টর বাক্স বিছানার ব্যবস্থা করবে। ওহ! ঈশ্বরের দোহাই সিরিয়স, ডাম্বলডোর কিন্তু 'না' বলেছেন।

ভালুকের মত দেখতে একটা কাল রং-এর কুকুর হ্যারির পাশে দাঁড়াল। হ্যারি তখন ওর ট্রাঙ্ক ইত্যাদি ঘর ঘর ঝন ঝন শব্দ করে টানাটানি করছিল।

মিসেস উইসলি ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন– ওহ! তুমি থামবে হ্যারি। তুমি কী ওগুলো মাথায় চাপিয়ে স্টেশনে নিয়ে যাবে?

মিসেস উইসলি ওদের নিয়ে দরজা খুলে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালেন।

সেপ্টেম্বরের ভোর, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। হ্যারি আর কাল কুকুরটা মিসেস উইসলির পাশে এসে দাঁড়াল। দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ব্ল্যাকের চিৎকার অশ্রাব্য গালিগালাজের শব্দ আর শোনা গেল না।

বার নম্বর বাড়ির পাথরের ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে হ্যারি বললো– টংকস, টংকসকে দেখতে পাচ্ছি না।

বার নম্বর বাড়ি ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে! ওরা তখন ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিসেস উইসলি হ্যারির পাশে ল্যাক ল্যাকে জিব বার করা কালো কুকুরটাকে দেখে বললেন– ও (টংকস) এখানেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

রাস্তার কোণ থেকে এক বৃদ্ধা ওদের গ্রিট করল। মাথায় ধবধবে সাদা কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল শক্ত করে বাধা। মাথায় বেগুনি রং-এর হ্যাট, আকৃতিটা শুয়রের মাংসের কিমার বড়ার মত!

হ্যারি হাত ঘড়ি দেখতে দেখতে ও বললো– মল্লী একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে, সময় খুব কম।

মিসেস উইসলি লম্বা লম্বা পা ফেলে যেতে যেতে বললেন– হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি। ম্যাড আই তো স্ট্রারগিসের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। মন্ত্রণালয় থেকে একটা গাড়ি পেলে খুব সুবিধা হতো; কিন্তু ফাজ দিতে চায় না। কে জানে মাগলরা জাদু ছাড়া কেমন করে যাতায়াত করে।

কাল কুকুরটার উৎসাহের অন্ত নেই। ঘেউ ঘেউ করে লেজ নাড়তে নাড়তে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, পায়রা, পাখি দেখলেই তাড়া করছে। হ্যারির সব দেখে খুব মজা লাগল, মাঝে মাঝে হো হো করে হেসে উঠছে। মিসেস উইসলি অনেকটা আন্টি পেটুনিয়ার মত জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিলেন।

প্রায় কুড়ি মিনিট হাঁটার পর ওরা কিং ক্রস স্টেশনে পৌঁছল। কুকুর বনে যাওয়া সিরিয়স দু'একটা বেড়ালকে ভয় পাইয়ে দিতে লাগলেন। ওরা নিরাপদে স্টেশনে পৌঁছল বলতে পারা যায়।

ন নম্বর প্লাটফমে। ঠিক নটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে হোগার্টস এক্সপ্রেস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সিটি বাজিয়ে প্লাটফরমে দাঁড়াল। হ্যারি আনন্দে অধীর। আবার ও হোগার্টসে ফিরে যাচ্ছে। মিসেস উইসলি পেছনে তাকিয়ে ছেলেমেয়েদের জোরে জোরে হাঁটার জন্য তাড়া দিলেন। ওদের সঙ্গে নতুন ছেলেমেয়েরাও হোগার্টস-এ যাচ্ছে। ওদের পরিবারের লোকেরাও এসেছে।

হ্যারি কুকুরটা তো খুব সুন্দর তোমার। এক লম্বা মতো ছেলে হ্যারিকে বললো।

হ্যারি হেসে বললো– ধন্যবাদ লী।

কুকুর বনে যাওয়া সিরিয়স এমনভাবে লেজ নাড়তে লাগল যেন খসে পড়বে ল্যাজটা।

– ও বাঁচলাম, মিসেস উইসলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন অ্যালস্টরকে মালপত্র নিয়ে আসতে দেখে।

পোর্টারের একটা ক্যাপ প্রায় চোখ পর্যন্ত টেনে, মুডি একটা ট্রলি ঠেলেঠুলে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

টংকস আর উইসলিকে দেখে বললেন– সব ঠিকঠাক তো? মনে করো না যে আমাদের কেউ ফলো করছে না।

তারপরই রন আর হারমিওন মি. উইসলির সঙ্গে হাজির হল। মুডির ট্রাঙ্ক-বাক্স ভর্তি ট্রলি থেকে মালপত্র নামান যখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে তখন ফ্রেড, জর্জ, জিনি এল। ওদের সঙ্গে রয়েছে লুপিন!

মুডি বললেন, দেরি কেন লুপিন? কোনও বিপত্তি...?

কিছুই না– লুপিন বললেন।

মুডি খোঁৎ খোঁৎ করে বললেন, এই নিয়ে দু'বার হল স্টারগিস বলা সত্ত্বেও এলো না। ব্যাপারটা আমাকে ডাম্বলডোরকে বলতেই হবে। দিন দিন মুন্ডানগাসের মত ফাঁকিবাজ হয়ে যাচ্ছে।

লুপিন সকলের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে হ্যারির কাঁধ চাপড়ে মুডিকে বললেন, নিজের চরকায় তেল দাও।

মুডি হ্যারির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বললেন, মাথাটা নিচু করে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে, তোমরা সকলে যখন কিছু লিখবে খুবই সতর্ক থাকবে, সন্দেহ হলে লেখালেখির মধ্যে একদম যাবে না।

টংকস, জিনি আর হারমিওনকে বুকে চেপে বললো– এ কদিন তোমাদের সঙ্গে খুব আনন্দে দিন কাটালাম। তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললো, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

গাড়ি ছাড়ার প্রথম হুইসিল দিল ট্রেনের গার্ড। ছাত্ররা যারা প্লাটফরমে দাঁড়িয়েছিল তড়িঘড়ি করে ট্রেনে উঠে পড়ল। মিসেস উইসলি বিক্ষিপ্তভাবে সকলকে স্নেহভারে বুকে চেপে হ্যারিকে দুবার বললেন– চিঠি লিখবে, ভাল ছেলে হয়ে থাকবে, যদি কিছু ফেলে গিয়ে থাক জানাবে পাঠিয়ে দেব। নাও, তাড়াতাড়ি উঠে পড় ট্রেন ছেড়ে দেবে।

হঠাৎ কালো ভালুকের মত কালো কুকুরটা হ্যারির দু'কাঁধে সামনের দুটো পা তুলে দিতেই মিসেস উইসলি হিস শব্দ করে সিরিয়সকে কামরার দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, সিরিয়স তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ। ঠিক কুকুরের মত তোমার চালচলন নয় কিন্তু।

হ্যারি হেসে কুকুররূপী সিরিয়সের গায়ে হাত বুলিয়ে বললো– আহারে, সিরিয়সকে তোমরা অনেকদিন বেঁধে রেখেছ।

ট্রেন চলতে শুরু করলে খোলা জানালা দিয়ে হ্যারি মুখ বাড়িয়ে বললো– আবার দেখা হবে।

রন, হারমিওন, জিনি ওর পাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়াতে লাগল।

একটু একটু করে টংকস, লুপিন, মুডি, মি. ও মিসেস উইসলি অনেক দূরে থেকে গেলেও কালো কুকুরটা হ্যারির দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়াতে নাড়াতে ট্রেনের সাথে সাথে দৌড়াতে লাগল। তারপর ট্রেনটা বাঁক নিলে আর কাউকে দেখা গেল না। সকলেই ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। হারমিওন একটু চিন্তিত মুখে বললো– সিরিয়সের কিন্তু স্টেশনে আসা ঠিক হয়নি।

রন বললো– বেচারা প্রায় এক মাসের বেশি দিনের আলো দেখতে পায়নি। হাজার হলেও আসলে ও তো মানুষ!

ফ্রেড বললো– এখন ওসব কথা থাক। লীর সঙ্গে আমাদের ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা বলতে হবে। পরে এসব কথা হবে।

ও আর জর্জ করিডর ধরে ডান দিকে চলে গেল।

ট্রেন একটু একটু করে স্পীড নিতে শুরু করল। বাইরের সব বাড়িগুলি সটাসট সরে যেতে লাগল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল ট্রেনের গতির সঙ্গে।

– হ্যারি বললো– অন্য একটা কামরায় যাবে?

রন আর হারমিওন পরস্পরের দিকে তাকাল।

– কেন? রন বললো।

– বেশতো আছি। কথাটা হারমিওন বললো, রন আর আমার অবশ্য প্রিফেক্টদের সঙ্গে বসা উচিত। কথাটা হ্যারির কাছে বোকার মতো শোনাল।

রন হ্যারির দিকে তাকাচ্ছিল না। বাঁহাতের আঙ্গুলের নখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে ছিল।

হ্যারি বললো– ঠিক আছে, ভাল প্রস্তাব। হারমিওন বললো– আমার মনে হয় না সারা পথটা আমাদের এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমাদের কাছে যে চিঠি এসেছিল তাতে লেখা আছে আমাদের হেড গার্ল আর হেড বয়দের কাছে ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে, তারপর মাজে মাঝে পেট্রলিং করতে হবে করিডরে।

হ্যারি বললো– খুব ভাল, পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে তাহলে।

রন বললো– অন্যদের সঙ্গে বসে থাকাটা আনন্দের কথা নয়, তাহলেও বাধ্য হয়ে যেতে হবে। আমি তো পার্সি নই...।

হ্যারি বললো– খুব ভাল করেই জানি তোমরা ওর মত নও।

হারমিওন ও রন ওদের বাক্স প্যাঁটরা ছোট পেঁচা ক্রুকশ্যাংকসকে নিয়ে চলে গেল। হ্যারির খুব মন খারাপ হয়ে গেল। রন ছাড়া আজ পর্যন্ত কখনও হোগার্টস এক্সপ্রেসে ও যাতায়াত করেনি।

জিনি হ্যারিকে বললো– এখান থেকে আমরা অন্য কোথাও জায়গা করে নিই, একটু ফাঁকা হলে আমরা বসতে পারবো।

– ঠিক বলেছ, হ্যারি বললো।

তারপর ও আর জিনি ওদের ট্রাঙ্ক দুটো আর হেডউইগকে নিয়ে করিডর ধরে চলল। এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যেতে যেতে অনেক কাঁচ লাগান দরজা পার হতে হল। বিভিন্ন কামরায় যারা বসেছিল তারা একটু কৌতুহলী অবাক হয়ে হ্যারির দিকে তাকালো। পাঁচ পাঁচটা কামরা ছেড়ে এগিয়ে যাবার পর ওর মনে পড়ল 'ডেইলি প্রফেট' পুরো গরমের ছুটিটা ওর সম্বন্ধে নানা আজগুবি কথা পাঠকদের কাছে পৌছে দিয়েছে। তাই বোধ হয় ওরা ওর দিকে তাকাচ্ছে, ফিস ফিস করে ওকে দেখিয়ে কিছু বলছে।

ট্রেনের একেবারে শেষ কামরায় ওদের নেভিল লংগবটমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ও হ্যারির ফিফথইয়ারের গ্রিফিন্ডর। ওর এক হাতে ট্রাঙ্ক আর অন্য হাতে ব্যস, টেভরকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে।

হাই হ্যারি, হাই জিনি ও হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, কোথায়ও এক ফোঁটা জায়গা নেই, সব ভর্তি। একটাও বসার জায়গা পাচ্ছি না।

– কে বললো জায়গা নেই? কথাটা বলে সামনের কামরার দিকে তাকিয়ে বললো– ওই তো ওখানে সিট খালি রয়েছে, লুনা লাভগুড ছাড়া আর কেউ নেই।

নেভিল খুব আস্তে বললো– কাউকে বিরক্ত করা...।

জিনি বললো– বোকার মত কথা বলবে না। ও আছে তো কি হয়েছে।

জিনি দরজাটা ঠেলে কামরাতে ঢুকল। ওর পরে ঢুকল হ্যারি আর নেভিল।

জিনি বললো– হাই লুনা, ওই সিটে আমরা বসলে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না তো?

জানালার ধারে বসে থাকা মেয়েটি ওদের দিকে তাকাল। ওর মাথার সোনালি রং-এর কোমর পর্যন্ত ছড়ানো চুলগুলো যেমনি নোংরা তেমনি অবিন্যস্ত! ভুরু ফ্যাকাশে, ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ, দেখলেই অস্বস্তি লাগে। হ্যারি বুঝতে পারল নেভিল কামরাটা খালি দেখেও ওখানে বসতে চায়নি কেন।

ওর দিকে তাকালেই মেজাজ বিগড়ে যায়। এমনও হতে পারে ও ম্যাজিক ওয়ান্ডটা হারাবার ভয়ে কানের পাশে রেখেছে, অথবা একগাদা ছিপি দিয়ে বানান নেকলেস পরেছে গলায় অথবা উল্টো করে একটা ম্যাগাজিন পড়ছে। ও প্রথমে নেভিল তারপর হ্যারির মুখের দিকে তাকাল। জিনির কথা শুনে ও সম্মতি জানিয়ে

ঘাড় নাড়ল।

জিনি মৃদু হেসে বললো, ধন্যবাদ।

হ্যারি আর নেভিল তিনটে ট্রাঙ্ক আর হেডউইগের খাঁচাটা লাগেজ র‍্যাকে রেখে লুনার বিপরীত দিকে বসল। লুনা ওর উল্টানো ম্যাগাজিন 'কুইবলারের' ফাঁক দিয়ে ওদের দেখতে লাগল। ও ঠিক সাধারণ মানুষের মত চোখের পাতা ফেলছে না। ও শুধু হ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকে।

জিনি বললো– হাই লুনা গরমের ছুটি তোমার খুব মজাসে কেটেছে?

লুনা হ্যারির দিকে যেমনভাবে তাকিয়েছিল তেমনি স্বপ্নের ঘোরে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব আনন্দে কেটেছে। তারপর হ্যারি পটারকে বললো– তুমি কী হ্যারি পটার?

হ্যারি বললো, তাইতো জানি।

নেভিল মুখ টিপে হাসল। লুনা ওর স্বপ্নালু দু'চোখ ওর দিক থেকে সরিয়ে নিল।

তুমি কে জানতে পারলাম না।

আমি কেউ না; নেভিল বললো সঙ্গে সঙ্গে।

জিনি তীক্ষ্মভাবে বললো, না তুমি তাই নয়, নেভিল লংগবটম- আর ও হচ্ছে লুনা লাভগুড। লুনা আমার ক্লাসে পড়ে, কিন্তু হাউজ আলাদা। ও র‍্যাভেন হাউজে।

মানুষের নাগালের বাইরে অসীম উদ্ভাবনী শক্তি সবচেয়ে বড় সম্পদ।

লুনা ওর হাতের ম্যাগাজিনটা সোজা করে তুলে মুখটা ঢেকে বসল। চুপ করে রইল। নেভিল আর হ্যারি পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু উঁচু করল। জিনি হাসি চেপে রাখল।

ট্রেন দূরন্ত গতিতে খট খট শব্দ করে ছুটে চলল। দু'ধারে মাঠঘাট শস্যক্ষেত্র। আকাশে কখনও প্রখর সূর্য আবার কখনও মেঘের ঘনঘটা।

নেভিল বললো, বলতে পার এবার আমার জন্মদিনে কি উপহার পেয়েছি?

আরেকটি রিমেমব্রেল? হ্যারি বললো, ওর মনে পড়ে গেল নেভিলের ঠাকুরমা ওর অন্তহীন স্মৃতিশক্তি বাড়াবার জন্য পাথরের যে জিনিসটা পাঠিয়েছিলেন সেটির কথা।

নেভিল বললো, না, একটাই আমার যথেষ্ট, বহুদিন আগে পুরনোটা খুইয়েছি। নাও, এইটে দেখ। ওর স্কুল ব্যাগের ভেতর হাত পুরে ছোট একটা পাত্রে রাখা ধূসর রং-এর ক্যাকটাস বার করল। কাটাছাড়া গাছের গায়ে গোল গোল বীজ কোষ।

মিমবুলাস মিমব্লিটোনিয়া– ও গর্বের সঙ্গে গাছের নামটা বললো।

হ্যারি গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। গাছটা মৃদু মৃদু কাঁপছে, এটা শরীরের অভ্যন্তরীণ রুগ্ন অসুস্থ অঙ্গ বলে মনে হয়।

নেভিল বললো, সত্যি সত্যি এটা দুষ্প্রাপ্য গাছ। আমি অবশ্য বলতে পারি না

হোগার্টসের গ্রীন হাউজে এরকম ক্যাকটাস আছে কি নেই। থাকলেও আমি প্রফেসর স্প্রাউটকে এটা দেখাতে চাই না। আমার দাদুর কাকা অলজিয়ে আমার জন্য অ্যাসিরিয়া থেকে এনে দিয়েছেন। আমি ভাবছি এটা থেকে বীজ তৈরি করে ফলানো যায় কি না।

হ্যারি জানে নেভিলের প্রিয় সাবজেক্ট হারবোলজি। কিন্তু তাহলেও ওর জীবনধারা দেখে মনে হয় না, যা চাইছে তা ও করতে পারবে কিনা।

ও বললো– সত্যি তুমি ফলাতে পারবে?

নেভিল বললো– অবশ্যই, ট্রেভর (ব্যাঙ) একটু ধরবে?

কথাটা বলে নেভিল ব্যাঙ বন্ধুকে হ্যারির কোলের ওপর ফেলে দিয়ে স্কুল ব্যাগ থেকে একটা পাখির পালক বার করল।

লুনা লাভগুড ওর মুখের সামনে ধরে রাখা ম্যাগাজিনের ওপর দিয়ে তাকিয়ে ম্যাগাজিনটা উল্টো করে ধরল। দেখতে লাগল নেভিলের কান্ড কারখানা। নেভিল 'মিমবুলাস মিমব্লিটোনিয়া' চারাটা নিজের চোখের কাছে ধরল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিবটা সামান্য বার করে চারাটার একটা জায়গা বেছে নিয়ে পাখির পালক দিয়ে গর্ত করতেই চারাটার ছিদ্র থেকে ঘন চটচটে সবুজ রং-এর জলীয় পদার্থ ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে কামরা সিলিং, কাঁচ বন্ধ জানালা শুধু নয় লুনা লাভগুডের গায়ে, হাতের ম্যাগাজিন ভরে গেল। সামনে বসে থাকা জিনি সময়মত ওর মুখটা দু'হাতে দিয়ে চাপা না দিলে চোখে লাগত। কিন্তু ওর মাথার চুল রেহাই পেল না। এমনভাবে জমা হল দেখে মনে হয় একটা তলতলে সবুজ হ্যাট মাথায় দিয়েছে। হ্যারির কোলে ছিল ট্রেভর। খানিকটা চটচটে সবুজ সেই জলীয় পদার্থ ওর মুখে এসে লাগল। তীব্র গন্ধ অনেকটা পচা চর্বির মত।

নেভিলেরও সেই একই অবস্থা। চোখের ওপর পড়া সেইগুলো মাথা নেড়ে সরিয়ে দিল।

ও খুব লজ্জায় পড়ে গেল। মুখটা কাচুমাচু করে বললো– দুঃখিত। আসলে এমন অবস্থা হবে বুঝতে পারিনি। তবে স্টিংকস্যাপস্ বিষাক্ত নয়। আগে কখনও দেখার চেষ্টা করিনি– তাই।

ঠিক সেই সময় ওদের কামরার দরজাটা সামান্য ফাঁক করে একটি মেয়ে হাসিমুখে উঁকি মারল। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, মাথার কালো চকচকে চুল কোমর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

মনে হচ্ছে অসময়ে এলাম। ওর গলার স্বরটা সামান্য ভীত ভীত।

হ্যারি ওকে দেখে চটপট চশমার কাঁচ দুটো মুছে নিল। ট্রেভর তখন কোল থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছে।

চো-চ্যাং ওদের স্কুলের মেয়ে। র‍্যাভেনক্ল কিডিচ টিমে খেলে।

হাই চো, হ্যারি খুব সাধারণভাবে বললো।

চো বললো, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, শুনলাম তুমি এই কামরায় আছ, তাই হ্যালো করে গেলাম। তারপর ওদের রেখে চো-চ্যাং দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

হ্যারি চুপ করে বসে রইল।

অনেক বন্ধুদের একসঙ্গে বসে হৈ-হুল্লোড় করা আর লুনা লাভগুডের সঙ্গে ব্যাঙ হাতে স্টিংকস্যাপ মুখে লাগিয়ে বসে থাকা এক কথা নয়।

নেভিল আবার বললো– দুঃখিত।

যাকগে যা হবার তা হয়েছে, জিনী হাসতে হাসতে বললো। তবে আমরা অতি সহজেই এই নোংরা থেকে মুক্তি পেতে পারি। কথাটা বলে ও কানের পেছন থেকে ওর ওয়ান্ডটা বার করে বললো, 'স্কাউর গিফি..., বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আগের মত যে যেমনটি ছিল তেমনি হয়ে গেল। স্টিংস্যাপ অদৃশ্য হয়ে গেল।

রন আর হারমিওনের দেখা নেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ওরা হ্যারির কামরায় এল। হ্যারি, জিনি, নেভিল পামকিন প্যাস্টিস শেষ করে 'চকোলেট ফ্রগ কার্ডস' খাচ্ছিল। রনের সঙ্গে ক্রুকশ্যাংকস, আর খাঁচার মধ্যে পিগউইজিয়ন।

আমার দারুণ ক্ষিধে পেয়েছে। হেডউইগের পাশে পিগউইজিয়নকে গাদাগাদি করে রেখে, হ্যারির পাশে বসে খানিকটা চকোলেট ফ্রগ খাবলে নিল রন। তারপর চকোলেটের মোড়কটা ছিঁড়ে মুখে খানিকটা পুরে হাত-পা ছড়িয়ে দু'চোখ বন্ধ করে বসল। সকাল থেকেই ওর খুব ধকল চলেছে, একটু বিশ্রাম করতে চায়।

হারমিওন বললো, প্রত্যেকটি হাউজে দু'জন করে প্রিফেক্ট। ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি এমন এক মুখ করে বললো। একটি ছেলে একটি মেয়ে।

– আন্দাজ করে বলত শ্লিদারিন হাউজের প্রিফেক্ট কে? রন বললো। তখনও ওর চোখ বন্ধ।

– ম্যালফয়; হ্যারি এক সেকেন্ড সময় ব্যয় না করে বললো। ও নিশ্চিত যে ওর যা ভয় তাই হয়েছে।

রন তিক্ত স্বরে বললো– অবশ্যই; চকোলেটের বাকি অংশ মুখে পুরে দিয়ে আরও খানিকটা তুলে নিল।

– আর ওই গরুর মত প্যানসি পারকিনসন; হারমিওন বিদ্বেষপূর্ণ গলায় বললো– কে জানে কেমন করে ও প্রিফেক্ট হল, ও বেঁটে বামন ভূতের চেয়েও এক কাঠি বেশি।

হ্যারি বললো, হাফলপাফ হাউজে কারা কারা হয়েছে?

– এরনি ম্যাক্‌মিলন আর হান্না অ্যাবট; রন গোমড়া মুখে বললো।

– অ্যান্‌থনি গোল্ডস্টেইন আর পদ্মা পাতিল র‍্যাভেনক্লতে, হারমিওন বললো।

– তুমি তো পদ্মা পাতিলের সঙ্গে ইয়ুল বলের (নাচ) কাছে গিয়েছিলে। ওরা শুনতে পেল নিরাসক্ত এক কণ্ঠস্বর।

ওরা সবাই লুনালাভগুডের দিকে তাকাল। ও, দ্য কুইবলার ম্যাগাজিনের ওপর দিয়ে রনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। রন এক মুখ ভর্তি ফ্রগ গিলে ফেলল।

– হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম; একটুও আশ্চর্য না হয়ে রন বললো।

লুনা বললো– ও মনে করে ওর সঙ্গে তুমি ভাল ব্যবহার করনি, কারণ তুমি ওর সঙ্গে নাচতে চাওনি। ওর জায়গায় আমি হলে কিছু মনে করতাম না। আমি নাচফাচ একদম পছন্দ করি না। আবার ও দ্য কুইবলার দিয়ে মুখ ঢাকল। রন ম্যাগাজিনের কভারটা হাঁ করে দেখল মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর জিনির দিকে তাকাল, জিনি হাসি চাপতে মুখে আঙ্গুল চাপা দিল। রনও মৃদু মৃদু হাসল। তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

– আমাদের বারে বারে করিডরে ঘুরে ফিরে দেখতে হবে, ও হ্যারি আর নেভিলকে বললো; যদি কেউ অভদ্র ব্যবহার করে তাহলে আমরা শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি। আমি অহেতুক ক্র্যাবে আর গোয়েলের অপেক্ষা করতে পারি না।

হারমিওন বললো– তাই বলে তুমি ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পার না।

রন বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বললো– ইয়া রাইট, যথার্থ বলেছ, কারণ ম্যালফয় একদম ক্ষমতার অপব্যবহার করে না।

– তাহলে তুমি ওর পর্যায়ে নেমে আসছ?

– আমি ওর বন্ধুদের আমার দলে আনতে চাই। আমার বন্ধুদের যাতে কব্জা করতে না পারে।

– ঈশ্বরের দোহাই, রন।

রন আনন্দের সঙ্গে বললো– আমি গোয়েলকে ধাতস্থ করব, ওকে মেরে ফেলব। ও চিঠি লেখাটেখা পছন্দ করে না। ও মজা করে গোয়েলের ক্যারিকেচার করল: গোয়েলের গলার স্বর মুখ বিকৃতি করল, শূন্যে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেখল। 'আমি... কখনই... পেছন থেকে বেবুনের পেছনের মত দেখতে হব না'।

ওর মুখাভিনয় দেখে সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু লুনা লাভগুডের মত কেউ হোঃ হোঃ করে দম ফাটানো হাসতে পারল না। ওর হাসের শব্দে ঝিমিয়ে পড়া ক্লান্ত হেডউইগ জেগে গেলো, বিরক্তি মাখান মুখে ডানা ঝটপট করতে লাগল, ক্রুকশ্যাংকস এক লাফে মালপত্র রাখার তাকের ওপর দাঁড়িয়ে হিস হিস শব্দ করতে লাগলো। শুধু তাই নয়– হাসার সময় ওর হাত থেকে পায়ের ওপর ম্যাগাজিনটা পড়ে গেল।

দারুণ মজার ব্যাপার কিন্তু!

রনের দিকে তাকিয়ে ওর ড্যাব ড্যাবে ফুলো ফুলো দু'চোখ জলে ভরে গেল,

নিঃশ্বাস নিতে পারছে না যেন। হাসার সময় সোজা হয়, পেছন ফেরে, ঝুঁকে পড়ে সামনে।

সবাই লুনার হাসি দেখে হেসে আকুল; কিন্তু হ্যারি হাসে না। ওর চোখ মাটিতে পড়ে থাকা ম্যাগাজিনের মলাটের ওপর। এমনকিছু একটা দেখছে সেটাকে যেন ও ডুবুরির মত তুলে আনতে চায়। একটা ছবি! যেমন করেই ম্যাগাজিনটা পড়ে থাকুক না কেন ছবিটা যে কর্নেলিয়স ফাজের কোনও সন্দেহ নেই। ওর লেবু রং-এর হ্যাট তো ও ভুলতে পারে না।

ছবিতে ফাজ এক হাতে একটা সোনাভর্তি থলে ধরে রয়েছেন। অন্য হাতে একটা কদাকার বেঁটে ভূতের গলা টিপে ধরেছেন। ব্যাঙ্গচিত্রের তলায় ক্যাপশন: গেন গ্রিনগটসের কাছে কতটা ফাজ যেতে পারবেন?

ব্যাঙ্গ চিত্রের তলাতে অন্যান্য প্রতিবেদনের সূচিপত্র।

কিডিচ লীগ খেলায় দুর্নীতি:
টর্নাডোরা কেমন করে নিজেদের আয়ত্বে আনছে
প্রাচীন বর্ণমালার অক্ষর পুনঃরুদ্ধার রহস্য
সিরিয়স ব্ল্যাক: দুর্বৃত্ত না বলির পাঁঠা?

– তোমার ম্যাগাজিনটা কি দেখতে পারি? হ্যারি লুনাকে জিজ্ঞেস করল। লুনা তখনও রনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

হ্যারি ম্যাগাজিনটা হাতে নিয়ে প্রথমেই সূচিপত্র দেখল। দেখতে দেখতে একবারও মনে পড়ল না দ্য কুইবলারের এই সংখ্যাটি কিংসলে সিরিয়সকে দেবার জন্য মি. উইসলিকে দিয়েছিলেন।

হ্যারি ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। তারপর সিরিয়সকে নিয়ে লেখা প্রতিবেদনটা পড়ার জন্য সূচিপত্র দেখল।

প্রথমেই একটা কার্টুন। অতি নিম্নমানের আঁকা কার্টুন। তলায় সিরিয়সের নাম না দিলে বোঝে কারসাধ্য! সিরিয়স এক গাদা মানুষের হাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ম্যাজিক ওয়ান্ড। প্রতিবেদনের শিরোনাম

সিরিয়স– ছবির মতই কালো
কুখ্যাত হত্যাকারী অথবা নিরীহ সংবেদনশীল গায়ক?

হ্যারি প্রথম বাক্যটি বারবার পড়ল যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হতে পারছিল যে সে ভুল বোঝেনি।

> বিগত চৌদ্দ বছর ধরে আমাদের এই বিশ্বাস সিরিয়স ব্ল্যাক বারজন নিরীহ মাগলস ও একজন জাদুকরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। দু'বছর পূর্বে ব্ল্যাকের

> আজকাবান থেকে দুঃসাহসিকভাবে পলায়নের পর ম্যাজিক মন্ত্রণালয় ব্যাপকভাবে গণতল্লাশি চালায় তাকে গ্রেপ্তার করে ডিমেন্টরদের হাতে তুলে দেবার জন্য।
>
> ### কিন্তু সত্যই কী সে অপরাধী?
>
> চাঞ্চল্যকর তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে– তাতে জানা যাচ্ছে ব্ল্যাক হয়ত সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল না। তাকে সম্ভবত ভুলবশত আজকাবানে পাঠানো হয়েছিল। আসলে, ডোরিস পারকিস, ১৮ অ্যাকানথিয়া ওয়ে, লিটিল নরটন বলেছেন, ব্ল্যাক সেই হত্যাকাণ্ডের সময় ঘটনাস্থলে ছিল না।
>
> আমরা একটা কথা জানি না যে সিরিয়স ব্ল্যাক তার আসল নাম নয়, মিসেস পারকিস বলেছেন। ওর আসল নাম স্টাব্বি বোর্ডম্যান, দ্য হবগবলিনস জনপ্রিয় সঙ্গীতদলের এক প্রখ্যাত গায়ক। প্রায় ১৫ বছর পূর্বে লিটিল নরটন চার্চ হলে সঙ্গীত অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে ফেরার সময়, এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হবার পর, সঙ্গীত জগত থেকে অবসরগ্রহণ করেন। দৈনিক পত্রিকায় তার ছবি ছাপার পর আমি তাকে চিনতে পারি। এখন মনে হয় স্টাব্বি ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কোনও রূপে জড়িত নয়। ওইদিন স্টাব্বি আমার সঙ্গে রোমান্টিক ক্যান্ডেল লিট ডিনারে ছিলেন। আমি এই মর্মে মিনিস্টার অব ম্যাজিককে সবিস্তারে একটি চিঠি দিয়েছি, আশা করছি তারা স্টাব্বি ওরপে সিরিয়সকে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্তি দেবেন।

লেখাটা পড়া হলে অবিশ্বাস্য চোখে হ্যারি প্রতিবেদনটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে এটা একটা জোক ছাড়া কিছুই নয়, ওর ধারণা ম্যাগাজিনে মাঝে মাঝে ওইরকমভাবে খবর ছেপে পাঠকদের ধাপ্পা দেয়। তারপর পাতা উল্টাতে উল্টাতে ফাজের ব্যাপারটা পেল।

> কর্নেলিয়স ফাজ, পাঁচ বছরের জন্য জাদুমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবার পর বলেছেন, তার উইজার্ডিং ব্যাঙ্ক, গ্রিনগটস ব্যাংককে অধিগ্রহণ করার কোনও পরিকল্পনা নেই। ফাজ বলেছেন, তিনি সর্বদাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদের দেশে স্বর্ণসম্পদের অধিকারীদের সঙ্গে সর্বোতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়াতে। তাছাড়া তিনি আর কিছু চান না।
>
> ### কিন্তু সত্যই কী তাই করছেন?
>
> মন্ত্রী মহোদয়ের ঘনিষ্ঠরা সম্প্রতি আমাদের দৃষ্টিগোচর করেছেন যে, ফাজের সবচেয়ে বড় আকাঙ্খা গবলিনদের স্বর্ণ সরবরাহ নিজের নিয়ন্ত্রণে আনা এবং তা ব্যহত হলে প্রয়োজনবোধে দমন করতে দ্বিধা না করা।
>
> মন্ত্রণালয়ের ভেতরের লোকেরা বলেন, কর্নেলিয়স ফাজ এই প্রথম 'গবলিন ক্রাশার' করতে চাইছেন না। বন্ধুরা তাই ওর নাম দিয়েছে 'গবলিন

> ক্রাশার'। তিনি গবলিনদের বিষ খাইয়েছেন, নদীতে ডুবিয়ে মেরেছেন বাড়ির ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছেন, তাদের কেটে টুকরো টুকরো করে কিমা বানিয়েছেন।

হ্যারি প্রতিবেদনটা পড়া শেষ করল না। ফাজের অনেক দোষত্রুটি থাকতে পারে কিন্তু বিশ্বাস করা অতি কঠিন যে তিনি গবলিনদের কেটে টুকরো টুকরো করে কিমা বানিয়েছেন। তারপর পাতা উল্টাতে উল্টাতে পড়ল। অনেকেই দোষারোপ করেছে টাটশিল টর্নেডস কিডিচ লিগ জিতেছে স্রেফ ব্ল্যাকমেইল করে শুধু নয়, অবৈধভাবে ঝাড়ু পরিবর্তন এবং ভয় দেখিয়ে। এক জাদুকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে জানা গেছে যে, তিনি 'ক্লিন সুইপ' অবলম্বন করে চাঁদে গিয়ে প্রমাণস্বরূপ এক ব্যাগ মুন ফ্রগ নিয়ে এসেছেন।

প্রাচীন টিউটনিক বর্ণমালার অক্ষর সম্বন্ধে পড়ে হ্যারি জানতে পারল কেন লুনা ম্যাগাজিনটা উল্টে পড়ছে। ম্যাগাজিনের বক্তব্য, যদি সেই অক্ষরগুলি উল্টে দেয়া যায় তাহলে তোমার শত্রুর কান কামকোয়াটস-এ পরিবর্তিত করার পন্থা জানা যাবে। সব প্রতিবেদন ও ছুটকো খবর পড়ার পর হ্যারি বুঝল, একমাত্র সিরিয়স সম্বন্ধে লেখা- সে হয়ত দ্য হবগবলিনস দলের একজন নামী গায়ক ছিল সেটা গ্রহণযোগ্য।

পড়ার পর হ্যারি ম্যাগাজিনটা লুনাকে ফেরত দিতে যাবে তখন রন বললো, পড়ার মত কিছু আছে? হ্যারি কিছু বলার আগে হারমিওন বললো, অবশ্যই না 'দ্য কুইবলার' একটি বাজে ম্যাগাজিন সকলেই জানে। লুনা হারমিওনের কথা শুনে তার স্বপ্নের জগত থেকে ফিরে এসে বললো, ক্ষমা করবে আমার বাবা ওই ম্যাগাজিনের সম্পাদক।

হারমিওন তোতলাতে তোতলাবে বললো, না না তা নয় ম্যাগাজিনে পড়ার মত অনেক লেখা আছে মানে ওটা খুবই...।

আমাকে ফেরত দাও। কথাটা বলে একরকম ম্যাগাজিনটা হ্যারির হাত থেকে টান মেরে নিয়ে নিল। ম্যাগাজিনের সাতান্নপাতা বার করে সেটা উল্টে আগের মতই মুখ ঢেকে পড়তে লাগল।

এই নিয়ে তৃতীয়বার কামরার দরজা কেউ খুলল। হ্যারি দরজার দিকে তাকাল। ও একটুও চায়নি ড্রেকো ম্যালফয় ওর দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্র্যাবি আর গোয়েলকে নিয়ে কামরায় ঢুঁ মারে।

ম্যালফয় কিছু বলার আগেই হ্যারি বিরক্ত মুখে বললো, কী ব্যাপার?

ম্যালফয় টেনে টেনে আলস্য ভরা কণ্ঠে বললো, সভ্যের মত কথা বলতে শেখ পটার, তা না করলে তোমায় ডিটেনসন দিতে বাধ্য হব। ওর মুখটা অনেকটা ওর

বাবার মতো। শোন, আমি প্রিফেক্ট হয়েছি বলে তোমার আমাকে পছন্দ নয়। তার মানে এই নয় যে আমি তোমাকে পছন্দ করছি না। তোমাকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা আছে বলেই শাস্তি দেব।

তাই নাকি? হ্যারি বললো– কিন্তু তুমি অপদার্থ যা আমি নই, অতএব এখান থেকে বেরিয়ে যাও, আমাদের বিরক্ত না করলে খুশি হব।

রন, হারমিওন, জিনি, নেভিল সবাই হ্যারির কথা শুনে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল।

ম্যালফয়ের ঠোঁট কুঞ্চিত হল, উইসলি পরিবারে সেকেন্ড বেস্ট হয়ে থাকতে কেমন লাগছে পটার?

হারমিওন তীক্ষ্মভাবে বললো– ম্যালফয় আর একটি কথাও বলবে না।

আহাঃ মনে হচ্ছে তুমি সাপের গর্তে পা দিয়েছ, ম্যালফয় বোকার মত হাসল– সাবধানে থাকবে পটার, এই বান্দা সর্বদাই তোমার দিকে চোখ রেখে চলবে যাতে তুমি সোজা পথে চল।

হারমিওন দাঁড়িয়ে উঠে দৃঢ় স্বরে বললো– তুমি এখান থেকে যাবে, কি যাবে না?

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আবার ম্যালফয় বোকার মত হাসলো শুধু তাই নয়, বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে পাশে নিয়ে বাঁকা চোখে তাকাল।

হারমিওন সিট থেকে উঠে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে হ্যারির দিকে তাকাল। ও হ্যারির মতোই বুঝতে পারল ম্যালফয় এক নম্বরের শয়তান সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে।

– এই আর এক টুকরো ফ্রগ দাও। ওর কথা শুনে মনে হল ও ম্যালফয় আর তার বন্ধুদের তেমন লক্ষ্য করেনি, কথা বার্তাও শোনেনি।

হ্যারি, নেভিল আর লুনার সামনে বিশেষ কিছু বলতে চাইল না। শুধু সামান্য ভীত হয়ে হারমিওনের দিকে একবার তাকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

সিরিয়স কুকুর রূপে স্টেশনে এসেছিল তাই হ্যারির খুব মজা লেগেছিল শুধু তাই নয়, ভালও লেগেছিল। তবে মনে হল হারমিওন ঠিকই বলেছিল, সিরিয়সের স্টেশনে আসাটা ঠিক হয়নি।

ওর আরও মনে হল মি. ম্যালফয় কাল কুকুরটা দেখে কিছু বুঝতে পারেনি তো! ড্রেকোকে কিছু বলেনি তো? ওরা কী জানে- উইসলি, লুপিন, টংকস, মুড়ী, সিরিয়স কোথায় আছেন?

হ্যারির কিছু ভাল লাগছে না। মাথায় অনেক চিন্তা। ও তাই জানালার কাছে কপালটা চেপে চলন্ত ট্রেনে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে কখনও ঘন অন্ধকার, কখনও আবছা আলো। মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। ছাটে কাঁচ ভিজে

যাচ্ছে। হ্যারি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হোগার্টসকে দেখার চেষ্টা করে যেতে লাগল। আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি তাই কামরায় বাতি জ্বলে উঠল। লুনা চটপট উঠে নিজের জিনিসপত্র, ম্যাগাজিন গোছগাছ করে নিল।

হারমিওন বললো, আমরা পোশাক চেঞ্জ করে নিই কি বল? ট্রাঙ্ক খুলে ওরা স্কুলের ইউনিফর্ম বার করল।

হারমিওন আর রন ওদের ইউনিফর্মের পকেটে প্রিফেক্ট ব্যাজ লাগিয়ে নিল। হ্যারি দেখল কাল কাঁচে রন ওর প্রতিবিম্ব দেখছে।

হোগার্টে আসতে আর দেরি নেই। সারা ট্রেনে হোগার্টসের ছাত্রছাত্রীরা নামার জন্য তৈরি হতে লাগল। সঙ্গে তাদের পেটসরাও।

রন আর হারমিওন দুজনে কামরা থেকে অন্য কামরায় যাবার আগে ওদের ইঁদুর আর পেঁচাকে ওর কাছে রেখে চলে গেল।

সকলে করিডরে নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়াল স্কুল টিচারের নির্দেশের অপেক্ষায়। হ্যারি বহুদিন পর পাইন গাছের মিষ্টি গন্ধে তাজা হয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল লেকের ধারে সারি সারি পাইন গাছ। লেকের দু'পাশে পাহাড়। কাছাকাছি কয়েকটি দূর্গ, লেকে ভাসছে ছোট ছোট অনেক নৌকো।

ট্রেন প্লাটফরমে এলে সকলে নেমে পড়ল।

হ্যারিও নামল। চারদিকে তাকাল। ফাস্ট ইয়ার্স... ফাস্ট ইয়ার্স এদিকে লাইন করে দাঁড়াও। কিন্তু অতি পরিচিত আদেশটি কানে এলো না।

কিন্তু সেই কণ্ঠ স্বরের বদলে শুনতে পেল একটি মহিলার কণ্ঠস্বর, ফাস্ট ইয়ার্স তোমরা সকলে এদিকে লাইন করে দাঁড়াও। আমার দিকে।

লণ্ঠন দোলাতে দোলাতে একজনকে ওর দিকে আসতে দেখল। ও অতিপরিচিত প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাংককে দেখতে পেল। কদমছাঁট চুল আর ইয়া গোল গোল মুখ।

হ্যারি জিনিকে বললো, হ্যাগ্রিডকে দেখতে পাচ্ছি না?

জিনি বললো, আমিও দেখতে পাচ্ছি না।

জিনি অন্যদিকে চলে গেলে হ্যারি অনেক ভিড় আর অন্ধকারের মধ্যে হ্যাগ্রিডকে দেখতে চেষ্টা করল কিন্তু দেখতে পেলো না। তাহলে হ্যাগ্রিড কোথায় গেলেন?

হ্যারি নিজের মনে বললো– কোথায় যেতে পারেন? কথাটা বলে স্টেশনের গেটের দিকে এগোতে লাগল, ভাবে হয়ত তিনি অসুস্থ। জিনি অন্যদিকে চলে গেল।

ও রন আর হারমিওনের খোঁজ করল। ওদের কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে করল প্রফেসর গ্রাবলি প্রাঙ্কের পুন:আবির্ভাবের ব্যাপারে। কিন্তু ভিড় ওকে এক জায়গাতে

দাঁড়াতে দিল না। সকলের সঙ্গে ও বৃষ্টির জলে ভেজা চকচকে কালো রাস্তায় দাঁড়াল।

হগসমিড স্টেশনের ধারে দেখল প্রথম বর্ষের ছাত্রদের ক্যাসেলে নিয়ে যাবার জন্য প্রায় একশ' বা তারও বেশি অশ্ববিহীন স্টেজ ক্যারেজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যারি সেইদিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার রন আর হারমিওনের খোঁজ করতে লাগল।

কোচগুলো আর অশ্ববিহীন রইল না। রুগ্ন, অস্থিচর্মসার কাল রং-এর ঘোড়াগুলো দেখে ওর খুব মায়া হল। ওদের দেহের প্রতিটি পাঁজর গোনা যায়। ওদের গায়ের কাল কোট কঙ্কাল সার দেহতে ঝুলছে, প্রতিটি দেহের হাড় গোনা যায়। ড্রাগনের মাথার মতো তাদের মাথা। তারাবিহীন চোখগুলো সাদা, ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে। দেখলে ভয় করে। হ্যারির মনে হল ওদের ছাড়াই তো ছেলেমেয়েরা কোচে মালপত্র চাপিয়ে নিজেরাই টেনে নিয়ে যেতে পারে ক্যাসেলে।

হঠাৎ ডান ধারে শুনতে পেল রনের গলা– আমার পিগ কোথায়?

হ্যারি বললো, লুনার কাছে আছে। হ্যাগ্রিড কোথায় জানার জন্য বললো– তুমি হ্যাগ্রিডকে দেখেছ?

– হ্যাগ্রিড? আমি তো দেখিনি; রন বললো।

সামান্য দূরে ও দেখতে পেল ম্যালফয় আর তার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের। ওরা ঠেলেঠুলে একটা কোচ অধিকারের জন্য চলেছে। একটু পর ভিড়ের মধ্য থেকে হারমিওন হাঁফাতে হাঁফাতে বেরিয়ে এলো।

হারমিওন বললো– ম্যালফয় নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দারুণ খারাপ ব্যবহার করছে। মাত্র কয়েক মিনিট আগে প্রিফেক্টের ব্যাজ বুকে লাগিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। ওর নামে রিপোর্ট করতে হবে। ক্রুকশ্যাংস কোথায়?

হ্যারি বললো– জিনির কাছে, ওই তো ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জিনিকে ক্রুকশ্যাংকসকে কোলে নিয়ে আসতে দেখল ভিড়ের মধ্য থেকে।

বেড়ালটা জিনির কোল থেকে নিয়ে হারমিওন বললো– তাড়াতাড়ি চল, দেরি করলে ক্যারেজ ভর্তি হয়ে যাবে।

রন বললো– আরে আমার পিগকে দেখতে পাচ্ছি না।

হারমিওন দৌড়ল কোচের দিকে। হ্যারি আর রন দাঁড়িয়ে রইল।

হার জিরজিরে ঘোড়াগুলোকে দেখিয়ে হ্যারি রনকে বললো, ওগুলো কি বলতে পার? ওগুলো তো ঘোড়া নয়।

– কোনগুলো?

– ক্যারেজের সামনে যেগুলো রয়েছে।

লুনা খাঁচায় বন্দী পিগউইজিয়নকে নিয়ে দাঁড়াল। ছোট পেঁচাটা খাঁচার ভেতর

উত্তেজনায় ছটফট করছে।

– আ, তোমরা এখানে? লুনা বললো– খুব সুন্দর তোমার প্যাঁচা।

– তাই? ও খুব ভাল, রন বললো- চল একটা ক্যারেজ ধরা যাক। ও হ্যাঁ কি বলছিলে হ্যারি...?

যে ক্যারেজটায় হারমিওন আর জিনি বসে আছে; তার ঘোড়াটাকে দেখিয়ে বললো– ওগুলো কি ঘোড়া?

– হ্যাঁ ঘোড়া তো বটেই। ওরা ক্যারেজ টেনে নিয়ে যাবে।

দেখতে পারছো না? ভাল করে দেখ।

– ওরা কি ঘোড়া?

– কী দেখব; রন বললো।

– ক্যারেজগুলো কারা টানছে?

রন হ্যারির কথা শুনে হকচকিয়ে গেল।

– তুমি ঠিক আছ তো হ্যারি?

– আমি? হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।

হ্যারির সবকিছু যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু শীতের রাতে জীর্ণ ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে যাত্রির অপেক্ষায়। নাক দিয়ে ওদের বাষ্প বেরোচ্ছে। স্টেশনের আবছা আলোতে সব দেখতে পাচ্ছে হ্যারি! কিন্তু ওগুলো তো ঘোড়া নয়।

– আশ্চর্য! রন তুমি কেন বুঝতে পারছো না কতগুলো কালো কালো রং-এর বাদুড় ডানা মেলে ক্যারেজের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

রন, হ্যারির উল্টোপাল্টা কথায় খুব চিন্তিত হল। হঠাৎ হ্যারি কিসব বলছে?

হ্যারি অদ্ভুত চোখে বললো, সত্যি তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, গাড়িতে গিয়ে বস, রন বললো, আশ্চর্য তো! তুমি ঘোড়াকে ঘোড়া দেখতে পাচ্ছ না? তুমি কী পাগল হয়ে গেছ?

রন গাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

হ্যারি লুনাকে বললো, তুমি দেখতে পাচ্ছ?

হ্যারি ক্যারেজের সামনে ঘোড়ার বদলে দেখতে পাচ্ছে একগাদা বাদুড়ের মতো ডানামেলা ঘোড়া!

লুনা বললো, হ্যাঁ, দেখছি তো। বরাবরই তো ওরা টেনে নিয়ে যায়। তুমি আমি কেউ বদলাইনি। যেমন ছিলাম তেমনিই আছি।

কথাটা বলে ও গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

হ্যারি দ্বিধাগ্রস্ত মনে ওর পিছু পিছু গাড়িতে বসল।

একাদশ অধ্যায়

দ্য সর্টিং হ্যাটস নিউ সং

হ্যারি কাউকে বলতে চায় না ওর মতো লুনাও একই অলীক কিছু দেখেছে। তবে এ ব্যাপারে রন তো পাত্তাই দেয়নি, তাই ও ঘোড়া সম্বন্ধে আর কিছু না বলে ক্যারেজের ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তাহলেও হ্যারির সামনে চলন্ত ঘোড়ার কালো ছায়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

জিনি বললো– তোমরা সবাই গ্রাবলি প্ল্যাঙ্ককে দেখেছ? মহিলা এখানে কি করতে এসেছে? হ্যাগ্রিড নিশ্চয়ই স্কুল ছেড়ে দেয়নি– ছাড়তে পারে কি?

লুনা বললো– ছেড়ে চলে গেলে সত্যি খুশি হব, খুব উঁচু দরের শিক্ষক নন হ্যাগ্রিড, তাই না?

রন, হ্যারি, জিনি রেগে গিয়ে বললো, হ্যাঁ, ভাল শিক্ষক।

হ্যারি হারমিওনের দিকে তাকাল। ও গলা পরিষ্কার করে সঙ্গে সঙ্গে বললো– তার মত শিক্ষক হয় না।

লুনা বললো, র‍্যাভেনক্ল হাউজে আমরা ওকে জোকার ছাড়া আর কিছু মনে করি না।

রন ঝংকার দিয়ে বললো– তোমার সেন্স অব হিউমার অতি নিচু স্তরের, রাবিশ!

লুনার মুখ দেখে মনে হয় না রনের রূঢ় কথা বলাতে একটুও ক্ষুব্ধ হয়েছে। উপরন্তু ও রনের মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যে, টেলিভিশনে দারুণ একটা প্রোগ্রাম দেখছে।

সব ক্যারেজের সঙ্গে ওদের ক্যারেজও ঘরঘর খরখর করে হেলে দুলে ক্যাসেলের দিকে এগিয়ে চলল। ওরা যখন দু'ধারে ডানামেলা দীর্ঘ পাথরের পিলার পার হয়ে স্কুল মাঠের কাছে পৌঁছল, হ্যারি হেঁট হয়ে দেখবার চেষ্টা করল নিষিদ্ধ

বাগানের পাশে হ্যাগ্রিডের কেবিনে বাতি জ্বলছে কি না। দেখল চতুর্দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

কিন্তু অন্ধকার আকাশের নিচে হোগার্টস ক্যাসেলের একটা ঘরে দপদপ করে বাতি জ্বলছে।

ক্যারেজগুলো পাথরের সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ভেতরে যাবার ওক কাঠের দরজা। হ্যারি সকলের আগে লাফ দিয়ে ক্যারেজ থেকে নামল। ও আবার জঙ্গলের ভেতর ছোট কেবিনে বাতি জ্বলছে কি না দেখল। না, হ্যাগ্রিডের কেবিনে বাতি জ্বলছে না। ঘরে যেন কোনও জীবন্ত প্রাণী বাস করে না। নিঝুম অন্ধকার হয়ে রয়েছে।

হ্যারি এর আগে এমন একটা কিছু দেখেছিল যা রনের চোখে পড়েনি। কিন্তু সেটা আয়নায়, একটা প্রতিবিম্ব। এমন এক জিনিস, যা একশ বন্য পশুদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী, এক ঝটকায় সব কটা ক্যারেজ ভেঙ্গে চূর্ণ করতে পারে। লুনার কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় সেখানে অনেক অদৃশ্য জন্তুজানোয়ার আছে। তা নাহলে সহসা হ্যারি কেন দেখতে পেয়েছিল, রন পায়নি?

রন বললো– আরে তুমি ভেতরে যাবে না?

হ্যাঁ। হ্যারি সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ক্যাসেলের ভেতরে ঢোকার জন্য পাথরের সিঁড়িতে পা রাখল।

এনট্রেন্স হলের দু'ধারে উজ্জ্বল মশালের আলোয় করিডোরটা গমগম করছে। পাথরের মেঝে দিয়ে দল বেঁধে গ্রেট হলের দিকে যাবার সময় ছাত্রদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি– আরেকটু এগিয়ে ডানদিকে ঘুরলেই গ্রেট হলে ঢোকার ওক কাঠের দুটো দরজা। গ্রেট হলে অনুষ্ঠিত হয় স্টার্ট অব টার্ম ফিস্ট (টার্ম শুরুর ভোজ)।

গ্রেট হলে চারটে সারিতে লম্বা হাউজ টেবিল। তারকাবিহীন কাল রং-এর সিলিং, অনেকটা আকাশের মত বড় জানালা দিয়ে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে টেবিলের ওপর মোমবাতি স্ট্যান্ডে মোমবাতি জ্বলছে। মনে হয় ছোট ছোট রূপালী রং-এর ভূতেরা হলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মোমবাতির আলো পড়েছে ছাত্রদের মুখে। ওরা খুশি-উত্তেজনার সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলছে। গরমের ছুটি কেমনভাবে কাটাল তারই প্রশ্ন, চারটে হাউজের ছেলেমেয়েরা উচ্চস্বরে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। কে কেমন চুলের স্টাইল করেছে তার দিকেও লক্ষ্য, পোশাক-আশাক তো নিশ্চয়ই। আবার হ্যারি লক্ষ্য করল ছাত্ররা ওর দিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে কিছু বলাবলি করছে, আলাদা আলাদাভাবে। ও যেন কিছুই শোনেনি বা লক্ষ্য করেনি এমনি এক মুখোভাব করে সকলের সঙ্গে হাসতে হাসতে শুভেচ্ছা বিনিময় করল।

লুনা, র‍্যাভেনক্ল টেবিল থেকে সরে গেল। ডিগ্রি গ্রিফিন্ডরের দিকে গেলেই

ফোর্থ ইয়ারের ছাত্ররা ওকে ডাকল, জোর করে ওদের সঙ্গে বসাল। গ্রিফিন্ডর হাউজ ঘোস্ট এর কাছাকাছি পার্বতী প্যাটেল, ল্যাভেন্ডার ব্রাউন, হ্যারি, রন, হারমিওন আর নেভিল একটা জায়গা পেল। পার্বতী প্যাটেল আর ল্যাভেন্ডার ব্রাউন হ্যারিকে দেখে লাফিয়ে উঠে সম্ভাষণ জানাল। হ্যারির ওদের মুখ দেখে মনে হল ওরা খুব সম্ভব একটু আগেই ওর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছিল। ওদের কথাবার্তা শোনার থেকে ওর আরও অনেক জরুরী জিনিস নিয়ে চিন্তা করার আছে। স্টুডেন্ট হেডসের স্টাফ টেবিলে বসে ঘরের শেষ প্রান্তে দেয়ালের দিকে তাকাল।

কই ওখানে তো 'ও' নেই।

রন আর হারমিওন অনাবশ্যক স্টাফ টেবিল ঘুরে ঘুরে দেখল। হ্যাগ্রিডকে সেখানে দেখা যাবে না, সম্ভব নয়।

রন খুবই উদ্বেগের সঙ্গে বললো– আমাদের কিছুতেই ছেড়ে যেতে পারেন না।

হ্যারি বললো– অবশ্যই না।

হারমিওন বললো– তোমার কী মনে হয় তিনি অসুস্থ... বা...।

– না, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো।

– তাহলে কোথায়?

সামান্য সময় সকলেই নীরব। হ্যারি নিম্নস্বরে বললো যেনো পার্বতী ল্যাভেন্ডর শুনতে না পায়– এমনও হতে পারে ছুটি শেষ করে ফেরেননি। তোমরা তো তার কাজ জান, গরমের ছুটিতে ডাম্বলডোরের জন্য কাজ করতে হয়।

রন বললো– হতে পারে, হতে পারে তুমি যা বলছ। হারমিওন তখনও ঠোঁট কামড়ে স্টাফ টেবিলটা ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো। মনের মধ্যে আশা– হ্যাগ্রিডের অনুপস্থিতির যদি সম্যক কারণ খুঁজে পায়।

বরাবর হ্যারির দৃষ্টি হারমিওনের সঙ্গে। ওরা দেখতে পেল প্রফেসর ডাম্বলডোর লম্বা স্টাফ টেবিলের মাঝে সোনালী রং-এর উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারে বসে রয়েছেন। পরনে তার গভীর কাল-বেগুনি রং-এর আলখিল্লায় রূপালী তারকাখচিত। শেষপ্রান্ত মাটিতে পড়ে লুটোচ্ছে। মাথায় ম্যাচিং হ্যাট। পাশে যে মহিলা বসে রয়েছেন তার কানে কানে কিছু বলছেন। মহিলা সামনে তাকালেন। হ্যারি ভাবল, তিনি হয়ত এক সম্মানীয় অতিথি। তার মাথায় ইদুরের লোমের রং-এর মত বাদামী চুল। সেই চুল অদ্ভুত এক গোলাপী এলিসব্যান্ডে বেঁধে রেখেছেন। আলখেল্লার ওপর পরে আছেন ফোলা ফোলা গোলাপী কার্ডিগান। কার্ডিগানের আবরণে তার বড় আলখিল্লাটা দেখা যাচ্ছে। তিনি সামনে রাখা পাত্র থেকে কিছু চুমুক দিলেন। হ্যারি তাকে চিনতে পারায় ধাক্কা খেল। মুখটা তার ফ্যাকাশে ফোলা ফোলা কোলা ব্যাঙের মত। এক জোড়া থলির মত চোখ ঝুলে রয়েছে।

সেই আমব্রিজ মহিলা!

– কে? হারমিওন বললো।

–ওতো আমার শুনানির সময় ছিলেন ফাজের লোক।

রন মুচকি মুচকি হেসে বললো– কার্ডিগানটা দারুণ!

হারমিওন ভুরু কুঁচকে হ্যারির কথা পুনরাবৃত্ত করল– ও ফাজের লোক, কী করতে ওখানে এসেছে?

– জানি না।

হারমিওন আবার স্টাফ টেবিলটা খুঁটিয়ে দেখলো, চোখ দুটো কুঁচকে গেল। বিড়বিড় করে বললো– না, কখনই না।

হ্যারি ঠিক বুঝতে পারে না হারমিওন কি বলতে চাইছে। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না। ওর চোখ তখন প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাঙ্কের ওপর। সবেমাত্র এসে স্টাফ টেবিলের পেছনে দাঁড়িয়েছেন। টেবিলের শেষ প্রান্তে হ্যাগ্রিডের জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে প্ল্যাঙ্ক বসে পড়লেন। কয়েক সেকেন্ড পর এনট্রেন্স হলের দরজা খুলে, প্রথম বর্ষের ভীতু ভীতু মুখের ছেলেরা হলে ঢুকল। তাদের সঙ্গে করে এনেছেন প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। ওর হাতে বসার জন্য ছোট একটা টেবিল (স্টুল)। স্টুলের ওপর পুরনো যুগের একটা জাদুকরের হ্যাট রাখা। জরাজীর্ণ অবস্থা সেই হ্যাটের।

হলের গুন গুন শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম বর্ষের ছাত্ররা লাইন করে অন্যদের মুখোমুখি দাঁড়াল। হ্যারি দেখল ওদের মাঝে ছোট একটি ছেলে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। হ্যারির মনে পড়ে গেল ওর অতীত কথা। কত অজানা চিন্তা-ভাবনা ওকে গ্রাস করে ফেলেছিল প্রথম দিন। অজানা এক পরীক্ষা স্থির করেছিল, কোন হাউজে ওর স্থান নির্ধারিত হবে।

সমস্ত স্কুলের ছাত্ররা রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর হ্যাটের চারধারটা একটি মুখের মত হাঁ হয়ে গেলে শর্টিং হ্যাট গান গাইতে লাগল।

বহু বছর আগে আমি যখন নতুন
এবং হোগার্টস সবেমাত্র শুরু হয়েছিল
আমাদের মহান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতারা
ভেবেছিলেন কখনও তারা বিচ্ছিন্ন হবেন না
একই উদ্দেশ্যে একযোগে থাকবেন,
তাদের ছিল একই মনের আকুলতা,
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুবিদ্যালয় তৈরি করে
বিদ্যা ছড়িয়ে দেবেন নবাগতদের
'আমরা সবাই এক হয়ে শেখাব!'
চার বন্ধু ঠিক করল
এমন স্বপ্ন তারা দেখেনি সেদিন

একদিন হয়ত তারা বিভক্ত হবে,
এমন বন্ধু কি কোথায় ছিল
স্লিদারিন আর গ্রিফিন্ডরের মত?
যদি না হতো দ্বিতীয় দু'জন
হাফলপাফ আর র‍্যাভেনক্ল?
তো কেমন করে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল?
কেমন করে সেই বন্ধুত্বের পতন হল?
কেন না, আমি সেখানে ছিলাম, বলতে পারি
সেই দুঃখবেদনা ভরা কাহিনী।
বলেছিল স্লিদারিন, 'শিক্ষা দেব তাদের
যাদের পূর্ব পুরুষরা পবিত্র-অনাবিল'।
র‍্যাভেন ক্ল বলেছিল, 'শিক্ষা দেব তাদের যাদের
বুদ্ধিমত্তা সন্দেহাতীত'।
গ্রিফিন্ডর বলেছিল, 'শিক্ষা দেব তাদের
যারা সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ'।
হাফলপাফ বলেছিল, 'আমি সবাইকে শিক্ষা দেব
সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখব'।
বিভিন্ন মতভেদ ছোটখাট বিবাদে পরিণত হল
যখন সেই বিবাদ সামনে এসে দাঁড়ালো,
চার প্রতিষ্ঠাতা, প্রত্যেকে তাদের হাউজে
যাদের পারলো তাদের নিয়ে গেল
যেমন, স্লিদারিন নিয়ে গেল শুদ্ধ রক্তের জাদুকরদের,
ধূর্তদের যারা ওরই মত,
এবং তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন মন যাদের
র‍্যাভেনক্ল তাদের শিক্ষা দিল।
অসম সাহসী ও বীরেরা
চলে গেল সাহসী গ্রিফিন্ডরের কাছে
ভাল মানুষ হাফলপাফ, বাকি রইল যারা
তাদের নিলেন। যা তার জ্ঞান তাই শেখাল।
তাহলেও চার হাউজের প্রতিষ্ঠাতাদের
বন্ধুত্ব রইল অটুট ও সত্যের ভিত্তিতে,
তো হোগার্টসে ঐক্যতানে কাজ চলল
সুখের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর,
তারপর আমাদের মধ্যে হল মতানৈক্য
আমাদের দোষত্রুটি ইন্ধন জোগাতে লাগলো।

চারটে হাউজ শক্ত পিলার দিয়ে
ধরে রেখেছিল আমাদের স্কুল,
হুমড়ি খেয়ে পড়ল একে অন্যের ওপর,
আর বিবাদ হয়ে গেল শিক্ষার মূলমন্ত্র,
তারপর মনে হল মৃত্যুর পথে চলেছে স্কুল,
নিত্য কলহ, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর অমিল।
তারপর একদিন প্রত্যুষে
বৃদ্ধ স্লিদারিন পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল,
যদিও কলহ হলো অদৃশ্য
কিন্তু সে আমাদের গভীর এক
দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত করল
কোনোদিন বাকি সেই তিন
এক হতে পারল না,
তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।
এখন তোমাদের সামনে শর্টিং হ্যাট রয়েছে
তোমরা সকলেই জান পদ্ধতি
আমি এসেছি তোমাদের চারটি দলে
ভাগ করে দিতে।
কিন্তু এবছরে হবে আর একটু নতুনও,
শোন সকলে মন দিয়ে আমার গান:
দুঃখজনক হলেও আমাকে ভাগ করতে হবে
যদিও মনে করি সেটা দুঃখজনক অন্যায়,
আমাকে তো আমার কর্তব্য পালন করতে হবে
প্রতিবছরই তাই করতে হবে।
তবু আমার মনে হয় এই বিভাজনে
আমার মনের ভয় দূর হবে না,
ওহ! বিপদটা জান, চিহ্ন পড়,
সতর্কের ইতিহাস বলছে,
আমাদের হোগার্টস আজ বড় এক বিপদের সম্মুখীন
বাইরে রয়েছে, মারাত্মক শত্রু
আমাদের এখন এখানে সকলের এক হতে হবে
আমি আগেই বলেছি, আর সতর্ক করে দিয়েছি
এস শর্টিং শুরু করি।

নতুন ছাত্রদের হোগার্টসের চারটি ছাত্রাবাসে বিভক্ত করা হল: গ্রিফিন্ডর, হাফলপাফ, র‍্যাভেনক্ল, আর স্লিদারিন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল প্রথম বর্ষের ছাত্রদের নাম পড়তে বললেন।

ভয়ানক আকৃতির ছেলেটা (হ্যারি ওকে আগেই দেখেছে) এগিয়ে এসে মাথায় হ্যাটটা লাগিয়ে জোরে জোরে নাম পড়তে শুরু করল। হ্যারি হাসল। ভাগ্যিস ওর কান দুটো বেশ বড় তা না হলে হ্যাটটা ঝুলে পড়ত মুখের ওপর।

গ্রিফিন্ডর!

হ্যারি গ্রিফিন্ডর হাউজের (ছাত্রাবাস) ছেলেদের সঙ্গে হাততালি দিল। ইউয়ান অ্যারেকম্বি তাদের টেবিলের কাছে গিয়ে বসে পড়ল। ওর মুখ দেখে মনে হল ও যেন হলের মেঝের গর্তে ঢুকে গেল, আর যেন কেউ ওকে দেখতে পায় না। শেষ নাম জেলার রোজ। ও গেছে হাফলপাফে। প্রফেসর ম্যাকগোনাল হ্যাট আর স্টুল নিয়ে চলে গেলে প্রফেসর ডাম্বলডোর উঠে দাঁড়ালেন।

ডাম্বলডোরের ওপর হ্যারির একটু অপছন্দের ভাব থাকলেও তাকে সকলের সামনে দাঁড়াতে দেখে উষ্মা একটু প্রশমিত হল। হ্যাগ্রিডের অভাব আর ওইসব ড্রেগনিশ ঘোড়া দেখা হ্যারির মনে হতে লাগল, ওর হোগার্টসে ফিরে আসা অনেক অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর, অনেকটা প্রফেসর ম্যাকগোনালের পরিচিত গানের মতো।

হেডমাস্টার ডাম্বলডোর দাঁড়ালেন। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ, এবার ভোজের পালা।

ডাম্বলডোর শুরু করলেন, স্বাগত নতুন ছাত্রদল।

দু'হাত তার প্রসারিত ও মুখে সুমিষ্ট হাসি। আবার হর্ষধ্বনির শেষে বললেন– স্বাগত সব বন্ধুদের। পুরনো বন্ধুদেরও। বক্তৃতার একটা বিশেষ সময় থাকে কিন্তু টেবিলের ওপর এত সুখাদ্য দেখে আর তার ঘ্রাণ নিয়ে আর কথা বলতে বা শুনতে কে চায়? এস সবাই এক সাথে শুরু করি। ডাম্বলডোরের লম্বা দাড়ি প্লেটে ঠেকেছে, তাই ঝুলে পড়া দাড়ি জড়িয়ে নিলেন।

হলভর্তি ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপকরা সশব্দে হেসে উঠে সামনের প্লেটে হাত বাড়াল। পাঁচটা লম্বা টেবিল ভরে গেছে, নানারকমের সুখাদ্যে।

রন প্লেট টেনে নিয়ে বললো, দারুণ। সামনে রাখা চপ দেখে লোভ সংবরণ করতে পারে না। প্লেটে একগাদা চপ প্রথমেই তুলে নিল।

হারমিওন হেডলেস নিক (ভূত)কে বললো, শরটিং-এর আগে তুমি কি বলছিলে? হ্যাট গিভিং-এর সতর্কতা?

নিক বললো, ও হ্যাঁ। রনের কাছ থেকে কেটে পড়ার একটা সুযোগ পেল। রন তখন রোস্ট আলু রাক্ষসদের মতো গোগ্রাসে খাচ্ছিল।

হ্যাঁ শুনেছি নিকের কয়েকটি সতর্কবাণী। যখনই ও স্কুলের কোনও বিপদের আঁচ পায় তখনই ও সতর্ক করে। মুখ ভর্তি খাবার, কথাই বলতে পারছে না রন।

নিক ভদ্রভাবে বললো– ক্ষমা করবে কী বললে তুমি?

রন মুখের ভেতরের খাবারগুলো খোঁৎ করে গিলে ফেলল। বললো– আমি কেমন করে জানব হ্যাট থেকে স্কুলের বিপদ হবে?

নিয়ারলি হেডলেস নিক বললো– আমার কোনও ধারণা নেই। অবশ্য ওটা ডাম্বলডোরের অফিসে আছে। যা কিছু হচ্ছে ওখানেই হচ্ছে।

তার মানে সব ছাত্রাবাসের ছাত্রছাত্রী এক হতে হবে? শত্রু হবে না, বন্ধু হবে? রন শ্লিদারিন হাউজের টেবিলে ম্যালফয়কে বসে থাকতে দেখে বললো।

নিক তিরস্কার সূচক গলায় বললো– ওইরকম মনোভাব নয়, যাকে বলে শান্তি পূর্ণ সহঅবস্থান। এটাই চাবিকাঠি। আমরা ভূতেরা কিন্তু আলাদা হাউজের বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাই। গ্রিফিন্ডর এবং শ্লিদারিনের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলেও আমি কিছুতেই ব্লাডি বেরনের সঙ্গে কোনও তর্কাতর্কি করব না, স্বপ্নেও না।

রন বললো, কারণ তুমি ওকে ভয় পাও।

নিয়ারলি হেডলেস নিক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে বললো– ভয় পাই? আমি আশা করি, স্যার নিকোলাস দ্যা মিমসী হরপিংটন জীবনে কখনও কোনোদিন ভীতু হিসেবে দোষী সাব্যস্ত হয়নি! আমার শরীরে মহান মানুষের রক্ত বইছে।

– কী রক্ত? রন প্রশ্ন করল– আশা করি এখন সেটা নেই। নিয়ারলি হেডলেস নিক বললো, ওটা কথার কথা। ওর অর্ধেক কাটা গলার ওপর মুন্ডুটা থর থর করে বিরক্তিতে কাঁপতে লাগল। আরও বললো– আমি কী শব্দ ব্যবহার করব বা না করব তা আমার এখতিয়ার, খেতে পাওয়া, পান করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলেও। আমি জানি এখানের ছাত্ররা আমার মৃত্যুকে ঠাট্টা-তামাশা করে, আমি হলপ করে বলছি।

হারমিওন রনের দিকে রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো– নিক কিন্তু তোমাকে কোনও ঠাট্টা বিদ্রূপ করেনি।

অতি দুঃখের ব্যাপার রন তখনও কথা বলতে পারছে না। যা পাচ্ছে খেয়ে চলেছে। অনেক কষ্টে বলতে পারল– নোড ইড্ডাম সেন্টাপ স্কিউ।

নিক কিন্তু মেনে নেয় না রন দুঃখিত হয়েছে। নিক ভাসতে ভাসতে অন্য এক টেবিলে চলে গেল।

হারমিওন বললো– বাঁচালে রন।

অনেক কষ্টে মুখের খাবার কোনওরকমে গিলে গিলে পেটে চালান করে রন বললো– আমাকে তো একটাও প্রশ্ন করার সুযোগ দিলো না- তাই না?

ভুলে যাও দেখি, হারমিওন বিরক্ত হয়ে বললো।

তারপর ওরা দুজনে চুপ করে চটপট খাওয়া সেরে নিল। খাবার সময় হারমিওন খুব একটা কথা বললো না।

হ্যারি কারও কথার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইল না। প্রতিটি খাবার ধীরে ধীরে খেয়ে শেষ করল।

স্কুলের নতুন-পুরাতন সব ছাত্ররা খাওয়া শেষ করে হল ছেড়ে যে যার ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত। তখন ডাম্বলডোর উঠে দাঁড়ালেন। টুকটাক যারা কথা বলছিল তারা তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল। হ্যারির ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে (ও ভাবতে লাগল শোবার ঘরে ওর খাট আর নরম উষ্ণ শয্যা)।

এখন আমরা যা ভাল ভাল খেয়েছি তা হজম করছি। আমি এখন তোমাদের নতুন বছরের পড়াশুনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। ডাম্বলডোর ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রথম বছরের ছাত্রদের আমাদের যে নিষিদ্ধ ফরেস্ট আছে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। পুরনো ছাত্ররাও আশা করি নিয়মটা জান (হ্যারি, রন, হারমিওন পরস্পরের দিকে তাকাল)।

মি. ফিলচ (হোগার্টসের কেয়ারটেকার), আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে অন্তত চারশ এবং ষাট সেকেন্ড বার তোমাদের বলতে যে, করিডোরে জাদু সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আরও কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে তোমরা মি. ফিলচের অফিসের দরজায় দেখে নিও।

– আমাদের মধ্যে আরও দু'জন নতুন অধ্যাপক এসেছেন। প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাঙ্ক, ম্যাজিক্যাল ক্রিচারস শেখাবেন। আর ডাক আর্টস প্রতিরোধ শিক্ষা দেবেন প্রফেসর আমব্রিজ, তাদের স্বাগতম জানাই।

সকলেই খুশি হলো। হ্যারি, রন, হারমিওন খুশি হয়েছে মনে হলো না। ডাম্বলডোর বললেন না কতদিন গ্রাবলী প্ল্যাঙ্ক শিক্ষকতা করবেন।

ডাম্বলডোর আরও বললেন, ট্রাই আউটস-এর জন্য হাউজ কিডিচ টিমের খেলা শুরু হবে।

ডাম্বলডোর ভাষণ বন্ধ করে প্রফেসর আমব্রিজের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকালেন। আমব্রিজ খুবই বেঁটে খাট মহিলা. সকলে বুঝতে পারে না·ডাম্বলডোর হঠাৎ কেন কথা বলা বন্ধ করলেন। কিন্তু প্রফেসর আমব্রিজ গলাটা পরিষ্কার করে শব্দ করল 'হেম হেম'। সকলেই বুঝতে পারল আমব্রিজ কিছু বলতে চান।

ডাম্বলডোর সামান্য আশ্চর্য হয়ে আমব্রিজের দিকে তাকালেন। ডাম্বলডোরও চান আমব্রিজ কিছু বলুন। প্রফেসর স্প্রাউটের দুচোখের ভুরু ঢেকে আছে বড় বড় মাথার চুলে। প্রফেসর ম্যাগোনাগল-এর মুখটা খুবই চুপসে গেছে। হ্যারি আগে কখনও এমন দেখেনি। ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বোকা বোকা ভাবে হাসতে লাগল, এই মহিলা অবশ্য জানে না হোগার্টস-এর কাজ কি পদ্ধতিতে চলে।

প্রফেসর আমব্রিজ বোকা বোকা মুখে কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন– আপনার স্বাগত ভাষণের জন্য ধন্যবাদ।

ওর গলার স্বর উচ্চ আর ছেলে মানুষের মতো। হ্যারির একটুও পছন্দ হয় না আমব্রিজকে। কেন তা নিজেই জানে না। তবে এটুকু জানে, ওকে ও এক তিলও দেখতে পারে না। সবই অপছন্দের, ওর ফুলোফুলো গোলাপী কার্ডিগান, বোকার মত গলা। আবার আমব্রিজ গলা পরিষ্কার করলেন (হেম হেম) তারপর বলতে লাগলেন।

হোগার্টসে আমার ফিরে আসা সত্যই খুবই আনন্দের। তা আমি অবশ্যই স্বীকার করি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাসি হাসি মুখ আমার দিকে আছে, খুব ভাল লাগছে! আমব্রিজ হাসলেন। হাসার সময় ওর ছোট ছোট তীক্ষ্ম দাঁতগুলো বেরিয়ে এল।

হ্যারি অবশ্য একজনকেও হাসতে দেখল না। বস্তুত ওরা সবাই অবাক হয়ে গেছে আমব্রিজের কথা শুনে। ওরা কী পাঁচ বছরের ছেলেমেয়ে!

– আমি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য খুবই আগ্রহী, আশা করি তোমরা সবাই আমার প্রিয় বন্ধু হবে!

ছেলেমেয়েরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কেউ কেউ আবার তাদের হাসি থামাতে পারল না।

আবার প্রফেসর আমব্রিজ গলা খাঁকাড়ি দিলেন। বলতে শুরু করার আগে কণ্ঠস্বরে জড়তা থাকল না একঘেয়ে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল তার।

– ম্যাজিক মন্ত্রণালয় মনে করে শিক্ষাক্ষেত্রে যাদুবিদ্যা জাদুকর ও ডাকিনি (জাদুকরী)দের খুবই প্রয়োজনীয়তা আছে। তোমরা যে প্রতিভা নিয়ে জন্মেছো সেগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, যদি না তোমরা সেগুলো সযত্নে লালন-পালন করো। তার জন্য সুচিন্তিত ইনস্ট্রাকশনের প্রয়োজন। অতীতের জাদু শিক্ষা আমাদের নতুন প্রজন্মকে দেবার প্রচুর আবশ্যকতা আছে। তা না হলে সেগুলো বিলুপ্ত হবে। সেইসব ট্রেজার যা আমাদের পূর্ব পুরুষ জাদুকররা ছেড়ে গেছেন, তা আমাদের রক্ষা করা প্রয়োজন আছে। আমরা যারা এই মহান জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতে এসেছি তাদেরও সচেতন হতে হবে।

বক্তৃতা দিতে দিতে আমব্রিজ সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে তারিফের আশা করছিলেন; কিন্তু কেউ তারিফ করল না।

হ্যারির কোন সন্দেহ রইল না প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ও প্রফেসর স্প্রাউটও আমব্রিজের বক্তৃতা সমর্থন করলেন না। আমব্রিজ বলে চললেন, হোগার্টসের প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা নতুন বছরে মনের মধ্যে একগাদা আশা নিয়ে আসেন। নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা উন্নত করার আশা, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলো কি করছি, কি করব এই ভাবনার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। এসব মনোভাব আমাদের বর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। বাস্তবে রূপান্তরিত না করলে সেই চিন্তাভাবনা অপচয় ছাড়া আর

কিছু নয়। ঐতিহ্য ও নতুনের প্রবর্তনের মধ্যে সমতা রক্ষা আমাদের কর্তব্য।

হ্যারির মনে হল ওর একাগ্রতা একটু একটু করে উধাও হচ্ছে। যেন ওর মস্তিষ্ক কখনও জাগ্রত কখনও সুপ্ত হচ্ছে। ডাম্বলডোরের বক্তৃতার সময় যে নিশ্চুপতা ছিল আমব্রিজের সারগর্ভ বক্তৃতায় সেই নিশ্চুপতা লুপ্ত। সব ছেলেমেয়েরা তার বক্তৃতা উপেক্ষা করে নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথাবার্তা শুরু করল। নীরবতা আর রইল না। গুঞ্জন চলল হলে। হ্যারি দেখল র‍্যাভেনক্ল টেবিলে ছেলেমেয়েরা জটলা করছে তার মধ্যে চো-চ্যাং বেশ প্রাণবন্ত হয়ে কথা বলছে। চো-চ্যাং-এর কিছু দূরে লুনা কুইবলার ম্যাগাজিনটা পড়ছে। ওদিকে হাফলপাফ গ্রুপের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এরনি ম্যাকমিলন প্রফেসর আমব্রিজের বক্তৃতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে চলেছে। তবে হ্যারির মনে হল ও চুপ করে বক্তৃতা শোনার ভান করছে। আসলে ও বুকে আঁটা প্রিফেক্ট ব্যাজটা সকলকে দেখাতে চায়।

প্রফেসর আমব্রিজকে দেখে মনে হয় ছাত্রছাত্রীরা যে তার বক্তৃতা শুনছে না। সেটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। হ্যারির মনে হল হলের মধ্যে মারামারি শুরু হলে ভাল হয় তাহলে আমব্রিজ বাধ্য হয়ে তার বক্তৃতা বা ভাষণ থামাবেন। তবে স্কুলের শিক্ষকদের দেখে মনে হল, তারা মনোযোগ দিয়ে সহকর্মীর কথা শুনছে। আর হারমিওন তার প্রতিটি কথা গিলছে। তবে ওর মুখের ভাব দেখে মনে হয় না আমব্রিজের কথা ও সমর্থন করছে।

কারণ কিছু পরিবর্তন ভালোর দিকেই যাবে। আর কিছু নিজে থেকে আসবে সময়ের পরিবর্তনে। তখন সেই পরিবর্তন বোঝা যাবে ভাল না মন্দ? বিচার করতে হবে। ইতিমধ্যে কিছু পুরনো অভ্যাস চালু রাখতেই হবে– প্রয়োজনের তাগিদে। বাকিগুলো যা সেকেলে, গতানুগতিক, অবশ্যই সেগুলো বর্জন করতে হবে। আসুন আমরা এগিয়ে যাই, প্রত্যাশিত যুগের দিকে– কার্যোপযোগী মূল্য বিচারের দিকে, কি রক্ষা করতে হবে বা করতে হবে না তা সঠিক বিচার করতে। ছেঁটে ফেলতে হবে অদরকারী সবকিছু।

আমব্রিজ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লে ডাম্বলডোর করতালি দিলেন। অনেকেই তার সঙ্গে করতালি দিল। হ্যারি লক্ষ্য করল কেউ কেউ যেন বাধ্য হয়ে একটু আধো আধোভাবে হাতের সঙ্গে হাত ঠেকাল।

কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী অবশ্য হাততালি দিল; কিন্তু অনেকেই জানে না আমব্রিজের সারগর্ভ বক্তৃতা কখন শেষ হয়েছে। খুব বেশি তো দু'একটি লাইন শুনেছে তারা।

ডাম্বলডোর আবার উঠে দাঁড়ালেন।

– অশেষ ধন্যবাদ প্রফেসর আমব্রিজ, সত্যই শিক্ষাদায়ক। মাথা অবনত করলেন।

এখন, আমি বলছিলাম কিডিচ প্রতিযোগীদের পরীক্ষা শুরু হবে।

হারমিওন খুব চাপা গলায় বললো– অবশ্যই খুব উদ্দীপক বক্তৃতা ছিল।

রন বললো– তোমার ভাল লেগেছে কি লাগেনি তাতো বললে না?

– আমাকে জীবনে প্রথম এরকম একঘেয়ে অবান্তর বক্তৃতা শুনতে হল। আমি পার্সির সঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি।

– আমি বলেছি উদ্দীপক, আনন্দদায়ক নয়, হারমিওন বললো– একগাদা বড় বড় কথা।

– সত্যি? তোমার কথা একগাদা কেকের মত শোনাল; হ্যারি আশ্চর্য হয়ে বললো।

হারমিওন বললো– কেকের মধ্যে কিছু লুকোন তথ্য আছে।

রন বললো, ছিল নাকি?

– প্রগতির বুলি আওড়ান আর সত্যিকারের প্রগতি এক কথা নয়। তাই কাজ চাই বুলি নয়।

– অভ্যাস করার যা কিছু আছে তা নিষিদ্ধ করতে হবে।

– বুঝলাম না তার মানে কী, রন একটু অধৈর্য হয়ে বললো।

– বলছি মানেটা; হারমিওন ওর ঝকঝকে দাঁত বার করে হাসল। এর একটিই মানে– মন্ত্রণালয়, হোগার্টস-এর ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে।

হলের ছাত্রছাত্রীরা হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আসার সময় তেমন শব্দ হয়নি। এখন যেন একটু বেশি, চতুর্দিকে হাসি-ঠাট্টা, পদ শব্দ। ডাম্বলডোর প্রথম পর্ব সমাপ্তির ঘোষণা করলেন, কারণ সকলেই হল ছেড়ে যেতে চায়।

রনের ওপর ভার পড়েছে প্রথমবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের গাইড করা।

একদল নতুনেরা লাজুক লাজুক ভাবে গ্রিফিন্ডর ও হাফলপাফের টেবিলের মাঝখান দিয়ে রনের সঙ্গে বাইরে যাবার দরজার দিকে চলল। ওদের বয়স খুব একটা বেশি নয়। হ্যারি যখন প্রথম হোগার্টসে এসেছিল তখন ওর বয়স খুব একটা কম ছিল না। ও বাচ্চাদের দেখে হাসল। সোনালী চুলওয়ালা একটি ছেলে ইউয়ান অ্যাবারক্রমবিকে কানে কানে কিছু বললো। ইউয়ান ঐ ছেলেটির মতো ভীতমুখে হ্যারির মুখের দিকে তাকাল।

রন ও হারমিওন প্রিফেক্ট, ওদের যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেখানে হ্যারির ভূমিকা নেই। হ্যারি এবার ওদের কাছ থেকে বিদায় নিল। পরে দেখা হবে।

একাই ও গ্রেট হল থেকে চলে গেল।

ওর দিকে তাকিয়ে চারদিকে ফিস ফিস, গুনগুন ও কান দেয় না। ওকে এখন ঘরে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়তে হবে। খুবই ক্লান্ত ও। মনের মধ্যে হ্যাগ্রিডের জন্য চিন্তা!

এনট্রেন্স হল ছেড়ে তাড়াতাড়ি পাথরের সিঁড়ির ধাপ দিয়ে নেমে কংক্রিটের সরু পথ ধরে দোতলায় উঠার দরজার মুখে দাঁড়াল। পেছনে পড়ে রইল অনেক বন্ধুবান্ধব, নবাগত ছাত্রের দল।

ওপরে উঠার সিঁড়িটা সম্পূর্ণ ফাঁকা নয়। সকলেই ওর দিকে তাকাচ্ছে। দু'মাস আগের একটা ঘটনা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। একটি সতীর্থের মৃতদেহ ও বুকে চেপে ধরে রেখেছে, ভোল্ডেমর্টকে পুনরায় ফিরে আসতে দেখেছে। গতবারে, কবরস্থানে দাঁড়িয়ে ভয়ানক ঘটনাটা সমবেত বন্ধুবান্ধব ও সতীর্থদের কাছে বিবৃতি দেয়ার তেমন পরিবেশ বা সময় পায়নি।

হ্যারি গ্রিফিন্ডর কমনরুমে যাবার জন্য করিডোরের শেষে পৌঁছল। দরজার সামনে মোটাসোটা এক মহিলার পোট্রেট। তখন ওর মনে হল, নতুন পাসওয়ার্ড তো ও জানে না।

সেই পোট্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে কি করবে ভাবছে। মহিলা তার গোলাপী সার্টিনের পোশাকের ভাঁজ ঠিক করতে করতে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে গম্ভীর মুখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

– পাসওয়ার্ড নেই তো ঢুকতে পারবে না, মহিলা অবশ্য নরম সুরে বললেন।

– হ্যারি আমি জানি। কে যেন পেছন থেকে বললো– ও দেখল নেভিল একরকম দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওর কাছে আসছে।

বলত কী, আন্দাজ কর, নেভিল ট্রেনে দেখান সেই শুকিয়ে যাওয়া ক্যাকটাসের চারাটা ওর সামনে দোলাতে দোলাতে 'মিমবুলাস মিমব্লিটোনিয়া'র চারাটা দেখাল।

– নির্ভূল, পোট্রেটের মোটা মহিলা বললো।

পোট্রেটটার দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। দেয়ালে একটি গোল বড় গর্ত। পেছনে অন্ধকার করিডর। গা ছমছমে সিঁড়ি যেটা চেপে ও ওপরে উঠেছে।

গ্রিফিন্ডর কমনরুম আগের মতই আনন্দদায়ক। ছিমছাম গোলাকৃতি উঁচু ঘর। আসবাবপত্র বেশির ভাগই জরাজীর্ণ, অতীতের স্মৃতি বহনকারী। ঘরের এককোনে ফায়ার প্লেস। তার সামনে বসে দু-চার জন তাদের ঠান্ডা হাত সেঁকছে। একটু পর তারা তাদের ডরমেটরিতে চলে যাবে। ঘরের অন্যধারে দেখল ফ্রেড আর জর্জ উইসলি দেয়ালের নোটিশ বোর্ডে একটা নোটিশ পিন দিয়ে আটকাচ্ছে। হ্যারির জর্জের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। নেভিলের সঙ্গে ওদের ডরমেটরির দিকে যেতে যেতে শুধু ওদের দিকে হাত তুলল।

ডিন থমাস, সিমাস ফিন্নিগান প্রথমেই ডরমেটরিতে পৌঁছে গেছে। ওরা বিছানার পাশে পোস্টারস আর ব্লো-আপ ফটো দিয়ে দেয়াল ঢাকতে ব্যস্ত। হ্যারিকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যারির মনে হল খুব সম্ভব ওরা ওকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল।

হ্যারি ওর ট্রাঙ্কটা খুলতে খুলতে বললো– হাই। ও একজোড়া ওয়েস্টহ্যাম রং-এর পাজামা হাতে নিয়ে ডিনকে বললো– ছুটি কেমন কাটল? কেমনভাবে কাটল ওদের বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। তাই বললো– এই একরকম। তোমার?

ডিন বললো, মন্দ নয়। সিমাসের চেয়ে ভাল। ও এই মাত্র আমাকে সেই গল্প শোনাচ্ছিল।

নেভিল ওর হাতের 'মিমবুলাস মিমব্লিটোনিয়া' ওর খাটের সংলগ্ন ক্যাবিনেটের ওপর যত্নের সঙ্গে রাখতে রাখতে বললো– কেন? কি হয়েছিল?

সিমাস তখন দেখছিল কেনমেয়ার কেসট্রেলস কিডিচ টিমের ফটো ঠিকমত দেয়ালে সাঁটা হয়েছে কি না। তাই ওর প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না। পিছন ফিরেই বললো– আমার মা আসতে দিতে চাইছিল না।

হ্যারি পাজামাটা পরতে পরতে বললো, কী বললে?

– মা হোগার্টস-এ আসতে দিতে চাইছিল না।

হ্যারি জানে সিমাসের মা একজন ডাকিনি (জাদুকরী)। ঠিক বুঝতে পারে না, আসতে না দেবার সঠিক কারণ। কেন? তাই যদি হবে তাহলে ডার্সলেইশ পর্যন্ত সে এসেছিলেন কেন?

সিমাস পা-জামার বোতাম আঁটা শেষ করে, ভেবে বললো– কারণটা বোধহয়... তুমি।

হ্যারি কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বললো– তার মানে?

ওর হার্টের গতি বেড়ে গেলো, অদ্ভুত ভাসা ভাসাভাবে ওকে কেউ যেন গ্রাস করতে আসছে।

সিমাস হ্যারির দৃষ্টির বাইরে থেকে বললো– একা তুমি নও, ডাম্বলডোর।

হ্যারি বললো– তোমার মা বিশ্বাস করেন 'ডেইলি প্রফেটের' স্টোরি? বিশ্বাস করেন ডাম্বলডোর একজন মূর্খ বৃদ্ধ?

সিমাস এবার হ্যারির মুখের দিকে তাকাল।

– হ্যাঁ ওইরকম গোছের একটা কিছু।

হ্যারি কোনও জবাব দিল না। ওয়ান্ডটা টেবিলে রেখে ধীরে-সুস্থে পাজামাটা পরে, ছাড়া পোশাকগুলো রাগে গনগন করতে করতে ট্রাঙ্কে রেখে দিল। যারা ওর সম্বন্ধে সবসময় কিছু বলছে, ভাবছে তাদের ও সহ্য করতে পারছে না। ওরা যদি কেউ জানত, কেউ যদি ওর মত অবস্থায় পড়তো, ক্ষীণতম ধারণা থাকতো। মূর্খ মিসেস ফিন্নিগেনের, কি ঘটছে, না ঘটছে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। হ্যারি অতি ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবল।

ও নিজের বিছানায় বসে পর্দাটা টেনে দেবার আগে সিমাস বললো– তুমি ভাল

করেই জান, সেই রাতে কি হয়েছিল। যখন সেড্রিক ডিগরির সঙ্গে...

কথা বলতে বলতে সিমাস শুধু নার্ভাস নয় উৎসুকও হয়। ডিন তখন ওর ট্রাঙ্কে ঝুঁকে পড়ে স্লিপার খোঁজ করছিল তখন ও সব শুনছে। হ্যারি লক্ষ্য করেছে ও খুব মন দিয়েই সব শুনছে।

হ্যারি মুখ বেঁকিয়ে বললো– আমাকে কেন প্রশ্ন করছ? তোমার মার মত প্রতিদিন 'ডেইলিপ্রফেট' পড় না কেন? তোমার সব প্রশ্নের জবাব পাবে।

সিমাস বললো– আমার মা সম্বন্ধে এসব কথা বলবে না, তাকে জড়াবে না।

হ্যারি বললো, যারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাদের তো সমুচিত জবাব দিতে হবেই।

– আমার সঙ্গে উদ্ধত হয়ে কথা বলবে না বলেদিলাম।

– আমার যা খুশি তাই বলব। ও রেগে গেছে, ম্যাজিক ওয়ার্ন্ডটা ক্যাবিনেটের ওপর থেকে তুলে নিয়ে বললো। তোমার যদি আমার সঙ্গে এই ডরমেটরিতে থাকতে অসুবিধা মনে হয়, তাহলে ম্যাকগোনাগলের কাছে গিয়ে অন্যত্র থাকার অনুরোধ করতে পার। তোমার মার চিন্তা নিয়ে আমাকে বিরক্ত করবে না, এসব বন্ধ কর।

– পটার, আবার বলছি মাকে টেনে আনবে না, সিমাস বললো।

– আরে এত গোলমাল কিসের? রন দরজার গোড়া থেকে দেখল হ্যারি ওর হাতের দন্ডটা সিমাসের দিকে তাক করেছে। সিমাস ওর সামনে ঘুঁষি তুলেছে।

সিমাস বললো– ওর এত বড় সাহস আমার মা তুলে কথা বলে।

রন বললো– কী বললে? হ্যারি অমন কথা বলতেই পারে না। আমরা তোমার মাকে দেখেছি, কথা বলেছি, তিনি খুবই ভাল মানুষ।

হ্যারি উচ্চস্বরে বললো– সেটা ওই ডেইলি প্রফেট আমার বিরুদ্ধে যা লেখে তাই বিশ্বাস করার আগের কথা।

– ওহ্! রন বললো– ওহ্ বুঝতে পেরেছি।

– হ্যারির দিকে বিষদৃষ্টি দিয়ে সিমাস বললো– তুমি কিছুই জানো না। ও ঠিক বলেছে, আমি ওর সঙ্গে একঘরে থাকতে চাই না। ও পাগল।

– রনের কথাটা শুনে কান লাল হয়ে গেল, বিপদের ইঙ্গিত!

– সিমাস, আজেবাজে কথা বলবে না।

– আমি? আমি আজেবাজে কথা বলছি? সিমাস বিবর্ণ মুখে আরও জোরে বললো– ইউ-নো-হু সম্বন্ধেও যেসব বলেছে তুমি বিশ্বাস কর ও সত্যি কথা বলছে?

– হ্যাঁ অবশ্যই করি, রন রেগে গিয়ে বললো।

সিমাস নিদারুণ বিরক্তিতে বললো– তাহলে তুমিও পাগল।

রন নিজের বুকে একটা আঙ্গুল ঠেকিয়ে বললো, তাই? বেশ! তোমার অতি

দুর্ভাগ্য বন্ধু, আমিও এক প্রিফেক্ট! ডিটেনশন থেকে মুক্তি পেতে চাও তো বকবকানি বন্ধ কর!

সিমাস রনের মুখের দিকে তাকালো, যেন ওর মনের মধ্যে যা ঘটছে তা ব্যক্ত করলো, যার উপযুক্ত দাম হল কয়েদ। ও তীব্র চিৎকার করে বিছানার ওপর দাঁড়াল পাগলের মত জানালার পর্দাগুলো এমনভাবে টান দিল যে সেগুলো বিছানায় পড়ে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

রন প্রথমে সিমাস তারপর ডিন আর নেভিলের দিকে তাকালো। ও ঝাঁঝিয়ে বললো– তোমাদের কারও বাবা-মার হ্যারিকে নিয়ে কোনও সমস্যা আছে?

ডিন বললো– বন্ধু আমার বাবা-মা মাগল। ওরা হোগার্টসের কোনও মৃত্যুর খবর পায়নি, কারণ আমি এত বোকা নই যে খবরটা তাদের দেব।

সিমাস ওর দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে বললো– তুমি আমার মাকে চেন না। ঠিক খবর ঠিক সময়ে বের করে নেন। তোমার বাবা-মা তো ডেইলি প্রফেট পড়েন না। ওরা জানেন না আমাদের হেডমাস্টার ওয়াইজেনগেমট অ্যান্ড দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব উইজার্ডস থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন, কারণ তিনি তার সমর্থক হারাচ্ছেন।

নেভিল বললো, আমার ঠাকুরমা বলেন– সব বাজে কথা। ডাম্বলডোর নয় ডেইল প্রফেট পা হড়কাচ্ছে। তিনি ডেইলি প্রফেট-এ চাঁদা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। আমরা হ্যারির কথা বিশ্বাস করি। কথাটা শেষ করে নেভিল বিছানার চাদরটা গলা পর্যন্ত ঢেকে সিমাসের মুখের দিকে প্যাঁচার মত তাকাল। আমার ঠাকুরমা বলেন, ইউ-নো-হু একদিন না একদিন ফিরে আসবে। ডাম্বলডোর যদিও বলেন, ও ফিরে এসেছে, ও ফিরে এসেছে।

হ্যারির নেভিলের কথা শুনে ওর ওপর খুব আস্থা হল। কেউ আগে বলেনি। সিমাস ওর ম্যাজিক ওয়ান্ড বার করে লন্ডভন্ড ঘর বিছানা জানালার পর্দা ইত্যাদি যথাযথ ঠিক করে নিল। পাশ ফিরে শুল ডিন। নেভিলের আর কিছু বলার নেই তাই ও ওর ক্যাকটাসের দিকে তাকিয়ে রইল।

হ্যারি মাথার তলায় বালিশ দিয়ে শুয়ে রইল। রন ওর পাশের বিছানায়। সিমাসের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে ওর মন খুবই খারাপ। সিমাসকে ও সবসময় খুবই পছন্দ করে।

ডাম্বলডোর ওরই মত সারা গরমের ছুটি অস্বস্তিতে কাটিয়েছেন? প্রথমত ওয়াইজেনগমট, দ্বিতীয়ত ইন্টারন্যাশনালার কনফেডারেশন অব উইজার্ডস এর কারণে। হ্যারির ওপর রাগ হতে পারে, তার জন্য তিনি বেশ কয়েকমাস হ্যারির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। ডাম্বলডোর হ্যারির কথা বিশ্বাস না করলে কেন ও স্কুলের সবাইকে ঘটনাটা বলবেন, তারপর সমগ্র জাদুকর সম্প্রদায়কে।

হ্যারিকে কেউ মিথ্যাবাদী বললে ডাম্বলডোরকেও বলতে হয়। তা'না হলে ডাম্বলডোরকে প্রতারণা করা হয়।

সবশেষে সকলেই জানতে পারবে আমরা মিথ্যা বলছি না বা মিথ্যার পথ ধরে চলছি না, হ্যারি অতি দুঃখ ভরা মনে কথাগুলো ভাবতে লাগল। রন শোবার আগে ডরমেটরির শেষ মোমবাতিটা নিভিয়ে দিয়েছে। হ্যারি ভাবল, ওকে সিমাসের মতো আরও কতগুলো আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রফেসর আমব্রিজ

সিমাস সকালবেলা খুব তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরে ডরমেটরি থেকে বেরিয়ে গেল। হ্যারির তখনও মোজা পরা হয়নি।

সিমাস চলে গেলে হ্যারি বললো– ও কী মনে করে আমাদের সঙ্গে থাকলে ও জড়বুদ্ধি হয়ে যাবে?

ডিন ওর স্কুলব্যাগটা কাঁধে চাপিয়ে বললো– এই নিয়ে চিন্তা করবে না, ও এমনই।

কিন্তু সিমাস যে কী রকম, সেটা বললো না। তারপর সামান্য সময় চুপ থেকে সেও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নেভিল, রন দু'জনেই যেন হ্যারিকে বললো, হ্যারি ওটা ওর সমস্যা তোমার নয়। কিন্তু হ্যারি তাতেও সান্ত্বনা পায় না, ভাবে আরও কতদিন ওকে এসব উদ্ভট কথাবার্তা সহ্য করতে হবে?

হারমিওন পাঁচ মিনিট পরে হ্যারি আর রনকে কমনরুমে দেখে বললো– হায় ঈশ্বর, তোমাদের মুখ এত গম্ভীর কেন?

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে হারমিওন নোটিশ বোর্ডের দিকে তাকাল। একটা নতুন নোটিশ সাটানো হয়েছে।

গ্যালনস্ অব গ্যালেয়নস!
হাত খরচের অর্থ কি তোমাদের বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে?
কিছু বেশি স্বর্ণমুদ্রা রোজগার করতে চাও?
ফ্রেড এবং জর্জ উইসলির সঙ্গে গ্রিফিন্ডর কমনরুমে যোগাযোগ কর,
খুবই সোজা, অবসর সময়ে কাজ, কোনরকম কষ্টের কাজ নয়
(আমরা দুঃখের সঙ্গে অবহিত করছি সমস্ত কাজ প্রার্থীর নিজ দায়িত্বে করতে হবে)

হারমিওন পিন দিয়ে আটকান কাগজটা খুলে নিতে নিতে বললো, এরকম নোটিশ দেয়া ঠিক হয়নি রন। ওদের সঙ্গে আমার কথা বলতে হবে।

রন চিন্তিত হয়ে বললো, কেন?

কারণ আমরা প্রিফেক্টস! হারমিওন সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে বললো– আমাদের এগুলো বন্ধ করতে হবে!

রন চুপ করে রইল, হ্যারি রনের মুখ দেখে বুঝতে পারল ও ফ্রেড আর জর্জের ওইরকম পোস্টার দেয়ার বিরুদ্ধে।

সিঁড়ির দেয়ালে লাইন করে টাঙ্গান রয়েছে পুরনো দিনের জাদুকর আর ডাকিনিদের ছবি। ওরা সেগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত না করে ওদের কথাবার্তার ওপর বিভোর হয়ে রইল। তুমি মনে হয় কোন কারণে রেগে রয়েছ কেন বলত? কি হয়েছে, হারমিওন বললো।

হ্যারি কোনও জবাব না দিলে রন বললো– সিমাস বলছিল হ্যারি ইউ-নো-হু সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলেছে।

হ্যারি আশা করেছিল হারমিওন কথাটা শুনে রেগে যাবে ও শুধুমাত্র নিশ্বাস ফেলল।

হারমিওন গম্ভীর হয়ে বললো– ল্যাভেন্ডারও সেই রকম মনে করে।

হারমিওন বললো– ভোজের শেষে ডাম্বলডোর কি বলেছিলেন মনে আছে? হ্যারি রন দু'জনেই ওর দিকে তাকাল। হারমিওন আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

ইউ-নো-হু সম্বন্ধে? হ্যারি বললো– ওর শত্রুতা, বিবাদ করার অসীম ক্ষমতা। আমরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব বিশ্বাস ও ঐক্যবদ্ধ হলে ওর বিরুদ্ধে জোর কদমে লড়াই করতে পারি।

– বা! তোমার তো খুব মনে আছে? রন প্রশংসা সূচক দৃষ্টিতে বললো।

হারমিওন বললো– রন আমি মন দিয়ে সকলের কথা শুনি। ওর কথার মধ্যে সামান্য ক্ষুব্ধতার ভাব।

– আমিও শুনি, তবে তোমার মত এত আমি মনে রাখতে পারি না।

হারমিওন জোর দিয়ে বললো– ডাম্বলডোর বলছিলেন, মাত্র দু' মাস আগে ইউ-নো-হু আবার ফিরে এসেছে। দুঃখের বিষয় আমরা সেইদিকে দৃষ্টি না দিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়ালড়ি করছি। শর্টিং হ্যাটস তাই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছে, এক হও– মনে আছে?

রন সামান্য বাঁকাভাবে বললো, তার প্রমাণ গত রাতে হ্যারি পেয়েছে, তার মানে এই নয় স্লিদারিনদের সঙ্গে এক ফ্রেমে থাকব? তার সম্ভাবনা কম।

হারমিওন তার্কিক সুরে বললো, খুবই দুঃখ ও লজ্জার কথা আমরা এক ছাত্রাবাস, অন্য ছাত্রাবাসের সঙ্গে একতা আনতে পারছি না।

ওরা কথা বলতে বলতে পাথরের সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছল। র‍্যাভেনক্লর ফোর্থ ইয়ারের ছাত্ররা এক লাইন বেঁধে এনট্রেন্স হল পেরোচ্ছে। ওদের হ্যারির দিকে চোখ পড়ে গেল। ওরা তক্ষুণি শক্তপোক্ত হয়ে দাঁড়াল। ভাবটা এমন যেন হ্যারি ওদের সহসা আক্রমণ করতে পারে।

হ্যারি র‍্যাভেনক্লর ছেলেদের দেখিয়ে ব্যাঙ্গ করে বললো, অবশ্যই, ওদের মত লোকদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব পাতাতে হবে।

ওরা র‍্যাভেনক্লদের পিছু পিছু গ্রেট হলে ঢুকল। সকলেই ঢুকে স্টাফ টেবিলের দিকে সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাল। প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাঙ্ক, প্রফেসর মিনিস্ট্রার (এস্ট্রনমি টিচারের) সঙ্গে কথা বলছিলেন। ওরা হ্যাগ্রিডকে দেখতে পেলো না। ঘরের জাদুমুগ্ধ সিলিংটা যেন হ্যারির মনের কথার প্রতিধ্বনি করল; মনে হল যেন ধূসর রং-এর জলভরা মেঘ।

হ্যারি বললো, আশ্চর্য! ডাম্বলডোর একবারও বলছেন না গ্রাবলি প্ল্যাঙ্ক কতদিন থাকবেন। ওরা সকলে গ্রিফিন্ডরদের টেবিল ছাড়িয়ে নিজেদের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

হারমিওন চিন্তিত হয়ে বললো, হয়ত হতে পারে।

হ্যাগ্রিডের অনুপস্থিতি উনি কারও নজরে আনতে চান না।

নজরে আনা বলতে কি বলতে চাইছ? রন মৃদু হেসে বললো– আমরা কী দেখতে পাচ্ছি না?

হারমিওন কিছু বলতে যাবার আগে, লম্বা চুলওয়ালা একটি ব্ল্যাকগার্ল হ্যারির সামনে এসে দাঁড়াল।

হাই অ্যাঞ্জেলিনা।

মেয়েটি সপ্রতিভ হয়ে বললো, হাই, ছুটি কেমন কাটল?

তারপর জবাবের প্রতীক্ষা না করে বললো, জানো আমি গ্রিফিন্ডর কিডিচের ক্যাপ্টেন হয়েছি।

হ্যারি অ্যাঞ্জেলিনার কথা শুনে বললো, অতি সুসংবাদ।

অ্যাঞ্জেলিনার মুখ দেখে ওর মনে হলো অ্যাঞ্জেলিনা অলিভার উডসের মত বকবক করে সময় নষ্ট করবে না।

অলিভার যাবার পর আমাদের একজন নতুন দলনায়কের দরকার ছিল। আগামী শুক্রবার পাঁচটার সময় দল সিলেকশন হবে। আমি চাই সেই সময়ে পুরো টিম মাঠে উপস্থিত থাকুক। দেখতে হবে নতুন ছেলেমেয়েরা কেমন খেলে, দলে তাদের নেওয়া যায় কিনা।

ঠিক আছে– হ্যারি বললো।

অ্যাঞ্জেলিনা মৃদু হেসে চলে গেল।

হারমিওন বললো, বাঁচা গেছে উড গেছে। কথাটা বলে রনের পাশে বসে এক প্লেট টোস্ট ওর সামনে টেনে নিয়ে বললো, আমার মনে হয় টিমটা ভালই হবে।

হ্যারি হারমিওনের বিপরীত দিকে বসে বললো, আমারও তাই মনে হয়। উড অবশ্য মন্দ ছিল না।

– ভালমন্দের কথা নয়, নতুনদের সুযোগ দেয়া উচিত।

ঠিক সেই সময় পৎপৎ শব্দ করতে করতে প্রায় একশ প্যাঁচা জানালার ওপর দিয়ে হলের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ওরা প্রচুর চিঠি আর প্যাকেট এনেছে। ওদের গা থেকে টপটপ করে জল গড়িয়ে যারা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল তাদের প্লেটে পড়ল, বোঝা যায় বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। প্যাঁচার দলে হেডউইগ নেই। হ্যারি জানে একমাত্র সিরিয়স ছাড়া তাকে চিঠি দেবার কেউ নেই। সবে তো ২৪ ঘণ্টা হয়েছে এর মধ্যে চিঠি আসার কারণ নেই। হারমিওন ওর গ্লাসভর্তি কমলালেবুর রস সরিয়ে রাখল। গভীর ধূসর রং-এর প্যাঁচা একটা ভেজা ভেজা ডেইলি প্রফেট এনেছে ওর ঠোঁটে চেপে।

ওই কাগজটার মধ্যে তোমরা কি পাও জানি না, হ্যারি একটু রেগে গিয়ে বললো। ওর মনের মধ্যে তখনও সিমাসের কথা গজগজ করছে। হারমিওন প্যাঁচার পায়ে একটা চামড়ার থলি বেঁধে কাগজটা নিয়ে বললো– আমি গাদাগাদা জঞ্জাল জড়ো করছি। শত্রুরা কি বলছে, কি করতে চায়, সবই জানা দরকার। হারমিওন ডেইলি প্রফেটটা খুলে মুখ ঢেকে বসল। হ্যারি আর রনের ব্রেকফাস্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাগজটায় মুখ ঢেকে পড়তে লাগল।

শূন্য খাবার প্লেটের ওপর পড়া কাগজটা রেখে হারমিওন বললো, ধ্যাত কিছু নেই, না ডাম্বলডোর, না তোমাদের কারও নাম।

ওরা দেখল প্রফেসর ম্যাকগোনাগল একটা টাইম টেবিল হাতে নিয়ে টেবিলের দিকে আসছেন।

ফ্রেড এবং জর্জও ওদের দিকে আসছে হ্যারি দেখল।

রন টাইম টেবিলটা দেখিয়ে বললো, দেখেছ? সত্যি সবচেয়ে খারাপ দিন সোমবার।

হারমিওন চুপ করে বসেছিল। টাইম টেবিল প্রসঙ্গ ছেড়ে ও বললো, তোমাদের স্কিভিং স্ন্যাকবকস প্রসঙ্গে আসা যাক। ও ফ্রেড আর জর্জের মুখের দিকে তাকাল। শোনো তোমরা গ্রিফিন্ডর নোটিশ বোর্ডে ওসব কাগজপত্র লাগাতে পারো না।

জর্জ একটু আশ্চর্য হয়ে বললো– কেন কে বলেছে?

হারমিওন বললো– আমি বলছি।

রন বাধা দিয়ে বললো– আমি, রন বলছি। আমাকে ছেড়ে দাও...।

হারমিওন ওর মুখের দিকে তাকাল। ফ্রেড, জর্জ-এর মুখে চাপা হাসি।

হারমিওন, অন্য সুরে গান গাইবার দিন তোমার আসন্ন। ফ্রেড টোস্টে মোটা করে মাখন লাগাতে লাগাতে বললো।

– তুমি সবে মাত্র ফিপ্ত ইয়ারের ছাত্র, তোমাকে আমাদের কাছ থেকে স্ন্যাকবক্স চাইতে হবে।

– ফিপ্ত ইয়ার 'আউল' ইয়র জর্জ বললো।

– তো? তোমার পরীক্ষা তো আসন্ন– তাই না? তোমার তাজা নাক শক্ত পাথরে ঘষে নেবে, ফ্রেড খুব খুশি মনে বললো।

জর্জ বললো– ওই আউলেতে আমাদের জীবনের অর্ধেকটা কেটে গেছে, চোখের জল আর বদমেজাজের ঘোরে, প্যাট্রিসিয়া স্ট্রিমসন এখানে এসে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ফ্রেড ভেবে ভেবে বললো, তোমার মনে আছে কেনেথ টাউলারের সারা গায়ে ফোড়া হয়েছিল?

জর্জ বললো, তুমি ওর পাজামাতে বালবান্ডক্স পাউডার রেখে দিয়েছিলে।

ফ্রেড দাঁত বার করে হেসে বললো– মনে নেই, সব সময় কী মনে রাখা যায়, তাই না?

জর্জ বললো, সে যাই হোক পরীক্ষার ফলের কথা ভাবলে ফিফথ ইয়ার হল দুঃস্বপ্নের রাত্রি। যাকগে আমি আর ফ্রেভ মনোবল ঠিক রেখেছি।

– ইয়া... তুমি পেয়েছিলে, প্রত্যেকে তিনটে করে আউল? রন বললো, ওসব কথা ছাড়। ফ্রেড বললো, আমাদের ভবিষ্যত, লেখাপড়ার যোগ্যতা ও সাফল্যের বাইরে জড়িয়ে আছে।

জর্জ উৎসাহের জোয়ারে বললো, আমরা খুব গুরুতরভাবে তর্ক করেছি, সেভেনথ ইয়ারে স্কুলে ফিরে আসব কি না এই নিয়ে। এখন তো আমরা পথ খুঁজে পেয়েছি।

ফ্রেড ইশারা করল যাতে ও বেশি কথা না বলে। ও জানে এরপরই জর্জ ট্রিউইজার্ড সম্বন্ধে কথা বলতে পারে।

জর্জ বললো, তখন আমরা আমাদের নিজস্ব পেঁচা পেয়েছি। এখন সত্যি কী আমাদের NEWT'র দরকার। তবে মনে হয় পড়া শেষ হবার আগেভাগে স্কুল ছেড়ে দিলে মা অসম্ভব আপত্তি করবে। পার্সির কথা বলতে শুরু করবে।

ফ্রেড, মুগ্ধ হয়ে গ্রেট হল দেখতে দেখতে বললো– যাই হোক আর তাই হোক শেষ বছরটা এখানে পঁচে মরতে চাই না। এখানে থেকে কিছু মার্কেট রিসার্চ করব। দেখতে হবে হোগাওয়ার্ট-এর শতকরা কতভাগ ছেলেমেয়েরা 'জোক বক্স' চায়। খুব সতর্কভাবে আমাদের সংগৃহিত তথ্য বিচার করতে হবে তারপর মাল বানাতে হবে।

হারমিওন সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিতে বললো– 'জোকশপ' শুরু করতে সোনা (অর্থ) পাবে কোথা থেকে? তোমাদের শুধু জায়গা নয় সবরকম মালমশলা জোগাড় করতে হবে।

হ্যারি দুই ভাইয়ের দিকে তাকায়নি বলতে পারা যায়। ও ইচ্ছাকৃতভাবে ওর হাতের কাঁটা চামচ মেঝেতে ফেলে দিয়ে মাথা নিচু করে হাত বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করল। ও শুনতে পেলো, ফ্রেড বললো– প্রশ্ন কর যথাযথ, জবাবও পাবে যথাযথ। বেশি প্রশ্ন করবে না, বেশি মিথ্যাও শুনতে হবে না হারমিওন। এসো জর্জ, ওখানে যদি আমরা একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারি তাহলে কয়েখটা 'এক্সটেন্ডেবল ইয়ারস' বিক্রি করতে পারব।

হ্যারি মাথা তুলে দেখল জর্জ আর ফ্রেন্ড চলে যাচ্ছে, হাতে ডাদের একগাদা টোস্ট।

হারমিওন, রন আর হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো– বুঝলাম না ওরা কী সত্যি সত্যি ' জোকশপ' খোলার জন্য কিছু সোনা পেয়েছে?

রন বললো, আমিও তোমার মতো একই কথা ভাবছি। ওরা আমাকে এই গরমকালে নতুন পোশাক কিনে দিয়েছে। আমি বুঝতে পারছিনে গেলিওনস্ কোথা থেকে পেল।

হ্যারি দেখল প্রসঙ্গটা এমন পর্যায়ে এসেছে যার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বললো, তোমাদের কি মনে হয় এবছরটা খুব শক্ত হবে? রন বললো, হতে বাধ্য। প্যাঁচা খুবই প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে চাকরিবাকরি চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে। বিল বলেছে এই বছরের শেষের দিকে আমরা ক্যারিয়র অ্যাডভাইস পেতে পারি। তাহলে তোমরা কোন NEWT'S আগামী বছরে চাও।

হ্যারি বললো, হোগার্টস ছাড়ার পর জর্জ ফ্রেড হল থেকে চলে গেলে কি করবে ভেবে দেখেছ?

রন বললো, এখনও তো ভাবিনি। তবে... ওকে একটু চিন্তিত মনে হয় হ্যারি।

হ্যারি বললো, জবাব দিচ্ছ না কেন?

রন বললো, 'অরোর' হলে মন্দ কী?

হ্যারি বললো, হতে পারে।

রন বললো, ওটা তো উৎকৃষ্ট ছেলেদের ব্যাপার তোমাকে অবশ্যই ভাল ছাত্র হতে হবে, হারমিওন তুমি কি ভেবেছ?

হারমিওন বললো, বলতে পারছি না। তবে মনে হয় এমন একটা কিছু করব যা কাজের কাজ।

– অরোর হলে ভালোই হবে, হ্যারি বললো।

– হ্যাঁ, তবে ওটা একমাত্র যোগ্য জায়গা নয়। হারমিওন বললো– ভাবছি ‘SPEW’র কাজে মন দেব, কেমন হবে? এলফরা সত্যি খুব কষ্টে থাকে।

হ্যারি রন ইচ্ছে করেই পরস্পরের দিকে তাকাল না।

জাদুকরী বিদ্যায়, জাদুর ইতিহাস সবার কাছেই দারুণ একঘেঁয়ে। প্রফেসর বিনস ওদের ঘোস্ট টিচার, কথা বলতে গেলে ঘন ঘন শ্বাস ফেলেন। দশ মিনিট তার কথা শুনলে সকলের ঘুম এসে যায়।

গরম কাল হলে ১০ মিনিটের জায়গায় পাঁচ মিনিট। একঘেয়ে বলে বলে ছাত্রছাত্রীরা যতটা পারে ভোট নিয়ে নেয়। হ্যারি, রন প্রফেসর বিনসের ক্লাসে খুব একটা অ্যাটেন্ড করে না খুবই একঘেয়ে লাগে। পরে হারমিওনের কপি বুক থেকে নোটস কপি করে নেয়। হারমিওন মনে হয় একমাত্র ছাত্রী যে বিনসের অনর্গল বক্তৃতার ভোট সঠিক কপি করে।

ক্লাসে রন আর হ্যারি পিছনে বসে থেকে বকবক করে, পার্চমেন্ট নিয়ে খেলা করে। ওদের ফাঁকিবাজী হারমিওনের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু উপায় নেই, দুই বন্ধুর জন্য কিছু করতে হয়।

ক্লাস শেষ হলে প্রফেসর বিনস চলে গেলে হারমিওন চোখ পাকিয়ে বললো– আমার নোটস তোমাদের যদি না দিই?

রন বললো, না দিলে আউল-এ ফেল করব। তোমার বিবেক যদি তাই চায়, তাই হবে।

সেটাই তোমাদের প্রাপ্য। তোমরা প্রফেসর বিনসের একটা কথাও শোনো না; চেষ্টা করেছ কী? রন বললো– করেছি; কিন্তু তোমার মত আমাদের প্রখর বুদ্ধি, একাগ্রতা নেই। এস তোমার মগজে আমাদের মগজ ঘষি তাহলে যদি একটু বুদ্ধিসুদ্ধি হয়।

– থাম! ঈশ্বরের দোহাই বাজে কথা বলবে না।

হারমিওন শিশির সিক্ত উঠনে গিয়ে দাঁড়াল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। উঠোনের ধারে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের ঝাপসা ঝাপসা দেখাচ্ছে। হ্যারি, রন, হারমিওন বড় দেখে একটা বারান্দার নিচে দাঁড়াল। জায়গাটা নিরিবিলি। সেপ্টেম্বর মাস, বেশ কনকনে ঠান্ডা পড়ছে। ওরা ওদের আলখেল্লার কলার তুলে দিল হাওয়ার স্পর্শ বাঁচাতে। স্নেইপ তার প্রথম ক্লাসে কোন বিষয় সম্বন্ধে বলবেন, তাই নিয়ে ওদের আলোচনা চলছে। তবে ওদের ধারণা খুব শক্ত কোন বিষয় পড়াবেন স্নেইপ। ইচ্ছে করেই যেন দু'মাস ছুটির আনন্দ ভোগ করার পর একটু নাড়া দেয়া। ঠিক সেই সময় একজন ওদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হ্যারিকে দেখে থেমে গিয়ে বললো হ্যালো হ্যারি!

ওরা দেখল চো চ্যাং বেশ একটু মন মরা। ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক। চো

তো সবসময় একগাদা বন্ধুদের সঙ্গে হইহুল্লোড় করে বেড়ায়।

হ্যারির ইন্ডল বল নাচের প্রসঙ্গ মনে পড়ে গেল।

হাই! হ্যারি ওকে দেখে বললো। এ বছরে দেখছি স্টিনক্যাপস দিয়ে শরীর ঢাকেনি। কথাটা অবশ্য নিজের মনে বললো, চোকে নয়। চো ঠিক একই কথা ভাবছিল।

– গরমের ছুটি কেমন কাটালে?

হ্যারি বললো– দারুণ! হ্যারি হাঁসবার চেষ্টা করল, তোমার? গরমের ছুটি নিশ্চয়ই খুব মজা করে কাটিয়েছ?

কথাটা বলার পর হ্যারির খুব লজ্জা করতে লাগল।

ভালভাবে কাটিয়েছ কথাটা না বললেই যেন পারত। সেড্রিক চো-এর বিশেষ বন্ধু ছিল। সেড্রিকের মৃত্যুতে হ্যারি কম আঘাত পায়নি। এখনও রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায় সেই বীভৎসতার দৃশ্য স্বপ্নে দেখলে। তাহলে চো কেমন করে ভুলে যাবে সেড্রিককে আর কেমন করে আনন্দে ছুটি কাটাবে?

চো হ্যারির মুখ দেখে ওর মনের দুঃখের কথাটা বুঝতে পারল। বললো, সত্যি বলছি খুব আনন্দে কাটিয়েছি।

রন চো চ্যাং-এর বুকে আঁটা ব্যাজটা দেখে বললো– ওটা টর্নেডসের ব্যাজ না? আকাশ নীল রং-এর গোলাকার ব্যাজটার মধ্যে দুটি স্বর্ণখচিত 'টি'। তুমি কী ওদের সাপোর্ট কর?

– হ্যাঁ করি, চো বললো।

– আগে থেকে করতে? না, এখন লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তাই?

হ্যারির, রনের কথা শুনে মনে হল রনের কণ্ঠে অনাবশ্যক দোষারোপের সুর।

– আমি সিক্সথ ইয়ার থেকেই ওদের সাপোর্ট করি, চো বললো। যাকগে পরে দেখা হবে হ্যারি।

অর্ধেক রাস্তা চো চলে যাবার পর হারমিওন বললো– রন তোমার মাথায় একটুও বুদ্ধি নেই, কখন কি বলতে হয় একটুও জানো না।

– কেন? আমি তো ওকে শুধু জিজ্ঞেস করেছি।

– তুমি কী বুঝতে পারনি ও শুধু হ্যারির সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল?

– বললেই পারত, আমি তো বাধা দিইনি।

– আশ্চর্য! হঠাৎ ওকে ওর টিম নিয়ে আক্রমণ করার কি মানে থাকতে পারে?

– আশ্চর্য! ওকে আক্রমণ করলাম কখন? আমি ওকে...।

– ও যদি টর্নেডস্‌কে সাপোর্ট করে তাতে তোমার কী?

– আরে গতবারে ওগুলো কিনে অনেককে বিলিয়েছে।

– তোমার তাতে কী আসে যায়?

– মানে এই যে, ওরা আসল ফ্যান নয়, ওরা ব্যান্ড ওয়াগনের ওপর নাচানাচি করছে।

ওই ঘণ্টা বেজেছে, হ্যারি লাফিয়ে উঠে বললো। রন আর হারমিওন এত উচ্চস্বরে তর্কাতর্কি করছে শোনে কার সাধ্য!

ওদের স্নেইপের ক্লাশরুমে যাওয়া পর্যন্ত তর্ক থামেই না।

স্নেইপের ক্লাসে যাবার সময় হ্যারি অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়াল। চো, এসে ওর কাছে দু'একটা কথা বললো। আর কারও সঙ্গে নয়। সকলেই জানে চো সেড্রিকের গার্লফ্রেন্ড, ওতো হ্যারিকে অন্তর থেকে ঘেন্না করতে পারতো, গ্রেভইয়ার্ড থেকে একা জীবিত হয়ে ফিরে আসাতে। হ্যাঁ তা সত্ত্বেও চো ওর সঙ্গে কথা বলে ওকে পাগল, মিথ্যাবাদী বলে না অথবা সেড্রিকের বীভৎসভাবে হত্যার জন্য হ্যারিকে দায়ী করে না। ভাবলেও ভাবতে পারত; কিন্তু তা ভাবেনি। এই নিয়ে দু'দুবার ওর সঙ্গে যেচে কথা বললো চো চ্যাং।

হ্যারি, রন আর হারমিওনের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ক্লাস রুমে ঢুকে পিছনের সারিতে রন আর হারমিওনের মাঝে বসল। সমস্ত ক্লাসরুম ছাত্রদের হইচই কথাবার্তায় পূর্ণ।

অবশ্য স্নেইপের কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না; ছাত্রছাত্রীরা যে মুহূর্তে দরজা বন্ধের শব্দ শুনল শান্ত হয়ে গেল। স্বাভাবিকতা ফিরে এল। স্নেইপের উপস্থিতিই যথেষ্ট।

আজকের অনুশীলন শুরু করার আগে স্নেইপ টেবিলটা সাফ করে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আগামী জুন মাসে তোমাদের এক বিশেষ পরীক্ষায় বসতে হবে। সেই পরীক্ষায় তোমাদের প্রমাণ করতে হবে তোমরা কতটা শিখেছ– পোশান বানাবার কৌশল এবং তার প্রয়োগ। আমি নিঃসন্দেহ, এই ক্লাসে কিছু ক্ষীণ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী থাকতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে আশা করি যে তোমাদের দেয় প্যাঁচাকে মেজে ঘষে গ্রহণযোগ্য করবে, নাহলে তোমরা শাস্তি ভোগ করবে, নয়ত আমার অসন্তোষ।

নেভিলের ওপর স্নেইপ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল– ও ঘন ঘন ঢোক গিলতে লাগল।

তারপর ঠোঁট ঠেকিয়ে তাকালেন হ্যারির দিকে হ্যারিও তাকাল এমন একটা ভাব নিয়ে যে ফিফথ ইয়ারে ও যা ছাড়বার তাও ছেড়ে দেবে।

– সেই বিদায়ের শুভ মুহূর্ত আসতে আমাদের আরও একটা বছর পার করতে হবে। স্নেইপ খুব নরম সুরে বললেন– আমি আমার NEWT পোশান ক্লাশে ভাল ভাল ছাত্র চাই, তার মানে কিছু কিছু ছাত্রদের বিদায় নিতে হবে।

স্নেইপের চোখ হ্যারির দিকে পড়তেই ঠোঁট কুঞ্চিত করলেন। হ্যারির মনে মনে আশা ফিফথ ইয়ার শেষ হলে ও পোশান শেখা ছেড়ে দিতে পারবে।

আজকে আমরা এমন একটা তরল পদার্থ বানাবো, যা বানাতে সাধারণ জাদুকরী স্তরে আরও প্রয়োজন হয় শান্তির পানীয়, আবেগ এবং উত্তেজনা প্রশমন। সাবধান করে দিচ্ছি– তোমরা যদি বেশি মাত্রায় নানাভাবে মিশ্রিত তরল পদার্থটি কাউকে প্রয়োগ কর তাহলে হয়ত সে চিরনিদ্রায় যাবে। অতএব অতি বুদ্ধিবিবেচনা করে প্রয়োগ করতে হবে। হ্যারির বাঁধারে বসে থাকা হারমিওন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। স্নেইপ তার জাদুদণ্ড ক্লিক করে বললেন, মিশ্র বস্তুর উপাদান ও প্রণালী- যা যা ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা রয়েছে তার সবই পাবে। কথাটা বলে স্নেইপ জাদুদণ্ড আবার ক্লিক করলেন। কাবার্ডের স্টোরে সেগুলো পাবে। কাবার্ডের দরজা খুলে গেল। তোমরা দেড় ঘণ্টা সময় পাবে বানাতে। শুরু কর।

হ্যারির মত রন আর হারমিওন আগেই জানতো, স্নেইপ ওদের খুব শক্ত একটা কার্যকরী তরল পদার্থ বানাতে দেবেন না। বিভিন্ন উপাদানগুলো একটি পাত্রতে সঠিক মাত্রা অনুসারে সঠিকভাবে মেশাতে হবে। তারপর সেই মিশ্রণ ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু ফোটাতে হবে– প্রথমত দক্ষিণাবর্তে তারপর বিপরীতভাবে। যে অগ্নি উত্তাপে সেই মিশ্রণ টগবগ করে ফুটবে সেটা অবশ্যই নির্দিষ্ট মিনিটে কমাতে হবে, শেষ উপাদানটি পাত্রে দেবার আগে।

স্নেইপ বললো, এখন তোমাদের ওই তরল পদার্থ থেকে হালকা রূপালী বাষ্প অবশ্যই বেরুতে শুরু করবে দশ মিনিটের মধ্যেই।

হ্যারি দরদর করে ঘামছিল, অন্ধকার ঘরটার চারধারে প্রচণ্ড এক দৃষ্টিতে তাকাল। ওর পাত্র থেকে ধীরে ধীরে বেরুচ্ছে প্রচুর পরিমাণে গাঢ় ধূসর বাষ্প; রনের পাত্র থেকে সবুজ রং-এর স্ফুলিংগ। সিমাস উত্তেজিত হয়ে পাত্রের তলা থেকে যে অগ্নিশিখা বেরোচ্ছে সেটা ওর জাদুদণ্ডের আগা দিয়ে খোঁচা দিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে। হারমিওনের পাত্র থেকে রূপালী বাষ্প বেরুতে দেখে স্নেইপ কোনওরকম মন্তব্য না করে বিরাট লম্বা নাক বাড়িয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন। তার মানে এই, হারমিওনের কাজে বিরূপ মন্তব্য করার কিছু নেই।

স্নেইপ হ্যারির পাত্রের দিকে এসে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে দেখলেন। সেটা দেখে মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা দেখা দিল।

– পটার এই জিনিসটা কি বানাচ্ছ?

ওর সামনের টেবিলে স্লিদারিন গ্রুপের ছাত্ররা বসেছিল। স্নেইপের কথা শুনে হ্যারির দিকে কৌতুহলি হয়ে তাকাল। ওরা স্নেইপের কথাটা শুনেছে, তা সে যতই আস্তে বলুক না কেন। হ্যারিকে অপদস্ত করা ওদের ভাল লাগে, বিশেষ করে স্নেইপ ব্যাঙ্গ করলে।

হ্যারি চাপা উত্তেজনায় বললো, শান্তির জন্য ওষুধ। কথাটা শুনে ড্রেকো ম্যালফয় হেসে উঠল।

স্নেইপ নরম সুরে বললেন, পটার তুমি কী পড়তে পার?

– পারি, হ্যারি বললো। ওর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে গেল।

– পটার, আমার লেখা নির্দেশের তৃতীয় লাইনটা পড়তো।

হ্যারি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাল। চারদিকের নানা রং-এর বাষ্প আর ধোঁয়া ব্ল্যাকবোর্ডটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। লেখাগুলো পড়তে পারা বেশ শক্ত।

– মুনস্টোন চূর্ণ মিশ্রণ করে তিনবার বিপরীত দিকে ঘোরাও, সাত মিনিট তরল পদার্থটি ফুটতে দাও, তারপর দু'ড্রপ সিরাপ হেল্লেবোর (গোলাপ জাতীয় ফুল) মেশাও।

হ্যারির মুখ শুকিয়ে যায়। ও হেল্লেবোর সিরাপ তো মেশায়নি। ও সোজা নির্দেশের চতুর্থ লাইন ফলো করেছে তরল পদার্থটা সাত মিনিট ফোটার পর।

– পটার তৃতীয় লাইনে যা যা লেখা আছে তা তুমি করেছ?

– পটার শান্তভাবে বললো– না, আমি হেল্লেবোর মেশানোর কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি জানি তুমি কি করেছ পটার, তাই যেটা এখন হয়েছে তা একটা জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি যা বানিয়েছিল সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। শূন্য কড়াইটা শুধু পড়ে রইল ওর সামনে।

– যারা আমার নির্দেশ ঠিকমত পড়ে বুঝতে পেরেছ, তারা তরল পদার্থটা একটা বড় বোতলে নমুনা হিসেবে ভরে রাখ। একটা কাগজের টুকরোতে তোমাদের নাম বোতলে চিপকে পরীক্ষার জন্য আমার টেবিলে রাখ। স্নেইপ বললেন–

'হোমওয়ার্ক : মুনস্টোনে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এর ওপর বার ইঞ্চি একটা পার্চমেন্ট এবং পোশান তৈরির ব্যবহার বিধি লিখে আমাকে বৃহস্পতিবার অতি অবশ্যই দেবে।'

সবাই যখন বোতল ভরতি করতে ব্যস্ত, হ্যারি তখন উত্তেজিতভাবে ওর জিনিসগুলো সরিয়ে রাখল। রনেরও সেই একই অবস্থা! তার থেকে পচা ডিমের গন্ধ বেরোচ্ছে: সিমাস সিমেন্টের মত যেটা বানিয়েছে তা কড়াই থেকে বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে কুঁড়ে কুঁড়ে ফেলে দেয়। হ্যারি সেদিনের ক্লাস ওয়ার্কে গোল্লা পাবে কোনও সন্দেহ নেই। ও ম্যাজিক দণ্ডটা ব্যাগে রেখে সিটে বসে পড়ে। দেখল ছেলেমেয়েরা স্নেইপের কাছে গিয়ে ছিপি আঁটা বোতল তার টেবিলের ওপর রাখছে। ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা বাজতেই হ্যারি ঘর থেকে বেরিয়ে সবার আগে লাঞ্চ খেতে বসে গেল।

একটু পর রন আর হারমিওন গ্রেট হলে এল। বাইরে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। বৃষ্টির ছাট এসে জানালায় লেগে অবিরাম ফটফট শব্দ হয়ে চলেছে।

হারমিওন হ্যারির পাশে বসে 'শেফার্ডস পাই' প্লেটে তুলে বললো, স্নেইপের খুব অন্যায়, এমন কিছু তুমি খারাপ করনি। গোয়েলের চেয়ে একটুও খারাপ নয়। ওর টেবিলের বোতল থেকে পোশান ছলকে বেরিয়ে আগুন লেগে ওর পোশাক জ্বলে গেল সেটা মার্ক করেছ?

– কবে থেকে স্নেইপ আমার ওপর সদয়? হ্যারি বললো।

তিনজনেই চুপচাপ। ওরা জানে যেদিন থেকে হ্যারি হোগার্টস-এ পা রেখেছে স্নেইপ সেদিন থেকে ওর সঙ্গে অনাবশ্যক শত্রুতা করে চলেছেন।

হারমিওন হতাশাব্যঞ্জক স্বরে বললো, আমার মনে হয় এ বছরে হ্যারি ভালই করবে। কথাটা বলে আশপাশের অনেক শূন্য চেয়ার দেখে খুব চাপা গলায় বললো, এখন ও অর্ডারে শক্ত-পোক্তভাবে এসেছে।

রন বললো, বিষাক্ত কোলা ব্যাঙ তাদের শরীরের স্পট পাল্টায় না। যাই হোক, আমি সবসময় ভাবি ডাম্বলডোর একগুঁয়েমির মত কেন স্নেইপকে বিশ্বাস করেন। এমন কোন প্রমাণ আছে যা থেকে বলতে পার ও ইউ-নো-হুর জন্য কাজ বন্ধ করে দিয়েছে?

হারমিওন বললো, আমি মনে করি ডাম্বলডোরের কাছে প্রচুর প্রমাণ আছে, তোমাকে সেটা নাও জানাতে পারেন রন।

হ্যারি বললো, দয়া করে তোমরা দুজন থামবে। রন হয়ত সেই সময় কিছু বলতে যাচ্ছিল। হ্যারির তীক্ষ্ম কথায় চুপ করে গেলেও হ্যারির উদ্ধত আচরণে শুধু রেগে গেল তা নয় মনে আঘাতও পেল।

দয়া করে তোমরা একটু চুপ করে বসে থাকবে? হ্যারি বললো, তোমরা যা খুশি তাই ভাবছ, বলেও যাচ্ছ, শুনতে শুনতে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাব। কথাটা বলে 'শেফার্ডস পাই' অর্ধসমাপ্ত রেখে, পিঠে স্কুল ব্যাগটা চাপিয়ে হল থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ির দু'ধাপ একই সঙ্গে টপকাতে টপকাতে নিচে নামতে থাকে। বহু ছাত্র লাঞ্চের জন্য হুড়োহুড়ি করে গ্রেট হলে চলেছে। হঠাৎ হ্যারি রেগে গিয়েছিল, তখনও ও রাগে গরগর করছে, রাগ কমেনি। রন আর হারমিওনের আহত মুখটা মনে করে ওর খুব আনন্দ হতে লাগল।

'যা করা উচিত তাই করেছি। যেমন কর্ম তেমনি ফল। সবসময় ব্যাগ ব্যাগ, চুপ করে থাকতে পারে না।'

ল্যান্ডিং-এ স্যার ক্যাডোগ্যানের ছবি পার হবার সময় ওর মনে হল স্যার

ক্যাডোগ্যান যেন হাতের তলোয়ারটা ওকে আঘাত করার জন্য ভয়ানকভাবে তুলে ধরেছেন। হ্যারি যেন তাকে ভ্রুক্ষেপ করেনি, এমনি মুখের ভাব করলো।

স্যার ক্যাডোগ্যানের ক্যাপটা তার মুখটা প্রায় ঢেকে দিয়েছে। হ্যারি শুনতে পেল ক্যাডোগ্যান বিশ্রীভাবে বলছে, এই যাচ্ছ কোথায় এদিকে এস রুগ্ন কুকুর! সোজা হয়ে দাঁড়াও, যুদ্ধ কর!

হ্যারি সেই ছবির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিচে নামতে লাগল; কিন্তু মনে হল স্যার ক্যাভোগ্যান ওকে ধাওয়া করছে।

নর্থ টাওয়ারের গুপ্ত দরজার নিচে একলা বসে হ্যারি লাঞ্চ টাইমের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিল। পরের ক্লাসের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে দাঁড়ালো। সিল্‌ভার ল্যাডার ধরে ট্রিলনির ক্লাসরুমে হ্যারিই প্রথম ঢুকল।

পোশান বানাবার পদ্ধতি ক্লাসের পর, সবচেয়ে বিরক্তিকর ক্লাস যদি হয় সেটা হল 'ভবিষ্যৎ বলা'। তার প্রধান কারণ ট্রিলনির স্বভাব তিনি অকালমৃত্যু সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী বলেন প্রতিটি লেসনের পর। মহিলাটিকে দেখলেই হ্যারির মনে হয় কতগুলো পোকা সামনে কিলবিল করছে। রোগাটে লম্বা চেহারা, গায়ে শাল জড়ান, তাতে চুমকি লাগান– আলো পড়ে ঝিকমিক করে, মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় দেখায়।

হ্যারি যখন ট্রিলনির ঘরে ঢুকল তখন তিনি চামড়ায় বাঁধান মোটা মোটা বই টেবিলে ছড়িয়ে বসে রয়েছেন। অল্প আলো বাতিটার সামনে দুটো কাঠের টুকরো দিয়ে ঢাকা। ঘর গরম রাখার জন্য সরু সরু কাঠ জ্বালান– তারই গন্ধ। হ্যারি ঘরে ঢুকেছে ট্রিলনি একটুও লক্ষ্য করেননি। হ্যারি একটা চেয়ারে বসে পড়ল। জায়গাটা ছায়াতে অন্ধকার। ক্লাশের বাকি ছাত্ররা পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘরে ঢুকে পড়ল। রন গোপন সিঁড়ি দিয়ে ঢুকে চারদিক তাকিয়ে হ্যারিকে আবিষ্কার করল। ওর চেয়ার থেকে সামান্য দূরে বসল।

হ্যারিকে বললো– হারমিওন আর আমি বোকার মতো কথা বলা বন্ধ করেছি। কথাটা বলে রন ওর কাছে বসল।

– খুব ভাল, হ্যারি বললো।

রন বললো– হারমিওন বলেছে, তুমি যদি না বুঝে আমাদের ওপর অযথা রাগ না দেখাও তাহলে ভাল হয়।

– আমি অযথা রাগ করি না।

– না, আমি শুধুমাত্র খবরটা তোমাকে দিলাম, রন বললো।

– তবে আমার মতে হারমিওনের কোন দোষ নেই। ও সঠিক কথা বলেছে। সিমাস আর স্লেইপের ব্যবহারের জন্য আমরা দায়ী নই।

– এমন কথা তো আমি তোমাদের বলিনি, হ্যারি বললো।

– প্রসেসর তার স্বাভাবিক কুহেলী স্বপ্নালু কণ্ঠে বললেন, ভবিষ্যত বলার ক্লাসে যোগদানের জন্য তোমাদের সকলের জন্য আমার অভিনন্দন। আমি ছুটির সময় তোমাদের সকলের ভাগ্য খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করেছি। বিচার করবার পর আমি অতিশয় খুশি হয়েছি যে তোমরা সকলে নিরাপদে হোগার্টসে এসে পৌঁছে গেছে। অবশ্য, আমি জানতাম তোমরা নিরাপদে আসবে।

– তোমরা তোমাদের টেবিলের সামনে দেখতে পাবে 'দ্য ড্রিম' ওরাকেলের বই-এর কপি। বইটি লিখেছেন ইনিগো ইমাগো। ভবিষ্যৎ বলার অন্যতম প্রধান উপকরণ হচ্ছে স্বপ্নের যথার্থ ব্যাখ্যা। এই যুক্তির পরীক্ষা তোমাদের OWL-এ সম্ভবত করা যেতে পারে। যখন ভবিষ্যত বলার কুশলতা তোমাদের রপ্ত হবে তখন পরীক্ষায় কৃতকার্য বা অকৃতকার্য কোনও দিক থেকেই তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে না। তোমাদের যদি ভবিষ্যৎ জানার শক্তি থাকে, তাহলে সার্টিফিকেট, গ্রেডস খুবই নগণ্য হবে। তবু হেডমাস্টার চান তোমরা পরীক্ষায় বসবে।

এমন সুচারুরূপে ট্রেলওয়েল কথাগুলো বললেন, যাতে ছাত্রদের কোনও সন্দেহ থাকে না যে তার অভিমত পরীক্ষার চাইতে অনেক বেশি মূল্যবান!

– হ্যাঁ, তোমরা 'দ্য ড্রিম অব ওরাকেলের' ভূমিকা পৃষ্ঠাটি খোল। খুলেছ? হ্যাঁ এবার মন দিয়ে পড় ইমাগো, স্বপ্ন নিয়ে কি বলেছেন। এবার তোমরা দু'জনে মিলে এক একটি দল গঠন কর। তোমাদের হালে দেখা স্বপ্ন নিয়ে 'ড্রিম ওরাকেল' কি ব্যাখ্যা করেছে তা নিয়ে আলোচনা কর, করে যাও।

রনের মনে হয় ভালই, তাহলে ডবল পিরিয়ড হবে না। বইটা পড়া শেষ হলে হাতে মাত্র তখন দশমিনিটের মত সময় রয়েছে– স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার। হ্যারিও রনের পরের টেবিলে, ডিন নেভিলের সঙ্গে দল গঠন করেছে। ডিন বললো– ও এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে: ওর গ্রান্ডমাদারের সবচেয়ে সুন্দর টুপিতে দুটো বড় বড় কাঁচি ঝোলান। ইমাগোর লেখা অনুসারে তারও ব্যাখ্যা করল, বেশ বড়সড়ো ব্যাখ্যা।

হ্যারি ও রন ডিনের মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল।

রন হ্যারিকে বললো– আমার স্বপ্ন মনে থাকে না। তুমি একটা বলো।

হ্যারি বললো– তা হতে পারে না, তুমি একটা ভেবে বল।

হ্যারি ওর দেখা স্বপ্ন কাউকে জানাতে চায় না। ও নিত্য স্বপ্ন দেখে, কবরখানায় ইউ-নো হুর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড! সেই বিকট নিশাস্বপ্ন বাক শান্তি লুপ্ত করা স্বপ্ন সেটা কাউকে জানাতে চায় না। সেটা ব্যাখ্যার জন্য রন, প্রফেসর ট্রিলনি অথবা তার বোকা বোকা 'ড্রিম ওরাকল' ওর দরকার হয় না।

গত রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি কিডিচ খেলছি, তার কী ব্যাখ্যা করতে চাও?

হ্যারি 'ড্রিম ওরাকলের' পাতা উল্টে বললো– খুব সম্ভব বিলের ধারে জন্মান বিরাট এক গুল্ম বা ওইরকম কিছু একটা তোমাকে গ্রাস করতে এসেছিল। পাতা

উল্টান বা বলার সময় হ্যারি কোনরকম উৎসাহ না দেখিয়ে কিছু বলতে হবে বলেই বললো।

ক্লাস শেষ হবার পর প্রফেসর ট্রিলনি বললো, তোমরা সকলে বেশ বড় মত একটা ডায়রিতে, তোমাদের প্রতি রাতের স্বপ্ন লিখে রাখবে।

ওরা কেউই খুশি হলো না। স্নেইপ, বিনস, ট্রিলনি সকলেই গাদা গাদা হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। তার চাপে ওদের ঘাড় ভেঙে যাবার উপক্রম। ওরা ভাবল আমব্রিজ যেন ওদের কোনও হোমওয়ার্ক না দেন।

ফ্রেড আর জর্জ তাহলে আউল ইয়র বলে কিছু ভুল করেনি।

প্রফেসর আমব্রিজ ক্লাশরুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কোলাহল বন্ধ হয়ে গেল। প্রফেসর আমব্রিজ ডার্ক আর্টসের বিরুদ্ধে দু'মুখী লড়াই সম্বন্ধে বলবেন।

– ওয়েল, শুভ সন্ধ্যা, আমব্রিজ বললেন।

ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী সমবেত কণ্ঠে বললো, শুভ সন্ধ্যা।

আমব্রিজ লক্ষ্য করলেন দু'একজন শুধু ঠোঁট নাড়ল, তারা ভালভাবে শুভ সন্ধ্যা বলেনি।

টাই টাই, প্রফেসর আমব্রিজ বললো, নানা ওইরকমভাবে নয়। আবার সমবেত কণ্ঠে বললো, 'শুভ সন্ধ্যা'। প্রফেসর আমব্রিজ, এই কথাগুলো বলা কী খুবই শক্ত। তোমাদের দণ্ড সরিয়ে রেখে কুইল, কালি, পার্চমেন্ট বার কর।

জাদুদণ্ড সরিয়ে রাখার আদেশ সাধারণত অন্য প্রফেসরদের কাছে ছাত্ররা শোনে না তাই সরিয়ে রাখার সময় সকলের মুখ গোমড়া হল। প্রফেসর আমব্রিজের লেসন ওদের ভালই লাগে। হ্যারি জাদুদণ্ড ওর ব্যাগের মধ্যে রেখে পাখির পালকের কলম, কালি আর পার্চমেন্ট বার করল। প্রফেসর আমব্রিজ তার ব্যাগ খুলে জাদুদণ্ড বার করলেন। দণ্ডটা ছোট মাপের। দণ্ড ব্ল্যাকবোর্ডে ছোঁয়াতেই ফুটে উঠল

ডার্ক আর্টসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ
মূল নিয়মের পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন

ওয়েল, এই বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণ হয়েছিল, ঠিক না? আমব্রিজ দুটো হাত এক করে বললেন। একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, ঘন ঘন শিক্ষক পরিবর্তন, শিক্ষার বিষয় পরিবর্তন, জাদু মন্ত্রণালয়ের পাঠ্যক্রম ইত্যাদি তোমাদের শিক্ষার মান অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আশা করি OWL ইয়ারে আমাদের যথাসম্ভব শিক্ষার স্তর বা মানের পরিবর্তন হবে।

এখন ওই সমস্যাগুলি দূরিভূত করতে হবে। তাই মন্ত্রণালয়ের সুচিন্তিত ও

নুমোদন থিয়োরি সেন্টার্ড প্রতিরোধের কোর্স বিশেষভাবে আমাদের মেনে চলতে হবে। অনুগ্রহ করে পাঠ্য বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য লিখে নাও।

১. প্রতিরোধ জাদুর জ্ঞান ও মূল বিষয়
২. কোন অবস্থায় প্রতিরোধ জাদু আইন অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে
৩. প্রতিরোধ জাদুর ব্যবহার প্রাসঙ্গিকতা

বেশকিছু সময় ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাগ থেকে পালকের কলম বার করা ও পার্চমেন্ট সামনে রাখার শব্দে ঘরটা মুখরিত হল। প্রফেসরের তিন উদ্দেশ্য লিখে নেবার পর প্রফেসর আমব্রিজ বললেন, তোমাদের কাছে উইলবার্ট স্লিনখার্দ এর লেখা ডিফেন্স ম্যাজিক্যাল থিয়োরি বইটি আছে?

ক্লাসরুমে আবার মৃদু গুঞ্জন শোনা গেলো।

প্রফেসর আমব্রিজ বললেন, আমার মনে হয় আরেকবার ওইগুলো প্রয়োগের চেষ্টা করা যাক। আমি তোমাদের প্রশ্ন করলে তোমরা জবাব দেবে– 'হ্যাঁ প্রফেসর আমব্রিজ' অথবা 'না প্রফেসর আমব্রিজ'। তাহলে ধরে নিলাম তোমাদের সবার কাছে উইলবার্টের ডিফেন্সিভ ম্যাজিক্যাল থিয়োরি বইটির কপি আছে?

– হ্যাঁ প্রফেসর আমব্রিজ। ক্লাসরুম মুখরিত হল।

– ভাল, প্রফেসর আমব্রিজ বললেন, এবার তোমরা বইয়ের পাঁচ পাতা খুলে পড়। প্রথম পরিচ্ছেদ, প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিক্ষা। এখন কোনও কথা বলার প্রয়োজন নেই।

প্রফেসর আমব্রিজ ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে থেকে সরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন। ব্যাঙের মত ফোলা ফোলা চোখে কে কি করছে দেখতে লাগলেন। হ্যারি পাঁচ পাতা খুলে ম্যাজিক্যাল থিওরিতে যা লেখা আছে তা পড়তে থাকে।

জঘন্য! প্রফেসর বিনসের পাঠের চেয়েও রসকষহীন। একটু একটু করে ওর একাগ্রতা উবে যাচ্ছে অনুভব করে, ও বইয়ের প্রথম লাইনটা বারবার পড়তে থাকে। পাশে রন বসে পাখির পালকের কলমটা অন্যমনস্কভাবে আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাতে থাকে। ও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যারি ওকে সচেতন করার জন্য নাড়া দিল। ওদিকে হারমিওন ডিফেনসিভ ম্যাজিক থিওরির বই সামনে রেখে বসে আছে, বইটা খোলেনি তা আবার পাঁচ পাতা! ও একটা হাত শূন্যে তুলে প্রফেসর আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হ্যারি এর আগে কখনও হারমিওনকে কোন প্রফেসরের দেয়া কাজ, নির্দেশ অমান্য করতে দেখেনি। হ্যারি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হারমিওনের মুখের দিকে তাকাল। হারমিওন সামান্য মাথাটা নাড়ল। স্পষ্ট ইঙ্গিত ওর প্রফেসর আমব্রিজের প্রশ্নের জবাব দেবার মোটেই ইচ্ছে নেই। সেই একই রকমভাবে ও প্রফেসর আমব্রিজের

মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বইয়ের পরিচ্ছেদ এতই একঘেঁয়ে যে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী বইটা না পড়ে হারমিওনের মত তাকিয়ে রইল।

প্রফেসর আমব্রিজের চোখে পড়ল ছাত্রছাত্রীদের বই সামনে রেখে নির্বাক হয়ে বসে থাকা। কতটা সময় তিনি ওই অবস্থা মেনে নেবেন?

আমব্রিজ বললেন, এই চ্যাপ্টার সম্বন্ধে তোমার কোনো প্রশ্ন আছে হারমিওন?

হারমিওনের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে প্রশ্ন করলেন আমব্রিজ যেন তার কথামত হারমিওন খুব মনোযোগ দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদটা পড়েছে।

হারমিওন বললো– না।

– তোমার যদি অন্য কোন প্রশ্ন থাকে, তাহলে ক্লাস শেষ হবার পর আমরা আলোচনা করতে পারি।

– হারমিওন বললো– আপনার আজকের কোর্সের এইমস্ সম্বন্ধে আমার কিছু প্রশ্ন আছে।

– কথাটা শুনে আমব্রিজ দু'চোখের ভুরু তুলল। তোমার নাম জানতে পারি?

– হারমিওন গ্রেঞ্জার।

– তুমি যদি ভূমিকা ও এক নম্বর পরিচ্ছেদ পড় তাহলে অবশ্যই জানতে পারবে।

– দুঃখিত প্রফেসর। আমি খুব ভাল করে পড়েছি, কিন্তু প্রতিরোধের জাদুমন্ত্র সম্বন্ধে কিছুই বিস্তারিত নেই এ বইতে।

ঘর স্তব্ধ! অনেক ছাত্রছাত্রী বোর্ডের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ইউজিং ডিফেনসিভ স্পেলস্'? প্রফেসর আমব্রিজ কথাটা বলে হাসল। আমার ক্লাসে কেন আমি আশা করতে পারি না যে, এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হোক যাতে তুমি প্রতিরোধের জাদু ব্যবহার করতে পারবে, মিস গ্রেঞ্জার? তুমি নিশ্চয়ই সেইরকম কিছু আক্রমণের আশা করছো না?

রন বেশ জোর দিয়ে বললো– আমরা জাদু প্রয়োগ করতে চাই না।

– প্রিয় ছাত্ররা, যারা আমার ক্লাসে আমার সঙ্গে বলতে চাইবে তারা হাত তুলবে, মিঃ...?

– রন একটা হাত তুলে বললো উইসলি।

আমব্রিজ রনের দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে হাসলেন। মৃদু নয়, মুখ অনেকটা বড় করে। হ্যারি ও হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে রনের মত হাত তুলল। প্রফেসর আমব্রিজ হ্যারির মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হারমিওনের দিকে তাকালেন। তারপর ওকে বললেন, হ্যাঁ, মিস গ্রেঞ্জার? তুমি কিছু বলতে চাইছ?

হারমিওন বললো ডার্ক আর্টসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মানে জাদু দ্বারা প্রতিহত

করা?

প্রফেসর তার মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে এনে বললেন– তুমি কী মন্ত্রণালয় দ্বারা শিক্ষিত একজন শিক্ষাদানের কুশলী?

– না, কিন্তু...।

– আমার মনে হয়, তোমার তাহলে সমগ্র বিষয়টা শিক্ষাদানের ক্লাসে বসে প্রকাশ করা ঠিক নয়। জাদুকররা তোমার চেয়েও বয়সে বড় চালাক। আমাদের নতুন স্টাডি প্রোগ্রাম বোঝার ব্যাপারে আমি যা বলছি তা মেনে চললে আশাকরি কোনরকম বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

– হ্যারি উচ্চস্বরে বললো, সেটা কী?

– হাত তোল মি. পটার।

হ্যারি আবার ওর মুঠো করা হাত তুলল। প্রফেসর আমব্রিজ ওর দিকে তাকালেন না। আরও কিছু ছাত্র হাত তুলল।

– প্রফেসর আমব্রিজ ডিনকে বললেন, হ্যাঁ, তোমার নাম?

– ডিন টমাস

– আচ্ছা, মি. টমাস।

– হ্যারি যা বলেছে তাই ঠিক। আমাদের কেউ আক্রমণ করলে সেটা বিপদ-আপদের বা ঝুঁকিবিহীন নাও হতে পারে। প্রফেসর আমব্রিজ বললেন– কী মনে কর, এই ক্লাসের মধ্যে আক্রমণ হবে?

– না, তবে...।

– এই স্কুলের পড়াশুনা ও কাজকর্ম সম্বন্ধে আমি কোনও বিরূপ মন্তব্য করছি না। কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন জাদুকরদের আক্রমণের মুখোমুখি রয়েছ। যার নাম না বলাই ভাল। কতিপয় মারাত্মক বর্ণসঙ্কর ব্যক্তির।

ডিন রাগে ঠক ঠক করতে করতে বললো– আপনি কী প্রফেসর লুপিনের উদ্দেশ্যে কথাটা বলছেন? বলতে পারেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

– মি. টমাস, তুমি যা ভাবছ, যা বলতে চাইছ বা যা মন্তব্য করলে তা তোমার বয়সের ছাত্রদের মানায় না। তুমি সদাই ভীত এই ভেবে যে, একদিন না একদিন ডার্করা তোমাকে আক্রমণ করবে।

হারমিওন বললো, না, সেরকম কিছু আমরা বলছি না। আমরা বলছিলাম...।

– মিস গ্রেঞ্জার তুমি কিন্তু কথা বলার আগে মি. টমাসের মত হাত তোলোনি।

হারমিওন হাত তুললেও প্রফেসর আমব্রিজ ওর দিকে তাকালেন না।

–আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার আগে যারা তোমাদের পড়াতেন, তারা কতগুলো বেআইনী অমঙ্গলকর জিনিস তোমাদের সামনে করেছিলেন। অনেক কার্স তোমাদের ওপর পারফর্ম করেছিলেন।

– তাকে কী উম্মাদ মনে করেন? আমরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, ডিন বললো।

– মি. টমাস তুমি কিন্তু কথা বলার আগে হাত তোলোনি! মন্ত্রণালয়ের মতে তত্ত্বীয় জ্ঞান তোমাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের জন্য যথেষ্ট, এর জন্যই স্কুল।

– পার্বতী হাত তুলল।

– আহ! তোমার নাম?

– পার্বতী পাতিল। তারই সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষা ডার্কআর্টস OWL-রিপোর্টে আছে।

আপনি কী বলতে পারেন কাউন্টার অ্যাটাকের জন্য তার দরকার নেই?

– আমার মনে হয়, তত্ত্বীয় জ্ঞান (থিওরী) যথেষ্ট। আমি বুঝতে পারছি না, এই সুচিন্তিতভাবে শিক্ষা গ্রহণের পর কেন তোমরা সেটা পারবে না।

– ব্যবহারিক শিক্ষা আগে না করেই, পরীক্ষা দেবার সময় করলেই হবে?

– আবার বলছি, ক্লাশে তাত্ত্বিক শিক্ষা যথেষ্ট।

– শুধুমাত্র তাত্ত্বিক শিক্ষাতে সবকিছু সমাধান হবে না। বাইরের জগতে সেই শিক্ষার সাথে সাথে কার্যকরী শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

– মি. পটার এটা স্কুল বাইরের জগত নয়।

আচ্ছা! তাহলে বাইরের আক্রমণ থেকে আমাদের তৈরি থাকার প্রয়োজন নেই? হ্যারির গলা শুনে মনে হয় ধৈর্য্যের সীমা হারিয়েছে।

– কারা তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের এইখানে আক্রমণ করতে পারে বলবে?

– হুঁ, ভাবতে দিন, হতে পারে লর্ড ভল্ডেমর্ট? হ্যারি চিন্তা করছে এমন ভান করে বললো।

রন হাঁফায়, ল্যাভেন্ডার ব্রাউন সামান্য আঁতকে ওঠার শব্দ করে, নেভিল ওর স্কুলের পাশে পড়ে যায়, প্রফেসর আমব্রিজ এক চুলও সরেন না। শুধু গম্ভীর মুখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

–দশ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডর থেকে কাটা গেল, মি. পটার।

নিস্তব্ধ ক্লাসরুম। সকলের দৃষ্টি হ্যারি অথবা আমব্রিজের দিকে।

এখন কিছু কথা তোমাদের পরিস্কার করে বলতে চাই। তোমাদের বিশ্বাস একজন অনিষ্টকারী জাদুকর, মৃত্যুর পরও ফিরে এসেছে।

হ্যারি বললো না সে মৃত নয়। হ্যাঁ সে ফিরে এসেছে।

– মি. পটার তোমার হাউজ দশ পয়েন্ট হারিয়েছে, তোমার জন্য আরও খোয়াবে। যা বলছ, সবই মিথ্যা।

– না, মিথ্যা নয়। আমি ওকে দেখেছি ও তার সাথে লড়াইও করেছি।

– না, পরিষ্কার কণ্ঠে শোন মন্ত্রণালয় বিশ্বাস করে না ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে। তুমি এই বিষয়ে আমার সঙ্গে পাঁচটার পর আমার ঘরে কথা বলতে পার। আমি তোমাদের শুধু শিক্ষক নই বন্ধুও। যাক, বই-এর পঞ্চম পৃষ্ঠা খোল 'বেসিকস ফর বিগিনারস'।

হ্যারি তখনও দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। ও হারমিওন, সিমাস, রন কারও কথা শুনতে চায় না।

– তাহলে আপনি বলতে চান সেড্রিক ডিগরীর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছে? কেউ তাকে হত্যা করেনি?

– প্রফেসর আমব্রিজ বললেন, সেড্রিকের মৃত্যু একটি দুঃখজনক মৃত্যু।

– স্বাভাবিক নয় ওকে হত্যা করা হয়েছিল। ভোল্ডেমর্ট ওকে হত্যা করেছে তা আপনি ভাল করেই জানেন।

কথাটা শুনে প্রফেসর আমব্রিজ শান্ত রইলেন। এত শান্ত যে বলা যায় না। বাচ্চা মেয়ের মতো মধুর গলায় বললেন, এদিকে, এদিকে আমার কাছে এস স্নেহের পটার।

হ্যারি পটার চেয়ারে লাথি মারল, ক্রুব্ধ দৃষ্টিতে রন- হারমিওন, নেভিল কারও অনুরোধ না মেনে। সোজা আমব্রিজের সামনে দাঁড়াল।

ক্লাসের বন্ধুরা হ্যারির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

প্রফেসর আমব্রিজ এক রোল গোলাপি পার্চমেন্ট, হ্যান্ডব্যাগ থেকে বার করে টেবিলে লম্বা করে খুললেন। কালির বোতলে পালকের কলমটা ডুবিয়ে এমনভাবে কিছু লিখতে লাগলেন যাতে হ্যারি সেই লেখা পড়তে না পারে। সকলেই চুপচাপ। প্রায় এক মিনিট পর সেই পার্চমেন্টটা গোল করে পাকিয়ে তাতে ম্যাজিক ওয়ান্ড ছোঁয়ালেন। রোলটার মুখ আপনা আপনি সিল হয়ে গেলো। হ্যারির হাতে দিয়ে বললেন, এটা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে দিয়ে দেবে।

হ্যারি পাকানো সিল করা পার্চমেন্টটা হাতে করে ক্লাস রুমের বাইরে গিয়ে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। হারমিওন বা রন কারও দিকে ফিরেও তাকাল না। ম্যাকগোনাগলকে দেবার কাগজটা শক্ত করে হাতে চেপে জাদুবিদ্যালয়ের পালিত হল্লাবাজ ভূত পিভসের সামনে দাঁড়াল। পিভস হাওয়াতে ভাসতে ভাসতে তখন এক গাদা কালির দোয়াত দিয়ে জাগলিং করছিল। পিভস বললো, পট্টি উই পটার ওটা কী? ওর হাত থেকে দোয়াত পড়ে গিয়ে দেয়ালে কালি মাখামাখি হয়ে গেল। হ্যারি লাফিয়ে পিছু হটে গেল।

– এখান থেকে কেটে পড় পিভস।

– তাই নাকি? খিট খিটে লোকটা বেজায় খিট খিট করছে, পিভস বললো। হ্যারিকে দেয়ালের দিকে টেনে এনে ওর বুকে চেপে বসে বললো– এখন কটা

বেজেছে আমার প্রিয় বন্ধু পট্টি? কারও কথা শুনতে পাচ্ছ? দেখতে পাচ্ছ কথা বলতে? পিভস ওর বিরাট জিবটা ল্যাক ল্যাক করে বিরাট একটা র‍্যাস্‌পবেরী বার করে বললো।

হ্যারি বললো, আমাকে একা থাকতে দাও বলছি। তারপর পিভসকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল। পিভস সিঁড়ির রেলিং-এর ধারে বসে বলে উঠল

'সবাই ভাবে আমি পাজি, আমি চেঁচিয়ে বেড়াই।
আমি তো ভাই ভাল মানুষ, দুঃখী আমি তাই
তবে পিভসি জানে, সে বলে পাগল সে ভাই'–

চুপ কর।

বাঁদিকের দরজাটা খুলে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মুখ গম্ভীর, একটু চিন্তাগ্রস্থ।

– পটার, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? ক্লাসে যাওনি কেন?

– আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। প্রফেসর আমব্রিজের দেয়া সিল করা চিঠিটা ও প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের হাতে দিল।

ম্যাকগোনাগল ওর হাতের ম্যাজিক ওয়ান্ড দিয়ে মুখটা খুলে আমব্রিজের পাঠান চিঠিটা ভুরু কুঁচকে পড়তে লাগলেন। হ্যারি দেখল প্রফেসরের বড় বড় চোখ দুটো চশমার কাঁচের আড়ালে ঘোরাফেরা করছে। প্রতিটি লাইন পড়ার পর চোখ দুটো ছোট হয়ে আসছে।

– ভেতরে এস পটার।

– পটার, ম্যাকগোনাগলের পিছু পিছু ঘরে ঢুকতেই দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

– প্রফেসর আমব্রিজ যা লিখেছেন তা সত্য?

– কী সত্য? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

– তুমি প্রফেসর আমব্রিজের মুখের ওপর চিৎকার করে কথা বলেছ?

– হ্যাঁ, হ্যারি বললো।

– তুমি ওকে মিথ্যাবাদী বলেছ ইউ-নো-হু যার নাম বলা যায় না সে ফিরে এসেছে?

– হ্যাঁ।

হ্যারির কথা শোনার পর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার চেয়ারে বসে অনেকটা সময় হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, পটার, একটা বিস্কুট খাও।

– কি খাব?

– একটা বিস্কুট। টেবিলের ওপর একগাদা কাগজের ওপর রাখা এক প্যাকেট

বিস্কুট দেখিয়ে ম্যাকগোনাগল বললেন। বস।

এর আগে কোনও এক ঘটনায় প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ওকে বেত মারার বদলে ওকে গ্রিফিন্ডর কিডিচ টিমে সামিল করেছিলেন। হ্যারি সামনে রাখা চেয়ারে বসে হাত বাড়িয়ে প্যাকেট থেকে একটা জিঞ্জার নেট বিস্কুট নিল। ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কঠিন দৃষ্টিতে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন।

– পটার তোমার সাবধানে কথা বলা দরকার ছিল।

– হ্যারি মুখ ভর্তি বিস্কুট নিয়ে ম্যাকগোনাগলের দিকে তাকাল। ম্যাকগোনাগলের গলার স্বরটা যেন একটু অন্যরকম। কর্কশ, দৃঢ় বা কঠোর নয়। স্নেহার্ত।

– তুমি তো জান আমব্রিজের ক্লাসে অশোভন ব্যবহার, কথাবার্তা বললে তোমার নম্বর কাটা ছাড়া আরও কড়া শাস্তি পেতে হবে, যেমন ক্লাস শেষ হবার পর ডিটেনসন (আটক থাকা)।

– তাহলে কি করতে চান?

– পটার বুদ্ধিমান, চালাক ছেলের মত কথা বল। তুমি জান কোথা থেকে তিনি এসেছেন আর কাকে রিপোর্ট করতে পারেন।

ঘরের ভেতর থেকে হ্যারি ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা শুনতে পেল। সারা করিডর ছাত্রছাত্রীদের কলরবে ভরে উঠল। দম দম, খট খট পদ শব্দ।

এই চিঠিতে আমব্রিজ লিখেছেন স্কুলের ছুটির পর তোমাকে সাত দিন ঘরে আটক থাকতে হবে শাস্তি শুরু হবে আগামীকাল থেকে। প্রফেসর কথাটা বলে আমব্রিজের নোটের দিকে মাথা নিচু করে আবার পড়তে লাগলেন।

– প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লাস শেষ হবার পর? হ্যারি একটু আতঙ্কিত হয়ে বললো, কিন্তু প্রফেসর আপনি কি পারেন না?

– না, আমি পারি না, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল মুখ তুলে বললেন।

– কিন্তু...।

– তিনি তোমার শিক্ষক। তোমার অপরাধের জন্য শাস্তি দেয়া তার এখতিয়ারভুক্ত। কাল থেকে পাঁচটার পর তুমি তার ঘরে যাবে; আর ডোলরেস আমব্রিজের সঙ্গে ভবিষ্যতে সতর্ক হয়ে কথা বলবে।

– কিন্তু আমি তো সত্যি কথা বলেছি। আমি বলেছি, ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে। আপনি শুধু নয় প্রফেসর ডাম্বলডোরও সেকথা জানেন।

– ঈশ্বরের দোহাই পটার! প্রফেসর ম্যাকগোনাগল চোখের চশমা ঠিক করতে করতে বললেন। ভোল্ডেমর্টের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হলেন। কথাটা সত্য কি মিথ্যা তুমি কেমন করে জানবে? শোন, তোমায় যা পরামর্শ

দিলাম, মাথা ঠাণ্ডা করে তাই করবে।

কথাটা বলে ম্যাকগোনাগল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সাথে সাথে হ্যারি পটারও দাঁড়ালো

বিস্কুটের টিনটা পটারের দিকে এগিয়ে দিয়ে ম্যাকগোনাগল বললেন, নাও বিস্কুট খাও। অযথা নিজেকে উপহাসের পাত্র করবে না।

– হ্যারি মুখ গোঁজ করে একটা বিস্কুট নিল।

– পটার তুমি টার্ম শুরু হবার ভোজের দিন আমব্রিজের বক্তৃতা শোননি?

– শুনেছি, হ্যাঁ শুনেছি। প্রফেসর আমব্রিজ বলেছিলেন, প্রোগ্রেস অসিদ্ধ করা হবে, তার মানে মন্ত্রণালয় হোগার্টস স্কুলের কাজকর্মে বাধা দেবার চেষ্টা করছে।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল পটারের কথা শুনে ওর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক সেকেন্ড তাকালেন– আমি জানি তুমি হারমিওন গ্রেঞ্জারের কথাবার্তা শুনে বলছ। এবার তুমি যেতে পার।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ডিটেনসন উইথ ডলোরেস

গ্রীষ্মের ছুটির পর গ্রেট হলের ডিনার হ্যারির কাছে মোটেই আনন্দদায়ক হয়নি। রন ও হারমিওনের পাশে বসে খাবার সময় চতুর্দিক থেকে ফিস ফিস গুঞ্জন শুনতে পেল হ্যারি। সবচেয়ে মজার কথা, যারা ফিসফিস করছে তাদের মোটেই খেয়াল নেই যার সম্বন্ধে ওরা বলছে তার কানে সব যাচ্ছে। ওদের মতলব, হ্যারি খুব রেগে গিয়ে চেঁচামেচি করবে। তাহলে ওর মুখ থেকে আসল কথা শুনতে পাবে। যাকে বলে গোড়ার খবর।

– ও বলেছে সেড্রিক ডিগরিকে ও খুন হতে দেখেছে। – ওর ধারণা, ও নাকি ইউ-নো-হুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করেছে।

– ছাড় তো। – কাদের ও বুদ্ধু বানাচ্ছে? – যত্তো সব বাজে কথা।

হ্যারি ওর হাতের কাঁটা চামচ প্লেটে রেখে বললো– (ওর রাগে হাত কাঁপছে, ঠিকমত ওগুলো ধরতে পারছে না) আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তাহলে দু' মাস আগে ডাম্বলডোর যখন ওদের এই কথা বলেছিলেন, তখন ওরা বিশ্বাস করেছিল কেন?

হারমিওন গম্ভীর মুখে বললো, কথাটা হচ্ছে হ্যারি, আমি এখনও নিশ্চিত নই যে, ওরা তার কথা বিশ্বাস করেছিল কি না। চল এখান থেকে আমরা যাই।

কথাটা বলে হারমিওনও ওর হাতের কাঁটা চামচ শব্দ করে প্লেটে রেখেদিল। বেচারা রনের তখনও 'অ্যাপেল পাই' খাওয়া শেষ হয়নি। বাধ্য হয়ে খাওয়া ছেড়ে ওদের সঙ্গে সঙ্গে হল ছেড়ে চলে গেল। সকলে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো। হ্যারি বললো, আশ্চর্য! তুমি কী বলতে চাইছ? ওরা তাহলে ডাম্বলডোরের কথা বিশ্বাস করেনি? ওরা তখন দোতলায় পৌঁছে গেছে।

হারমিওন শান্তস্বরে বললো– ওই ঘটনার পর কি হয়েছিল তুমি ঠিকমত বুঝতে

পারনি। তুমি সেড্রিকের মৃতদেহ নিয়ে লনের মাঝে বসেছিলে।

– আমরা কেউ তো ব্যাপারটা চাক্ষুষ দেখিনি। আমরা শুধু হতবুদ্ধি হয়ে ডাম্বলডোরের কথা শুনছিলাম যে ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে, সেড্রিককে খুন করেছে, আর তোমার সঙ্গে লড়াই করেছে।

হ্যারি জোরে জোরে বললো, তাহলে সত্যি কথা কী?

হারমিওন বিরক্তি মাখা সুরে বললো, হ্যারি তুমি থামবে? তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনটে সত্যি, কোনটে মিথ্যে প্রমাণিত হবার আগেই স্কুলের ছুটি হয়ে গেল। সকলে যে যার বাড়ি চলে গেল। দু'দুটো মাস সেখানে পড়াশুনা করে কাটাল। আর কাগজে লিখলো তুমি একটা আধাপাগল আর ডাম্বলডোর এর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে!

গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে শূন্য করিডোর দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগলো। যাবার সময় ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা করিডোরের জানালার কাঁচে লেগে ফটফট শব্দ করতে লাগল।

প্রথমদিকে আটক থেকে হ্যারির মনে হয়েছিল একদিন যেন সাতদিন। ওর অনেক হোমওয়ার্ক আছে। শুতে যাবার আগে সেগুলো শেষ করতে হবে। ভাবতে ভাবতে ওর ডানদিকের চোখ ব্যথা করতে থাকে। ও বৃষ্টি ধৌত জানালার কাঁচের দিকে তাকাল। বাইরে অন্ধকার কিছু দেখা যায় না। ওরা ফ্যাট লেডীর করিডোরে এসে পৌঁছল। জানালা দিয়ে হ্যাগ্রিডের ঘরে বাতি দেখতে পেল না।

ফ্যাট লেডি কিছু প্রশ্ন করার আগেই হারমিওন পাস ওয়ার্ড বললো 'মিমবুলাস মিমব্লেটোনিয়া'। ফ্যাট লেডির পোট্রেট সরে যেতেই ওরা গর্তের ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ল।

কমনরুম বলতে গেলে ফাঁকা, অনেকেই তখন ডিনার শেষ করেনি। ক্রুকশ্যাংক একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়েছিল, ওদের দেখে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল। হ্যারি, রন আর হারমিওন ফায়ার প্লেসের কাছে ওদের প্রিয় চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। ক্রুকশ্যাংক এক লাফে হারমিওনের কোলে উঠে পড়ল। হ্যারি ফায়ার প্লেসের কাঠের আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল ক্লান্ত বিমর্ষভাবে।

বসে থাকতে থাকতে হারমিওন হঠাৎ ভীষণ জোরে বলে উঠল, ডাম্বলডোর কেন এরকম করলেন?

হারমিওনের কথা শুনে রন, হ্যারি আশ্চর্য হয়ে গেলো। ক্রুকশ্যাংক ওর কোল থেকে লাফিয়ে উঠল। ও এত জোরে চেয়ারের হাতলে চাপড় মেরেছে যে চেয়ারের ফোল্ডিং-এর ভেতরে যা ভরা ছিল টুকরো টুকরো হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ওই

পাজি মহিলাকে আমাদের ক্লাস নিতে বললেন? আমাদের OWL ইয়ারে? আশ্চর্য!

হ্যারি বললো, ডার্ক আর্ট টিচারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ এর জন্যে কোন শক্তি আছে কী? তোমরা জান ওটা কেমন? হ্যাগ্রিড আমাদের বলেছে, কেউ ওই ক্লাসটা নিতে চায় না। আমাদের দুর্ভাগ্য!

– ঠিক, কিন্তু এমন এক টিচারকে সেই সাবজেক্টটা নিতে বললেন যে আমাদের ম্যাজিক করতে দিতে চায় না। ডাম্বলডোর সত্যি কি চান বলো তো?

রন বললো, মিসেস আমব্রিজ খবরাখবর সংগ্রহের জন্য দু'একজন গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। মনে রেখো আমাদের মুখ থেকে তিনি জানতে চান ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে কি না।

– অবশ্যই তিনি আমাদের বিরুদ্ধে গুপ্তচর লাগিয়েছেন, কিন্তু তা না হলে ফাজ ওকে এখানে আসতে বলেছেন কেন? হারমিওন বললো।

হ্যারি বললো, এখন আর তর্ক করার সময় নয়। রনকে দেখে মনে হল কিছু বলতে চাইছে। হ্যারি বললো, যাক ওসব কথা, আমার এখন অনেক হোমওয়ার্ক করার আছে।

ওরা ঘরের এক কোণে রাখা স্কুল ব্যাগ নিয়ে এসে আবার ফায়ার প্লেসের কাছে বসল। ডিনার শেষ করে তখন অনেকেই কমন রুমে ফিরছে। হ্যারি ঘরে ঢোকার গর্তের দিকে না তাকালেও ওর মনে হল অনেকেই যেন ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হ্যারি কালিতে পালকের কলম ডুবিয়ে বললো, কি বল, স্নেইপের কাজ প্রথমে করা যাক? মুন স্টোনের উপাদান ও তার ব্যবহার। কথাগুলো বলতে বলতে ও পার্চমেন্টে লিখতে শুরু করল। লেখা হলে তার তলায় দাঁগ টানল। তারপর হারমিওনের মুখ থেকে কিছু শোনার প্রতিক্ষায় ওর দিকে তাকাল।

– তো, বল মুন স্টোনের কি কি উপাদান আছে আর পোসান বানানোর জন্য সেগুলো কি কাজে লাগে?

কিন্তু হারমিওন শুনছে না। ও অনেক দূরে বসে ফ্রেড, জর্জ আর লীজর্ডন কি বলছে সেইদিকে তাকিয়ে আছে। লীজোর্ডন প্রথম বর্ষের ছাত্র। খুব নিরীহ। ওরা সকলে বড় একটা পেপার ব্যাগ থেকে কিছু নিয়ে চিবুচ্ছে। পেপার ব্যাগটা ফ্রেডর হাতে।

হারমিওন বেশ রেগে রেগে বললো, ওরা যা ইচ্ছে তাই করছে। তারপর রনের দিকে তাকিয়ে বললো, এদিকে এস রন। রন বললো, হারমিওন তুমি এদিকে এস। ওরা মিষ্টি খাওয়াচ্ছে।

–তুমি কিন্তু ভাল করেই জান ওগুলো টফি নয়। ওগুলো হচ্ছে নোজব্লিডলাগেট

অথবা পাকিং প্যাস্টিলস্।

হ্যারি খুব আস্তে বললো, ফেন্টিং ফেনসিস?

প্রথম বর্ষের ছেলেরা ফ্রেডের দেয়া মিষ্টি খেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারছে না। কেউ মেঝেতে বসে পড়েছে, কেউ শুয়ে পড়েছে। ফ্রেড আর জর্জ ওদের দিকে তাকিয়ে, এধার-ওধার ঘুরতে ঘুরতে হ্যারিকে বললো, সব ঠিক আছে।

হারমিওন, ফ্রেড আর জর্জের মুখের দিকে রেগে গিয়ে তাকালো। ওরাও একটু আশ্চর্য হয়ে তাকাল।

জর্জ বললো, তোমার কথাই ঠিক ডোজ একটু বেশি হয়ে গেছে, তাই না?

তোমাদের আজ সকালেই বলেছি না ওইসব ছাই পাশ ফাস্ট ইয়ারের ছেলেদের খাইয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবে না, হারমিওন বললো।

ওদের তো যা দেবার তা দিচ্ছি, ফ্রেড আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললো।

দাও বা না দাও পরের কথা। কিন্তু যা করছ তা খুবই মারাত্মক মনে রেখ!

ফ্রেড বললো, যত্তোসব বাজে কথা।

লী বললো, রাগ করো না হারমিওন ওরা সবাই ঠিক আছে।

কথাটা বলে ফাস্ট ইয়ারের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে এক একটা পার্পল সুইটস ওদের মুখে গুঁজে দিতে লাগল।

জর্জ বললো, এবার ওরা ঠিক হয়ে আসছে হারমিওন।

ছেলেগুলো একটু একটু করে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। ওরা দেখল কেউ মেঝেতে বসে রয়েছে, কেউ বা চেয়ারে পিছনে ঢলে পড়ে দু'পা ছড়িয়ে মুখ নামিয়ে নিজেদের অবস্থা দেখছে।

– কেমন আছ? জর্জ কাল চুলওয়ালা একটি ছোট মেয়ের পায়ের কাছে বসে বললো।

– হ্যাঁ হ্যাঁ ভালই তো আছি, মেয়েটি কম্পিত গলায় বললো।

– বা! চমৎকার! ফ্রেড দারুণ খুশি হয়ে বললো।

ঠিক সেই সময় হারমিওন একরকম দৌড়ে এসে ওদের হাত থেকে পেপার ব্যাগে রাখা ফেন্টিং ফেনসিস আর ক্লিপবোর্ড ছিনিয়ে নিল।

এটা কিন্তু ভাল কাজ করলে না। মোটেই চমৎকার নয়।

ফ্রেড বললো, ওরা তো সবাই বেঁচে রয়েছে, অবশ্যই চমৎকার।

তুমি কিন্তু এই কাজ ভবিষ্যতে আর করবে না। এখনও একজন তোমার ওষুধ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কাউকে তোমরা অসুস্থ করতে পার না!

মোটেই না, একটুও করছি না। ওদের খাওয়াবার আগে নিজেরাও খেয়েছি। অসুস্থ হলে সকলেই হতাম। ওদেরই মতো আমাদেরও রি-অ্যাকশন হত।

– তোমরা বন্ধ না করলে আমি বাধ্য হবো রিপোর্ট করতে।

– আমাদের আটক করে রাখবার ব্যবস্থা করবে, এই তো? ফ্রেড বললো।

জর্জ বোকার মতো হেসে বললো, আমাদের পরীক্ষার ফল লিখতে দাও।

ওদের কথাবার্তায় ঘরের সকলে মজা পেয়ে খুব হাসছে। হারমিওন সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাথার চুল ওর এলোমেলো, চোখ দুটো কুঞ্চিত।

– বলছি তোমরা করবে না, আমার কথা না শুনলে তোমাদের মাকে সব লিখে জানাব, হারমিওন রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বললো।

জর্জ, হারমিওনের কাছ থেকে সামান্য পিছু হটে বললো, না তুমি লিখবে না।

হারমিওন বললো, অবশ্যই লিখব। নিজেরা ওগুলো খাবে না, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও খেতে বাধ্য করবে না বলে দিলাম।

হারমিওন যে ফাঁকা আওয়াজ করছে না ফ্রেড, জর্জ ওর দিকে তাকিয়ে তা বুঝতে পারল। শেষবার সতর্ক করার দৃষ্টিতে ও বললো। ও ফ্রেডের ক্লিপ বোর্ড আর, ফেনসিসের ব্যাগটা ওদের হাতে ফেরৎ দিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল।

রন তখন চেয়ারে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখটা ঢুকিয়ে এমন গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে যে, ওর শুধু নাকটাই হাঁটুর ফাঁক থেকে দেখা যাচ্ছে।

হারমিওন তিক্ত কণ্ঠে বললো, আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমায় ধন্যবাদ রন। অনেক রাত হল, যাই শুয়ে পড়ি।

যাবার আগে হারমিওন ওর ব্যাগটা খুলল। হ্যারি ভাবল হারমিওন হয়ত ওর বইগুলো বার করবে। কিন্তু ও দুটো ছোটবড় উলের জিনিসবার করল। সেগুলো ফায়ার প্লেসের কাছে একটা টেবিলে খুব সাবধানে রাখল। প্রায় ছেঁড়া ছেঁড়া পার্চমেন্ট দিয়ে ওগুলো ঢেকে রেখে একটা ভাঙ্গা পাখির পালক তার ওপর রেখে তারিফের চোখে দেখতে লাগল।

রন বললো, আরে ওগুলো নিয়ে কি করছ? এমনভাবে ও বললো যেন হারমিওনের কাজের পবিত্রতা নষ্ট না হয়।

হাউজ এলফদের হ্যাট তৈরি করলাম। কথাটা বলে বইগুলো ব্যাগের মধ্যে পাচার করল। আমি খুব একটা তাড়াতাড়ি করতে পারি না। গরমের ছুটিতেও দু'একটা করেছি। আমি আবার তাড়াতাড়ি বুনতে পারি না। এখন স্কুলে এসেছি, টুপি তৈরি করার অনেক সময় পাব।

বা! তুমি ওদের হ্যাট বানাচ্ছ ঠিক আছে; কিন্তু মুড়ে রাখছ ছেঁড়া কাগজ আর পাখির পালক দিয়ে, রন হারমিওনের বানান পশমের টুপি দেখতে দেখতে বললো।

– হ্যাঁ তাই, হারমিওন পিঠে ব্যাগ ঝোলাতে ঝোলাতে বললো।

রন বললো, কাজটা ঠিক নয়। ওদের টুপি বানিয়ে দিয়ে হাতে রাখতে চাইছ। তুমি কিন্তু প্রকারান্তরে ওদের মুক্তি দিতে চাইছ, ওরা কিন্তু মুক্তি চাইছে না।

– অবশ্যই তারা মুক্তি চায়, হারমিওন বললো– রন, তুমি কিন্তু টুপিগুলোতে হাত দেবে না বলেদিলাম।

স্নেইপের হোমওয়ার্ক হারমিওনের সাহায্য ছাড়া করা অসম্ভব।

রন জানে আগামী দিন ক্লাসে হোমওয়ার্ক শেষ না করার জন্য বকুনি খাবে, নিজেও দুঃখিত হবে। তবু ব্যাগের মধ্যে ওর বইগুলো রেখে দিয়ে বললো. আমিও ঘুমাতে চললাম।

চলে যাবার সময় সিমাসকে দেখেও দেখল না। হ্যারির মনে হল সিমাস ওকে কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু রন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ওর ডরমেটরিতে যাবার পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি ধরে চলে গেল।

* * *

পরের দিন ভোরে বৃষ্টি পড়েই চলেছে, থামবার নাম নেই। হ্যাগ্রিডকে সেদিনও সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখা গেল না।

রন খুব খুশি স্নেইপকে না দেখে।

হারমিওনের চোখে তখনও ঘুম। সামনে টেবিলে রাখা কফির পট থেকে এক কাপ কফি ঢেলে নিল। ওর মুখ দেখে রনের মনে হল হারমিওন খুব খুশিতে আছে। মুখেচোখে খুশির ছাপ।

রন বললো, এত খুশি খুশি ভাব?

হারমিওন বললো, ওরা টুপি পেয়ে খুব খুশি, ক্রীতদাস হয়ে আর থাকতে চায় না।

– ধ্যাৎ ওগুলো আবার টুপি না কি? আমার দেখে মনে হয়েছিল পশমের ব্লাডার।

হারমিওন রাগের চোটে সারা সকাল ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিল।

প্রফেসর ফ্রিটউইক আর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তাদের লেসন দেবার সময় প্রথম পনের মিনিট OWL'র প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন।

ফ্রিটউইক বললেন, তোমাদের অবশ্যই মনে রাখা দরকার, তোমাদের বইগুলো রাখার সময় পার্চড করে রাখবে যাতে আমি আমার বই দেখতে পাই। এখন যে পরীক্ষাগুলো দেব স্কুলের সারা জীবনে তোমাদের মনে থাকবে। এখনও যারা তাদের পড়ার ভবিষ্যত ও উন্নতির জন্য যথেষ্ট মন দাওনি, এখন তাদের মন দেওয়ার সময় এসেছে। এখন থেকে মনে রাখবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যাতে সুবিচার পেতে পার।

তারপর ওরা প্রায় এক ঘণ্টার বেশি জাদুবিদ্যা সম্বন্ধীয় পড়ার সংশোধন করতে

লাগল।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, তোমরা OWL-এ পাশ করতে পারবে না, রীতিমত অভ্যাস ও পড়াশুনা না করলে। আমি এমন কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে যাতে তোমরা রূপান্তরিত (ট্রান্সফিগারেশন) করার সময় OWL পাবে না।

নেভিল যেন কিছুই বিশ্বাস করছে না মুখ থেকে এমন শব্দ করল। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, নেভিল তোমার সব ঠিক থাকলেও মনে হয় তোমার নিজের ওপর আস্থা নেই। সে যাক, আজ আমি তোমাদের ভ্যানিশিং স্পেলস (অদৃশ হওয়া) শেখাব। ভ্যানিশিং স্পেলস অবশ্য কনজিউরিং স্পেলস এর চেয়ে অনেক শক্ত। NEWT স্তরে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা সেটা করতে পারবে না। খুব শক্ত ম্যাজিক, OWL'র সময় তোমাদের পরীক্ষা করা হবে।

রন ও হ্যারি অনেকটা চেষ্টা করেও অদৃশ্য করা আয়ত্ত করতে পারল না। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ঠিক কথাই বলেছেন। একটা শামুকও বহুবার অদৃশ্য করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। হারমিওন ওদিকে অতি সহজেই শামুক অদৃশ্য করে ফেলল। অবশ্য একবারের চেষ্টায় নয়, তিনবার চেষ্টার ফলে। প্রফেসর গ্রিফিন্ডর হাউজকে দশ পয়েন্ট দিলেন। একমাত্র হারমিওনকে কোন হোমওয়ার্ক দেয়া হল না। ক্লাস শেষ হবার পর ম্যাকগোনাগল সকলকে বললেন সারারাত প্র্যাকটিস করতে, যাতে পরের দিন ক্লাসে এসে শামুক অদৃশ্য করতে সফল হয়।

এত বেশি হোমওয়ার্ক যে রন আর হ্যারি কাজ করতে করতে মাথা তুলতে পারে না। বাধ্য হয়ে লাইব্রেরিতে বসে লাঞ্চ শেষ করল। তার ওপর সবচেয়ে শক্ত কাজ মুনস্টোন ব্যবহার করে পোসান বানান। রনের টুপি তৈরি করার মন্তব্যে হারমিওন খুবই রেগেছিল, তাই ওদের পোসান-এ সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না। বিকেলে কেয়ার অফ ম্যাজিকেল ক্রিচার-এ যাবার সময় হ্যারির আবার মাথার যন্ত্রণা শুরু হল।

সেদিন ছিল সুন্দর দিন। ঠাণ্ডা মৃদু মন্দ বাতাস বইছে। রন আর হ্যারি নিষিদ্ধ অরণ্য-এর শেষে হ্যাগ্রিডের ছোট কেবিনের দিকে চলল। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা ওদের মুখে পড়ছে।

প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাংক হ্যাগ্রিডের বাড়ি থেকে মাত্র ১০ গজ দূরে ছাত্রদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হারমিওন, হ্যারি, রন দেখল সেখানে এসে ভিড় করেছে ম্যালফয়, ক্র্যাবে, গোয়েল, প্যানসি পারকিনসন। ওরা ওদের স্বভাবমত রন হ্যারিদের দেখে ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগল।

প্রফেসর প্ল্যাংক ওদের দেখে বললেন, তাহলে তোমরা সবাই এসে গেছ দেখছি। স্লিদারিন, গ্রিফিন্ডর গ্রুপের আশা করি সকলেই।

প্রফেসর টেবিলের ওপর এক গাদা জমা করা ডালপালা দেখিয়ে বললেন,

এগুলো কি বলতো? হারমিওন হাত তুলল। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যালফয়। যেন কত জানে এমনিভাবে জবাব দেবার জন্য সেও লাফিয়ে উঠল। প্যানসি পারকিনসন হি হি করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে হঠাৎ তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। টেবিলে রাখা ছোট ছোট শুকনো শেকরবাকর ও গাছপালাগুলো একটু একটু করে অদ্ভুত ছোট এক মানবী আকারের হয়ে গেল। কাঠের তৈরি ওর ধূসর রং-এর হাত-পাগুলো ল্যাকপ্যাক করছে। দুটো হাতে গোটান গোটান শেকড়ের মত দুটো দুটো চারটে আঙ্গুল, গাছের ছালের মতো অদ্ভুত তার মুখ। মুখের মধ্যে দুটো জ্বলজ্বলে গুবরে পোকার মত চোখ।

ও মাগো! পার্বতী আর ল্যাভেন্ডার ভয়ে আঁতকে উঠলো। হ্যারির একটুও ভাল লাগে না ওদের ওইরকম ভাবে আঁতকে ওঠ দেখে। ওরা জানে ওই অদ্ভুত রকমের জন্তু সদৃশ মানুষ হ্যাগ্রিড কখনোই দেখেননি। আশপাশে ঘুরে বেড়ান পোকামাকড়গুলো দেখতে যেমন কুৎসিত, তেমনি ভয়ঙ্কর। সালামেন্ডার্স আর হিপোগ্রিফস অবশ্য আকর্ষণপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রফেসর গ্রাবলি বললেন, মেয়েরা তোমরা একটু আস্তে কথা বল! এক মুঠো বাদামি রং-এর শষ্য, অনেকটা চালের মত সেই অদ্ভুত প্রানিটার সামনে ছড়িয়ে দিতে ও কুটুস কুটুস করে খেতে লাগল।

– তোমরা কেউ এই প্রানিটার নাম বলতে পারবে? মিস গ্রেঞ্জার তুমি?

হারমিওন বললো, বাউট্রাকল। ওরা গাছেতে, বিশেষ করে সরু লম্বা গাছেতে থাকে।

প্রফেসর প্ল্যাংক বললেন, ঠিক বলেছ, পাঁচ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডর পেল। তোমরা কেউ বলতে পারবে ওরা কী খায়?

হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে বললো, গাছের উকুন।

হ্যারি ভাবছিল বলবে বাদামি চাল, আর ডিম, অবশ্য যদি পায়।

খুব চালাক ভাল মেয়ে তো তুমি! তোমার হাউজ আরও পাঁচ পয়েন্ট পেল। তাহলে যখন তোমরা গাছ থেকে ডাল অথবা পাতা নেবে তখন অতি অবশ্য ওদের খাবার জন্য উড লাইস সঙ্গে নেবে। নাও আমার কাছে অনেক উডলাইস আছে, ওকে খেতে দাও। ও হ্যাঁ, তোমরা ওর একটা ছবি আঁক, দেহের সব অঙ্গ নিখুঁত করে। ক্লাশ শেষ হলে আঁকা ছবির তলায় লেবেলে তোমাদের নাম লিখে আমাকে দেবে।

ক্লাশের ছেলেমেয়েরা যখন বাউট্রাকলের ছবি আঁকায় ব্যস্ত তখন হ্যারি পটার প্রফেসর প্ল্যাংকের পেছনে দাঁড়িয়ে বললো, হ্যাগ্রিড কোথায় আছেন বলতে পারেন?

প্রফেসর প্ল্যাংকের হ্যাগ্রিডের সাথে সদ্ভাব নেই সকলেই জানে।

তোমার জানার দরকার নেই।

ড্রেকো ম্যালফয় তখন বড় দেখে একটা বাউট্র্যাকল বাছতে ব্যস্ত। হ্যারির কথাটা কানে গেলে ওর দিকে ফিরে বললো, বোকা মানুষটা বেশ বড় আঘাত পেয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছে।

হ্যারি বললো, চুপ কর। বাজে কথা বললে তোমার অবস্থা ওইরকম করে দেবে।

ম্যালফয় হ্যারির সামনে এসে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে গেল। হ্যারি হঠাৎ নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে করে। ম্যালফয়, প্রফেসর হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে কিছু জানে বলে হ্যারির মনে হল। ওর বাবা একজন রক্তচোষা (ডেথইটার)। ও হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু জানে, ওর কি হয়েছে অর্ডারের কানে হয়তো পৌঁছায়নি।

হ্যারি দৌড়ে রন, হারমিওনের কাছে গেল। ওরা তখন ঘাসের ওপর বসে বড় দেখে একটা বাউট্রাকল ধরতে ব্যস্ত।

হ্যারি একটা পার্চমেন্ট আর পাখির পালক নিয়ে হাঁটু গেড়ে ওদের পাশে বসল। ম্যালফয় ওকে কি বলেছে ওদের কানের কাছে তা ফিস ফিস করে বললো।

হারমিওন বললো, হ্যাগ্রিডের কিছু ক্ষতি হলে সবার আগে খবরটা ডাম্বলডোরের কাছে পৌঁছবে। অযথা ম্যালফয়ের ফালতু কথা শুনে ঘুমের ব্যাঘাত করবে না। আসল ব্যাপারটা আমরা কেউ জানি না। ম্যালফয়ের কথা বাদ দাও। ও তোমাকে ল্যাজে খেলাচ্ছে। যাকগে, বাদ দাও ওর কথা, তুমি এখন এই বাউট্রাকলটাকে ধর দেখি, আমি ওর মুখটা এঁকে ফেলি।

ওরা ম্যালফয়েল কথা শুনতে পেল। ম্যালফয় বলছে, বাবা কিছুদিন আগে মিনিষ্টারের সঙ্গে কথা বলছিলেন, শুনে মনে হল মিনিস্ট্রি শিক্ষকদের হোগার্টসে রাখতে চায় না। মনে হয় ওই দৈত্য আকারের মোটা লোকটাকে অন্য কোথায় পার্সেল করে পাঠানো হয়েছে।

হ্যারি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বড় বাউট্রাকলকে ধরাতে গেলে ও তার দুটো ধারালো নখ দিয়ে ওর হাতে ভীষণ জোরে আঁচড়ে দিয়েছে। অনেকটা কেটে গেছে হাতটা। হ্যারি উ! শব্দ করে ওটাকে ছেড়ে দিল।

ক্র্যাবি আর গোয়েল হ্যাগ্রিডের অবস্থা শুনে হেসে ফেটে পড়ছিল, হ্যারির রক্তাক্ত হাত দেখে ওরা আরও হেসে উঠল।

হ্যারি রক্তমাখা হাতে বাউট্রাকলের আঁকা ছবি নিয়ে হাররোলজির দিকে চলল। রক্ত বন্ধের জন্য হারমিওন ওর রুমাল দিয়ে ক্ষতটা বেঁধে দিয়েছে। যেতে যেতে ও আবার শুনতে পেল ম্যালফয়ের বিদ্রূপের হাসি। সেই হাসি ওর কানে ঝন ঝন করতে থাকে।

হ্যারি দাঁত কড়মড় করে বললো, আরেকবার যদি ম্যালফয় হ্যাগ্রিডকে বোকা বুদ্ধু বলেছে, তাহলে...।

– হ্যারি তুমি ম্যালফয়েল সঙ্গে ঝগড়া করতে যেও না। মনে রেখ ও এখন তোমাদের ক্লাসের একজন প্রিফেক্ট, তোমাকে নানারকমভাবে হেনস্তা করতে পারে।

হ্যারি বললো, কি করবে শুনি? পেছনে লাগবে? নানাভাবে হেনস্তা মানে অপদস্ত করবে?

রন হাসল। হারমিওন ভুরু কোঁচকাল। ওরা তিনজনে সজি ক্ষেতের পাশ দিয়ে ক্যাসেলের দিকে চলল। আকাশ তখন গভীর মেঘে ঢাকা। বৃষ্টি হবে কি হবে না আকাশ জানে, মেঘ জানে। ওদের মনে তখন হ্যাগ্রিডের চিন্তা।

হ্যারি খুব আস্তে আস্তে বললো, ঈশ্বর হ্যাগ্রিড যেন তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন। আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে গ্রীন হাউজের কাছে পৌঁছে গেছে।

– খবরদার বলবে না। ম্যাডাম প্রফেসর গ্রাবলি ফ্ল্যাঙ্ক ভাল শিক্ষক!

হারমিওন বললো, আমার আগ বাড়িয়ে বলবার তো দরকার নেই।

হ্যারি বললো, হ্যাগ্রিডের ধারেকাছে পৌঁছানোর ক্ষমতা ওর নেই।

কাছাকাছি একটা গ্রীন হাউসের দরজা খুলে কয়েকজন ফোর্থইয়ারের ছাত্রছাত্রী বেরিয়ে এল, তার মধ্যে জিনিকেও দেখতে পেল।

যাবার সময় ও বললো, হাই। দু'এক সেকেন্ড পরে লুনার দেখা পাওয়া গেল। তার পেছনে বাকি সব ছাত্রছাত্রী। হ্যারিকে দেখতে পেয়ে লুনা খুশি হয়েছে তা ওর হাসিতে ভরা চোখমুখ দেখে বোঝা যায়। লুনা হ্যারিকে কোনও সম্ভাষণ না করেই বললো, আমি বিশ্বাস করি যার নাম মুখে আনতে নেই, (ইউ-নো-হু) সে ফিরে এসেছে। তুমি তার সাথে লড়াই করে ফিরে এসেছ।

হ্যারি বললো, তুমি ঠিক বলেছ। লুনার কানে কমলালেবু রং-এর দুটো হিয়ার-রিং। পার্বতী আর ল্যাভেন্ডর অদূরে দাঁড়িয়ে লুনার কানের রিং দেখিয়ে হাসাহাসি করছে মনে হলো।

তোমরা মনের সুখে হাসতে পার, লুনা বললো। ওর মনে হয়েছে ওরা ওর কানের হিয়াররিং নয়, ওর কথা শুনে হাসছে। সকলেই বিশ্বাস করে চলেছে ব্লিবেরিং হামডিঙ্গার বা ক্রাম্পল হর্নড স্ক্যাব বলে কিছুই নেই।

লুনা ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে ওদের দিকে কানের কমলা রং-এর বিরাট রিংগুলো দোলাতে দোলাতে চলে গেল। পার্বতী বা ল্যাভেন্ডর শুধু নয় বাকি সবাই হেসে উঠল, ওকে দেখে।

হারমিওনের সঙ্গে ক্লাস রুমে যেতে যেতে হ্যারি বললো– শোনো, যে আমার কথা বিশ্বাস করে তুমি অবশ্যই তার মনে আঘাত দেবে না।

হারমিওন বললো, মনে হয় ও প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুই বিশ্বাস করে না। যার বাবা 'দ্যা কুইবলার' চালায় তার কাছ থেকে অন্তত আমি কিছু আশা করি।

হ্যারির মনে পড়ে গেল হোগার্টসে আসার দিন অদ্ভুত আকারের কালো কালো ডানাওয়ালা বাদুড়ের মত শীর্ণকায় ঘোড়ার কথা। লুনাও অবশ্য বলেছিল আমিও দেখেছি। ওর মন আরও খারাপ হয়ে গেল, ও কি তাহলে মিথ্যা বলেছিল? ওর ভাবনায় ছেদ পড়ল। এরনি ম্যাকমিলন ওর সামনে এসে দাঁড়াল।

ও বললো, পটার তুমি মনে করবে না ভুতুড়ে অদ্ভুত লোকেরা তোমাকে সাপোর্ট করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে হাড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করি। আমাদের পরিবারের সকলেই ডাম্বলডোরের পেছনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ও থাকবেন।

অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে এরনি, হ্যারি বললো। হ্যারি ওর কথা বিশ্বাস করল। মনে হল অযথা ওকে গাছে তুলে দিচ্ছে না। এরনির কথা শুনে ল্যাভেন্ডর ব্রাউন্সের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ও হ্যারির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রন আর হারমিয়নের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

প্রফেসর স্প্রাউট যখন OWL'র প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন, তখন কারও মনে কোনরকম দ্বিধা রইলো না তার লেসন সম্বন্ধে। হ্যারি একগাদা হোমওয়ার্কের ভাবনায় অস্থির তাই কারও লেসন ওর ভাল লাগে না। শুনলেই পেটের মধ্যে মোচড় দেয়। ক্লাস শেষ হবার একটু আগে প্রফেসর স্প্রাউট আবার নতুন একটা লেসন শুরু করলেন। ড্র্যাগনের বিষ্ঠা যে সার হিসেবে কতটা উপকারী সে সম্বন্ধে ঝাড়া দেড় ঘণ্টার বেশি লেকচার শোনার পর গ্রিফিন্ডরের ছাত্রছাত্রীরা তাদের ক্যাসেলে ফেরার জন্য ছাড়া পেল।

হ্যারির শাস্তি স্বরূপ ক্লাস শেষ হবার পর প্রফেসর আমব্রিজের ঘরে এক ঘণ্টা আটক থাকার সময় ওর পেট ক্ষিধেতে জ্বলছিল। তাই ছাড়া পেতেই গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে স্কুলের বইপত্র না রেখে সোজা ছুটল গ্রেট হলে ডিনার খাবার জন্য। ঠিক যখন ও গ্রেট হলের দরজার কাছে পৌঁচেছে কে যেন বেশ জোরে জোরে ডাকল, হাই পটার!

অ্যাঞ্জেলিয়া জনসনকে দেখে ওর মন বিগড়ে গেল। বললো, আপনি এখানে?

অ্যাঞ্জেলিয়ার মুখ দেখে মনে হয় অসম্ভব রেগে আছে। কেন দাঁড়িয়ে রয়েছি তোমাকে এখনই বলছি। অ্যাঞ্জেলিয়া গটগট করে হ্যারির সামনে দাঁড়িয়ে ওর বুকে একটা আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বললেন, শুক্রবার পাঁচটার পর তুমি ট্রায়ালে না এসে আটক ছিলে কেন?

হ্যারি তোতলাতে তোতলাতে ওর না আসার কারণ বলতে চেষ্টা করল। তোমাকে কি বলিনি কিডিচের পিচ বানাবার সময় সকলের সঙ্গে তুমি অবশ্যই থাকবে, মনে আছে? কার আদেশে তুমি অ্যাবসেন্ট ছিলে?

হ্যারি বললো, আমার নিজের ইচ্ছেতে নয় ম্যাডাম। শাস্তি হিসেবে সেদিন ছুটির পর আমাকে আটক থাকতে হয়েছিল। ইউ-নো-হু সম্বন্ধে সত্যি কথা বলার

জন্য প্রফেসর আমব্রিজ আমাকে সাতদিন ছুটির পর আটক থাকার শাস্তি দিয়েছেন।

অ্যাঞ্জেলিয়া খুব রেগে গিয়ে বললেন, আমি ওসব জানি না। তুমি সোজা আমব্রিজের কাছে গিয়ে বলবে, শুক্রবার তুমি কয়েদ থাকতে পারবে না। কে ইউ-নো-হু এসব তাকে বলবে কি বলবে না অতশত আমি জানি না। আমি চাই তুমি শুক্রবার সকলের সঙ্গে মাঠে উপস্থিত থাকবে বুঝেছ?

কথাটা বলে অ্যাঞ্জেলিয়া গটগট করে চলে গেলেন।

রন- হারমিওন গ্রেট হলে ডিনার খেতে এসে হ্যারির গম্ভীর মুখের দিকে তাকাল। হ্যারি বললো, তোমরা জান না এই মাত্র কি হল। আমার মনে হয় পাভেলমের ইউনাইটেড এর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে। জানা দরকার অ্যাঞ্জেলিয়ার অনাবশ্যক কাজকর্মের জন্য অলিভার উডসের মৃত্যু হয়েছিল কি না।

– যাক সে কথা, শুক্রবার তোমাকে প্রফেসর আমব্রিজ রেহাই দেবে কি দেবে না সেটা বল? গ্রিফিন্ডরের টেবিলে বসতে বসতে রন বললো।

হ্যারি ল্যাম্ব চপ কাটতে কাটতে বললো, একটুও চান্স নেই। দেখি চেষ্টা করে। আমি শুক্রবার ছাড়া পাবার বদলে একদিনে দু' ঘণ্টা কয়েদ থাকতে রাজি আছি। জানি না রাজি হবেন কি না। কথাটা বলে গোটা দুই বেক্‌ড্ আলু মুখে পুরে বললো, আশা করি আজ আমাকে বেশি সময় আটকে রাখবেন না। অনেক হোমওয়ার্ক পড়ে আছে, তিনটি প্রবন্ধ, ম্যাকগোনাগলের ভ্যানিশিং স্পেল সম্বন্ধে পরীক্ষা, ফ্লিট উইকের জাদুর প্রতিরোধ, ছবি আঁকা, ট্রিলনীর বোকা বোকা স্বপ্নের ব্যাখ্যা!

রন দুঃখভরা মুখে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মনে হচ্ছে মেঘে ঢাকা কাল আকাশ থেকে যেকোনও সময়ে বৃষ্টি হতে পারে।

তার সঙ্গে আমাদের হোমওয়ার্কের কী সম্পর্ক? হারমিওন ভুরু উঁচু করে বললো।

– না, কিছু না, ওর কান দুটো লাল হয়ে গেল।

ঠিক পাঁচটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে হ্যারি প্রফেসর আমব্রিজের তিনতলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় ঠোকা দিল। আমব্রিজ ঘরের ভেতর থেকে মিষ্টি সুরে বললেন, আসতে পার। হ্যারি এধার-ওধার সাবধানতার সঙ্গে তাকিয়ে ঘরে ঢুকল।

হ্যারি অনেকবার ওই ঘরে আটক থেকেছে। আমব্রিজ আসার আগে তিনজন প্রফেসর ঘরটাতে কাজ করে গেছেন। গিল্ডরয় লকহার্ট যখন ছিলেন তার ছবি দেয়ালে প্লাস্টার করে গাঁথা ছিল। লুপিনের আমলে ঘরের মধ্যে কাঁচের ট্যাঙ্কে থাকত একটা অদ্ভুত জন্তু! ইম্‌পষ্টার মুন্ডীর আমলে ঘরের মধ্যে থাকত নানারকম যন্ত্রপাতি কলকব্জা। সবই অন্যায় কাজ আর সত্য গোপনের শাস্তির জন্য ব্যবহার করতেন।

এখন সেই ঘরটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ঘরের মেঝে কাপড়ে মোড়া, কারুকার্য

করা পর্দা। টেবিলের ওপরও অন্যধারে তাজা অথবা শুকনো ফুল। যে যার নিজের অবস্থায় রয়েছে। ঘরের একটা দেয়ালে সাজানো রয়েছে কারুকার্য করা প্লেট। প্রত্যেকটায় আঁকা রয়েছে বহু রং-এর ফুটফুটে বেড়াল ছানা, তাদের গলায় বিভিন্ন ধরনের ফাঁস। হ্যারির ওগুলো দেখে একটুও ভাল লাগে না। হ্যারির চমক ভাঙল আমব্রিজের গলার আওয়াজে।

– শুভ সন্ধ্যা মি. পটার।

হ্যারি আমব্রিজকে ভাল করে নজর দিতে পারেনি। দেবেই বা কেমন করে? তার গোলাপি পোশাক মিশে গেছে টেবিল ক্লথের গোলাপি রং-এর সঙ্গে!

– শুভ সন্ধ্যা প্রফেসর, হ্যারি সংযত কণ্ঠে বললো।

বসো। আমব্রিজ আঙ্গুল দিয়ে একটা টেবিল দেখালেন। হ্যারি দেখল টেবিলটা ছোট, তাতে লোম লাগান কভার দেয়া। তার ওপর কয়েকটা পার্চমেন্ট, টেবিলের পিছনে একটা হাতলবিহীন ছোট চেয়ার।

হ্যারি চেয়ারে বসার আগে বললো, কাজ করতে বসার আগে আপনি যদি অনুমতি দেন, তো একটা অনুরোধ করতে পারি?

আমব্রিজের ফোলা ফোলা চোখ দুটি কুঞ্চিত হল।

– হ্যাঁ বল।

– বলছিলাম, আমি গ্রিফিন্ডরের কিডিচ টিমে খেলি। আগামী শুক্রবার সন্ধ্যাতে খেলার মাঠে কীপারও ক্যাপ্টেন কে হবে তা ঠিক হবে। আমাকে সেদিন উপস্থিত থাকতে হবে। আপনি যদি দয়া করে সেদিনটা আমায় ছুটি দেন তো তার বদলে অন্য যেকোনও দিন।

ও জানে বক্তব্যটা একটু লম্বা হয়ে গেছে। অন্য একটি দিনের কথা বলাটা ঠিক হয়নি। আমব্রিজের মনে যাই থাকুক না কেন সকলের সামনে মিষ্টি করে হাসতে পারেন। হ্যারির কথা শেষ হবার পর সেইরকম ভাবে হেসে বললেন, তাতো হয় না মিস্টার পটার, শাস্তি হচ্ছে শাস্তি। শাস্তি দেয়া হয়েছে তোমার কতগুলো আজেবাজে কথা ছড়ানোর জন্য। মিথ্যা বলার জন্য, অপরাধীর সুবিধার দিকে তাকিয়ে তো শাস্তি বদল করা যায় না। তোমাকে তো আগামীকাল পাঁচটার পর আসতেই হবে। পরের দিন শুক্রবারও। যেমন নির্ধারণ করা হয়েছে তেমনই হবে। তোমার যেটা করার ইচ্ছে সেটা করতে পারছো না তার জন্য মন খারাপ হবে, সেটাই তো শাস্তির মূল মন্ত্র। এটাই তো আমি তোমাকে শেখাতে চাই যাতে ভবিষ্যতে এমন না কর। যাক্‌গে তোমার মুখ দেখে মনে হয় তুমি তোমার মনের রাগ সংযত করে আছ। এটাই আমি চাই। এস এখন আমরা কাজের কাজ করি মি. পটার। এক নম্বর, না তোমার কলম দিয়ে নয়। তোমাকে একটা স্পেশাল কাজ আমার জন্য করতে হবে, শুনতে পেয়েছ?

আমব্রিজের কথা শুনে হ্যারির রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

প্রফেসর আমব্রিজ ড্রয়ার থেকে বেশ বড় মত পাখির পালকের কলম বার করল। এটা দিয়ে যতটা ইচ্ছে তুমি লিখতে পার। কালি?

ওই কলমটায় কালি দরকার হয় না। আমব্রিজ হাসতে হাসতে বললেন।

হ্যারি সুচালো মুখের পাখির পালকের কলমটা কাগজের ওপর রেখে আমব্রিজের মুখের পানে তাকাল।

– তুমি লেখ, আমি মিথ্যে কথা বলব না।

হ্যারি কুইলে চাপ দিয়ে লিখল 'আমি মিথ্যে কথা বলব না।'

হঠাৎ ওর খুব যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। পার্চমেন্টে লেখাগুলো রক্তবর্ণ হয়ে গেল, শুধু তাই নয়– সেই লেখাগুলো ওর ডান হাতের পেছনে ফুটে উঠেছে। কে যেন লেখাটা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে ওর হাতের চেটোতে লিখেছে। সেই রক্তাক্ত লেখার দিকে তাকাতেই সেটা উবে গেল। শুধু থেকে গেল লাল লাল দাগ। কিন্তু মসৃণ।

হ্যারি আমব্রিজের দিকে তাকাল। দেখল আমব্রিজ ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। ব্যাঙের মতো মুখটা আরও ফুলে উঠছে।

– কিছু বলবে মিস্টার হ্যারি পটার?

– না, কিছু না, হ্যারি মৃদুস্বরে বললো।

আবার ও সেই একই কথা পার্চমেন্টের উপর লিখল। লেখার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা আর ঠিক আগের মতই রক্তাক্ত অবস্থায় হাতের পেছনে লেখাটা ফুটে উঠল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লেখার যন্ত্রণাও। তাকাতেই আগের মত শুধুমাত্র মসৃণ চামড়ায় লাল দাগ রইল।

হ্যারি একই কথা বার বার পার্চমেন্টে লিখতে লাগল। তারপর হঠাৎ দেখল কালির রং তো কাল নয় টকটকে লাল, ওর নিজের রক্ত। যতবারই ও লেখে সেই একই অবস্থা হয়।

আমব্রিজের ঘরের বাইরে অন্ধকার নেমে আসে। হ্যারি লিখেই চলেছে। জিজ্ঞেস করে না কখন লেখা বন্ধ করবে। কটা বেজেছে তাও জানে না। হ্যারি লিখতে লিখতে একটুও দুর্বলতা দেখায় না। লেখা বন্ধ না করতে বললে সারারাত ও একই কথা লিখবে, আর কালির রং ওর রক্তের মতো লাল হয়ে যাবে। একই জিনিস ঘটে যাবে।

– এদিকে এসো।

হ্যারি কলমটা রেখে আমব্রিজের দিকে তাকাল। ওর হাতটা বার বার একই কথা লেখার জন্য ব্যথায় টন টন করছে।

– হাত বাড়াও।

হ্যারির হাতটা আমব্রিজ নিজের হাতে ধরলেন।

আমফ্রিজের পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটা বিদঘুটে পুরনো দিনের আংটি।

হ্যারি আমব্রিজের হাতে হাত রাখতেই ওর সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল।

বেশ বেশ খুব ভাল, কাল তাহলে আবার চেষ্টা করা যাবে। আচ্ছা তুমি এখন যেতে পার।

হ্যারি একটি কথা না বলে আমব্রিজের অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে এল। স্কুলটা খাঁ খাঁ করছে। নিশ্চয়ই মধ্যরাত্রি হবে। খানিকটা পথ ধীরে ধীরে হাঁটবার পর ও প্রাণপনে দৌড়াল। নিশ্চয়ই আমব্রিজ ওর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না।

হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে দেখল রন অকাতরে ঘুমুচ্ছে। ওর তখন হোমওয়ার্ক করার মত শরীর, মনের অবস্থা নেই। ও ধপাস করে শুয়ে পড়ল।

রন সকালে জেগে ওঠার পর ওরা দু'জনে নর্থটাওয়ারে চলল।

রন যেতে যেতে বললো, তোমার শাস্তি কেমন বল? তোমায় কি করতে বললো আমব্রিজ?

হ্যারি সামান্য সময় চুপ করে থেকে বললো, লিখতে বললেন।

– তাহলে খুব একটা খারাপ নয়, রন বললো।

– যা বললেন তাই করলাম।

– শুক্রবার তোমাকে ছুটি দেবে বলেছে?

– না।

রন দুঃখ দুঃখ মুখ করে বললো, দেবেন না?

পরের দিন, আরও একটি দুঃখের দিন। হ্যারি পর পর ক্লাসে ওর হোমওয়ার্ক দেখাতে পারল না। সব প্রফেসররা আবার ওকে নতুন নতুন হোমওয়ার্ক দিলেন। কিন্তু কোনটাই ওর পক্ষে করা সম্ভব নয়।

অ্যাঞ্জেলিনা ওকে ডিনার খাবার সময় দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

আটক থাকার জন্য শুক্রবার কীপার নির্বাচনের পরীক্ষায় আসতে পারছে না শুনে বললো, টিমে থাকতে গেলে শুক্রবার মিস করলে চলবে না, থাকতেই হবে।

হ্যারি বললো, সম্ভব নয়, আমার ডিটেনসন হয়েছে। আপনি কি মনে করেন সন্ধ্যা বেলা কিডিচ না খেলে একটা ঘরে ব্যাঙের সঙ্গে থাকতে আমার ভাল লাগবে?

হ্যারি, রন আর হারমিওনকে আমব্রিজের ঘরে শাস্তির সব কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। ও জানে, শুনলে ওদের মন খারাপ হয়ে যাবে। ওদের দিকে ও তাকাতে পারবে না। ব্যাপারটা ওর আর আমব্রিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই ভাল মনে হয়। এক কথায় ওদের কাছে ও কিছু জানাবে না।

রন বললো, আমি ভাবতে পারছি না এত হোমওয়ার্ক আমাকে করতে হবে।

– তাইত দেখছি, কিন্তু গত রাতে কোথায় ছিলে? করনি কেন?

– ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছিল...।

হ্যারি বুঝতে পারল মনের দুঃখ চাপা দেয়ার জন্য ও একা নয়, আরও একজন সামনে বসে রয়েছে।

দ্বিতীয় আটকের দিন সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। হ্যারির হাতের চামড়া প্রথম দিনের চাইতে বেশি বেশি জ্বালা করতে শুরু করল শুধু তাই নয়, আরও বেশি রক্ত লাল হয়ে ফুলে রইল। হ্যারি ঘরে ঢুকে লিখতে বসে। লেখা খতম হলে গুড ইভিনিং, গুড নাইট বলে গভীর রাতে ডরমেটরিতে ফিরে যায়। রনের সঙ্গে গ্রেট হলে ডিনার খায়। আমব্রিজের সঙ্গে ওই দুটি শব্দ ছাড়া আর একটিও কথা বলে না। তবু রাত জেগে যতটুকু সম্ভব হোমওয়ার্ক করে। কোনটাই সম্পূর্ণ বা ভাল হয় না। কিছু একটা না করে ক্লান্ত হয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো সকলেই শাস্তি দেবে, আটক রাখবে।

বৃহস্পতিবার পার হয়ে গেল। আটকে দু'দিন যা হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি। শুধু 'আমি অবশ্যই মিথ্যে কথা বলব না' কথাটা হাতে লেখাই রয়ে গেল, মুছে গেল না অন্যদিনের মত। রক্তও টিপ টিপ করে পড়তে লাগল হাত থেকে।

খুব জোরে জোরে সুঁচালো পাখির পালকে লিখতে দেখে আমফ্রিজ ওর (হ্যারির) হাতের অবস্থা দেখতে গিয়ে হেসে বললেন, আহ্ ভালই হয়েছে। শাস্তির কথা, আর কেন তোমাকে এই শাস্তি পেতে হয়েছে তোমার মনে থাকবে অনেকদিন, আজ তুমি যেতে পার।

হ্যারি বললো, কাল কি আমায় আসতে হবে? স্কুলব্যাগটা বাঁ হাতে পিঠে তুলল। ডান হাত দিয়ে তোলার মত অবস্থা নেই ওর। হাতে খুব যন্ত্রণা আর জ্বালা করছে।

– হ্যাঁ হ্যাঁ আসতে তো হবেই, আমব্রিজ বললেন। তবে শাস্তি শেষ হবার পর তোমার ব্যথা হাতটা মালিশ করে দেব। তখন আর ব্যথা থাকবে না।

হ্যারি আগে ভাবত স্নেইপের মত নিষ্ঠুর ঘৃণার যোগ্য শিক্ষক স্কুলে নেই; কিন্তু এখন মনে হল আমব্রিজ তার চেয়েও বেশি নিষ্ঠুর। জীবনে আরও একটি ক্ষতিকর অশুভ, এই কথা ভাবতে ভাবতে ও গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে চলল। 'অসম্ভব দূরাত্মা-ক্ষতিকর অশুভ' কথাগুলো বারবার বলতে বলতে ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। খুশি হল এই ভেবে যে আরও একটি অশুভ পেয়েছে যার সঙ্গে ও লড়াই করতে পারবে। দারুণ অশুভ! সাততলায় উঠেও মুখে ওর একই কথা। জীবনে এমন অশুভ ক্ষতিকর মানুষ দেখেনি।

– রন?

হ্যারি দেখল রন হাতে একটা জাদুর ঝাড়ু নিয়ে লাচলান দ্য ল্যাঙ্কির মূর্তির

সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও হ্যারিকে দেখতে পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠল, হাতে ওর নতুন ক্লিন সুইপ-১১। ও হাত ঘুরিয়ে ঝাড়ুটা পেছনে রাখে, যেন হ্যারিকে ওটা দেখাতে চায় না।

– আরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তুমি কী করছ? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

– কিছু না, তুমি এসময় এখানে?

হ্যারি রনের জবাব শুনে ভুরু কুঁচকাল।

– দেখিতো পেছন দিকে তুমি কি লুকিয়ে রাখলে?

– ও কিছু না। ফ্রেড আর জর্জ যাতে না দেখতে পায় তাই। তবে তোমাকে বলছি, রন বললো।

দু'চারজন প্রথম বর্ষের ছাত্র ওদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

রন ওদের দেখে বললো, ওরা দু'জন নতুন ছেলেদের নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। কমনরুমে বসে ওইসব করতে পারে না, ওখানে কি হারমিওন নেই?

ও খুব তাড়াতাড়ি, উত্তেজিত হয়ে কথাগুলো বললো। হ্যারি বললো, ঠিক আছে কিন্তু ঝাড়ু নিয়ে এখানে কি করছ?

– আমি? হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাকে নিশ্চয়ই বলব। শুনে হাসবে না বলে দিলাম। ঠিক তো? রন কথা বলে আর চোখমুখ লাল হয়ে যায়। আ... আমি ভেবেছিলাম গ্রিফিন্ডর দলের কীপার হব। তাই একটা নতুন ঝাড়ু পেয়েছি, হাসো খুব হাসো।

হ্যারি বললো, আমি মোটেই হাসছি না। তোমার আইডিয়া অতি চমৎকার। টিমে তুমি এলে সত্যি আমার খুব আনন্দ হবে। আগে কখনও তোমাকে খেলতে দেখিনি, সত্যি তুমি খেলতে পার?

রন বললো, খুব একটা খারাপ না। হ্যারির কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখে অসম্ভব খুশি হলো রন। চার্লি, ফ্রেড, জর্জ ছুটিতে কিডিচ খেলার সময় আমাকে কীপার বানায়।

– আজ রাতে তুমি প্র্যাকটিস করেছ?

মঙ্গলবার থেকে প্রত্যেকদিন করছি নিজে নিজেই। তাহলেও আমি চাই কোয়াফেলে জাদু করে আমার দিকে উড়ে আসতে, কিন্তু ব্যাপারটা তেমন সোজা নয়, তাছাড়া কতটা কাজে লাগবে জানি না। রনকে খুব বিচলিত ও উদ্বিগ্ন দেখায়।

রন বললো, আমি পরীক্ষার জন্য মাঠে গেলে ওরা নিজেদের মধ্যে বোকার মতো হাসে। আমি প্রিফেক্ট হবার পর সবসময় আমার পেছনে লাগে।

– আমি যদি ওখানে যেতে পারতাম, হ্যারি তিক্ত কণ্ঠে বললো। তারপর ওরা দুজনে কমনরুমের দিকে চলল।

যেতে যেতে রন বললো, তাই যেন হয়। হ্যারি, তোমার হাতের পেছনে কি

হয়েছে? হ্যারি পারতপক্ষে কাউকে হাতটা দেখাতে চায় না; কিন্তু হাত তুলে নাক চুলকাবার সময় রনের দৃষ্টি পড়ে গেছে। লুকোবার চেষ্টা করতে গিয়েও পারেনি।

– এই একটু কেটে গেছে। তেমন কিছু নয়।

কিন্তু রন হ্যারির হাত চেপে ধরল ওর সামনে। রন ওর রক্তাক্ত অক্ষরে লেখাগুলো পড়ে অসম্ভব ঘাবড়ে গেল। হ্যারির দিকে সামান্য সময় তাকিয়ে থেকে হাতটা ছেড়ে দিল।

তুমি যে বলছিলে আমব্রিজ তোমাকে লেসন দেয়, পড়ায়? হ্যারি থতমত খেয়ে গেল, তা যাই হোক না কেন রন তো ওর বন্ধু, ওর সুখ-দুঃখের সাথী। সবসময় সততার সঙ্গে থাকে। ওর কাছে কী সত্য কথা সত্যই গোপন করে রাখা যায়? হ্যারি গত তিনদিনের প্রতিটি ঘটনা রনকে বললো। বললো, আমব্রিজের অফিসে আটকের সময় দীর্ঘ সময়ব্যাপী লাঞ্ছনার কথা। ওকে জোর করে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে প্রফেসর আমব্রিজ, সেইটাই দুঃখ।

রন রাগে ফেটে পড়ে বললো, বুড়ি শালিক! ওরা তখন ফ্যাট লেডির পোট্রেটের সামনে এসে গেছে। দেখল ফ্যাট লেডি তার ফ্রেমে মাথা ঠেকিয়ে ঢুলছে। আমার মনে হয় তিনি অসুস্থ। ম্যাকগোনাগলের কাছে গিয়ে ওর বিরুদ্ধে নালিশ করতে হবে।

হ্যারির আপত্তি আছে। ও আমব্রিজকে জানতে দিতে চায় না যে আমব্রিজ ওকে কাবু করে ফেলেছে। তাই রনের কথা শুনে হ্যারি বললো, কখনই ওসবের মধ্যে যাবে না।

– তাই বলে ওকে যা ইচ্ছে তাই করতে দেয়া চলে না।

– আমি ঠিক জানি না ম্যাকগোনাগল ওর ওপর কতটা কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন।

– তাহলে ডাম্বলডোর, ডাম্বলডোরকে বলতে হবে।

– না, তাও নয়, হ্যারি সরাসরি বললো।

– না কেন?

– ডাম্বলডোরের এখন অনেক কাজ। এসব ব্যাপারে তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। হ্যারি ডাম্বলডোরের কাছে কিছুতেই যাবে না। গত জুন মাসের পর থেকে ডাম্বলডোর ওর সঙ্গে একবারও কথা বলেননি।

– তুমি যাই বলো, আমার মনে হয় যাওয়া উচিত। রন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফ্যাট লেডি রেগেমেগে বললো, আরে তোমরা পাসওয়ার্ড বলে ভেতরে যাবে, না দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বকবক করে আমার মাথার পোকা বার করে দেবে? সারারাত তোমাদের জন্য জেগে থাকতে হবে না কি?

গুটি গুটি করে অন্যান্য দিনের মত নিঃশব্দে শুক্রবার এসে গেল। হ্যারি রোজকার মত গ্রেট হলে ঢুকে স্টাফ টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখল হ্যাগ্রিড নেই। অবশ্য

আশা করেনি হ্যাগ্রিডকে দেখতে পাবে। হ্যাগ্রিডের কথা না ভেবে ওর মন ভারাক্রান্ত হল গাদাগাদা হোমওয়ার্কের ভাবনায়। দুটো কথা ওর মনে গেঁথে রয়েছে। এক সেদিন শুক্রবার, সপ্তাহের শেষ কাজের দিন। দুই আবার আমব্রিজের ঘরে কয়েদ হয়ে থাকা। কোন আশা নেই আমব্রিজের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার। আমব্রিজের ঘরের জানালা থেকে কিডিচ খেলার মাঠের কিছু অংশ দেখা যায় ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এই অংশ দিয়ে রনের পরীক্ষা দেয়া দেখতে পাবে। দুরাশা হলেও যেকোন আনন্দদায়ক ঘটনা ওর মনকে খুশিতে ভরিয়ে দিতে পারে, মনকে চাঙ্গা করে দিতে পারে। হোগার্টসে আসার পর এমন ভাবে টার্মের প্রথম সপ্তাহে দুঃখজনক ঘটনা দিয়ে শুরু হয়নি।

প্রতিদিনের মত সেদিনও ঠিক পাঁচটা বাজার কিছু আগে আমব্রিজের ঘরের দরজায় টোকা মেরে ঢুকল। দেখল আমব্রিজ টেবিল, চেয়ার, পার্চমেন্ট পেপার, পালকের কলম যেমন সাজিয়ে রাখে তেমনই ভাবে রেখেছেন।

হ্যারিকে দেখে গা জ্বালান মিষ্টি হাসিতে বললেন, কী করতে হবে তুমি তো জান মি. পটার।

হ্যারি কলমটা তুলে নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আমব্রিজ যখন কাজ করছিল তখন এক ফাঁকে হ্যারি টেবিলটা কয়েক ইঞ্চি জানালার কাছে সরিয়ে এনেছে যাতে খেলার মাঠটা দেখতে পায়।

ও খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেল গ্রিফিন্ডর কিডিচ টিমের প্রায় আধডজন কালো কালো রং-এর ছেলে, তিনটে উঁচু গোল পোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে খুব সম্ভব আদেশের অপেক্ষায়। দূর থেকে রনকে চেনা খুবই অসম্ভব।

'আমি অবশ্যই মিথ্যে বলবো না'– ডান হাতের পেছনে লুকিয়ে যাওয়া কাটা দাগ থেকে নতুন করে রক্ত ঝরে পড়ছে ঘরে ঢোকার সময়।

'আমি অবশ্যই মিথ্যে বলবো না' তীব্র বেদনা আর যন্ত্রণা 'আমি অবশ্যই মিথ্যা বলবো না' রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে ওর কব্জিতে পড়ল।

আবার ও জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাবার সুযোগ পেল। যাকে গোলপোস্টে কীপার হিসেবে দাঁড় করান হয়েছে সে কিছুই করতে পারছে না। কেটিগোল্ড কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পরপর দুটো গোল করল। কীপার নিশ্চয়ই রন নয়। ও দৃষ্টি সরিয়ে পার্চমেন্টের দিকে নিয়ে এল। পার্চমেন্টটা তাজা লাল রক্তে চকচক করছে।

আমি অবশ্যই মিথ্যা বলবো না
আমি অবশ্যই মিথ্যা বলবো না

আমব্রিজকে কলম দিয়ে লেখার শব্দ, আর ড্রয়ার খোলার শব্দ শুনলেই হ্যারি বাইরে তাকায়। তৃতীয় ট্রাই আউটে যাকে রাখা হয়েছে মনে সে হল চলনসই,

ভালই বলতে হয়। চতুর্থ জন এক কথায় দুধর্ষ পঞ্চম জন খুবই ভালই, তবে শেষকালে একটা গোল বাঁচাতে পারল না। অন্ধকার হয়ে যাওয়াতে তারপরের দু'জনকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেল না হ্যারি।

আমি অবশ্যই মিথ্যে বলবো না
আমি অবশ্যই মিথ্যে বলবো না

টেবিলে রাখা পার্চমেন্টটা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে, দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে হাতে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে রনকে দেখতে চাইল; কিন্তু রনকে দেখতে পেল না। কিডিচ মাঠ আকাশের মতই অন্ধকার!

আমব্রিজ ওর কাছে এসে বললেন, দেখি কতবার লিখেছ, দেখব? আমব্রিজের সেই একই সুরে কথা। আমব্রিজ আংটি পরা ওর বেঁটে বেঁটে আঙ্গুল দিয়ে হ্যারির হাতটা ধরল কতটা কেটে গেছে দেখার জন্য। আমব্রিজের স্পর্শে শুধু ওর ডান হাতটা নয় কপালের কাটা দাগটাও তীব্রভাবে জ্বালা করতে লাগল। বেদনা-যন্ত্রণা আর রক্তপড়া আরও যেন বেড়ে গেল আমব্রিজের স্পর্শে। ওর যকৃতের চারপাশ অদ্ভুত এক উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

হ্যারি ওর হাতটা আমব্রিজের হাত থেকে ঝট করে টেনে এনে আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে নিজের হাঁটুর ওপর রেখে দিল। আমব্রিজ হ্যারির দিকে তাকাল। মুখে তার মিষ্টি হাসি লেগেই আছে।

খুব ব্যথা, যন্ত্রণা তাই না? খুব নরম সুরে বললেন।

হ্যারি আমব্রিজের প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না। ওর বুকের ভেতরটা অসম্ভব তোলপাড় করছে, দ্রুত চলছে। আমব্রিজ কী কপালের কাটা দাগে অথবা নতুনভাবে হাতের চেটোতে কাটার কথা বলছেন?

–বেশ, আমি যা জানার তা জেনেছি, পটার এবার তুমি যেতে পার।

হ্যারি ঝট করে ওর স্কুল ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমব্রিজের ঘর থেকে বাইরে এল।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বারবার নিজেকে শাসন করতে লাগলো, 'শান্ত হয়ে থাক', তুমি যা ভাবছ তা নাও হতে পারে। 'শান্ত হয়ে থাক'।

'মিম্বুলাস মিমব্লেটোনিয়া, হ্যারি ফ্যাট লেডির সামনে হাঁফাতে হাঁফাতে ভেতরে যাবার পাসওয়ার্ড বললো।

ও কমনরুমে ঢুকতেই অনেকেই জোর গলায় ওকে স্বাগত জানাল। রন ছুটতে ছুটতে ওর কাছে এগিয়ে এল, মুখে আনন্দ-হাসি ফেটে পড়ছে, ওর হাত থেকে বাটার বিয়র পড়ে গেল। রন বোতলটা শুধু ধরে রইল।

– হ্যারি, আমি পেরেছি, আমাকে দলে নিয়েছে, আমি কীপার!

– কি বললে? ওহ্-হ দারুণ একটা খবর দিলে, হ্যারি বললো, কিন্তু তখনও

ওর বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করেছে, অসম্ভব দপদপ করছে হাতটা, এবং রক্ত পড়ছে!

রন একটা বোতল হ্যারির দিকে এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, বন্ধু বাটারবিয়র, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। হারমিওনকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ফ্রেড এককোণে বসে ধীরে ধীরে বাটারবিয়রে চুমুক দিচ্ছিল, রনের কথা শুনে ফায়ার প্লেসটা দেখিয়ে বললো, ওই তো ওখানে একটা আর্ম চেয়ারে বসে দিব্যি আগুন পোয়াচ্ছে। হারমিওন চেয়ারে বসে দুলছিল, দোল খেয়ে মাঝে মাঝে বাটারবিয়র বোতল থেকে ছলকে ছলকে ফ্লোরে পড়ছে।

রন ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, আমি খবরটা দেবার পর খুশি হয়েছি। রিয়েলি আমি খুব খুশি।

জর্জ বললো, আরে ওকে ঘুমোতে দাও।

হ্যারি দেখল বেশ কয়েকজন প্রথমবর্ষের ছাত্র গোল হয়ে বসে আছে। ওর নাক দিয়ে কিছুক্ষণ আগে রক্ত বেরিয়েছে তার দাগ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

কেটিবেল হাতে একটা আলখেল্লা নিয়ে রনকে বললো, রন এদিকে এসো। পরে দেখত অলিভারের গতবছরের এই রোবটা তোমার গায়ে হয় কি না। পেছনে ওর নামটা খুলে তোমার নামটা লাগাতে হবে।

রন এগিয়ে গেলে অ্যাঞ্জেলিনা লাফাতে লাফাতে হ্যারির সামনে দাঁড়াল। বললো, দেখ আমি জানি রন তোমার সবচাইতে প্রিয় বন্ধু; কিন্তু ও খুব একটা ভাল প্লেয়ার নয়, তবে একটু ঘষে মেজে নিতে হবে। ও খুব ভাল কিডিচ প্লেয়ারদের পরিবার থেকে এলেও খেলার ব্যাপারে তেমন শার্প নয়। সত্যি কথা বলতে কি আমি ওর কাছ থেকে আর একটু বেশি আশা করেছিলাম।

ভিকি ফ্রবিশার জিওফ্রে হুপার সম্বন্ধে কথাবার্তা হবার পর অ্যাঞ্জেলিনা বললো, কাল দুটোর সশয় আমাদের প্র্যাকটিস সেশন হবে, তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে।

হ্যারি সম্মতি জানালে অ্যাঞ্জেলিনা অ্যালিসিয়া স্পিনেটের দিকে চলে গেল। হ্যারি তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে হারমিওনের পাশে বসল। হ্যারির ব্যাগ রাখার শব্দ শুনে হকচকিয়ে বললো, হ্যারি তুমি রনের খবর শুনেছ তো? দারুণ খবর তাই না? কিছু মনে কর না, আমি ক্লান্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গত রাতে প্রায় একটা পর্যন্ত জেগে জেগে টুপি বানিয়েছি। টুপিগুলো পাগলের মতো উধাও হয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি বললো, খুব ভাল। ওর মনের কথা যদি কারও কাছে না বলে তো ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। তাই ধীরে ধীরে বললো, শোন হারমিওন আমি একটু আগে আমব্রিজের ঘরে আটক হয়ে ছিলাম। শাস্তি শেষ হবার পর আমব্রিজ আমার হাত স্পর্শ করেছিলেন।

হারমিওন ওর খুব কাছ ঘেঁষে বললো, আমি জানি একটা কথা শুনলে তুমি বেশ চিন্তিত হবে। ইউ-হু-তো মনে হয় ঠিক কুইরেলের মতো আমব্রিজকে দিয়ে ওর কাজ করিয়ে নিচ্ছে। সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে এনেছে ওকে। হ্যারি চারদিকে তাকিয়ে আরও আস্তে বললো, অসম্ভব নয়, তাই হতে পারে।

তবে আমার মনে হয় শেষ পর্যন্ত কুইরেলের মতো ওকে কব্জা করতে পারবে না। হারমিওন বললো, এখন ও আবার ওর পুরনো দেহ ফিরে পেয়েছে, এখন আর কারও সাহায্য নেবে বলে মনে হয় না। ওকে ইমপেরিয়স কার্স দিয়ে (উদ্ধত অভিশাপে) বশে আনতে পারে।

হ্যারি দেখল ফ্রেড, জর্জ আর লী জোর্ডান বোতলের ছিপি নিয়ে জাগলিং করছে।

হারমিওন একটু চুপ থেকে আবার বললো, কিন্তু গত বছর তোমার ওই কাটা জায়গাটা কেউ স্পর্শ না করলেও ব্যথা পেতে। ডাম্বলডোরও বলতেন, ইউ-নো-হু কিছু ভাবছে তার জন্য। ওটা হয়। আমার মনে হয় ওই ব্যথার সঙ্গে আমব্রিজের কোনও সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা একরকম কাকতালীয় হতেও তো পারে?

– আমব্রিজ একজন অশুভ মহিলা, হ্যারি সোজাসুজি বললো।

– হতে পারে তিনি সাংঘাতিক। কিন্তু হ্যারি, তোমার কিন্তু ডাম্বলডোরকে জানানো উচিত তোমার কাটা দাগটা ব্যথা করে, চুলকোয়।

এই নিয়ে দু'বার ওকে বলা হল ডাম্বলডোরের কাছে যেতে। কিন্তু ও রনকে যেমন জবাব দিয়েছিল তেমনই জবাব দিল হারমিওনকে।

– আমি কাটা দাগে ব্যথা, চুলকানি নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছি না। গরমকালে এমন হয়। গত রাতে একটু বেশি হয়েছিল এই যা।

– হ্যারি আমার কোনও সন্দেহ নেই ডাম্বলডোর ব্যাপারটা সহজভাবে নেবেন না।

হ্যারি বললো, তাহলে আমার কপালের কাটা দাগ ছাড়া অন্য কিছুতে তার যায় আসে না, কি বল?

– যা সত্য নয় তা বলবে না হ্যারি!

– আমি ভাবছি সিরিয়সকে সব ব্যাপারটা লিখে জানাব, দ্যাখা যাক উনি কি বলেন।

– হ্যারি আমার কথা শোনো, ব্যাপারটা চিঠিতে লেখা ঠিক হবে না। হারমিওনের মুখ দেখে মনে হয় খুব চিন্তিত।

– মনে আছে মুডির কথা? উনি বলেছিলেন, যা লিখবে খুব সতর্কতার সঙ্গে লিখবে! আমাদের প্যাঁচাকে চিঠি নিয়ে যাবার সময় আটকে দিতে পারে সে সম্ভাবনা তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হ্যারি বললো, আচ্ছা বাবা চিঠি লিখব না। যাকগে আমার ঘুম পেয়েছে শুতে চললাম।

হারমিওন বললো, আমিও ক্লান্ত। আমি শুতে চললাম। আগামীকাল অনেকগুলো টুপি বানাতে হবে। সেলাইয়ের ব্যাপারে তুমি যদি চাও তো আমাকে সাহায্য করতে পার। আমি এখন নতুন নতুন প্যাটার্ন বানাতে শিখেছি।

হারমিওনের উজ্জ্বল হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বললো, দুঃখিত আমার সময় হবে না। জান তো আমার অনেক হোমওয়ার্ক বাকি, সেগুলো শেষ করতে হবে।

হারমিওনকে অখুশি করে হ্যারি চলে গেল।

চতুর্দশ অধ্যায়

পার্সি অ্যান্ড প্যাডফুট

ডরমেটরিতে সবার আগে হ্যারির ঘুম ভাঙ্গল। ও চুপ করে শুয়ে পোস্টারের ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণে ছোট ছোট ধূলিকণা ভাসতে দেখল। সেদিন ছিল শনিবার। জাদুবিদ্যা অনুশীলনের আঁকাবাঁকা ইতিহাসের মত নতুন টার্মের প্রথম সপ্তাহটা হ্যারিকে টেনে চলল দিশাহীনভাবে।

তাহলে দিন শুরু হল। হ্যারি ঝটপট বিছানা ছেড়ে উঠে নাইট ড্রেস ছেড়ে কাচা জামা-প্যান্ট পরে নিল। অদূর থেকে মৃদু মৃদু পাখির ডাক ভেসে আসছে, অনেকটা ওর গ্রিফিন্ডের ঘুমন্ত বন্ধুদের নিশ্বাস ফেলার শব্দের মতো। ও স্কুল ব্যাগটা খুব সন্তর্পণে খুলে পার্চমেন্ট আর পালকের কলমটা নিয়ে কমনরুমের দিকে চলল।

প্রায় নিভন্ত ফায়ার প্লেসের কাছে ওর প্রিয় পুরনো দিনের আর্ম চেয়ারটা টেনে এনে, আরাম করে বসে ঘরটা দেখতে দেখতে পার্চমেন্টগুলো খুলল। গত রাতের ছেঁড়া পার্চমেন্টের টুকরো, পুরনো গবস্টোন, ছোট ছোট জার, শিশি বোতল, বিস্কুট-চকোলেটের মোড়ক আর কোথাও পড়ে নেই। সেগুলো হারমিওনের বানান টুপির মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। ও ভাবতে চেষ্টা করল এখনও পর্যন্ত কত খর্বকায় গৃহ পরিচারকরা তাদের নিজেদের ইচ্ছে (এলফরা) বা অনিচ্ছায় সেই টুপি পরে কাজ ছেড়ে চলে গেছে। হ্যারি দোয়াতের ছিপি খুলে কলমটা কালি ভর্তি দোয়াতে চোবাল। তারপর হলুদ পার্চমেন্টের প্রায় এক ইঞ্চি ওপরে কলমটা ধরে রাখল। ভাবতে থাকে কেমন করে শুরু করবে। এক মিনিট, দু'মিনিট কেটে গেল, কলমটা যেমনভাবে ধরেছিল তেমনি রইল, একটা অক্ষরও লিখতে পারে নি। সবকিছু যেন ওর কাছে তালগোল পাকিয়ে গেছে, কিছুই মনে করতে পারছে না। নিজের অসহায়তা দেখে আন্দাজ করতে পারল কেন গরমের ছুটিতে রন-হারমিওন ওকে চিঠি লিখতে পারে নি। ভাবার চেয়ে লেখা কঠিন ও বুঝতে পারল। কিছুতেই ওর

মাথায় আসছে না গত সপ্তাহের বিভিন্ন ঘটনা সিরিয়সকে কিভাবে লিখবে। অনেক প্রশ্ন, অনেক জটিল প্রশ্ন যা করতে চায়। চিঠি লেখা হলে তো চিঠির মাঝপথে মেনে নেয়ার প্রশ্ন আসে?

ও নির্বাক-নিশ্চল হয়ে বসে রইল। ফায়ার প্লেসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত একটা কিছু লেখার জন্য হাত সজাগ হয়ে উঠল। আবার ও পাখির পালকের কলমটা সামনে রাখা কালির দোয়াতে চুবিয়ে নিয়ে লিখতে শুরু করল ।

> প্রিয় স্নাফলস্
>
> আশা করি আপনি ভাল আছেন, ওখান থেকে ফিরে স্কুলের প্রথম সপ্তাহটা বড় বিশ্রীভাবে কেটেছে। আজ শনিবার ছুটির দিন তাই মনে খুব আনন্দ।
>
> আমাদের স্কুলে নতুন এক টিচার 'ডার্ক আর্টের প্রতিরোধ' শেখাবার জন্য এসেছেন। নাম প্রফেসর আমব্রিজ। তিনি মাদাম মায়ের মতই অতি স্নেহপরায়ণ ও ভাল! আপনাকে লিখছি তার প্রধান কারণ এই যে গত গরমকালের ছুটিতে যা ঘটেছিল তা গত রাতে আবার ঘটেছে, যখন আমি আমব্রিজের ঘরে আটক হয়েছিলাম।
>
> আমরা আমাদের সবার প্রিয় বড় বন্ধুকে সর্বদাই হারাচ্ছি, আমরা আশা করছি তিনি শিঘ্রই ফিরে আসবেন।
>
> খুব তাড়াতাড়ি আমার চিঠির উত্তর দেবেন।
>
> শুভেচ্ছাসহ
> হ্যারি

চিঠিটা লেখার পর হ্যারি সেটা বেশ কয়েকবার পড়ল। চিঠিতে এমন কিছু সংকেত বা ইঙ্গিত দেয়নি যাতে কিছু বোঝা যাবে– যদি অন্য কেউ সেটা পড়ে। চিঠিটা পড়ে হ্যারির মনোভাব বুঝতে সিরিয়সের একটুও অসুবিধা হবে না, হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে কিছু আভাস দিতে পারবেন। হ্যাগ্রিড হোগার্টসে নেই তাই ওর নাম করে কিছু লিখল না।

চিঠিটা আকারে ছোট হলেও হ্যারির লিখতে অনেক সময় লাগল। সূর্য তখন আকাশে বেশ ওপরে উঠে গেছে।

চিঠির মুখটা ভাল করে সেঁটে পাঠাবার জন্য প্যাঁচাদের বাসস্থান আউলারির দিকে যাবার জন্য দাঁড়াল। ওপরের ডরমেটরিতে ছাত্রছাত্রীদের পদশব্দ শুনতে পেল। ওরা কমনরুমে আসার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে আউলারির দিকে চলল।

যেতে যেতে করিডরে দেখা হল হেডলেস নিকের সঙ্গে। নিক, পিভসকে নিয়ে

বেশ মজার মজার কথা বললো। আউলারিতে যেতে হলে করিডরের শেষে ডানদিকে যেতে হবে। ও ডানে না গিয়ে বাঁদিকে ঘুরল। দূরত্ব একটু বেশি হলেও বিপদ-আপদের ভয় নেই। আউলারিতে গিয়ে হেডউইগের পায়ে চিঠিটা বেঁধে সিরিয়সকে পাঠিয়ে ওকে অন্য কাজকর্ম সেরে কিডিচ খেলার মাঠে যেতে হবে।

পথে কেয়ারটেকারের স্ত্রী মিসেস নরিসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মিসেস নরিস তার বাদামি রং-এর প্রিয় বেড়াল নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। মিসেস নরিস একবার ল্যাম্পপোস্টের বাতির মত হলুদবর্ণ চোখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে উইলফ্রেড দ্যা উইস্টফুলের মূর্তির আড়ালে চলে গেলেন। হ্যারি নীল আকাশের নিচে একটার পর একটা জানালা পার হয়ে আউলারিতে পৌঁছল। হ্যারি আউলারির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মিসেস লরিসের বিরক্তিকর দৃষ্টির কথা ভাবল। মিসেস নরিসের বিশ্রী স্বভাব অকারণে তার স্বামীর কাছে ছাত্রছাত্রীদের নামে নালিশ করা। সকাল সকাল হ্যারির প্যাঁচাদের আড্ডায় যাওয়ার (ঘুরপথে) জন্য হয়ত কিছু ভেবেছেন। হ্যারি মনে মনে বলল, ভাবুক– আমি তো কোন অন্যায় করিনি।

সূর্য তখন আকাশের অনেকটা উঠে এসেছে। হ্যারি আউলারিতে ঢুকল। কাঁচের জানালায় রোদ পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। প্যাঁচাদের গোলঘরে রূপালি সূর্যের কিরণ ক্রুশাকারে পরস্পরকে ভেদ করে যাচ্ছে। ভোরের আলোতে প্রায় একশ'র মতো প্যাঁচা ঘরের চালে আড়াআড়ি করে রাখা কাঠের তৈরি বাসার ভেতর ছটফট করছে। খড় ফেলা মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে হেডইউগের বাসার সামনে ও দাঁড়াল। ছোট ছোট হাড় আর খড় ফেলা মেঝেটা ওর পায়ের চাপের মড়মড় শব্দ শুনে হেডউইগ পিটপিট করে তাকালো।

– বা! তুমি এখানে দিব্যি আরামে রয়েছ। হেডউইগের বাসা ঘরের সিলিং-এর নিচে। এদিকে এসো, তোমাকে একটা চিঠি নিয়ে যেতে হবে, হ্যারি বললো।

হেডউইগ খুব আস্তে ডাক দিয়ে ওর সাদা দুটো ডানা মেলে হ্যারির কাঁধের উপর বসল।

– ঠিক আছে, এই চিঠিটা তোমাকে সিরিয়সের জন্য নিয়ে যেতে হবে। ও কেন মৃদু ফিস ফিস করছে হ্যারি জানে না। ওর পায়ে চিঠিটা বাঁধতে বাঁধতে বললো, এটা সিরিয়সকে দেবে, বুঝলে আর কাউকে না, বুঝতে পেরেছ? হেডউইগ হুস শব্দ করে নীল আকাশে উড়ে গেল। হ্যারি মুখ উঁচু করে হেডউইগের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট এক কালো বিন্দুতে পরিণত হয়ে ওর দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। তারপর ও হ্যাগ্রিডের কুটিরের দিকে তাকাল।

হ্যাগ্রিডের ছোট কুটিরটি খুব কাছে। যেখানে হ্যারি দাঁড়িয়ে সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। খুব সম্ভব সেখানে হ্যাগ্রিড নেই, তাই চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। ওর ঘরের সব জানালায় পর্দা ফেলা।

নিষিষ্ট বাগানের বড় বড় গাছগুলো হাওয়াতে দুলছে, ওর মুখে তাজা হাওয়া এসে লাগছে। কিডিচ মাঠের চিন্তা এখন মাথায় নেই।

হঠাৎ ওর চোখে পড়লো একটা প্রকাণ্ড, দু'ডানাওয়ালা ঘোড়া। অনেকটা, হোগার্টসে আসার সময় যেমন সব অদ্ভুত সরীসৃপের মতো ঘোড়া দেখেছিল তেমনই। চকচকে চামড়ার মতো কালো দুটো ডানা, টেরোডাকটাইল। (প্রাগৈতিহাসিক হিংস্র সরীসৃপের মতো, তারা উড়তে পারে) ঘোড়াটা দৈত্যাকার পাখির মতো গাছের ওপর বসল। তারপর গাছগুলোকে ঘিরে বিকট শব্দ করে উড়তে উড়তে গাছের জঙ্গলে বিলীন হয়ে গেল। সমস্ত দৃশ্যটা ক্ষণিক সামনে এসে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। হ্যারি ঠিক যেন বুঝতে পারল না ও সত্যি কিছু দেখেছে কি না। ওই ক্ষণিক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের চাপে ওর বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করতে থাকে, থামতে চায় না।

কে যেন আউলারির দরজাটা খুলল। শুনতে পেল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। হ্যারির সম্বিৎ ফিরে এল। পিছনে তাকিয়ে দেখল হাতে একটা চিঠি আর প্যাকেট নিয়ে চো-চ্যাং দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ চ্যাংকে দেখে হ্যারি অশান্ত মন কিছুটা শান্ত হল। বললো, সুপ্রভাত!

– তোমাকেও, চো বললো, ভাবতেই পারিনি এত সকালে তোমাকে এখানে দেখতে পাব। আমার মায়ের জন্মদিনের জন্য এটা পাঠাচ্ছি।

চো হাত তুলে প্যাকেটটা হ্যারিকে দেখাল।

– বা! সুন্দর, হ্যারি বললো। ওর মাথার ভেতরটা তখনও ভারি পাথর হয়ে আছে। তখনও সেই বীভৎস টেরোডাকটাইল হিংস্র সরীসৃপের মতো চেহারা ওর মনের মধ্যে রয়ে গেছে।

– আজকের দিনটা খুব সুন্দর! ওর মনের ভেতরটা সুন্দর আবহাওয়া সত্ত্বেও পরিস্থিতিতে কুঁকড়ে রয়েছে যেন।

– খুব ভাল, চো বললো, একটা চলনসই প্যাঁচার খোঁজ করছি। কিডিচ খেলার উপযুক্ত দিন তাই না? আমি সপ্তাহখানেক ওখানে যেতে পারিনি।

চো ছোট মতো একটা প্যাঁচা বেছে নিয়ে কোলে তুলে ওর গায়ে হাত বোলাতেই একটা পা বাড়িয়ে দিল প্যাঁচাটা। উদ্দেশ্য, আমি ওড়ার জন্য তো সদাই প্রস্তুত।

চো বললো, হাই! গ্রিফিন্ডর নতুন কোনও কীপার পেয়েছে কিনা শুনেছ?

হ্যারি বললো, হ্যাঁ পেয়েছে। আমার বন্ধু রনকে। তুমি তো তাকে চেন?

চো বললো, ও সেই টর্নেডো বিদ্বেষী? কোনও রাখঢাক নেই ওর কথায়। যাবে?

হ্যারি বললো, কেন নয়। অবশ্য আমি আটক থাকার জন্য সিলেকসন দেখতে

পাইনি।

চো প্যাঁচার পায়ে পার্সেলটা বাঁধতে বাঁধতে মুখ তুলে চাপা গলায় বললো, সেই পাজি আমব্রিজ তোমাকে সত্যি কথা বলার জন্য সাতদিন আটক করে রেখেছিল। সেড্রিক কেমন করে মারা গেল। সকলেই সেই ঘটনা শুনেছে। সত্যি তুমি অত্যন্ত সাহসী তাই মহিলার মুখের ওপর বলতে পেরেছ।

চোর কথায় হ্যারির মনে হলো ও দারুণ ফুলে গেছে, শরীরটা হালকা হয়ে গেছে, হাওয়াতে উড়ে যাবে। কে ওই বিদঘুটে উড়ন্ত ঘোড়াকে তোয়াক্কা করে? চো ওকে বলেছে সত্যিকারের সাহসী ছেলে। হঠাৎ মনে হল চোকে ওর অবর্ণনীয় যন্ত্রণাকাতর কাটা হাতটা দেখায়। প্যাঁচার পায়ে ওর মায়ের কাছে পাঠানোর জন্য পার্সেলটা বাঁধতে সাহায্য করে। ওইরকম এক উত্তেজক অবস্থায় ও কি বলবে, কি করবে ভেবে পায় না। ঠিক সেই সময় আউলারির দরজাটা আবার খোলার শব্দ শুনতে পেল।

হ্যারি দেখল কেয়ারটেকার ফিলচকে।

ওকে দেখে আউলারির ছোটবড় সব প্যাঁচাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, ওরা সবাই ডানা ঝটপট করতে লাগল।

ফিলচ হ্যারিকে বললো, আমার কাছে একটা খবর আছে, তুমি নাকি ডাংগবোম্বস সরবরাহের বিরাট একটা অর্ডারের চেষ্টা করছ?

হ্যারি হাত গুটিয়ে কেয়ারটেকারের মুখের দিকে তাকালো।

– কে বলছে আপনাকে যে আমি ডাংগবোম্বস সরবরাহের অর্ডার পেয়েছি?

চো দু'জনের কথা শুনে ভুরু কোঁচকালো। ওর হাতের লক্ষী প্যাঁচাটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে ডাকতে শুরু করে। চো সেদিকে চোখ দিলো না।

– বুঝলে সব খবর আমার মুঠোর মধ্যে থাকে, যারা দেবার তারা দেয়। ফিলচ্ হিসহিস শব্দ করে বললো, দেখি কী পাঠাচ্ছ?

হ্যারি বললো– দেয়া যাবে না ওটা চলে গেছে।

রাগে ফিলচের মুখ লাল হয়ে গেল। বললো, চলে গেছে? কথাটা বলে দু' চোখ দিয়ে যেন হ্যারির জামা-প্যান্ট সার্চ করে।

– তোমার পকেটে তো থাকতেও পারে?

– তার কারণ?

চো রেগেমেগে বললো, আমি ওকে পাঠাতে দেখেছি।

ফিলচ চো'র ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে– তুমি পাঠাতে দেখেছ?

– ঠিক বলেছেন, আমি দেখেছি, চো ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বললো।

এক সেকেন্ড নীরব থেকে ফিলচ্ দু'জনের দিকে তাকাল। তারপর অ্যাবাউট

টার্ন হয়ে দরজার দিকে এগিয়ে থেমে গিয়ে হ্যারিকে দেখতে লাগলো দরজার হ্যান্ডেলটা চেপে ধরে।

– আহারে! কি ভালই হত আমি যদি বাতাসে উড়ে আসা এক টুকরো ডাংগবোম পেতাম। হ্যারি আউলারি থেকে নিচে তাকালো।

দেখলো, মিসেস নরিস প্যাঁচাদের গুনছে।

চো লক্ষ্মীপ্যাঁচার পায়ে ভাল করে পার্সেলটা বেঁধে বললো, ফিলচ যা বললো সত্যি?

– মোটেই না।

– ও বললো কেন, চো লক্ষ্মীপ্যাঁচাটা জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিল। হ্যারি ঠিক চো'র মতো উদ্বিগ্ন হল।

যেতে যেতে চো বললো, আমি অন্য রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। আবার দেখা হবে।

– আচ্ছা, দেখা হবে।

চো-চ্যাং'র প্রশংসা হ্যারির কানে বারবার বাজতে থাকে। সত্যি তুমি সাহসী, তা নাহলে মহিলার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সত্যি কথা বলবে কেন? কিন্তু সেড্রিককে চো'ও বাঁচাতে পারেনি।

সেড্রিককে চো পছন্দ করত সে কথা হ্যারি জানে। সেসব কথা এখন ভেবে লাভ নেই। গ্রেট হলে ঢুকে হ্যারি দেখল রন আর হারমিওন গ্রিফিন্ডরদের টেবিলে বসে রয়েছে। সুপ্রভাত। হ্যারি ওদের কাছে গিয়ে বললো।

রন, হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললো– কী ব্যাপার আজ বড় খুশি খুশি দেখাচ্ছে!

– কিডিচের কথা পরে হবে। হ্যারি একটা প্লেটে গাদাখানেক বেকন- ডিম নিয়ে বললো।

রন বললো, খেলার মাঠে একটু আগে আগে যেতে পারবে?

– অবশ্যই, হ্যারি বললো।

হারমিওন ওদের দিকে সোজা তাকিয়ে বললো– মনে থাকে যেন তোমাদের অনেক হোমওয়ার্ক করতে হবে।

ওদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। মর্নিং পোস্ট আসতে শুরু করেছে। একটা প্যাঁচা চিনির পাত্রের পাশে 'ডেইলি প্রফেট'টা নিয়ে বসল।

ওর পা থেকে চামড়ার ব্যাগটা খুলে নিল হারমিওন। প্যাঁচা উড়ে গেলে হারমিওন প্রথম পাতাটায় চোখ রাখল।

রন বললো– কোনও চাঞ্চল্যকর খবর আছে?

হ্যারি জানে রন হোমওয়ার্ক না করতে পারলে বাঁচে। গল্পস্বল্প করে সময় কাটাতে চায়।

– না, তেমন কিছু নেই। এইসব গান বাজনা, বিয়েশাদীর খবর, ওয়েভসিস্টারের বিয়ে।

হারমিওন মুখের সামনে কাগজটা খুলে নিজেকে আড়াল করে রাখল। হ্যারি প্লেটে আরও খাবার ভরে নিল। রন জানালার বাইরে তাকিয়ে রইল।

হারমিওন হঠাৎ বেশ জোরে জোরে বললো– দাঁড়াও দাঁড়াও... ওহ্ না সিরিয়স!

হ্যারি বললো– কী হয়েছে? কাগজটা এমনভাবে টান দিল যে অর্ধেকটা হারমিওনের হাতে, বাকিটা হ্যারির হাতে।

হারমিওন হাতের কাগজটা চাপা গলায় পড়ল– 'ম্যাজিক মন্ত্রণালয় বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছে, সিরিয়স ব্ল্যাক একজন গণহত্যাকারী। ব্ল্যাক বর্তমানে লন্ডনে আত্মগোপন করে আছে।'

হ্যারি অতি আস্তে অথচ অসম্ভব রেগে বললো– লুসিয়াস ম্যালফয়, আমি বাজি ধরে বলতে পারি ও স্টেশনের প্লাটফরমে সিরিয়সকে দেখেছিল।

– কী বললে? কই কথাটা তুমি তো আমাদের বলনি।

হারমিওন ঠোঁটে আঙ্গুল রেখে শব্দ করল, শ্যু...। 'জাদুকর সম্প্রদায়কে সতর্কিত করা হচ্ছে যে সিরিয়স ব্ল্যাক অতি সাংঘাতিক খুনি, কম করে তেরটা খুন করেছে। আজকাবান জেল ভেঙ্গে সে এখন পলাতক।'

– রাবিশ, হারমিওন বললো। বাকি অর্ধেক কাগজটা টেবিলে রেখে বললো, ওয়েল, এখন ও আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। ডাম্বলডোরও মানা করেছিলেন।

হ্যারি ওর হাতের ডেইলি প্রফেটের অংশটা দেখতে দেখতে বললো, পাতাভর্তি দেখছি বিজ্ঞাপন। ম্যাডাম মালকিন রোবস ফর অল অকেসান্স। এটা দেখ।

রন বললো, আমার যা যা জামাকাপড় দরকার সবই আমার ট্রাঙ্কে আছে।

হ্যারি বললো, এখানে কি লিখেছে দেখ।

হারমিওন ও রন ঝুঁকে পড়ল হ্যারির হাতে ছেঁড়া ডেইলি প্রফেটের দিকে। ছোট খবর। খুব বেশি তো এক ইঞ্চি লম্বা, একেবারে কলমের দক্ষিণে শেষে ছাপা

মন্ত্রণালয়ে বিনা অধিকারে প্রবেশ

> গত ৩১ আগস্ট স্টারগিসপডমোর (৩৮) দু'নম্বর লাবুরনাম গার্ডেনস, ক্ল্যাপহেম, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের ওয়াইজেনগেমটের সামনে অনধিকার প্রবেশ ও ডাকাতির উদ্দেশ্যে ধরা পড়েছিল। মন্ত্রণালয়ের ওয়াচউইজার্ড এরিকমার্ক তাকে. একটি টপ সিকিউরিটি দরজা দিয়ে প্রায় রাত একটার সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রবেশ

করতে দেখতে পায়। ধৃত পডমোর তার আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাও বলেনি; তাই দুটি অপরাধের ভিত্তিতে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করার জন্য আজকাবানে পাঠানো হয়েছে।

স্টারগিস পডমোর? রন খুব আস্তে আস্তে বললো- সেই পাজি লোকটা, যার মাথা দেখলে মনে হয় কেউ গুঁড়িয়ে দিয়েছে, তাই না? ও একজন...

- শ্যু! চুপ রন, হারমিওন রনকে থামিয়ে দিয়ে ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল।

হ্যারি ফিসফিস করে বললো, ছ'মাস আজকাবানে? শুধু একটা দরজা দিয়ে যাবার জন্য!

হারমিওন বললো,- বোকার মত কথা বলবে না। রাত্রি একটার সময় ও ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে কিসের জন্য গিয়েছিল!

রন বললো, ওতো অর্ডারের হয়ে কাজ করে।

হ্যারি বললো- এক মিনিট, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে স্টারগিসের আমাদের বিদায় জানাতে আসার কথা ছিল?

হারমিওন ও রন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

হারমিওন বললো- হ্যাঁ হ্যাঁ মনে আছে। ওরতো গার্ড হয়ে আমাদের সঙ্গে স্টেশনে যাবার কথা ছিল। ও না আসাতে মুডি অসম্ভব রেগে গিয়েছিল। তাহলে? তাহলে নিশ্চয়ই ওদের হয়ে কোনও কাজ করতে যায়নি। আবার এমনও হতে পারে।

রন বললো, সব বাজে কথা! ওরা ওকে ফাঁসিয়েছে। শোন, হারমিওনের শাসনদৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নাটকীয়ভাবে গলার সুর নামিয়ে বললো, মিনিস্ট্রি মনে করে ও ডাম্বলডোরের লোক। কারসাজি করে স্টারগিসকে মিনিস্ট্রিতে আসতে না বললে আদতেও বিনা অনুমতিতে দরজা পার হওয়ার সম্ভাবনা নেই! একটা জঘন্য প্ল্যান!

কিডিচ পিচের দিকে এগোতে এগোতে, হ্যারি ডানদিকে নিষিদ্ধ বনের বিরাট বিরাট গাছগুলোর দিকে তাকালো। ঝড়ো হাওয়াতে গাছের পাতাগুলো মনে হয় যেন উড়ে যাবে। আকাশ পরিষ্কার, কোথাও এক বিন্দু মেঘ নেই। আউলারি টাওয়ারের কাছে শুধু প্যাঁচারা ঘুরপাক খাচ্ছে। ওর চিন্তার অনেক কিছু আছে। সেই উড়ন্ত ঘোড়া তো ওর কোনও ক্ষতি করেনি তাই ওর সম্বন্ধে চিন্তা মাথায় নেই।

ওরা দু'জনে প্র্যাকটিস শুরু করল। ঘণ্টা দুই ধরে প্র্যাকটিস করার পর ক্যাসেলে ফিরে এল লাঞ্চ খাবার জন্য।

রন আর হ্যারিকে কমনরুমে দেখতে না পেয়ে হারমিওনের মধ্যে একটা কথাই

বারবার ঠেলা দিচ্ছিল– দুজনেই অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। কিন্তু কিডিচ মাঠে অনুশীলনের জন্য গিয়েছিল জেনে নিজের ভুল বুঝতে পারল। ওরা দুই বন্ধু লাঞ্চ শেষ করে মাঠের টেন্টে গিয়ে দেখল, টিমের সকলেই পৌঁছে গেছে ট্রেনিং সেসনের জন্যে, আসেনি শুধু অ্যাঞ্জেলিনা।

– কেমন লাগছে রন? জর্জ চোখ পিটপিট করে বললো। লাঞ্চ শেষ করে মাঠে ফেরার সময় ও সারা পথ চুপ করেছিল। জর্জের প্রশ্নের জবাবে ছোট করে বললো, চলছে।

ফ্রেড ওর খেলার জার্সিতে মাথা ঢোকাতে ঢোকাতে একটু দুষ্টুমি ভরা মুচকি হাসিতে বললো, নতুন প্রিফেক্ট ও কতো বড় প্লেয়ার আমাদের আজ দেখাবে।

নিজের টিমের জার্সি প্রথমবার পরতে পরতে রন রেগে গিয়ে বললো, শাট্ আপ। জার্সিটা অলিভার উডের জন্য বানানো হয়েছিল তাই রনের গায়ে ঠিকমত ফিট হল না। কাঁধের কাছে হাতা দুটো ঝুলে রইল।

অ্যাঞ্জেলিনা ক্যাপ্টেনের অফিস থেকে মাঠে এসে গেছে। টিমের সকলের দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে বললো, সবকিছু ঠিক আছে তো?

অ্যাঞ্জেলিনা টিমের ক্যাপ্টেন। অ্যালেসিয়া, ফ্রেড তোমরা বলটা নিয়ে এস। দু'একজন আমদের দেখছে, দেখুক ওদের দিকে তাকিও না, পাত্তা দিও না। সব ঠিক আছে।

অ্যাঞ্জেলিনা দুটি লোকের কথা সাধারণভাবে বললেও হ্যারি ভাবে অনাহুত লোক দুটোকে ফের ওরা মাঠে নামলো। মাঠ-সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। স্লিদারিন সাপোর্টাররা আনন্দ, উৎসাহ দেবার জন্য হৈচৈ করে উঠল। অর্ধেক স্টেডিয়াম ওদের সাপোর্টার দখল করে বসে আছে। সমস্ত মাঠ মুখরিত হয়ে উঠল ওদের উচ্ছ্বাসে।

রন ওর ঝাড়ুর ওপর বসে মাঠ থেকে সোঁ করে ওপরে উঠল। ওর পেছনে হ্যারি। হ্যারি বললো, কারুর কথায় কান দেবে না। রনের পাশে ও ভাসতে লাগল। ভাসতে ভাসতে বললো, দেখতো কারা হাসাহাসি, ব্যাঙ্গ করছে।

ম্যালফয় ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে ও টেনে টেনে বললো, ওদের মতো আজেবাজে প্লেয়ারদের মাথায় কে ছাতা ধরবে? ক্রেব, গোয়েল আর প্যান্সি হাসিতে ফেটে পড়ল ম্যালফয়ের কথা শুনে।

অ্যাঞ্জেলিনা উড়তে উড়তে হ্যারির পাশে এসে বললো, এইরকমই তোমার কাছে সকলে চায়। তুমি খেলে যাও... কারও কথায় কান দেবে না। ঠিক মতো বল পাস দাও। অ্যাঞ্জেলিনা চড়কিবাজির মতো ওর টিমের চারপাশে ঘুরতে থাকে। মুখের ওপর খোলা চুল এসে পড়েছে, চুলগুলো পেছনে হটিয়ে দিতেই প্যান্সি পারকিনসন বললো, আরে দ্যাখ দ্যাখ ওদের ক্যাপ্টেন সারা মাঠে উকুন ছড়াচ্ছে।

রন ঠিক মতো খেলতে পারছে না। একবার গোলের কাছে বল ধরতে গিয়ে পড়ে গেল। ফ্রেড আর জর্জ দেখে হাসল। কিন্তু স্লিদারিনের ক্যাপ্টেন ম্যালফয় হো হো করে হেসে উঠল রনকে পড়ে যেতে দেখে।

– রন বল ধরে রেখ না পাস করে দাও, অ্যাঞ্জেলিনা বললো। অ্যাঞ্জেলিনা স্বাভাবিকভাবে খেলছে, ও দলের প্রত্যেকের পাশে গিয়ে উৎসাহ দিয়ে চলেছে।

রন কোয়াফিলটা অ্যালিসার দিকে ছুঁড়ে দিল ও সেটা ধরে হ্যারিকে দিয়ে দিল। হ্যারি দিল জর্জকে।

ঠিক সেই সময় ম্যালফয় বলে উঠলো, আরে হ্যারি তোমার কাটা দাগ কেমন আছে? নিশ্চয়ই ব্যথাতে শুয়ে পড়বে না? নিশ্চয়ই ব্যথা করছে? গত সপ্তাহে তো তুমি হাসপাতালে ছিলে, তার রেকর্ড আছে– ঠিক না?

যেমন খেলা হয় তেমনই চলল। স্লিদারিন কখনও আধিপত্য বিস্তার করে গ্রিফিন্ডর প্রতিরোধ করে, আবার গ্রিফিন্ডর এগোলে স্লিদারিন।

জর্জ বললো, রন ঠিকমতো খেলতে পারছে না।

হ্যারি বললো, নতুন মাঠে নেমেছে, একটু ভুলচুক করবেই।

হ্যারি সোনা রং-এর বলটা নিয়ে পাগলের মতো উড়ছে। কেউ ওকে ধরতে পারছে না। চিয়ার্স, চিয়ার্স ওর কানে আসে। শরৎকালের গরম হাওয়ার ঝাপটা ওর মুখেলাগে। স্লিদারিং দলের ব্যাঙ্গ, চিৎকার কোনওকিছুই ওর কানে আসে না।

হঠাৎ হুইসেল বেজে উঠল। অ্যাঞ্জেলিনা চেঁচিয়ে উঠল– থাম- থাম- থাম, রন তুমি তোমার সিভিল পোস্ট কভার করছ না।

হ্যারি রনের দিকে তাকাল। রন খুব একটা ভাল খেলতে পারছে না। তবে আজ ওর প্রথম প্র্যাকটিস সেশন, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের দিকে ঠিকমত নজর দিতে পারছে না।

– ওহ, আমি দুঃখিত।

– তুমি চেজাবদের দিকে ঠিকমত না লক্ষ করে অন্যদিকে তাকাচ্ছ। অ্যাঞ্জেলিনা বললো, তুমি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাক, 'হুপ' আটকাবার সময় নড়াচড়া করবে, ভ্যাবলার মত এধার ওধার তাকাবে না। এ জন্যই তো তুমি তিন তিনটে গোলের জন্য দায়ী।

– সত্যি দুঃখিত, রন মুখ কাঁচু মাচু করে বললো। ওর তাকানো অনেকটা লাল মুখে নীল উজ্জ্বল আকাশের দিকে বাতিঘরের আলোক সংকেতের মত।

কেটির নাকে বল লেগে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছিল। অ্যাঞ্জেলিনা কেটিকে বললো, কেটি তুমি বোকার মত দাঁড়িয়ে না থেকে নাকের রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করতে পারছো না?

কেটি কাঁদ কাঁদ হয়ে বললো– থামছে না যে, কথাটা বলে জামার হাতাটা দিয়ে নাকে চেপে ধরল।

হ্যারি আড় চোখে দেখল ফ্রেড বেগুনি রঙ-এর একটা কিছু পকেট থেকে বার করে কেটির দিকে এগিয়ে দিল। ওর মুখে বেশ উদবিগ্নের ছাপ!

– থাকগে আবার চেষ্টা করা যাক, অ্যাঞ্জেলিনা বললো, ও স্লিদারিনের দিকে তাকাচ্ছে না। ওরা সবাই একযোগে গেয়ে চলেছে গ্রিফিন্ডররা হেরে গেছে, হেরে গেছে। কিন্তু অ্যাঞ্জেলিনা ওদের কথায় কান না দিয়ে ঝাড়ুর ওপর স্থির হয়ে বসে রইল।

প্রায় তিন মিনিট ওরা শূন্যে ঝাড়ুর ওপর বসে ওড়ার পর অ্যাঞ্জেলিনা তীব্রভাবে হুইসিল দিল। হ্যারি সেই সময়ে স্লিদারিনের গোলপোস্টের দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। হুইসিল শুনে খেলা থেমে গেলে হ্যারি বিরক্ত হল।

ও অ্যালিসাকে জিজ্ঞেস করলো– কী হলো? অ্যালিসিয়া ওর খুব কাছেই ভাসছিল।

– কেটি? ও বললো।

হ্যারি দেখল অ্যাঞ্জেলিনা, ফ্রেড, জর্জ খুব দ্রুত কেটির দিকে ভেসে যাচ্ছে। ওদের দেখে হ্যারি আর অ্যালিসাও কেটির দিকে চলল।

কেটির অবস্থা দেখে অ্যাঞ্জেলিনা খেলা বন্ধ করে দিয়েছে কোনও সন্দেহ নেই। কেটির সারা শরীর রক্তে মাখামাখি আর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে।

অ্যাঞ্জেলিনা বললো– ওকে এখন হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

– আমরা ওকে নিয়ে যাচ্ছি, ফ্রেড বললো, মনে হয় ও ভুল করে ব্লাড বিলস্টার প্যাড গিলে ফেলেছে।

অ্যাঞ্জেলিনা ফ্রেডের মন্তব্যে কর্ণপাত না করে বললো– এখন বিটার আর চেজারের খেলার দরকার নেই। ফ্রেড আর জর্জ তখন কেটিকে ধরে ধরে ক্যাসেলের দিকে নিয়ে চলেছে। যাকগে তোমরাও সব ড্রেস বদলে নাও, অ্যাঞ্জেলিনা বললো।

স্লিদারিনের ছেলেরা সেই একই সুরে গান গাইতে গাইতে ড্রেস বদলাবার ঘরে চলল।

হ্যারি আর রনকে প্রোট্রেট বোল দিয়ে কমনরুমে যেতে দেখে হারমিওন কোনও রকম তাপ-উত্তাপ না দেখিয়ে বললো, প্র্যাকটিস কেমন হল?

– এই হল একরকম ফ্রেড বললো।

হ্যারি বাধা দিয়ে নিস্তেজভাবে বললো– জগা খিচুরি, হারমিওনের পাশের চেয়ারে ধপাস করে বসল। হারমিওন কথাটা শুনে হাসল।

– আরে এই প্রথম খেলছো তো, হবে হবে পরে আরও ভাল হবে, একলাফে

হবে না। ও যেন হ্যারিকে সান্ত্বনা দিল।

রন বললো– কে তোমাকে বললো, জগাখিচুরি শুনি? যত্তোসব বাজে কথা।

– কে আবার বলবে, হারমিওন অবাক হয়ে তাকালো, এই বলছিলাম।

– তুমি ভেবেছিলে আমি খেলতে জানি না? এক্কেবারে যা তা?

– মোটেই তা বলিনি। তোমার কথা শুনে বলেছি।

রন রেগে মেগে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বললো– ধ্যাৎ বাজে কথা বলার সময় নেই, আমার অনেক হোম ওয়ার্ক বাকি আছে।

ও একগাদা ছেলের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হারমিওন হ্যারির মুখের দিকে তাকাল।

– সত্যি ও খেলতে পারে নি?

– না তো, হ্যারি বললো।

কথাটা শুনে হারমিওনের মুখের জমাট ভাব অনেকটা কমে গেল।

– আমার মনে হয় ও ভাল খেলতে পারতো, হ্যারি বিড় বিড় করে বললো, প্রথম ট্রেনিং সেশন তো! পরে হয়তো ভালই খেলবে, তোমারও তো প্রথম প্রথম এরকম হয়েছিল।

অবশ্যই সেই রাতে হ্যারি, রন দু'জনের হোমওয়ার্কে মন বসলো না। হ্যারি জানে রনের মন পড়ে রয়েছে কিডিচ খেলার দিকে।

ওর মাথায় তখনও বাজছে স্লিদারিনদের গান– গ্রিফিন্ডাররা হেরে গেছে, দুয়ো হেরে গেছে।

ওরা দু'জন পুরো রোববারের ছুটির দিন কমন রুমে বইয়ে মুখ গুঁজে বসে রইল। অন্য সব ছেলে- মেয়েরা রৌদ্রোজ্জ্বল মাঠে হৈ হৈ করতে লাগল এমনভাবে যেন সেইদিন শেষ ঝলমলে রৌদ্রোজ্জ্বল দিন।

সন্ধ্যার দিকে হ্যারির মনে হল মাথাটা এতো ভারি যে ওঠাতে পারছে না। কে যেন ওর ব্রেনেও হাতুড়ি পিটে চলেছে ক্রমাগত।

হ্যারি রনকে বললো– বুঝলে, আমাদের এ সপ্তাহে আরও অনেক অনেক হোমওয়ার্ক করতে হবে।

হ্যারি রনের হাতে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দেয়া ইনএনিমেটাস কনজিওর্স স্পেল সম্বন্ধে বিরাট প্রবন্ধটা দেখছিল। দেখতে ঠিক সুবিধে হয়নি এমনই মুখের ভাব করে ওটা রেখে দিল। প্রফেসর মিনিস্ট্রাসের তেমনই এক বিরাট আকারের অতি কঠিন প্রবন্ধ শুরু করল।

– ঠিক আছে, রন ওর লাল চোখ ঘষতে ঘষতে দু'একটা পার্চমেন্ট জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, এই! হারমিওন কি লিখেছে দেখলে কেমন হয়?

হ্যারি অদূরে কোলের ওপর বেড়াল নিয়ে বসে থাকা হারমিওনের দিকে

তাকাল। ও তখন জিনির সামনে বসে এলফদের জন্য পশমের মোজা বুনছিল।

– না, রন বললো, তুমি ভাল করেই জান ও আমাদের দেখাবে না।

ওরা কাজ করে চলল। ওদিকে বেলা গড়িয়ে সূর্য ডোবার মুখে। জানালাটা অন্ধকার হয়ে গেল। কমনরুম থেকে ছাত্রছাত্রীরা যে যার ঘরে চলে যেতে শুরু করল। প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় হারমিওন বিরাট এক হাই তুলে ওদের দিকে তাকাল।

– তোমাদের কাজ শেষ করে ফেলেছো?

– না, রন বললো।

রনের পেছনে দাঁড়িয়ে ওর অ্যাস্ট্রোনমি প্রবন্ধের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে হারমিওন বললো, জুপিটারের ক্যালিস্টো না গ্যানিমেড সবচেয়ে বড় চাঁদ? এটাই ভলক্যানো সৃষ্টি করে।

ভুল লাইনটা কেটে দিয়ে রন নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো– অশেষ ধন্যবাদ।

– দুঃখিত ভুলটা দেখিয়ে দেওয়াতে, হারমিওন বললো।

– বুজেছি। বলতে হবে না, তুমি এসেছো আমার ভুল ধরতে।

– রন।

– শোনো হারমিওন তোমার উপদেশ শোনার আমার সময় নেই, বুঝেছ। আমার এখন অনেক কাজ বাকি, রন বললো।

– না, শোনো। ওই দেখো...!

ওরা দেখল হারমিওন জানালার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়েছে। জানালার কোলে দেখল সাদা রঙ-এর সুন্দর একটা প্যাঁচা বসে রয়েছে। প্যাঁচাটা রনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

– আরে হারমেস না? হারমিওন উৎসাহের সুরে বললো।

রন হাতের কলম ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললো, ব্লিমসে (আশ্চর্য হয়ে কিছু বলা)! পার্সি মনে হয় ওকে পাঠিয়েছে। আমাকে আবার ও কি লিখেছে?

রন বন্ধ জানালাটা ঈষৎ খুলতেই পেঁচাটা ফুরুৎ করে ঘরের মধ্যে উড়ে এসে রনের লেখা প্রবন্ধের ওপর বসল। একটা পায়ে বাঁধা রয়েছে চিঠি! রনের আঁকা চাঁদের ফালির ওপর পা রাখতেই চাঁদ বিকৃত হয়ে গেল। চিঠির খামের ওপর রন লেখা ঠিকানা রোনাল্ড উইসলি, গ্রিফিন্ডর হাউজ, হোগওয়ার্টস দেখতে দেখতে বললো, হাতের লেখা দেখছি পার্সির।

হারমিওন উৎসুকতার সঙ্গে বললো– খোলো, দেখ কী লিখেছে। হ্যারি সম্মতি জানালো ঘাড় নেড়ে।

রন চিঠিটা পড়তে শুরু করল। পড়া শেষ হলে চিঠিটা হ্যারি আর হারমিওনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো– পড়।

ওরা দু'জনে পড়তে লাগল

প্রিয় রন,
আমি বিশ্বস্ত সূত্রে মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক ও তোমার নবাগত টিচার প্রফেসর আমব্রিজের কাছে শুনলাম যে তুমি হোগওয়ার্টস স্কুলের প্রিফেক্ট হয়েছ।

আমি খবরটা শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। খুবই স্বাভাবিক। যাই হোক তুমি প্রথমেই আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ কর। আমি অবশ্যই স্বীকার করতে দ্বিধা করি না যে, আমি সর্বদাই ভেবেছি ও ভয় পেয়েছি যে, তুমি ফ্রেড ও জর্জের মতো একই পথের পথিক হবে ও আমার পথে চলবে না। অতএব, অবশ্যই তুমি আমার মনের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারছো! এবার থেকে তুমি যা মন চায় তাই করবে না, বরং দায়িত্ব সহকারে সব কাজকর্ম করবে।

কিন্তু রন, তোমাকে আমার শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালোবাসা ছাড়া আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। দিনের বদলে রাতে লিখছি, ও রাতের ডাকে পাঠাচ্ছি। আশা করছি তুমি অন্যের দৃষ্টির আড়ালে একান্তে শান্তমনে আমার চিঠিটা খুব মন দিয়ে পড়বে। ও কারও উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেবে না।

মন্ত্রীর ছোট একটি লেখা পড়ে যখন জানতে পারলাম তুমি প্রিফেক্ট হয়েছ তখন থেকে আমার মনে বার বার একটি প্রশ্ন উদয় হয়েছে যে তুমি আজও ওই হ্যারি পটারের সঙ্গে আঁতাত করে চলেছ। ওই ছেলেটার সঙ্গে মেলামেশা করলে তোমার বিপদ আছে, বিপদে পড়বে ও ব্যাজটি হারাবে। আমার কথা হয়ত তোমার মনমতো হচ্ছে না, তুমি ভাবছ পটার খুব ভাল ছেলে ও প্রফেসর ডাম্বলডোর, তোমার স্কুলের প্রধান– তার খুব কাছের লোক। তবে আমি একটা কথা তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ডাম্বলডোরের তোমাদের স্কুলের প্রতি আধিপত্য শেষ হতে চলেছে। আশাকরি আশ্চর্য হবে না, লোকেরা তোমার সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করে মনে হয় তারা ভুল করছে না। দুঃখিত ওই ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না, তবে তুমি যদি আগামীকালের ডেইলি প্রফেট পড় তাহলে বাতাস কোনদিকে বইছে বুঝতে পারবে ও তোমার অবস্থানটাও পরিষ্কারভাবে ধরতে পারবে।

পরিহাস নয় রন! তুমি কী চাও পটারের সঙ্গে একই বুরুশে মুখে রঙ ফলাবে, তাহলে ধরেনিও তোমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে, আমি স্কুল ছাড়ার পরের কথা বলছি। আশাকরি তুমি জান, বাবা ওকে সঙ্গে করে কোর্টে নিয়ে গিয়েছিলেন ওয়াজেনগেমট আদালতে, পটারের বিরুদ্ধে ওই গ্রীষ্মকালে শৃঙ্খলা ভঙ্গের শুনানি হয়েছিল এবং সেখান থেকে খুব একটা ভালভাবে উতরে আসতে পারেনি। টেকনিক্যাল গ্রাউন্ডে ছাড়া পেয়েছিল, আমি কেন, অনেকেরই ওর অপরাধ সম্বন্ধে দৃঢ় মনোভাব আছে।

এমনও হতে পারে তুমি পটারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে ভয় পাও। আমি যতটুকু জানি ও সুস্থ মাথার নয় এবং হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ক্ষতি করতে পারে। আমি যা বললাম যদি সে সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ থাকে অথবা পটারের

অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করে তোমার বিরক্তি লাগে তাহলে আমি তোমাকে ডোলোরেস আমব্রিজের সঙ্গে কথা বলতে বলছি। সত্যিই এক চমৎকার মহিলা আমব্রিজ। আমি জানি প্রয়োজন হলে তিনি তোমাকে উপদেশ দেবেন, বিপদে সাহায্য করবেন।

আমি তোমাকে এই ব্যাপারে আরও একটি উপদেশ দিতে চাই। আমি তোমাকে আগে লিখেছি ডাম্বলডোরের হোগার্টসে রাজত্ব অতি শিগগির শেষ হতে চলেছে। অতএব রন, তোমার তার ওপর আনুগত্য না রাখাই ভাল। তোমার আনুগত্য থাকবে স্কুল আর মন্ত্রণালয়ের ওপর। আমি শুনে দুঃখিত যে, প্রফেসর আমব্রিজ স্টাফদের কাছ থেকে কাজ করতে গিয়ে সর্বদাই বাধা পাচ্ছেন এবং খুবই সামান্য সহযোগিতা পাচ্ছেন। মন্ত্রণালয় যেসব পরিবর্তন চাইছে তা চালু করতে পারছেন না হোগার্টসে, তবে আগামী সপ্তাহ থেকে তাকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। আবার বলছি আগামীকালের ডেইলি প্রফেট পড়বে। আমি তোমাকে এইটুকু বলতে চাই, যেসব ছাত্রছাত্রীরা প্রফেসর আমব্রিজের কথা মত চলবে ও তাকে অকুণ্ঠভাবে সহযোগিতা করবে তারা, দু'এক বছরের মধ্যেই হেডবয় হয়ে যেতে পারে বা তার সম্ভাবনা আছে।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি তোমাকে খুব একটা সঙ্গদান করতে পারিনি তার জন্য অতি দুঃখিত। বাবা-মাকে সমালোচনা করতে সত্যই অন্তরে ব্যথা লাগে। আমার মনে হয় অনেক সঙ্গত কারণে আর আমার তাদের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করা সম্ভবপর নয়। ততোদিন তাদের সঙ্গে আমার এক বাড়িতে বাস করা সম্ভবপর নয়, যতদিন তারা ওই ভয়ঙ্কর ডাম্বলডোর আর তার চেলা চামুন্ডাদের নিয়ে তার জয়গান করে যাবেন। তুমি যদি কোনো সময়ে মাকে চিঠি লেখ তাহলে মাকে জানাতে পারো জনৈক স্টারগিস পডমোর, ডাম্বলডোরের এক বিশ্বস্ত বন্ধু, মন্ত্রণালয়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশের অপরাধে কিছুদিন আগে আজকাবানে গেছে। তাহলে বুঝতে পারবেন, কয়েকটি ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে অকারণে আঁতাত করে সর্বনাশের পথে পা বাড়াচ্ছেন। আমি সেইসব লোকদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আমি আশা করছি মন্ত্রণালয় আমার প্রতি সদয় হবে। আমি আরও মনে করি রন, তুমি পারিবারিক বন্ধনের জন্য আমাদের বাবা-মায়ের মতো ভুলপথে অন্ধ হয়ে চলবে না, তাদের বিপদে-আপদে ও কাজকর্মে সমর্থন করবে না। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি ও আশা করছি, একদিন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন এবং আমি তখন বিনা দ্বিধায় ক্ষমা চেয়ে নেবো।

আমি যা যা লিখলাম তা তুমি অতি মনোযোগ সহকারে ভাববে, বিশেষ করে ওই হ্যারি পটার সম্বন্ধে। আবার তোমাকে প্রিফেক্ট হওয়ার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালাম।

তোমার ভাই
পার্সি

হ্যারি চিঠিটা গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার পর রনের মুখের পানে তাকাল– খুব ভাল।

কথাটা এমন এক ভঙ্গিতে বললো যেন সমগ্র চিঠিটায় ছড়িয়ে রয়েছে দারুণ জোক! আহা! খুব ভাল কথা লিখেছে পার্সি চাইলে তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে পার। এইটুকু বলতে পারি– আমি হিংস্র হবো না।

– চিঠিটা রেখে দাও, রন ওর একটা হাত বাড়িয়ে পার্সির চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো। তারপর ঘরের যেখানে আগুন জ্বলছে সেখানে ফেলে দিতেই দাউ দাউ করে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

– আর দেরি নয়, ভোর হবার আগে প্রবন্ধটা শেষ করতে হবে; রন হ্যারিকে তাড়া দিল। প্রফেসর সিনস্ট্রার প্রবন্ধটা টেনে হ্যারির সামনে রাখল।

হারমিওন রনের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

হঠাৎ বললো, ওগুলো আমাকে দাও।

– কোনগুলো? রন বললো।

– লেখাগুলো পড়ে সংশোধন করে দেব, হারমিওন বললো।

রন বললো– সত্যি বলছ, সত্যি তুমি আমাদের বাঁচালে হারমিওন। কি করি ভেবে পাচ্ছিনে?

– কি আর করবে, প্রতিজ্ঞা কর ভবিষ্যতে এই রকম রাত জেগে হোমওয়ার্ক করবে না; কথাটা বলে হারমিওন ওর লেখাগুলো তুলে নিল। মুখে দুষ্টুমী হাসি।

হ্যারি ওর প্রবন্ধটা হারমিওনের হাতে গুঁজে দিয়ে একগাল হেসে বললো, অজস্র ধন্যবাদ। কথাটা বলেই আর্ম চেয়ারে ধপাস করে বসে চোখ রগড়াতে লাগল।

গভীর রাত, কমরুমে শুধু তিনজন আর হারমিওনের প্রিয় বেড়াল ক্রুকশ্যাংক। ঘর নিঃস্তব্ধ, শুধু শব্দ শোনা যায় হারমিওনের হাতের কুইলের খাতার পাতায় সংশোধন ও লেখার খচ খচ শব্দ। ওর সামনে ছড়িয়ে রয়েছে লাইব্রেরি থেকে আনা রেফারেন্স বই। হ্যারির ক্ষিধেতে পেট জ্বলছে তার সঙ্গে ওর ক্লান্তির কোনও সংযুক্তি নেই। ও চেয়ারে বসে আগুনে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া পার্সির চিঠির দিকে তাকিয়ে রইল।

ও জানে হোগওয়ার্টসে অর্ধেকেরও বেশি লোক ওকে এড়িয়ে চলে, ওকে অদ্ভুত এক ছেলে মনে করে, পাগলভাবে। আরও জানে ডেইলি প্রফেট নিত্য ওর বিরুদ্ধে নানা আজগুবি কথা লেখে। সেসব থাক, পার্সির লেখা চিঠি ওকে সত্যি আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। পার্সি, ওর ছোট ভাই ওর প্রিয় বন্ধু রনকে ওর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছে। প্রফেসর আমব্রিজকেও বিভ্রান্ত করেছে সব মিলিয়ে এক বিচিত্র শুধু নয় খারাপ অবস্থার সৃষ্টি করতে চেয়েছে। পার্সি ওর কাছে নতুন এক মানুষ নয়। পার্সি ওর পরিবারের একজন। ওদের বাড়িতে ও থেকেছে, অনেক গল্প-গুজব

করেছে, বিশ্বকাপ কিডিচ খেলা দেখতে যাবার সময় একই তাঁবুতে থেকেছে। শুধু তাই নয় প্রি-উইজার্ড টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় টাস্কে ওকে ফুল মার্কস দিয়েছে, তা সত্ত্বেও পার্সি ওকে কেমন করে ভাবলো অপ্রকৃতিস্থ, হিংস্র!

দুঃখ-বেদনাতে ওর সিরিয়সের ভালবাসা, স্নেহের কথা মনে হল। ওর মনের এই অবস্থায় আরও মনে হল একমাত্র সিরিয়স ওকে কাছে টেনে চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারে। মা নেই, বাবা নেই, আপনজন কেউ নেই যে তাকে কাছে টেনে নেবে। একমাত্র সিরিয়স ওর মনের অবস্থা বুঝবেন– কিন্তু তারও তো একই অবস্থা! জাদুর পৃথিবীতে বলতে গেলে সকলেই ভাবে সিরিয়স অতি এক ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষ শুধু নয়, খুনি, ভোল্ডেমর্টের অনুগামী। এই চরম মানসিকতায় ও জীবনের চৌদ্দটা বছর কাটাচ্ছে।

হ্যারি অর্ধনিমীলিত চোখে আগুনের দিকে তাকাল। আগুনের মধ্যে কিছু একটা দেখল যা সত্য হতে পারে না। হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। হয়ত ও সিরিয়সের কথা ভাবছে বলেই আগুনের মধ্যে ওর মুখটা ক্ষণিক ভেসে উঠেছিল।

হারমিওন রনের প্রবন্ধটা কাটাকুটি করে, কিছু পরিবর্তন করে বললো– নাও এবার ঠিক করে কপি কর। শেষে লিখে দাও আমি তোমার হয়ে লিখেছি।

– হারমিওন বিশ্বাস কর তোমার মত এমন সুন্দর মানুষ খুব কমই আছে, অন্তত আমার চোখে পড়েনি। রন কাঁপা কাঁপা ভঙ্গুর কণ্ঠে বললো– আমি তোমার সঙ্গে যদি কখনও অজান্তে রূঢ় ব্যবহার করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিও।

– বেশ বেশ ঠিক আছে। এখন তুমি নর্মাল হয়েছ, হারমিওন হেসে বললো। হ্যারি তোমার প্রবন্ধ, শেষ অংশটুকু ছাড়া ঠিকই আছে। মনে হয় তুমি প্রফেসর সিনিস্ট্রারের কথাগুলো ঠিকমত শোন। কথাটা ইউরোপা (কভার্ড উইথ আইস)। ইঁদুর নয়, বুঝেছ হ্যারি পটার?

হ্যারি তখন চেয়ারটা আগুনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে দু'পা তুলে হাঁটুতে মুখ গুঁজে আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

– অ্যাই হ্যারি? রন বললো, আগুনের দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

– কারণ, এইমাত্র আমি আগুনের মধ্যে সিরিয়সের মুখটা দেখলাম, হ্যারি বললো।

হ্যারি কথাটা খুব শান্ত স্বরে বললো। গত বছর ও আগুনের মধ্যে সিরিয়সের মুখ শুধু দেখেনি ওর সঙ্গে কথাও 'বলেছিল। এবার ঠিকমত দেখেছে কি দেখেনি বলতে পারছে না, একবার ভেসে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

হারমিওন বললো, কী বললে সিরিয়সের মুখ? সেবার তো তোমার সঙ্গে টুর্নামেন্টের বিষয় কিছু বলেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এবার সিরিয়স?

হারমিওন, রন দু'জনেই আগুনের মধ্যে সিরিয়সের মুখ দেখতে পেলো। রনের

হাত থেকে কুইলটা মেঝেতে পড়ে গেল। অগ্নিশিখার মাঝে সিরিয়সের মাথা, ওর মাথার বড় বড় চুলগুলো ওর বিষণ্ন মুখে এসে পড়েছে।

– আমার মনে হয় সকলের সঙ্গে তোমরাও তোমাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি তোমাদের একনাগারে লক্ষ্য করে চলেছি।

– ঘণ্টার পর ঘণ্টা? হ্যারি মৃদ্যু হেসে বললো।

– সামান্য কয়েক সেকেন্ড, কোস্ট ক্লিয়ার কিনা চেক করছি।

হারমিওন উৎসুকতার সঙ্গে বললো– কী দেখলেন?

– একটি ছোট মেয়ে, দেখে মনে হয় প্রথম বর্ষের ছাত্রী। হয়তো আগে আমাকে কখনও ক্ষণিক দেখেছিল যাকগে তা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। কথাগুলো সিরিয়স হড়বড় করে বললেন। হারমিওন অবাক হয়ে একটা হাত মুখে চেপে তাকিয়ে রইলো। ও আমার দিকে তাকাতেই আমি চলে গেলাম। আমার মনে হয় মেয়েটি আমাকে একটা অদ্ভুত আকারের কাঠের টুকরো অথবা ওইরকম একটা কিছু ভেবেছিলো।

– কিন্তু সিরিয়স, মনে হয় ভাবনার কিছু আছে।

– তোমার কথা অনেকটা মল্লির মতো। সিরিয়স বললেন, হ্যারি চিঠির জবাবের এটা একমাত্র পথ, যা আমি দিতে পারি, অবশ্য কোনও কোর্ড ব্যবহার না করে, কারণ কোড ডিকোড করা যায়।

হ্যারির চিঠির কথা বলতেই হারমিওন, রন দু'জনেই একই সঙ্গে হ্যারির দিকে তাকাল।

– তুমি তো সিরিয়সকে চিঠি লেখার কথা আমাদের কিছু বলোনি? হারমিওনের কথায় দোষারোপের সুর!

– ভুলে গিয়েছিলাম, হ্যারি সত্যি কথাই বললো– আউলারিতে চিঠি ফেলার সময় চো'কে দেখে তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। মুখের দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থেকো না হারমিওন, কারও সাধ্য নেই সেই চিঠি পড়ে গোপন তথ্য জানাতে পারে, ঠিক বলেছি সিরিয়স?

– না, খুবই ভাল, সিরিয়স হাসতে হাসতে বললেন, যাকগে এখন আমাদের কথাবার্তা শেষ করাই ভাল, হয়ত মাঝে কেউ বাধা দিতে পারে, তোমার কপালের কাটাদাগ!

– মানে? রন আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু হারমিওন বাধা দিতে থেমে গেল।

– পরে আপনাকে সব বলবো, হ্যাঁ, সিরিয়স বলুন।

– হ্যাঁ, যখন তোমার ওই কপালের কাটাদাগে ব্যথা অনুভব করবে তখন সেটা তুচ্ছ মনে করবে না। গত বছরে কাটা দাগে ব্যথা, চুলকানি হয়েছিল না?

– হ্যাঁ, ডাম্বলডোর বলেছেন, ভোল্ডেমর্ট যখন শক্তিশালী হয় তখন ওটা

চুলকোয়। হ্যারি, রন আর হারমিওনের দিকে না তাকিয়ে বললো– হতে পারে সেই রাতের ঘটনার পর ও আমার উপর রেগে আছে, প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

– এখন ও ফিরে এসেছে। বার বার তোমার ব্যথা হবে, সিরিয়স বললেন।

– তাহলে বলছেন আমব্রিজ আমাকে যখন ডিটেনসন করে গায়ে হাত দিয়েছিলেন তখন আমার কিছু করার নেই? আপনি কি মনে করেন? হ্যারি প্রশ্ন করল।

ঠিক বলতে পারছিনে, সিরিয়স বললো– আমি তাকে অনেকদিন থেকে জানি, আমি নিশ্চিত উনি একজন ডেথইটার নয়।

– হতেও পারেন, হ্যারি গম্ভীর স্বরে বললো। হারমিওন ও রন ওর কথায় সায় দিলো।

– হ্যাঁ, পৃথিবীতে ভাল মানুষ যেমন আছে তেমন ডেথ ইটারও আছে। সিরিয়স বললেন– আমি জানি উনি খুব সহজ মানুষ নয়, তাহলে রেমাস ওর সম্বন্ধে যা বলবে তা সে শুনবে।

– লুপিন ওর সম্বন্ধে জানেন? হ্যারি বললো। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনে ক্লাশ নেবার সময় ওর আমব্রিজের হাফ-ব্রিড সম্বন্ধে মারাত্মক উক্তি মনে পড়ে গেল।

– না, সিরিয়স বললেন– দু' বছর আগে এন্টি-ওয়ার উল্ফ (নিজেকে সাময়িকভাবে নেকড়ে বাঘে রূপান্তরিত করার শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি) সম্বন্ধে একটা আইন করার ব্যাপারে কিছু খসড়া বানিয়েছিলেন, তাই ওর কিছু কাজ পাওয়া শক্ত ব্যাপার হয়েছিল।

হ্যারির মনে পড়ে গেল লুপিনের ইদানিং জবুথবু চেহারা আর আমব্রিজের প্রতি তার বিতৃষ্ণার কথা।

হারমিওন রেগে বললো– ওয়ারউলফদের ওপর ওর রাগ কেন?

হয়তো তাদের ভয় পায়, সিরিয়স বললেন– উনি অর্ধ মানুষ পছন্দ করেন না। মার পিপলদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কাজকর্ম করেছেন। অযথা সময় নষ্ট। ক্রেচারের মত নিরীহ লোকের পেছনে লেগেছিল।

রন হাসলো; মনে হলো হারমিওন বিভ্রান্ত।

ও বললো– সিরিয়স, আমার মনে হয় আপনি চেষ্টা করলে ক্রেচার আপনার কথা শুনবে, হাজার হলেও আপনি তার পরিবারের একজন জীবিত লোক। তাছাড়া প্রফেসর ডাম্বলডোর বলেছেন...।

– ও, অ্যামব্রিজ তোমাকে সব হাফ- ব্রিডদের খতম করতে শিক্ষা দিচ্ছেন।

– আমরা কারও ব্যাপারে নাক গলাই না। উনি আমাদের ম্যাজিক শেখান না, হ্যারি বললো।

রন সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমাদের বোকা বোকা বই পড়তে বলেন, পড়ি।

– হা ভাল কথা, সিরিয়স বললেন, তবে মিনিস্ট্রি থেকে খবর পেয়েছি ফাজ

তোমাদের কমব্যাটের ট্রেনিং দিতে চান না।

– ট্রেন্ড ইন কমব্যাট! হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়ে কথাটা বললো– উনি কি মনে করেন এখানে আমরা জাদুকরদের নিয়ে সৈন্যদল বানাচ্ছি?

ঠিকই ধরেছো। তিনি তাই মনে করছেন, সিরিয়স বললেন। অথবা ডাম্বলডোর যা করছেন তাতে ভয় পাচ্ছেন। নিজের সৈন্যদল তৈরি করার অধিকার ম্যাজিক মন্ত্রণালয় করে নেবেন।

– হো হো এমন অদ্ভুত কথা একমাত্র লুনালাভগুডের মুখে মানায়, রন বললো।

হারমিওন গম্ভীর হয়ে বললো- মোদ্দা কথা ফাজ ভয় পাচ্ছেন তাই ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শিক্ষা দিতে চান না। সেই ট্রেনিং পেলে আমরা হয়তো মিনিস্ট্রির বিরুদ্ধে স্পেল ব্যবহার করতে পারি তাই না? হারমিওন অসম্ভব রেগে গেছে মুখ-চোখ দেখে ওদের মনে হল।

– ঠিকই ধরছো, সিরিয়স বললেন– ফাজ মনে করছে ডাম্বলডোর ক্ষমতার জন্য যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। দিনের পর দিন ডাম্বলডোরের বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে চলেছেন। মনে হয় তলে তলে ডাম্বলডোরকে গ্রেফতারের পথ খুঁজছেন। ছুতো তো অনেক আছে।

হ্যারির মনে পড়ে গেলো পার্সির চিঠির কথা।

– আপনি কি জানেন আগামীকাল ডেইলি প্রফেটের ইস্যুতে ডাম্বলডোর সংক্রান্ত কিছু স্টোরি থাকতে পারে? রনের দাদা এমনই একটা ইঙ্গিত দিয়েছে তার চিঠিতে।

– আমি জানি না, সিরিয়স বললেন, সারা সপ্তাহে আমাদের অর্ডারে কারও সঙ্গে মোলাকাত খুব কম হয়। সিরিয়সের গলায় বিরক্তির সুর। ওখানে শুধু আমি আর ক্রেচার থাকি।

– আপনি তাহলে হ্যাগ্রিডের কোনও খবর পাননি?

– আহা! ওর তো ফেরা উচিত, ও কোথায় কেমন আছে কেউ বলতে পারছে না। কথাটা বলে সিরিয়স ওদের উদবিগ্ন মুখের দিকে তাকালেন। ওদের মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে সিরিয়স বললেন, কিন্তু ডাম্বলডোরতো একটুও ভাবিত নয়, আমার ধারণা হ্যাগ্রিড ভালই আছে।

হারমিওন বললো– তাহলেও তো ওর এখন ফেরা উচিত।

–ম্যাডাম ম্যাকসিম ওর সঙ্গে ছিলেন। আমরা তার সঙ্গে সংযোগ করেছিলাম। তিনি বললেন, মাঝ পথেই তারা আলাদা হয়ে গেছে, কিন্তু এমন কোনও সংবাদ নেই যে তিনি অসুস্থ।

হ্যারি, রন, হারমিওন সিরিয়সের কথা যেন বিশ্বাস করে না।

– শোনো, তোমরা হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে অহেতুক বেশি প্রশ্ন করবে না। ডাম্বলডোর সেটা চান না। হ্যাগ্রিড শক্ত সমর্থ লোক। ও ভালই আছে। থাকগে, আবার কবে

তোমাদের হগসমিডে উইক এন্ড হবে? ভাবছি আবার কুকুরের বেশে তোমাদের সঙ্গে ওখানে যাবো কি যাবো না?

– না! হারমিওন বললো– সিরিয়স আপনি কি ডেইলি প্রফেট পড়েননি?

– ও হো হা! ওরা তো সব সময় আমার সম্বন্ধে গেম করে চলেছে। ওরা কিন্তু আজ পর্যন্ত একটারও ক্লু পায়নি।

– হয়তো তাই, তবে এইবার বোধহয় পেয়েছে, হ্যারি বললো, ম্যালফয় এখানে আসার সময় ট্রেনে আপনার সম্বন্ধে এমন একটা ইঙ্গিত করেছিলো যাতে মনে হয় কিছু জানে। ওর বাবা তখন প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে ছিল। সিরিয়স, আপনি অবশ্যই লুসিয়াস ম্যালফয়কে জানেন, এখানে আছেন জানতে পারলে, মানে আপনাকে চিনতে পারলে...   ।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমার কথা ধরতে পেরেছি, সিরিয়স বললেন। কথার সুরে ওদের মনে হলো সিরিয়স খুব দুঃখিত হয়েছেন। একটা আইডিয়া, ভাবছি সেটা করলে আমরা একসঙ্গে হতে পারি।

হ্যারি বললো– আমরা চাই না আবার আপনাকে আজকাবানে দধরে নিয়ে যায়।

হ্যারি আগুনের মধ্যে লক্ষ্য করলো সিরিয়সের চোখের তলাটা কুচকে গেলো, দেখে মনে হলো যেন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। বড় বিষণ্ন মুখ। হঠাৎ হাসি হাসি ভাব উধাও হয়ে গেল।

– ভেবেছিলাম তুমি তোমার বাবা জেমসের মত সাহসী, উদ্দাম হবে। সিরিয়সের কথার মধ্যে বেদনার ছাপ। তুমি তা নও। জেমসের কাছে বিপদ ছিল খেলা।

– শুনুন,

– না, এবার আমাকে যেতে হবে। আমি ক্রেচারের পদ শব্দ শুনতে পাচ্ছি খুব সম্ভব সিঁড়িতে, সিরিয়স বললেন। হ্যারি পরিস্কার বুঝতে পারলো সিরিয়স চলে যাবার জন্য অসত্য বলছেন। তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে আমি লিখে জানাবো, আগুনের মধ্যে অসুবিধে বা ভয় পাবে না তো? আমি সব সময় বিপদ–শঙ্কার মোকাবিলা করতে ভালবাসি।

সামান্য একটা শব্দ হলো। আগুনের মধ্যে সিরিয়সকে ওরা আর দেখতে পেলো না। আগুনে শুধু বহ্নিশিখা। ওরা তিনজন সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সিরিয়সকে ওরা বড় আপন মনে করে, ভালবাসে। সুখ-দুঃখের সাথী সিরিয়স। ওদের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্য হোগার্টস হাই ইনকুইজিটর

ওরা হারমিওনের ডেইলি প্রফেটের কপির জন্য ভোর বেলায় অধীর আগ্রহে বসেছিলো। পার্সি ওর চিঠিতে আগেই জানিয়ে দিয়েছে। যাই হোক প্যাঁচা এসে হারমিওনের টেবিলে দুধের জগের পাশে কাগজটা ফেলে দিল। হারমিওন হাঁফাতে হাঁফাতে পত্রিকাটি খুলতেই প্রথম পাতায় চোখে পড়লো বড় করে হেডলাইনের তলায় ডলোরেস আমব্রিজের একটি ফটোগ্রাফ। ডলোরেসের মুখে হাসি, যেন ওদের ব্যাঙ্গ করছেন কৌতুক ভরা দুই চোখে। ছবির তলায় লেখা

মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রণালী সংশোধন করতে আগ্রহী
ডলোরেস আমব্রিজকে নিযুক্ত করা হয়েছে
উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী হিসেবে

হ্যারি গম্ভীর স্বরে বললো, আমব্রিজ– ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্তকারী? কথা বলার সময় ওর আঙ্গুল থেকে অর্ধভুক্ত টোস্টটা পড়ে গেলো। এর মানে? কী বলতে চায় ওরা।

হারমিওন ডেইলি প্রফেটের সংবাদ বেশ জোরে জোরে পড়তে লাগলো

> গতকাল রাতে ম্যাজিক মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ অধিকারে হোগার্টস স্কুল অফ উইচক্র্যাপ অ্যান্ড উইজার্ডরি পরিচালনার জন্য নতুন এক আইন চালু করলেন।
>
> বিগত কিছু সময়ে হোগওয়ার্টসে যে ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে, সে সম্বন্ধে মন্ত্রী মহোদয়ের জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট পার্সি উইসলি মন্তব্য করছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা স্কুলের পঠন-পাঠন মিস্টেন্ট ও দৈনন্দিন ঘটনাবলীর ব্যাপারে খুবই উদবিগ্ন। তারা মনে করেন স্কুল যেভাবে চলছে তা আদতেই সমর্থনযোগ্য নয়।
>
> বিগত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রী কর্নেলিয়স ফাজ উইজার্ডিং স্কুলের

উৎকর্ষ সাধানের জন্য এই প্রথম নতুন আইন প্রয়োগ করলেন তা নয়। সম্প্রতি ৩০ আগস্ট, এডুকেশনাল ডিক্রি নং বাইশ চালু করা হয়েছে। যে কোনও কারণে যদি বর্তমানে নিযুক্ত হেড মাস্টার মশাই কোনও শিক্ষক নিযুক্তি করতে অসমর্থ হন তাহলে মন্ত্রণালয় অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষক নিযুক্ত করবেন।

এই কারণেই ডলোরেস আমব্রিজকে হোগওয়ার্টসে একজন শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। গতরাতে মি. উইসলি এই কথা বলেছেন। যেহেতু ডাম্বলডোর তেমন কোনও যোগ্য শিক্ষক পাননি, সেই কারণে মন্ত্রী মহোদয় আমব্রিজকে পাঠিয়েছিলেন, এবং অবশ্যই তিনি যথাযথভাবে তার কর্মদক্ষতা প্রমাণ করেছেন।

হ্যারি খুব জোরে জোরে বললো– তিনি কি করেছেন?
হারমিওন হাত তুলে বললো– দাঁড়াও এখনও পড়া শেষ হয়নি।

ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার পদ্ধতি, তার প্রথম সম্পূর্ণভাবে যুগান্তকারী কৃতকার্যতা। তাছাড়া মন্ত্রীকে তার হোগওয়ার্টসের নানা প্রকৃত ঘটনাবলীর প্রয়োজনীয় সংবাদাদির প্রদান করা তো আছেই।

এডুকেশনাল ডিক্রি নং তেইশ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং এই আইনে হোগার্টসে একজন উচ্চ পদস্থ তদন্তকারীকে কাজকর্ম দেখার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

হোগার্টসের ক্রমাগত নিম্নমান রোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা খুবই উত্তেজনাপূর্ণ সন্দেহ নেই বলেছেন, উইসলি। এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কারীর ক্ষমতা থাকবে স্কুলের বিভিন্ন সহকর্মী শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান তদন্ত করা। প্রফেসর আমব্রিজকে তার শিক্ষাদানের অতিরিক্ত এই কার্যভার দেওয়া হয়েছে। আমরা অত্যান্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে তিনি সানন্দে এইসব দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

হোগার্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পিতা-মাতা, অভিভাবকরা এই নতুন পদক্ষেপ খুবই আগ্রহের সঙ্গে আমাদের সমর্থন করেছেন।

লুসিয়াস ম্যালফয়, ৪১, গতকাল তার উইল্টশায়ের ম্যানসন থেকে বলেছেন– আমি এখন অতি স্বাচ্ছন্দ বোধ করছি। আমি জানি ডাম্বলডোরের কার্যকলাপের ওপর নিরপেক্ষ ও বিষয়মুখী মান নির্ণয় হতে চলেছে। ডাম্বলডোরের বিগত কয়েক বছরের অপরিকল্পিত ও উদ্ভট সিদ্ধান্তের জন্য শুধু আমাদের ছেলে-মেয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আমরা অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, মন্ত্রণালয় সমগ্র ব্যাপারটার ওপর চোখ রেখেছেন।

উদ্ভট ও খামখেয়ালি নির্ণয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিতর্কিত শিক্ষক নিয়োগ। আগে এই পত্রিকায় ওয়েরউলফ রেমাস লুপিনের, অর্ধদানব হ্যাগ্রিডের

ও প্রতারক অবসরপ্রাপ্ত তদন্তকারী অরোর ম্যাড-আই মুডিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিলো।

গুজব যে, এলবাস ডাম্বলডোর, একদা সুপ্রিম মাগওয়াম্প (বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তি) অফ দ্যা ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেন অফ উইজার্ডস অ্যান্ড চীফ ওয়ারলক অফ দ্য ওয়াইজেনগেমট প্রভৃত সম্মানজনক হোগার্টসের ম্যাজিক স্কুল সুচারুরূপে দেখাশোনা ও নিয়মিত কাজকর্ম চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

মন্ত্রণালয়ের ভেতরকার কোনও এক ব্যক্তি গত রাতে বলেছেন, এই তদন্ত কারী নিয়োগ এর কারণ এমন এক ব্যক্তি হোগার্টস স্কুলের হেডমাস্টার হবেন যার হাতে আমরা ছেলে- মেয়েদের পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। এই নিয়োগ তারই প্রথম পদক্ষেপ।

মনে রাখতে হবে হোগার্টস একটি স্কুল, কর্নেলিয়স ফাজের ঘাঁটি বা উপনিবেশ নয়, বলেছেন মাদাম মার্চব্যাংকস। আলবাস ডাম্বলডোরকে হেয় করার আর একটি বিরক্তিকর প্রয়াস।

এই নিয়োগের প্রতিবাদে ওয়াইজেনগেমটের প্রবীণ সদস্য মাদাম মার্চব্যাংকস ও তাইবেরিয়স অগডেন পদত্যাগ করেছেন।

মাদাম মার্চব্যাংকস বলেছেন, হোগার্টস একটি স্কুল, কর্নেলিয়স ফাজের দপ্তর নয়। আলবাস ডাম্বলডোরকে হেয় করার একটি বিরক্তিকর প্রয়াস।

(গবলিন গ্রুপের নাশকতামূলক কাজের বিরুদ্ধে মাদাম মার্চব্যাংকসের অভিযোগের পূর্ণ বিবরণ সতের পাতায়)।

হারমিওন কাগজ পড়া শেষ করে রন আর হ্যারির মুখের পানে তাকালো। ওরা টেবিলের অন্যদিকে বসেছিল।

– ফাজ আমাদের ঘাড়ের ওপর আমব্রিজকে চাপিয়ে দিয়েছেন। দেখতে হবে কেমন করে তাকে মোকাবিলা করা যায়, কেমন করে করতে হবে আমাদের জানা আছে। ফাজ ডিক্রি অনুসারে অন্য শিক্ষকদের ওপর ছড়ি ঘোরাবেন তা চলবে না! অতি অন্যায়, অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা, হারমিওন ক্ষিপ্ত হয়ে বললো।

– আমি সব জানি, হ্যারি বললো। তারপর ও টেবিলের ওপোর রাখা ডান হাতটা দেখলো। হাতে ও বড় বড় করে লিখেছে আমব্রিজ।

রনের মুখে মৃদু-মন্দ হাসির রেখা।

– কী ব্যাপার? হ্যারি আর হারমিওন ওর মুখের পানে তাকিয়ে একই সঙ্গে বললো।

রন উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, ম্যাকগোনাগলকে প্রশ্ন করা হচ্ছে আমি দেখতে চাই না। অ্যামব্রিজ তাকে ঠিক চেনে না।

– নাও নাও দেরি করবে না, হারমিওন সহসা লাফিয়ে উঠে বললো, কে জানে এখন হয়তো বিনসের ক্লাশ তদন্ত করছেন, আমাদের দেরি করা উচিত হবে না।

কিন্তু দেখল আমব্রিজ ওদের হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক লেসনের ক্লাস ইনসপেকটিং করছেন না। দারুণ বোরিং ক্লাশ! ওরা ডবল পোসান সংগ্রহ করতে এসে শুনলো, উনি স্নেইপের অন্ধকার ঘরে গেছেন। হ্যারি ওখানে গিয়ে ওর 'মুনস্টোন প্রবন্ধ' প্রফেসরের হাত থেকে পেলো। খাতার উপরের অংশে বড় বড় করে উনি কাল অক্ষরে লিখেছেন 'ডি'।

স্নেইপ হেসে হেসে বললেন– তুমি যদি প্যাঁচার কাজকর্মের ব্যাপারে এটা সাবমিট করতে তাহলে তোমাকে এই গ্রেডটা দিতাম। এখন বুঝতে পারবে পরীক্ষার সময় কোনটে দরকার।

তারপর স্নেইপ ক্লাসের সকলকে বললেন, তোমাদের হোমওয়ার্কের স্ট্যান্ডার্ড খুবই খারাপ। তোমাদের পরীক্ষার খাতায় এই রকম লিখলে অবশ্যই ফেল করতে। যাই হোক, এই সপ্তাহে আমি ভেনমের প্রতিষেধক সম্বন্ধে পড়ব, পরিশ্রম করবে আশাকরি। তা'নাহলে যাদের 'ডি' দেয়া হয়েছে তাদের আটক করা হবে শাস্তি হিসেবে।

ম্যালফয় স্বাভাবিকভাবে ব্যাঙ্গ করে উঠলো, আরে হ্যারি ডি গ্রেড পেয়েছে রে। হাঃ হাঃ হাঃ। স্নেইপও হাসলেন।

হ্যারি আড়চোখে হারমিওনকে দেখে খাতাটা ব্যাগে রেখে দিল।

ওরা ক্লাশ থেকে ফিরে গ্রিফিন্ডরদের জন্য রাখা টেবিলে বসলো।

–হারমিওন তুমি তো জানতে চাইলে না আমার গ্রেড, রন বললো।

– ইচ্ছে থাকলে বলতে পারো।

রন বললো– আমি 'পি' পেয়েছি, খুশি তো?

জর্জ ইউ.পি.ডি গ্রেড পাওয়া নিয়ে অনেক তর্কাতর্কি ও আলোচনার পর, খেতে বসে হ্যারিকে বললো– শোনো আজ ভাল ছেলে হয়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমব্রিজের সঙ্গে কথাবার্তা বলবে। কিডিচ প্র্যাকটিসে না গেলে অ্যাঞ্জেলিনা তোমার ঘেঁচু করবে।

ডার্ক আর্টের প্রতিরোধ সম্বন্ধে ক্লাশ করতে হ্যারিকে প্রফেসর আমব্রিজের কাছে যেতে অপেক্ষা করতে হলো না। ও ড্রিম ডায়রিটা নিয়ে ডিভিয়েসন রুমের এক কোণে বসে পাতা ওল্টাচ্ছিলো তখন রন ওর পাঁজরে খোঁচা দিলে ও চমকে উঠে দেখলো প্রফেসর আমব্রিজ ট্র্যাপডোর দিয়ে ঘরে ঢুকেছেন। তৎক্ষণাৎ ক্লাশের ছাত্র-ছাত্রীদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। প্রফেসর ট্রিলনী হাতে কটি ড্রিমওরাকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, হঠাৎ ঘর নিঃস্তব্ধ হয়ে যাওয়াতে কিছু বুঝতে না পেরে এধার ওধার তাকালেন তিনি।

প্রফেসর আমব্রিজ সহাস্য মুখে ট্রিলনীকে দেখে বললেন– শুভ সন্ধ্যা আপনি আশাকরি আমার নোট পেয়েছেন? আমি ইন্সপেকশনের সময় ও তারিখ সেই নোটে লিখেছি।

প্রফেসর ট্রিলনী সামান্য মাথানত করে অভিভাদন জানিয়ে প্রফেসর আমব্রিজের দিক থেকে পেছন ফিরে বিরক্তি মাখা মুখে বইয়ের কপিগুলো দিতে শুরু করলেন। প্রফেসর আমব্রিজ হাসতে হাসতে হাতের কাছে একটা হাতলওয়ালা চেয়ার টেনে আনলেন। প্রফেসর ট্রিলনীর সিটের থেকে সামান্য ক'এক ইঞ্চি দূরে বসলেন। তারপর ফুল আঁকা হাতব্যাগ থেকে ক্লিপবোর্ড বার করে ক্লাশ শুরু হবার অপেক্ষায় শূন্যে তাকিয়ে রইলেন।

প্রফেসর ট্রিলনী গায়ের শালটা সামান্য কম্পিত হাতে টেনেটুনে গায়ে দিয়ে মোটা কাঁচের চশমা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালেন।

– আজকে আমরা 'প্রফেটিক ড্রিমস' সম্বন্ধে আলোচনা করব, ট্রিলনী তার অস্পষ্ট কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন। এইরকমই তার বলার ভঙ্গি হলেও সেদিন যেন একটু বেশি ধরা ধরা গলা মনে হলো। শোন তোমরা সকলে দু'জনে মিলে একটা দল গড়ো। আর যারা দৈববাণী করেন তাদের কথা মাথায় রেখে সম্প্রতি যে স্বপ্ন দেখেছো সেটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে এসো।

কথাটা বলে চেয়ারে বসতে যাবেন কিন্তু বসলেন না প্রফেসর আমব্রিজকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। তাকালেন পার্বতী আর লেভেন্ডরের দিকে, ওরা দু'জনে তখন তাদের দেখা সম্প্রতি স্বপ্ন নিয়ে গভীর আলোচনায় মত্ত।

হ্যারি 'দ্য ড্রিম ওরেকেলের' কপি বার করে আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে দেখলো সে তার ক্লিপবোর্ডে রাখা কাগজে গম্ভীর মুখে কিছু লিখছেন। তারপর কয়েক মিনিট পর প্রফেসর আমব্রিজ চেয়ার থেকে উঠে ক্লাশ রুমে পায়চারি করতে করতে, মাঝে মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গিয়ে মাথা হেট করে কিছু প্রশ্ন করতে আর কথাবার্তা বলতে লাগলেন।

হ্যারি মাথা নিচু করে ওর বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

– এই তাড়াতাড়ি একটা স্বপ্নের কথা ভাব, বুড়ো ব্যাঙটা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, হ্যারি রনকে ফিস ফিস করে বললো।

– গতবার আমি বলেছিলাম এবার তোমার পালা, রন একগুঁয়ের মতো বললো।

– ওহো আমার কিছু মনে পড়ছে না, গত কয়েকদিন আমি কোনও স্বপ্নটপ্ন দেখিনি, যাকগে গুল মারি। বলি, আমরা স্বপ্ন দেখেছি স্নেইপকে আমাদের বিরাট কলড্রনের জলে চুবোচ্ছি। দারুণ হবে।

রন ওর ড্রিম ওরাকেল খুলতে খুলতে মুখে খল খল শব্দ করলো।

– ঠিক আছে, এখন আমাদের স্বপ্ন দেখার বয়স, তারিখ, শব্দের সংখ্যা লিখতে হবে। তাছাড়া চুবোনো, কলড্রন অথবা স্নেইপ সম্বন্ধে লিখতে হবে? মানে বিষয় বস্তু।

– যা হোক একটা কিছু লিখলেই হলো, তাতে কিছু যায় আসে না, হ্যারি কথাটা বলে আড়চোখে পিছনে তাকিয়ে দেখলো প্রফেসর আমব্রিজ, ট্রিলনীর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নেভিলকে হয়তো তার স্বপ্ন সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছেন, আর তার ব্যাখ্যাটা গম্ভীর মুখে নোট করছেন।

– সত্যি বল, কিছু দেখেছো কী? রন বললো।

ওর কান তখন প্রফেসর আমব্রিজ আর ট্রিলনীর কথা-বার্তায়। গতরাতের কথা আমার মনে নেই, যা হোক লিখলেই হবে। আমব্রিজ আর ট্রিলনী ওদের থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোট করছিলেন। প্রফেসর ট্রিলনীর মুখ দেখে মনে হয় খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন।

– আমব্রিজ ট্রিলনীর দিকে তীক্ষ্মভাবে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ঠিক করে বলুনতো কতোদিন থেকে আপনি এই পোস্টে রয়েছেন?

প্রফেসর ট্রিলনী বিদ্বেষের দৃষ্টিতে আমব্রিজের দিকে তাকালেন। দু'হাত বুকে জড়ো করে কাঁধ ঝাঁকালেন। মনে হয় ইনস্পেকশনের অপমান থেকে নিজেকে বাঁচানো বা সঠিক আঘাত দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সামান্য সময় নীরব থাকার পর হয়তো মনে করলেন প্রফেসর আমব্রিজের প্রশ্নটা খুব একটা অশোভন নয় যে জবাব না দিলেও চলবে। তাই থেমে থেমে বললেন, তা প্রায় ষোল বছর!

প্রফেসর আমব্রিজ তার ক্লিপবোর্ডে রাখা কাগজে কিছু নোট করতে করতে বললেন– তা বেশ অনেক বছর। তো আপনাকে কী প্রফেসর ডাম্বলডোর নিযুক্ত করেছিলেন?

ট্রিলনী সংক্ষেপে বললেন– হ্যাঁ।

– আপনি তো সেলিব্রেটেড সীয়র ক্যাসেনড্রা ট্রিলনীর নাতনীর কন্যা (গ্রেট-গ্রেট-গ্র্যান্ড ডটার)

– অবশ্যই, প্রফেসর ট্রিলনী দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলো। আমব্রিজ নোট করলেন।

– কিন্তু, যদি ভুল বলি তাহলে আমায় ক্ষমা করবেন, ভুল শুধরে দেবেন। ক্যাসেনড্রা পরিবারে আপনি হচ্ছেন প্রথম, যিনি, দ্বিতীয় জেনারেশনের, মানে সেকেন্ড সাইট?

– এইরকম হামেশাই হয়, বলতে পারেন তৃতীয় জেনারেশন। প্রফেসর ট্রিলনী বললেন।

আমব্রিজের ব্যাঙের মত মুখের হাসি আরও একটু বিস্তৃত হলো।

– হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই, নোট করতে করতে আমব্রিজ বললেন। কথাটা শান্ত ভাবেই বললেন। মুখ দেখে মনে হয় আরও কিছু খুঁটিনাটি জানতে চান। মুখের সেই হাসি অন্তর্হিত হয়নি, ভালো, ভালো, আপনি কি আমার সম্বন্ধে কিছু ভবিষ্যৎ বাণী বলতে পারেন? মানে প্রিডিক্ট করতে পারেন ম্যাডাম?

ট্রিলনী যেন আমব্রিজের কথাটা ধরতে পারেননি। ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছেন না এমনভাবে তাকালেন। বললেন, ঠিক বুঝলাম না। কথাটা বলতে বলতে গায়ের শালের একটা কোণা চেপে ধরে ভাল করে গলায় জড়ালেন।

– আমার সম্বন্ধে কিছু প্রিডিকসন করুন না, প্রফেসর আমব্রিজ পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন।

শুধু হ্যারি আর রন নয়, ক্লাশের সবাই বই আড়াল করে তাকালো ট্রিলনীর দিকে। দেখলো ট্রিলনী দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালেন, মাথা সোজা করলেন, হাতের চুড়িগুলো ঝনঝনিয়ে উঠলো।

– আপনি বোধকরি জানেন, মানুষের অন্তরে যে চোখ থাকে সেটা কারও নির্দেশে দেখে না, কথাটা ট্রিলনী চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

– তা যা বলেছেন, কথাটা খুবই নরমভাবে বলে আমব্রিজ আবার নোট করলেন। নোট করার সময় ক্লিপবোর্ডটা শক্ত করে ধরে রাখলেন।

প্রফেসর ট্রিলনী আমব্রিজের বোর্ডের দিকে তাকিয়ে নাটকীয়ভাবে বললেন, আমার মনে হয় আপনার আসন্ন বিপদ অপেক্ষা করছে।

দুজনেই নীরব। প্রফেসর আমব্রিজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ট্রিলনীকে দেখতে লাগলেন।

ওরা সবাই দেখলো প্রফেসর আমব্রিজ গেটশিটে আবার কিছু লিখলেন। বললেন, হবে হয়তো হলে উপায় কী, ঠিক আগের মতই মিঠে সুরে বললেন।

রন হ্যারি জানে বৃদ্ধা ট্রিলনী একটি ধোঁকাবাজ। ভবিষ্যৎবাণী টানি সম্পূর্ণ ভাঁওতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও ট্রিলনীর অসহায় মুখের ভাব দেখে ওদের মনে অনুকম্পা হলো। আমব্রিজের উপর চটে গেলো।

ট্রিলনীর হাতের সরু সরু একটা আঙ্গুল হ্যারির নাকের কাছে এনে বললেন, দেখি, তুমি তোমার স্বপ্নের শুরু কেমন করে করেছো।

হ্যারি ড্রিমডায়রির দিকে তাকালো। ট্রিলনী খুব উঁচু গলায় হ্যারির স্বপ্ন সম্বন্ধে পড়তে শুরু করতেই ক্লাশের ছেলে- মেয়েরা সচকিত হয়ে ট্রিলনীর দিকে তাকালো (কেউ কেউ লুকিয়ে লুকিয়ে পরিজ ইত্যাদি খাচ্ছিলো থেমে গেলো। মনে হলো, যেন হ্যারি অসম্ভব কিছু একটা লিখেছে, সেটা ওর আসন্ন মৃত্যুও হতে পারে)।

আমব্রিজ ক্লাসে যতক্ষণ ছিলেন তার ক্লিপবোর্ডের শিটে লিখে যাচ্ছিলেন। ঘণ্টা বাজতেই ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের তার ঘরে সমবেত হতে বললেন। ওখানে ডার্কআর্টসের প্রতিরোধের ক্লাশ মাত্র দশ মিনিট পর শুরু হবে।

ওরা ঘরে ঢুকে দেখলো প্রফেসর আমব্রিজ হাসি মুখে গুণ গুণ করে গান গাইছেন। হ্যারি, অ্যারিথমেনসির ক্লাশ থেকে ফেরার আগেই যা যা ঘটেছে তা রন আর হারমিওনকে বলেছে। হারমিওন ওদের ডিফেনসিভ ম্যাজিক্যাল থিওরি সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করার আগেই আমব্রিজ ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, চুপ, সবাই চুপ করো ক্লাশ শুরু করছি। মুহূর্তের মধ্যে সবাই নীরব হয়ে গেলো।

– সবাই ম্যাজিক দণ্ড ব্যাগে রেখে দাও।

ছাত্রছাত্রীরা ব্যাগে রেখে দিলো (কেউ কেউ ব্যাগ থেকে বার করেছিলো)। আগেই চ্যাপ্টার ওয়ান শেষ করেছি... আজ উনিশপাতায় দেখ চ্যাপ্টার দুই। কমন ডিফেন্সিভ থিয়োরিজ অ্যান্ড দেয়ার ভেরিয়েসন (প্রতিরোধ থিয়োরি ও তার নির্ণয়) সমন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মুখে তার আত্মপ্রত্যায়ের হাসি।

আমব্রিজ তার চেয়ারে বসলেন।

ছাত্র-ছাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে এক থেকে উনিশ পাতা খুললো। হ্যারি মনে মনে ভাবলো বইটাতে আরও বেশি চ্যাপ্টার থাকলে যেন ভাল হতো, তাহলে সারা বছর বইটা পড়তো। সূচিপত্র দেখছে, ঠিক সেই সময় দেখলো হারমিওন হাত তুলেছে।

আমব্রিজ হারমিওনকে দেখেও যেন দেখেনি এমন এক ভাব করে ক্লাশের ঘরে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ হারমিওনের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, এখন আমরা কি শুরু করবো মিস গ্রেঞ্জার?

– হাঃ তাহলে চ্যাপ্টার তিন শুরু করো।

– তাও শেষ করেছি, আমি সম্পূর্ণ বইটা শেষ করেছি প্রফেসর।

প্রফেসর সামান্য হাসলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

– তাহলে তো তুমি অবশ্যই বলতে পারবে চ্যাপ্টার পনেরতে স্লিংখার্দ 'কাউন্টার– জিঙ্কস্' সম্বন্ধে কি বলেছেন।

– বলেছেন, কাউন্টার জিঙ্কস ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, হারমিওন বললো। উনি বলেছেন, কাউন্টার জিঙ্কস হচ্ছে নামমাত্র। লোকেরা নিজেদের সুবিধের জন্য ওটা ব্যবহার করে।

কথাটা শুনে আমব্রিজ একটা ভুরু উঁচু করলেন। তার মুখ দেখে মনে হলো হারমিওনের ফটাফট জবাবে মনে মনে খুশি। যদিও সেটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ।

– কিন্তু আমি তার সঙ্গে একমত নই, হারমিওন বললো।

কথাটা শুনে প্রফেসর আমব্রিজ ভুরুটা আরও ওপোরে তুললেন। মুখ দেখে মনে হয় একটুও সন্তুষ্ট নয়!

– আচ্ছা তুমি তাহলে একমত নও?

– হ্যাঁ প্রফেসর, আমি একমত নই। তারপর একটু থেমে চাঁছাছোলা গলায় ও

বললো, মি. স্লিংখার্দ মোটেই জিংকস পছন্দ করেন না, করেন কী? আমার মনে হয় প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে শব্দটার ব্যবহার হয়তো কারও কারও প্রয়োজনীয় হতে পারে।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে মিস গ্রেঞ্জার, ওটা তার মত, তোমার নয়। আলোচনাটা ক্লাশরুমে আবদ্ধ থাক মিস গ্রেঞ্জার।

হারমিওন বললো, কিন্তু প্রফেসর...।

– অনেক বলেছো মিস গ্রেঞ্জার। সকলেই লক্ষ্য করলো প্রফেসর আমব্রিজ একটু যেন মিইয়ে গেছেন। মিস গ্রেঞ্জার আমি গ্রিফিন্ডর হাউজের পাঁচ পয়েন্ট কেটে দিলাম।

ক্লাশের মধ্যে গুণ-গুনানী শোনা গেলো।

হ্যারি বললো, কেন স্যার?

হারমিওন ফিসফিস করে বললো, হ্যারি তুমি নিজেকে এর মধ্যে জড়াবে না।

– অহেতুক তোমরা আমার ক্লাশে বাধা সৃষ্টি আর গোলমাল করছো। প্রফেসর আমব্রিজ ধীরে ধীরে বললেন, আমি জাদু মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মতো তাদের অনুমোদিত মেথড অনুযায়ী চলছি। সেই নির্দেশে ছাত্রছাত্রীদের মতামত ইত্যাদি যা তারা বোঝে না বা সামান্য বোঝে তা মোটেই কম্য নয়। তোমাদের আগের শিক্ষক হয়তো তোমাদের কথা বলার লাইসেন্স দিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ হয়তো প্রফেসর কুইরেল।

– ঠিক বলেছেন, কুইরেল একজন মহান শিক্ষক ছিলেন, হ্যারি খুব জোরে জোরে বললো, তার মধ্যে সামান্য একটা পিছিয়ে আসা স্বভাব ছিলো। লর্ড ভোল্ডেমর্ট সর্বদা তাকে পেছন থেকে প্রতিরোধ করতেন।

কথাটা হ্যারি বলার পর ক্লাশরুম নীরব হয়ে গেল। এতো নীরব নিস্তব্ধ যে একটা সূঁচ পড়লে তার শব্দ শোনা যায়।

আমব্রিজ বিরক্তি মাখা মুখে বললেন– আমার মনে হয় মি. পটার দ্বিতীয়বার তোমার সাতদিন ডিটেনসনের একান্তই প্রয়োজন।

* * *

হ্যারির হাতের কাটা ঘাটা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল, পরেরদিন সকালে আবার সেই কাটা জায়গা থেকে রক্তপাত শুরু হলো। সন্ধ্যাবেলা ডিটেনসনের সময় ও কোনও অভিযোগ করেনি, ও আমব্রিজকে কোনও রকম সুযোগ দিতে চায় না। আবার তাকে সেই একই কথা বার বার লিখে যেতে হলো, আমি কখনই মিথ্যে বলবো না। লেখার সময় সেই কাটা দাগ থেকে টপটপ করে রক্ত পড়লেও ও চুপ করে রইলো। প্রতিটি অক্ষর তাজা রক্তে লাল হয়ে যেতে লাগলো।

জর্জ আগেই বলে দিয়েছিলো, কিডিচ মাঠে তুমি প্র্যাকটিস ম্যাচে না গেলে

অ্যাঞ্জেলিনা ক্ষেপে যাবে। অক্ষরে অক্ষরে জর্জের কথা ফলে গেলো।

ব্রেকফাস্ট টেবিলে অ্যাঞ্জেলিনা হ্যারিকে ধরলো। সেদিন ছিল মঙ্গলবার ও এতো জোরে চেঁচাচ্ছিল যে, শুনে প্রফেসর ম্যাকগোলাগল স্টাফ টেবিল থেকে ছুটে এলেন।

– মিস জনসন, আশ্চর্য! গ্রেট হলে দাঁড়িয়ে তোমাকে চেঁচাবার সাহস কে জোগালো? পাঁচ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডর থেকে কাটা গেলো।

– কিন্তু প্রফেসর, ওকে প্রফেসর আমব্রিজ সাতদিন ডিটেনসনের পানিশমেন্ট দিয়েছেন।

– কী ব্যাপার পটার? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হ্যারিকে জিজ্ঞেস করলেন।

– প্রফেসর আমব্রিজ! হ্যারি বিড়বিড় করে বললো। চোখ ওর অন্যদিকে।

– উত্তরটা তুমি কাকে দিচ্ছ হ্যারিপটার? আমাকে দিলে আমার দিকে তাকিয়ে বলবে। কথাটা খুব আস্তে আস্তে বললেন, যাতে র‍্যাভেনক্লয়ের ছাত্র-ছাত্রী শুনতে না পায়। সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও আবার তুমি আমব্রিজের ক্লাসে মাথা গরম করেছো?

মাথা নিচু করে হ্যারি বললো, হ্যাঁ ম্যাডাম।

– পটার এবার তুমি নিজেকে সংযত না করলে, সত্যি তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে! আরও পাঁচ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডরদের কাটা গেলে।

ওই অন্যায়ভাবে নম্বর কাটার বিরুদ্ধচারণ করে হ্যারি বললো, কিন্তু কেন প্রফেসর? আমি তো কোনও দোষ করিনি। আমাকে তো আমব্রিজ শাস্তি দিচ্ছেন, তার ওপর আপনিও পয়েন্ট কাটলেন?

– কারণ ঘরে কয়েদ থেকেও তোমার কোনও শিক্ষা হয়নি। আর যেন তোমার সম্বন্ধে কোনও নালিশ না শুনি। ম্যাকগোনাগল বললেন, হ্যাঁ, মিস জনসন তোমার বকবকানি, চেঁচামেচি গ্রেটহলে না করে কিডিচ খেলার মাঠে করবে। যদি আবার করো তাহলে কিডিচ টিমের ক্যাপ্টেনসি তোমাকে খোয়াতে হবে।

– আশ্চর্য! কথায় কথায় আমাদের নম্বর কেটে দিচ্ছেন। বলো অন্যায় নয়? আমি তো রাতে হাতের ব্যাথায় ছটফট করি তার ওপর অন্যায়ভাবে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, হ্যারি রেগে গিয়ে বললো।

রন বললো, আসল ব্যাপার হচ্ছে ওর এখন মাথা ঠিক নেই। হারমিওন ডেইলি প্রফেটের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। রনের কথাগুলো শুনে চুপ করে রইলো।

তারপর হারমিওন শান্ত সুরে বললো, আসলে তিনি পয়েন্ট কাটেননি। তোমাকে আমব্রিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে নিষেধ করেছেন।

ডেইলি প্রফেটের প্রথম পৃষ্ঠায় ফাজের ছবি ছেপেছে। ছবিটা দেখে মনে হয় রেগে মেগে কোনও ভাষণ দিচ্ছেন।

হ্যারি চার্মসের ক্লাশে হারমিওনের সঙ্গে কোনোও কথা বললো না। কিন্তু সে

আর কতক্ষণ? ট্রান্সমিগারেসনের ক্লাশে ঢোকার সময় ভুলেই গেলো ওর হারমিওনের ওপোর রাগের ব্যাপারটা। প্রফেসর আমব্রিজ ক্লিপবোর্ড হাতে নিয়ে ক্ল্যাশরুমে অনাবশ্যক মুখটা গোমড়া করে বসেছিলেন। তাকে দেখে হ্যারির শুধু মেজাজ বিগড়ে গেলো না, একটু আগের সুন্দর ব্রেকফাস্টের কথা মাথা থেকে উবে গেল।

– অতি চমৎকার, রন ওর নির্দিষ্ট সিটে বসতে বসতে বললো– দাঁড়াও, আমব্রিজকে সিধে করা যায় কিনা দেখছি।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ক্লাশরুমে ঢুকলেন। আমব্রিজ যে এককোণে ক্লিপবোর্ড নিয়ে বসে রয়েছেন তা দেখেও দেখলেন না।

– ঠিক আছে, ম্যাকগোনাগল ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালেন। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ করলো, মি. ফিন্নিগ্যান, এখানে এসে তোমার হোমওয়ার্কের খাতাটা রেখে যাও। মিস ব্রাউন এই ইঁদুর ভর্তি বাক্সটা ধরো, আহ অযথা ন্যাকামী করবে না। ইঁদুর ছানা তোমাকে কামড়াবে না, সকলের হাতে একটা করে ইঁদুর ছানা দাও।

– হেম হেম, প্রফেসর আমব্রিজ খুক খুক করে কাশলেন। প্রফেসর ম্যাকগোনাগলও ওকে দেখলেন। সিমাস, হ্যারির খাতাটা হ্যারির হাতে দিলে হ্যারি ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে দেখলো– ও 'এ' গ্রেড পেয়েছে।

– ঠিক আছে এবার তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন।

– ডিন টমাস, তুমি আবার যদি ইঁদুরটা নিয়ে দুষ্টুমী করো তাহলে ডিটেনসন করতে বাধ্য হবো। হ্যাঁ, তোমরা প্রায় সকলেই শামুক অদৃশ্য করতে পেরেছো? বাকিরা না পারলেও পারবে।

আজ আমরা...।

– হেম হেম, প্রফেসর আমব্রিজ কাশলেন খুক খুক করে।

– হ্যাঁ, কি বলছেন? প্রফেসর ম্যাকগোলাগল দুটো ভুরু এমনভাবে কোঁচকালেন দেখে মনে হলো একটি কালো সরল রেখা।

– প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আপনি কী আমার নোটটা পাননি? তাতে আমি আপনার সঙ্গে আলোচনার তারিখ, সময় জানিয়েছিলাম। বিশেষ করে আজকের ইন্সপেকসনের।

– অবশ্যই পেয়েছি, না পারার কোনও কারণ নেই। কথাটা বলেই ম্যাকগোনাগল আমব্রিজের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধু নয় অত্যান্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, কিন্তু আমি কী আপনাকে প্রশ্ন করতে পারি এই সময়ে আপনি আমার ক্লাশে কেন এসেছেন? ক্লাশের ছেলে-মেয়েরা ম্যাগকোনাগলের কথা শুনে হকচকিয়ে তাকিয়ে রইলো। হ্যাঁ, তোমাদের আমি কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, আজ

আমরা একটি অতি দুরূহ জিনিস প্র্যাকটিস করবো ইঁদুরদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। এখন অদৃশ্য হওয়ার স্পেল।

– হেম হেম, আমব্রিজ কাশলেন খুক খুক করে।

– আমি সত্যি অবাক হচ্ছি প্রফেসর। অতি কঠোর স্বরে আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে ম্যাকগোনাগল বললেন এমনিভাবে যদি আমার ক্লাশে এসে বসেন ও বার বার বাধা সৃষ্টি করেন তাহলে কি করে আশা করতে পারেন আমার শিক্ষা দেবার পদ্ধতির আইডিয়া পাবেন? আমি সাধারণত: আমার কথা বলার সময় অন্য কেউ কথা বললে তা আমি বরদাস্ত করি না।

আমব্রিজ এমনভাবে ম্যাকগোনাগলের দিকে হতবাক হয়ে তাকালেন যেন সকলের সামনে ম্যাকগোনাগল ওর গালে কষে একটি চড় মেরেছেন। কোনও কথা না বলে আমব্রিজ ফাইলের পাতাগুলো অনাবশ্যকভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

ম্যাকগোনাগল কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ না করে আবার ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে কিছু বলার জন্য তাকালেন।

– বলছিলাম অদৃশ্য করে দেয়ার স্পেল, অনেক সময় যাকে অদৃশ্য করছি তার বহুবিধ জটিল অবস্থার ওপর নির্ভর করে। শামুক অতি নিরীহ কিন্তু তোমাদের হাতের ইঁদুর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এবার তোমরা মন দিয়ে দেখো আমি কি করছি। হ্যারি রনকে বললো, আশ্চর্য! একদিক থেকে আমাকে আমব্রিজের সঙ্গে তর্ক করতে মানা করছেন, অন্যদিকে নিজেই...।

আমব্রিজ সকলকে *ঠেলেঠুলে* হাতে ক্লিপবোর্ড নিয়ে ম্যাকগোনাগলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি হোগওয়ার্টস স্কুলে কত বছর শিক্ষকতা করছেন?

ম্যাকগোনাগল তার ব্যাগটা ফটাস করে বন্ধ করে নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন, সামনের ডিসেম্বর এলে ঊনচল্লিশ বছর হবে।

আমব্রিজ ফাইলে নোট করলেন।

– ধন্যবাদ পরে আমার ইন্সপেকসনের ফলাফল পেয়ে যাবেন আপনি।

ম্যাকগোনাগল বললেন, অপেক্ষায় থাকবো। হ্যারি, রন, হারমিওন তোমরা তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করো।

ক্লাশের কাজ শেষ করে ওরা তিনজনে 'কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিচারের' জন্য অরণ্যের দিকে চললো। যেতে যেতে দেখলো আমব্রিজ প্ল্যাঙ্ককে কিছু প্রশ্ন করছেন।

গ্রাবলি প্ল্যাঙ্ক হাতের বলটা বাউন্স করতে করতে বললেন, আমি একজন সাবস্টিটিউট শিক্ষক। হ্যাগ্রিডের অনুপস্থিতিতে ছেলে-মেয়েদের পড়াচ্ছি।

হ্যারি একটু পাস ফিরে দেখল ত্রি-মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাগ্রিড সম্বন্ধে আমব্রিজকে কিছু বলবে সে সম্বন্ধে হ্যারি নিশ্চিত।

– আচ্ছা বলতে পারেন হ্যাগ্রিডের লীভ এক্সটেড করার কারণ কী? প্যাঙ্ককে প্রশ্ন করলেন।

– হ্যারি দেখল ম্যালফয় কান খাড়া করে আমব্রিজ আর প্ল্যাঙ্কের কথোপোকথন শুনছে।

– আমি ঠিক আপনারই মত অজ্ঞ। কারণ জানি না। কিছুদিন আগে আউল মারফত একটা চিঠি পেয়েছি, লিখেছেন, প্রফেসর ডাম্বলডোর। জানতে চেয়েছেন আমি অস্থায়ীভাবে এই স্কুলে শিক্ষকতা করতে আগ্রহী কিনা। আমি চিঠিটা পাবার পর জানালাম, অবশ্যই। এছাড়া আর কিছু জানানোর নেই। আমি কি এবার কাজ শুরু করতে পারি প্রফেসর আমব্রিজ?

প্রফেসর আমব্রিজ প্লাঙ্ককে বললেন, হ্যাঁ পারেন। ফাইলে কিছু লিখতে ভুললেন না আমব্রিজ।

ডিন টমাসের সঙ্গে কথাবার্তার পর আমব্রিজ আবার প্লাঙ্ককে নিয়ে বসলেন।

– আচ্ছা হোগওয়ার্টস স্কুল আপনার কেমন লাগছে? আপনি কী স্কুল ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে যথেষ্ট কাজের উৎসাহ পাচ্ছেন?

– অবশ্যই, অবশ্যই। ডাম্বলডোর অতি সজ্জন মানুষ, প্রফেসর গ্রাবলিপ্লাঙ্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, দারুণ সুন্দরভাবে সবকিছু চলছে, আমি সব ব্যাপারে খুবই আনন্দিত।

কথাটা শুনে মনে হলো আমব্রিজ খুব একটা খুশি হলেন না। নোট লিখতে লিখতে বললেন, ধরুন হ্যাগ্রিড আর জয়েন করলেন না, তাহলে তার কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন?

গ্রাবলিপ্ল্যাঙ্ক বললেন, একটুও না। উনি প্রায় কোর্স শেষ করে ফেলেছেন সেগুলো আউল পর্যন্ত আসবে। ইউনিকর্নস আর নিফলারস প্রায় শেষ করেছেন। আমার মনে হয় পরলকস আর নিজলস শেষ করতে পারবো, সব ঠিকঠাক চলছে।

অদূরে গোয়েলের দিকে তাকিয়ে আমব্রিজ বললেন, শুনেছি তোমাদের ক্লাশে কিছু আঘাত টাঘাত লেগেছে...।

গোয়েল কথাটা শুনে বোকার মত দাঁত বার করে হাসলো। ম্যালফয় এগিয়ে এসে বললো, আমার স্যার, আমাকে একটা হিপোগ্রাফ– ওর মত লম্বা সরু সরু করে হাত কেটেছে।

আমব্রিজ লিখতে লিখতে বললেন– হিপোগ্রাফ?

হ্যারি বললো, হ্যাঁ স্যার করবেই তো। প্রফেসর হ্যাগ্রিড ওকে যেমনভাবে ট্রিট করতে বলেছিলেন তাও করেননি।

– আর একটি ডিটেনসন, আমব্রিজ হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, ধন্যবাদ প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক দশদিনের মধ্যে ইনসপেকসন রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক বললেন, শুনে আনন্দিত হলাম।

প্রফেসর আমব্রিজ লনের উপর দিয়ে ক্যাসেলে যাবার জন্য চললেন।

আমব্রিজের ডিটেনসন শেষ করে হ্যারির গভীর রাত হয়ে গেলো। ওর কেটে যাওয়া হাত থেকে তখন গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে। ও রক্ত বন্ধ করার জন্য রুমাল দিয়ে ক্ষতটা বাঁধলো। কমনরুমে ঢোকার আগে ভেবেছিল রন, হারমিওন ওদের ঘরে চলে গেছে, কিন্তু তার বদলে ওদের বসে থাকতে দেখে খুশি হলো। হারমিওন কোন সময়ে কখনই ওকে সমালোচনা করে না। বুঝতে পারলো হ্যারির মনের কষ্ট আর হাতের যন্ত্রণা।

– এখানে বসে ওই গামলা ভর্তি ওষুধের জলে হাত ডোবাও তাহলে আরাম হবে। এটা স্ট্রেইন্ড অ্যান্ড পিকিল্ড মার্টলেপের সলিউসন।

হ্যারি হারমিওনের কথামতো ওর হাতটা হলুদ বর্ণের জলে ডোবাতেই ব্যথা-বেদনা অনেকটা কমে গেলো। ক্রুকশ্যাঙ্ক কাছেই গুটিগুটি হয়ে শুয়েছিল, হ্যারিকে দেখে লাফাতে লাফাতে ওর কোলে চেপে বসলো। বাঁ হাতে ওর কানের তলা চুলকে দিতে দিতে হ্যারি বললো, কেমন আছ?

রন বললো, আমার মনে হয় তোমার একটা কমপ্লেন করা দরকার। ইচ্ছে করে আমব্রিজ তোমার প্রতি অন্যায়-অবিচার করে চলেছেন। মহিলাকে শিক্ষা দেয়া দরকার।

– না, কোনও প্রয়োজন নেই, হ্যারি সরাসরি বললো।

– ম্যাগগোনাগল জানলে রাগ করবেন?

হ্যারি বললো, সন্দেহ নেই করতে পারেন। তুমি তো জানো মিনিস্ট্রি আইনের বলে ওকে অনেক ক্ষমতা দিয়েছে। কমপ্লেন টমপ্লেন এই সময়ে করলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন। চুপ থাকাই ভালো।

রন কিছু বলতে গিয়েও হ্যারির কথাটা শুনে চুপ করে গেলো। আমব্রিজ অনেক ক্ষমতা পেয়েছেন, আপাতত হার স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

– মহিলা দারুণ বীভৎস! এই কথাটা আমি আসবার আগে রনকে বলছিলাম। হারমিওন সংক্ষেপে বললো– ওকে কি করে ঠাণ্ডা করা যাবে পরে ভাবতে হবে।

রন বললো, বিষ দিলে কেমন হয়?

– ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর শিক্ষক, ভাবছি আর আমরা ওর কাছ থেকে ডিফেন্স সম্বন্ধে কিছু শিখবো না। হারমিওন বললো, আমি কয়েকদিন ধরে সিরিয়াসলি এই কথাটা ভাবছি, শুধু সময়ের অপেক্ষা। যা করবো নিজেরাই করবো।

হ্যারি বললো, আমরা করবো? তখনও ওর হাত গামলার জলে ডোবানো।

হারমিওন বললো, ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আমাদের নিজেদের শিখতে হবে।

রন বললো, আরে ওইসব উদ্ভট চিন্তা মাথায় এনো না। আমাদের সময় কোথায়? হোমওয়ার্ক করতে করতে নাস্তানাবুদ। অনেক ইমপর্টেন্ট হোমওয়ার্ক বাকি আছে।

হারমিওন বললো, আমার মনে হয় এটা হোমওয়ার্কের চাইতে অনেক বেশি ইমপর্টেন্ট!

হ্যারি-রন ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

– আমি মনে করি না, পৃথিবীতে আমার হোমওয়ার্ক এর চাইতে অন্য কিছু ইমপর্টেন্ট হতে পারে, রন বললো।

– বোকার মতো কথা বলবে না হারমিওন। হ্যারি লক্ষ্য করলো হারমিওনের চোখ মুখ হঠাৎ খুব ঝলমল করে উঠলো। যেমন ওর স্পিউ শুনলে হয়।

– আমাদের একটা বছর নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে।

রন বললো, আমরা তিনজনে কি করতে পারি। আমার মনে হয় লাইব্রেরিতে বসে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কেমন করে হটানো যায় সে সম্বন্ধে পড়াশোনা করা উচিত।

– না, আমাদের বই পড়ে শেখার দিন চলে গেছে, হারমিওন বললো।

– আমাদের একজন দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি আমাদের শেখাবেন কেমন করে জাদুমন্ত্র (স্পেল) ব্যবহার করতে হয়, ভুল হলে তিনি শুধরে দেবেন।

হ্যারি বললো, তোমরা কি লুপিন সম্বন্ধে বলছো?

– না না না লুপিনের কথা বলছিনে, হারমিওন বললো, উনি এখন ডাম্বলডোরের অফিস অর্ডার নিয়ে খুব ব্যস্ত। হগসমিডে যদি আসেন তাহলে কথা বলতে পারি। মনে হয় সম্ভাবনা কম।

হ্যারি ভুরু কুঁচকে বললো– তাহলে কে?

হারমিওন খুব বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেললো।

পরে বললো হ্যারি, আমরা তোমার কথা ভাবছি।

সবাই চুপ করে রইলো। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরের কাঁচের পাল্লাতে ধাক্কা দিচ্ছে তারই খট খট শব্দ শুধু শোনা যায়।

হ্যারি বললো, আমার সমন্ধে? কি সব বলছো?

– আমরা বলছি তোমার কথা। তুমি আমাদের ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে মন্ত্র প্রয়োগ শেখাবে।

হ্যারি হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো। তারপর রনের দিকে। অনেকটা হারমিওন যখন ভাবাবেগে স্পিউ সম্বন্ধে ওদের কাছে বলে। যাইহোক রন চুপ করে রইল।

রন কিছু যেন ভাবছিলো, তারপর হঠাৎ বললো, দারুণ বলেছো।

– দারুণ কি বলেছে? হ্যারি একটু আশ্চর্য হয়ে বললো।

– তুমি, রন বললো, তুমি আমাদের শেখাবে।

– কিন্তু...। হ্যারি হাসলো। বুঝতে পেরেছে যে ওরা দু'জনে ওকে লেগ পুলিং করছে।

– কিন্তু, আমিতো টিচার নই, কিছুই জানি না, না না আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি পারবো না। তোমাদের মতলবটা কি বলতো?

– তুমি এই বছরে ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে 'দ্য বেস্ট' হয়েছে সেটা আমরা ভুলিনি, হারমিওন বললো।

– আমি। হ্যারি বললো। হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো হ্যারি। খুব ভাল করেই জানো আমি নই, তুমি সবটেস্টে আমায় হারিয়ে দিয়েছ।

– ঠিক বলছো না, আমি হারিয়ে দিইনি, হারমিওন ধীর স্থিরভাবে বললো, তুমি থার্ড ইয়ারে আমার চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলে। সেই সময়ে আমরা একই সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, একজন টিচারও ছিলেন, তিনি সাবজেক্টটা ভালোভাবেই জানতেন। আমি শুধু টেস্টের রেজাল্ট বলছি না হ্যারি, মনে করবার চেষ্টা করো তুমি কি করেছিলে?

– তুমি কী বলতে চাও শুনি?

– কি চাই ভাল করেই জান, আমি চাই আমাদের মতো স্টুপিডকে কেউ শেখাবে, রন হারমিওনকে বললো। বলার পর হ্যারির দিকে তাকালো।

– ব্যাপারটা ভাল করে ভাবা যাক, মুখের ভাব অনেকটা গোয়েলের মত করলো, হুঁ ফাস্ট ইয়ার। তুমি ফিলোসফার স্টোন রক্ষা করেছিলে, ইউ-নো-হুর কবল থেকে।

– হ্যারি বললো, ওটা ভাগ্যের ব্যাপার ছিলো, কোনও দক্ষতা টক্ষতা নয়।

– রন বাধা দিয়ে বললো, সেকেন্ড ইয়ারে, তুমি ব্যাসিলিস্ককে মেরে ফেলেছিলে আর রিভিলকে ধ্বংস করেছিলে।

– হ্যাঁ কিন্তু ফকেস যদি না আসতো?

– রন খুব জোরে বললো, তৃতীয় বছরে একশ'টা ডিমেনটর্সের সঙ্গে তুমি একাই লড়েছো।

– তুমি ভাল করেই জানো ওটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যদি টাইম টার্নার না থাকতো...।

– রন অসম্ভব জোরে বললো, গত বছরে তুমি ইউ-নো-হুর সঙ্গে আবার লড়াই করেছিলে।

– হ্যারি বেশ রাগ করে বললো, আমার কথা শুনবে! (রন, হারমিওন দু'জনেই বোকার মত মুখ করে হাসছে) বেশ, তোমরা বলছো শুনতে মন্দ লাগছে না, তবে

সবগুলোই ভাগ্য বলতে হবে। ঘটে গেছে, আমি কোনও ছক কষিনি, চেষ্টা করেছি মাত্র। তাছাড়া তোমাদের সাহায্য ছাড়া নয়।

রন আর হারমিওনকে তখনও বোকাবোকা মুখ করে হাসতে দেখে হ্যারি আরও রেগে গেলো। কেন যে এতো রেগেছে বুঝতে পারে না।

– বোকার মত আমার দিকে তাকিয়ে হাসবে না বলে দিলাম। তোমরা সবাই ভাল করেই জানো যা কিছু হয়েছে সবই তোমাদের সাহায্যে। আমার একার কোনো কৃতিত্ব ছিলো না। ডার্ক আর্ট ও তার প্রতিরোধ আমি ভাল করেই জানি। জানাটা বড় কথা নয়, সাহায্য বড় কথা। যথা সময়ে সাহায্য অথবা ভাগ্য। তোমরা হাসি থামাবে!

যে গামলায় ও হাত ডুবিয়ে রেখেছিল সেটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলো ও নিজেই জানে না কখন ও দাঁড়িয়েছে। ক্রুকশ্যাংক লাফিয়ে পালিয়ে গেলো। ওর আচমকা রুদ্রমূর্তি দেখে রন আর হারমিওনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো।

– তোমরা সব ব্যাপারটা ঠিক জানো না, তোমরা দু'জনেই না, কারণ তাকে তোমাদের ফেস করতে হয়নি, করেছো? তোমাদের ধারণা কতগুলো স্পেল মুখস্ত করে ওর দিকে ছুঁড়ে মেরে পরাস্ত করা যায়? তোমরা তোমাদের সম্বন্ধে ছাড়া অন্যকিছু ভাবো না। ভাবতে পারো, তোমরা নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছো আর এক মুহূর্ত পরে তোমাকে হত্যা করা হবে, টর্চার করে জর্জরিত করা হবে, অথবা চোখের সামনে তোমাদের প্রিয়জন, বন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার কথা? আমাদের ক্লাশে কি করে ওইসব মোকাবিলা করতে হবে শেখানো হয়েছে? ক্লাশে কোনও শিক্ষক আমাদের শেখায়নি। তোমরা কী জানো ভোল্ডেমর্ট আমার বাবা-মাকে হত্যা করেছে, আমারও মৃত্যু চায়?

– আমরা সত্যি তা চাই না বন্ধু, রন বললো। মুখে ওর বেদনার ছাপ, ডিগরিকে হারিয়ে আমরাও কী দুঃখ পাইনি?

হারমিওন চুপ করে হ্যারির কথা শুনছিলো। ও জানে হ্যারি রাগলে, উত্তেজিত হলে এমনি তার প্রকাশ করে।

– ও ভীরু ভীরু মুখে বললো– তুমি কী বুঝতে পারছো না হ্যারি, এই কারণেই আমরা তোমাকে চাই। আমরা জানতে চাই ভোল্ডেমর্টকে ফেস করতে হলে কেমনভাবে আমাদের সুরক্ষিত হতে হবে।

এই প্রথম হারমিওনকে অসহায়ের মতো দেখলো, ভোল্ডেমর্টের নাম মুখে আনলো। হ্যারি চুপ করে গেলো। কিন্তু হাঁফাতে লাগলো তারপর চেয়ারে বসে পড়লো। ওর হাতের ক্ষতটা দব দব করতে লাগলো।

ওর মনে হলো, রাগের মাথায় মার্টলেপের গামলাটা ভেঙে ফেলে ঠিক করেনি।

হারমিওন শান্তভাবে বললো, প্লিজ? হ্যারিও ওইরকম হঠাৎ রেগে যা মুখে

আসে তাই বলাতে খুব লজ্জিত বোধ করতে লাগলো। ও সম্মতি জানালো ঘাড় নেড়ে। কিন্তু জানে না, বুঝতে পারলো না ওদের অনুরোধ মেনে নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো।

হারমিওন উঠে দাঁড়ালো।

– আমি এখন শুতে চললাম। শুভ রাত্রি।

রনও উঠে দাঁড়ালো।

– চলো, হ্যারিকে বললো।

– এক মিনিট, হ্যারি বললো।

জাদুদণ্ডটা তুলে মেঝেতে পড়ে থাকা ভগ্ন গামলাটা ছুঁইয়ে বললো, 'রিপ্যারো' সঙ্গে সঙ্গে ওটা নতুন হয়ে গেলো। কিন্তু তাতে তো আর মার্টল্যাপ নির্যাস নেই!

এতো ক্লান্ত যে ও ঘরে ফিরতে চাইলো না। চেয়ারে বসে ঘুমোতে চাইলো। কিন্তু কোনও রকমে টলতে টলতে রনের পিছু পিছু চললো। রাতে ঘুম হলো না, বারে বারে ও একই স্বপ্ন দেখলো, লম্বা করিডর আর তালা দেয়া দরোজাগুলো। সকাল বেলা বিছানা ছেড়ে ওঠার পর ওর কাটাদাগটা খুব চুলকোতে লাগলো।

ষোড়শ অধ্যায়

ইন দ্য হগস হেড

হারমিওন দু'সপ্তাহব্যাপী ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের শিক্ষা দেয়ার সময় একবারও হ্যারির কথা বললো না। ওদিকে হ্যারির আমব্রিজের দেয়া শাস্তির দিনও শেষ পর্যন্ত শেষ হলো। হাতের চেটোতে কাটা দাগগুলো মিটে যাবে কিনা তার সন্দেহ রয়ে গেলো। রন চার চারটে কিডিচ প্র্যাকটিস ম্যাচে অংশগ্রহণ করলো। শেষের দুটোতে চেঁচামেচি করলো না। ওরা তিনজনে ট্রান্সফিগারেসন ক্লাশে ইঁদুর অদৃশ্য ঠিকমতো করলো, যদিও হারমিওন বেড়াল অদৃশ্য করার পদ্ধতি অনেকটা আয়ত্ব করেছিল। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে অদৃশ্য করা বিষয়টি আবার শুরু হবার পূর্বে এক ঝড়ো সন্ধ্যায় ওরা লাইব্রেরিতে বসে স্নেইপের জন্য পোসন উপকরণ খোঁজ করছিলো।

হারমিওন হঠাৎ বললো, আমি একটা কথা ভাবছিলাম, হ্যারি তুমি কী ডার্ক আর্টের প্রতিরোধের কথা ভেবেছো।

– কেন ভাববো না, অবশ্যই ভেবেছি। কেমন করে ভুলবো, ওই বুড়িটার কাছে আমরা কি শিখবো, হ্যারি বদ মেজাজের সঙ্গে বললো।

– আমি আমাদের সেই আইডিয়ার কথা বলছিলাম।

রন, হারমিওনকে চোখ পাকালো। হারমিওন ভুরু কোঁচকালো এবং বললো– ঠিক আছে, সেই ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের কথা বলছিলাম, মানে তুমি যদি শেখাতে।

হ্যারি তৎক্ষণাৎ কোনও জবাব দিলো না। ও এসিয়াটিক অ্যান্টিভেনম বই-এর পাতা ওল্টাতে লাগলো। এমন ভান করে রইলো, যেন হারমিওনের কথা ওর কানে যায়নি। আসলে ওর মনের মধ্যে কি ঘুরপাক খাচ্ছে প্রকাশ করতে চায় না।

গত পনের দিন একনাগাড়ে ও হারমিওনের কথাগুলো ভেবেছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে পাগলের প্রস্তাব। তারপরই ও ভাবতে বসে যায় যেসব স্পেল'স ডার্ক

ক্রিচারস আর ডেথইটারসদের সঙ্গে লড়াই করবার সময় ও প্রয়োগ করেছিলো সেইগুলো। সত্যি কথা বলতে কি, ওর অবচেতন মনে হারমিওনের আইডিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে সব সময়, শিক্ষাদানের প্ল্যান।

– ও হ্যাঁ আমি মাঝে মাঝে একটু ভেবেছি

– সত্যি? হারমিওন খুশিতে উপচে পড়লো।

হ্যারি চেয়ারে ভাল হয়ে বসে বললো– তোমাদের বলেছিলাম না সবই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে।

– হারমিয়ন বললো, হ্যাঁ হ্যারি, তুমি অযথা ভান করে চলেছো ডার্ক আর্টের প্রতিরোধ সম্বন্ধে তোমার কোনও জ্ঞান নেই। একমাত্র তুমি গত বছরে ইম্‌পেরিয়াস কার্স ঠিকমতো ব্যবহার করেছিলে। তুমি পেট্রোনাস বানাতে পারো, পাকা জাদুকরের মতো তুমি সব করতে পারো। অনেক পাকা জাদুকরও আবার তোমার মতো পারে না। ভিক্টর সব সময়ে বলে।

রন লাল চোখে হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো– ওহ তাই? তা তোমার ভিকি কি বলে?

হারমিওন বললো, বলেছে হ্যারি অনেক কিছু জানে যা ও জানে না, যদিও ও এখন ড্রামস্ট্যাংগ-এ ফাইনাল ইয়ারে। রন হারমিওনের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকালো।

– তুমি এখনও ওর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলেছো? সত্যি?

– যদি তাই হয়, তাতে দোষ কি, হারমিওন বললো। কথাটা বলার সময় ওর গালটা সামান্য লাল হয়ে গেলো, আশ্চর্য! আমার পেন-পল রাখার অধিকার নেই?

– তোমর একমাত্র পেন-পল ও নয়, রন খোঁচা দিলো।

হারমিওন রনের কথাতে মোটেই কান দিলো না। হ্যারিকে বললো, যাকগে কি ঠিক করলে? আমাদের শেখাবে?

– শুধু তোমাকে আর রনকে, আর কাউকে নয়।

– ওয়েল, হারমিওন বললো, আমার কিন্তু মত বদলাবে না হ্যারি। আমার মতে তোমার যাকে ইচ্ছে শেখাতে পারো, অবশ্য তারা যদি শিখতে চায়। হ্যাঁ, আমরা ভো... ভোল্ডেমর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কথা বলছিলাম। রন, অযথা উল্টো চিন্তা করবে না, অন্যদের সুযোগ না দেয়া ঠিক হবে।

হ্যারি দু'এক মিনিট চুপ করে থেকে বললো– আমার তো মনে হয় না তোমরা দু'জন ছাড়া কেউ আমার কাছে ডার্ক আর্টের ডিফেন্স শিখতে চায়। মনে রেখো আমি কিন্তু একটু শক্ত গোছের লোক।

– না তা নয়, তুমি শুনে আশ্চর্য হবে। হারমিওন বললো। অনেকেই শিখতে চাইছে, রন মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলো। জানতো অক্টোবর মাসের প্রথম উইক

এন্ড হচ্ছে হগসমিড উইক এন্ড। ওখানে গ্রামের লোকেরা জানতে পারলে অনেকেই শিখতে আসবে, আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারবো।

ঠিক আছে, স্কুলের বাইরে আমাদের করতে হবে কেন, রন বললো।

– কারণ, আমব্রিজ জানতে পারলে খুশি হবেন না। হারমিওন চাইনিজ চমপিং ক্যাবেজ খেতে খেতে বললো।

* * *

হ্যারির উইক এন্ড ট্রিপে যাবার জন্য খুবই উৎসাহ। তাহলেও একটা ব্যাপারে ও খুবই চিন্তিত। সিরিয়স! সেপ্টেম্বরের গোড়ায় আগুনের মধ্য থেকে আমার সঙ্গে দেখা করার পর আর ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। হ্যারি জানে, সিরিয়সকে হোগার্টসে না আসতে বলার জন্য ও খুব দুঃখিত এবং রেগে আছে। তাহলেও সিরিয়াস যেকোনও সময় আসতে পারেন, নানাভাবে খবরও নিতে পারেন।

কালো কুকুর বেশি সিরিয়স যদি হগসমিডে এসে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলতেন, বিশেষ করে ড্র্যাকো ম্যালফয়ের সামনে তাহলে... ...?

রন বললো, ইচ্ছে হলে সিরিয়স আসবেন, আমরা তো বাধ্য করতে পারি না। কথাটা ও বললো যখন হ্যারি হারমিওনকে সিরিয়সের হগসমিডে আসার প্রসঙ্গে বলেছিলো।

– বলছিলাম, গত দু'বছর ধরে এমন অবস্থায় রয়েছে তাই না? হাসতে পারে না, কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না, একটা এলফের সঙ্গে দিন-রাত তাকে কাটাতে হয়।

হারমিওন হ্যারিকে বললো– ভোল্ডেমর্ট যতদিন না সকলের সামনে দাঁড়াচ্ছে ততোদিন সিরিয়সকে লুকিয়ে থাকতে হবে, তাই না? স্টুপিড মন্ত্রণালয় বুঝতে পারছে না সিরিয়স কোনও দোষ করেনি। ডাম্বলডোরের কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত। আসল ডেথ ইটারদের ধরার চেষ্টা না করলে সিরিয়স যে মার্কামারা নয় তা বুঝতে পারবে না।

রন চাঙ্গাসুরে বললো, আমার তো মনে হয় না সিরিয়স খুব বোকা, জানেন ধরা পড়তে পারেন। ডাম্বলডোর জানতে পারলে ক্ষেপে যাবেন। সিরিয়সও ডাম্বলডোরকে মোটেই অমান্য করেন না। যা বলেন তাই করেন ও শোনেন বুঝলে?

উদ্বিগ্ন হ্যারির মুখের দিকে বেশ খানিকটা সময় তাকিয়ে থেকে হারমিওন বললো, শোনো রন, আমি ডার্ক আর্ট প্রতিরোধ সম্বন্ধে দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলেছি, আশা করছি ওরা হগসমিডে আসবে। হ্যারির মন পড়ে রয়েছে সিরিয়সের ওপর। শুনেছে অথবা ভাল করে শোনেনি ওর কথা। বললো, ঠিক আছে।

হারমিওন খাঁটি কথা বলেছে। ওর অনেক হোমওয়ার্ক পড়ে রয়েছে। তাহলেও

ইদানীং আমব্রিজের কবল থেকে ডিটেনসনের মুক্তির পর লেখাপড়া ভালই করছে। কিডিচ খেলা প্র্যাকটিসের জন্য রন হ্যারির থেকে মোটামুটি পিছিয়ে পড়েছে। তার ওপর ওর রয়েছে প্রিফেক্টের কাজকর্ম। হারমিওন ওদের থেকে আরও অনেক বেশি সাবজেক্টের পড়াশুনা, হোমওয়ার্ক করলেও, কোনও ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। সময় পেলেই এলফদের জন্য মোজা বুনে চলেছে।

হগসমিডে যাবার সকালটা ওদের কাছে শুধু ঠাণ্ডা লাগছে, ভোররাত থেকে কনকনে হাওয়া বইছে। ব্রেকফাস্টে যাবার সময় যেসব ছাত্র-ছাত্রী তাদের বাবা-মা অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছে লিস্টে ফিলচ্ তাদের নাম রেখেছেন। ছাত্রছাত্রীরা সব লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারির দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হল সিরিয়সের সঙ্গে দ্যাখা করবার কথা না হলে হগসমিডে যেতো না। ও ফিলচের কাছে দাঁড়াতেই ফিলচ এমনভাবে ওর দিকে তাকালেন যেন হ্যারির মন থেকে কিছু মতলব জানতে চান। হ্যারি ওর দিকে না তাকিয়ে ঠাণ্ডা বরফের মত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো। বাইরে তখন মেঘবিহীন আকাশে সূর্য গন গন করছে।

রন বললো, এই হ্যারি, ফিলচ তোমার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসছিল কেনো? হ্যারি আর হারমিওন তখন পাশাপাশি হাঁটছিল গেটের দিকে যাবার জন্য।

– মনে হয় আমার গায়ে গোবরের গন্ধ আছে কিনা দেখছিল। হ্যারি মৃদু হেসে বললো, ও হ্যাঁ তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি।

হ্যারি যখন রনকে সিরিয়সের চিঠির কথা বলছিল তখন লাফিয়ে এসে সেই চিঠিটা দেখতে চাইলো। হ্যারি হারমিওনের চিঠিটা সম্বন্ধে দারুণ আগ্রহ দেখে একটু আশ্চর্য হয়ে গেলো। ওর চেয়েও যেনো বেশি উৎসাহ!

– ও বলছে তুমি নাকি ডাংগবোম্ব বরাত করেছো তার জন্য তোমার নাম বাদ দিয়েছে?

– আমি সে রকম কিছু তো জানি না, হ্যারি বললো।

– খুব সম্ভব ম্যালফয়দের বাঁদরামী।

ওরা গ্রামের দিকে চললো। ঠাণ্ডা কনকনে দুরন্ত হাওয়া এসে ওদের মাথার চুল যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। বার বার ওরা উড়ে আসা চুল চোখ মুখের থেকে সরাতে লাগলো।

– ম্যালফয়, হারমিওন দাঁতে দাঁত লাগিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, হ্যাঁ তা হতে পারে।

হগসমিডের বাইরের রাস্তা ধরে ওরা নীরবে চলতে লাগলো।

– আমরা কোথায় চলেছি? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

– আমি ওদের হগসমিডে আসতে বলেছি। ওখানে যাবার রাস্তাটা মেইন

রোডে নয়। হগসমিড বার হিসেবে মন্দ নয়। তবে থ্রি ব্রুমস্টিকের মতো নয়। ওটা একটু ঝুঁকিপূর্ণ পাব। ছাত্রছাত্রীরা ওখানে খুব একটা যায় না। তাই আমাদের আলাপ-আলোচনায় কেউ কান দেবে না।

জোনকোর উইজার্ডিং জোক শপ পেরিয়ে মেইন স্ট্রিট ধরে ওরা হাঁটতে লাগলো। পথে ওদের ফ্রেড, জর্জ, লী জোর্ডানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। পথের শেষে ছোট একটা সরাইখানা চোখে পড়লো। ভাঙাচোরা সাইনবোর্ড, একটা মরচে ধরা ব্লকে বুনো ভালুকের কাটা মাথার ছবি ঝুলছে, রক্ত ঝরছে একটা সাদা কাপড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়াতে সাইনবোর্ড দুলছে। হ্যারি বললো, আমব্রিজ ছদ্মভাবে বসে নেইতো!

হারমিওন বোরখায় ঢাকা জাদুকরীর দিকে তাকিয়ে বললো, ধ্যাৎ আমব্রিজ ওদের চেয়ে লম্বায় অনেক ছোট। যদি আম্ব্রিজ এসেও থাকে তাহলে আমাদের ঘেঁচু করবে। হ্যারি, আমি স্কুলের আইন বেশ কয়েকবার ভাল করেই পড়েছি। এখানে আসা আমাদের আউট অফ বাউন্ডস (নিষিদ্ধ) নয়। আমি এখানে আসার আগে ফ্লিটউইককে ভাল করেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছি। হগসমিড আমাদের আসা নিষিদ্ধ নয়। তবে বলেছেন, আমরা যেন সঙ্গে করে নিজেদের গেলাস নিয়ে যাই। হোম ওয়ার্ক আর স্টাডি গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের এখানে আসা মানা নয়। তাহলেও আমার মনে হয় এখানে কি করতে এসেছি কাউকে না বলাই ভাল।

– না, কোনমতেই আমরা হোমওয়ার্ক গ্রুপ নই, হ্যারি শুস্ক স্বরে বললো। অতএব এমন প্ল্যান না করাই ভাল। বারম্যান বড় বড় পাকা দাড়িওয়ালা বেশ রোগা লম্বা এক বৃদ্ধ। ওদের ভাসা ভাসা চোখে একটা ব্যাক রুম দেখালো। হ্যারির ওকে চেনা চেনা মনে হলো।

– কি খাবে তোমরা? বৃদ্ধ বললো।

– তিনটে বাটার বিয়র, হারমিওন বললো।

বৃদ্ধ কাউন্টারের তলা থেকে তিনটে বোতল বার করলো। বোতলের সুরৎ দেখে ওদের চিত্ত চরকাগাছ। যেমনি নোংরা, তেমনি ধূলো মাখা। বোতল তিনটে শব্দ করে টেবিলে রেখে বৃদ্ধ বললো, সিক্স শিকলস।

– আমি দিচ্ছি, হ্যারি রূপোর শিকলস বার করে বারম্যানের হাতে দিলো। বারম্যান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হ্যারিকে দেখে ওর কপালের কাটা দাগের দিকে তাকালো। তারপর ও কয়েনগুলো অতি নড়বড়ে ভাঙা কাঠের তৈরি দেরাজে রেখে দিলো। দেরাজের পাল্লাটা না টানতেই আপনা-আপনি খুলে গেলো। হ্যারি, রন আর হারমিওন বড় দেখে একটা টেবিলে বসে পড়ে বারের চারধারে তাকালো। নোংরা ব্যান্ডেজে আবৃত করা জাদুকরী বারম্যানকে আর এক বোতল স্মোকিং ড্রিংক নিয়ে আসতে বললো।

রন বললো– তোমরা জানো এখানে আমরা যা খুশি তা অর্ডার করতে পারি। ওই লোকটাকে (পুরুষটাকে) যা অর্ডার করবো তাই এনে দেবে। আমার ফায়ার হুইস্কি খেতে মন চাইছে।

হারমিওন চোখ পাকিয়ে বললো, রন তুমি একজন প্রিফেক্ট কথাটা মনে রাখবে।

ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো, ও হ্যাঁ- ঠিকই বলেছো।

– তাহলে কারা আমার সঙ্গে এখানে কথা বলবে বলেছিলে হারমিওন? হ্যারি বাটার বিয়রের মরচে পড়া মুখের ক্যাপ খুলতে খুলতে বললো।

হারমিওন বারের দরজার দিকে তাকিয়ে হাতের রিস্টওয়াচে সময় দেখে বললো– দু'একজন। আমি ওদের এখানে এই সময়ে আসতে বলেছিলাম, ওহো! মনে হয় এসে গেছে।

পাবের দরজাটা বাইরে থেকে কেউ খুলতেই ধুলো মিশ্রিত সূর্য কিরণ ঘরে সামান্য প্রবেশ করেই দরজায় অনেক লোক দাঁড়াবার সাথে সাথে উধাও হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকলো প্রথমে নেভিল, তার পিছন পিছন ডিন আর ল্যাভেন্ডর। পার্বতি, পদ্মা পাতিল আর চো। চো'কে দেখে হ্যারির পেটের ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠলো। ওর সঙ্গে রয়েছে আবার লুনা লাভগুড। তাছাড়া কেটি বেল, অ্যালিসিয়া স্পিনেট, অ্যাঞ্জেলিনা জনসন, কলিন, ডেনিস ক্রিভে, এরনি ম্যাকমিলন, জস্টিন ফিঞ্চ, ফেঞ্চলে, হান্না অ্যারট হাফলপাফের একটি মেয়ে (হ্যারি ওর নাম জানে না) ওর পেছনে রয়েছে তিনটি র‍্যাভেন ক্ল হাউজের ছাত্র! অ্যান্থনি গোল্ড স্টেইন, মাইকেল কর্নার, টেরী বুট আর জিনি। ওদেরই সঙ্গে লম্বামতন আর একটি হাফলপাফের ছেলে, কিডিচ টিমের প্লেয়ার। নামটা ওর মনে পড়ছে না। তাছাড়া রয়েছে ফ্রেড, জর্জ, লী জোর্ডান। ওদের তিনজনের হাতে বিরাট পেপার ব্যাগ ভর্তি, তাতে জোংকোর জিনিসপত্র।

হ্যারি হারমিওনের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললো, ওহো মাত্র দু' একজন, তাই না?

হারমিওন খুশিতে উপছে পড়ে বললো, হ্যাঁ তাই। রন তুমি আরও চেয়ার ওদের বসার জন্য আনবে?

বড় টেবিলে বসার মতলব হ্যারি এবার বুঝতে পারলো।

বারম্যান একটা কাঁচের গেলাস একটা শতচ্ছিন্ন নোংরা ডাস্টার দিয়ে মুছতে লাগলো। ওর মুখ দেখে মনে হয় এর আগে পাবে এতো মানুষের আগমন দেখিনি! একটু যেনো হতভম্ব হয়ে গেছে।

– হায়! ফ্রেড ওর কমপেনিয়নদের কাউন্ট করতে করতে বললো, আমাদের কি পঁচিশটা বাটার বিয়র বোতল দিতে পারবে?

বারম্যান ফ্রেডের মুখের দিকে এক মুহূর্তে তাকিয়ে হাতের ছেঁড়া ময়লা ডাস্টারটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো। ভাবটা ফ্রেড ওকে একটা দরকারি কাজের সময় বিরক্ত করেছে। ও তারপর কাউন্টারের তলা থেকে ধূলো ময়লা ভর্তি বোতল বার করে টেবিলে রাখতে লাগলো।

ফ্রেড ওর হাতের বোতলের ছিপি খুলে শূন্যে তুলে বললো, চীয়ার্স! নাও যে যার বোতল, তোমাদের জন্য কিন্তু আমি প্রচুর সোনা আনতে পারিনি।

হ্যারি দেখল সব ছেলে– মেয়েরা এক একটা বোতল নিয়ে দাম দেবার জন্য রোবের পকেট থেকে কয়েন বার করছে, ও ঠিক বুঝতে পারলো না ওরা কেন এই ছোট নোংরা পাবে জমায়েত হয়েছে। তারপরই ওর হারমিওনের কথা মনে পড়ে গেলো। তাহলে কী ওকে ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের ভাষণ দিতে হবে?

ও খুব চাপা গলায় হারমিওনকে বললো– তুমি ওদের কি বলেছো? ওরা কি শুনতে এসেছে, কেনই বা এসেছে দল বেঁধে হগসমিডে?

হারমিওন মিষ্টিভাবে বললো, ওদের তোমার কথা শোনাবার জন্য ডেকেছি।

হ্যারি হারমিওনের দিকে অসম্ভব এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। হারমিওন তৎক্ষণাৎ বললো, তোমাকে প্রথমে কিছু বলতে হবে না, আমি শুরু করছি।

নেভিল হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, হাই হ্যারি। ঠিক হ্যারির বিপরীতে একটা চেয়ারে বসে পড়লো।

হ্যারি কিছু বলতে গিয়েও পারলো না। ওর মুখটা অসম্ভব শুকিয়ে গেছে, কথা বেরোচ্ছে না। চো এসে রনের পাশে বসলে, ওর লাল কোঁকড়ানো চুলওয়ালা বান্ধবী শুধু হাসলো। তারপর এমনভাবে হ্যারির দিকে তাকালা যে পাবে অযথা এসে সময় নষ্ট করছে।

আরও দু'চারজন নতুন লোক এসে হ্যারি, রন আর হারমিওনকে ঘিরে বসলো। ওদের মধ্যে কেউ কেউ খুব উত্তেজিত, কিছু কৌতূহলী, লুনা লাভগুড ওদের মাঝে দার্শনিকের মতো ভাবে বিহ্বল হয়ে বসে রইলো। সকলে চেয়ার টেনে একত্র হয়ে বসার পর কথাবার্তাও থেমে গেলো। সকলের দৃষ্টি তখন হ্যারির ওপর।

– হ্যাঁ, তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন। হারমিওন বেশ জোরে জোরে উঁচু গলায় বললো, ওয়েল, হাই।

সকলে ওর দিকে তাকালেও ওদের মন কিন্তু হ্যারির দিকে।

হ্যাঁ তোমরা বোধহয় জানো আজ আমরা কেন এখানে মিলিত হয়েছি। হ্যারির একটা আইডিয়া আছে, মানে বলতে চাইছি (হ্যারি হারমিওনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো) ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের ব্যাপারে আমার একটা আইডিয়া আছে, সেটা যদি তোমরা ভাল করে বুঝে নাও, তাহলে ভাল হবে। তোমরা সবাই জানো প্রফেসর আমব্রিজ প্রকৃতপক্ষে আমাদের সঙ্গে খুব একটা ভাল ব্যবহার করছেন না,

রাবিশ বলতে পারো তাকে (হারমিওনের গলা খুব তীক্ষ্ম আর আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন হয়ে গেলো)। কারোও তার বিরুদ্ধে বলার সাহস নেই। উনি ডার্ক আর্ট প্রতিরোধের ব্যাপারে যা বলছেন তা আমরা সুবোধ বালক- বালিকার মতো মেনে চলেছি। (বাঃ বাঃ ঠিক বলেছো। অ্যানথনি গোল্ডস্টেইন হাত তালি দিলো। হারমিওন ওর দিকে তাকালো) আমার মানে, আমাদের বিশ্বাস যদি প্রতিরোধের ব্যাপারটা নিজেদের হাতে তুলে নিই তাহলে কেমন হয়।

সামান্য থেমে ও পাশে বসা হ্যারির দিকে আড়চোখে তাকালো। তারপর বললো, তাই আমাদের বই পড়ে নয় কাজ করে শিখতে হবে। থিয়োরী আর প্র্যাকটিক্যাল অনেক তফাৎ। আসল হলো স্পেলে যাতে কাজ হয় সেজন্য সেটা প্রয়োগ করতে হবে।

– তুমি তাহলে তোমার ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যথাযথ মন্ত্র আউল এক করতে চাইছে। ঠিক বলেছি? মাইকেল করনর হারমিওনকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে প্রশ্ন করলো।

– হারমিওন ক্ষণিক নীরব থেকে বললো, অবশ্যই করছি, কিন্তু মুখে বললে হবে না তার জন্য ঠিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কারণ... হারমিওন খুব বড় দেখে একটা শ্বাস নিয়ে বসতে বসতে বললো। তোমরা কী জানো লর্ড ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছেন?

কথাটা বলার সঙ্গে সকলের প্রতিক্রিয়া যে কি তা বলে বোঝানো যাবে না। চো'র বান্ধবী আঁৎকে উঠে গুম মেরে গেলো অজানা ভয়ে। ওর হাত থেকে বাটার বিয়র ছিটকে পড়লো, অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে কেঁপে উঠলো। পদ্মা পাতিল এমনভাবে কাঁপতে লাগলো যেনো মাটিতে পড়ে যাবে। নেভিল ভয় কাটাবার জন্য কাশতে লাগলো। বাকি সকলে হ্যারির দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

– ওয়েল, এটাই আমাদের পরিকল্পনা, হারমিওন বললো, তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে চাও তাহলে কেমনভাবে, কোন পথে চলব তা মিলেমিশে কথাবার্তা বলে ঠিক করতে হবে।

হাফলপাফের ব্লন্ড খেলোয়াড় বললো, ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে তার প্রমাণ কোথায়? ওর কথায় মারমুখী ছাপ!

– ডাম্বলডোর বিশ্বাস করেন, হারমিওন বললো।

– হ্যারি, ডাম্বলডোর ছাড়া তুমিও কী বিশ্বাস করো? হাফলপাফের ছেলেটি বললো।

হ্যারি বেশ কড়াস্বরে বললো, তুমি কে?

– জ্যাকেরিয়া স্মিথ ছেলেটি বললো, আমি মনে করি আমাদের এ সম্বন্ধে জানার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। কেমনভাবে জানলে ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে?

– শোনো, আজকের মিটিং-এ ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে কি আসেনি সেই সম্বন্ধে আলোচনা করতে আসা হয়নি। মিটিংয়ের আসল উদ্দেশ্য, হারমিওন বললো।

– হারমিওন, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যারি বললো। ছেলেটি হগসমিডে আসার আগে ব্যাপারটা ঠিক বোঝেনি।

ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে, কি আসেনি, তুমি সেই সম্বন্ধে জানতে চাইছো? আমি স্বচক্ষে তাকে দেখেছি। ডাম্বলডোরও স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী টিচারদের বলেছেন। তুমি যদি তার কথা বিশ্বাস না করো, তাহলে আমাকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। আমি কারও বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সুন্দর বিকেলটা নষ্ট করতে চাই না, হ্যারি বললো।

হ্যারির বলার সময় সমস্ত ছাত্রছাত্রী দম বন্ধ করে শুনলো। হ্যারির মনে হল সেই রোগা পটকা বারম্যানও ওর কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনলো। ও একই গেলাস বার বার নোংরা, ছেঁড়া, ময়লা কাপড় দিয়ে মুছতে লাগলো। মোছার সময় আরও যেন বেশি নোংরা করে দিলো গ্লাসগুলো।

জ্যাকেরিয়া বললো, গত বছর গ্রেট হলে প্রফেসর ডাম্বলডোর ডিগরির ইউ-নো- হুর দ্বারা মৃত্যু, তারপর ওর মৃতদেহ নিয়ে তোমার হোগার্টসে ফেরা ইত্যাদি সম্বন্ধে খোলাখুলি আমাদের কিছু বলেননি। আমরা তোমার মুখ থেকে আসল ব্যাপারটা জানতে চাই।

– কেমন করে ডিগরি নিহত হয়েছিল তোমরা যদি সে সম্বন্ধে জানতে এসে থাকো, আর ভোল্ডেমর্ট কতটা ইনভলভড ছিলো, তাহলে আমি তোমাদের আশাহত করছি, হ্যারি বললো। ও কথাগুলো জ্যাকেরিয়ার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে গেলো। ইদানীং ও শান্ত থাকতে পারে না। জ্যাকেরিয়া ওকে যেন উসকে দিলো আরও শক্ত কথা বলার জন্য।

হ্যারি শুধু জ্যাকেরিয়া স্মিথের দিকে তাকিয়ে রইলো, ভুলেও চো'র দিকে তাকালো না। আমি এখানে সেড্রিক ডিগরি সম্বন্ধে কিছু বলতে আসিনি।

হ্যারি ভেবেছিল ওর সাফ কথা শোনার পর জ্যাকেরিয়া একলা নয়, আরও অনেকে পাব থেকে চলে যাবে, কিন্তু দেখলো কেউ চেয়ার ছেড়ে না উঠে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

– অতএব, হারমিওন গলার স্বর উঁচু করে সোজা তাকিয়ে বললো, আমি বলেছিলাম তোমরা যদি কেতাবী ঢং ছেড়ে সত্যি করে ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে লড়তে চাও তাহলে– এখন, এখানেই বসে ঠিক করে নাও কবে, কোথায়, কতোবার আমরা সেই সম্বন্ধে বিষদ আলোচনা করতে একত্রিত হবো।

বড় বড় চুলওয়ালা মেয়েটি হ্যারির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো, ওহ

তাহলে তো তুমি প্যাট্রোনাস প্রয়োগ করতে পারো? ওর কথা শুনে অনেকেই নিজেদের মধ্যে গুণগুণ করে উঠলো। হ্যারি সামান্য আত্মরক্ষার সুরে বললো, অবশ্যই পারি।

– একটি কর্পোরিয়েল (বাস্তব বা ভৌতিক) প্যাট্রোনাস? কথাটা হ্যারির স্মৃতির মধ্যে কিছু নাড়াচাড়া করে উঠলো।

– তুমি কি ম্যাডাম বোনসের নাম শুনেছো? হ্যারি প্রশ্ন করলো। বললো, বিলি আমার আন্টি। মেয়েটি হাসলো। আমার নাম সুসান বোনস। বিলি আমাকে তোমার কথা বলেছেন। তুমি যা বলছো সত্যি? তুমি হরিণের মাথাযুক্ত প্যাট্রোনাস ব্যবহার করেছো?

– হ্যাঁ, হ্যারি জোর দিয়ে বললো।

– ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করে দিন, লী বললো। ওর দৃষ্টির মধ্যে দিনারুন এক প্রভাবের ছাপ। আমি আগে জানতাম না।

ফ্রেড, হ্যারির দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, মা ওকে প্রচার করতে মানা করেছেন। বলেছেন– এমনিতেই তো তোমাকে সকলেই চেনে, জানে।

– মোটেই ভুল বলেননি, হ্যারি হকচকিয়ে বললো।

ওর কথা শুনে দু'চারজন হো হো করে হেসে উঠলো। সর্বাঙ্গ আবৃত উইচটি একটু নড়েচড়ে বসলো।

– তুমি কী ডাম্বলডোরের অফিসে তার তরোয়াল নিয়ে ব্যাসিলিস্ককে হত্যা করেছো (পুরানোক্ত সরিসৃপ বিশেষ– এদের চাহনি, নিশ্বাসে যেকোনও প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে)? টেরি বুট জানতে চাইলো, ওর ঘরে গতবার যখন গিয়েছিলাম তখন সেখানের এক পোর্ট্রেট আমাকে বলেছিলো।

– হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, হ্যারি বললো।

জাস্টিন ফিনচ– শিষ দিলো, ক্রিভী ভ্রাতৃদ্বয় নিজেদের মধ্যে সন্ত্রস্ত হয়ে তাকালো! ল্যাভেন্ডার ব্রাউন উঃ করে উঠলো।

হ্যারি ভেতরে ভেতরে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সকলের দিকে ঘুরে ফিরে তাকাতে লাগলো। কিন্তু চো'র দিকে একবারও তাকালো না।

– নেভিল বললো, তুমি যখন প্রথমবর্ষের ছাত্র ছিলে, তখন তুমি ফিলোসফ-ার স্টোন (পরশপাথর) রক্ষা করেছিলে।

হারমিওন চাপাস্বরে বললো, ফিলোসফার।

– হ্যাঁ এবং সেটা ইউ- নো- হুর কাছ থেকে, নেভিল কথাটা শেষ করলো। হান্না অ্যাবটের চোখ গ্যালিওনসের মতো গোল গোল হয়ে গেলো। চোও বললো, ওগুলোতো আছেই. তোমরা তো জানো গত বছরে ও ট্রি-উইজার্ড টুর্নামেন্টে ড্রাগনদের শুধু পরাজিত করেনি মার পিপলদের হাত থেকে ও দু' একজনকে

বাঁচিয়েছিলো।

সকলেই খুব গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে হারমিওনের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালো। হ্যারি গম্ভীর হয়ে রইলো। ও কাউকে মনের কথা জানতে দিতে চায় না। চো ওকে বাহবা দিয়েছে শুধু কথায় নয় ওর হাবভাবে।

হ্যারি সকলের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো অযথা সময় নষ্ট না করে আসল কাজে আসা যাক।

ও ধীরে ধীরে বললো– ড্রাগনের সঙ্গে যুদ্ধ, লেকের তলদেশ থেকে মারপিপলদের সঙ্গে লড়াই করে বন্দি উদ্ধার, পরশ পাথর উদ্ধার, ব্যাসিলিস্ক হত্যা, ডিগরির মৃতদেহ ফেরত নিয়ে আসা সম্বন্ধে বন্ধুদের তারিফ শুনতে আমি আসিনি ও তোমাদের এখানে ডাকিনি। আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় দুটি প্রশ্ন, ইউ-নো-হুর ফিরে আসা ও তার ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শিক্ষা। আমব্রিজের কেতাবী শিক্ষাতে ইউ-নো-হু'কে প্রতিহত করা যাবে না। তোমাদের এখন কি করতে হবে, হারমিওনের কাছ থেকে তা তোমরা শুনেছো নিশ্চয়ই শুনেছ।

হারমিওন বললো, প্রশ্নটা হচ্ছে– আমরা কি হ্যারির কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছি?

সকলেই মোটামুটি সম্মতি জানালো।

হারমিওন খুশি হয়ে বললো, চমৎকার। ওর মুখ দেখে মনে হলো মাথা থেকে বিরাট এক বোঝা নেমে গেছে। বেশ তাহলে পরের প্রশ্ন হচ্ছে, সপ্তাহে বা মাসে ক'বার আমরা মিলিত হবো শিক্ষার জন্য? আমার মনে হয় সপ্তাহে একদিন হলে ভাল হয়।

অ্যাঞ্জেলিনা বললো, চুলোয় যাক। আমার কিডিচ প্র্যাকটিসের দিনে যেন ক্লাশ না হয়।

চো বললো– না হবে না। সবদিক দেখে সপ্তাহের দিনটি ঠিক করতে হবে।

জ্যাকেরিয়া স্মিথ একই কথা বললো।

হারমিওন বললো– তা তো নিশ্চয়ই। সপ্তাহের একটা সন্ধেবেলা ঠিক করতে হবে যাতে কারও অসুবিধে না হয়। ও একটু যেন অধৈর্য হয়ে গেছে, কিন্তু তাহলেও জানবে লেসনটা খুবই প্রয়োজনীয়। ভোল্ডেমর্টের ডেথইটারদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং (একরকম ডার্কমার্ক করা ডিমেন্টরস যারা মানুষদের ওপোর ঝাপিয়ে পড়ে মেরে ফেলে)... প্রতিরোধ করার শিক্ষা।

বাহ চমৎকার বলেছো! এরনি ম্যাকমিলন বললো। (হ্যারি আশা করেছিল অনেক আগে কিছু বলবে) ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ভোল্ডেমর্টের ডেথইটারস আর ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে একটা খুবই প্রয়োজনীয় আউল এবছর শুরু হলেও এটা খুবই দরকারি।

কথাটা বলে ও সকলের দিকে তাকালো। ভেবেছিল সকলে একবাক্যে বলবে অবশ্যই না। যখন কেউ কিছু বললো না, ও কিন্তু বলে চললো, আমি ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে পারছি না মিনিস্ট্রি কেন আমাদের উপর একজন অপদার্থ শিক্ষক চাপিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে এই ক্রিটিক্যাল সময়ে। অবশ্যই ওরা মনে করছে না ইউ-নো-হুর প্রত্যাবর্তন! এমন একজন শিক্ষক মিনিস্ট্রি পাঠিয়েছে সে জোরদারভাবে আমাদের প্রতিরোধের স্পেল ব্যবহার করার বাধা দিচ্ছে।

হারমিওন বললো, আমরা মনে করি এবং তার কারণও জানি, আমব্রিজ কেন চান না আমরা ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যথাযথ শিক্ষা পাই। ডাম্বলডোর ছাত্রদের প্রাইভেট আর্মি রূপে গড়ে তুলতে চান কথাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আমব্রিজ মনে করেন আমরা মিনিস্ট্রির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ডাম্বলডোরের প্ররোচনায় একাট্টা হয়েছি।

বলতে গেলে উপস্থিত সবাই কথাটা শুনে চমকে উঠলো। একমাত্র লুনা লাভগুড বললো, হ্যাঁ, কথাটা সত্যি, শুনেছি কর্নেলিয়স ফাজের নিজস্ব প্রাইভেট আর্মি আছে। (ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনী)

হ্যারি একরকম লাফিয়ে উঠে বললো, কী বললে? এ ধরনের খবর এই প্রথম লুনা লাভ গুড সবার সামনে দিলো।

– হ্যাঁ আছে, হ্যালিওপ্যাদের নিয়ে গঠিত আর্মি, লুনা গম্ভীরভাবে বললো।

হারমিওন বাধা দিয়ে বললো– না, নেই।

– হ্যাঁ, আছে, লুনা আবার জোর দিয়ে বললো।

– হ্যালিওপ্যাথস কী? নেভিল ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে বললো।

ওরা আগুনের ভূত, লুনা বললো। বলার সময় লুনার অস্বাভাবিক বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে গেলো। ওদের দেখলেই পাগল মনে হয়। লম্বা লম্বা আগুনের শিখার মত সব আজ্ঞাবাহী প্রাণী লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়, সামনে যাদের পায় তাদের পুড়িয়ে মারে।

হারমিওন তীক্ষ্মভাবে বললো, নেভিল শোন, আমি বলছি ওদের কোনও অস্তিত্ব নেই।

– হ্যাঁ আছে, আমি বলছি আছে। লুনা রেগে মেগে বললো।

– আমি দুঃখিত, কিন্তু আছে তার প্রমাণ কী? হারমিওন এবার শক্ত সুরে বললো।

– হাজার হাজার মানুষ নিজের চোখে দেখেছে। তুমি অতি সঙ্কীর্ণমনা, নাকের সামনে না ধরলে কোনও কিছুই বিশ্বাস করতে চাও না।

হেম হেম (একরকম ধ্বনি), জিনি বললো, মাঝে মাঝে ও আমব্রিজের এমন নকল করে যে যারা দেখে, তারা না হেসে থাকতে পারে না! এখনও কিন্তু আমরা

লেসন সম্বন্ধে মানে কবে কখন সমবেত হবো ঠিক করিনি।

হারমিওন কথাটা শুনে বললো– হ্যাঁ এখনও ঠিক হয়নি জিনি।

লী জোর্ডন বললো, সপ্তাহে একদিন হলে ভাল হয়।

অ্যাঞ্জেলিনা বললো, কিডিচের কথা মনে রাখতে হবে।

হারমিওন বললো, তোমার কিডিচ খেলার কথা আমাদের মনে আছে। আমরা আবার কবে কোথায় মিট করছি এখনই সেটা ঠিক করতে হবে।

খুবই শক্ত ব্যাপার। তাই সকলেই চুপ করে রইলো।

কেটি বেল বললো, স্কুল লাইব্রেরিতে মিট করলে কেমন হয়?

হ্যারি বললো, ম্যাডাম পিনস হয়তো আমাদের লাইব্রেরিতে বসে জিঙ্কস করা পছন্দ করবেন না।

ডিন বললো, ক্লাশ রুম খালি থাকলে?

রন জোরে জোরে বলে উঠলো, বাহ বেশ বলেছো। ম্যাকগোনাগল হয়তো রাজি হবেন। ট্রি-উইজার্ডসের সময় হ্যারিকে এলাউ করেছিলেন।

কিন্তু হ্যারি খুব ভাল করেই জানে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কিছুতেই রাজি হবেন না। হোমওয়ার্ক, পড়াশুনো ইত্যাদি করার কথা আলাদা। কিন্তু আমব্রিজের বিরুদ্ধে কিছু করা!

হারমিওন ওর ব্যাগ থেকে পার্চমেন্ট আর কুইল বার করে বললো– এই মিটিং-এ যারা উপস্থিত হয়েছো তারা তাদের নাম লেখো আর পাশে দস্তখত করে দাও। ভেবে- চিন্তে দ্যাখা যাবে কবে, কোথায় পরবর্তী মিটিং করা যাবে। ও একটা কথা কিন্তু তোমরা মনে রাখবে, এই মিটিংয়ের কথা কাউকে বলবে না, খুবই গোপনীয়। আমব্রিজ যেনো ঘুনাক্ষরেও জানতে না পারেন।

ফ্রেড খুব খুশি মনে নাম লিখে দস্তখত করলো। হ্যারি লক্ষ্য করলো অনেকেই নাম লিখে তার পাশে দস্তক্ষত করবে কি করবে না ভাবছে।

জ্যাকেরিয়া পার্চমেন্টটা ফ্রেডের হাত থেকে নিয়ে সই না করে বললো– পরের মিটিং কবে হবে এরনির কাছে জানতে পারবো।

ওদিকে হারমিওন লক্ষ্য করলো এরনিও নাম লিখতে চাইছে না। হারমিওন এরনির মুখের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালো।

এরনি বললো, আমি প্রিফেক্ট। আমাদের একটু সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। আমব্রিজ জানতে পারলে আমাদের ক্ষতি হতে পারে।

হ্যারি বললো, এরনি তুমি একটু আগে কি বলেছিলে বেমালুম ভুলে গেছো? এরনি আমতা আমতা করে বললো– ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

হারমিওন বললো, এরনি তুমি কী মনে করো এই লিস্টটা আমি জনে জনে দেখিয়ে বেড়াবো?

– না না তা কেন করবে। বেশ দাও সই করছি।

এরনি দস্তখত করার পর সকলেই সই করলো, নাম লিখলো। হ্যারি লক্ষ্য করলো চো তার বন্ধু হলেও কিছু যেন ভাবছে। চো শেষ পর্যন্ত নাম লিখে দস্তখত করলো।

সকলের নাম ও দস্তখত করা শেষ হলে হারমিওন সেই লিস্টটা ওর ব্যাগে সযত্নে রেখে দিলো।

ফ্রেড উঠে দাঁড়িয়ে বললো, সময় অনেক নষ্ট হলো– এবার যেতে হয়। চলো লী। ফ্রেড আর লী পাব ছেড়ে চলে গেলো।

সকলে এক এক করে চলে গেলে রন, হারমিওন, হ্যারি চলে এলো।

হ্যারির মন খুব হালকা হয়ে গেছে, বার বার চো'র হাসি মুখ মনে পড়ছে। চলে যাবার সময় হাত তুলে অভিনন্দন জানালো। হগসমিড গ্রামটিকে দেখতে দেখতে মনে হলো, সত্যি বড় সুন্দর।

সপ্তদশ অধ্যায়

এডুকেসনাল ডিক্রি নাম্বার টুয়েন্টি-ফোর

অন্যবার উইকএন্ডের রাতটুকু যেমন একঘেয়ে বিরক্তিকর মনে হতো, হ্যারির এবার তা মনে হলো না। রোববার ও আর রন ওদের হোমওয়ার্ক আবার নতুন করে দেখতে লাগলো। শরতকাল প্রায় শেষ হতে চলেছে। রোদের তেজ কমে আসছে একটু একটু করে। বাইরে বেরিয়ে যেটুকু উপভোগ করা যায়। কমনরুমে অলস হয়ে বসে না থেকে ওরা বই খাতা নিয়ে বাইরে গিয়ে লেকের ধারে বিরাট এক বিচ গাছের ছায়ায় বসে পড়াশুনা করতে লাগলো। হারমিওন কখনও কাজ ফেলে রাখে না। অনেক আগেই ওর হোমওয়ার্ক শেষ হয়েছে। উল ও কাটা এনে শান্ত আরামদায়ক পরিবেশে বসে বুনতে লাগলো ও। ওকে অনেক টুপি ও স্কার্ফ বানাতে হবে এলফদের জন্য।

হ্যারি জানে তারা আমব্রিজ ও মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধচারণ করছে। ও মনে মনে খুব আনন্দ আর গর্ববোধ করতে লাগলো– এখন ও বিদ্রোহীদের নেতা। ও মনে মনে ভাবে– শনিবার অনেকেই ওর কাছে আসবে। ও তাদের ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শেখাবে। যারা শিখবে তারা ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। চো বলেছে আসবে। ট্রি-উইজার্ড টুর্নামেন্টের মত ওকে প্রশংসা করবে, লোকেরা ওকে আর রহস্যময়, অপার্থিব, ভুতুড়ে মনে করবে না। সোমবার সকালে ও খুবই উৎফুল্ল হয়ে রইলো।

ও আর রন ডরমেটরি থেকে নিচে নামতে নামতে অ্যাঞ্জেলিনার আইডিয়া স্লথ গ্রিপ রোল সম্বন্ধে ভাবছিলো। নতুন একটা কাজের প্রস্তুতি। কথাটা হয়েছে রাতে কিডিচ খেলার মাঠে। ওরা রৌদ্রজ্জ্বল কমন রুমে গিয়ে দেখলো কয়েকটি ছেলে-মেয়ে একত্র হয়ে কিছু আলোচনা করছে, আরও দেখতে পেলো গ্রিফিন্ডর-এর বোর্ডে বিরাট একটা নোটিশ লাগানো রয়েছে। নোটিশের কাগজটা এত বড় যে

বাকি সব ছোট ছোট নোটিশ ঢেকে গেছে। নানা রকমের সব নোটিশ। নতুন নোটিশটা বড় বড় কালো অক্ষরে ছাপা। তার তলায় অফিসিয়াল সিল। সিলের মধ্যে একজনের বাঁকাচোরা দস্তখত।

হোগার্টসের উচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারীর আদেশ

এতদ্বারা সমস্ত ছাত্র সংগঠন, সমিতি, খেলোয়াড়ী দল, সংঘ এবং
ক্লাবগুলোকে এখন থেকে বাতিল করা হইল।

সেই সব সংগঠন, সমিতি, দল, সংঘ ও ক্লাবগুলো তিন বা ততোধিক
ছাত্রদের নিয়মিত সমাবেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হইতেছে।

নতুন করিয়া ওইগুলো গঠনের অনুমতি
উচ্চ তদন্তকারীর নিকট প্রাপ্ত হইতে পারে
(প্রফেসর আমব্রিজ)।

উচ্চ তদন্তকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ছাত্র সংগঠন, সমিতি, দল
অথবা ক্লাব গঠন করতে পারবে না।

কোন ছাত্র যদি কোন ছাত্র সংগঠন, সমিতি, দল অথবা ক্লাব উচ্চ
তদন্তকারীর বিনা অনুমতিতে গঠন করে তাহলে
তাহাকে স্কুল হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

এই আদেশ এডুকেশনল ডিক্রির চব্বিশ নাম্বর ধারা
অনুসারে বলবৎ করা হইল।

স্বাক্ষর ডলোরেস জেন আমব্রিজ, উচ্চ তদন্তকারী

হ্যারি ও রন, কিছু দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের মাথা ডিঙিয়ে নোটিশটা পড়লো।

একজন তার বন্ধুর কাছে জানতে চাইল– এর মানে কর্তৃপক্ষ কি গবস্টোন ক্লাব বন্ধ করে দিতে চাইছে?

– আমার তো ধারণা তোমাদের গবস্টোন যেমন আছে তেমনই থাকবে, রন ব্যঙ্গ করে বললো– আমাদের তো মনে হয় না আমরা ভাগ্যবান! তুমি কি মনে করো হ্যারি? দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা তাড়াতাড়ি চলে গেলো।

হ্যারি আবার নোটিশটা ভাল করে পড়লো। শনিবার থেকে মনের মধ্যে যে আনন্দ জমা হয়েছিলো তা মিলিয়ে গেলো। ভেতরটা ওর রাগে টগবগ করে ফুটতে লাগলো।

এটা মোটেই কাকতালীয় ব্যাপার নয়, ও মুষ্টিবদ্ধ করে বললো, ও নিশ্চয়ই জানে।

রন এক মুহূর্ত দেরি না করে বললো না ও জানে না। পাবে সেদিন অনেকে ছিলো। সকলকে তো আমরা চিনি না, জানি না। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো আমাদের কথা শুনে দৌড়ে আমব্রিজের কানে তুলেছে। ও ভেবেছে খবরটা দিলে বাহবা পাবে।

– জ্যাকেরিয়া স্মিথ? রন সঙ্গে সঙ্গে বললো, নিজের হাতে নিজে ঘুষি মেরে বললো আমার তো মাইকেল কর্নারকে সন্দেহ হয়। ও কেমন যেন সন্দেহভাজন চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল।

– কে জানে, হারমিওন নোটিশটা দেখেছে কি না, হ্যারি ডরমেটরির মেয়েদের দলের দিকে তাকাতে তাকাতে বললো।

– চলো, ওকে খবরটা দেওয়া যাক।

ওরা স্পাইরেল সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে লাগলো। ছ' নং সিঁড়ির পা-দানীতে পা ফেলতেই বিকট এক শব্দে সিঁড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠতেই রন সভয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকালো। আর একটু হলেই রন হ্যারির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতো।

হ্যারি রনকে টেনে ধরে হাসতে হাসতে বললো। দুটি মেয়ে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামছিলো।

মেয়েদের ডরমেটরিতে কারা যাচ্ছে রে, একজন বললো।

– আমি, রন বললো মেয়েটিকে। আশ্চর্য মেয়েরা আমাদের ডরমেটরিতে আসতে পারে, আর আমরা পারি না?

কথাটা রন হারমিওনকে বললো।

হারমিওন রনের কথা শুনে বললো, আইন, পুরনো দিনের আইন। অ্য হিস্ট্রি ইন হোগার্টসে লেখা আছে ছেলেরা মেয়েদের চাইতে কম বিশ্বাসযোগ্য। যাকগে বলো, আমার কাছে যাচ্ছিলে কেন।

ওকে নোটিশ বোর্ডের দিকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বললো, এটা পড়েছো?

আমব্রিজের নোটিশটা আদ্যপ্রান্ত পড়ার পর হারমিওনের চোখ দুটো লাল হয়ে গেলো। মুখের ভাবও বদলে গেলো।

রন রেগেমেগে বললো, আমাদের মধ্যে কেউ আমব্রিজের কানে খবরটা নিশ্চয়ই পৌঁছে দিয়েছে।

হারমিওন চাপাস্বরে বললো, আমাদের মধ্যে কেউ না।

– তুমি দারুণ সাদাসিধে, রন বললো, তুমি সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে সকলকেই তাই ভাবো।

– না আমাদের মধ্যে কেউ তা করেনি। আমি সই করানোর পার্চমেন্টে জিংকস লাগিয়ে দিয়েছিলাম, হারমিওন হতাশ হয়ে বললো।

কেউ দৌড়ে গিয়ে আমব্রিজকে খবরটা দিলে ধরে ফেলতে পারি। খবরটা

যদি কেউ দিয়ে থাকে তাহলে তার কপালে দুর্ভোগ আছে। সে বা তাদের পরে অনুতাপ করতে হবে, হারমিওন বললো।

রন কৌতূহলী হয়ে বললো, কী হবে তাদের?

– হারমিওন বললো, মুখে তাদের আঁচিলে ভর্তি হয়ে যাবে। নাও চলো ব্রেকফাস্ট খেয়ে নেওয়া যাক। দেখি অন্যসব ছেলেমেয়েদের প্রতিক্রিয়া কি। গ্রিফিন্ডার ছাড়া বাকি সব হাউজের নোটিশ বোর্ডে নিশ্চয়ই লাগিয়ে দিয়েছে?

গ্রেট হলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওরা জানতে পারলো সেই নোটিশ বা আদেশ একমাত্র গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে নয় সব হাউজের টাওয়ারে দেওয়া হয়েছে। হ্যারি, রন আর হারমিওনকে হলে ঢুকতে দেখে নেভিল, ডিন, ফ্রেড, জর্জ আর জিনি সমস্বরে প্রশ্ন করলো, ওদের জেকে ধরলো।

– এই তোমরা নোটিশ বোর্ড দেখেছো?

– তোমরা ধরতে পেরেছো কার কাণ্ড?

– এখন আমরা কি করবো?

ওদের প্রশ্ন হ্যারিকে। হ্যারি এধার-ওধার তাকিয়ে দেখে নিলো কাছে পিঠে কোনও টিচার আছেন কি না।

ও শান্তস্বরে বললো, একটা কিছু করতে হবে বৈকি।

হ্যারির পিঠে চাপড় মেরে জর্জ বললো, জানি তুমি এইরকম কথা বলবে।

-প্রিফেক্টদের সম্বন্ধেও একই কথা? ফ্রেড, রন আর হারমিওনের মুখের দিকে তাকালো। হারমিওন সাধারণভাবেই বললো, অবশ্যই।

গ্রেট হল ছেড়ে হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক ক্লাশে যাবার আগে শনিবার হগসমিডে যারা যারা এসেছিলো, দস্তখত করেছিলো তাদের কাছ থেকে তেমন সাড়া বা প্রতিরোধের ছাপ দেখতে পেলো না। এমনকি চো'কেও না। ও নির্বিকার চিত্তে গল্প করছে হ্যারি দেখলো। ওরা কী তাহলে আমব্রিজের অর্ডার পড়ে ভয় পেয়ে গেছে?

অ্যাঞ্জেলিনাকে আসতে দেখলো। ওর চোখ মুখ শুকনো।

– হ্যারি, রন, শোনো! আমাদের কিডিচ ক্লাব তাহলে বন্ধ হয়ে যাবে? আমাদেরও কী নতুন করে অনুমতি নিতে হবে? অ্যাঞ্জেলিনা দুঃখভরা কণ্ঠে বললো।

– কী বললে? হ্যারি উত্তপ্ত স্বরে বললো। রন বললো, তাইতো মনে হয়।

– শোনো, আমব্রিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। প্লিজ তুমি মাথা গরম করবে না। ঝগড়াঝাঁটি করলে আমাদের কিডিচ ক্লাব উঠে যাবে। আর খেলতে পারবো না।

অ্যাঞ্জেলিনার কাঁদ কাঁদ দুচোখের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বললো, ঠিক আছে. ঠিক আছে চিন্তা করবে না। আমি চুপ করে থাকব।

রন প্রফেসর বিনসের ক্লাশের দিকে যেতে যেতে বললো– আমি বাজি ধরতে

পারি আমব্রিজ হিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের ক্লাশে বসে আছেন। বিন্সের ক্লাশ উনি এখনও ইনসপেক্ট করেননি।

কিন্তু রন ভুল করেছে। ঘরে ঢুকে দেখলো প্রফেসর বিনস একাই বসে রয়েছেন, আমব্রিজ নেই। বসে বসে বিনস একঘেয়ে জায়েন্ট ওয়ার পড়ছেন।

হ্যারি ক্লাশে ঢুকে চুপ করে বসে রইলো। কানেই যাচ্ছে না বিনস কি বলে চলেছেন। হারমিওনের কুনুইয়ের গোঁত্তা খেয়েও হ্যারি আপন মনে পার্চমেন্টটা দেখে চলেছে। হঠাৎ হারমিওন বেশ জোরে গোঁত্তা দিলো।

– কী হয়েছে? হ্যারি রেগে মেগে বললো।

– জানালার দিকে তাকাও।

হ্যারি জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলো হেডউইগ জানালার কোলে বসে রয়েছে। ওর এক পায়ে একটা চিঠি বাঁধা। হ্যারি সামান্য রেগে গেলো। ক্লাশ রুমে চিঠিটা না দিলে চলতো না? সকালে তো ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলো সেখানে দিতে পারতো! ওর ক্লাশের বন্ধুরা হেডউইগের দিকে আঙ্গুল দেখাতে লাগলো।

হ্যারি শুনতে পেলো, ল্যাভেন্ডর বললো, উঃ ভীষণ সুন্দর প্যাঁচাটা, ওকে আমার খুব ভাল লাগে।

হ্যারি প্রফেসর বিনসের দিকে তাকালো। প্রফেসর বিনস একনাগাড়ে নোটস পড়ে যাচ্ছেন। এমন তন্ময় হয়ে পড়ছেন যে ক্লাশের ছেলে- মেয়েরা যে তার নোট পড়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না, সেদিকে তার হুঁস নেই।

হ্যারি নিঃশব্দে ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে মাথা নিচু করে (যাতে প্রফেসর বিনসের চোখে না পড়ে) জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর জানালার পাল্লাটা ধীরে ধীরে খুলে হেডউইগের দিকে তাকালো। ও আশা করেছিলো হেডউইগ যেমন চিঠি বাধা পাটা তুলে দেয় তেমনি দেবে, তারপর চিঠিটা নেবার পর আউলারিতে উড়ে যাবে। কিন্তু জানালাটার পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হেডউইগ খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ঢুকে ব্যথা পেয়েছি এমনিভাবে ডেকে উঠলো। হ্যারি আড়চোখে প্র. বিনসকে দেখলো। হেডউইগের কাতর স্বর যদি শুনতে পেয়ে থাকেন তাহলেই সর্বনাশ! ও ভয়ে ভয়ে হেডউইগকে কাঁধে চাপিয়ে যেমনিভাবে জানালার ধারে মাথা নামিয়ে কুঁজো হয়ে এসেছিলো তেমনিভাবে সিটে গিয়ে বসলো। তারপর কাঁধ থেকে হেডউইগকে কোলে নামিয়ে রেখে পা থেকে চিঠিটা খুলে নিলো।

চিঠি নেবার সময় ওর চোখে পড়লো হেডউইগের গায়ের পালকগুলো এলোমেলো, কেউ যেন টানা হ্যাঁচড়া করেছে। শুধু তাই নয় ওর একটা ডানা মুচড়ে দিয়েছে।

– ওকে কেউ মেরেছে, হ্যারি চাপা গলায় রন আর হারমিওনকে বললো। হারমিওন, হ্যারির কথা শুনে ওর যে ডানাটা নাড়াতে পারছিলো না সেটায় হাত

ছোঁয়াতেই ও সামান্য লাফিয়ে উঠলো। ডানা থেকে গাদাগাদা পালক খষে পড়লো। ও হ্যারির দিকে রাগ রাগ চোখে তাকালো।

– প্রফেসর বিনস, হ্যারি খুব উঁচু গলায় বললো, ক্লাশের সব ছেলেমেয়েরা ওর দিকে তাকালো, আমার শরীর খারাপ লাগছে।

প্রফেসর বিনস তার নোটের খাতার ওপোর থেকে মুখ তুলে হ্যারির দিকে তাকালেন– একটু যেন আশ্চর্য হয়েছেন! ক্লাশরুম ভর্তি ছাত্র-ছাত্রী দেখে স্বাভাবিকভাবে বললেন, শরীর ভাল নেই? প্রফেসর বিনস হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন।

– না স্যার, হ্যারি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো। হেডউইগকে প্রফেসর যেন দেখতে না পান, তাই হাত ঘুরিয়ে পিছনে রাখলো।

– স্যার, আমার মনে হয় আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।

– কি বললে, হাসপাতালে যেতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাড়াতাড়ি যাও, প্রফেসর বিনস হকচকিয়ে বললেন।

ও হেডউইগকে কাঁধে চাপিয়ে ক্লাশের করিডোর দিয়ে দ্রুত চললো। হেডউইগকে এমনভাবে সঙ্গে নিয়ে চললো যাতে অধ্যাপক বিনসের চোখে না পড়ে। হেডউইগের চিকিৎসার জন্য প্রথমে ও হ্যাগ্রিডের কাছে যেতে পারতো, কিন্তু হ্যাগ্রিড কোথায় আছেন, কি করছেন কিছুই জানেন না। তারপরই অবশ্য রয়েছেন প্রফেসর গ্রাবলী প্ল্যাঙ্ক। আশা করা যায় উনি হেডউইগকে ঠিক করে দেবেন।

প্রফেসর প্ল্যাঙ্কের কটেজের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পেলো না হ্যারি। খুব সম্ভব উনি ক্লাশ নিচ্ছেন। এদিকে হেডউইগের ব্যাথা সম্ভবত বেড়ে চলেছে তাই মাঝে মাঝে করুণভাবে ডেকে চলেছে। ক্লাশে না থাকলে নিশ্চয়ই প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক স্টাফরুমে আছেন। কাঁধে বসে থাকা হেডউইগের কান্নার বিরাম নেই।

স্টাফ রুমের সামনে দাঁড়াতে দুটো পাথরের গারগয়েলে (বৃষ্টির জল পড়ার নল) রাখা মূর্তির একজন বললো, এখানে কেন? এখন তো তোমার ক্লাশে থাকার কথা, তাই না?

হ্যারি সংক্ষেপে দৃঢ়স্বরে বললো– খুব দরকার আছে।

– আর্জেন্ট? সত্যি নাকি?

অন্য গারগয়েল খুব উঁচু গলায় বললো– ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে এসেছ?

হ্যারির ওদের কথা শোনার সময় নেই। বন্ধ ঘরের দরজা নক করলো। দরজা খুলতেই দেখলো ওর সামনে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল।

– তোমার তো আরেকটি কয়েদ বাকি আছে। ম্যাকগোনাগল ওকে দেখা মাত্র বলে উঠলেন। আলোতে ওর চশমার মোটা কাঁচ দুটো ঝলসে উঠলো।

– না প্রফেসর, হ্যারি একটুও সময় নষ্ট না করে বললো।

– তা ভালই। জানতে পারি ক্লাশে তুমি নেই কেন?

দ্বিতীয় গারগয়েল বললো– বলছে খুব নাকি জরুরি ।

– আমি প্রফেসর প্ল্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। প্যাঁচাকে দেখিয়ে বললো, খুব আঘাত পেয়েছে।

– কি বললে আঘাতপ্রাপ্ত প্যাঁচা?

ঠিক সেই সময় প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক ম্যাকগোনাগলের পেছনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে পাইপ। হাতে এক কপি ডেইলি প্রফেট।

হ্যারি হেডউইগকে দেখিয়ে বললো– হ্যাঁ। ও চিঠির কাজ শেষ করার পর আমার কাছে এসেছে। দেখুন স্যার ওর একটা ডানার অবস্থা।

প্রফেসর গ্রাবলি প্ল্যাঙ্ক দাঁত দিয়ে মুখের পাইপটা শক্ত করে চেপে হেডউইগকে হ্যারির কাধ থেকে নেবার সময় প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তাকিয়ে রইলেন।

মুখের পাইপটা সামান্য নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন– মনে হয় একে কেউ আক্রমণ করেছিলো। থ্রেস্টালরা প্যাঁচাদের দেখলেই আক্রমণ করে কিন্তু হ্যাগ্রিড তো হোগার্টসের থ্রেস্টালদের ঠিক ঠিক শিক্ষা দিয়েছেন, ওরা তো এখানে তা করবে না।

হ্যারির থ্রেস্টালদের সম্বন্ধে কোনও মাথা ব্যথা নেই। ও জানতে এসেছে হেডউইগ ঠিক হবে কি না। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে হ্যারিকে দেখে বললেন– বলতে পারো পটার কতোটা পথ এই প্যাঁচাটা অতিক্রম করেছে?

– আমার মনে হয় লন্ডন থেকে।

ম্যাকগোনাগলের দুটো ভুরু সরল রেখাতে পরিণত হলো। বুঝতে পেরেছেন লন্ডন মানে বার নম্বর গ্রিমল্ড প্রেস!

প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক তার রোবের পকেট থেকে একটা মোনাকল বার করে চোখে ঠুসে হেডউইগের ডানা পরীক্ষা করলেন। তারপর হ্যারিকে বললেন। ঠিক আছে আমার কাছে রেখে যাও পটার। তোমার প্যাঁচা কিছুদিন যেন দূর রাস্তা পাড়ি না দেয়। হ্যারি বললো, ধন্যবাদ প্রফেসর। ঠিক সেই সময় ব্রেকের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক হেডউইগকে দেখে বললেন– কোনও অসুবিধে নেই।

– এক মিনিট উইলহেলমিনা! প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন– ওর পায়ে তখনও বাধা রয়েছে পটারের চিঠি!

হ্যারি হেডউইগকে নিয়ে এতো ব্যস্ত যে ওর পায়ে চিঠিটা খুলে নেওয়া হয়নি। হ্যারি বললো– ও হ্যাঁ স্যার।

প্রফেসর প্ল্যাঙ্ক হেডউইগের পা থেকে চিঠিটা খুলে হ্যারির হাতে দিয়ে

হেডউইগকে নিয়ে স্টাফ রুমে চলে গেলেন। হেডউইগ হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। হ্যারির নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছিলো, চলে যাচ্ছে ঠিক সেই সময় ম্যাকগোনাগল ওকে ডাকলেন, পটার!

– আমায় ডাকছেন প্রফেসর?

ম্যাকগোনাগল করিডোরের দু'প্রান্তে তাকালেন, দেখলেন দু'দিক থেকে দল বেঁধে ছাত্রছাত্রী আসছে যাচ্ছে।

ম্যাকগোনাগল খুব তাড়াতাড়ি ও শান্তভাবে বললেন, মনে রেখো পটার! (তার চোখ হাতের পাকানো পার্চমেন্টের ওপোর) হোগার্টসের খবরাখবর, আদান-প্রদানের চ্যানেল সবসময় ওয়াচ্ করা হয়, সেটা তুমি জানো?

– জানি, হ্যারি বললো। সমুদ্রের ঢেউ-এর মত ছেলেমেয়েরা হ্যারির দিকে আসছে দেখে ম্যাকগোনাগল স্টাফ রুমে চলে গেলেন, হ্যারি ওদের সঙ্গে কোর্ট ইয়ার্ডে চললো। যেতে যেতে দেখলো রন আর হারমিয়ন এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দূর্দান্ত ঠাণ্ডা হাওয়াতে ওদের ক্লোকের কলার উল্টে গেছে। হ্যারি পার্চমেন্টে লেখা চিঠিটা খুললো। ছোট চিঠি, সামান্য চার-পাঁচটি অক্ষরে লেখা।

'আজ, একই সময়, একই জায়গায়'

হারমিওন ওকে দেখতে পেয়ে একরকম ছুটে এসে বললো– হেডউইগ ভালো আছে তো?

– ওকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলে? রন জিজ্ঞেস করলো।

– প্রফেসর প্ল্যাঙ্কের কাছে, হ্যারি বললো, হ্যাঁ শোনো।

ম্যাকগোনাগল কি বলেছেন শোনার পর ওরা দু'জনেই একটুও শকড্ হলো না। পরস্পরের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

– কী ব্যাপার বলতো, হ্যারি ওদের দিকে তাকিয়ে বললো।

– আমরা হেডউইগকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কেউ ওকে এখানে আসার সময় ইন্টারসেপ্ট করেছিলো। এর আগে তো এতো আঘাত পায়নি।

রন হ্যারির হাতে চিঠিটা দেখে বললো, কে লিখেছে হ্যারি?

– স্নাফলস (সিরিয়স) লিখেছেন।

– একই সময়, একই জায়গায়। তার মানে সেই আগুনের মধ্যে বলার কী আছে, অবশ্যই কমনরুমে, হারমিওন বললো। ওর কথার মধ্যে অস্বস্তির ছাপ, ভাবছিলাম চিঠিটা অন্য কেউ পড়েনিতো।

হ্যারি ওদের আশ্বস্ত করার জন্য বললো, মনে তো হয় না। চিঠিটার মুখটা তো ভাল করেই সিল করা দেখছি, তাছাড়া চিঠিটা পড়ে কেউ মানে বুঝতে পারবে না।

হারমিওন স্কুল ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে বললো, তা ঠিক বলেছো; কিন্তু ম্যাজিকের দ্বারা সবই সম্ভব। ফুল নেটওয়ার্ক।

কিন্তু আমরা তো ওকে এখানে না আসার খবর পাঠাতে পারি না, ইন্টারসেপ্ট হবেই হবে। পরবর্তী ক্লাশের ঘণ্টা বাজতেই ওরা ক্লাশ রুমে চললো। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছতেই ড্র্যাকো ম্যালফয়ের গলা শুনতে পেলো। দেখল ও স্নেইপের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর হাতে একটা পার্চমেন্ট। মনে হলো, সরকারি সিল দেওয়া। ও যেন সকলকে শোনাবার জন্য কথাগুলো স্বাভাবিক গলার স্বরে বলছে না, অন্যদের শোনাতে চাইছে।

– আমব্রিজ স্লিদারিনদের কিডিচ খেলার সোজা অনুমতি দিয়েছেন, আমি আজ সকালে অনুমতি আনতে গিয়েছিলাম। খুব একটা শক্ত ব্যাপার বলে মনে হলো না। তাছাড়া ম্যাডামতো আমার বাবাকে খুব ভাল করেই চেনেন তা তোমরা জানো। উনিতো হামেশাই মিনিস্ট্রিতে যাচ্ছেন আসছেন। দেখা যাক গ্রিফিন্ডররা অনুমতি পায় কি না। রন আর হ্যারিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে হারমিওন ম্যালফয়কে সতর্ক করে দিলো– যেখানে আছ সেখানেই থাকো।

ম্যালফয় আরও একটু উচ্চ স্বরে বললো, প্রশ্নটা হচ্ছে, কাদের কতোটা মিনিস্ট্রি মহলে ইনফ্লুয়েন্স আছে। ওদের তো নেই তাই অনুমতি পাবার আশাও ফোক্কা! বাবা বলছিলেন– আর্থার উইসলিকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার এই এক অপূর্ব সুযোগ। আর পটারের ব্যাপার? বেশি কিছু নয়, শুধু সময়ের অপেক্ষা। ওকে সেন্ট মাংগোস পাঠানো হবে। যাদের মস্তিষ্ক ঘোলা, পাকিয়ে গেছে তাদের জন্য ওদের স্পেশাল বেড আছে।

কথাগুলো বলার সময় ম্যালফয় মুখটা অদ্ভুতভাবে বিকৃত করলো। ওর হাঁটা বড় হয়ে গেলো, চোখ দুটো গোল্লা গোল্লা হয়ে বন বন করে ঘুরতে লাগলো। কথাগুলো বলার সময় ক্র্যাবে আর গোয়েল হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলো ম্যালফয়ের রসিকতায়। প্যান্সি পার্কিনসন হাসতে হাসতে মাটিতে প্রায় গড়িয়ে পড়লো।

হঠাৎ কেউ যেন হ্যারির কাঁধে হাত রাখলো। হ্যারি পিছন ফিরে দেখলো নেভিল। নেভিল যে ম্যালফয়কে মারতে চলেছে ওর মুখ দেখেই হ্যারি বুঝতে পারলো। ওর বোরটা টেনে ধরে হ্যারি বললো, না, নেভিল না।

নেভিল হ্যারির হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য হাতে টান মারলো কিন্তু হ্যারির হাত ছেড়ে ম্যালফয়ের দিকে যেতে পারলো না।

– রন, তুমিও নেভিলকে আমার সঙ্গে ধরে রাখো। ওরা ওকে টানতে টানতে একদিকে নিয়ে গেলো। গোয়েল আর ক্রাবে তখন মারামারি করার জন্য প্রস্তুত।

নেভিল চিৎকার করে বললো, আমাকে ছাড়া আলতু-ফালতু কথা বলার জন্য ওদের উচিত শিক্ষা দেবো। মাংগোস দেখাচ্ছ! কে কাকে মাংগোস পাঠায় দেখছি।

নেভিলকে নিরস্ত করার পর নেভিল ওখান থেকে চলে গেলো।

ডানজিওনের দরজা খুলে স্নেইপ ওদের দেখে বললেন– পটার, উইসলি,

লংবটম তোমরা মারামারি করছো? দশ নম্বর তোমাদের কাটা গেলো। লংবটমকে ছেড়ে দাও পটার না ছাড়লে তোমাদের তিনজনকেই ডিটেনসন।

হ্যারি জানে নেভিলকে একবার সেন্ট মাংগোসে পাঠানো হয়েছিল। সেই পাঠানোর খবরটা হ্যারি জানে। জানলেও ও কাউকে বলবে না তা ডাম্বলডোরের কাছে শপথ করেছিলো। নেভিলও জানে না হ্যারি সব জানে।

হ্যারি– রন– হারমিওন ক্লাশ রুমে ওদের জায়গায় বসলো। ঘরের একেবারে শেষ দিকে বসার পর পার্চমেন্ট, কুইল আর ফাংগি বার করলো। ক্লাশের সকলেই নেভিলের মারামারি করতে যাওয়ার গাল-গল্প ফিস্‌ফাস্‌ করে বলাবলি করছিলো। স্নেইপ (ডানজিওন) ওর অন্ধকার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতেই সবাই চুপ করে গোলো।

হ্যারি দেখলো ঘরের এক কোণে প্রফেসর আমব্রিজ বসে আছে, তার দুই হাঁটুর ওপোর ক্লিপবোর্ড! প্রফেসর আমব্রিজ বসে রয়েছেন কথাটা জানানোর জন্য হ্যারি, রন আর হারমিওনকে খুব চাপা গলায় বললো। হ্যারি জানে, স্নেইপ আর আমব্রিজের সম্পর্ক আদা- কাঁচকলা, দুজনেই দু'জনকে দেখতে পারেন না।

– আজ আমি তোমাদের স্ট্রেংথেনিং সলিউসন সম্বন্ধে বলবো। মনে হয় লাস্ট লেসনে যে অবস্থায় সলিউসনটা বানিয়ে রেখেছিলে সাত দিন পর সেটা শুকিয়ে গেছে, অবশ্য যদি তোমরা ঠিক মত বানিয়ে থাকো। কথাটা বলে স্নেইপ বোর্ডের ওপোর ম্যাজিক ওয়ান্ডটা ঘোরালেন এবং বললেন, শুরু করো।

প্রফেসর প্রায় আধ ঘন্টা তার নোটের খাতায় নোট করতে লাগলেন।

হারমিওন হ্যারিকে ভুল ইনগ্রেডিয়েন্ট মেশাতে দেখে বললো, না প্রমিগ্রানেট জুস মেশাবে না। এতো কেয়ারলেস কেন তুমি? স্যালামেন্ডর ব্লাড মেশাও।

– ঠিক আছে, হ্যারি বোতলটা রেখে দিয়ে বললো। ও এক দৃষ্টে এককোণে বসে থাকা আমব্রিজকে দেখতে লাগলো। আমব্রিজ ঠিক সেই সময় দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, আমব্রিজ বললেন। তারপর স্নেইপের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্নেইপ তখন মুখ নামিয়ে ডিন থমাসের কলড্রনের ভেতরটা দেখছেন।

– সুন্দর, খুব ভাল। তোমরা সবাই দেখছি বেশ এগিয়ে আছ, আমব্রিজ বললেন। আমার মনে হয়, তোমাদের স্ট্রেংথেনিং পলিউসন'র জন্য পোসান বানাতে হবে? আমার মনে হয় মিনিস্ট্রি এই ব্যাপারটা সিলেবাসে রাখতে পছন্দ করবে না। উঠিয়ে দেবে।

স্নেইপ ধীরে সুস্থে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমব্রিজের মুখের দিকে তাকালেন।

– হ্যাঁ বলুন, হোগার্টসে কত বছর শিক্ষকের কাজ করছেন? হাতের কুইল তখন ক্লিপবোর্ডের কাগজে লেখার জন্য প্রস্তুত।

– চৌদ্দ বছর হবে, স্নেইপ জবাব দিলেন। ওনার মুখের অবস্থা খুব একটা

স্বাভাবিক নয়।

হ্যারি ওর পোসানে দু'এক ফোঁটা স্যালামেন্ডর মেশালো। তৎক্ষণাৎ হিস শব্দ করে আসমানী রং থেকে কমলা রং হয়ে গেলো।

– আমার স্থির বিশ্বাস আপনি ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে ডিফেন্স সম্বন্ধে কিছু শেখাচ্ছেন। প্রফেসর আমব্রিজ, স্নেইপকে প্রশ্ন করলেন।

– হ্যাঁ তাই, স্নেইপ বললেন।

– কিন্তু মনে হয় আপনি কৃতকার্য হতে পারেননি।

স্নেইপের ঠোঁট দুটো ঈষৎ বিকৃত হলো, অবশ্যই।

প্রফেসর আমব্রিজ নোট শিটে কিছু লিখলেন। তারপর বললেন, আশাকরি শুরু থেকেই আপনি ছাত্র-ছাত্রীদের ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা রেগুলারলি শিখিয়ে যাচ্ছেন?

– হ্যাঁ, স্নেইপ শান্তভাবে বসে পড়লেন। মুখ দেখে মনে হয় খুব রেগে গেছেন।

আমব্রিজ বললেন, ডাম্বলডোর আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে অস্বীকার করেছিলেন এ কথা জানেন। স্নেইপ ঝকি মেরে বললেন, আমার মনে হয় কথাটা তাকেই জিজ্ঞেস করা ভালো। প্রফেসর আমব্রিজ মিস্টি হেসে বললেন, ও হ্যাঁ, তাই করবো।

– আমার মনে হয় তাকে প্রশ্ন করাটা হবে প্রাসঙ্গিক, স্নেইপ তার কালো দুই চোখেরু মণি ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন।

– ওহ্ অবশ্যই, ঠিকই বলেছেন। প্রফেসর আমব্রিজ বললেন, মিনিস্ট্রি প্রতিটি শিক্ষকদের পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্ব ও প্রীতি কামনা করছেন, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ডও জানতে চাইছেন। কথাটা বলে প্যানসি পার্কিনসনের কাছে গিয়ে স্নেইপ যা পড়াচ্ছেন তার প্রশ্ন করতে লাগলেন। স্নেইপ, হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি খুব তাড়াতাড়ি ওর বানানো পোসানের দিকে তাকালো, ওর বানানো পোসানটা জমাট বেঁধে গেছে, তার থেকে রবার পোড়ার গন্ধ বেরোচ্ছে।

স্নেইপ তার হাতের দণ্ড দিয়ে হ্যারির বানানো পোসান কলড্রন থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, তুমি পোসান বানানোর সঠিক পদ্ধতিটা প্রবন্ধ আকারে লিখে আমার কাছে পাঠাবে, তাতে জানাবে কেন তুমি ভুল করেছিলে। প্রবন্ধটা আমাকে পরবর্তী ক্লাশে দেবে, বুঝতে পেরেছো?

– হ্যাঁ, হ্যারি একটু রেগে গিয়ে বললো। স্নেইপ আগেই ওকে একগাদা হোমওয়ার্ক দিয়েছেন, সন্ধেবেলা আবার কিডিচ প্র্যাকটিস আছে তার মানে আরও কয়েকটি নিদ্রাহীন রজনী! সকালে মনের ভেতর খুব খুশি খুশি ভাব নিয়ে ঘুম ভেঙেছিলো, কিন্তু সারাদিনের ব্যাপার স্যাপারে মনে হলো দিনটা খুবই খারাপ,

যতো শিগগির শেষ হয় ততোই যেনো ভাল।

লাঞ্চের পর কোর্টইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে হ্যারি বললো, যা অবস্থা তাতে মনে হয় ডিভিয়েসন ক্লাশ কৌশলে এড়াতে হবে, আমাকে ভান করতে হবে যে আমি অসুস্থ। স্নেইপের প্রবন্ধ লিখতে হবে, তাহলে আমাকে মাঝরাত পর্যন্ত জাগতে হবে না।

হারমিওন বললো– না, তা তুমি করবে না।

– ট্রিলনীকে পছন্দ করো না বলে তুমি তো তার ক্লাশ করোনি, রন রেগে মেগে বললো।

– আমি তাকে অপছন্দ করি না, তাকে ঘৃণাও করি না। হারমিওন বললো, আমার ধারনা উনি যা বলেন তা সম্ভব নয়, হতে পারে না। নাম্বার ওয়ান, তিনি একজন ফ্রড মহিলা।

হ্যারি হিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের ক্লাশ মিস করেছে, তাই ওর আজ আর কোনও ক্লাশ মিস করা উচিত হবে না।

প্রফেসর ট্রিলনীর মেজাজ দারুণ খারাপ। ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের অযথা বকাঝকা করছেন। শান্ত ট্রিলনী কেন এমন করছেন কেউ বুঝতে পারছে না।

রন খুব আস্তে আস্তে হ্যারিকে বললো, আমার মনে হয় আমব্রিজের রিপোর্ট পেয়েছেন।

প্রফেসর ট্রিলনী বললেন, ওরা কি ভেবেছে? আমি একজন সাবস্ট্যান্ডার্ড টিচার?

সকলেই দেখলো তার মোটা কাঁচের চশমার আড়ালে বড় বড় চোখ জলে ভিজে গেছে।

– প্রফেসর? পার্বতি পাতিল ধরা ধরা গলায় বললো। (ও আর ল্যাভেন্ডর প্রফেসর ট্রিলনীর খুব প্রিয়) প্রফেসর আজ কি কিছু হয়েছে, কিছু অন্যায়?

– অন্যায়! বিহ্বল কণ্ঠে ট্রিলনী গর্জে উঠলেন, কি ভেবেছে আমাকে? আমাকে হেয় করেছে, ছোটো করেছে। ভিত্তিহীন, অমূলক সব জিনিস, যা মনে এসেছে তাই লিখেছে। কথাগুলো বলতে বলতে ট্রিলনীর দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগলো।

– ষোল বছর ধরে আমি পড়াচ্ছি, কোনও অন্যায় কাজ করিনি, ফাঁকি দিইনি। আমাকে এইভাবে অপমান করবে ভাবতে পারি না।

পার্বতী বললো– আপনাকে কে হেয় করেছে, অপমান করেছে প্রফেসর?

– এস্টাব্লিশমেন্ট! প্রফেসর ট্রিলনী বললেন, আমি সব জানি। ভাগ্য! ভাগ্যই এই রকম। তারপর গলায় গর গর শব্দ শোনা গেলো; গায়ের শালের কোনা দিয়ে ভিজে গাল মুছে পকেট থেকে এমব্রয়ডারি করা ছোট রুমাল বার করে নাক ঝাড়লেন।

রন মুখ টিপে হাসছে দেখে ল্যাভেন্ডর বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকালো।

– প্রফেসর, পার্বতী বললো, আপনার কি মনে হয় প্রফেসর আমব্রিজ...।

– অনুগ্রহ করে তোমরা ওই মহিলার নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবে না, প্রফেসর ট্রিলনী জোরে জোরে বললেন। উঠে দাঁড়াবার সময় গলার পুঁথির মালায় ঝন ঝন শব্দ হলো, চোখের চশমা খুলে গেলো। যাকগে তোমরা তোমাদের কাজ করো।

তারপর ট্রিলনী যতক্ষণ ক্লাশে রইলেন ফোঁস ফোঁস করে কাদলেন, বারে বারে চোখ মুছতে ও নাক ঝাড়তে লাগলেন শব্দ করে।

দেখা যাক হাতে ক্ষমতা পেয়ে কতোটা এগোতে পারেন সকলকে অবনমিত করতে পারেন। দম্ভের ফল ভোগ করতেই হবে।

হ্যারি হারমিওনকে বললো, তোমার আর আমব্রিজের কাজকর্ম কথাবার্তায় বেশ মিল আছে। কথাগুলো ও আমব্রিজের ডিফেন্স এগেন্সট ডার্কআর্টসের ক্লাশে বললো।

ঠিক সেই সময় আমব্রিজ ক্লাশে ঢুকলেন। পরনে তার ভেলভেটের রোব আর চোখে-মুখে কটুতার ছাপ।

– গুড আফটারনুন।

ক্লাশের সব ছাত্রছাত্রী সমস্বরে বলে উঠলো– গুড আফটারনুন প্রফেসর আমব্রিজ।

– হাতের জাদুদণ্ড বার করো।

কিন্তু আমব্রিজের কথা শুনেও জাদুদণ্ড বার করার কোনও শব্দ শোনা গেলো না। কেউ জাদুদণ্ড বার করার যেন প্রয়োজন মনে করলো না।

– অনুগ্রহ করে তোমরা ডিফেনসিভ ম্যাজিক্যাল থিয়োরির চৌত্রিশ পাতা খুলে, তৃতীয় পরিচ্ছেদ পড়ো। কেস অফ নন্ অফেনসিভ রেসপনসেস টু ম্যাজিক্যাল অ্যাটাক' ওখানে...

হ্যারি, রন আর হারমিওন এক সঙ্গে বলে উঠলো– কথা বলার দরকার নেই।

* * *

সেই রাত্রে ডিনার খেয়ে ওদের কমনরুমে ঢোকার সময়, অ্যাঞ্জেলিনা হতাশার সুরে বললো– কিডিচ প্র্যাকটিস হবে না মনে হচ্ছে।

– কিন্তু অ্যাঞ্জেলিনা, আমি যতদূর সম্ভব রাগ চেপে রেখেছি। আমি তো তাকে কিছু বলিনি রন আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললো।

– জানি, জানি সব জানি, অ্যাঞ্জেলিনা বললো। উনি বলেছেন, ভেবে দেখবেন, তার জন্য সময় চাই।

– ভেবে দেখবেন? কী ভেবে দেখবেন শুনি? রন ভীষণ রেগে গিয়ে বললো।

কিন্তু হ্যারির বুঝতে একটুও বাকি রইলো না কেন এবং কিসের জন্য গ্রিফিন্ডরদের কিডিচ প্র্যাকটিসে অনুমতি দিতে দেরি করছেন। অযথা তার অস্ত্রটা মাথার ওপোর ঝুলিয়ে রাখলেন।

– ওয়েল, হারমিওন বললো, এখন তোমরা প্রফেসর স্নেইপের প্রবন্ধ লেখার অগাধ সময় পাবে!

হ্যারি বললো, বলতে গেলে সেটা একরকম ভালই। রন হারমিওনকে হাত-পা নেড়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বললো– কিডিচ প্র্যাকটিস, পোসানও নয়।

হ্যারি চেয়ারে বসে পড়ে ওর পোসান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, ব্যাগ থেকে বার করে পড়তে শুরু করলো। মন দেওয়া খুবই শক্ত। তবু মনের মধ্যে সিরিয়সের চিঠির কথা ঘুরছে। আগুনের মধ্যে আসবেন না জেনেও বারে বারে আগুনের দিকে তাকাতে লাগলো, প্রতি মিনিটে একবার। ঘরের মধ্যে শান্ত ভাব নেই ফ্রেড জর্জ ওদের জোক বকস নিয়ে উত্তেজিত হয়ে কথা বলে চলেছে।

গোলমালের মধ্যে হ্যারির স্ট্রেংথেনিং সলিউসন মেথডের বার বার খেই হারিয়ে যায়। ও হারমিওনকে বললো, প্লিজ ওদের ওইসব ফালতু ডেমনস্ট্রেসন থামাতে বলো, কাজ করতে পারছি না। হারমিওন বললো, ওইসব হাবিজাবি কাণ্ড করে ওরা রোজ ছাব্বিশ গ্যালিওনস কামায় জানো!

একটু পরে এক এক করে ছেলে- মেয়েরা কমন রুম ছেড়ে যে যার ডরমেটরিতে চলে গেলো। ফ্রেড জর্জ ওদের যা আয় হয়েছে তা গুণতে লাগলো। প্রায় মাঝরাতে ওরা চলে গেলে কমনরুমে শুধু রয়ে গেলো হারমিওন, রন আর হ্যারি। হ্যারি গোলমালের মধ্যে খুবই সামান্য কাজ করতে পেরেছে। ও রাতের মতো কাজ বন্ধ করে দেখলো রন একটা আর্ম চেয়ারে বসে ঢুলছে আর মাঝে মাঝে মুখে শব্দ করছে আর আগুনের দিকে তাকাচ্ছে।

– সিরিয়স, উত্তেজিত হয়ে হ্যারি বললো, কথাটা শুনে বই-খাতা সরিয়ে রেখে আগুনের দিকে তাকিয়ে দেখলো সিরিয়স! আগের মতোই এলোমেলো মাথায় বড় বড় চুল ক্লান্ত চেহারা।

– কেমন আছ তোমরা, সিরিয়স হাসতে হাসতে বললেন।

হ্যারি, রন, হারমিওন একই সঙ্গে বললো, খুব ভাল আছি।

ওরা তিনজনেই আগুনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলো। ক্রুকশ্যাংকও এসে ওদের পাশে বসলো। মুখে ওর দারুণ তাপ আসছে, তাও সিরিয়সের দিকে তাকিয়ে রইলো ও।

– কেমন চলছে সব? সিরিয়স বললেন।

– খুব একটা ভাল নয়, হ্যারি বললো, হারমিওন ক্রুকশ্যাংকে কাছে টেনে নিয়ে

বললো– মিনিস্ট্রি নতুন একটা ডিক্রি জারি করে আমাদের কিডিচ ক্লাব বন্ধ করে দিয়েছে।

– তোমাদের ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের গ্রুপ? সিরিয়স বললেন।

সকলেই চুপচাপ।

– আপনি কেমন করে জানলেন, হ্যারি জানতে চাইলো।

– তোমরা খুব গোপনীয়ভাবে হগসহিডে মিটিং প্লেস করেছিলে তাই না? সিরিয়সের আগের চাইতে হাসিটা আরও বেশি।

– থ্রি ব্রুমস্টিকের চেয়ে ভাল, হারমিওন বললো, ওখানে সব সময় লোকে জমজমাট থাকে।

– তার মানে তোমরা কাউকে কথাবার্তা শুনতে দিতে চাওনি, তাই না? সিরিয়স বললেন– হারমিওন, তোমাদের আরও অনেক কিছু শিখতে হবে।

হ্যারি বললো, আমাদের কথাবার্তা কে শুনেছে?

– অবশ্যই মুন্ডানগাস, সিরিয়স বললেন। ওর মুখে হাসি দেখে সকলে হকচকিয়ে গেলো। মুন্ডানগস কালো কাপড়ে মুখ ঢেকেছিল দেখনি?

– তাহলে সেই লোকটা মুন্ডানগাস? হ্যারি হতবুদ্ধি হয়ে বললো।

– ও হগসহিডে বসে কি করছিলো?

– সেটা তোমরা ভেবে বলো সিরিয়স বললেন, তোমাদের ওপর অবশ্যই চোখ রাখছিলো।

হ্যারি রেগে মেগে বললো– আশ্চর্য! ও এখন আমাকে ফলো করছে?

– হ্যাঁ তাইতো মনে হয়, সিরিয়স বললেন, করবে না? তুমি তো আইন ভঙ্গ করে নতুন সংগঠন করতে চলেছো, দল তৈরি করছো তাই।

কিন্তু সিরিয়সের মুখ দেখে বোঝা যায় না ও রেগে আছেন না উৎকণ্ঠিত। হ্যারির দিকে একটু যেন গর্বিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছেন।

– ডাংগ আমাদের থেকে লুকিয়ে বসেছিলেন কেন? রন জিজ্ঞেস করলো। আমরা চিনতে পারলে খুশি হতাম।

– কুড়ি বছর আগে থেকে ওর হগসহিডে ঢোকা বারণ, সিরিয়স বললেন, আর ওখানের বারম্যানের মনে রাখার দারুণ ক্ষমতা। স্টারগিস অ্যারেস্ট হবার সময় আমরা মুডি'র অদৃশ্য হবার ক্লোক হারিয়ে ফেলেছিলাম, তাই ডাংগ ইদানিং উইচের বেশ পরে থাকে। যাকগে ও কথা, রন তোমার মায়ের পাঠানো একটা খবর দেবার আছে।

– সত্যি? রন মায়ের সংবাদের প্রতীক্ষা করে আছে এমন এক ভাব করে বললো।

– তোমাকে কোনও অবস্থাতেই বে-আইনী ডার্কআর্টস গ্রুপের সঙ্গে জড়িত

হতে মানা করেছেন। বলেছেন, স্কুল থেকে তোমাকে শুধু তাড়িয়ে দেবে না, তোমার বাবাও রুইন্ড হয়ে যাবেন। বলেছেন, ভবিষ্যতে ডার্ক আর্টের প্রতিরোধের ব্যাপারে তুমি শেখার অনেক সময় পাবে, এখন ওইসব নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তিনি (সিরিয়স হ্যারি ও হারমিওনের দিকে তাকাল) হ্যারি ও হারমিওনকে একই উপদেশ দিয়েছেন যে ওই গ্রুপের ব্যাপারে কিছু না করতে। যদিও তিনি মনে করেন তাদের (হ্যারি, হারমিওন) ওপর তার কোনও আধিপত্য নেই, তারা স্বাধীন। তাহলেও তাদের ভালবাসেন, অন্তরের সঙ্গে শুভো চান। তোমাকে লিখে জানাতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পাছে কেউ প্যাঁচাকে ইন্টারসেপ্ট করে সেই আশঙ্কায় আমাকে বলতে বলেছেন। তখন তুমি সত্য সত্যই বিপদে পড়বে। আজ তার ডিউটি আছে বলেই তোমাকে নিজ মুখে জানাতে পারলেন না।

রন কথাটা শুনেই বললো– ডিউটি আছে? কিসের ডিউটি?

– কিছু মনে করবে না, উনি তো এখন ডাম্বলডোরের নবগঠিত অর্ডারের একজন স্টাফ, তাই আমি তল্পিবাহক হয়ে ওর খবরটা তোমাকে দিলাম। তুমি কিন্তু তোমার মাকে জানাবে আমার মুখ থেকে খবরটা পেয়েছো। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তোমার মার আমার ওপর আস্থা কম।

সকলেই নিরব হয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

– তো আপনি আমার মুখ থেকে শুনতে চান, আমি আমাদের গঠিত ওই সংগঠন থেকে মুক্ত থাকবো? রন বিড়বিড় করে সিরিয়সকে বললো।

– আমি বলছি? কখনই না। সিরিয়স আশ্চর্য হয়ে বললেন– আমার মতে আইডিয়াটা অতি সুন্দর।

হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, সত্যি? সত্যি আপনি বিশ্বাস করেন সিরিয়স?

– হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই করি, সিরিয়স বললেন। তুমি কী মনে করো তোমার বাবা বেঁচে থাকলে, আমরা দু'জনে ওই আমব্রিজের মতো হ্যাংগলা বৃদ্ধার কাছ থেকে আদেশ পালন করতাম?

– কিন্তু গত টার্মে আপনিইতো সতর্ক থাকতে ও কোনও ঝুঁকি নিতে নিষেধ করেছিলেন।

– হ্যাঁ ঠিক বলেছো, গত বছরে হোগার্টসের ভেতর থেকে কেউ তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। এবার বাইরে থেকে শুধু তোমাকে নয়, আমাদের সবাইকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে চলেছে। তাই তোমার আত্মরক্ষা করার জন্য ওই আইডিয়া সত্যিই অতি প্রয়োজনীয়। তোমাদের শিখতে হবে এবং শেখাতে হবে।

– কিন্তু তার জন্য আমাদের স্কুল থেকে বহিষ্কার করলে? হারমিওন প্রশ্ন করলো।

হ্যারি বললো, হারমিওন এখন তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? আইডিয়াটা তো

তোমার মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে।

– জানি, খুব ভাল করেই জানি। আমি ভাবছি ওই ব্যাপারে সিরিয়সের মতামত কি।

– আমার মতে ওদের ভয় পেয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার চাইতে স্কুল থেকে বহিষ্কার অনেক ভাল– এটাই আমার মত। সিরিয়স বললেন।

– হিয়ার, হিয়ার, হ্যারি আর রন আনন্দে উপচে পড়ে বললো।

– সিরিয়স বললেন, তো, কেমন করে সংগঠনটা রূপায়িত করবে? কোথায় তোমরা মিলিত হবে?

– সেটাইতো সমস্যা এখন, বললো হ্যারি, জানি না কোথায় আমরা সবাই মিলিত হবো।

সিরিয়স বললেন, শিরেকিংগ শ্যাক কেমন হয়

– দারুণ, দারুণ আইডিয়া, রন লাফিয়ে উঠে বললো। এরই মধ্যে হারমিওন মুখ দিয়ে একটা শব্দ করতেই ওরা হারমিওনের দিকে তাকালো। আগুনের শিখার আড়ালে সিরিয়স মাথা দোলাতে লাগলেন।

– ওয়েল সিরিয়স, আপনারা যখন স্কুলে পড়তেন তখন তো মাত্র চারজন শিরেকিংগ শ্যাকে যেতেন। হারমিওন বললো, আপনারা চারজনই ম্যাজিকের সাহায্যে জন্তুর রূপ ধারণ করতে পারতেন। তাছাড়া একটা মাত্র অদৃশ্য হবার ক্লোকে গুঁতোগুতি করে অদৃশ্য হতে পারতেন। আমাদের সংখ্যা আঠাশ, আমরা কেউ অ্যানিমেগাস নই তাছাড়া আমাদের ইনভিজিবিলিটি মারকুইর অতোগুলো ক্লোক দরকার নেই।

– ঠিক বলেছো, সিরিয়স বললো। মুখ দেখে ওদের মনে হলো একটু হতাশ হয়েছেন। ঠিক আছে আমার মনে হয় কোথাও একটা জায়গা তোমরা পেয়ে যাবে। বড় আয়নাটার পেছনে একটা গোপন যাতায়াতের জায়গা ছিল, বেশ বড়। তোমরা ওখানে তো প্র্যাকটিস করতে পারো, অবশ্যই খুব গোপনে।

হ্যারি বললো, ফ্রেড আর রন বলেছে ওটা নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওটা নাকি ভেঙে পড়েছিল, বা ওই রকম কিছু হবে। সিরিয়স ভুরু কুঁচকে বললো– তাই। মনে পড়েছে আমার একটা জরুরি কাজ আছে, আমি এখন যাই।

সিরিয়সের মুখটা হঠাৎ খুব গম্ভীর দেখালো, টেনসন অ্যালার্মড। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেন, মনে হয় ফায়ার প্লেসের ইটের দেওয়ালের দিকে তাকালেন।

– সিরিয়স? হ্যারি হকচকিয়ে বললো।

কিন্তু হঠাৎ সিরিয়সকে আর দেখা গেলো না। হ্যারি সামান্য ক্ষণ আগুনের দিকে তাকিয়ে রইলো তারপর রন আর হারমিওনের দিকে তাকালো।

– হঠাৎ চলে গেলেন?

হারমিওন বেশ বড় দেখে একটা ভয়ার্ত নিঃশ্বাস ফেললো, আগুনের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে দাঁড়ালো।

তিনজনই দেখলো অগ্নি শিখা থেকে ধীরে ধীরে একটা হাত বেরিয়ে আসছে, হাতের মুঠো দেখে মনে হয় কিছু ধরবার চেষ্টা করছে। বেশ শক্তপোক্ত ছোট ছোট আঙ্গুলের হাত, আঙ্গুলে রয়েছে পুরনো ফ্যাশনের আংটি।

হ্যারি আর ওরা দু'জন দৌড়াল। ছেলেদের ডরমেটরির দরজার কাছে গিয়ে পিছন ফিরলো। দেখলো আমব্রিজের হাত সেই অগ্নিশিখাতে এমনভাবে কিছু ধরবার চেষ্টা করছে যেন সিরিয়সের লম্বা চুল ধরার প্রচেষ্টা. একটু আগেও ছিলেন সিরিয়স। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ধরবেনই ধরবেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ডাম্বলডোরস আর্মি

আমব্রিজ নিয়মিত তোমার চিঠি পড়ে চলেছেন হ্যারি, ব্যাখ্যা করে বলার কোনও কারণ নেই।

– তুমি কি মনে কর আমব্রিজ হেডউইগকে আক্রমণ করেছেন? হ্যারি বাঁধন ছাড়া উম্মার সঙ্গে বললো।

নিঃসন্দেহে আমি মনে করি হারমিওন হতাশার সুরে বললো, ওই দেখো তোমার ব্যাঙ পালাবার চেষ্টা করছে।

হ্যারি ওর ম্যাজিক ওয়ান্ড তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া ব্যাঙের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'অ্যাকিও'। বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর ব্যাঙ ওর হাতে এসে বসলো।

'চার্মস এক মন্ত্র' সেটা প্রয়োগ করলে কেউ ব্যক্তিগত কথা শোনার চেষ্টা করলেও পারে না। ইদানীং বড়োই কানাঘুষো, আড়িপাতার ধূম চলেছে হোগার্টসে। হ্যারি-রন-হারমিওন সিরিয়সের কথা, নিজেদের আইডিয়া, ডার্ক. আর্ট থেকে প্রতিরোধ, আমব্রিজের স্বেচ্ছাচারিতার কথা, ঘরে বসে বসে আলোচনা করছে। ঘরের সব জানালা দরজা বন্ধ। বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়ে চলেছে। বৃষ্টির ছাটে মনে হয় জানালার কাঁচ ভেঙে পড়বে। তারই সঙ্গে নানা শব্দ। ওরা আগুনের মধ্য থেকে আমব্রিজের সিরিয়সকে প্রায় ধরে ফেলার কথাও আলোচনা করছিলো।

হারমিওন বললো, ফিল্চ খুব সুবিধের লোক মনে হয় না। ও তোমার নামে ডাংগবোম ব্যবহারের ব্যাপারে অভিযোগ করছিলো। তোমার চিঠি কেউ যদি পড়েও থাকে তাহলে পরিষ্কার করে জানা যায় তুমি নির্দোষ। তো তোমার বিপদের কোনও সম্ভাবনা আদতেই নেই।

– চিঠি পড়লে। কোনও কিছু জানতে পারবে না তা উনি ফিলচকে যতোই টিপস দিন না কেন।

– ভাবছি আমব্রিজ যদি স্নাফলকে (সিরিয়স) ধরে ফেলতেন।

– ধরতে পারলে আজ সকালেই আজকাবানে চালান করে দিতেন।

হ্যারির সবুজ ব্যঙ অনবরত পালাবার চেষ্টা করছে দেখে হারমিওন জাদুদণ্ড তুলে বললো, সাইলেনসিও। হ্যারির ব্যঙ শান্ত হয়ে গেলো।

– আমার মনে হয় পেঁচা পাঠিয়ে সিরিয়সকে সাবধান করে দেবার প্রয়োজন নেই।

রন বললো, মনে হয় না বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সিরিয়স আবার এখানে আসার ঝুঁকি নেবে। সিরিয়স খুব একটা মূর্খ নয়।

রনের দাঁড় কাক ঘরে ঢুকে ক্রমাগত ক্যা ক্যা করছিলো। রনের সাইলেনসিওতেও চুপ করছে না। হারমিওন রেগেমেগে রনের হাত থেকে দণ্ডটা নিয়ে বললো– তুমি মোটেই ব্যবহার করতে জানো না।

হারমিওন 'সাইলেনসিও' বলে কাককে থামিয়ে দিলো। দাঁড় কাক ক্রমাগত চোখ পিট পিট করতে লাগলো; কিন্তু গলায় আর স্বর নেই। হারমিওনের 'সাইলেনসিও' শুনে আর ডাকতে পারছে না।

– বাহ বাহ সুন্দর মিস গ্রেঞ্জার! প্রফেসর ফ্লিটউইকের কথা শুনতেই ওরা চমকে উঠলো। এখন মি. উইসলি আবার তুমি চেষ্টা করো দেখি।

রন আর হ্যারিকে প্রফেসর ফ্লিটউইক 'সাইলেসসিং চার্ম' হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টির জন্য ওদের ঘরের মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়েছেন। ওদের একটা ক্লাশরুমে প্রথমে কাজ করতে দিয়েছিলেন; কিন্তু ঘরে অসম্ভব গোলমাল, ভিড় তার ওপর পিভসের দুষ্টুমি। সে ঘরে লাফালাফি করছে, কাগজ ফেলে দিচ্ছে, কালির দোয়াত উল্টাচ্ছে এবং কুইল কেড়ে নিচ্ছে।

অ্যাঞ্জেলিনা এসে ভীষণ আনন্দে অধীর হয়ে ওদের বললো, জানো আমি কিডিচ খেলার অনুমতি পেয়ে গেছি।

রন হ্যারি একসঙ্গে বলে উঠলো, দারুণ খবর দিলে।

– তাতো বটেই, অ্যাঞ্জেলিনা বললো, আমি ম্যাকগোনাগলের কাছে বলেছিলাম। মনে হয় উনি ডাম্বলডোরকে কিছু বলেছিলেন। সে যাই হোক আমব্রিজ আমাকে পার্মিশন দিয়েছেন। তাহলে আজ সন্ধে সাতটার সময় তোমরা মাঠে আসবে, বুঝলে। আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়েছে সেটা মেকআপ করতে হবে। ও ঝড়ের মতো ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় কারও কারও সঙ্গে ধাক্কা খেলো। পিভসের হাত থেকে রক্ষা পেলো, পিভস ওর মাথায় প্রায় কালি ঢেলে দিয়েছিলো।

রন বললো, মনে হয় বৃষ্টিটা এবার থামবে। হারমিওন তুমি গুম মেরে বসে আছ কেন?

হারমিওনও জানালার দিকে তাকিয়েছিলো। আসলে তার দৃষ্টি বৃষ্টির দিকে নয়, ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অন্য কিছু ভাবছিলো।

– ভাবছিলাম।

– কী, সিরি..., স্নাফল সম্বন্ধে?

– না, তা ঠিক নয়, হারমিওন খুব আস্তে আস্তে বললো, ভাবছি আমরা ঠিক পথে চলেছি তাই না? মাঝে মাঝে আবার মনে হচ্ছে, হয়তো না।

– কী বললে? হ্যারি রন দু'জনেই বললো।

– হারমিওন তোমায় আগেই বলেছি, সবই তোমার আইডিয়া, হ্যারি বললো।

– আমি জানি, হারমিওন আঙুল মটকাতে মটকাতে বললো। কিন্তু স্নাফলের সঙ্গে কথা বলার পর।

– কিন্তু তিনি তো আমাদের পক্ষে, হ্যারি বললো।

– হ্যাঁ, সেইরকমভাবে জানালার দিকে তাকিয়ে হারমিওন বললো। তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমাদের আইডিয়াটা বোধহয় ঠিক নয়।

কে জানে, হ্যারি বললো, কিন্তু উনি তো সবসময় আমাদের ভালো পরামর্শ দেন। তুমি ভেবো না গ্রিমল্ড প্যালেসে কুপের পর তিনি বল্গাহীন হয়ে গেছেন। তাছাড়া তুমি কী মনে করো না তিনি আমাদের ওপর ভরসা করছেন?

হ্যারি বললো, আমাদের ওপর ভরসা? মানে তুমি কী বলতে চাইছো?

– আমার মনে হয় মিনিস্ট্রির একজন লোকের নাকের ওপর সিক্রেট আর্মি গঠন করতে চান। মনে হয় খুবই বিভ্রান্ত। আমাদের ব্যবহার করতে চাইছেন রন ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকালো।

– সিরিয়স ঠিক পথে চলেছেন, ও বললো। তুমি দেখি আমার মায়ের মতো কথা বলছো।

হারমিওন ঠোঁট কামড়ালো, কিছু বললো না।

পরবর্তী ক্লাসের ঘণ্টা বাজলো।

* * *

সন্ধ্যা সাতটার সময়েও বৃষ্টি থামলো না। চারদিক জলে থৈ থৈ। ওরা ভিজে জবুথবু হয়ে জলকাদা পেরিয়ে কিডিচ মাঠে পৌঁছলো।

সাময়িক বৃষ্টি থামলেও আকাশ লাল হয়ে আছে। যেকোনও সময়ে আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হতে পারে। ওরা দেখলো ফ্রেড আর জর্জ ফিসফাস করে কিছু বলছে। স্কিভিং স্ন্যাকবক্স ব্যবহার করে কেটে পড়ার চেষ্টা করছে, বলে মনে হলো রন ও হ্যারির।

গ্রিফিন্ডর টিমের সবাই কিডিচের মাঠে যাবার জন্য অ্যাঞ্জেলিনার কথা শুনতে

পেলো।

ক্যাপটেনের অফিস থেকে অ্যাঞ্জেলিনা বললো– হ্যাঁ, তোমরা সবাই ভাল করে শোনো। আমি জানি আজকের আবহাওয়া খুব ভাল নয় বিশেষ করে আমাদের খেলার জন্যে। কিন্তু তাহলেও আমরা স্লিদারিনদের বিরুদ্ধে খেলবো। তাহলে তোমরা ভেবে নাও কেমন করে মোকাবিলা করবে। হ্যারি, তুমি তোমার চশমাতে বৃষ্টির জল আর ফেনা হটানোর কী ব্যবস্থা করেছো? হাফলপাফের সঙ্গে খেলার সময় এই অবস্থা হয়েছিলো। ঝড়-বৃষ্টি! মনে আছে?

হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা চশমার কাঁচে ঠেকিয়ে বললো, 'ইমপেরিয়স'!

অ্যাঞ্জেলিনা বললো– আমার মনে হয় তোমাদের সকলেরই ওটা ট্রাই করা উচিত। যদি আমরা মুখ থেকে বৃষ্টির জল সরাতে পারি তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাবো। সকলেই একসঙ্গে বললো, ইমপেরিয়স! ঠিক আছে আমরা মাঠে চলি, আঞ্জেলিনা বললো।

খেলোয়াড়রা যে যার রোবের পকেটে তাদের দন্ড রেখে হাতে ঝাড়ু নিয়ে অ্যাঞ্জেলিনার পিছু পিছু চললো।

ওরা জলকাদা ভর্তি মাঠের মাঝখানে দাঁড়ালো। তখনও বৃষ্টির জন্য সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না (ইমপেরিয়স চার্মস ব্যবহার করার পরেও)। আলো কমে আসছে, চতুর্দিক প্রায় অন্ধকার!

– ঠিক আছে, হুইসিল দিলাম, অ্যাঞ্জেলিনা খুব জোরে বললো।

হ্যারি বলে কিক্ দিলো। চতুর্দিকে জলকাদা ছড়িয়ে পড়লো। ঝাড়ুর ওপর বসে শোঁ শোঁ করে ওপরে উঠে গেলো। হাওয়ার প্রচণ্ড বেগ ওর গতিপথ ব্যাহত করতে লাগলো। ওর কোনও আইডিয়া নেই কেমন করে এই দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতে 'স্নিচ' দেখতে পাবে এবং ছিনিয়ে নেবে বুঝতে পারছে না। হ্যারি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে তখন ও অসুবিধা এড়াবার জন্য 'স্লথগ্রিপ রোল' ব্যবহার করলো। যেকোন কারণেই হোক অ্যাঞ্জেলিনার চোখে পড়লো না। বৃষ্টিতে সব ঝাপসা, ওর অবস্থা অন্য সবাইর মতো। হু হু করে বাতাস হ্যারিকে উড়িয়ে নিয়ে চললো। হ্যারির মনে হল ও অতল সমুদ্রে পড়েছে। একটু পর ও বিরাট লেকটার জলের ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনতে পেলো।

হেরে যাবার আগ পর্যন্ত অ্যাঞ্জেলিনা ওর টিমের খেলোয়াড়দেতর প্রাণপনে খেলে যেতে বললো। খেলার শেষে ওর দলের সকলে মুখ বেজার করে ক্লাবঘরে এলে অ্যাঞ্জেলিনা বললো, আমাদের আজকের প্র্যাকটিস ম্যাচ ব্যর্থ হয়নি।

হ্যারি তোয়ালে দিয়ে গা-হাত পা মুছতে মুছতে চোখ দুটো টিপে ধরল। খুব টন টন করছে, কপালের কাটা দাগটাও ব্যথা করছে, চুলকোচ্ছে। মনে হলো আগের চেয়ে যেন অনেক বেশি।

দলের ছেলেমেয়েরা হ্যারির অস্বস্তিপূর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কী হয়েছে হ্যারি?

হ্যারি মুখের ওপর থেকে তোয়ালেটা সরালো। চেঞ্জিং রুমটা ঝাপসা দেখাচ্ছে চশমা পরেনি বলে। তাহলেও বুঝতে পারলো সকলেই ওর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে।

ও বললো– না, কিছু না। আমার চোখে আঙুল ঢুকে গিয়েছিলো আর কিছু না।

হ্যারি রনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাইরে যেতে বললো। ওরা দুজনে এক ধাপে দাঁড়ালো। দলের ছেলেরা তখন জামা-প্যান্ট ইত্যাদি বদলাতে ব্যস্ত।

– ব্যাপার কী? অ্যাঞ্জেলিনা চলে গেলে রন জানতে চাইলো। আবার কাটা দাগে ব্যথা করছে?

হ্যারি ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

রন জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। বৃষ্টি সবকিছু ঝাপসা করে দিয়েছে। মনে হয় ও (ভোল্ডেমর্ট) আমাদের ধারেকাছে নেই, আসতে পারে না। তাই না?

– না, হ্যারি খুব আস্তে বললো। তারপর একটা বেঞ্চের ওপর বসে পড়ে বললো ও হয়তো অনেক মাইল দূরে। মনে হয় খুব রাগে ফেটে পড়ছে, তাই ব্যথা-বেদনা করছে।

হ্যারি হয়তো কথাগুলো বলতে চায়নি, কোন এক অপরিচিত মানুষ কথাটা বলেছে। তাহলেও হ্যারি জানে কথাটা সত্যি। ও জানে না কেমন করে ও জেনেছে। ভোল্ডেমর্টের কাছে কোনও কিছুই গোপন রাখার উপায় নেই। জলে-স্থলে যেখানেই থাকুন দুর্দমনীয় তার শক্তি।

রন বললো, তুমি কী তাকে দেখেছো? ও যেন ভয় পেয়েছে ভোল্ডেমর্টের নাম শুনে। তার অবয়ব বা অন্যকিছু?

হ্যারি নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মন ভোল্ডেমর্টের থেকে সরিয়ে আনতে চায়, তাহলেই হয়তো ব্যথার উপশম হবে।

অত্যন্ত কদাকার শ্যাওলার মতো তার দেহের আকৃতি, কানের কাছে যেন লক্ষ লক্ষ প্রাণীর হুংকার।

ও বললো– ভোল্ডেমর্ট কিছু একটা চায়, সেই চাওয়াটা তড়িৎ গতিতে হচ্ছে না।

ওর আবার মনে হয় কথাগুলো ও বলতে চায়নি ওর মুখ দিয়ে অন্য কেউ বললো। কিন্তু সেই কথাগুলো তো মিথ্যে নয়।

রন বললো– কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?

হ্যারি মাথা নেড়ে দু'হাতে চোখ ঢাকলো, তালু দিয়ে দু'চোখে চাপ দিলো। চাপ দেবার পর বন্ধ চোখে ছোট ছোট তারকা দেখতে পেলো। ওর মনে হলো রন

ওর পাশে বসেছে, ওর দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে।

– ব্যথাটা কী তোমার গতবারের মতো তীব্র? রন ধরা ধরা গলায় প্রশ্ন করলো– আমব্রিজের অফিস ঘরে এমন হয়েছিলো? ইউ-নো-হু কী সত্য সত্যই কুপিত?

হ্যারি মাথা নাড়লো।

– তাহলে কেমন ব্যথা?

হ্যারির মনে হলো ও আমব্রিজের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওর কপালেও হাতের কাটা দাগে যন্ত্রণা, পেটের মধ্যে হঠাৎ পুরনো ব্যথার স্পর্শানুভূতি। আনন্দের অনুভূতি কিন্তু বুঝতে পারছে না। কেন এইসব দেখা, এবং অনুভব করা? এমন চঞ্চলতা-বিক্ষিপ্ত মনোভাব আগে ওর কখনও হয়নি।

হ্যারি আবার জোর করে নিজেকে নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চাইলো। গতবারে এমন হয়েছিলো তার কারণ ছিলো, মনে আনন্দ-সুখ। আনন্দদায়ক কিছু একটা ঘটবে, হোগার্টসে আসার আগের দিন মনের অবস্থা এমন হয়েছিলো না? আবার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেলো গ্রিমন্ডপ্লেসে রনের ঘরের কথা। অদ্ভুত এক যন্ত্রণা হয়েছিলো– যেন ব্যথার চোটে পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলো।

ও ধীরে ধীরে রনের দিকে তাকালো। রন ওর দিকে বারে বারে তাকাচ্ছিলো, একটানা নয়।

রন বললো, শোনো, তুমি আজ ট্রিলনীর ক্লাসে যেও না। রনের কথার মধ্যে একটু আতঙ্ক পীড়িত ছাপ!

– আমি তো ভবিষ্যদ্বাণী করছি না, হ্যারি বললো।

রনের ভয় তারই সঙ্গে মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার ছাপ। না না তুমি বেশ ভালো করেই জানো কি রকতে চাও? হ্যারি, তুমি তো ইউ-নো-হুর মনের কথা বুঝতে পার।

– না। হ্যারি, অস্বীকার করলো– সবকিছু ওর মুডের ওপর নির্ভর করে বলে আমার ধারণা। আমি যেন ওর অবস্থা কিছু বুঝতে পারি। ডাম্বলডোর বলেছিলেন, গতবছরে এইরকম কিছু হয়েছিলো। বলেছিলেন, ভোল্ডেমর্ট আমার সন্নিকটে যখন আসে অথবা আমাকে ঘৃণা করে তখন আমার মনের অবস্থার পরিবর্তন হয়। ওয়েল, এখন আমি অনুভব করতে পারি কখন ও কি করতে চায়।

ওরা সামান্য সময় চুপ করে রইলো। স্কুল বাড়ি এবং অন্যসব বাড়িতে বাতাস আর বৃষ্টি চাবুকের মতো আঘাত করে চলেছে।

– এইরকম মনের অবস্থা তোমার কাউকে জানানো দরকার, রন বললো।

– গতবারে আমি সিরিয়সকে বলেছি।

– বেশ, তাহলে এবারও তাকে বলো।

– না, আমি বলতে পারবো না, হ্যারি গম্ভীর মুখে বললো, আমব্রিজ আমার প্যাঁচা ওয়াচ করছেন। ফায়ার প্লেসের কথা তোমার মনে নেই?

– তাহলে, তাহলে তুমি আবার ডাম্বলডোরকে বলো।

– তুমি বোধহয় আমার কথা ভালো করে শোননি? এইমাত্র তোমাকে বলেছি, ডাম্বলডোর সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছেন। হ্যারি হঠাৎ দাঁড়িয়ে ক্লোকটা আর পিনটা (পেগ) রনের মুখের সামনে দোলাতে দোলাতে বললো, বারবার তাকে একই কথা বলার কোন মানে হয় না।

রন নিজের ক্লোকটা খুলতে কুলতে হ্যারিকে চিন্তিত মুখে দেখতে লাগলো।

– ডাম্বলডোর হয়তো আবার জানতে চান, রন বললো।

হ্যারি কাঁধ নাচালো।

– আরে চলো, আমাদের সাইলেনসিং চার্মস প্র্যাকটিস করতে হবে।

অন্ধকার কর্দমাক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে ওরা নিজেদের টাওয়ারের দিকে চললো। কাদাজল ভরা মাঠে চলার সময় বারবার হোঁচট খেতে লাগলো। দু'জনেরই মুখে কোনও কথা নেই। হ্যারি ভোল্ডেমর্টের অভিসন্ধির কথা ভাবতে লাগলো। আশ্চর্য! ভোল্ডেমর্ট যা চাইছেন সেটা ঘটতে এতো সময় নিচ্ছে কেন?

ভোল্ডেমর্টের মাথায় অন্য পরিকল্পনা আছে, সেই পরিকল্পনা তিনি খুব ধীরস্থিরভাবে চালু করতে পারেন। যা চাইছেন গোপনভাবে ব্যবহার করতে পারেন সেই অস্ত্র। এমন এক অস্ত্র যা এখনও ব্যবহার করেননি।

হ্যারি ওই কথাগুলো অনেক সপ্তাহ ভাবেনি, হোগার্টসের পড়াশুনা, কাজকর্ম নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলো। আমব্রিজের সঙ্গে অঘোষিত লড়াই, মন্ত্রণালয়েল অবিচার, অন্যায় হস্তক্ষেপ, এখন সেইগুলো ওকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ও ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে যে ভোল্ডেমর্টের উষ্মা কিছুটা বোধগম্য হবে যদি ও সেই অব্যবহৃত অস্ত্রে হাত না রাখে, তা যে অস্ত্রই হোক না কেন। অর্ডার তো ওকে সেটা কেড়ে নিতে বা রুখতে বাধা দেয়নি। কোথায় সেটা আছে? এখন কার হাতে সেটা রয়েছে?

পোর্ট্রেট হোলের কাছে এসে রন পাসওয়ার্ড বললো, 'মিমবুলাস মিমব্লেটোনিয়া'। হ্যারি রনের গলা শুনে বাস্তব জগতে ফিরে এলো ঠিক সময়ে। একই সঙ্গে পোর্ট্রেট হোল দিয়ে ওরা কমনরুমে ঢুকলো।

ক্রুকশ্যাংক একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। টেবিলে নানা রং-এর উল ছড়ানো, উলের কাঁটাতে অসমাপ্ত এলফেদের মোজা। হারমিওন নেই। খুব সম্ভব ও তাড়াতাড়ি ঘুমোতে চলে গেছে।

হারমিওন কমনরুমে না থাকাতে হ্যারি মনে মনে খুশি হলো। ও কপালের কাটা দাগের ব্যথা নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চায় না। ও সম্ভবত

ডাম্বলডোরের কাছে যেতে বলবে। রন অনেকটা সময় হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো। হ্যারি ওকে ভ্রুক্ষেপ না করে চার্মস বই বার করে অসমাপ্ত প্রবন্ধটা শেষ করতে বসলো। ও কিন্তু রনের সঙ্গে কোনও কথা বলবে না বলেই লেখার ভান করছিলো। রন বললো, ও শুতে যাচ্ছে। হ্যারি কিন্তু তখনও কিছুই লেখেনি।

রন চলে গেলো, হ্যারি কমনরুমে বসে বই পড়তে লাগলো। একই পরিচ্ছেদ বারবার– স্কার্ভি ঘাসের ব্যবহার, লোভেজ আর স্নিজিওন।

এই চারাগুলো মস্তিষ্কে উদ্দীপনা বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত মূল্যবান এবং সেই কারণে ভ্রান্তি ও হতবুদ্ধি করার ওষুধের জন্য ব্যবহৃত হয়, যখন জাদুকররা তাদের মাথা গরম করে ও হঠকারিতার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। হারমিওন ও সিরিয়সের গ্রিমল্ড প্যালেসে ওইরকম অবস্থা হয়েছিলো। ডেইলি প্রফেট হয়তো ভাবতে পারে ওর মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়েছে। ওদের সঙ্গে তারা এই ভুতুড়ে সংযোগটা কিসের তা ডাম্বলডোর কখনই সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

– যখন জাদুকররা কামনা করে...

– তাহলে হ্যারির চোখে ঘুম আসে কি করে

– মাথা গরম করে চলে

আগুনের সামনে আর্ম চেয়ার টেনে বসা অনেক আরামদায়ক। উম্মাদের মতো বৃষ্টি পড়ে চলেছে, তার ছাটে জানালার কাঁচের পাল্লাগুলো খট খট করছে। ক্রুকশ্যাংক নাক ডাকছে। আগুনের শিখা মাঝে মাঝে কড়কড় শব্দ করে চলেছে।

হ্যারির হাত থেকে বইটা মেঝেতে পড়ে ধপ করে শব্দ করে উঠলো। ওর মাথাটা অলসভাবে পাশে ঘুরে গেলো।

ও আবার একটা জানালাবিহীন করিডোরে হেঁটে চলেছে। নিস্তব্ধতার মধ্যে ওর পদশব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। ক্যাসেলের শেষ প্রান্তের দরজাটা দারুন ভয়াবহ মনে হলো, উত্তেজনায় ওর হৃদপিন্ড দপদপ করতে লাগলো। ও কী বন্ধ দরজাটা খুলতে পারবে... ভেতরে যেতে পারবে...?

ও একটা হাত প্রসারিত করলো। দরজা থেকে ওর হাতের আঙ্গুলের শেষ প্রান্ত মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে...।

'হ্যারি পটার স্যার!'

ও ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো। কমনরুমের সব মোমবাতিগুলো জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে গেছে। মনে হলো কে যেন অন্ধকারের মধ্যে কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ছায়ামূর্তিটা নড়ছে।

হ্যারি চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললো, কে তুমি? ঘরের ফায়ারপ্লেসের আগুন টিপটিপ করে জ্বলছে, সব প্রায় অন্ধকার।

– ডব্বি, আপনার প্যাঁচা স্যার, খনখনে গলায় কেউ বললো। সেই গলার

সুরের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বললো, তুমি ডব্বি?

হারমিওন যে টেবিলটার ওপর ও অর্ধডজন সোজা আর হ্যাট রেখে ওর ডরমেটরিতে ঘুমোতে চলে গেছে তারই পাশে হাউস এলফ ডব্বিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো হ্যারি। ডব্বি ওর মাথায় তিন চারটে হ্যাট চাপিয়েছে, তাই সামান্য লম্বা দেখাচ্ছে ওকে।

টুপির ওপর হেডউইগ বসে ছিল। দেখে মনে হলো হেডউইগ ঠিক হয়ে গেছে।

ও হ্যারি পটার এর প্যাঁচাকে নিজের হাতে নিয়ে এসেছে' ওর মুখে বিশ্বজয়ের হাসি। প্রফেসর গ্রাবলি-প্ল্যাঙ্ক বললেন, প্যাঁচার অসুখ সেরে গেছে স্যার। কথাটা বলে ডব্বি মাথা নত করতেই ওর পেনসিল সদৃশ লম্বা নাক বলতে গেলে হ্যারির চেয়ারের হাতলে ঠেকে বেঁকে গেলো। হেডউইগ ছটপট করতে করতে হ্যারির চেয়ারের একটা হাতলে বসলো।

– অশেষ ধন্যবাদ তোমায় ডব্বি!, হেডউইগের গলা চুলকোতে চুলকোতে হ্যারি ডব্বিকে বললো। ও হেডউইগের গলা চুলকে, আদার করে স্বপ্নে দেখা সেই অন্ধকার গলি আর বন্ধ দরজার কথা ভুলবার চেষ্টা করতে লাগলো। বড় পরিষ্কার স্বপ্ন। ও ডব্বির দিকে তাকিয়ে দেখলো ডব্বি অনেকগুলো মালা গলায় দিয়েছে আর অগণিত মোজা পরেছে। তাই ওকে অসম্ভব ফুলো ফুলো মোটা দেখাচ্ছে।

– ওহো তুমি দেখি এলফদের জন্য রেখে যাওয়া হারমিওনের সব গরম জামা, মাফলার, টুপি, মোজা পরে বসে আছো।

– না না স্যার, উইঙ্কির জন্য কিছু নিয়েছে! ডব্বি হেসে গদগদ হয়ে বললো।

– ও হ্যাঁ, তা তোমার উইঙ্কি কেমন আছে ডব্বি? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

ডব্বির খাড়াখাড়া কান দুটো সামান্য ঝুলে পড়লে, ও দুঃখ ভরাক্রান্ত গলায় বললো, উইঙ্কি এখনও অনেক মদ খাচ্ছে। বলার সময় ওর টেনিস বলের মত সবুজ চোখ দুটো সিক্ত হয়ে উঠলো।

– ও এখনও জামা-কাপড় ঠিক করে পরে না, হ্যারিপটার। অন্য এলফরা বলেছে, ওদের হ্যাট মোজা লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ওরা আর গ্রিফিন্ডর টাওয়ার সাফ করবে না। স্যার ওদের অপমান করা হয়েছে, তাই স্যার ডব্বি একাই সব কাজ করে তার জন্য ডব্বির কোনও দুঃখ নেই, কিছু মনে করে না স্যার। ও হ্যারিপটারের কাছে আসতে চেয়েছিলো সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে! কথাটা বলে ডব্বি আবার গভীরভাবে মাথা নোয়ালো– কিন্তু স্যার ডব্বির মনে হচ্ছে হ্যারিপটার খুব আনন্দে নেই (ডব্বি এসে হ্যারিপটারকে ঘুমের মধ্যে বিড় বিড় করতে শুনেছে)। হ্যারিপটার কী খারাপ কোনোও স্বপ্ন দেখছিলো?

– না না সেরকম খারাপ কিছু নয়, হ্যারি হাই্ তুলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললো, ওর চেয়েও অনেক বিশ্রী ভয়ঙ্কর স্বপ্নও দেখেছি।

ডব্বি ওর বড় বড় গোলাকার দুচোখে হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর লম্বা কান দুটো আরও পৎ পৎ করতে লাগলো– ডব্বি কী হ্যারিপটারের কোনও সাহায্যে আসতে পারে? হ্যারিপটার ডব্বির জন্য অনেক করেছেন, তাকে মুক্ত করেছেন। ডব্বি এখন খুব আনন্দে আছে, হ্যারিপটার।

হ্যারি হাসলো।

– তুমি আমাকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না ডব্বি। তোমার এই অফারের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

কথাটা বলে হ্যারি হেঁট হয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা পোসান বিষয়ক বইটা তুলে নিলো। আগামীকালের মধ্যে ওকে প্রবন্ধটা শেষ করতে হবে। ও বইটা বন্ধ করতেই আগুনের যে শিখা ফায়ার প্লেসে জ্বলছিলো তারই সামান্য আলো পড়ে ওর হাতের কাটাদাগটি চকচক করে উঠলো। আমব্রিজের ডিটেনশনের সময় এই রকম হয়েছিলো কাটা দাগে আলো পড়ে।

হ্যারি খুব ধীরে ধীরে বললো– এক মিনিট দাঁড়াও, আমার মনে হচ্ছে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে।

ডব্বির সারা দেহ খুশির হাওয়াতে কাঁপতে লাগলো।

– বলুন, হ্যারিপটার স্যার।

– আমি এমন একটা জায়গা চাই যেখানে চল্লিশজন গোপনে ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রাকটিস করতে পারে। স্কুলের কোনও টিচার সেই জায়গাটা কোথায় তা যেনো জানতে না পারে বিশেষ করে প্রফেসর আমব্রিজ। হ্যারি হাতের মুঠোতে শক্ত করে বইটা চেপে ধরলো।

হ্যারি ভেবেছিলো ওর কথা শুনে ডব্বির মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে, কানের লতি দুটো আরও ঝুলে পড়বে, বলবে, হ্যারিপটার স্যার, অসম্ভব অথবা এড়িয়ে যাবার জন্য বলবে, খুঁজে দেখবে। কিন্তু হ্যারির সব নেগেটিভ চিন্তা ধূলিসাৎ করে ডব্বি হাত জোড় করে অশ্রুসিক্ত চোখে, গভীর কণ্ঠে বললো, ডব্বি সেই রকম একটা গোপন জায়গা জানে স্যার! ডব্বি হোগার্টসে আসার আগে এলফদের বলতে শুনেছে, আমরা বলি যাওয়া-আসার ঘর (কাম অ্যান্ড গো রুম) বা দরকারের জন্য ঘর (রুম অফ রিকোআরমেন্ট)

হ্যারি কৌতূহলী হয়ে বললো– মানে?

– কারণ, খুব কম লোকে জানে। ডব্বির কথার মধ্যে কোনও পরিহাস নেই। যখন প্রয়োজন হয় সেটা থাকে, প্রয়োজন না থাকলে থাকে না। কিন্তু যখন থাকে তখন যে থাকবে তার দরকার মতো সাজানো- গোছানো হয়। ডব্বি সেই ঘরটায়

থেকেছে স্যার, এলফ খুব চাপা গলায় লাজুকতার সঙ্গে বললো, (যেন সেখান থেকে ঘোরতর অপরাধ করেছে) ওই আমাদের উইঙ্কি যখন প্রচুর মদ খেয়ে বেসামাল হয় তখন ডব্বি তাকে সেই ঘরে লুকিয়ে রাখে। বেশি বাটার বিয়র খাওয়ার একমাত্র প্রতিষেধক সেখানে খুঁজে পেয়েছে, ছোট বেড আছে যা ওর জন্য যথেষ্ট।

– ডব্বি জানে মি. ফিলচ্ ওখানে ঘরদোর সাফ করবার জিনিসপত্রও পেয়েছেন। আর...

– তা তোমার যদি বাথরুমের দরকার হয়? হ্যারি বললো। সহসা ওর মনে পড়ে গেলো গত ক্রিস্টমাসে 'ইয়ুল বলের' সময় চেম্বারপট আছে।

– ডব্বি জানে আছে স্যার, ডব্বি বললো, দারুণ আশ্চর্যজনক মজার ঘর স্যার।

– সেই ঘরটা সম্বন্ধে কারা কারা জানে? হ্যারি চেয়ারে টান টান হয়ে বসে বললো।

– সামান্য কিছু লোক, স্যার। যখন লোকদের খুব প্রয়োজন হয় তখন, কিন্তু পরে প্রায়ই সেটাকে খুঁজে পায় না, কারণ তারা জানে না যে সেই ঘরটা প্রয়োজন হলে মানুষের ডাকের অপেক্ষায় থাকে।

– দারুণ বলেছো তো, হ্যারি বললো। কথা বলার সময় উত্তেজনায় ওর বুকের ভেতরটা ছটফট করে। খুব ভাল খবর দিয়েছো ডব্বি, কবে তুমি সেটা আমাকে দেখাতে পারবে?:

– যেকোনো দিন হ্যারি পটার স্যার, ডব্বি খুব উৎফুল্ল হয়ে বললো। হ্যারির উৎসাহ দেখে ও অসম্ভব খুশি, যদি স্যার ইচ্ছে করেন তো আজই দেখতে পারেন!

হঠাৎ হ্যারির মনে হলো, ডব্বির সঙ্গে ঘরটা দেখে আসে। ও অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা ঘর থেকে আনতে যাবে ঠিক তখন অনেকটা হারমিওনের মতো গলার স্বর ওর কানে ভেসে এলো... 'রেকলেস্'... বহুবার ওর কানে কথাটা ভেসে এসেছে। যাই হোক খুব দেরি হয়ে গেছে, স্নেইপের প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।

– আজ থাক ডব্বি, হ্যারি চেয়ারে আরাম করে বসে অনিচ্ছাসহকারে বললো– ঘরের ব্যাপারটা খুবই প্রয়োজনীয়, আমি হেলাফেলা করে উড়িয়ে দিচ্ছি না। কোনও জিনিস ঠিকমতো গুছিয়ে পরিকল্পনা না করে করা ঠিক নয়। যাকগে তুমি আমাকে বল সেই ঘরটা ঠিক কোথায় আর সেটা কেমন করে আমরা আমাদের দরকারি কাজের জন্য পেতে পারি।

* * *

বৃষ্টি! বৃষ্টি! বৃষ্টি থামে না। মাঠ-ঘাট সব জলে ভেসে গেছে। বাইরে যেসব ক্লাস হবার কথা সেগুলো ঘরের ভেতর হচ্ছে। 'কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিচারস' ও

ঘরের মধ্যে হচ্ছে। অ্যাঞ্জেলিনা বাধ্য হয়ে কিডিচ প্র্যাকটিস বাতিল করে দিয়েছে।

হারমিওনকে, হ্যারি বললো, ভাল কথা আজ রাত আটটার সময় এক জায়গায় আমাদের প্রথম মিটিং-এর ব্যবস্থা করেছি, ট্যাপেস্টরি অফ বার্নাবাসের বিপরীতে সাত তলায়। তুমি কেটি আর অ্যালিসাকে জানিয়ে দেবে?

কথাটা শুনে হারমিওন অবাক হয়ে গেলেও বললো, আচ্ছা জানিয়ে দেবো। হ্যারির খুব ক্ষিধে পেয়েছে– অর্ধভুক্ত সসেজ আর ম্যাশ খেতে লাগলো গোগ্রাসে। খাওয়ার শেষে পামকিন জুসের গেলাস তুলতে গিয়ে দেখলো হারমিওন ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে।

হ্যারি বললো, কী ব্যাপার?

– ডব্বির প্ল্যান সব সময় ঠিক নাও হতে পারে। গতবারে তোমার হাটের হাড়ির কথা মনে নেই?

– ওই ঘরটা কিন্তু ডব্বির আইডিয়া নয় বলতে পারো। ডাম্বলডোর জানেন, 'ইয়ূল বলের' সময় আমাকে ঘরটা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

হারমিওন শুনে আশ্বস্ত হলো।

– ডাম্বলডোর তোমাকে বলেছিলেন?

– এই কথায় কথায়, কাঁধ ঝাঁকিয়ে হ্যারি বললো।

– তাহলে তো ঠিকই আছে, হারমিওন বললো।

ওর কথা শূনে মনে হলো ওর কোনও আপত্তি নেই।

তারপর হ্যারি, রন আর হারমিওনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যারা হগসমিডে সই করেছিলো তাদের খুঁজে বেড়িয়ে সন্ধেবেলা কোথায় সকলে একত্রিত হবে তার খবর দিলো। জিনি চো চ্যাংকে খবর দিয়েছে শুনে হ্যারি হতাশ হলো। ওর ইচ্ছে ছিলো ওকে ও নিজে খবর দেবে। যাই হোক ডিনারের শেষে জানতে পারলো সকলেই খবর পেয়ে গেছে।

সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় হ্যারি, রন, হারমিওন, গ্রিফিন্ডরের কমনরুম থেকে বেরোলো। হ্যারির হাতে পুরনো একটা পার্চমেন্ট। এতে লেখা কেবলমাত্র ফিফথ ইয়ারের ছেলে- মেয়েরা রাত নটা পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারে। ওদের লুকিয়ে বেরোতে হলো। সামান্য নার্ভাস হয়ে সেই আটতলার দিকে ওরা চললো।

ওরা দেখতে লাগল সকলে এসেছে কিনা।

সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌছে হ্যারি পার্চমেন্টটা খুলে বললো, ধরো, তারপর ওর ম্যাজিক ওয়ান্ড ছুঁইয়ে বললো, প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমরা কোনও অন্যায় কাজ করবো না।

হ্যারি হারমিওনকে পার্চমেন্টটা দিয়ে বললো– ধরো।

জাদুদণ্ড ছোঁয়াতেই্ হোগার্টসের একটা মানচিত্র ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো।

তারপর ছোট ছোট বিন্দু। সেই চলমান বিন্দুর পাশে লেখা রয়েছে কিছু মানুষের নাম এবং তারা কোথায় রয়েছে।

হ্যারি মানচিত্রের কালো বিন্দু দেখে বললো, ফিলচ্ তাহলে তিনতলায় আছে। আর মিসেস বিনস পাঁচতলায়।

হারমিওন রুদ্ধশ্বাসে বললো– আমব্রিজ?

হ্যারি কালো বিন্দুর পাশে নাম দেখতে দেখতে বললো– অফিসে। থাকগে চলো যাওয়া যাক।

ডব্বি যে জায়গাটা বলেছিলো সেদিকে ওরা জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো। ডব্বির কথা মতো দেখলো একটা লম্বা দেয়াল। ঠিক তার বিপরীতে একটা কারুকার্যকরা পরদা (ট্যাপেস্ট্রি)। বর্নোবাসের তৈলচিত্র...।

– ঠিক আছে। ডব্বি বলেছিলো, তিনবার দেওয়ালটা প্রদক্ষিণ করতে। মনের মধ্যে আমরা কি চাই তা গেঁথে রাখতে হবে। আমরা একটা জায়গা চাই যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করা শিখতে পারি সেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না। হ্যারি মনে মনে বললো।

ওরা তাই করলো। দেওয়ালে দারুণ পালিশ করা একটা চকচকে দরজা দেখতে পেলো। রন ভ্যাবাচাকা খেয়ে দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইলো। হ্যারি দরজাটার পেতলের হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে খুলে দেখলো বিরাট একটা ঘর। ঘরে টর্চের আলো জ্বলছে। অনেকটা এক তলার অন্ধকার পাতাল ঘরের মতো। ঘরের দেওয়ালে কাঠের তৈরি বইয়ের তাক। চেয়ারের বদলে মেঝেতে সিল্কের বড় বড় লাল কুশন পাতা রয়েছে। ঘরের শেষ প্রান্তে নানা রকম যন্ত্রপাতিতে ভরা– স্নিকেস্কোপ, সিক্রেসি সেন্সরস, আর একটা বিরাট চিড় খাওয়া ফোগ্লাস। ওইরকম যন্ত্রপাতি নকল মুডির অফিসে হ্যারি দেখেছিলো।

রন উল্লসিত হয়ে বললো– আমরা যখন স্টানিং শিখবো তখন যন্ত্রপাতিগুলো মনে হয় দরকার হতে পারে।

ওরা ঘরের যা যা দেখে, তাতেই উল্লসিত আর আশ্চর্য হয়ে যায়। ঘরে প্রয়োজনীয় যা কিছু রয়েছে সে বিষয়ে হ্যারির কোন সন্দেহ নেই। অপ্রয়োজনীয় জিনিস একটাও নেই।

সব দেখা সাঙ্গ হলে হারমিওন বললো, আমাদের এই সংগঠনের একজন দলপতি ঠিক করতে হবে।

চো কথাটা শুনে এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে বললো, হ্যারি।

হারমিওন বললো, ঠিক আছে, তবে দলপতি নির্বাচন ভোটের মাধ্যমে করতে হবে। যারা যারা হ্যারিকে দলপতি করতে চাও তারা হাত তোলো। সকলেই হাত তুললো। জ্যাকেরিয়া স্মিথও হাত তুললো, যদিও মনে হলো ও অনিচ্ছাকৃতভাবে

হাত তুললো।

হ্যারি, হারমিওনের দিকে তাকালো এবং বললো, আমাকে নেতা নির্বাচনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ। ওর মুখটা অসম্ভব জ্বালা করতে লাগলো।

– হ্যাঁ, তারপর হারমিওন?

– আমাদের সংগঠনের একটা নাম দরকার, হারমিওন মাথা উঁচু করে বললো, আমাদের দলের টিম স্পিরিট, একতা খুবই দরকার। কী নাম রাখা যায় বলো তোমরা।

অ্যাঞ্জেলিনা বললো, এন্টি আমব্রিজ লীগ।

ফ্রেড বললো, এমন একটা নাম যা শুনলে বুঝতে পারা যাবে না আমাদের কাজকর্ম!

চো বললো, ডিফেন্স এসোসিয়েশন? সংক্ষেপে ডি.এ তাহলে কেউ বুঝতে পারবে না। ডি.এ বলতে ডাম্বলডোরের আর্মিও বোঝাবে মন্ত্রণালয়ের এটাই ভয়, তাই না?

সকলেই মেনে নিলো এবং হাসতে লাগলো।

– বেশ তাহলে ডি-এ'র ব্যাপারে হাত তোলো। হারমিওন সকলের মুখের দিকে হাঁটু গেড়ে কুশনে বসে হাত গুণতে গুণতে বললো, বাঃ সকলেই দেখছি ডি.এ নামের সঙ্গে একমত। বেশ মোসান পাসড্!

হারমিওন পার্চমেন্টে লেখা নাম ও দস্তখতের ওপোর বড় বড় অক্ষরে লিখলো:

ডাম্বলডোরস আর্মি

হ্যারি বললো, ঠিক আছে, তাহলে আজ থেকে আমরা অনুশীলন শুরু করি? আমি ভাবছিলাম প্রথমেই আমরা এক্সপেলি আর্মস শুরু করি। তোমরা আশাকরি 'ডিসআর্মিং চার্মস' জানো। আমি জানি এটা বেসিক; কিন্তু তাহলেও আমি দেখেছি এই চার্ম খুবই কার্যকরী।

– ওহ প্লিজ, জ্যাকেরিয়া স্মিথ দু'হাত বুকের ওপোর জড়ো করে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বললো– আমার মনে হয় 'একসপেলি আর্মস' ইউ- নো- হু'র বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা বিফল হবে। তাই না?

আমি ওর বিরুদ্ধে ওই চার্মস ব্যবহার করেছি, হ্যারি শান্তভাবে বললো। ওই চার্মস গত জুন মাসে আমার জীবন রক্ষা করেছে।

– তুমি যদি মনে করো ওই চার্মস শেখার তোমার প্রয়োজন নেই, তাহলে শিখো না; হ্যারি বললো। স্মিথ চুপ করে রইলো। অন্য ছেলে- মেয়েরাও।

– ঠিক আছে, হ্যারি বললো। সকলেই ওর দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য ওর গলাটা সামান্য শুকিয়ে গেলো।

– আমার মনে হয় আমাদের এখানে যারা এসেছে তারা দু'জনে মিলে এক একটা দল গঠন করে প্র্যাকটিস শুরু করি।

ওর কথা শুনে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে দু'জনে মিলে এক একটা দল করলো। দুর্ভাগ্যবসতঃ নেভিল পড়ে রইলো, ওর পার্টনার নেই।

হ্যারি বললো– বেশ, তুমি আমার সঙ্গে প্র্যাকটিস করতে পারো। এক দুই তিন বলা শেষ হলেই সমস্ত ঘরটা এক্সপেলি আর্মস শব্দে মুখরিত হলো। ওদের হাতের জাদুদণ্ড ঘরের মধ্যে চতুর্দিকে উড়তে লাগল। ভুল মন্ত্র তাকের বইতে আঘাত করতে লাগলো। হ্যারি নেভিলের চেয়ে বেশি সরগর। ওর জাদুদণ্ড হাত থেকে ছিটকে ঘরের সিলিং-এ গিয়ে লাগলো, ফুলঝুড়ির মতো আগুন বেরোতে বেরোতে বই-এর তাকে আঘাত করলো। হ্যারি 'সামনিং চার্মসে' জাদুদণ্ড হাতে ফিরিয়ে আনলো। বেসিক শুরু করার কথা বলে– অবস্থা দেখে হ্যারি ভাবলো ঠিকই বলেছিলো। দারুণ হট্টগোল, অনেকেই তাদের অপোনেন্টসকে ডিসআর্মিং করতে পারছে না শুধু আত্মরক্ষার জন্য লাফালাফি করে চলেছে।

হ্যারিকে সামান্য অন্যমনস্ক দেখে নেভিল বললো, একসপেলি আর্মাস, ব্যাস তখনই হ্যারির হাত থেকে জাদুদণ্ড উড়তে শুরু করলো।

নেভিল খুশিতে উপচে পড়ে লাফাতে লাফাতে বললো, আমি পেরেছি। পেরেছি, এর আগে আমি কখনোও পারিনি এখন পেরেছি।

হ্যারি বললো, খুব ভাল! কিন্তু ওকে বললো না যে তোমার অপোনেন্ট আমার মতো জাদুদণ্ড হাল্কাভাবে ধরে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকবে না। শোনো নেভিল এবার তুমি রন, অথবা হারমিওনের সঙ্গে লড়বে? বেশিক্ষণ না কয়েক মিনিট, তাহলে আমি দেখতে পারি অন্যরা কেমন করছে?

হ্যারি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো জ্যাকেরিয়া স্মিথ অদ্ভুত কিছু কাণ্ডকারখানা করছে। যতোবারই ও অ্যানথনি গোল্ড স্টেইনের দিকে ওর জাদুদণ্ড তুলছে ততোবারই ওর হাত থেকে দণ্ডটা উড়ে যাচ্ছে। অথচ অ্যানথনির মুখ থেকে একটিও কথা বেরোচ্ছে না। হ্যারির 'মিস্ট্রি'টা জানতে বেশি ভাবতে হলো না। ফ্রেড আর জর্জ ক'এক ফিট দূরে দাঁড়িয়েছিল আর পালা করে স্মিথের জাদুদণ্ড উড়িয়ে দিচ্ছিল।

হ্যারি ধরতে পেরেছে বুঝতে পেরে জর্জ বোকাবোকা হেসে বললো, দুঃখিত হ্যারি, ওর কাণ্ড দেখে আমি চুপ থাকতে পারছিলাম না।

হ্যারি হাসলো, তারপর ঘুরে ঘুরে সকলের ভুল শুধরে দিতে লাগলো।

– এবার তোমরা থামো।

ভাবলো একটা হুইসিল হলে ভালো হতো। ভাববার সঙ্গে সঙ্গে দেখলো বইয়ের তাকে একটা হুইসিল রয়েছে। ও হুইসিলটা নিয়ে এসে খুব জোরে

বাজাতেই সকলে থেমে গেলো।

হ্যারি বললো তোমরা সকলেই মোটামুটি ভালো করেছো তবে আরও ভালো করার সুযোগ রয়েছে। তাদের ভুল শুধরে দিলে জ্যাকেরিয়া স্মিথ ওর দিকে তাকাতেই হ্যারি বললো, এসো আর একবার করি।

হ্যারি সারাঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো দারুণ উৎসাহে। মাঝে মাঝে দু'একজনের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের সাজেসান দিতে লাগলো। একটু একটু করে সকলেই মোটামুটি ভালোর দিকে পা বাড়ালো।

ও ইচ্ছে করে চো'র দিকে গেলো না। সে সকলের কাছে যাচ্ছে অথচ ওর (চো'র) কাছে যাচ্ছে না। খারাপ দেখায়, কতোটা সময় আর ওকে না দেখার ভান করা যায়।

– আরে না, চো বললো, হ্যারিকে কাছে আসতে দেখে। এক্সপেলিয়ারমিয়াস নয়, হবে একসপেলি মেলিয়াস! আমি অতি দুঃখিত মেরিয়েটা!

হঠাৎ ওর রোবের হাতায় আগুন লেগে যেতে ও নিজেই আগুন নিভিয়ে দিলো। এমনভাবে হ্যারির দিকে তাকালো যেন আগুন লাগার জন্য হ্যারি দায়ী।

চোও হ্যারিকে বিষণ্ন মুখে বললো– আমি সব ঠিকঠাক করছিলাম। হঠাৎ আমার কাছে এসে সব গড় বড় করে দিলে হ্যারি।

হ্যারি মিথ্যে বললো– ঠিকইতো করছিলে; কিন্তু চো যখন ওর দুচোখ তুলে হ্যারির দিকে তাকালো হ্যারি বললো, না... হ্যাঁ... একটু যেন গোলমেলে হচ্ছিলো, তবে আমার বিশ্বাস তুমি ভালই করবে। আমি দূর থেকে তোমার পারফরমেন্স দেখছিলাম।

কথাটা শুনে চো হাসলো। খুব সম্ভব ওদের কথাবার্তা শুনে ওর বন্ধু মেরিয়েটার ভালো লাগলো না। গটগট করে অন্যদিকে চলে গেলো।

চো ফিসফিস করে বললো, ওর ব্যবহারে কিছু মনে করবে না, আসলে ও আমার পার্টনার হতে চায়নি, আমি ওকে জোর করে এনেছি। ওর মা-বাবা আমব্রিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করতে মানা করে দিয়েছেন। তুমি তো জানো ওর মা মিনিস্ট্রিতে চাকরি করেন।

হ্যারি বললো– তোমার বাবা-মা?

মা-বাবা আমাকেও আমব্রিজের বিরুদ্ধে কিছু করতে মানা করেছেন। চো বললো বেশ গর্বিতভাবে। তাছাড়া সেড্রিক হত্যার পর আমি ইউ- নো- হুর বিরুদ্ধে যাবো না সেটাও চান না।

কথাগুলো বলতে বলতে ওর গলা ধরে গেলো, মুখ শুকিয়ে গেলো, দু'জনেরই মুখে কথা নেই। টেরি বুটস-এর জাদুদণ্ড হ্যারির কান ঘেঁষে অ্যালিসিয়া স্পিনেটের নাকে এসে লাগলো।

হ্যারির পেছনে লুনালাভগুড দাঁড়িয়েছিলো। বললো– আমার বাবা-মা কোনও অ্যান্টি মিনিস্ট্রি কাজকর্ম হলে সমর্থন করেন। ওদিকে জাস্টিন ফিনচ্ ফ্রেচলের রোব হাওয়াতে উড়ে মাথায় জড়িয়ে গেছে, সেটা খোলার চেষ্টা করছে। আবার বলেন ফাজকে খুব বিশ্বাস করেন, যেমন ফাজ কত গবলিনকে মেরে ফেলেছেন। আবার তিনি ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজকে মারাত্মক বিষ তৈরি করতে বলেন, যারা তাকে সমর্থন করে না তাদের সেই বিষ পাঠিয়ে দেন। তারপর তার উমগুবুলার শ্ল্যাসকিল্টার তো আছেই। হ্যারি চাপা গলায় বললো, ওর সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনা নয়। চো কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলো তখন হ্যারি ওকে থামিয়ে দিলো। চো হাসলো।

ঘরের এক কোণা থেকে এসে হারমিওন হ্যারিকে বললো– হ্যারি, কটা বেজেছে সে খেয়াল আছে?

হ্যারি মুখ নামিয়ে ওর ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে দশটা? তার মানে আর দেরি করলে অসুবিধেতে পড়বে, ধরা পড়ে যাবে। ফিল্চ মোটেই সুবিধের নয়। হ্যারি হুইসিল বাজাতেই সকলে থেকে গেলো, কারও মুখে আর একসপেলিআর্মস শোনা গেলো না।

হ্যারি বললো– বাঃ খুব ভাল। আজ অনেকটা সময় আমরা প্রাকটিস করেছি, এখন আমাদের এখান থেকে যেতে হবে।

– আগামী সপ্তাহে একই সময়ে একই জায়গায়।

অনেকেই সাতদিন অপেক্ষা করতে চায় না। অ্যাঞ্জেলিনার অসুবিধে 'কিডিচ প্র্যাকটিস!'

হ্যারি বললো, ঠিক আছে আগামী বুধবারে একই সময়ে। সেদিন আমরা সকলের সঙ্গে বসে, সুবিধে– অসুবিধে দেখে ডেট শিট বানাবো। কথাটা বলে ও মারাউডাস মানচিত্র দেখে সাততলায় কোন টিচার ঘুরছেন চেক করে, বন্ধুদের তাদের ঘরে যেতে বলে মানচিত্রের ছোট ছোট কালো ডটের ওপর তাকিয়ে দেখে নিলো ওরা তাদের ডরমেটরিতে ঠিকমতো পৌছালো কি না। বিভিন্ন হাউজের আলাদা আলাদা পথ।

ওরা সবাই চলে গেলে ঘরে রইলো শুধু হ্যারি, হারমিওন ও রন।

– কমনরুমে যাবার সময় ওরা দোষ-ক্রটি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। হ্যারির মন কিন্তু সেদিকে নয়। ওর একটা চোখ মানচিত্রের কালো বিন্দুতে। চো'র কথা ভাবতেই ও একটু নার্ভাস হয়ে গেলো।

ঊনবিংশ অধ্যায়

দ্য লায়ন অ্যান্ড দ্য সারপেন্ট

পরের দু'সপ্তাহ হ্যারি ওর পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলল। ওর বুকের মধ্যে রয়েছে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাহস আর দৃঢ়তা। সেই শক্তি ওকে আমব্রিজের ক্লাসে একটুও অবনত করতে পারছে না। আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে ও ভয় পায় না বরং তার ফোলা ফোলা চোখের তলা দেখে মনে মনে হাসে। আমব্রিজ ঘুণাক্ষরেও জানে না, ডাম্বডোরের ডিফেন্স আর্মি (ডিএ) কেমনভাবে এগিয়ে চলেছে। যখন আমব্রিজ ক্লাসে উইলবার্ট স্লিনকহার্ডসের বই পড়ান তখন হ্যারির মন পড়ে থাকে তার সংগঠন আর পরিকল্পনার দিকে। নেভিল হারমিওনকে পরাজিত করেছে। কলিন ক্রিভে অনেক পরিশ্রম করে ইমপেডিমেন্ট জিঙ্কস আয়ত্বে এনেছে। তিনটে মিটিং হয়ে গেছে, সকলে খুবই পরিশ্রম করেছে। পার্বতী প্যাটেল দারুণ কার্যকরী রিডাক্টর কার্স তৈরি করেছে। সেগুলোকে ব্যবহার করে টেবিলের ওপর স্নিকস্‌কোপগুলো ধূলো করে দিয়েছে।

তাহলেও বিরাট সমস্যা! কোনওভাবে একটি দিন ঠিক করতে পারে না। সমস্যা অ্যাঞ্জেলিনার তিনটে কিডিচ টিমের প্র্যাকটিসকে নিয়ে, তারপর সঠিক আবহাওয়ার সমস্যা। কখনও বৃষ্টি, কখনও রোদ। প্র্যাকটিসের দিন ঠিক হলো, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেলো ধূমধাম বৃষ্টির জন্য। এইসব কথা ভেবে ও সমস্যা দেখে হ্যারি ডি-এ'র মিটিং কোনও বিশেষ একটি দিনে বাতিল করে দিল। হারমিওন এদিকে সকলের অসুবিধে ইত্যাদি লক্ষ্য করে দারুণ একটা মেথড অফ কমিউনিকেটিং টাইম বার করে ফেলেছে, সভ্যদের ডেকে পাঠাবার পরবর্তী মিটিং-এর তারিখ ও সময় জানানোর ব্যাপারে।

ও ডিএ'র প্রতিটি সভ্যকে একটা করে নকল গেলিয়ন দিতে বললো (রন ঝুড়ি

ভর্তি নকল গেলিয়ন দেখে ভেবেছিলো হারমিওন প্রত্যেককে একটা করে আসল সোনার গেলিয়ন দিচ্ছে)।

হারমিওন বললো, প্রতিটি গেলিয়নের প্রান্তে কিছু নম্বর আছে দেখতে পাচ্ছো? (চতুর্থ মিটিং-এর সময় ও ডিজাইনটা দেখাচ্ছিলো) টর্চের আলো পড়লে ওই নকল কয়েনের নাম্বার বেশ বড় হবে, আর হলুদ বর্ণের হবে। আসল গেলিয়নে টর্চের আলোয় ধরলে শুধু তার নম্বর প্রতিফলিত হবে গেলিয়নের গায়ে। নকল গেলিয়নে আমাদের পরবর্তী মিটিং-এর তারিখ ও সময় পরিবর্তন হলে পরিবর্তনের সময় ও তারিখ ফুটে উঠবে। তারিখ বদলালে 'ফেক কয়েন' গরম হয়ে যাবে। তাহলে কী হলো? তোমরা যদি নকল গেলিয়ন পকেটে রাখো তাহলে তারিখ বদলালে কয়েন গরম হবে ও তোমরা বুঝতে পারবে। হ্যারির কাছে যে নকল কয়েন থাকবে ও তাতে ইচ্ছা শক্তির পরিবর্তন করবে। এটা সম্ভব হচ্ছে আমি প্রত্যেকটি নকল কয়েনে প্রোটিন চার্মস দিয়েছি। হ্যারির ইচ্ছে মতো তারা বদলাবে।

সকলেই হারমিওনের দিকে কোনও কথা না বলে তাকিয়ে রইল। ও বললো, ব্যাপারটা আমব্রিজও টের পাবেন না। আমাদের পকেটে নকল কয়েন রাখাটা অন্যায় নয়– অবশ্য যদি সেটা কিছু কেনা টেনার সময় ব্যবহার না করা হয়।

টেরি বুট বললো, তুমি প্রোটিন চার্ম তৈরি করতে পারো?

হারমিওন বললো– হ্যাঁ।

– তাহলে তাহলে NEWT স্ট্যান্ডার্ডে? ও আমতা আমতা করে বললো।

হারমিওন কোনও কৃতিত্ব নিতে চায় না। মৃদু হেসে বললো– ও হ্যাঁ তা হবে।

– তুমি এতো চালাক, কতো কি জানো, তাহলে তুমি র‍্যাভেনক্ল হাউজে নেই কেন? তোমার মতো বুদ্ধি ক'জনের আছে! ওর কথা শুনে হারমিওন হাসল। শটিং হ্যাট যা ঠিক করবে তা মানতে হবে। প্রথমে অবশ্য আমি র‍্যাভেন ক্লতে বিবেচিত হয়েছিলাম, কিন্তু শটিং হ্যাট শেষ পর্যন্ত আমাকে গ্রিফিন্ডরে পাঠাল। তার মানে এই নয় যে, আমরা গেলিয়নস ব্যবহার করছি।

সব সভ্যরা ঝুড়ি থেকে একটা করে নকল সোনার গেলিয়ন তুলে নিল। হ্যারি আড়চোখে হারমিওনকে দেখতে লাগলো।

– তুমি জানো এই কয়েনগুলো দেখে আমার কী মনে আসছে?

– না তো, কী?

– ডেথ ইটারের কাটা দাগ। একজন ডেথইটারের কাটা কালো দাগ ভোল্ডেমর্ট স্পর্শ করলেই বাকি সব ডেথ ইটারদের কাটা কালোদাগে জ্বালা শুরু হয়, তখন তারা বুঝতে পারে ভোল্ডেমর্ট ওদের ডাকছেন।

– ও হ্যাঁ, হারমিওন ধীর স্থির হয়ে বললো, ওখান থেকেই আইডিয়াটা পেয়েছি। তবে তফাৎ এই পরীক্ষাটা আমি গেলিয়নে করেছি আর ভোল্ডেমর্ট ওর

অনুগামীদের দেহের চামড়ার কালদাগে করেছেন।

হ্যারি হারমিওনের দেয়া নকল গেলিয়ন পকেটে রেখেদিল। হারমিওন বললো, তবে এর একটা বিপদ কি জানো? বিপদ হচ্ছে, যদি আমরা ভুলে টুলে এটাকে লিগ্যাল টেন্ডার ভেবে খরচ করি।

রন বললো, প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

গ্রিফিন্ডরদের সঙ্গে স্লিদারিনের কিডিচ ম্যাচের দিন যতোই এগিয়ে আসতে থাকে অ্যাঞ্জেলিনার অনুরোধে পরবর্তী ডিএ'র মিটিং হ্যারি ততো পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়। রোজই প্র্যাকটিস করার আব্দার করে। তাছাড়া অনেকদিন খেলা ঠিক মতো হয়নি। সকলেরই দারুণ ইন্টারেস্ট।

হ্যারি প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের উদারতা দেখে অবাক হয়ে গেল। গ্রিফিন্ডর গ্রুপের ছেলে- মেয়েরা যাতে ভাল করে খেলা প্র্যাকটিস করতে পারে তার জন্য ম্যাকগোনাগল হোমওয়ার্ক দেওয়া কমিয়ে দিলেন। দৈনন্দিন হ্যারি, রন আর অন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। স্নেইপ যাতে বাধা সৃষ্টি না করতে পারেন সেদিকেও সজাগ হয়ে রইলেন।

তাছাড়া স্নেইপ দারুণ পার্টিম্যান। কিডিচ মাঠ তার গ্রুপের ছেলে- মেয়েদের প্র্যাকটিসের জন্য বলতে গেলে রোজই বুক করে রাখতে লাগলেন। এছাড়া স্লিদারিনদের করিডোরে গ্রিফিন্ডরদের ঠাট্টা-তামাশা কটূক্তি করার অনেক খবর পেয়েও কানে তালা দিয়ে রাখলেন। স্লিদারিনের কীপার মাইলস ব্লেচলে। হেয়ার থিকেনিং চার্ম প্রয়োগ করে গ্রিফিন্ডরের অ্যালিসিয়া স্পিনেটের দু'চোখের পাতা মোটা করে দিলো যাতে ভাল করে দেখতে না পায়। স্নেইপ খবরটার সাক্ষী সাবুদ পেয়েও চুপ করে রইলেন। কম করে চৌদ্দজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথায় কান দিলেন না। অ্যালিসা যখন লাইব্রেরিতে একা একা পড়াশুনা করছিলো তখন দুষ্টুমিটা করেছে।

হ্যারি গ্রিফিন্ডরদের জেতার ব্যাপারে খুবই আশাবাদী। ওরা সাধারণত ম্যালফয়দের টিমের কাছে হারেনি। এ কথা ঠিকই রন এখনও পর্যন্ত উডাস স্ট্যান্ডার্ডে খেলতে পারছে না, তাহলেও খেলার উন্নতির জন্য্য দারুণ পরিশ্রম করে চলেছে। ওর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা– আত্মবিশ্বাস হারানো। খেলতে খেলতে একবার যদি ভুল করে বা পিছিয়ে পড়ে, একটা অব্যর্থ গোল যদি না দিতে পারে তাহলো মানসিক শক্তি এমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় যে, বার বার অব্যর্থ গোল মিস করে। ফর্মে থাকলে রনকে আটকায় কার সাধ্য। ঝাড়ুতে বসে ঝড়ের বেগে কোয়াফিল নিয়ে মাঠের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে যায়। বিরোধীদল ওকে আটকাতে পারে না। ফ্রেড আর জর্জ জানে রন একদিন না একদিন কিডিচ খেলায় ওর দুই দাদাকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে।

স্লিদারিনের প্লেয়াররা রনকে দেখলেই ঠাট্টা করে। ও ছোটখাটো, স্লিদারিনরা বেশ লম্বা-চওড়া। করিডোরে দেখা হলে বলে, উইসলি তুমি হাসপাতালে বেড বুক করে রেখেছো তো? ড্রেকো ম্যালফয় দেখা হলেই রনকে ব্যঙ্গ করে। দেখায় রন কেমন করে কোয়াফিল হাত থেকে ফেলে দেয়। রনের তখন দু'কান লাল হয়ে যায়। এমনভাবে কাঁপতে থাকে যে সেই সময় ওর হাতে যদি কিছু থাকে তাহলে পড়ে যাওয়ার প্রচুর চান্স থাকে।

অক্টোবর মাসকে প্রবল ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টিতে উড়িয়ে নিয়ে নভেম্বর এসে দাঁড়াল। জমাট লোহার মত ঠাণ্ডা, সকাল থেকেই শুরু হয় তুষারপাত, বরফের ঠাণ্ডা হাওয়া হাতে পায়ে মুখে লাগলে মনে হয় দাঁত বার করে কামড়াচ্ছে। আকাশ আর গ্রেটহলের সিলিং-এর রং হয়ে গেছে বিবর্ণ, মুক্তর মতো হোগার্টসের চারপাশে ঘিরে রাখা পর্বতমালা মনে হয় তুষার আবৃত সাদা চাদরে ঢাকা। ক্যাসেলের তাপমাত্রা এতো নেমে গেছে যে অনেক ছাত্র-ছাত্রী হাতে মোটা ড্রাগন স্কিনের দস্তানা পরে হাত গরম করে রাখার জন্য করিডোরে ঘোরাফেরা করে।

ম্যাচের দিন সকালের অবস্থা আরও মারাত্মক। হ্যারির ঘুম ভাঙলে দেখল রন বিছানায় হাঁটু মুড়ে মাথা নামিয়ে বসে রয়েছে। চোখের দৃষ্টি ওপরে।

– এই, তোমার শরীর ভাল আছে তো? হ্যারি বললো।

রন শুধু ঘাড় নাড়লো, কথা বললো না। হ্যারির মনে পড়ে গেলো রনের স্লাগ ভমিটিং চার্ম ভুল করে নিজের ওপোর প্রয়োগের কথা। ওর চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, মুখ খুলতে পারছিলো না, কথা বলা তো দূরের কথা।

– তোমার এখন দরকার হেভি ব্রেকফাস্ট। হ্যারি বললো, চলো।

ওরা যখন গ্রেটহলে পৌছালো, তখন সেখানে বেশ ভিড়। সকলেই হাসছে মস্করা করছে, জোরে জোরে কথা বলছে। স্লিদারিন টেবিলের পাস দিয়ে যাবার সময় ওরা অনাবশ্যক হো হো করে হেসে উঠল। হ্যারি লক্ষ্য করল ওরা সাধারণত যে পোশাক পরে তার ওপোর বুকে একটা রূপালী ব্যাজ আটকে রেখেছে, অনেকটা ক্লাউনের মত। অনেকেই হ্যারিকে দেখে হাত নেড়ে অট্টহাস্য করল। ব্যাজে কি লেখা আছে হ্যারি যেতে যেতে পড়বার চেষ্টা করল। কিন্তু রনকে দেখে ওরা আরও হাসাহাসি করবে, সেই পরিস্থিতি এড়াবার জন্য তাড়াতাড়ি ওদের টেবিল ছেড়ে এগিয়ে গেল।

গ্রিফিন্ডরের ছেলে– মেয়েরা হ্যারিকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল। ওরা প্রত্যেকেই লাল আর সোনালী রঙ-এর পোশাক পরেছে। রন সে সব দেখে আরও মুষড়ে পড়লো। একটা খালি চেয়ারে ধপাস করে বসে টেবিলে রাখা ব্রেকফাস্টের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলো যেন জীবনের শেষ ব্রেকফাস্ট খেতে এসেছে।

– আমার দারুণ নার্ভাস লাগছে, রন হ্যারিকে ফিস ফিস করে বললো,

মানসিক অবসাদ!

হ্যারি বললো, ধ্যাৎ আজেবাজে কথা বলবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে নার্ভাস হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

রন রুদ্ধকণ্ঠে বললো, আমি একটা জঞ্জাল, অপদার্থ, ঘোড়ার ডিম। জীবনে কিছুই করতে পারলাম না।

হ্যারি ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, শক্ত হবার চেষ্টা করো, সেবার তোমার চমৎকার গোল বাঁচাবার দৃশ্যটা মনে করার চেষ্টা করো। জর্জ- ফ্রেড পর্যন্ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

রন দগ্ধ, ক্লান্ত মুখে হ্যারির দিকে তাকাল।

– ওটা একটা দুর্ঘটনা হিসেবে ধরে নাও, আমি ইচ্ছে করে করিনি; তোমরা সকলে অন্যদিকে তাকিয়েছিলে তখন আমার হাত থেকে ঝাড়ু পড়ে গিয়েছিলো, ওটাকে তুলে নেবার সময় আমার কিক্ কোয়াফিলেতে লেগে গিয়েছিল।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যারি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো– তাহলেও আমরা জিতেছি, তাই না?

হারমিওন আর জিনি ওদের বিপরীতে বসে ছিল। লাল-সোনালী স্কার্ফ গলায়, হাতে দস্তানা আর বুকে কৃত্রিম গোলাপ ফুল লাগিয়েছে।

রন ওর খাওয়া শেষ করে পরিত্যক্ত কাঁচের বাটির তলানি দুধের দিকে তাকিয়েছিলো। ভাবছে সেই দুধের মধ্যে ডুবে গেলে কেমন হয়!

হ্যারি বললো– সত্যি ও দারুণ নার্ভাস হয়ে রয়েছে।

হারমিওন বললো, নার্ভাস হওয়া ভাল, বিশেষ করে পরীক্ষার সময়। গুড সাইন, আমিতো দেখেছি তুমি নার্ভাস হলে পরীক্ষার খাতায় ঠিক ঠিক লেখ।

– হ্যালো! কানে এল অতিপরিচিত এক কণ্ঠস্বর, স্বরের মধ্যে ভাব বিহ্বলতা! হ্যারি দেখলো লুনা লাভগুড। র‍্যাভেন ক্ল গ্রুপ থেকে ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে, দেখলো অনেকেই লুনার দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছে। মাথায় ও একটা অদ্ভুত টুপি পরেছে বিরাট একটা সিংহের মাথার মতো। হ্যাটটা টেনে টুনে মাথায় এমনভাবে আটকিয়েছে যাতে খুলে না যায়।

লুনা বললো– আমি কিন্তু গ্রিফিন্ডরের সাপোর্টার। কথাটা বলে মাথার হ্যাটটায় আঙ্গুল লাগিয়ে বললো, এটা কেমন দেখতে? লুনা ওর ম্যাজিক ওয়ান্ডটা সিংহের মুখে ঠেকাতেই ওটা বিরাট মুখব্যাদন করে সিংহের মতো গর্জন করে উঠতেই আশপাশে যারা বসেছিলো তারা চমকে উঠলো। আমি এটার মুখে একটা সাপ রেখে স্লিদারিনদের বোঝাতাম, দুঃখ এই যে হাতে সময় ছিলো না। এনিওয়ে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক রোনাল্ড!

ও এরকম হেলতে দুলতে চলে গেলেও ওরা লুনার সিংহমুখী টুপির শক থেকে

তখনও উৎরোতে পারেনি। অ্যাঞ্জেলিনা একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। ওর পাশে কেটি আর অ্যালিসা। ম্যাডাম পমফ্রে ওর চোখের পলক টেনে টুনে স্বাভাবিক করে দিয়েছেন।

অ্যাঞ্জেলিনা বললো, ওরা মাঠে গেলে আমরাও সোজা মাঠে যাবো, দেখতে হবে পিচের অবস্থা।

হ্যারি ওকে আশ্বস্ত করে বললো, যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। রন এই মাত্র ব্রেকফাস্ট খতম করেছে।

দশ মিনিট অপেক্ষা করেও হ্যারি দেখলো রন কিছু মুখে তুলছে না। তাই ঠিক করলো ওকে ড্রেস চেঞ্জিং রুমে নিয়ে গেলে ভাল হবে। ওরা উঠছে ঠিক সেই সময়ে হারমিওন হ্যারির একটা হাত চেপে ধরে একধারে টেনে নিয়ে গেল।

ও হ্যারির কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললো, শোনো রন যেন স্লিদারিনদের ব্যাজ না দেখে।

হ্যারি ওর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকাতেই হারমিওন চোখ টিপল। রন ভ্যাগাগঙ্গারামের মতো হ্যারি ও হারমিওনের মুখের দিকে তাকাল।

হারমিওন বললো, গুডলাক রন, তোমাকেও হ্যারি। হারমিওন দু'জনের মুখে চুমু দিলো।

গ্রেট হল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রন একটু ধাতস্থ হল। হারমিওন ওর যে গালে চুম্বন করেছে সেখানে হাত ছোঁয়াল। ও যেন বর্তমানের বাস্তব অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারছে না। ও কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা চলল। হ্যারি যাবার সময় স্লিদারিন টেবিলের দিকে তাকালো, দেখলো ওদের বুকে আঁটা ক্রাউন শেপের তকমা (ব্যাজ) তাতে লেখা রয়েছে–

উইসলি আমাদের রাজা

এইসব আজেবাজে লিখে ওরা নিজেদের খেলো করছে। ও একরকম টানতে টানতে রনকে নিয়ে হল ছেড়ে বাইরে দাঁড়াল। বাইরে তখনও বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে চলেছে।

ওরা স্টেডিয়ামের দিকে চলল। পায়ের তলায় তুষার আবৃত ঘাসগুলো ওদের হাঁটার সময় নুয়ে পড়তে লাগল। একটু একটু করে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা বাতাস নেই। হ্যারি হালকা সূর্য কিরণের দিকে তাকাল। খেলার সময় ভাবলো সূর্যের কিরণ চোখে পড়বে না। ভিজিবিলিটি ভালই হবে। হ্যারি রনকে চাঙ্গা করার জন্য আবহাওয়া পরিবর্তনের কথা বললো। বললেও ও বুঝতে পারলো ওর অর্ধেক কথা রনের কানে যাচ্ছে না।

ঘরে ঢুকে দেখল খেলতে যাবার জন্য অ্যাঞ্জেলিনা প্রস্তুত। টিমের ছেলে-

মেয়েদের সঙ্গে রন কৌশল নিয়ে আলোচনা করছে। রন, অ্যালিসিয়া ওকে সাহায্য করার আগেই রোবস খুলে হ্যারির পাশে বসে অ্যাঞ্জেলিনার কথা শুনতে লাগল। প্রায় শান্ত ঘর একটু একটু করে করে কলরবে মুখরিত হল। দলে দলে ছেলে-মেয়েরা ক্যাসেল থেকে খেলা দেখতে আসছে।

– দাঁড়াও, আমি স্লিদারিনদের ফাইনাল লাইন আপ দেখে আসি। অ্যাঞ্জেনা হাতে একটা পার্চমেন্টের টুকরো নিয়ে বললো, গত বছরের বিটারস ডেরিক, এবার টিমে নেই, দেখছি মন্টাগু কিছু গেরিলা এনেছে। ক্র্যাব আর গোয়েলের খেলার ধারা আমি জানি, নতুনদের জানি না।

– আমরা জানি, রন-হ্যারি একসঙ্গে বলে উঠল।

অ্যাঞ্জেলিনা পকেটে পার্চমেন্টটা রেখে বললো, দেখেত ভাল মনে হয় না।

দু'একটা বিপক্ষ টিমের প্লেয়ারদের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার পর অ্যাঞ্জেলিনা ঘড়ি দেখে বললো, এসো মাঠে যাই। সকলকে গুডলাক।

টিমের ছেলেরা একটা লাইন করে খেলার মাঠে ঢুকলো। আকাশে তখন সূর্য উঠেছে, আবহাওয়া খুবই সুন্দর। সারা মাঠের দর্শক হর্ষধ্বনি করে উঠলো, হাততালি দিলো। মাঝে মাঝে শিসের শব্দ! স্লিদারিন টিম ওদের ক্যাপ্টেন মন্টেগুর সঙ্গে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে বুকে ওদের রূপালী ক্রাউন শেপের ব্যাজ। নতুন ক্যাপ্টেন মন্টেগুকে দেখে হ্যারির মনে হল যেন ডাডলি ডার্সলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সুয়োরের মত মোটা মোটা হাতে নতুন বিটার ব্যাট দোলাচ্ছে। ওর পেছনে রয়েছে ক্র্যাবে আর গোয়েলে। ম্যালফয় এককোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর সোনালী রঙ-এর চুলের ওপোর সূর্যের আলো এসে পড়েছে। ওর চোখ হ্যারির দিকে পড়তেই বোকা বোকা হেসে বুকের ব্যাজে হাত ছোঁয়াল।

– ক্যাপ্টেনস হ্যান্ড শেক করো, রেফারি ম্যাডাম হুচ বলতেই অ্যাঞ্জেলিনা আর মন্টেগু এগিয়ে এসে করমর্দন করল। হ্যারির মনে হলো বিরাট চেহারার মন্টেগু, অ্যাঞ্জেলিনার হাতের আঙুল চিড়ে চ্যাপটা করে দেবে। নাও এবার তোমরা সবাই যে যার ঝাড়ুতে বসে পড়ো, রেফরি ম্যাডাম হুচ বললো।

অ্যাঞ্জেলিনা রনের মুখের চেহারা দেখে হ্যারিকে চাপা গলায় বললো, রনকে ওদের দিকে তাকাতে মানা কর। বিশেষ করে ব্যাজের দিকে। হারমিওন রনের পিঠ চাপড়ে বললো, গুডলাক, লড়ে যাও।

যে গালে হারমিওন চুম্বন করেছিল সেখানে আবারও হাত ছোঁয়াল রন।

ওরা আকাশে উড়তে শুরু করলো।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল খুব জোরে জোরে বললেন, জোর্ডান কমেন্ট্রি শুরু করো।

জোর্ডান বলতে শুরু করলো, ওয়ারিংটন পাস দিয়েছে মন্টেগুকে, ক্র্যাবি ওকে

পেছন থেকে ধাক্কা মেরেছে, মন্টেগু কোয়াফিল ঠিক ধরে ফেলেছে। হ্যা কেটি বেল গ্রিফিল্ডরের, অ্যালিসিয়াকে পেছনদিকে পাস দিয়েছে।

হ্যারির কানে আসছে লিজোর্ডানের কণ্ঠস্বর। দর্শকদের চিৎকার, হুইসেলের শব্দ, বুম বুম শব্দ, শিস আর গান।

ওয়ারিংটন ব্লাজারকে এড়িয়ে ছুটেছে, অ্যালিস ওখানে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে, ওরা সবাই্‌ কি গান করছে?

লি গান শোনার জন্য সামান্য সময় ধারাবিবরণী বন্ধ করল। স্লিদারিনরা স্ট্যান্ডে বসে গান করছে

উইসলি কিছু পারে না
বল নিয়ে এগোয় না
তাই স্লিদারিনরা গায় গান
উইসলি আমাদের রাজা।

উইসলি জন্মেছে একটা বিনে
তাই- কোয়াফিল ফেলে গুণে গুণে
উইসলি আমাদের জেতাবে
উইসলি আমাদের রাজা।

গান বন্ধ করে আবার ধারাবিবরণী শুরু হল

– হ্যাঁ অ্যালিসা, অ্যাঞ্জেলিনাকে পাস দিয়েছে, লি চিৎকার করে মাইকের কাছে মুখ এনে বললো। লি স্লিদারিনদের গান শুনেছে।

অ্যাঞ্জেলিনা... অ্যাঞ্জেলিনা এগিয়ে এসো। ওহ্‌ ও বল মেরেছে, আহাহা পারলো না। পারলো না।

দর্শকদের গান লির ধারা বিবরণী রুখে দিলো

রাজা আমাদের উইসলি
রাজা আমাদের উইসলি
কোয়াফিল ধরে ফেলেও ঠিক
উইসলি আমাদের রাজা।

ওয়ারিংটন কোয়াফিল ধরেছে, গোলের দিকে ছুটছে

ও ব্লাজের থেকে অনেক দূরে, একেবারে কীপারের সামনে ও।

স্লিদারিন স্ট্যান্ড থেকে গান ভেসে এলো
উইসলি একটি ষাঁড়ের গোবর
পারে না কিছু
মাথায় ওর... ঘিচু।'

– ওহো, হো হো স্লিদারিন গোল দিয়েছে! দর্শকদের পাগলের মতো চিৎকার, হাততালি, শিসের শব্দে তলিয়ে যায় লির গলা।

স্লিদারিনরা আরো উচ্চস্বরে গাইছে
উইসলি জন্মেছে একটা বিনে
তাই কোয়াফিল ফেলে গুণে গুণে

ও হো হো, দারুণ হৈ চৈ চিৎকার, জোর্ডান গম্ভীর কাঁপা কাঁপা উত্তেজিত স্বরে বললো   গ্রিফিন্ডর জিতে গেছে।

একই রকম গান গেয়ে চলেছে স্লিদারিনরা।

হ্যারি ভাগ্যবশত খেলার মাঠ থেকে স্নিচটা ধরার জন্য ডাইভ দিয়ে পাঁচ-ছ'মিনিট উঁচুতে ছিলো– ঠিক সেই সময় ওর পিঠে কে যেন ব্যাট দিয়ে আঘাত করতেই ও দড়াম করে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে ঝাড়ুটা ছিটকে পড়লো। অতর্কিত আক্রমণে ও হকচকিয়ে গেল, শুনতে পেল ম্যাডাম হুচের তীব্র হুইসিল। শুধু তাই নয় স্টেডিয়াম থেকে দর্শকদের ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দে ধিক্কার, তীব্র স্বরে চিৎকার, ধুপধাপ শব্দ, তারপর অ্যাঞ্জেলিনার ভয়ার্ত গলা, তুমি ঠিক আছো তো?

হ্যারি ম্যাডাম হুচের একটা হাত ধরে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হ্যাঁ ম্যাডাম ঠিক আছি।

ম্যাডাম হুচ উপরে তাকিয়ে ধরবার চেষ্টা করলেন স্লিদারিনের কোন্ ছেলেটা অন্যায়ভাবে হ্যারিকে পিঠে ব্যাট দিয়ে মারলো।

অ্যাঞ্জেলিনা রাগত স্বরে বললো– ওই ক্র্যাবি মেরেছে। পাজিটা যেই তোমাকে স্নিচটা ধরতে দেখেছে ও ফট করে তোমাকে জোরে মারলো, যাকগে হ্যারি, আমরা জিতেছি, জিতেছি, জিতেছি।

হ্যারির পেছন থেকে কে যেন বিদ্রূপ করল। হ্যারি স্নিচটা হাতে শক্ত করে ধরে পিছন দিকে তাকালো, দেখলো ড্র্যাকো ম্যালফয়! ওর চোখ মুখ রাগে ফেটে পড়ছে, বিশ্রী মুখ ভঙ্গি করে দড়িয়ে রয়েছে।

– খুব ভাল, উইসলির ঘাড় ভাঙেনি, তুমি বাঁচিয়েছ, ও হ্যারিকে চিবিয়ে

চিবিয়ে বললো। ওইরকম কীপার কোথা থেকে জোটালে হে? আমি তো জীবনে দেখিনি ওইরকম অপদার্থ কীপার। কিন্তু হায়! ওর জন্য যে ডাস্টবিনে, আমাদের লেখা গান তোমার মনের মতো হয়েছে পটার?

হ্যারি দেখলো এক এক করে ওদের দলের প্লেয়াররা মাঠে নামছে। নামেনি শুধু রন! গোলপোস্টের নিচে নেমে ধীরে ধীরে ওকে চেঞ্জিং রুমের দিকে যেতে দেখল। একাই যাচ্ছে।

কেটি, আর অ্যালেসিয়া হ্যারিকে জড়িয়ে ধরলে পেছন থেকে ম্যালফয় হেসে বললো, ওর মোটা, কুৎসিতের জন্য ছড়া লিখতে পারিনি, ওর মাকে নিয়ে লিখেছি, শুনবে?

ম্যালফয়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেলিনা বললো, সমঝে কথা বলবে।

– ওর বাবাকে নিয়েও লেখা হয়নি।

ফ্রেড আর জর্জ অদূরে হ্যারির সঙ্গে কথা বলছিলো। কথাটা ওদের কানে যেতেই ওরা ম্যালফয়ের দিকে তাকালো।

অ্যাঞ্জেলিনা, ফ্রেডের একটা হাত চেপে ধরে বললো, থাকগে যেতে দাও। হেরে গিয়ে উল্টোপাল্টা বকছে, আঙ্গুর ফল টক।

– পটার উইসলিরা তো তোমার খুব বন্ধু, পছন্দও কর তুমি তাদের? ম্যালফয় বললো, ওদের ওখানে ছুটির সময়ে থাকো, বেশ মজাসে থাকো তাই না? মাগলদের পচা গন্ধ নাকে লাগে না?

ফ্রেডকে ধরে রাখতে পারে না কেটি, অ্যালিসিয়া, অ্যাঞ্জেলিনা। হ্যারি অবশ্য জর্জকে ধরে রেখেছে। ম্যালফয় তখনও বিশ্রীভাবে হাসছে।

হ্যারি ম্যাডাম হুচের দিকে তাকাল, উনি তখন ক্র্যাবকে ওর বেআইনী ব্লাজার আক্রমণের জন্য ধমকাচ্ছেন।

জর্জ এগিয়ে গিয়ে ম্যালফয়ের পেটে একটার পর একটা প্রচণ্ডভাবে ঘুষি মারতে লাগল।

– হ্যারি! জর্জ! ওকে মেরো না, না না।

প্রচণ্ড মার খেয়ে ম্যালফয় কাতরাতে কাতরাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে জাদুদণ্ড দিয়ে ইমপেডিমেন্ট জিঙ্কস প্রয়োগ করেছে। ম্যাডাম হুচ ক্রমাগত হুইসিল বাজিয়ে যাচ্ছেন। ম্যালফয়ের নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে, চোখ-নাক-মুখ ফুলে গেছে জর্জের মারের চোটে। ম্যাডাম হুচ বললেন– তোমরা খুব অন্যায় কাজ করেছ। তোমরা দু'জনেই ক্যাসেলে চলে যাও, সোজা তোমাদের হেডের অফিসে! যাও, এক সেকেন্ড দেরি করবে না।

জর্জ আর হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে খেলার মাঠ ছেড়ে কোনও কথা না বলে চলে

গেল। এনট্রেন্স হল পর্যন্ত গিয়ে আর ওরা গান শুনতে পেলো না। জর্জের হাতে, হাঁটুতে দারুণ ব্যথা, হাতে রয়েছে অর্ধ ভগ্ন স্নিচের ডানা। ও যেন হ্যারির আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

ওরা ম্যাকগোনাগলের অফিসের দরজার কাছে পৌছবার আগেই পিছন ফিরে দেখলো প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হন্তদন্ত হয়ে করিডোর দিয়ে আসছেন। ম্যাকগোনাগল গ্রিফিন্ডার হাউজের স্কার্ফটা গলা থেকে কম্পিত হাতে খুলতে খুলতে ওদের দু'জনের মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন। দারুণ রেগে গিয়ে বললেন– ভেতরে যাও। হ্যারি আর জর্জ ঘরের ভেতর গেল। ম্যাকগোনাগল তার টেবিলের পেছনে চলে গিয়ে ওদের দিকে তাকালেন। রাগে কাঁপতে কাঁপতে গলা থেকে স্কার্ফটা টেনে খুলে মেঝেতে ফেলে দিলেন।

– হ্যাঁ? ম্যাকগোনাগল বললেন– আমি জীবনে দু'জনে মিলে একজনকে মারার জঘন্য কাণ্ড আজ পর্যন্তদেখিনি। বলো, জবাব দাও কেন এমন জঘন্য কাজ করেছ?

হ্যারি বললো, ম্যালফয় আমাদের খারাপ কথা বলেছিল।

– তোমাদের খারাপ কথা বলেছিলো? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভীষণ জোরে বললেন। ডেস্কের ওপোর একটা চাপড় দিলেন। ডেস্কের ওপোর রাখা চৌকো ফুলকাটা বাক্সটা মেঝেতে পড়ে তার মধ্যে থেকে আদার শুকনো টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়লো। হ্যাঁ, ওদের দল অবশ্য হেরে গেছে, তাই তোমাদের প্রোভোক করতে চেয়েছিলো। কিন্তু তোমরা দু'জনে মিলে ওকে ওইরকমভাবে মারলে কেন?

জর্জ বললো, ও আমার মা-বাবা তুলে কথা বলেছে। হ্যারির মাকেও।

– খুব ভাল! তা তোমরা ম্যাডাম হুচের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে না দিয়ে মারামারি করলে কেন? মাগলরা ওইরকম করে সেটা জানো? তোমাদের অসভ্যতার...! কতোদূর অন্যায় করেছো জানো?

ছি! ছি! হেম হেম।

কথাটা শুনে হ্যারি আর জর্জ পিছন ফিরে তাকাল। দেখল ডোলোরেস আমব্রিজ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ব্যাঙের মত ফুলো ফুলো শরীরে সবুজ টুইডের কোট তাকে আরও মোটা দেখাচ্ছে। বিশ্রীভাবে হাসছেন, হাসির মধ্যে দূরভিসন্ধির ছাপ! হ্যারি বুঝতে পারল তার কপালে অশেষ দূর্গতি আগত।

– আমি কি আপনার কোনও সাহায্যে আসতে পারি প্রফেসর ম্যাকগোনাগল? আমব্রিজ তার অতিখ্যাত বিস্ময় হাসিতে বললেন।

ম্যাকগোনাগলের মুখ লাল হয়ে গেল।

– সাহায্য? ম্যাকগোনাগল বললেন, সাহায্য বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন?

প্রফেসর ঠিক সেইরকম বদখতভাবে হাসতে হাসতে ম্যাকগোনাগলের ঘরে

ধীর পদক্ষেপে ঢুকলেন।

– ভাবলাম আপনি হয়তো আমার সাহায্য পেলে খুশি হবেন।

হ্যারি দেখল আমব্রিজের নাকের চুলগুলো বেরিয়ে এসে যেন নাচছে।

ম্যাকগোনাগল আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে সংযত স্বরে বললেন, খুব সম্ভব আপনি ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারেননি। ও হ্যাঁ, তোমরা ভাল করে শোনো। ম্যালফয় তোমাদের কতোটা উস্কে দিয়েছিলো আমি সম্যক জানি না। তোমাদের পরিবারের প্রত্যেকের প্রতি কটাক্ষ, অপমান সূচক মন্তব্যের ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যাথা নেই; কিন্তু তোমাদের অমার্জিত আচরণ আমার কাছে খুবই খারাপ লেগেছে। তাই এই অপরাধের জন্য আমি তোমাদের এক সপ্তাহ ডিটেনশনের শাস্তি দিলাম। পটার, তুমি ওইরকমভাবে আমার দিকে তাকাবে না। তোমার বর্বরোচিত অপরাধের জন্য এই শাস্তি প্রাপ্য এরপর যদি আর কখনও...।

হেম হেম।

প্রফেসর শাস্তির কথা বলে তার দুচোখ বন্ধ করলেন। যেনো ঈশ্বরকে ওদের ক্ষমা করতে প্রার্থনা করছেন। তারপর ধীরে ধীরে চোখ খুলে আমব্রিজের দিকে তাকালেন, কিছু বলবেন প্রফেসর আমব্রিজ?

আমব্রিজ গলা খাঁকাড়ি দিয়ে বলে– আমার কিন্তু মনে হয় ওদের শাস্তি আপনি অপরাধের তুলনায় কমই দিলেন। আরও কঠিন শাস্তি ওদের প্রাপ্য, আমব্রিজের মুখে নোংরা হাসি!

– ডোলোরেস আমার মনে হয় ওদের আমি যথোচিত শাস্তি দিয়েছি। ওরা দু'জনেই আমার হাউজের। হাউজের হেড হিসেবে আমি ওদের শাস্তি দেবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

– ওয়েল মিনার্ভা, আপনি গ্রিফিন্ডর হাউসের হেড সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমার কথাটা শুনুন, সেটা মোটেই হালকাভাবে নেবেন না, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কথাটা বলে আমব্রিজ তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে হাঁতড়াতে লাগলেন। আহ কর্নেলিয়স ফাজের চিঠিটা কোথায় রাখলাম! এখানে আসার আগে তো ইস্যু করলেন! ও হা এইতো পেয়েছি। আমব্রিজ একটা অফিসিয়াল পার্চমেন্ট বার করলেন।

পড়বার আগে গলা খাকাড়ি দিলেন।

– হেম হেম, এডুকেশনাল ডিক্রি নং পঁচিশ।

– আরও একটি? ম্যাকগোনাগল রাগে ফেটে পড়ে বললেন।

আমব্রিজের হাতে কাগজ, মুখে অমায়িক খচ্চরের হাসি!

– আসলে মিনার্ভা, আপনি চব্বিশ নং ডিক্রি অ্যামেন্ড করতে প্রকারন্তরে বাধ্য করেছেন। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, গ্রিফিন্ডরদের নতুন কিডিচ টিম গঠনের

অনুমতি না দেওয়ার ব্যাপারে আপনি অহেতুক আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছিলেন, শুধু তাই নয়– ডাম্বলডোরকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছিলেন। যাইহোক আপনার ব্যবহার আমার আদতেই ভাল লাগেনি, তাই সমগ্র ব্যাপারটা বাধ্য হয়ে মাননীয় মন্ত্রীর গোচরে এনেছিলাম। তিনি এই চিঠিতে বলেছেন, 'নতুন আইন অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের কি সুবিধে দেওয়া যাবে বা যাবে না তা সবই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্তকারীর এক্তিয়ারভুক্ত।' তাহলে বুঝতে পারছেন মিনার্ভা, আমি গ্রিফিন্ডরদের টিম গঠনের অনুমোদন না দিতে চেয়ে কোনও অপরাধ করিনি। মাননীয় মন্ত্রী আরও কি লিখেছেন শুনুন। লিখেছেন, এরপর থেকে শিক্ষকদের কোনোরূপ প্রদত্ত শাস্তি, অনুমোদন ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কোনোরূপ প্রিভিলেজ তুলে নেবার ব্যাপারে তদন্তকারীর পূর্ণ স্বাধীনতা আছে বা থাকবে। দস্তখত করেছেন কর্নেলিয়স ফাজ, ম্যাজিক মন্ত্রী অর্ডার মারলিন ফার্স্ট ক্লাস ইত্যাদি ইত্যাদি।

পড়া শেষ হলে আমব্রিজ পার্চমেন্টটা ভাজ করে হ্যান্ড ব্যাগে রেখেদিলেন। মুখে তখনও সেই অমায়িক হাসি।

– তো এদের দু'জনকে চিরতরে কিডিচ খেলা থেকে নির্বাসন দিতে হয় কি না বলুন মিনার্ভা? আমব্রিজ বললেন। তারপর মিটি মিটি হেসে হ্যারি আর জর্জের মুখের দিকে তাকালেন। হ্যারির হাতের স্নিচটা বেসামাল হয়ে উঠলো।

– আমাদের আর খেলতে দেবেন না? হ্যারি বললো, চিরকালের জন্য! ওর গলার স্বর কেপ কেঁপে উঠল।

– আমার মনে হয় অগত্যা মি. পটার সারাজীবনের জন্য ব্যান, বিশেষ কার্যকরী হবে। আমব্রিজের হাসি যেন থামতে চায় না– শুনুন মিনার্ভা এই দুই দুষ্টুছেলের অপরাধের মাত্রা বেশি বলেই শাস্তির মাত্রা বেশি। সাতদিন ডিটেনসন থাকা মনে হয় খুবই লঘু, এরা দু'জন ছাড়া আপনার গ্রিফিন্ডর টিমের অন্য ছেলেরা অবশ্যই খেলতে পারবে। আমি কিন্তু একটুও অযৌক্তিক কথা বলছি না। আসলে অন্য ছেলেমেয়েরা তো এদের মতো মারাত্মক রকমের হিংসাত্মক কিছু করেনি।

– যাকগে এবার চলি।

আমব্রিজ ঘর ছেড়ে অত্যান্ত খুশি মনে চলে গেলেন।

* * *

'নিষিদ্ধ' তোমাদের আর খেলতে দেওয়া হবে না? সন্ধ্যাবেলা হতাশ হয়ে কমনরুমে অ্যাঞ্জেলিনা বললো, সীকার নয়, বিটারস নয় তাহলে...?

অ্যালিসা বললো– অত্যান্ত অন্যায়, ব্লাজার দিয়ে হ্যারিকে পিঠে মেরেও ছাড়া পেয়ে গেল?

জিনি, হারমিওন বেজায় চটেছে। ফ্রেড কিছু করেনি তাও ওকে শাস্তি দিয়েছেন আমব্রিজ।

হারমিওন রাগের চোটে বার বার ওর হাঁটুতে চাপড় দিতে লাগল।

ফ্রেড বললো, আমি তো কোনও দোষ করিনি! তোমরা তিনজন যদি আমাকে ধরে না রাখতে তাহলে ম্যালফয়ের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতাম।

হ্যারির অসম্ভব মন খারাপ। ভাবতেই পারছে না ও আর এই স্কুল জীবনে কিডিচ ম্যাচ খেলতে পারবে না। ও কারও দিকে না তাকিয়ে অন্ধকার জানালার দিকে তাকিয়ে রইল। হাত থেকে স্নিচটা সরে গিয়ে সারা ঘরে বোঁ বোঁ শব্দ করে উড়ছে। বাইরে অবিশ্রান্ত তুষারপাত হয়ে চলেছে। ক্রুকশ্যাংক স্নিচটাকে ধরবার জন্য দাপাদাপি করতে লাগল ঘরে।

– আমি শুতে চললাম, অ্যাঞ্জেলিনা ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে বললো।

– হতে পারে ভাল করে ঘুমোতে পারবো না, দুঃস্বপ্ন দেখবো, হতে পারে সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে মনে হবে আমাদের খেলা হয়নি।

অ্যালিসা, কেটি ও অ্যাঞ্জেলিনার সঙ্গে কমনরুম ছেড়ে ঘুমোতে চলে গেল। ওরা চলে যাবার পর ফ্রেড-জর্জও চলে গেল। জিনিও বেশিক্ষণ বসে রইলো না। শুধু হ্যারি আর হারমিওন আগুনের ধারে চুপ করে বসে রইল।

– রনকে দেখতে পাচ্ছি না, হারমিওন খুব চাপা গলায় বললো।

হ্যারি শুধু মাথা নাড়লো।

– মনে হয় ও আমাদের বসতে দিতে চাইছে না, হারমিওন বললো, কোথায় গেছে মনে হয়?

ঠিক সেই সময়ে ফ্যাট লেডি দরজা খুলতেই রন ঘরে ঢুকল। রন প্রোট্রেটের হোল দিয়ে ঘরে ঢুকেছে। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সারা শরীরে, মাথায় স্নো ভরে গেছে। হ্যারি আর হারমিওনকে দেখে ও ধপাস করে বসে পড়ল।

হারমিওন ওর দিকে তাকিয়ে বললো, আরে তুমি কোথায় ছিলে? আমরা ভেবে অস্থির।

– ঘুরছিলাম, রন বললো। ও তখনও কিডিচের জার্সি পরে রয়েছে।

– তুমি তো দেখছি ঠাণ্ডায় জমে গেছ। এসো আগুনের ধারে বসো, হারমিওন ওকে ডাকলো।

রন হ্যারির দিকে না তাকিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আগুনের সামনে বসে পড়ল।

চুরি করে আনা স্নিচটা ওদের মাথার ওপোরে বোঁ বোঁ শব্দ করে তখনও উড়ছে।

রন নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি দুঃখিত।

হ্যারি বললো, কিসের জন্য?

– ভেবেছিলাম কিডিচ খেলতে পারি। রন বললো, কাল আমার প্রথম কাজ হবে টিম থেকে পদত্যাগ।

– তুমি যদি ছেড়ে দাও তাহলে টিমে মাত্র তিনজন বাঁচবে। রন ওর দিকে বোকার মতো তাকালে হ্যারি বললো, আমাকে আর ফ্রেড জর্জকে লাইফ টাইম ব্যান করেছেন প্রফেসর আমব্রিজ।

রন ভাঙা ভাঙা গলায় বললো– কী বললে? আবার বল।

হারমিওন রনকে ঘটনার আগাগোড়া সব বললো। রনের আর ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে মন চাইছিলো না। সব কথা শুনে রন আরও বিমর্ষ, হতাশ হয়ে গেল।

– সবই আমার দোষ।

হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, বাজে কথা বলবে না রন, তুমি কী আমায় ঘুসি মেরেছিলে?

– আমার কিডিচ খেলা যদি অতো খারাপ না হতো।

– খেলার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই।

– ওদের সেই গান আমাকে...।

– তোমাকে শুধু নয়, আমাদের সবাইকে আঘাত করেছে।

হারমিওন সহসা আগুনের কাছ থেকে উঠে অন্ধকার জানালার কাছে দাঁড়ালো। ও তর্ক-বিতর্কের মধ্যে থাকতে চায় না। হ্যারি জোর গলায় বললো, অযথা নিজের গায়ে দোষ চাপাবে না রন।

রন কোনও কথা না বলে ওর রোবের ভিজে অংশের দিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তাকিয়ে রইল। বেশ খানিকটা সময় নীরব থেকে বিড় বিড় করে বললো, এটা আমার জীবনে সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা।

হ্যারি তিক্ত স্বরে বললো, ক্লাবে যোগ দাও। ছাড়বে না।

হারমিওন জানালার দিকে পেছন করে হ্যারি আর রনের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি একটা জিনিস জানি, শুনলে তোমাদের দু'জনেরই হতাশা কেটে যাবে।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো, হ্যারি বললো।

– জানো? হ্যাগ্রিড ফিরে এসেছেন।

বিংশ অধ্যায়

হ্যাগ্রিডস টেল

হারমিওনের মুখে খবরটা শুনে হ্যারি লাফিয়ে উঠে এক মিনিটও দেরি না করে রনের সঙ্গে ডরমেটরিতে গিয়ে অদৃশ্য হবার ক্লোক আর ট্রাঙ্ক থেকে 'মরউডারস মানচিত্র' নিয়ে হ্যাগ্রিডের কটেজে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। হারমিওন তখনও মেয়েদের ডবমেটরি থেকে আসেনি। এলো পাঁচ মিনিট পরে। হারমিওন গলায় পরেছে স্কার্ফ, হাতে মোটা দস্তানা, মাথায় নিজের হাতে বোনা মোটা পশমের এলফদের হ্যাট!

রন ওর বেশভূষা দেখে জিবে শব্দ করলে হারমিওন বললো, বুঝলে বাইরে খুব ঠাণ্ডা, হালকা পোশাকে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।

ওরা পোর্ট্রেট হোল দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হবার ক্লোক তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে দেখা করতে চললো। রন হঠাৎ খুব লম্বা হয়ে গেছে, ক্লোকটা পরেও পা ঢাকে না, তাই সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটতে লাগল। বাইরে বেরুতে গেলে অনেক সিঁড়ি অতিক্রম করতে হয়, তাছাড়া ফিলচ্ অথবা মিসেস নরিসের চোখ তো এড়াতে হবেই। হ্যারি তাই মানচিত্রটা নিয়ে দেখতে লাগল ফিলচ এবং নরিস কোথায় আছে। ভাগ্য ভালো ওরা নেই; কিন্তু হেডলেস নিক? ওরা দেখলো নিক আপন মনে ঘুরপাক খাচ্ছে আর 'উইসলি আমাদের রাজা' গানটা গুনগুন করে গাইছে। ওরা খুব সাবধানে এনট্রেনস হল দিয়ে বাইরের মাঠে এসে দাঁড়ালো। চতুর্দিক নিস্তব্ধ শুধু নয়, সমস্ত মাঠ বরফে ঢেকে গেছে। হ্যারি দূর থেকে দেখতে পেলো হ্যাগ্রিডের কটেজের জানালা দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছে, চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। হ্যারি বলতে গেলে দৌড়াতে লাগলো, পেছনে হাঁফাতে হাঁফাতে ওকে ফলো করতে লাগলো হারমিওন আর রন! ঘন তুষারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা হ্যাগ্রিডের কটেজের কাঠের দরজার সামনে দাঁড়াল। হ্যারি

নিয়মমাফিক দরজায় তিনবার নক করতেই অন্দর থেকে একটা কুকুর ভীষণ শব্দ করে ডাকতে লাগল।

হ্যারি দরজার চাবির ছিদ্রতে মুখ লাগিয়ে বললো, হ্যাগ্রিড আমরা এসেছি।

হ্যাগ্রিডের বিরক্তিসূচক গলা শুনতে পেলো, কে আবার এলো। ওরা হ্যাগ্রিডের রাগ রাগ গলা শুনে থতমত খেয়ে গেলো। বুঝতে পারলো না হ্যাগ্রিডের রাগের কারণ। মাত্র তিন সেকেন্ড হয়নি এসেছি। ফ্যাংগ.. ভাগো বলছি... কুকুরটি বলতে লাগলো।

হ্যাগ্রিডের কর্কশ কণ্ঠস্বরে ওরা একটু আশ্চর্য হলো, দরজার বোল্ট সরানোর শব্দের পরই দরজা ঈষৎ ফাঁক হতে হ্যাগ্রিডের মুখ দেখতে পেল।

– আরে তোমরা? ক্লোক পরে এসেছো? এসো এসো ভেতরে এসো। হারমিওন ক্লোক খুলতে খুলতে বললো– আমরা দুঃখিত হ্যাগ্রিড। এমনিভাবে আসতেই হলো।

হ্যাগ্রিড বললেন, আরে কিছু না, কিছু না। দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

হ্যাগ্রিডের চেহারা দেখে ওরা ভয় পেয়ে গেল। মাথার চুলে জমাট রক্ত। বাঁচোখে আঘাত লেগে এতো ফুলে উঠেছে যে, চোখে দেখা যাচ্ছে না। হাতে, মুখে অনেক কাটা দাগ। কোনও কোনও কাটা থেকে রক্ত পড়তে দেখে বুঝতে পারলো ওরা আসবার সামান্য আগে হ্যাগ্রিড বাড়ি ফিরেছেন। চেয়ারের ওপোর রয়েছে ট্রাভেলিং ক্লোক, তার পাশেই একটা হ্যাভার্যাক, যার মধ্যে দু'একটা ছোট ছোট বাচ্চাদের বহন করা যায়। হ্যাগ্রিড খুবই লম্বা- চওড়া, সাধারণ মানুষদের চাইতে দু'গুণ বেশি।

হ্যাগ্রিড খোঁড়াতে খোঁড়াতে বড় দেখে একটা তামার কেটলি উনুনে রাখলেন।

– কী হয়েছে, আপনার এমন অবস্থা কেন? হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

– হ্যাগ্রিড বললেন, বলছি, এমন কিছু না, চা চলবে?

– থাক। আপনি একটু সুস্থ হোন, রন বললো।

– কিছু না, কিছু না, হ্যাগ্রিড সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন।

– আপনার মুখের বদলে যদি একপাউন্ড কিমা থাকতো, তাহলেও বলতেন কিছু হয়নি, রন বললো।

– যেতে দাও। তোমাদের দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে।

হারমিওন বললো– আপনার এখন ম্যাডাম পমফ্রের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে হ্যাগ্রিড। দু'একটা জায়গায় বড় বেশি কেটে গেছে।

– আমি দেখছি কি করতে পারি, ঠিক আছে? হ্যাগ্রিড একগুঁয়ের মতো বললেন।

হ্যাগ্রিড ঘরের মধ্যখানে রাখা প্রকাণ্ড টেবিলের ওপোর থেকে একটা চায়ের

তোয়ালে নিলেন। তার গলায় ছিল একটা লাল- সবুজ আভাযুক্ত মাংসের টুকরো যা একটা গাড়ির টায়ারের চেয়ে সামান্য বড়।

রন মাংসের টুকরাটা দেখে বললো, আশাকরি ওটা খাবেন না, হ্যাগ্রিড? দেখে মনে হয় বিষাক্ত!

– দেখে তোমাদের তাই মনে হচ্ছে। আসলে এটা ড্রাগনের মাংস, হ্যাগ্রিড বললেন, ভয় নেই এটা আমি খাবো না। কথাটা বলে হ্যাগ্রিড ড্রাগনের মাংসের টুকরোটা বাঁ গালের ক্ষতের ওপর চেপে রাখলেন। হ্যাগ্রিডের আরাম লাগছে তেমন একটা মুখে শব্দ করলেন, এটাতে সেরে যাবে। ম্যাডাম পমফ্রের কাছে যাবার দরকার হবে না। ড্রাগনের মাংস শ্রেষ্ঠ ওষুধ।

– তো আপনি এতোদিন কোথায় ছিলেন, আপনার কি হয়েছিলো বলুন, হ্যারি বললো।

– বলা যাবে না হ্যারি, অতি গোপনীয়, বললে আমার চাকরি যাবে।

– তোমাকে কী দানবরা মারধোর করেছে হ্যাগ্রিড? হারমিওন সুমধুর কণ্ঠে জানতে চাইলো।

হ্যাগ্রিড যে হাত দিয়ে ড্রাগনের মাংসটা মুখে চেপে রেখেছিলেন সেটা সামান্য কেঁপে উঠতেই মাংস খণ্ডটা বুকের ওপর পড়ে গেল।

– দানব? মাংস খণ্ডটা ওর প্যান্টের বেল্টের কাছে পড়বার আগেই হ্যাগ্রিড ওটা ধরে ফেলে গালের ক্ষততে চেপে ধরলেন। তোমাকে দানবের কথা কে বলেছে? কারা এসব কথা বলছে?

– আমরা অনুমান করেছি, হারমিওন লজ্জিত হয়ে বললো।

চোখের যে অংশটা ড্রাগনের মাংস দিয়ে ঢাকা নেই, সেই চোখে তীব্রভাবে হারমিওনকে দেখতে দেখতে বললেন, ওহ তোমার ধারণা? অনুমান?

– আমাদের মনে হয়েছিলো, ভুল তো হতে পারে কথাটা হ্যারি বলতে রনও সেই কাথায় সায় দিলো।

হ্যাগ্রিড ওদের দিকে তাকালেন, তারপর নাকে শব্দ করে মাংস খণ্ডটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উনুনের কাছে গেলেন। উনুনে জল চাপানো কেটলিতে সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল ফুটন্ত জলের।

হ্যাগ্রিড ওর বালতির মতো তিনটে মগে গরম জল ঢালতে ঢালতে বললেন, তোমরা ছেলে মানুষ, সব কথা জানার দরকার নেই। একে বলে অনধিকার চর্চা।

কথা বলার সময় হ্যাগ্রিডের দাড়ি কুঁকড়ে গেল।

– আপনি দানবের খোঁজে গিয়েছিলেন? হ্যারি বললো।

হ্যাগ্রিড বড় বড় মগে তিনটে চা বানিয়ে ওদের দিয়ে আবার মাংস খণ্ডটা গালে চেপে ধরলেন।

– হ্যাঁ ঠিক ধরেছো। হ্যাঁ যেতে হয়েছিলো।

– ওদের ধরতে পেরেছেন? হারমিওন চাপা গলায় বললো।

– হ্যাঁ, সত্যি কথা বলতে কি ওদের খুঁজে বার করা খুব শক্ত ব্যাপার নয়, হ্যাগ্রিড বললেন, ওরা বেশ লম্বা।

– ওরা কোথায় থাকে, রন বললো।

– পাহাড়ে-পর্বতে, হ্যাগ্রিড সংক্ষেপে বললেন।

– তো মাগলরা নয় কেন?

– ওরাও থাকে, হ্যাগ্রিড বললেন। মরে গেলে ওদের পাহাড়ে কবর দেয়।

হ্যাগ্রিড ড্রাগনের মাংসের একটা টুকরো এবং ডাব হাতে নিলো যাতে সবচাইতে বড় কাটা জায়গাটা ভালভাবে চাপা পড়ে।

– হ্যাগ্রিড, বলুন পাহাড়ে কেন গিয়েছিলেন? রন বললো, দানবরা আপনাকে কেমন করে আক্রমণ করল। হ্যারি ডিমেনটরদের আক্রমণের কথা আপনাকে বলতে পারে।

হ্যাগ্রিড বললো– তুমি কি বলতে চাইছো ডিমেনটররা তোমাকে আক্রমণ করেছিল?

হারমিওন অবনত চোখে বললো, আপনি জানতেন না?

– আমি এখান থেকে চলে যাবার পর কি ঘটেছিলো তা তো জানি না। আমি অতি গোপনীয় একটা কাজে গিয়েছিলাম। আমি যেখানে গেছি পিছু পিছু তোমাদের প্যাঁচা, সেখানে গেছে, কিন্তু আমি চাইনি। আমার মনে হয় আপনি একটুও সিরিয়াস নন।

– হ্যাঁ খুবই সিরিয়াস। ওরা লিটল হুইংগিং দিয়ে আমাকে আর আমার কাজিনকে আক্রমণ করেছিলো, তারপর মিনিস্ট্রি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

– কী বললেন?

– আমাকে মিনিস্ট্রির আদালতে যেতে হয়েছিল, সেসব কথা থাক।

– আপনাকে ছাঁটাই করা হয়েছে?

– গরমের ছুটি কেমনভাবে কাটালে বল তোমরা। শোনার পর আমার কথা তোমাদের বলব। হ্যাগ্রিড ওদের দিকে তাকালেন মেঝেতে মাংসের টুকরো পড়ে গিয়েছিলো– ফ্যাংগ ওটা মুখে দিয়েছিল। হ্যাগ্রিড মাংসের টুকরোটা ওর মুখ থেকে টেনে নিলেন।

– হ্যাগ্রিড ওই মাংসটা আর গালে লাগাবেন না, ওটা নোংরা হয়ে গেছে।

হ্যাগ্রিড আরও এক কাপ চা খেতে খেতে বললেন, আমরা অনেক ঘুরে বেড়ালাম। গরমের ছুটি শেষ হতে ফিরে এলাম।

– ম্যাডাম ম্যাক্সিম আপনার সঙ্গে গিয়েছিলেন? হারমিওন বললো।

– ম্যাডাম ম্যাক্সিম সৎ ও সাহসী মহিলা। আমার সঙ্গে ডাম্বলডোরের আদেশে পাহাড়ে- জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তোমরা হয়তো জানো না অলিম্পিয়া অতি ভদ্র ও সাহসী মহিলা।

– আপনি জানতেন কোথায় দানবেরা থাকে, হ্যারি বললো?

– আমি ঠিক জানতাম না, ডাম্বলডোর সব বলে দিয়েছিলেন।

ওরা সব গোপন ডেরায় লুকিয়ে থাকে? রন বললো।

হ্যাগ্রিড গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমরা হয়ত জানো না, ম্যাজিক মিনিস্ট্রি ডাম্বলডোর আর আমার ওপর নজর রেখে চলেছে।

– কী বলছেন হ্যাগ্রিড?

হ্যারি অনেক গোপন কথা জানে যা রন জানে না। ও হ্যাগ্রিডের এক মাসের ঘটনা শুনতে দারুণ উৎসুক। রনের কৌতূহল হ্যাগ্রিডকে বাধা দিচ্ছে হ্যারির মনে হল।

– তো আপনি ম্যাজিক ব্যহার করলেন না কেন দানবদের আড্ডায় যাবার জন্য? সব সময় মাগলদের মত চলতে হয়েছে? রন বললো।

– না ঠিক তা নয়। আমাদের অনেক সাবধানে চলতে হয়েছে, অনেক ভান করতে হয়েছে। অলিম্পিয়াকে নিয়ে আমি যেন ওর দেশে যাচ্ছি। ফ্রান্সে ভী-জোনে গিয়েছিলাম জাহাজে করে।

হারমিওন কথা শুনে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো, ভী-জোনে আমিও একবার ছুটি কাটাতে বেড়াতে গেছি। রনের মুখ দেখে ও চুপ করে গেল।

তারপর পোলিশ বর্ডার পেরিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা। মিনিস্কে একটা পাবে এক ভ্যামপায়ারের (ওরা নিদ্রিত ব্যক্তিদের রক্ত চোষণ করে– রূপকথার গল্প) সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিলো। মোসাহেবি আর ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে।

শেষ পর্যন্ত অভিষ্ট স্থানে গেলাম। আমাদের সব সময় আতঙ্ক পাছে ডেথ ইটারদের পাল্লায় পড়ি। ওদিকে ম্যাজিক ব্যবহারও করতে পারছি না।

কথাটা শেষ করে হ্যাগ্রিড চা খেতে লাগলেন।

হ্যারি বললো, তারপর?

পেয়ে গেলাম ওদের। একদিন রাতে একটা উঁচু জায়গা থেকে দেখলাম অনেক নিচে একটা গাছের তলায় আগুন জ্বেলে ওরা জটলা করছে।

রন থেমে থেমে বললো– ওরা দেখতে কেমন, খুব লম্বা চওড়া?

হ্যাগ্রিড বললেন, তা কুড়ি ফিট হবে। আবার কেউ কেউ পঁচিশ ফিটও হতে পারে।

– কতজন জটলা করছিলো? হ্যারি বললো।

– তা প্রায় আশিজন হবে। তোমরা তো জানো ওরা আমাদের আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আফ্রিকাতে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা এখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে।

– তাই হবে?

হ্যাগ্রিড দুঃখ দুঃখ কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ট্রাইবসেও থাকে। একটু একটু করে ওরা সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। জাদুকররাও ওদের কিছু মেরে ফেলেছে, তবে বেশি মরেছে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। ওরা নানা কারণে একসঙ্গে থাকতে পারে না। ডাম্বলডোর বলেন, তারজন্য দায়ী আমরা। জাদুকররা ওদের দেশ থেকে ভাগিয়েছে।

হ্যারি বললো, আপনি তো ওদের দেখতে পেলেন তারপর?

– সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অন্ধকার রাতে যাওয়া ঠিক হবে না ভাবলাম। প্রায় তিনটের সময় ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। আমরা শুধু জেগে রইলাম। ভাবলাম, ওদের মধ্যে কেউ যদি এধার ওধার ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দেখে ফেলে! ডাম্বলডোর আমাদের ওদের হাতের মুঠোতে আনার মন্ত্র দিয়েছেন। সেটা হচ্ছে তাদের দলপতিকে একটা উপহার দেওয়া। ওদের ভাষায় বলা হয় গার্গকে উপহার!

– কে 'গার্গ' তা বুঝবেন কেমন করে?

হ্যাগ্রিড হাসতে হাসতে বললেন, কে আবার, যে সবার চেয়ে মাথায় লম্বা! শুধু তাই নয়, দেখতে বিশ্রী আর কুঁড়ে। গোঁত্তা মেরে বসে থাকে কখন চ্যালা-চামুন্ডারা খাবার নিয়ে আসবে তারই অপেক্ষায়! ওর নাম কারকাস। লম্বায় বাইশ তেইশ ফিট তো হবেই। ডাইনোসরের রাইনোসরাসের মতো গায়ের চামড়া।

হারমিওন শুকনো মুখে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললো, আপনি সোজা তার কাছে চলে গেলেন?

– ও আর ওর স্ত্রী চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা একটা লেকের ধারে শুয়েছিলো।

– আমি আর অলিম্পিয়া পা টিপে টিপে ওদের কাছে গেলাম।

– ওরা তো আপনাদের দেখে মেরেও ফেলতে পারত।

– হয়তো পারতো হ্যাগ্রিড বললেন। কিন্তু সেই অবস্থা এড়াতে ডাম্বলডোর আমাদের যা বলেছিলেন তাই করলাম। অন্যদের চোখ এড়িয়ে গার্গকে উপহার দেওয়া, ঠিক তাই করলাম। আমাদের কেউ লক্ষ্য করল না, আমরা সোজা ওর পায়ের তলায় উপহারটা রাখলাম।

– কী দিলেন, খাবার? রন বললো।

– খাবারের গার্গের অভাব নেই। ম্যাজিক! দরকার হলে সেটা ওদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারবো। যাকগে, প্রথমদিন ওকে একগুচ্ছ গারব্রেইথান আগুন দিলাম।

হারমিওন ভুরু কোঁচকালো, খুব ধীরে ধীরে বললো, উ! কিন্তু হ্যারি আর রন বুঝতে না পেরে বোকার মত হ্যাগ্রিডের মুখের দিকে তাকালো।

– এক গুচ্ছ?

– সে আগুন কোনও দিন নির্বাপিত হবে না; হারমিওন অধৈর্য হয়ে বললো– প্রফেসর ফ্লিটউইক ক্লাসে অন্তত দু'বার ওই আগুনের কথা বলেছেন।

রন কিছু বলার আগেই হ্যাগ্রিড বললেন, যাকগে, ডাম্বলডোর ওই গুচ্ছটাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে কখনও নির্বাপিত না হয়। কোনও জাদুকরের সেটা ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। তো আমি সেই গার্গ কারকুয়ের পায়ের তলায় বরফের মধ্যে রেখে বললাম, আলবাস ডাম্বলডোর আপনাকে এই উপহারটা পাঠিয়েছেন। সম্মান জানিয়েছেন।

– কারকাস শুনে কি বললো, হ্যারি কৌতূহলী হয়ে বললো।

– কিছু না, হ্যাগ্রিড বললেন– ওতো ইংরেজি বলতে পারে না।

– আপনি আমাদের বোকা বানাচ্ছেন?

– তাতে কিছু যায় আসে না, হ্যাগ্রিড বললেন, ডাম্বলডোর আগেই আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। কারকাসের হাতে কিছু জায়েন্ট আছে যারা ইংরেজি পড়তে পারে, বলতে পারে। ওরা অবশ্য আমাদের দোভাষির কাজ করে।

– প্রেজেন্টটা ওর পছন্দ হয়েছিলো? রন বললো।

– ওটা কী, একবার জানতে পেরে ঝড়ের বেগে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। কথাটা বলে হ্যাগ্রিড ড্রাগনের মাংসটা অন্য গালে লাগালেন। সেদিকের চোখটাও ফুলে গিয়েছিলো। আমি ওকে বললাম, ডাম্বলডোর আগামীকাল আবার একটা উপহার দেবেন বলেছেন। কেমন লেগেছে জানাবেন।

হারমিওন বললো– পরের দিন পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখলেন কেন?

হ্যাগ্রিড বললেন, ডাম্বলডোর তাড়াহুড়ো চান না। আগামীকাল আসবো, নতুন একটা উপহার দেবো, তারপর আবার... এতে ভালো ধারণা হয়। প্রথমটার উপকারিতা তো জানবে, এখন কৌতূহল জন্মাবে।

যাইহোক ওইসব দানবদের সঙ্গে বেশি কথাবার্তা বলা, অন্তরঙ্গতা ঠিক নয়। পরের ব্যাপার পরে তাই আমরা ছোট একটা গুহাতে চলে এলাম। পরেরদিন সকালে গিয়ে দেখলাম কারকাস আমাদের জন্য উৎসুক হয়ে বসে রয়েছে।

– ওর সঙ্গে কথা বললেন?

– খুব বেশি নয়, হ্যাগ্রিড বললেন, ও যা যা বললো আমরা শুনে এলাম। খুব আনন্দের ইঙ্গিত দিলেন। উনি ডাম্বলডোরের কথা শুনেছেন। শুনেছে, ব্রিটেনে দানবদের হত্যার বিরোধী ছিলেন। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ভালই ইংরেজি জানে। কথাবার্তা বেশ জমে উঠেছিলো। যাকগে, আবার আসবো বলে বিদায় নিলাম।

– কিন্তু সেই রাতে কিছু দুর্ঘটনা ঘটলো।

– কি বলছেন আপনি? রন সঙ্গে সঙ্গে বললো।

– হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে থাকা বিপজ্জনক। কথায় কথায় ওরা মারামারি, খুন-খারাবি করে, মেয়েরাও বাদ যায় না। ঝগড়া হয় খাবার আর আগুন জ্বালানো নিয়ে। এমনি করেই ওরা সংখ্যায় কমতে শুরু করেছে। একদিন সবশেষ হয়ে যাবে।

হ্যারি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো।

– কি বলছিলাম দুর্ঘটনা...! ভোরের দিকে দেখলাম ওদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়েছে, বেশ কয়েকঘণ্টা ওদের দাঙ্গা চলল, চিৎকার, কান্না, ভীষণ শব্দ! সে তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। সকাল হলো, সূর্য উঠলো, বরফ গলতে শুরু করল দেখলাম লেকের ধারে ওর মুণ্ডুটা পড়ে রয়েছে। হারমিওন আঁতকে উঠে বললো– কার মুণ্ডু?

– কার আবার কারকাসের, হ্যাগ্রিড ভরাট গলায় বললেন, তারপর ওরা নতুন এক নেতা ঠিক করল। গলগোম্যাথ। গলগোম্যাথের কাছে যাওয়ার মোওকা পাচ্ছিলাম না। কে জানে কিভাবে আমাদের নেবে।

তাহলেও চেষ্টা করতে হবে তো। তারপর দু'দিন অপেক্ষা করে গার্গের যে উপহারটা কাছে ছিলো সেটা নিয়ে গলগোম্যাথের কাছে গেলাম। বীভৎসা লম্বা। কাল চকচকে চুল, সাজানো দাঁত। গলায় মানুষের হাড় দিয়ে তৈরি নেকলেস, ছোট ছোট নরমুণ্ড। মাথায় কারকাসের হেলমেট। বিশ্বাস কর আমি একটুও ভীতু নই, তাও ওকে দেখে বুকটা কেঁপে উঠল।

– হ্যাঁ, বুকের ভেতর হাতুড়ি পেটাতে লাগল। আমি সাহস করে ওকে একটা বিরাট ড্রাগনের চামড়া বিনয়ের সঙ্গে এগিয়ে দিলাম। বললাম, গার্গ দানবের জন্য সামান্য উপহার। তারপরই দেখলাম আমি শূন্যে ভাসছি, পা উপরে, মাথা নিচে। ওর দুটি চ্যালা আমাকে তুলে ধরেছে।

হারমিওন হাসি চাপতে মুখে আঙ্গুল দিল।

হ্যারি বললো– সেই অবস্থা থেকে ছাড়া পেলেন কেমন করে?

– বাঁচালো অলিম্পে, ওর চোখ জ্বালা করার কার্স প্রয়োগ করে। ওরা আমাকে ছেড়ে দিতেই কেভের দিকে দৌড়ালাম। জানতে পারলাম, ওদের নতুন নেতা জাদুকরদের বিরুদ্ধে। এদিকে ডাম্বলডোরের কাজ শেষ না করে ফিরতে পারি না। দুটো দিন কেভে মাথা গুঁজে শুয়ে রইলাম। দেখতে লাগলাম নতুন দলপতি আরও মুণ্ডুচ্ছেদ করেছে কিনা। করলে ভালো করতো হ্যাগ্রিড বললেন।

– কেন?

– পরে জানলাম ওর রাগ সব জাদুকরের ওপর নয়। রাগ আমাদের ওপর।

হ্যারি চমকে উঠে বললো, ডেথ ইটারস?

– হতেও পারে, ওদের দেখলাম মাঝেমাঝে গার্গের জন্য উপহার নিয়ে আসছে। ওদের গলা টিপে ধরে কেউ শূন্যে দোলাচ্ছে না।

– কী করে জানলেন ওরা ডেথ ইটারস? রন বললো।

– একজনকে আমি চিনতে পেরেছি, হ্যাগ্রিড বললেন– ম্যাকনেয়ারকে মনে আছে? বাকবিককে হত্যা করতে লোক পাঠিয়েছিল? ও খুনে প্রকৃতির- গলগোম্যাথের মতো দমাদম খুন করে। তাই ওদের সঙ্গে ভাবসাব করে নিয়েছে।

– তাহলে ধরে নিতে পারি ম্যাকনেয়ার দানবদের ইউ- নো- হুর দলে যোগ দেয়ার জন্য চেষ্টা করছে? হারমিওন বললো।

– ধৈর্য ধরো। আমি এখনও আমার শুরু করা কাহিনী শেষ করিনি। হ্যাগ্রিডের মুখ দেখে ওদের মনে হলো একটু একটু করে বলতে হ্যাগ্রিড ভালবাসেন।

– আমি আর অলিম্পিয়া ভবিষ্যতে কেমন করে এগোব প্ল্যান করতে লাগলাম। ডাম্বলডোরের কাজতো অসমাপ্ত রেখে আসা যায় না। নতুন গার্গ ইউ- নো- হুর মতো হলেও বুঝতে পারলাম দলের দানবেরা সকলেই ওর ফলোয়ার নয়। এখন খুঁজে বার করতে হবে কারা কারা গলগোম্যাথকে গার্গ হিসেবে মেনে নিতে পারছে না।

রন বললো– তাদের কি করে খুঁজে বার করবেন?

– অনেকেই মরেছে, মার খেয়েছে, তারা এখানে ওখানে লুকিয়ে রয়েছে। ঠিক করলাম যারা ওর বিরোধী তাদের খুঁজে বের করতে হবে।

রন বললো– অন্ধকার গুহা থেকে ওদের খুঁজে বার করবেন?

হ্যাগ্রিড বললো, দানবদের নিয়ে আমার মাথাব্যাথা ছিলো না, ছিলো ডেথইটারসদের নিয়ে। খবর পেলাম ম্যাকনেয়ার আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। অলিম্পিয়াকে অনেক কষ্টে ওকে আক্রমণ করতে বাধা দিলাম।

হ্যাগ্রিড চুপ করে রইলেন। কিছু ভাবছেন, কি বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

– হ্যাঁ, কারকাস খুন হবার পর, তৃতীয় দিন রাতে, আমরা দু'জনে গোপন গুহা থেকে বেরুলাম। ডেথইটারসদের খুঁজতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত ছ'সাত জায়েন্ট পেলাম যারা গলগোম্যাথের বিরুদ্ধে লড়বে মনে হয়েছিলো। তারা সামান্য ইংরেজিও বলতে পারে।

রন বললো, ছ'সাত জন? ওরা এখানে এসে ইউ-নো- হুর বিরুদ্ধে লড়তে রাজি হয়েছে?

হারমিওন বললো– ওদের বোঝাতে পেরেছেন?

হ্যাগ্রিড হারমিওনের দিকে দুঃখ ভরা চিত্তে তাকিয়ে রইলেন।

– গলগোম্যাথের লোকেরা একদিন রাতে গুহাতে গিয়ে রেড করেছে। যারা

বেঁচে রয়েছে তারা আর যোগ দেবে বলে মনে হয় না।

রন হতাশ হয়ে বললো– তাহলে আপনার চেষ্টা সফল হলো না।

– কোনও আশা নেই। ওদের গলগোম্যাথের লোকেরা আক্রমণ করার আগে সামান্য আশার সঞ্চার হয়েছিলো।

তিনজনেই চুপচাপ। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ে চলেছে। জানালার কাঁচ বরফে ঢেকে গেছে। হ্যারি ওর রোবের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো ভিজে রয়েছে। ফ্যাংগ হ্যারির কোলে মাথা ঘষছে।

– হ্যাগ্রিড! হারমিওন নীরবতা ভঙ্গ করে বললো।

– বলো।

– আচ্ছা ওখানে কী আপনার মা সম্বন্ধে কিছু জেনেছেন? হ্যাগ্রিড একটু যেন শঙ্কিত হয়ে হারমিওনের দিকে তাকালেন।

– হ্যাগ্রিড আমি খুব দুঃখিত প্রশ্নটা করে।

– তিনি মারা গেছেন, হ্যাগ্রিড খুব আস্তে আস্তে বললেন, ওরা বলেছে, অনেক বছর আগে মারা গেছেন। আমার এখন তার মুখটাও মনে নেই।

– কিন্তু আপনিতো বলেননি কি করে এখানে এলেন, কে আপনাকে এমনভাবে আক্রমণ করেছে। রন হ্যাগ্রিডের রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল।

হ্যাগ্রিড চুপ করে রইলেন।

রন আবার বললো– কে আপনাকে আক্রমণ করেছে হ্যাগ্রিড?

– আক্রমণ করেছে? আমি... দরজায় হঠাৎ কেউ জোরে জোরে ধাক্কা দেয়াতে হ্যাগ্রিড কথাটা শেষ করলেন না। হারমিওনের হাত থেকে চায়ের মগ মেঝেতে পড়ে গেল। ফ্যাংগ ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ওরা চারজনেই দরজার কাছে পর্দার দিকে তাকাল। পাতলা পর্দার পেছনে ছোট এক মানুষের ছায়া ঘোরাফেরা করছে ওরা স্পষ্ট দেখতে পেলো।

রন তোতলাতে তোতলাতে বললো, আ... আ...।

হ্যারি অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা নিয়ে বললো, সবাই এর ভেতরে চলে যাও। ওরা ক্লোকে ঢুকে পড়লো। ফ্যাংগকে থামানো যায় না। পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগলো। ওরা তিনজনে একটা কোনায় গিয়ে দাঁড়াল।

হ্যাগ্রিড বোকার মত তাকিয়ে রইলেন।

– হ্যাগ্রিড আমাদের সরিয়ে চায়ের মগগুলো রাখলেন।

হ্যাগ্রিড মগগুলো তুলে নিয়ে ফ্যাংগ-এর ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। ফ্যাংগ দরজার দিকে গিয়ে আগের মতোই লাফালাফি করতে লাগল।

হ্যাগ্রিড পা দিয়ে বন্ধ দরজাটা খুললেন।

ওরা দেখতে পেলো প্রফেসর আমব্রিজ তার সবুজ টুইডের কোট পরে দরজার

গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোটের সঙ্গে ম্যাচ করে হ্যাট।

আমব্রিজ হ্যাগ্রিডকে দেখতে পাবার জন্য মাথা ঝোঁকালেন। আমব্রিজ এতো বেঁটে যে তার দৈর্ঘ হ্যাগ্রিডের নাভিকুণ্ডের কাছে!

– আমব্রিজ ধীরে ধীরে অথচ উচ্চস্বরে বললেন– (যেন কোনও কালাকে কথাটা বলছেন) আপনি তো হ্যাগ্রিড?

হ্যাগ্রিডের জবাবের প্রতীক্ষা না করে আমব্রিজ ওর ঘরে ঢুকে ফুলো ফুলো চোখে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

– এই যাও, যাও বলছি, আমব্রিজ হাতব্যাগটা ফ্যাংগের মুখের দিকে দোলাতে দোলাতে বললেন। ফ্যাংগ কোনও আদেশ শুনলো না। নতুন কোনও লোক দেখলে তার দিকে দুটো পা তুলে গাল চাটে।

হ্যাগ্রিড সংযত স্বরে আমব্রিজের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি সাধারণত; ভদ্রতা হারিয়ে কোনও মহিলার সঙ্গে রুঢ় কথা বলি না; কিন্তু জানতে পারি আপনি কে?

– আমার নাম ডলোরেস আমব্রিজ।

আমব্রিজের চোখ দুটো বন বন করে ঘুরছে যেখানে হ্যারি, রন আর হারমিওন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে আমব্রিজ দু'বার তাকালেন।

হ্যাগ্রিড কোনরকম ভ্রূক্ষেপ না করে বললেন, ডলোরেস আমব্রিজ– আপনি মিনিস্ট্রির একজন অফিসার, আপনি কী ফাজের অধীনে কাজ করেন?

– আমি মাননীয় মন্ত্রীর একজন সিনিয়র আন্ডার সেক্রেটারি, আমব্রিজ বললেন। কথাটা বলার পর হ্যাগ্রিডের ঘরে যা যা রয়েছে সব খুঁটিয়ে দেখে আবার বললেন, আমি বর্তমানে ডার্কআর্টস প্রতিরোধ বিষয়ে স্কুলে শিক্ষাদান করি।

হ্যাগ্রিড বললেন– বাঃ বাঃ সত্যিই সাহসী আপনি, আজকাল শুনেছি অনেকেই এই কাজটা নিতে চায় না।

– তাছাড়া আমি বর্তমানে হোগার্টসের উচ্চপদস্থ একজন তদন্তকারী, এমনভাবে আমব্রিজ কথাটা বললেন যেন হ্যাগ্রিডের কানে তা যাওয়া দরকার।

হ্যাগ্রিড ভুরু কুঁচকে বললেন, সেটা কী?

– এটাই আমি প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, হারমিওনের হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাওয়া চায়ের মগের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, আমব্রিজ। – তাই ঘরের যে কোণে ওরা তিনজনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেইদিকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন– ভাঙা মগ?

ওটা আমার কুকুর ফ্যাংগ-এর কর্ম। হ্যাগ্রিড একহাতে ড্রাগনের মাংস ধরে চোখে লাগিয়ে, অন্য হাতে চায়ের কাপ তুলতে তুলতে কথাটা বললেন– আরও একটা কাপ কিনতে হবে।

আমব্রিজ সোজা হ্যাগ্রিডের দিকে তাকালেন। ঘরের জিনিসে আর মন নেই, মন হ্যাগ্রিডের চেহারার দিকে।

– আপনার ঘরে ঢোকার আগে কিছু ছেলে- মেয়েদের যেন গলা শুনেছিলাম মনে হয়, আমব্রিজ সহজভাবে বললেন।

হ্যাগ্রিড দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন– আমি আমার প্রিয় কুকুরের সঙ্গে আলাপ করছিলাম।

– আর ও জবাব দিচ্ছিলো আপনাকে?

হ্যাগ্রিড সামান্য অস্বস্তির সুরে বললেন– বাইরের অতিথিরা ঠিক বুঝতে পারে না, আমার সঙ্গে ফ্যাংগ-এর সম্পর্ক এইরকম। অনেকটা মানুষের মতো!

আমব্রিজ অনুগ্রভাজন কণ্ঠে বললেন, আমাদের ক্যাসেলের গেট থেকে আপনার কেবিন পর্যন্ত আসার রাস্তায় তিনজোড়া পায়ের ছাপ দেখলাম।

হারমিওন, হ্যারি সামান্য ভয় পেয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলল। আমব্রিজের কণ্ঠে সেই শব্দ গেল না। ফ্যাংগ তখন আমব্রিজের লম্বা রোবের হেম ধরে টানাটানি করছে।

– ওয়েল, আমি কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছি। খুবই ক্লান্ত, আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন, হ্যাগ্রিড তার একটা প্রকাণ্ড বড় হাত দোলাতে দোলাতে বললেন, এমনও হতে পারে আমি বাড়ি ফেরার আগে কেউ এসেছিলো।

– কিন্তু কেবিনের দরজা থেকে তাদের ফিরে যাবার সময় পায়ের ছাপ তো দেখতে পেলাম না।

– কেন পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন না তাতো আমি বলতে পারবো না; হ্যাগ্রিড বললেন। তাকালেন ওরা তিনজন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দিকে।

আমব্রিজ একটু নীতিবিরুদ্ধ কাজ করে যেতে লাগলেন। হ্যাগ্রিডের ঘরের সবকিছু কোনওরকম তোয়াক্কা না করে সার্চ করতে লাগলেন, তৈজসপত্র দেখলেন, বারবার দেখেও যেন সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। ওদিকে হারমিওন, রন আর হ্যারির অবস্থা কাহিল। কতটা সময় একটা ক্লোকের মধ্যে তারা জড়াজড়ি করে থাকবে?

তারপর সার্চ থামিয়ে হ্যাগ্রিডের মুখোমুখি হয়ে আমব্রিজ বললেন, আপনার মুখে কে এমন বীভৎসভাবে আঘাত করেছে? কী হয়েছিলো? সারা মুখে বড় বড় ক্ষত?

হ্যাগ্রিড মুখের ওপোর থেকে ড্রাগনের মাংসের টুকরোটা সরিয়ে নিলেন। হ্যারি দেখেই বলেছিলো, রক্ত মুছে নিন, মাদাম পমফ্রের কাছে যান।

অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, হ্যাগ্রিড বললেন।

– কেমন করে?

– পা পিছলে পড়ে গিয়ে।

আমব্রিজ কোনও রকম তাপ-উত্তাপ না দেখিয়ে বললেন– আপনি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন?

– ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার এক বন্ধুর ঝাড়ুতে পা লেগে...। আমি ঝাড়ু নিয়ে উড়তে পারি না। তাছাড়া, আমার চেহারা লক্ষ্য করুন, বুঝতে পারছেন ঝাড়ুর সাইজ কত বড় হতে হবে! আমার বন্ধুটি অ্যারাবিয়ন ঘোড়ার ব্যবসা করে। আমি ঠিক জানি না ডানাওয়ালা বিরাট ঘোড়া দেখেছেন কি না।

মিনিস্ট্রি স্কুল থেকে অকেজো শিক্ষকদের সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করছি। শুভরাত্রি মি.হ্যাগ্রিড।

আমব্রিজ বিদায় নিলে ওরা তিনজন অদৃশ্য হবার আলখেল্লা থেকে বেরিয়ে এল। তারপর পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললো– ক্যাসেলে চলে গেছেন।

হ্যাগ্রিড বললেন– বলছিলেন, তদন্ত করতে এসেছিলেন। কিসের তদন্ত?

– ট্রিলনী বিপদে পড়েছেন।

হারমিওন বললো, হ্যাগ্রিড আপনি ক্লাসে আমাদের নতুন কি শেখাতে চাইছেন?

– ও নিয়ে এখন আর তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আমার মাথায় গাদা গাদা প্ল্যান আছে। তোমাদের আউল ইয়ারের জন্য আমি নতুন নতুন জন্তু এনেছি।

হারমিওন, তদন্তের নামে আমব্রিজের নানা কৌশল, উৎপাত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছে। কোর্সের বাইরে কিছু করলে হ্যাগ্রিডের অযথা বিপদ হবে। তাই বললো, হ্যাগ্রিড বিপদ হতে পারে এমন কিছু করবেন না। আপনাকে আমব্রিজের ইন্সপেকসন পাশ করতে হবে শান্তিতে থাকতে গেলে। ফাজ ওকে অগাধ ক্ষমতা দিয়েছে সরকারি আইনের বলে। ভাল হবে আপনি ক্লাসে কেমন করে পরলকস নারলস আর হেজহগসদের ভিন্নতা শেখান।

হ্যাগ্রিড বললেন, কিন্তু হারমিওন সত্যিই ওইসব শেখা খুব ইন্টারেস্টিং। আমি যা এনেছি, সেগুলো আরও অনেক ইন্টারেস্টিং, ইমপ্রেসিভ। অনেক কষ্ট করে যত্ন করে তোমাদের শেখাবার জন্য এনেছি।

– হ্যাগ্রিড, অনুগ্রহ করে আমার কথা শুনুন। ডাম্বলডোরের বন্ধু টিচারদের আমব্রিজ সামান্য ছুতোতে স্কুল থেকে সরিয়ে দিতে আদাজল খেয়ে লেগেছেন। দোহাই হ্যাগ্রিড, ওকে সুযোগ দেবেন না। প্যাঁচা, আমাদের প্যাঁচা সম্বন্ধে যা হোক কিছু শেখান।

হ্যাগ্রিড মৃদু হেসে একধারে রাখা বিরাট বিছানার দিকে তাকিয়ে বললেন, ঘুম পেয়েছে। শোনো, তোমরা অযথা আমার সম্বন্ধে ভেবে পড়ার ক্ষতি করবে না। তোমরা যদি চাও তো আমি তোমাদের নতুন নতুন সব জিনিস শেখাবো। তাহলে

এখন বিশ্রাম! এখন তোমরা ক্যাসেলে ফিরে যাও। যাবার সময়ে পায়ের ছাপ সযত্নে মুছে দেবে।

ওরা ক্যাসেলে ফিরে চললো। হারমিওনের অবলিটারেশন চার্মের বদৌলতে বরফের ওপর ওদের পায়ের ছাপ রইল না।

হারমিওন দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, তাহলে আগামীকাল আমি একাই হ্যাগ্রিডের নতুন কিছু শেখার ক্লাসে যোগ দেবো। ট্রিলনিকে হয়তো আমব্রিজ তাড়াতে পারবেন, কিন্তু হ্যাগ্রিডকে অতো সহজ হবে না; কথাটা মনে রাখবে!

একবিংশ অধ্যায়

দ্য আই অব দ্য স্নেক

রোববার সকালে যখন দু'ফুট পরিমাণ বরফ জমেছে হারমিওন তখন হ্যাগ্রিডের কেবিনের রাস্তায় যাত্রা শুরু করলো। হ্যারি আর রনের খুবই আসার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু পর্বতপরিমাণ হোমওয়ার্ক ওদের প্রবল ইচ্ছেতে বাধ সাধলো। বাইরের মাঠে ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে, তাদের হৈ চৈ হট্টোগোল কানে আসলে কি হবে যাবার তো উপায় নেই, দিনের পর দিন ফেলে রাখা হোমওয়ার্ক শেষ তো করতে হবে! বরফজমা লেকে স্কেটিং ওদের সবচেয়ে আনন্দের খেলা। সেটাও বন্ধ স্লেজ গাড়িও চালাতে পারছে না। ওরা দেখছে গ্রিফিন্ডর টাওয়ার থেকে শুধু বরফ পড়ছে, জানালায় বরফ পড়ার খটাখট শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

রন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো ওহো! জানালাটা খুলে বাইরে মুণ্ডুটা বার করে দেখলো ছেলে-মেয়েরা স্নো-বল ছোঁড়া-ছুঁড়ি করছে। তারই একটা জানালার কাছে এসে লেগেছে। আমি একজন প্রিফেক্ট আর একটাও যদি স্নো-বল জানালায় লাগতো তো... আউচ!

রন মাথাটা টেনেনিলো। বেশ বড় আকারের স্নো-বল ওর মুখে এসে লেগেছে। সারা মুখ ওর ভরে গেছে স্নোতে। জানালাটা দড়াম করে বন্ধ করে বললো– ফ্রেড আর জর্জের কাণ্ড! কি আর করে ওরা! হোমওয়ার্ক করতে থাকে।

লাঞ্চের একটু আগে হারমিওন হ্যাগ্রিডের কেবিন থেকে ফিরলো। ওর আলখেল্লা স্নো লেগে ভিজে গেছে, ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে কাঁপছে।

– হায়, রন বললো– তাহলে প্ল্যান অনুযায়ী সব লেসন সমাপ্ত?

– হ্যাঁ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কথাটা বলে ও হ্যারির পাশে একটা খালি চেয়ারে বসে জাদুদণ্ড বার করে একটা কমপ্লিকেটেড লিটিল ওয়েভ সৃষ্টি করতেই দণ্ডের মুখ থেকে গরম হাওয়া বেরুতে লাগলো। ও তারপর গরম হাওয়া

আলখেল্লায় ছড়াতে ছড়াতে শুকিয়ে নিলো, আরে আধঘণ্টা ধরে দরজা ধাক্কা দিলাম কেউ খুললো না। তারপর হ্যাগ্রিড অরণ্যের ভেতর থেকে এলেন।

হ্যারি নিষিদ্ধ অরণ্যের কথা শুনে মনের দুঃখে আর্তনাদ করে উঠলো। ওই অরন্য থেকে ওর অনেক দুস্প্রাপ্য পোকামাকড়, জন্তু ইত্যাদি সংগ্রহের প্রবল আগ্রহ। কিন্তু নিষেধের জন্য সেখানে ঢুকতে পারে না।

ও বললো, ওখানে কি সব রাখছেন জানতে পারলে?

– নাঃ হারমিওন হতাশ হয়ে বললো, উনি বললেন, সকলকে সত্যিকারের সারপ্রাইজ দেবেন। আমি হ্যাগ্রিডকে আমব্রিজের মতলব অনেকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, পাত্তাই দিলেন না। বললেন, যাদের মাথার গোবর পোরা তারা নারলস আর চিমায়েরাসের মর্ম কিছু বুঝবে না, আমার মনে হয় হ্যাগ্রিডের কাছে চিমায়েরা নেই। কথাটা বলে হারমিওন হ্যারি- রনের বোকা বোকা মুখের পানে তাকিয়ে বললেন, ওদের ডিম সংগ্রহ সবচেয়ে দুরূহ কাজ। আমি অন্তত তাকে হাজার বার গ্রাবলি প্ল্যাঙ্কের প্ল্যান অনুসরণ করতে বললাম। আমার দৃঢ় ধারণা ওই ডিম সংগ্রহ নিয়ে এতোই উত্তেজিত যে কথার অর্ধেকও শুনলেন না। সব সময় মজা করে চলেছেন। এখনও বলছেন না, কেমন করে চোখ মুখে মারাত্মক আঘাত লেগেছে।

পরেরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে হ্যাগ্রিডের আবির্ভাব সব ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও রকম উৎসাহ দেখালো না। ফ্রেড, জর্জ, আর লী আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলো। গ্রিফিন্ডর আর হাফলপাফ টেবিল থেকে লাফিয়ে উঠে হ্যাগ্রিডের বিরাট হাত চেপে ধরলেও অন্যরা– যেমন পার্বতি, ল্যাভেন্ডর শুধু ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা দোলালো।

হ্যারি খুব ভাল করেই জানে ওদের মধ্যে অনেকেই প্রফেসর গ্রাবলি-প্ল্যাঙ্কের লেসন পছন্দ করে না, সবচেয়ে বিশ্রী তার লেসন। কেউ কেউ ভাবে, তার আইডিয়া মাফিক চললে হয়তো একদিন তাদের মুণ্ডুটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে।

কিছুটা মনের মধ্যে সংশয় নিয়ে মঙ্গলবার দিন ওরা তিনজনে হ্যাগ্রিডের কেবিনে ছুটলো। দারুণ শীত তাও ওদের দমাতে পারলো না। হ্যারি খুবই চিন্তিত, শুধু যে সিলেবাসের বাইরে থেকে হ্যাগ্রিড কিছু শেখাতে মন পাক্কা করেছেন তা নয়, ক্লাসের অন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সেই লেশন কেমনভাবে নেবে তারও চিন্তা। ম্যালফয় আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা বেগড় গাইবে যদি দেখে হ্যাগ্রিড বাইরে থেকে সেই লেসন শেখাচ্ছেন।

যাইহোক ওরা উচ্চ তদন্তকারীকে হ্যাগ্রিডের কাছাকাছি দেখতে পেলো না। হ্যাগ্রিড অরণ্যের মুখে ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অবিশ্রান্ত স্নো ফল শেষ হচ্ছে সেদিকে তার খেয়াল নেই। গত শনিবারের মতো তার ক্ষত আর সবুজ- হলুদ

বর্ণের মতো নেই। কিছুটা শুকিয়েছে, আবার কিছু ক্ষত থেকে রক্তপাত হয়ে চলেছে। হ্যারির মনে হলো খুব সম্ভব হ্যাগ্রিডকে এমন কোনও জন্তু আক্রমণ করেছিলো যার বিষ খুবই মারাত্মক আর সহজে সেটা কবলে আসবে না। হ্যাগ্রিডকে দেখে মনে হয় কাঁধের ওপোর তার মুণ্ডুর বদলে একটা অর্ধেক মৃত গরু বসানো রয়েছে।

যেসব ছাত্র-ছাত্রী অরণ্যের বড় বড় গাছের তলায় অন্ধকারে জমায়েত হয়েছে হ্যাগ্রিড তাদের দেখে আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, আজকে আমরা এখানে কাজ করবো, জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। ওরা নির্জন আর অন্ধকার পছন্দ করে।

হ্যারির কানে এলো ভীত-সন্ত্রস্থ ম্যালফয়ের গলা। ও ক্র্যাবি, গোয়েলকে বললো, উনি কি বললেন রে? ওরা অন্ধকার পছন্দ করে, মানে? কে পছন্দ করে অন্ধকার?

– তোমরা সবাই প্রস্তুত, হ্যাগ্রিড ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন– আজ পর্যন্ত আমি তোমাদের গভীর অরন্যে নিয়ে যাইনি, আজ আমি তোমাদের অদ্ভুত অদ্ভুত সব জন্তু দেখাবো, যারা গভীর অরণ্যের অন্ধকারে থাকে, ওখান থেকে কোথাও বেরোয় না। আমি তাদের নিয়ে আজ যেসব স্টাডি করবো. কাজ করবো তা আজ পর্যন্ত ব্রিটেনে কেউ করেনি, তাদের ট্রেনিং দেবার ও ব্যবস্থা করতে পারেনি।

সকলেই হ্যাগ্রিডের ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইলো।

– ভয় পাবার কিছু নেই, তারা ট্রেনড। তুমি ঠিক জান? ম্যালফয় বললো।

হ্যাগ্রিড রেগে গিয়ে বললেন– এখন তোমরা কি মুর্খের মতো আজেবাজে কথা বলছো। নিজের চরকায় তেল দিয়ে আমার সঙ্গে চল।

হ্যাগ্রিডের আদেশ শুনে কেউ ওর সঙ্গে অরন্যের ভেতরে যেতে সাহস করলো না।

দাঁড়িয়ে থেকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। হ্যারি, রন, হারমিওন স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে হ্যাগ্রিডের আদেশ অমান্য করতে সাহস করলো না। ওরা হ্যাগ্রিডের পিছু পিছু চলতেই বাকি সবাই ওদের সঙ্গে চললো। হ্যাগ্রিড যেন সেনাপতি, তার সৈন্যদের যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াইয়ের জন্য নিয়ে চলেছেন!

প্রায় দশ মিনিট হাটার পর হ্যাগ্রিড থামলেন। গভীর অরন্য, বড় বড় গাছগুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এতো বিস্মৃত গাছের শাখা-প্রশাখা, তাদের সবুজ পাতা ভেদ করে সূর্যের আলো আসতে পারে না। আলো-অন্ধকার, গভীর অন্ধকার। গাছের তলায় একবিন্দু আলো নেই। হ্যাগ্রিড ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে কাঁধের ওপোর চাপানো প্রায় অর্ধেক গরুটা গাছের তলায় রাখলেন। ছাত্রছাত্রীরা হ্যাগ্রিডের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। সকলের মনের মধ্যে কিছু একটা

ঘটতে পারে গোছের ভয়।

হ্যাগ্রিড ওদের উৎসাহিত করে বললেন– সুন্দর! এবার তোমরা সকলে গোল হয়ে দাঁড়াও। এখন সেই সব অদ্ভুত প্রাণীরা মাংসের গন্ধ পেয়ে ওদের স্থায়ী আস্তানা থেকে এক এক করে বেরিয়ে আসবে। তাহলেও আমি ওদের ডাকছি, কারণ ওরা আমার গলার স্বর চেনে। বুঝতে পারবে আমি এসেছি।

কথাটা বলে হ্যাগ্রিড মুখের ওপোর ঝুলে পড়া মাথার চুলগুলো ঝটকা মেরে সরিয়ে ফেলে অদ্ভুত এক শব্দ করলেন মুখের ভেতর থেকে। অদ্ভুত শব্দটা প্রতিধ্বণিত হতে লাগলো। একজনও হাসলো না, সকলেই ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পরবর্তী দৃশ্যের জন্য।

তারপর হ্যারি দুটো গাছের ফাঁক থেকে দেখতে পেলো একজোড়া উজ্জ্বল সাদা চোখ। একটু একটু করে সেই চোখ দুটো বড় হতে লাগলো সেই অন্ধকার গাছের অন্তরাল থেকে। তারপর একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ডানাওয়ালা ঘোড়া দেখতে পেলো। ঘোড়াটার দেহ কঙ্কালসার, মুখ ড্রাগনের মতো। ঘোড়াটা প্রথমে হ্যাগ্রিডের দিকে তাকালো, তারপর ছাত্রছাত্রীদের দিকে। তারপর ওর বিরাট চুলওয়ালা ল্যাজের ঝাপ্টা মেরে মাথাটা নামিয়ে ওর লম্বালম্বা দাঁত দিয়ে গরুর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলো।

ঘাম দিয়ে হ্যারির জ্বর ছাড়লো। তাহলে ও দেখতে পেয়েছে।

হ্যাগ্রিড খুব খুশি। মুখে অদ্ভুত শব্দ করতেই আরও একটি কালো ঘোড়া অন্ধকার গাছের জঙ্গল থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো। তবে ডানা দুটি খুলে নয়। ও এসে মাথা গুঁজে খেতে শুরু করলো। যারা ওদের দেখতে পাচ্ছো তারা হাত তোল।

ওই অদ্ভুত ঘোড়াদুটির শেষ রহস্য বুঝতে পারার জন্য হ্যারি হাত তুললো। হ্যাগ্রিড হাসিমুখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানতাম তুমি দেখতে পাবে হ্যারি, হ্যাগ্রিড রাশভারী কণ্ঠে বললেন। তারপর রনের দিকে তাকালেন, রন তখনও গাছের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। খুব আস্তে বললো, হ্যাগ্রিড ওদের যেতে বলছেন না কেন?

হ্যাগ্রিড গাছের তলায় পড়ে থাকা গরুর হাড়-গোড়গুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখালেন। ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েক সেকেন্ড সেই দিকে তাকালো। পার্বতী ভয়জড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। হ্যারি বুঝতে পারলো কেন হাড়ের ওপোর থেকে মাংসের চাঁই একটু একটু করে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। পার্বতী হাড়গুলো দেখে কাঁপা কাঁপা গলায় গাছের আড়াল থেকে বললো– কারা খাচ্ছে?

হ্যাগ্রিড গর্বের সঙ্গে বললেন, থ্রেসট্রালস। হারমিওন খুব আস্তে বললো, ওঃ! ওর কথার মধ্যে উপলব্ধির ক্ষমতা।

হ্যাগ্রিড বললেন, হোগার্টসের ওইরকম যতো আছে তারা সবাই এখানে এসেছে– এখন কে বলতে পারে?

পার্বতী বাধা দিয়ে বললো, যারা এসেছে তারা সত্যসত্যই দূর্ভাগা! ওর চোখে মুখে আতঙ্ক ছেয়ে গেছে। ওদের যারা দেখতে পায় তাদের অনেক মারাত্মক, নিদারুণ দুর্দশা হবে। কথাটা আমাকে একবার প্রফেসর ট্রিলনী বলেছিলেন।

– না না না মোটেই না, হ্যাগ্রিড চাপা হাসিতে বললেন– অন্ধবিশ্বাস মাত্র, আসলে তারা মোটেই দুর্ভাগা নয়, তারা অত্যন্ত চালাক এবং কাজের! এই জন্তুগুলো অনেক কাজের। ওদের প্রধানত স্কুলের গাড়ি টানার জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে ডাম্বলডোরের প্রয়োজন হবে স্কুলের গাড়ি টানার জন্য নয়। দেখো, আরও এক জোড়া এসেছে।

আরও দুটি সেইরকম ঘোড়া গাছের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এলো। তার মধ্যে একটা পার্বতীর গা ঘেঁষে যেতেই পার্বতী ভয়ে আঁতকে একটা গাছ জড়িয়ে ধরলো। বললো, আমাকে ধাক্কা দিয়েছে।

– না, ওরা তোমার কোনও ক্ষতি করবে না, হ্যাগ্রিড ধীর স্থির হয়ে বললেন। আচ্ছা এখন আমাকে সত্যি করে বলো, কেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোড়াদের দেখতে পাওনি, অথচ দেখেছো খণ্ড খণ্ড গরুর মাংস মৃত গরুর দেহ থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে?

হারমিওন হাত তুললো।

হ্যাগ্রিড বললেন– কারণ বলো।

ও বললো– থ্রেস্টালসদের দেখতে পায় সেইসব মানুষেরা যারা চোখের সামনে মৃত্যু দেখেছে। যারা দেখেনি তারা পায় না।

– সম্পূর্ণ সত্যি, হ্যাগ্রিড গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরে বললেন। দশ পয়েন্ট। এখন বলি থেসট্রাল সম্বন্ধে।

হেম- হেম!

সেই একই পোশাক পরে প্রফেসর আমব্রিজ হাতে ক্লিপবোর্ড নিয়ে হ্যাগ্রিডের পাশে এসে দাঁড়ালেন। হ্যাগ্রিড আগে অবশ্য আমব্রিজের শুকনো কাসি শোনেননি, শুনলে জানতে পারতেন আমব্রিজ কাগজপত্র, ফাইল নিয়ে ইন্সপেকসনে এসেছেন।

খুক্ খুক্ কাসি!

– ওহ, হ্যালো, কাসির শব্দ কোথা থেকে আসছে দেখতে পেয়ে হ্যাগ্রিড বললেন।

আমব্রিজ সেই একই রকম সুরে হ্যাগ্রিডকে বললেন, আজ সকালে আপনার কেবিনে যে নোটটি পাঠিয়েছিলাম আশাকরি পেয়ে থাকবেন? তাতে আমি জানিয়েছিলাম, আজ আমি আপনার ক্লাসে ইন্সপেকসনে আসবো?

হ্যাগ্রিড বললেন, ও হ্যাঁ পেয়েছি। আশাকরি এই জায়গাটায় এসে আপনার ভাল লেগেছে। আমরা আজকে ' থ্রেস্ট্রালস' বিষয়ক কাজকর্ম করছি।

আমব্রিজ দু'কানে আঙ্গুল চেপে, সামান্য কেসে খুব উচ্চস্বরে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আপনি কী বললেন?

হ্যাগ্রিড সামান্য থতমত হয়ে আমব্রিজের মুখের দিকে তাকালেন।

– থেস্ট্রালস! খুব জোরে জোরে বললেন হ্যাগ্রিড। বড় বড় ডানাওয়ালা ঘোড়া, আপনি জানেন না? হ্যাগ্রিড তার প্রকাণ্ড বড় দুটো হাত ডানার মতো মেলে ধরলেন আমব্রিজের সামনে।

আমব্রিজ তখন নোট লিখছেন অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি এবং অদ্ভুত উচ্চারণ।

– থাকগে, হ্যাগ্রিড ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে সামান্য ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন– ও হ্যাঁ, কি বলছিলাম?

– মনে হয় স্মৃতি শক্তি হ্যাগ্রিডের খুবই কম। আমব্রিজ বিড় বিড় করে বলতে বলতে লিখলেন। অবশ্য তার কথা উপস্থিত সকলেই শুনতে পেলো। ড্র্যাকো ম্যালফয়ের মুখ দেখে মনে হয় ক্রিসমাস যেনো একমাস আগে এসেছে। ওদিকে হারমিওনের মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে।

হ্যাগ্রিড, আমব্রিজের ক্লিপবোর্ড সাঁটা নোটের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ বলছিলাম ডানাওয়ালা ঘোড়া সম্বন্ধে।

এই ঘোড়াটা, (হ্যাগ্রিড প্রথমে যে ডানাওয়ালা ঘোড়াটা এসেছিলো তার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন) এর নাম হচ্ছে টেনেব্রাস ও আমার সবচেয়ে প্রিয়। প্রথমটির জন্ম গভীর অরণ্যে।

আমব্রিজ চিৎকার করে বললেন আপনি কি জানেন না ম্যাজিক মন্ত্রণালয় থ্রেসটালদের মারাত্মক জন্তু হিসেবে চিহ্নিত করেছে?

হ্যারির বুকের ভেতরটা আমব্রিজের কথা শুনে পাথর হয়ে গেলেও, হ্যাগ্রিড শুধু মৃদু হেসে বললেন– থ্রেসটালরা মোটেই মারাত্মক নয়, তবে কেউ যদি তাদের বিরক্ত করে তাহলে হয়তো কামড়ে দিতে পারে।

আমব্রিজ তার নোটশিটে লিখলেন ভায়োলেন্সের কথা শুনলে খুব আনন্দ উপভোগ করে। লেখার সময় আগের মতো কথাগুলো সকলে যাতে শুনতে পায় তেমনিভাবে থেমে থেমে বলতে বলতে লিখলেন।

– ভুল লিখলেন, হ্যাগ্রিড বললেন, আমি বলছি একটি কুকুরের স্বভাবের কথা, তাকে অযথা বিরক্ত করলে কামড়ে দিতে পারে। দুঃখের বিষয় ওদের সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা আমাদের মনে রয়েছে। তারা ভাবে– মানে ওদের দেখতে পাওয়ার ব্যাপারে... একটা অশুভ কিছু। সকলে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে পারে না। পারে কী?

আমব্রিজ তার নোট লেখা শেষ করে বললেন, অনুগ্রহ করে আপনি আপনার ক্লাস শেষ করুন, আমি এখন হাঁটতে যাচ্ছি। (ম্যালফয় আর প্যানসি পারকিনসন মনে মনে হাসতে লাগলো)।

হ্যাগ্রিড এক দৃষ্টে আমব্রিজের চলার পথে তাকিয়ে তাকিযে ভাবতে লাগলেন, আমব্রিজ কেন ভাবছেন ও ইংরেজি ঠিক মতো বলতে পারে না বা বোঝে না?

হারমিওনের চোখে জল, রাগ ও অপমানের।

আমব্রিজ পার্সি পারকিনসনের দিকে গেলে হারমিওন চাপা গলায় বললো, আমি ভাল করেই জানি আমব্রিজ মানুষের ক্ষতি করছে, শয়তান, নোংরা মেয়েছেলে।

হ্যাগ্রিড হারমিওনের পিঠে হাত রেখে স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, যেতে দাও, যা করছেন তা করতে দাও। নাও সময় নষ্ট না করে আমাদের আজকের পড়ার কাজ শেষ করি।

প্রফেসর আমব্রিজ প্যানসিকে জিজ্ঞেস করেছেন, সত্যি করে বলতো তুমি কী হ্যাগ্রিডের ইংরেজি বুঝতে পারো?

হারমিওনের মতো পার্সি পারকিনসনের দু'চোখে জল। তবে ওর চোখের জল অন্য কারণে, হ্যাগ্রিডকে প্রকারন্তরে অপমান করার জন্য, আনন্দের হাসি চাপার জন্য।

হ্যাগ্রিড যেনো সার্কাসের ক্লাউন, হাসির পাত্র। প্রফেসর আমব্রিজের নানাবিধ প্রশ্নের প্রশ্রয়ে ম্যালফয়, প্যানসি, গোয়েলে, ক্র্যাবে শুধু হাসাহাসি নয় আমব্রিজ চলে গেলে অসভ্যের মতো আচরণ করতে লাগলো।

রন বললো, আমব্রিজ বলে গেলেন থ্রেস্টালরা মারাত্মক, হিংস্র জন্তু।

হারমিওন বললো, অদ্ভুত জন্তু! কেউ ওদের দেখতে পায়, কেউ আবার দেখতে পায় না, আমি কেন দেখতে পেলাম না?

রন বললো, আমাদের ক্লাসের তিনজন মাত্র দেখতে পেয়েছে। ম্যালফয়, ক্রাবে আর গোয়েলে ওর কথাটা শুনে হ্যা হ্যা করে হেসে গান গেয়ে উঠলো, উইসলি আমাদের রাজা।

হারমিওন বললো– যেতে দাও, যেতে দাও, ওদের কথায় কান দিও না।

* * *

ডিসেম্বর মাস এসে ঘাড়ের ওপর পড়ল। পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এলো হাড় কাপানি ঠাণ্ডা, বরফ পাত আর পর্বতপরিমাণ হোম ওয়ার্ক। রন আর হারমিওনের 'প্রিফেক্ট' হিসেবে খুবই গুরুভার আরও কষ্টদায়ক হয়ে গেলো

ক্রিস্টমাস আসার অপেক্ষায়। ওদের ক্যাসেল সাজানোর ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হলো। (পীভসকে নিয়ন্ত্রণে রাখারও)। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কড়া নজর রাখা যাতে ওরা হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা না লাগায়। আরগাস ফিলচের সঙ্গে পালা করে করিডোর পরিদর্শন। এত কাজ যে, হারমিওন বাধ্য হয়ে এলফদের জন্য টুপি বোনা শিকেয় তুলে রাখলো।

– বেচারি এলফদের আজও আমি মুক্তি দিতে পারিনি, ওরা ক্রিসমাসের দুর্দান্ত শীতে টুপিবিহীন অবস্থায় দিন-রাত কাটাতে বাধ্য হবে।

হ্যারি জানে ডব্বি খুব যত্নের সঙ্গে এলফদের জন্য হারমিওনের বুনে দেওয়া টুপি, মোজা ইত্যাদি যাদের দেবার দিয়ে দেবে। তাহলেও হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক নিয়ে এতো ব্যস্ত যে, হারমিওনকে খবরটা ইচ্ছে করেই দেয়নি। হ্যারি ঠিক করেছে, এবার ক্রিসমাসের ঠাণ্ডা দিনের ছুটিগুলো প্রতিবারের মতো ভাববে না। হোগার্টসে ছুটি কাটাবে না। কিন্তু যাবে কোথায়? রন অবশ্য ওকে আগেই মিসেস উইসলির বারে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে। খেলা নেই, 'ডিএ'র মিটিং-ও নেই। সব সদস্যরা যে যার বাবা- মায়ের কাছে ক্রিসমাসের ছুটিতে যাবে। হারমিওন আগেই জানিয়ে রেখেছে, ওর বাবা-মা'র কাছে যাবে। স্কিইং করবে। রন কথাটা শুনে হেসে অস্থির। ও কখনও শোনেনি মাগলরা পায়ে পাতলা পাতলা দুটো কাঠের খণ্ড বেঁধে বরফের পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করে। রন অবশ্য বাড়িতে যাবে! খবরটা শুনে হ্যারির খুব মন খারাপ হয়েছিলো। কিন্তু মন খারাপের কোনও কারণ নেই। মিসেস উইসলি সাগ্রহে রনের সঙ্গে হ্যারির আসার প্রতিক্ষায় রয়েছেন।

হারমিওন বাবা-মা'র কাছে গেলেও ওর মন পড়ে থাকবে বারোতে উইসলি পরিবারে, কিন্তু উপায় নেই। হ্যারি ভাবে সিরিয়স যে আগুনে দেখা দিয়েছিলেন তারপর আর যোগাযোগ করেননি। সিরিয়সের ফেস্টিভ পিরিয়ডে মিসেস উইসলির বাড়িতে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। তিনি সিরিয়সকে তেমন পছন্দ করেন না, তাছাড়া ডাম্বলডোর শুনেছে যে তিনি চান না সিরিয়স গ্রিমল্ড প্লেস ছেড়ে অন্য কোথায় যান। আমব্রিজ নানা রকম ফাঁদ পেতে রেখেছেন সিরিয়সকে ধরার। তাই এই সময় সিরিয়সের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষতির কারণ হতে পারে। হ্যারির মনে তাই গডফাদার সিরিয়সের জন্য খুবই দুঃখ। বেচারি বলতে গেলে একা একা তার মায়ের পুরনো ভাঙাবাড়িতে ক্রেচারের সঙ্গে দিন কাটাবেন।

ছুটির আগে শেষ 'ডিএ' মিটিং-এর জন্য রিকোয়ারমেন্ট রুমে ঢুকে হ্যারি মশাল জ্বালাতেই ঘরের ক্রিসমাস পূর্ব জমজমাট সাজানো দেখে চমকে গেলো। বুঝতে বাকি রইলো না এলফদের সাহায্য নিয়ে ডব্বি ঘর সাজিয়েছে। আরও আশ্চর্য হয়ে গেলো সিলিং-এ অন্তত একশ'টা কাঁচের বল ঝুলিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে ওর ছবি আর চিরাচরিত লেখন 'হ্যাভ অ্যা ভেরি হ্যারি (হ্যাপি নয়)

ক্রিসমাস'।

হ্যারি ঠিক সেই সময় দরজা খোলার শব্দ হতে দেখলো, লুনা লাভগুড! চোখে মুখে স্বাভাবিকভাবে স্বপ্নালু ভাব!

– হ্যালো, ঘরের সাজ দেখতে দেখতে ও ভাসা ভাসা ভাবে বললো।

– খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, তুমি একা হাতে সাজিয়েছো?

হ্যারি বললো, না, সবকিছু ডব্বি করেছে। আমাদের হাউজ এলফ। ঠিক হ্যারির মাথার ওপোর একগোছা (মিসলটো) চিরহরিৎ পরাশ্রয়ী গুল্ম দেখে বললো– মিসলটো! বাহ কি সুন্দর, মাঝে মাঝে এতে নার্গলস ইনফেকসন হয়।

ওই 'নার্গলস' যে কি সেটা জানার কৌতূহল থেকে বেঁচে গেলো অ্যাঞ্জেলিনা, কেটি আর অ্যালিসা ঘরে ঢোকাতে। ওদের দেখে মনে হয় বাইরের শীতে ওরা খুবই কাবু।

অ্যাঞ্জেলিনা ওর গায়ের আলখেল্লাটা ঘরের এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোনও ভূমিকা না করে বললো– শেষ পর্যন্ত তোমাকে আমরা সরিয়ে দিলাম হ্যারি।

– আমাকে সরিয়ে দিলে? হ্যারি ভ্যাবাচাকা খেয়ে বললো।

– শুধু তোমাকে নয় ফ্রেড আর জর্জকেও, ও এক সেকেন্ড দেরি না করে বললো, আমরা অন্য একজন সীকার পেয়েছি।

– কে? হ্যারি বললো।

– জিনি উইসলি, কেটি বললো।

হ্যারি ওর মুখের দিকে সোজা তাকালো।

– হ্যাঁ, আমি ঠিকই করেছি, অ্যাঞ্জেলিনা ওর ম্যাজিক ওয়ান্ডটা বের করে হাত ছড়িয়ে বললো, ও খুবই ভাল খেলে। তোমার খেলার মতো অবশ্যই, বিশেষ কারণে তোমাকে রাখা সম্ভব নয়।

ও বিশ্রীভাবে হ্যারির দিকে তাকালো।

হ্যারি মনে মনে হাসলো। অ্যাঞ্জেলিনা ভেবেছে ওকে সরিয়ে দারুণ এক কাজ করেছে। কিন্তু জানে না, ঠিক এই রকমটি হ্যারি মনে মনে চাইছিলো! ওর চাইতে শতগুণ বেশি।

– তো বিটারদের? ও গলার স্বর কাবু করে বললো।

– অ্যালিসিয়া স্বাভাবিকভাবে বললো, অ্যান্ড্রু কির্কে, জ্যাক সপার দু'জনেই অবশ্য তুলনামূলকভাবে ব্রিলিয়ন্ট না হলেও বলা যায় চলনসই। অন্যদের কথা না তোলাই ভাল।

রন, হারমিওন আর নেভিল এসে গেলে কিভিচ প্লেয়ার পরিবর্তনের কথা যবনিকাপাত হলো। মিনিট খানেকের মধ্যে (ডিপ্রেসিং ডিসকাসন) প্লেয়ার

পরিবর্তনের হাওয়া উধাও হয়ে গেলো। অ্যাঞ্জেলিনার মুখের দিকে ইচ্ছে করেই হ্যারি তাকালো না।

হ্যারি বললো, তোমরা সবাই এসেছো ভালই হয়েছে। আমরা তো কয়েকদিন পরই ক্রিসমাসের ছুটিতে যে যার বাড়ি যাচ্ছি, কাজ কিছু করার নেই। আলোচনা করা যাক, কতদূর এগোলাম আমরা। তিন সপ্তাহ পরে আবার কাজকর্ম হবে।

– নতুন কিছু করার নেই, আগে জানলে আজ আসতাম না, জ্যাকেরিয়া স্মিথ মুখ গোমড়া করে বললো।

ফ্রেড বললো, হ্যারি তোমাকে না জানানোর জন্য সত্যই আমরা দুঃখিত।

হ্যারি বললো, যাকগে, আমরা দু'জনে মিলে একটা দল করে 'ইমপেডিমেন্ট জিঙ্কস' প্র্যাকটিস করতে পারি। দশ মিনিট, তারপর কুবনে নিয়ে পুনরায় স্টানিং করবো।

ঘণ্টাখানেক প্র্যাকটিস করার পর হ্যারি সকলকে থামতে বললো, সত্যি সত্যি তোমরা সবাই অসাধারণ কাজ করছো। ছুটি থেকে আসার পর আমরা দেখে নতুন একটা কিছু করবো ধরো 'পেট্রোনিউসেস'।

তারপর বলতে গেলে সবাই 'হ্যাপি ক্রিসমার্স জানিয়ে চলে গেলো। রন-হারমিওনও। হ্যারি পড়ে থাকা কুশনগুলো মাটি থেকে তুলে গুছিয়ে রাখতে লাগলো। তারপর হঠাৎ ওর ঘরের এক কোণে চোখ পড়ে গেলো। গোছাতে গোছাতে এতো ব্যস্ত যে ও চো'কে দেখতে পায়নি। ওর দুচোখ জলে ভরে গেছে।

– কী ব্যাপার? হ্যারি খুব নরম সুরে বললো।

হ্যারির জীবনে এ ব্যাপারে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। জানে না কি করতে হবে, কি বলতে হবে!

ও আবার বললো– কী হয়েছে, তুমি কাঁদছো কেন?

চো শুধু ওর মাথাটা সামান্য দুলিয়ে জামার হাতা দিয়ে ভেজা চোখ মুছলো।

– দুঃখিত হ্যারি, চো ধরা ধরা গলায় বললো, আমি ভাবছিলাম কেন এসব শিখছি, কার জন্য শিখছি। সেড্রিক যদি এসব জানতো তাহলে ও হয়তো বেঁচে থাকতো।

চো, সেড্রিকের কথা আজও ভুলতে পারেনি। ওর সেটা জানা উচিত ছিলো, ও সেড্রিকের কথা বলতে পারতো।

– তুমি বোধহয় জানো না আমি যা যা জানি তা সেড্রিক জানতো। আসলে ভোল্ডেমর্ট দারুণ শক্তিশালী, ও হত্যা করতে চায়, যেমন করেই হোক হত্যা করবে। চাইলে তোমাকেও করতে পারে।

ভোল্ডেমর্টের নাম শুনে চোয়ের মুখ শুকিয়ে গেলো।

– শুনেছি, তোমার শিশু অবস্থাতে ও তোমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল,

চো বললো।

– ঠিকই শুনেছ। কেন হত্যা করতে চেয়েছিলো এখনও তার কারণ আমি জানি না। অবশ্য এর জন্য গর্বিত হবার কোনও কারণ নেই।

– আমি জানি তুমি সেড্রিককে তোমার চোখের সামনে হত্যা করাতে মনে কত ব্যথা পেয়েছো, আমি চাই তুমি সেইসব কথা ভুলে যাও।

কথাটা শুনে হ্যারি চুপ করে রইলো।

– তুমি সত্যি খুব ভাল টিচার, চো বললো সামান্য হেসে, আমি কখনও কাউকে স্টান করতে পারিনি হ্যারি।

হ্যারি খুব লজ্জিত হয়ে বললো, ধন্যবাদ।

ওরা দু'জনে দু'জনের দিকে অনেকটা সময় তাকিয়ে রইলো। হ্যারি চাইলো ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে; কিন্তু পারলো না, কোন এক অদৃশ্য শক্তি ওর পা দুটো চেপে ধরে রইলো।

– মিসলটো? চো সিলিং-এ ঝোলানো গুল্মগুলো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো।

– হ্যাঁ। ওর গলার ভেতরটা সম্ভত: লার্গলসের জন্য শুকিয়ে গেছে। গাছটায় লার্গলস লেগে গেছে।

– সেটা কী?

– আমার কোনও ধারণা নেই, হ্যারি বললো। চো তখন অনেকটা হ্যারির কাছে এসে গেছে। সম্ভবত: হ্যারির ব্রেন স্টানড হয়ে গেছে।

– তুমি লুসি, লুনাকে জিজ্ঞেস করতে পারো।

চো হ্যারির আরও অনেক কাছে এসে গেছে। ফুঁপিয়ে কান্নার মাঝে কিছু শব্দ থাকে সেটা হ্যারির মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। ও হ্যারির এতো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে যে, ওর তপ্ত নিঃশ্বাস গালে এসে লাগছে। হ্যারি ওর গালের ছোট ছোট ব্রণগুলোর সংখ্যাও গুণে বলতে পারে।

– হ্যারি, হ্যারি আমার তোমাকে ভাল লাগে, তুমি বড় ভাল।

হ্যারি দেখতে পাচ্ছে ওর গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

কমনরুমে যে সময় হ্যারি সাধারণত আসে তার আধঘণ্টা পরে ঢুকে দেখলো রন, হারমিওন অনেক আগে আসার দৌলতে দিব্যি দুটি চেয়ার ফায়ারপ্লেসের সামনে টেনে এনে আগুন পোয়াচ্ছে। সকলেই শীতের রাত বলে শুতে চলে গেছে। হ্যারি দেখলো হারমিওন নিমগ্ন হয়ে চিঠি লিখছে। আগুনের কাছে পা টেনে এনে রন ট্রান্সফিগারেসনের হোমওয়ার্ক শেষ করতে ব্যস্ত।

দেরি কেন? হ্যারি রনের পাশের চেয়ারে বসতেই রন বললো। হ্যারি ওর প্রশ্নের কোনও জবাব দিলো না। ওর মাথার ভেতরটা চোয়ের সঙ্গে কথা বলার পর কেমন যেন কিলবিল করছিলো। যা ঘটেছে তার অর্ধেকটা ও রনকে বলতে চাইলো;

কিন্তু বাকিটা তো একজন তার কবরে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

হারমিওন কুইলটা তুলে বললো, তোমার শরীর ভালো আছে তো হ্যারি?

হ্যারি ঠিক জানে না ও ভাল আছে না নেই। তাই শুধু কাঁধটা নাচালো।

– ব্যাপার কী? কী হয়েছে? রন ওর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলো। হ্যারি ঠিক বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা ওদের ঠিক মতো গুছিয়ে বলতে পারবে কি না।

– চো'র ব্যাপার? হারমিওন বিজনেস লাইক ওয়েতে প্রশ্ন করলো, ও তোমাকে মিটিং-এর পর কোনঠাসা করেছিলো নাকি?

কি জবাব দেবে জানে না হ্যারি। তবু বললো ও কী তাই চায়?

– তুমি ওর ঠোঁটে কী চুমু দিয়েছিলে? হারমিওন মজা করে বললো।

রন কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠলো। ওর ধাক্কায় টেবিল থেকে কালির দোয়াত ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলো। ও হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো।

– কী ব্যাপার? রন জিজ্ঞেস করল।

ও হারমিওনের হাসি আর রনের প্রশ্নের মাঝে যেন আটকে গেছে।

রন দারুণ এক উৎসাহে দড়াম করে একটি ঘুষি মারলো যেন হ্যারি জিতে গেছে। তারপর দারুণভাবে খিল খিলিয়ে হাসতে লাগলো।

হ্যারি হঠাৎ দারুণ বুদ্ধু হয়ে গেছে। কি করবে, কি বলবে কোনও কিছুই বুঝতে পারছে না।

রন হাসি থামিয়ে বললো, এবার সব বলো, আমরা শুনি।

বলবে কি বলবে না ভেবে হ্যারি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো।

– বেশ বলছি।

রন এমন এক শব্দ করলো যা আনন্দ না বিরক্তি বোঝা ভার– কারণ ও কাঁদছিলো।

– তাই, রনের মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে থাকে। তুমি কি ওকে চুম্বনের উপযুক্ত নও?

– বলতে পারছি না, এই সম্বন্ধে আমি কোনও ভাবনা চিন্তা করিনি। কথাটা বলেই ওর মনে হলো হয়তো কথাটা ঠিক বলেনি তাই তৎক্ষণাৎ বললো– হতেও পারে আমি উপযুক্ত নই।

– অবশ্যই তুমি ফেলনা নও, হারমিওন একবার চিঠির কাগজ থেকে মুখ তুলে সংক্ষেপে কথাটা বলে আবার লিখতে লাগলো।

– তুমি কি করে বুঝলে? রন তীক্ষ্ণভাবে বললো।

– কারণ ও আজকাল ওর অর্ধেক সময় ফ্যাচ ফ্যাচ করে কাঁদে, খাবার সময়ও, কোথায় কাঁদে না সেটাই বলো, হারমিও বললো।

রন দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো– তুমিও পাল্টা চুমু দিলে পারতে,

তাহলে ও একটু নতুন স্বাদ পেতো।

রন! হারমিওন লেখা বন্ধ করে শক্ত কণ্ঠে বললো, ইদানীং তুমি দেখছি খুব বেশি বাজে কথা বলছো। বুঝলে মানুষের অন্তরের কথাটা বুঝতে শেখো।

– বাবা! তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না। একটি মেয়ে, একটি ছেলেকে চুমু দেবার সময় চোখের জল ফেলবে কেন?

– বুঝতে চেষ্টা করো রন। হারমিওন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চিঠি লেখা বন্ধ করলো। সাধারণ কথায় এখন ও দো'টানায় পড়েছে। একদিকে সেড্রিক যাকে ও ভালোবাসতো, এখন আর ও নেই; অন্যদিকে আমাদের হ্যারি। বিভ্রান্তির আরও একটা ব্যাপার। ও র‍্যাভেনক্লর কিডিচ টিম থেকে বাদ গেছে, ঠিক মতো খেলতে পারছে না। হ্যারি শোন, তুমি ওর ওপোর রাগ করবে না, বুঝতে চেষ্টা করবে ওকে, ওর সঙ্গে ভাল করে কথা বলবে।

হ্যারি বললো, আমাদের 'ডিএ'র মিটিং আছে, কথাতো বলতে হবেই।

হ্যারি চুপ করে কিছু ভাবতে লাগলো। হারমিওনের কথা ওর সামনে যে এক ভয়াবহ যথার্থতার ও সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করে দিয়েছে। ও একাই 'চো'কে সঙ্গে নিয়ে যাবে। কোথায়? হগসমিডে... আরও অনেক কথা মাথায় এল ওর কৈশোর- যৌবনের সন্ধিক্ষণে।

রন মুখে বিচক্ষণতার ভাব এনে হ্যারির মনের ভাব অনেকটা সময য বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলো। ভাবলো– যদি হ্যারি পিছিয়ে আসে, কথা বলতে না চায়?

হারমিওন বললো, বোকার মতো কথা বলবে না রন। হ্যারি ওকে চুপিসারে অনেকদিন থেকে মনের মধ্যে বন্দি করে রেখেছে, তাই না হ্যারি?

হ্যা, হারমিওনের কথার মধ্যে কোনও অসত্যতা নেই। অনেকদিন থেকেই ওর কৈশোর জীবনে চো চ্যাং ছায়াপাত করেছে। সেই ছায়া আজও আছে। কিন্তু ও চো'র দুটো রূপ দেখে চলেছে; একদিকে নিজের সুখ আনন্দ নিয়ে সদা ব্যাস্ত; অন্যদিকে আজকের নতুন রূপ! কাঁধে মাথা রেখে বলগা ছাড়া ক্রন্দন!

রন হারমিওনের চিঠির দিকে তাকিয়ে পড়বার চেষ্টা করে বললো– জানতে পারি কি, কার জন্য ওই বিরাট উপন্যাসটা লিখছো?

– ভিক্টরের জন্য।

– তাই নাকি, ক্রাম?

– ক'জন ভিক্টরকে তুমি চেনো?

হারমিওনের মুখ থেকে সোজাসাপটা কথাটা শুনে রন বিষণ্ন মুখে তাকিয়ে রইলো। ওরা আরও কুড়ি মিনিট নিঃশব্দে বসে রইলো। রন অনেক কাটাকুটি ও বদলাবার পর ট্রান্সফিগারেসনের প্রবন্ধ শেষ করল। হারমিওনেরও চিঠি লেখা খতম। সেটার মুখবন্ধ লিখছে। হ্যারি আগুনের দিকে তাকিয়ে আশা করছে যদি

সিরিয়স একবার দেখা দিয়ে চো সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেন। কিন্তু আগুন জ্বলে যাচ্ছে ফট ফট শব্দ করে। একটু একটু করে আগুনও নিভে গেলো পড়ে রইলো শুধু ছাই।

হারমিওনের ঘুম পেয়েছে, বিরাট হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে গুডনাইট বলে ঘুমোতে চলে গেলো।

হ্যারির সঙ্গে নিজেদের ঘরে যেতে যেতে রন হঠাৎ বলে উঠলো, ক্রামের মধ্যে ও কী খুঁজে পেলো কে জানে!

– খুব সম্ভব ও হারমিওনের চেয়ে বড় শুধু নয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কিডিচ প্লেয়ার।

– কিন্তু দারুণ বদমেজাজী। কী ভুল বললাম?

– একটু। হ্যারির মাথায় তখনও চো ঘুরছে।

– গুড নাইট, রন আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে বললো।

– গুড নাইট, হ্যারি ঘুমোবার জন্য দুচোখ বন্ধ করে বললো।

হ্যারির চোখে ঘুম নেই, ও নেভিলের নাক ডাকা শুনতে পেল। তারপরই বাইরে একটা প্যাঁচা বিকটভাবে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলো।

হ্যারি ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্ন দেখলো! ও আবার ডিএ রুমে ফিরে এসেছে। চো ওকে সেই ঘরে বিনা কারণে ডেকে আনার জন্য ও রেগে গেছে। চো একশ' পঞ্চাশটা ফ্রগ চকোলেট দেবে যদি ডিএ রুমে আমি আসি। হ্যারি বললো, কখনোই না। কথাটা শুনে চো চীৎকার করে উঠলো, এই দেখো, দেখবে? সেডরিক আমাকে গাদাগাদা ফ্রগ চকোলেট দিয়েছে। কথাটা বলে চো রোবের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো কার্টুন বার করে হ্যারির দিকে ছুঁড়ে দিলো। তারপর ও হারমিওনের দিকে তাকালো। হারমিওন বললো, বাঃ হ্যারি তুমি ওকে দেবে বলে দিলে না? তাহলে অন্য কিছু দাও, তা তোমার 'ফায়ার বোল্ট?' হ্যারি রেগে গিয়ে বললো– কখনোই আমি আমার ফায়ার বোল্ট দেবো না। ওটা আমব্রিজের কাছে রয়েছে। স্বপ্নটার মধ্যে না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। ওতো 'ডি'এ' রুমে এসেছে ক্রিসমাসের জিনিসপত্র সাজাতে। কিছু কিছু 'ক্রিসমাস বাব্‌ল' অনেকটা ডব্বির মুণ্ডুর মতো।

আবার নতুন এক স্বপ্ন দেখলো হ্যারি

ওর শরীর অনেক শক্তিশালী, হালকা আর নমনীয় হয়ে গেছে। ও একটা চকচকে কালো পাথরের ওপরে দুটো চকচকে মেটাল বারের মধ্য দিয়ে ভেসে চলেছে, ওর পেটটা পাথরের উপর। চতুর্দিক গাঢ় অন্ধকার হলেও সবকিছুই দেখতে পাচ্ছে। জিনিসগুলো অদ্ভুতভাবে জ্বল জ্বল করছে। ও মাথাটা তুললো, দেখলো করিডোরটা শূন্য, না শূন্য নয় অদূরে মেঝের ওপর একজন বসে রয়েছে। তার মাথাটা নিচু করা, মুখ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু লোকটার অবয়ব, অন্ধকারে জ্বল জ্বল

করছে।

হ্যারি ওর জিব বের করে লোকটার গায়ের গন্ধ বাতাস থেকে পেতে চাইল। লোকটা বেঁচে থাকলেও আছে করিডোরের শেষ প্রান্তে একটা বন্ধ দরজার সামনে। হ্যারির ইচ্ছে লোকটাকে কামড়ে দিতে কিন্তু ওকে আকস্মিকভাবে আঘাত করার শিক্ষা দরকার। ওকে আকস্মিক কামড়ে দেওয়া ছাড়া আরও অনেক কাজ যেন বাকি আছে।

লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তেই ওর রূপালী রং-এর আলখেল্লাটা শরীর থেকে খুলে ফ্লোরে লুটিয়ে পড়লো।

তারপর দেখলো হঠাৎ ও উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ওকে বাধা না দিলে লোকটা হয়তো ওকেই মেরে ফেলবে। হ্যারি ফ্লোর থেকে লাফিয়ে উঠে একবার, দু'বার, তিনবার ওকে লম্বা লম্বা ছুঁচোলো দাঁত দিয়ে কামড়ে দিলো। লোকটার রক্ত-মাংসের দেহ থেকে ফিনকি দিযে রক্ত বেরুতে লাগলো। ওর দেহ থেকে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে চকচকে মেঝেতে পড়তে লাগলো।

লোকটা যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো, তারপর চুপ হয়ে গেলো।

হ্যারির কপালে ব্যাথাটা অসম্ভবভাবে বেড়ে গেলো। মনে হতে লাগলো মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

হ্যারি! হ্যারি!

হ্যারি ধীরে ধীরে ওর দু'চোখ খুললো। ওর শরীর ঠাণ্ডা বরফে ভিজে চপ্ চপ্ করছে। বিছানার চাদর লণ্ডভণ্ড, মাথার বালিশ মেঝেতে পড়ে গেছে।

হ্যারি!

হ্যাঁ, যা যা স্বপ্নে দেখেছে সবই রনকে বলতে হবে। হ্যারি ভারি দেখে একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে উঠে বসলো। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে যেন বললো– ও খুবই অসুস্থ!

হ্যারি তাকাতে পারছে না কপালে অসহ্য যন্ত্রণার জন্য।

ও হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, তোমার বাবা, তাকে কেউ আক্রমণ করেছে।

রন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বললো– কী বললে?

– তোমার বাবা! তাকে কেউ কামড়ে দিয়েছে– খুবই মারাত্মকভাবে, চতুর্দিকে শুধু রক্ত আর রক্ত!

– দাঁড়াও আমি দেখছি, আগের লোকটির ভয়ার্ত স্বর। হ্যারির কানে এলো কারও ডরমেটরি থেকে চলে যাবার পদশব্দ।

– হ্যারি! হ্যারি! রন অধীর হয়ে বললো– তুমি ভীষণ বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছো।

– না, হ্যারি ক্ষিপ্তের মতো বললো, খুবই মারাত্মক, স্বপ্ন নয়, সাধারণ স্বপ্ন নয়, আমি সেখানে ছিলাম, আমি দেখেছি, আমি কামড়ে দিয়েছি।

সিমাস আর ডিনের কথা ওর কানে এলো; কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারলো না।

– হ্যারি তোমার শরীর খুব খারাপ, নেভিল সাহায্যের জন্যে বাইরে গেছে।

– না, আমি খুব ভাল আছি! হ্যারি বললো, সত্যি বলছি আমার কিছু হয়নি! তোমার বাবার জন্য তুমি ভাবো। এখন তিনি কোথায় আমাদের খুঁজতে হবে, তার শরীর থেকে রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। আমি ছিলাম... একটা বিরাট সাপ।

হ্যারি বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলে রন ওকে চেপে ধরে শুইয়ে দিলো। রন চুপ করে বসে রইলো। ওর কাটা দাগের অসহ্য ব্যথা ধীরে ধীরে কমছে মনে হ'ল। তারপর দু'একজনের ওর ডরমেটরিতে ঢোকার পদশব্দ শুনতে পেলো।

– এদিকে, প্রফেসর।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ডরমেটরিতে ঢুকেছেন। তার গায়ে টার্টান ড্রেসিং গাউন, নাকের কাছে চশমা ঝুলে পড়েছে।

– কী হয়েছে পটার? তোমার কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

ও জীবনে এতো আনন্দিত, এতো খুশি হয়নি ম্যাকগোনাগলকে দেখে। ও চায় না কোনও অপ্রয়োজনীয় পোসান, তাতে ওর যন্ত্রণা কমবে না, কিছু হবে না। ওর দরকার 'অর্ডার অফ ফিনিক্সের' একজন পদস্থ সদস্য।

– তুমি কী দেখেছো, কেমন দেখেছো? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার গভীর দুই ভুরু একত্র করে বললেন।

– আমি জানি না! আমি ঘুমাচ্ছিলাম! তারপর আমি সেখানে ছিলাম।

– তার মানে তুমি স্বপ্নে সেখানে গিয়েছিলে?

– না, হ্যারি রাগে ফেটে পড়ে বললো, আপনারা কেউ বুঝতে পারবেন না। প্রথমে আমি একটা বোকা বোকা মাথামুণ্ডুহীন স্বপ্ন দেখছিলাম... তারপর, তারপর অন্য এক স্বপ্ন, আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারছি না। মি. উইসলি মাটিতে বসে ঘুমচ্ছিলেন। তাকে তখন বিরাট একটা সাপ তার বিরাট বিরাট দাঁত বার করে কামড়ে দিলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগলো, তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আপনারা কেউ যান, খুঁজে বার করুন এখন তিনি কোথায়।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তার দুই আতঙ্ক ভরা চোখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

– আমি পাগল নই, আমি যা বললাম সব সত্যি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল। হ্যারি রাগ আর উত্তেজিত স্বরে বললো। আমি আপনাকে বলছি, আমি ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখেছি!

ম্যাকগোনাগল অবিচলিত স্বরে বললেন, আমি তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করছি পটার। ড্রেসিং গাউন পরে নাও, আমরা এখন হেড মাস্টারের কাছে যাবো।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

সেন্ট মাংগোস হসপিটাল ফর ম্যাজিকাল ম্যালাডিস অ্যান্ড ইনজুরিস

হ্যারি ভাবতে পারছে না ওর চিরাচরিত বিরোধীনী প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কেন ওকে সোজা ডাম্বলডোরের কাছে নিয়ে যেতে চাইছেন। তবুও ও তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে কোনও রকমে ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে, চশমাটা নাকে লাগিয়ে দাঁড়ালো।

– রন তোমারও সঙ্গে যাওয়া দরকার, ম্যাকগোনাগল বললেন।

ওরা দু'জনে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের সঙ্গে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ডিন, নেভিল আর সিমাসের সামনে দিয়ে ডরমেটরি ছেড়ে, কমনরুমের ঘোরানো সিঁড়ি পোর্ট্রেট হোল এবং চাঁদের আলোয় আলোকিত ফ্যাটলেডির করিডোর দিয়ে ডাম্বলডোরের অফিসের উদ্দেশ্যে চললো। চলতে চলতে হ্যারির মনে হলো মনের মধ্যে যে আতঙ্ক-উদ্‌বেগ জমাট বেঁধে রয়েছে যেকোনও সময়ে সেগুলো মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসবে। ও তীব্র আর্তনাদ করতে করতে ডাম্বলডোরের কাছে ছুটে যেতে চাইলো। আশ্চর্য! ওদিকে মি. উইসলি রক্তাপ্লুত হয়ে অন্ধকার এক করিডোরে পড়ে রয়েছেন আর ওরা শান্ত–ধীর হয়ে হেঁটে চলেছে? আর ওর ধারালো ছুরির মতো দাঁতগুলো বিষেভরা হয়? মিসেস নরিসের সামনে দিয়ে যাবার সময় ল্যাম্পের মতো দুচোখের দৃষ্টিতে ওদের দেখে খুব আস্তে মুখ দিয়ে শব্দ করলেন 'হিস'; কিন্তু প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন 'শফটু'। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস নরিস অন্ধকারে ডুবে গেলেন। কয়েক মিনিট পর ওরা পাথরের তৈরি গারগয়েলের (বাঘের মুখাকৃতি বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের পাইপে ব্যবহৃত হয়) সামনে ডাম্বলডোরের অফিসে যাবার দরজার মুখে দাঁড়ালো।

– ফিজিং হুইজবী, ম্যাকগোনাগল বললেন।

গারগয়েলের মুখ বিস্তৃত হয়ে সামান্য সরে গেলো। সংলগ্ন বড় পাথরের দেওয়ালটা গরগর শব্দ করে দ্বিখণ্ডিত হতেই একটা পাথরের তৈরি সিঁড়ির (স্টেয়ার কেস) সামনে ওরা দাঁড়ালো। স্টেয়ার কেসটা এসক্যালেটরের মতো (যন্ত্রচালিত সিঁড়ি) উঠছে- নামছে। সেই চলমান সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই ওরা সর সর করে ওপোরে উঠতে লাগলো। ওদিকে শব্দ করে দ্বিখণ্ডিত পাথরের দেওয়াল জুড়ে গেলো। একটা ওক কাঠের চকচকে পালিশ করা দরজার কাছে এসক্যালেটর পৌঁছাতেই ওরা নেমে পড়লো। দরজা খোলার জন্য পেতলের চকচকে নকার, দেখতে অনেকটা গ্রিফিন'র মতো।

মাঝ রাত পার হয়ে গেছে, তাহলেও হ্যারি বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে কথাবার্তা শুনতে পেলো। দু'একজনের নয়, মনে হলো ডাম্বলডোর অন্তত এক ডজন অতিথিদের সঙ্গে কথা বলছেন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল তিনবার গ্রিফিন নকারে বেশ জোরে আঘাত করতেই ঘরের ভেতরের শব্দ বন্ধ হয়ে গেলো। ঠিক যেনো হঠাৎ লোডশেডিং। বন্ধ দরজাটা আপনা-আপনি খুলে যেতেই প্রফেসর ম্যাকগোনাগল হ্যারি আর রনকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

ঘরটা আধো আলো আধো অন্ধকার! হ্যারি আগের মতই দেখলো টেবিলের ওপোর রাখা রূপোর যন্ত্রপাতিগুলো শব্দহীন, ঘুরছে আর দমকে দমকে ধোঁয়া নিঃসৃত হচ্ছে (এর আগেও হ্যারি ওইরকমই দেখেছে)। দেওয়ালে ঝোলানো অতীতের সব হেডমাস্টার- হেডমিস্ট্রেস ফ্রেমে বাঁধানো ফটোর মধ্যে বন্দি হয়ে নাক ডেকে চলেছেন মৃদু মৃদু। ঠিক দরজা বরাবর অতি সুন্দর লাল আর সোনালী রং-এর রাজহাঁসের আকারের মত একটা পাখি তার ডানার মধ্যে মুখ গুঁজে তার দাঁড়ে বসে তন্দ্রা যাচ্ছে।

– ওহো, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল! আসুন আসুন। ডাম্বলডোর তার টেবিলের পিছনে বিরাট গদিমোড়া চেয়ারে বসে; টেবিলের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছেন। টেবিলের ওপোর গাদাগাদা ফাইল, কাগজপত্র। আলো বলতে বিরাট একটা মোমবাতি। সেই মোমবাতির আলোতে কাগজপত্র দেখছেন। পরনে তার অতি মূল্যবান লাল আর সোনালী সূতোতে এমব্রয়ডারি করা ড্রেসিংগাউন। গাউনের ওপোর চড়িয়েছেন দুগ্ধফেনিভ সাদা নাইটশার্ট; কিন্তু গভীর রাতেও বেশ দৃঢ়ভাবে কাজ করে চলেছেন। হালকা সবুজ রঙ-এর দুই চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ম্যাকাগোনাগলের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল পটার কী খুব খারাপ একটা নিশা স্বপ্ন দেখেছ? ও কি আপনাকে বলেছে।

–নিশাস্বপ্ন নয়, হ্যারি একটুও বিলম্ব না করে বললো।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, হ্যারিপটারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, হাঃ খুব ভাল। তাহলে যা ঘটেছে তুমি বলছো, সেটা হেডমাস্টারকে বলো।

– আ... আমি ঘুমোচ্ছিলাম, হ্যারি বললো। ওর চেহারা এবং উৎকণ্ঠিত মুখোভাব দেখে ডাম্বলডোরকে বিন্দুমাত্র বিচলিত না দেখে ও বেশ রেগে গেলো। ডাম্বলডোর যেমন মুখ নামিয়ে কাজ করছিলেন তেমনি করতে লাগলেন, হ্যারির দিকে তাকালেন না। কাজ বন্ধ রেখে দু'হাতের আঙ্গুলগুলো ইন্টার্লকড করে বসে রইলেন। হ্যারি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো, সাধারণ স্বপ্ন নয় আমি স্বচক্ষে দেখেছি ঘটনাটা, মি উইসলিকে একটা বিরাট সাপ কামড়ে দিয়েছে।

হারির কথাগুলো ডাম্বলডোরের ঘরে প্রতিধ্বণিত হতে থাকে। ওর কথাগুলো যা ও বললো, তা অবাস্তব ও অদ্ভুত। ডাম্বলডোর একটু নড়েচড়ে বসলেন এবং ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকালেন। রন, হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো।

ডাম্বলডোর খুব শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলেন হ্যারির দিকে দৃষ্টিপাত না করে, তুমি কেমন করে দেখলে?

– না, আমি ঠিক জানি না, (হ্যারি তখনও শান্ত হয়নি)। তাতে কি আসে যায়? কিন্তু আমি দেখেছি, আমার মাথার ভেতর সেই দৃশ্য ঘুরপাক খাচ্ছে, আমার মনে হয়...।

– তুমি আমাকে ভুল বুঝেছো পটার। ডাম্বলডোর একইরকমভাবে বসে, একইরকম সুরে বললেন, আমি বলছি জায়গাটা কোথায় ঘটেছে, তুমি সেই সময় কোথায় ছিলে?

হ্যারি অবুঝের মতো ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো।

– সাপের প্রসঙ্গে যদি বলতে হয় তাহলে সেই সাপটা আমি। ঘরের সকলেই নির্বাক! ওর কথা শুনে

রন ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়েছিলো। ডাম্বলডোর রনের দিকে তাকালেন, আর্থারের আঘাত কী খুব বেশি?

– হ্যাঁ, হ্যারি জোর দিয়ে বললো, মারাত্মক রকমভাবে সাপটা আর্থারকে কামড়ে দিয়েছে, শরীর থেকে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না, বড় বড় দাঁত দিয়ে কামড়েছে। সব শোনার পরও ডাম্বলডোর অতি সাধারণভাবে নিচ্ছেন শুধু তাই নয়, একবার ভুলেও হ্যারির দিকে তাকাচ্ছেন না!

ডাম্বলডোর হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হ্যারিও লাফিয়ে উঠলো। ডাম্বলডোর দেওয়ালের একটা পোট্রেটের দিকে তাকিয়ে বললেন– এভার্ড? তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, তুমিও ডিলিস?

একজন পাণ্ডুবর্ণ মুখের জাদুকর, মাথায় ছোট ছোট করে কাটা কালো চুল।

আর একজন রূপালী ফ্রেমে আবদ্ধ অতি বৃদ্ধ এক জাদুকর। দুজনকে দেখে বোঝা যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন, ডাম্বলডোরের কথা শুনে তাদের বন্ধ চোখ খুলে গেলো।

– তোমরা অবশ্যই শুনেছো?

– স্বভাবতই সব শুনেছি।

– শোনো, এভার্ড এবং ডিলিস, তুমি জানাবে ও ভুল লোক নয়। ভুল করবে না।

কথাটা শুনে দু'জনেই পাশে সরে গেলো। তারপর আর তাদের ফ্রেমের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেলো না। একটা ফ্রেমে ব্র্যাকগ্রাউন্ড, অন্যটায় রয়েছে দুটো চেয়ারের ছবি।

হ্যারি দেখলো ফ্রেমের মধ্যে যেসব হেডমাস্টার হেডমিস্ট্রেস বসেছেন তারা কৌতূহলী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ডাম্বলডোর এবার মুখ তুলে রন, হ্যারি আর হারমিওনকে বললেন– এভারড আর ডিলিস হোগওয়ার্টসের খুবই বিশ্বস্ত। ও নামী হেড ছিলেন। তারপর, দাঁড়ে বসে ঝিমিয়ে থাকা সোনালী-লাল পাখির গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ওরা দু'জন এতো নামী হেড ছিলেন যে, হোগার্টস ছাড়া অন্য ম্যাজিক স্কুলেও ওদের পোর্ট্রেট আছে। ওরা বলতে পারবেন আসল ঘটনা কি! জায়গাটা কোথায়।

হ্যারি বললো, মি. উইসলি তো যেকোনও জায়গায় থাকতে পারেন।

– অনুগ্রহ করে তোমরা সবাই চেয়ারে বসো। প্রফেসর এভার্ড আর ডিলিস যেকোনও মুহূর্তে এখানে ফিরে আসবে। দয়া করে ওদের বসার জন্য আরও দুটো চেয়ার ঠিক করে রাখুন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল জাদুদণ্ডটা ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে নিয়ে হাওয়াতে নাড়তেই তিনটে চেয়ার হাওয়াতে ভেসে এলো। তবে কাঠের সেই চেয়ারগুলো অতি সাধারণ। হ্যারির ওপোর ডাম্বলডোর ইতোমধ্যে ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করেছেন। হ্যারি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ারে বসে পড়লো। ডাম্বলডোর তার প্রিয় ফকেসের ফুলো ফুলো সোনালী মাথায় মৃদু মৃদু চাপড় দিতে লাগলেন। ফকেসের (ফেনিক্স) ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে। ও মাথাটা উঁচু করে উজ্জ্বল দুই চোখে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ডাম্বলডোর খুব চাপা গলায় বললেন– আমাদের একটা সতর্ক বার্তার দরকার হবে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠলো। তারপর ওকে আর দেখা গেলো না।

তারপর ডাম্বলডোর টেবিলে রাখা একটা হালকা রূপোর ইনস্ট্রুমেন্ট [হ্যারি এর

আগে কখনোও ওইরকম বাজনা দেখেনি] নিজের ডেস্কের ওপোর রেখে তার ওপোর জাদুদণ্ড ঠেকালেন।

বাজনাটা তৎক্ষণাৎ বাজতে শুরু করে দিলো। তারই সঙ্গে ওপরে রাখা সরু পাইপ থেকে হালকা সবুজ ধোঁয়া বেরোতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর সেই হালকা সবুজ ধোঁয়া একটু একটু করে ঘন হয়ে সাপের মতো পাকাতে পাকাতে একটা সাপের মাথাতে রূপান্তরিত হলো। বিরাট তার মুখ গহ্বর। হ্যারি সেই বিরাট আকারের সবুজ সাপের মুণ্ডু দেখে হকচকিয়ে গেল। তাহলে কী ডাম্বলডোরের বাদ্যযন্ত্র ওর কথা স্বীকার করছে? ও ভাবলো ডাম্বলডোর নিশ্চয়ই এতক্ষণে ওর কথা বিশ্বাস করেছেন, আর মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকবেন না।

ডাম্বলডোর বিড় বিড় করে কিছু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ হবেইতো খুবই স্বাভাবিক। (সম্ভবতঃ নিজেকে বললেন)। তখনও তার দৃষ্টি ধোঁয়ার বন্যায়, মুখে কণামাত্র আশ্চর্য হবার ছাপ নেই।

– তাহলে উপাদান বিভক্ত?

হ্যারি প্রশ্নের মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলো না।

ডাম্বলডোর সেই ইনস্ট্রুমেন্টের ওপোর হাতের জাদুদণ্ড আবার ছোঁয়ালেন। ক্লিংক শব্দ হতেই সেই পাকানো পাকানো সবুজ ধোঁয়া ধীরে ধীরে কমতে শুরু করলো। তারপর শব্দ বন্ধ হয়ে যেতেই ধোঁয়ার সাপ নিস্তেজ হয়ে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ পর অদৃশ্য হয়ে গেলো।

হ্যারি ছটফট করতে লাগলো সেই অদ্ভুত রূপোর বাদ্যযন্ত্রটা কি তা জানার জন্য। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করার আগেই ওরা যে ঘরে বসেছিলো তার দক্ষিণ দিকের ছাদে একটা মাঝারি আকারের শব্দ হলো। ও দেখলো জাদুকর এভার্ড হাঁফাতে হাঁফাতে নিজের প্রোট্রেট ফ্রেমে চলে গেলেন।

– ডাম্বলডোর!

– খবর পেলেন? ডাম্বলডোর তৎক্ষণাৎ বললেন।

– আমি চিৎকার করে চললাম যতক্ষণ না কাউকে দৌড়াতে দৌড়াতে আসতে দেখলাম। যে জাদুকর খুঁজতে বেরিয়েছিলো সে পর্দার আড়াল থেকে বললো– আমি নিচে কারুর পদশব্দ শুনতে পেলাম– তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা আমার চিৎকারের সত্যতার কারণ জানার জন্য নিচে নেমে যাচাই করতে গেলো। আপনি তো জানেন সেখানে কোনও পোট্রেট নেই– লুকিয়ে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার। যাই হোক কিছুক্ষণ পরে ওরা সেই রক্তমাখা লোকটির দেহ নিয়ে গেলো। লোকটার অবস্থা দেখে মৃত কি জীবিত বুঝতে না পেরে ওরা চলে যাবার পর এলফ্রিডা ক্র্যাগেরের প্রোট্রেটে ঢুকে পড়লাম সম্যক ব্যাপারটা জানার জন্য।

– ঠিক করেছেন, ডাম্বলডোর বললেন (রন সামান্য কাঁপতে কাঁপতে ঘরে

ঘুরছিল) আমার মনে হয় ডিলিস ঠিকভাবে ওদের দেখেছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে দ্বিতীয় জাদুকরী (তার পোট্রেটে ফিরে চেয়ারে বসেছিলেন) বললেন, ওরা ওকে সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে নিয়ে গেছে ডাম্বলডোর। তার অবস্থা খুব উদ্বেগজনক মনে হলো।

– আপনাদের ধন্যবাদ, ডাম্বলডোর বললেন। তারপর প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের দিকে তাকালেন, মিনার্ভা, আমার মনে হয় উইসলির ছেলে-মেয়েদের খবরটা দেওয়া দরকার।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ তাতো নিশ্চয়ই...।

ম্যাকগোনাগল চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার গোড়ায় গেলেন। হ্যারি আড়চোখে রনের দিকে তাকালো। রনের মুখ ভয়ঙ্কর আতঙ্কিত।

– হ্যাঁ, ডাম্বলডোর, মল্লির অবস্থা কী? প্রফেসর দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন।

ডাম্বলডোর তার প্রিয় পাখির দিকে তাকিয়ে বললেন, কাজ শেষ করে ফকেস সব খবরা-খবর দেবে। যা করবার তা আগেই মল্লি করেছে। ওর কাছে যে আজব ঘড়ি আছে পরিবারের ভালমন্দ জানবে ঘড়ির কাঁটা দেখে।

হ্যারি জানে সেই ঘড়িটার কাজ সময় নির্দেশ নয়, উইসলি পরিবারের লোকেরা কে কোথায় ও কেমন আছে জানানো। মি. উইসলির হাত নিশ্চয়ই মৃত্যু পথের দিকে নির্দেশ দিচ্ছে। মিসেস উইসলি হয়তো ঘুমোচ্ছেন, ঘড়ি দেখার কারণ নেই।

হ্যারির মনে পড়ে গেলো গ্রীষ্মের ছুটিতে মি. উইসলির পরিবারে ওর ছুটি কাটানোর কথা। মিসেস উইসলির মি. উইসলির মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে কান্না, তার চোখের চশমা তির্যকভাবে পড়ে থাকা, মুখে রক্ত মাখামাখি, না না মি. উইসলি মরতে পারবেন না।

ডাম্বলডোর তখন একটা পুরনো কাবার্ড ঘাটাঘাটি করছিলেন। কাবার্ড থেকে অতি পুরনো কালো হয়ে যাওয়া কেটলি বার করে খুব যত্নসহকারে নিজের ডেস্কের ওপোর রাখলেন। তারপর নিজের জাদুদণ্ডটা তুলে বিড় বিড় করে বললেন, পোর্টাস। পর মুহূর্তে কেটলিটা থরথরিয়ে উঠলো– উজ্জ্বল অদ্ভুত এক নীল আলোকে চকচক করতে লাগলো। তারপরই আবার আগের মতো মলীন-ম্লান হয়ে গেলো।

তারপর ডাম্বলডোর অন্য এক পোট্রেটের কাছে দাঁড়ালেন। লম্বা তার মুখ, সুঁচালো দাঁড়ি। পরনে তার স্লিদারিনদের সবুজ আর রূপালী রং-এর পোশাক। দেখে মনে হয় অন্যদের চেয়ে আরও বেশি ঘুমে আচ্ছন্ন। এতো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন যে ডাম্বলডোর বারবার ডাকার পর তার ঘুম ভাঙলো।

– ফিনিয়েস, ফিনিয়েস।

সারি সারি ঝোলানো পোট্রেটের সকলেই জেগে উঠলো। ফ্রেমের মধ্যে ঘোরা ফেরা করতে লাগলেন তারা। চালাক চালাক মুখের জাদুকরের ঘুম ভাঙলেও নিদ্রাজড়িত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। বাকি সব পোট্রেটের হেডমাস্টার-হেডমিস্ট্রেসরা একসঙ্গে বলে উঠলেন

ফিনিয়েস ফিনিয়েস!

কপটভাবে চোখ বুজে থাকা আর হলো না ফিনিয়েসের। এক ঝটকা দিয়ে বন্ধ নেত্র খুললেন।

– কেউ কি আমায় ডাকছিলেন?

– ফিনিয়েস আপনি আবার আগের পোট্রেটে ফিরে যান, আমার আর একটি খবর পাঠাবার আছে, ডাম্বলডোর বললেন।

– আমায় অন্য পোট্রেটে যেতে হবে? সরু সরু গলায় খুব বড় দেখে একটা হাই তুলে বললেন (ওর চোখ ঘুরতে ঘুরতে তখন হ্যারির ওপোর পড়েছে) না ডাম্বলডোর, আজ রাতের বেলা আমি কোথাও যেতে পারবো না, বড় ক্লান্ত আমি।

ফিনিয়েসের গলার স্বর হ্যারির খুব চেনা চেনা মনে হলো। আগে যেনো কোথায় শুনেছে। কিন্তু আরও কিছু ভাবার আগেই– দেওয়ালে টাঙানো পোট্রেটগুলো প্রতিবাদের ঝড় তুললো একই সঙ্গে।

একজন মোটা চিৎকার করে বললেন, 'অবাধ্যতা স্যার। সেই জাদুকরের নাকটা লাল। তারপর হাতের বন্ধ মুঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন– কর্তব্যের প্রতি চূড়ান্ত অবাধ্যতা!

এক জীর্ণ চেহারার জাদুকরী কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, তোমরা বর্তমান হেডমাস্টারকে সাহায্য করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এটা ভুলো না। হ্যারি চিনতে পারলো আরম্যান্ডো ডিপারকে। উনি ডাম্বলডোরের আগে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ফিনিয়েস!

এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টির জাদুকর তার মোটা জাদুদণ্ড উঁচু করে বললেন, আমি কি ওদের বিবেচনা বোধ ফিরিয়ে আনতে পারি ডাম্বলডোর?

ফিনিয়েস আরম্যান্ডোর হাতের দণ্ড দেখে সামান্য ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন– ঠিক আছে, ঠিক আছে। মনে হয় এতক্ষণে আমার ছবি নষ্ট করে ফেলেছে।

ডাম্বলডোর বললেন, তোমার পোট্রেট নষ্ট করতে হবে না, সিরিয়স তা জানে।

সিরিয়সের নাম আসতেই হ্যারির মনে পড়ে গেলো কোথায় ও ফিনিয়েসের গলা শুনেছে। ও হ্যাঁ গ্রিমন্ড প্লেসে ওর নির্জন ঘরে!

– মিসেস উইসলিকে তোমার এই খবরটা দিতে হবে যে আর্থার উইসলি মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন– তার ছেলেমেয়েরা, হ্যারিপটার শিগগিরই তার

বাড়িতে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছেন যা বললাম?

– হ্যাঁ, হ্যাঁ যা বলেছেন খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছি। ওরা বাড়ি যাচ্ছে এই তো?

কথাটা বলে নিজের ফ্রেমের মধ্যে ঢুকেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঠিক সেই সময়ে উদবিগ্ন মুখে ঘরে ঢুকলো ফ্রেড, জর্জ আর জিনি। ওরা তখনও রাতের পোশাক ছাড়েনি।

জিনি একটু ভীত মুখে বললো, হ্যারি কি সব শুনছি? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বলছেন, তুমি তাকে দেখেছো বাবা গুরুতর আহত হয়েছেন?

হ্যারি কিছু বলার আগেই ডাম্বলডোর বললেন– অর্ডার অফ ফনিক্সের কাজ করার সময় তোমাদের বাবা আহত হয়েছেন। ওকে চিকিৎসার জন্য সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এখন তোমাদের সিরিয়সের বাড়ি পাঠাচ্ছি। ওর বাড়িটা হাসপাতালের কাছেই ওখানে তোমাদের মা আশাকরি পৌঁছে গেছেন।

ফ্রেড খুব ঘাবড়ে গেছে, বললো– ওখানে আমরা কেমন করে যাবো? ফ্লু পাউডারে?

– না। ডাম্বলডোর বললেন– ফ্লু পাউডার এখন নিরাপদ নয়। ওই নেটওয়ার্কে এখন ওরা অনর্গল নজর রাখছে। তোমাদের পোর্টকিতে যাওয়া নিরাপদের হবে। ডাম্বলডোর ডেস্কের ওপোর রাখা পুরনো কেটলিটার দিকে তাকালেন। আমরা ফিনিয়েস নিগেলাসের রিপোর্টের অপেক্ষা করছি। আমার মনে হয় তোমাদের এখন যাবার কোনও অসুবিধে নেই। মনে হয় কেউ ইন্টারসেপ্ট করবে না।

ঘরের মাঝখানে আলোর ঝলকানি হলো, দেখলো একটা সোনালী পালক ফরাসের ওপরে হাওয়াতে ভাসছে।

পালকটা হাতে ধরে ডাম্বলডোর বললেন– এটা ফকেসের সতর্ক বার্তা। প্রফেসর আমব্রিজের কানে গেছে তোমরা এখন তোমাদের ঘরে নেই। মিনার্ভা তুমি ওকে গিয়ে যে কোনও গল্প গুছিয়ে বলবে।

ততক্ষণে ম্যাকগোনাগল ঝড়ের বেগে আমব্রিজকে খবর দিতে গেছেন।

ডাম্বলডোরের পিছনে টাঙ্গানো পোট্রেট থেকে ওরা ফিনিয়েসের গলা শুনতে পেলো উনি বলছেন, খুব আনন্দিত হবেন। আমার গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডসনের সব সময় একটা কিমভূতকিমাকার টেস্ট ছিলো বাড়ির অতিথিদের সম্বন্ধে।

– আর দেরি কেরো না এদিকে এসো, ডাম্বলডোর হ্যারি আর উইসলিদের বললেন, ওরা কেউ জানার আগে বেরিয়ে পড়ো।

ডাম্বলডোর বললেন, আশাকরি তোমরা সকলেই পোর্ট কি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল আছো। কথাটা শুনে ওরা পোর্টকিতে হাত দেবার জন্য এগিয়ে গেলো। আমি তিন গুণবো। এক... দুই...।

ডাম্বলডোর তিন গোনবার এক সেকেন্ড বা তারও আগে কাণ্ডটা ঘটলো। হ্যারি মুখ তুলে তার দিকে তাকালো। সকলেই খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলো। ডাম্বলডোর পোর্ট কি থেকে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন।

হ্যারির শুকিয়ে যাওয়া কাটা দাগে হঠাৎ অসম্ভব এক যন্ত্রণা শুরু হলো। ঠিক পুরনো কাটা জায়গাটা যেন ফেটে চৌ-চির হয়ে যাবে। হ্যারির মনের ভেতর দারুণ এক ঘৃণার সঞ্চার হলো। এত শক্তিশালী সেই ঘৃণা যেন ও সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। যে ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে ও ধারালো দাঁত দিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে দেবে।

তিন।

হ্যারি ওর নাভিকুণ্ডের কাছে প্রবল এক ধাক্কা অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে ওর পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলো। ওরা সকলে কেটলিতে হাত রেখে উত্তাল গতিতে উড়ে চললো। কেটলি ওদের আটকে রেখে সোঁ সোঁ করে উড়ছে। ওদের হাত আঠার মত আটকে রয়েছে কেটলিতে।

উড়তে উড়তে হঠাৎ ওরা সশব্দে শূন্য থেকে মাটির ওপর পড়লো। তারপরই খুব কাছ থেকে শুনতে পেলো 'আবার ফিরে যাও– পুঁচকে ছেলের দল। তোমাদের বাবা সত্যি মৃত্যু মুখে?'

আউট! দ্বিতীয় গলা গর্জে উঠলো।

হ্যারি কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালো। দেখলো ওরা ১২ নং গ্রিমন্ড হাউজের অন্ধকার বেসমেন্টে রান্নাঘরে। ঘরে আলো বলতে আগুন আর একটা জ্বলন্ত মোমবাতি! ক্রেচার (এলফ) দরজা দিয়ে বেরিয়ে হলে গেলো। ও হ্যারিদের দিকে পরশ্রীকাতর দৃষ্টিতে তাকালো। সিরিয়সকে ওদের দিকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেলো। ওর মুখে চোখে দারুণ চিন্তার ছাপ। এখনও পোশাক-আশাক পরিবর্তন করেননি।

জিনি তখন ব্যথা পেতে মেঝেতে বসেছিলো। সিরিয়স হাত-বাড়িয়ে ওকে তুলে বললেন, কি সব ব্যাপার স্যাপার ঘটছে?

ফিনিয়েস নিগেলাস বললো– আর্থার সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে।

ফ্রেড বললো, হ্যারিকে জিজ্ঞেস করুন।

জর্জ বললো, আমিও নিজের কানে শুনতে চাই।

জিনি আর দুই যমজ ভাই ওর দিকে তাকিয়ে রইলো। বাইরে সিঁড়ির কাছে ক্রেচারের পদশব্দ আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না।

– হ্যারি বলতে শুরু করলো; ম্যাকগোনাগল আর ডাম্বলডোরকে ঘটনাটা বলার চেয়েও আরও খারাপ মনে হলো। আমি দেখেছিলাম, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন নয় সত্যি। যা যা দেখেছে হুবহু বলে গেলো। সব কিছু বললেও ও যে সাপ হয়ে কামড়ে ছিলো

সে কথা বললো না।

সিরিয়সের দিকে তাকিয়ে ফ্রেড বললো, মা এসে গেছেন?

সিরিয়স বললেন– খুব সম্ভব আসল ঘটনা তোমার মা জানেন না। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠেছিলো তোমাদের আমব্রিজের হস্তক্ষেপের আগে এখানে নিয়ে আসা আমার মনে হয় ডাম্বলডোর মল্লিকে সব জানাচ্ছেন।

জিনি বললো– এখন আমাদের হাসপাতালে যাওয়া দরকার। ও ভাইদের দিকে তাকালো। সেই সময় কারও ড্রেস হাসপাতালে যাবার উপযুক্ত নয়। ওদের পরণে পা-জামা।

সিরিয়স আপনি আমাদের আলখেল্লা বা ওই ধরনের কিছু দিতে পারেন?

– যাওয়ার কথা থাক। এখন তোমরা কেউ সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে যেতে পারবে না, সিরিয়স বললেন।

– আমরা চাইলেই সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে যেতে পারি– কারণ আহত হয়েছেন আমাদের বাবা। মুখে ফ্রেডের ক্রোধের চিহ্ন।

– আর্থারকে আক্রমণ করা হয়েছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যখন তার স্ত্রীকে এখনও খবরটুকু জানায়নি তখন তোমরা কেমন করে জানলে, ওরা যদি তোমাদের প্রশ্ন করে?

– তাতে কি আসে যায়? জর্জ রেগে গিয়ে বললো।

– আসে যায় বৈকি, কারণ আমরা কারও নজরে আনতে চাই না যে, হ্যারি হাজার মাইল দূরে কি ঘটছে তা জানতে পারে, পরিষ্কার করে দেখতে পায়। সিরিয়স বেশ রাগত স্বরে বললেন, তোমাদের কি ধারণা আছে মন্ত্রণালয় ওই খবর পেলে কি সব করতে পারে?

ফ্রেড আর জর্জ চোখ মুখ এমন করে তাকালো যে মন্ত্রণালয় কি ভাববে, কি করবে, সে সম্বন্ধে ওদের কিছু আসে যায় না। রন তখনও মুখ কালো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

– জিনি বললো, স্কুল থেকেই যে কথাটা শুনেছি তার এমন কোনও মানে নেই। বাইরের কেউ তো বলতে পারে।

সিরিয়স বললেন, তারা কে? শোনো তোমাদের বাবা 'অর্ডার অফ ফনিক্সে' কর্তব্যরত অবস্থায় সাংঘাতিকভাবে আঘাত পেয়েছেন। আর ব্যাপারটাও গোলমেলে, তার ছেলেমেয়েরা দুর্ঘটনার খবরটা বেশ পর মুহূর্তে জেনে গেলো সেটাও গোলমেলে। এমন সব আচরণ করলে ডাম্বলডোরের অর্ডারের প্রভূত ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।

– আপনার ওই ভোঁতা অর্ডারের (ডাম্বলডোরের হেড কোয়ার্টার) কোনও কেয়ার করি না! ফ্রেড বেশ জোরে জোরে বললো।

– ওদিকে আমাদের বাবা মৃত্যুশয্যায় আর আমরা ঠুনকো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবো? জর্জ বললো।

– তোমাদের বাবা অর্ডারের ব্যাপারে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। তোমরা আজেবাজে কথা বলে অর্ডারের সম্মানহানী করছো জানতে পারলে তিনি খুশি হবেন বলে মনে হয় না। এই ছেলে মানুষীর জন্যই তোমাদের অর্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি জেনে রেখো। বুঝেছো? অনেক বড় জিনিস আছে। যার জন্য মৃত্যুবরণ করা যায়! সিরিয়স প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কথাগুলো ওদের বললেন।

ফ্রেড খুব সহজভাবে বললো, চুপ করে থাকবেন, তা না হলে...।

সিরিয়সের মুখের রং একটু একটু করে বদলাতে লাগলো। ফ্রেডের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে প্রচণ্ড মার খাবে তার হাতে। কিন্তু খুব সংযত হয়ে বললেন– আমি জানি তোমাদের মনের অবস্থা, তাহলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা মেনে নিতে হবে। তোমাদের মা না আসা পর্যন্ত এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তোমাদের। কথাটা বুঝেছো?

ফ্রেড আর জর্জ তখনও রাগে যেন ফেটে পড়ছে। জিনি অবশ্য শান্ত হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লো। হ্যারি রনের দিকে তাকালো। ওর মনোভাব ঠিক বুঝতে পারলো না। ফ্রেড-জর্জ মিনিট খানেক সিরিয়সদের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

– খুব ভালো, খুব ভালো। গোমড়া মুখে বসে না থেকে একসঙ্গে জিনির পাশে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। অ্যাকিও বাটার বিয়র! সিরিয়স তার জাদুদণ্ডটা তুলতেই কম করে আধডজন বোতল ভাসতে ভাসতে এলো। সিরিয়স টেবিল থেকে খাবারের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করে বোতলগুলো ওদের ছ'জনের সামনে রাখলেন।

হ্যারির তখন কিছুই ভাল লাগছে না। জর্জ-ফ্রেড-জিনি-রনের মানসিক ও দৈহিক কষ্টের কথা মনে হলো। তাই সিরিয়সের আনা বাটার-বিয়রের কোনো আকর্ষণ নেই ওর কাছে। যেনো মি. উইসলির দুর্ঘটনা-আঘাতের জন্য ও দায়ী।

তারপর ও নিজের মনকে শান্ত করতে আপন মনে বললো– বোকার মতো উল্টোপাল্টা কথা ভাববে না। তোমার কী ছুরির মতো ধারালো দাঁত আছে যে তা দিয়ে তুমি মি. উইসলিকে আক্রমণ করেছিলে?

হ্যারি বোতলের মুখ খুলে গেলাসে ঢাললো এবং যন্ত্র চালিতের মত খেতে লাগলো।

তারপর পোর্টকিতে হাত দেয়ার সময় ওর মনে হল ডাম্বলডোরের অফিসে আমি কেন ডাম্বলডোরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছিলাম!

ও বেশ শব্দ করে শূন্য বোতলটা টেবিলে রেখে দিল। বোতলটা উল্টে গিয়ে টেবিলে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। ওর দিকে কেউ তাকিয়ে আছে বলে ওর মনে

হলো না। হঠাৎ ঘরের মাঝখানে আগুন জ্বলে উঠতে ওদের সামনে রাখা খাবারের থালা, প্লেট সবকিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সেই আগুনের আলোকে। ওরা ভয় পেয়ে সেদিকে তাকাতেই কিছু গোটানো পার্চমেন্ট ধপাস করে টেবিলের ওপোর পড়লো তারই সঙ্গে ফেনেক্স পাখির সোনালী রঙের বেশ লম্বা একটা পালক!

পার্চমেন্ট তুলে নিয়ে সিরিয়স বললেন, ফকাস! এতো ডাম্বলডোরের হাতের লেখা নয়, নিশ্চয়ই তোমাদের মা এখানে খবর পাঠিয়েছেন। এই নাও।

সিরিয়স চিঠিটা জর্জের হাতে দিলেন। জর্জ চিঠিটা খুলে পড়লো

> 'তোমাদের ড্যাড এখনও জীবিত আছেন। আমি এখন সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে যাচ্ছি। তোমরা যেখানে রয়েছো সেখানেই থাকবে। যত শিগগির পারি তোমাদের খবর পাঠাবো। -মা'

জর্জ টেবিলের দিকে তাকালো। বিড়বিড় করে বললো, ড্যাড মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন।

হ্যারির মনে হলো মি. উইসলি সত্যই মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, ওদের খুব কাছেই রয়েছেন। রন তখনও ফ্যাকাসে মুখে বসে রয়েছে। মিসেস উইসলির চিঠির পেছনটা দেখলো। যদি কিছু ওকে লিখে থাকেন, ওদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। ফ্রেড, জর্জের হাত থেকে একরকম ছোঁ মেরে নিয়ে মার চিঠিটা পড়তে লাগলো তারপর হ্যারির দিকে তাকালো। ওর মনে হলো নতুন বাটার বিয়রের বোতলটা ওর হাতে আগের মতোই কাঁপছে। ও বোতলটা খুব জোরে চেপে ধরলো। তারপরও ওর কাঁপা হাতের সঙ্গে বোতলও থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

জীবনের একটানা এতো দীর্ঘ রাত্রি হ্যারি বসে বসে কাটিয়েছে বলে মনে করতে পারলো না। সিরিয়স অবশ্য একবার বলেছিলেন, জেগে থেকে কোনও লাভ নেই তোমরা শুয়ে পড়ো। কিন্তু উইসলিদের দৃষ্টিতে সেই অনুরোধের যথেষ্ট জবাব ছিলো। ওরা সকলেই টেবিল ঘিরে বসে রইলো। ওদের সামনে বিরাট মোমবাতি জ্বলছে, মাঝে মাঝে মোমবাতি ছোট হয়ে আসছে, বাতির তলাটা গলা মোমে ভর্তি হয়ে আসছে, তখন আবার নতুন বাতি লাগাচ্ছে। ওরা মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে সময় জানার জন্য; কিন্তু কথা বলছে না। যে কোনও মুহূর্তে ভাল অথবা মন্দ খবরের অপেক্ষা করছে। কিন্তু মিসেস উইসলি তো সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে অনেকক্ষণ আগে এসে গেছেন। এখনও পর্যন্ত কোনও খবর দিচ্ছেন না কেন? ফ্রেড বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো। মাথাটা কাৎ হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণই জেগে থাকার চেষ্টা করছে। জিনি একটা চেয়ারে বেড়ালের মতো কুঁকড়ে শুয়ে আছে। চোখ দুটোই খোলা, ঘুম ওর আসছে না। রন টেবিলে হাতের ওপোর মাথা রেখে শুয়ে আছে। নিদ্রিত বা জাগ্রত বোঝার উপায় নেই। হ্যারি আর

সিরিয়স প্রতীক্ষা করছে সংবাদের। দু'জনেরই চোখে ঘুম নেই। অপেক্ষা... অপেক্ষা, একটা পরিবারের দুঃখের সঙ্গে ওদের দু'জনকেই মিশিয়ে নিয়েছে।

সকাল দশটা বেজে পাঁচ মিনিটে (রনের ঘড়ির সময়) মিসেস উইসলি কিচেনের বন্ধ দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন। রন, ফ্রেড, হ্যারি মিসেস উইসলির দিকে তাকালো। দারুণ বিষন্ন আর ভেঙে পড়েছেন। ওদের দিকে তাকিয়ে মিসেস উইসলি নিস্তেজভাবে হাসলেন।

দূর্বল ক্লান্ত স্বরে বললেন, উনি ভাল হয়ে উঠছেন। এখনও ঘুমাচ্ছেন। তোমরা একটু পরে দেখা করে এসো। বিল এখন ওদের পাশে বসে রয়েছে। সকালে অফিস থেকে ছুটি নিয়েছে।

ফ্রেড চোখের ওপোর হাত চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জর্জ আর জিনি উঠে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো। রন ম্লান হাসলে, হাত থেকে ছিটকে বাটার বিয়র পড়ে গেলো।

সিরিয়স লাফিয়ে উঠে বললেন– ব্রেকফাস্ট? আমাদের হাউজ এলফ ক্রেচারের পাত্তা নেই কেন? ক্রেচার, ক্রেচার!

কিন্তু ক্রেচারের কোনও সাড়া শব্দ ওরা কেউ শুনতে পেলো না।

– যাকগে, সিরিয়স বিড় বিড় করে বললেন। তারপর গুণতে লাগলেন এক, দুই, তিন... তাহলে সাত জন বেকন আর ডিম, সঙ্গে কিছু টোস্ট আর চা যথেষ্ট। কি বলো?

হ্যারি স্টোভের কাছে গিয়ে সিরিয়সকে সাহায্য করতে লাগলো। ও উইসলি পরিবারের আনন্দের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইলো না। একটু পরেই হয়তো মিসেস উইসলি ওর ভিশন সম্বন্ধে জানতে চাইবেন। হ্যারি কাবার্ড থেকে প্লেট হাতে করে দাঁড়াতেই মিসেস উইসলি ওর হাত থেকে ওগুলো নিয়ে টেবিলে রেখে ওকে কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরলেন।

মিসেস উইসলি অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে বললেন– তুমি যদি আর্থারের অবস্থা দেখতে না পেতে তাহলে হয়তো আর্থার ঘন্টার পর ঘণ্টা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থেকে প্রাণ হারাতো। আর্থার বেঁচে গেছেন শুধু তোমার জন্য, তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা নিও হ্যারি। তুমি না বললে, ডাম্বলডোরের হয়তো জায়গাটা খুঁজতে অসুবিধে হতো।

তারপর, মিসেস উইসলি সিরিয়সকে তার ছেলে- মেয়েদের দেখাশুনো করার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। সিরিয়স বললেন, আমার কর্তব্য আমি করেছি মিসেস উইসলি। যে কটা দিন আপনি হাসপাতালে ব্যস্ত থাকবেন, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাবে না, সে কটাদিন আমার কাছে থাকলে খুব খুশি হবো।

মিসেস উইসলি বললেন– সত্যি সিরিয়স আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মতো

ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। শুনছি, সামান্য সময় আর্থারকে রেখে হাসপাতাল থেকে ওকে ছুটি দিয়ে দেবে। ক্রিসমাসতো আগত, আমরা এখানে সবাই মিলে এবছরের ক্রিসমাস পালন করবো। মিসেস উইসলি গায়ে এপ্রোন জড়িয়ে ব্রেকফাস্ট বানাতে লাগলেন।

– হ্যারি বললো, সিরিয়স আপনার সঙ্গে কি দু' একটি কথা বলতে পারি?

কথাটা বলে সিরিয়সকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার প্যান্ট্রিতে গিয়ে যা যা দেখেছে সব বললো। ও যে সাপ হয়ে আর্থারকে দংশন করেছিলো সে কথাটাও জানাতে ভুললো না।

– ডাম্বলডোর জানেন? তাকে বলেছো?

– হ্যাঁ বলেছি। তিনি অবশ্য আমাকে অদ্ভুত ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বলেননি।

আমাকে তো তার ব্যাখ্যা দিলেন না ডাম্বলডোর, হ্যারি বললো।

– যদি প্রয়োজন হতো তাহলে অবশ্যই দিতেন। সিরিয়স বললেন।

হ্যারি বললো– সিরিয়স আমি বোধহয় পাগল হয়ে যাবো। পোর্টকিতে চাপার আগে ডাম্বলডোরের অফিসে মনে হয়েছিলো আমি যেন বড় বড় দাঁতওয়ালা সেই সাপ। বেশিক্ষণ না, দু'একমিনিট হবে। তখন আমার কপালের কাটা দাগ অসম্ভব চুলকোচ্ছিল। আমার মনে হয়েছিলো, আমি ডাম্বলডোরকে আক্রমণ করবো।

– ওটা তোমার সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্নের রেশ। তুমি তখনও নিজেকেই সেই সাপ ভাবছিলে।

– না, না তা নয় সিরিয়স, হ্যারি প্রবলভাবে মাথা নাড়লো। মনে হয়েছিলো আমার শরীরের ভেতর একটা সাপ রয়েছে– কিছু একটা করতে চাইছিলো।

সিরিয়স বললেন, তোমার এখন বিশ্রাম দরকার হ্যারি। ব্রেকফাস্ট সেরে তুমি ঘুমিয়ে নাও। ভাগ্য ভাল, তুমি স্বপ্নের মধ্যে সব দেখতে পেয়েছিলে তা' না হলে আর্থার হয়তো মারা যেতো।

সিরিয়স হ্যারির পিঠ চাপড়ে প্যান্ট্রি থেকে চলে গেলে হ্যারি একাই অন্ধকার প্যান্ট্রিতে দাঁড়িয়ে রইলো।

* * *

সকলেই ব্রেকফাস্ট সেরে যে যার নির্দিষ্ট ঘরে শুতে চলে গেলো। গরমের ছুটিতে যে ঘরে রনের সঙ্গে ও শেয়ার করেছিলো সেখানেই এবারও ব্যবস্থা করেছেন মিসেস উইসলি। রনের খুব ঘুম পেয়েছিলো, বিছানায় শোওয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লো। হ্যারি বুকে কম্বলটা টেনে খাটের লোহার বারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে রইলো। আবার যদি সেই বীভৎস স্বপ্ন দেখে তারই ভয়? ইচ্ছে করেই নিজেকে আরামবিহীন করে রাখতে চাইলো। ওর আরও ভয়, যদি গতরাতের মতো আবার সাপে রূপান্ত

রিত হয়ে রনকে আক্রমণ করে।

রন ঘুম থেকে উঠে দেখলো হ্যারি বসে রয়েছে। এমন এক মুখের ভাব যেন অনেক ঘুমিয়েছে। লাঞ্চ খাবার সময় ওদের ট্রাঙ্ক হোগার্টস থেকে এসে গেলো। ওরা সেন্ট মাংগোসে যাবার জন্য মাগলদের পোশাক পরে নিলো। একমাত্র হ্যারি ছাড়া সকলেই খুব খুশি। ওরা আলখেল্লা ছেড়ে জিন্স আর সুইটশার্টস পরেছে। ম্যাড আই মুডি আর টোংক এসে গেলেন ওদের লন্ডন শহরে নিয়ে যাবার জন্য। ম্যাড আই তার ম্যাজিক্যাল চোখ লুকিয়ে রাখার জন্য এমন এক চশমা পরেছেন যে বোঝার উপায় নেই। আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে লোকদের দৃষ্টি যাতে তার চুলের দিকে না পড়ে তার দিকে খেয়াল রেখেছে টোংক।

হ্যারির মোটেই ইচ্ছে নেই টোংককে গতরাতের স্বপ্ন আর ওর ভিসনের কথা বলতে; কিন্তু টোংক বার বার ওকে একই প্রশ্ন করে চলেছে।

শহরে যাবার সময় টোংক ট্রেনে ওর পাশের সিটে বসে বললো, আচ্ছা তোমার শরীরে কি সীয়রদের (ভবিষ্যৎ- দ্রষ্টার) রক্ত আছে?

– না নেই। হ্যারির প্রফেসর ট্রিলনীর কথা মনে করে, কেন যেন বেশ একটু বিশ্রী আর অপমানজনক মনে হলো।

–না, সে কি হে, আমার তো মনে হয় তুমি সত্যি করে ভবিষ্যৎবাণী করছো না, ভবিষ্যতে কি হবে দেখছো না, তুমি বর্তমান দেখছো। সত্যি অদ্ভুত মনে হয়, তাই না? যদিও দরকারি...।

হ্যারি চুপ করে রইলো। পরের স্টেশন এসে পড়ার জন্য বেঁচে গেলো। বিরাট লন্ডন শহরের মধ্যস্থলে এসে পড়েছে ওরা। ট্রেন ছাড়বার পর ফ্রেড আর জর্জের মাঝখানে রইলো। টোংক ওদের পথ দেখিয়ে চললো। ওরা এসক্যালেটরের কাছে পৌছলো। মুডি সবার শেষে কাঠের পা নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছেন। মুখটা ঢাকার জন্য বাউলার হ্যাট অনেকটা নামিয়ে দিয়েছেন। একটা হাতে কোটের বোতাম এমন করে ধরে রেখেছেন– যাতে কেউ ওর জাদুদণ্ড দেখতে না পায়। হ্যারি বেশ বুঝতে পারলো মুডির লুকোনো চোখ ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একটা রাস্তায় সকলে দাঁড়ালো। বরফের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দোকান। আসন্ন ক্রিসমাস উপলক্ষে দোকানপত্র সব জমজমাট করে সাজিয়েছে। মুডি হ্যারিকে সামান্য সামনে রেখে ঠিক ওর পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলেন। হ্যারি তার হ্যাট দিয়ে খানিকটা ঢেকে রাখা চোখে চতুর্দিক স্ক্যান করে চলেছেন। ঠিক হসপিট্যাল করবার মতো পরিবেশ এখানে না হলেও অবশেষে কর্তৃপক্ষ একটা জায়গা ম্যানেজ করেছে। অসুস্থ জাদুকররা এখানে আসে, চিকিৎসা করায়, সুস্থ হলেই আবার ভিড়ের সঙ্গে মিশে চলে যায়।

ভিড়ের ঠেলায় যাতে হ্যারি বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়, তাই চলার সময় ওর কাঁধে

একটা হাত রেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলেন মুডি।

– এই তো এসে গেছি, মুডি একটা লাল ইটের বড় বাড়ি দেখিয়ে বললেন। হ্যারি দেখলো অতি পুরনো ফ্যাশানের লাল ইটের তৈরি বাড়িতে বড় বড় করে সাইনবোর্ড লেখা 'পার্জ অ্যান্ড ডাউস লিমিটেড'। সব দোকানের অবস্থা হতদৈন্য। উইন্ডো ডিসপ্লে করার জন্য কিছু ডামি ক্লিপ দিয়ে আটকানো রয়েছে। তাদের মাথার পরচুলা গুলো অতি জীর্ণ আর ধূলোভর্তি। কম করে সেগুলো দশ বছরের পুরনো ফ্যাশনের। অনেক দোকানের দরজা বন্ধ। সেখানে বড় বড় করে লেখা 'সংস্কার করার জন্য বন্ধ রহিল'। হ্যারির পাশ থেকে এক মহিলা হাতে প্লাস্টিক ব্যাগ নিয়ে মন্তব্য করলেন, কোনো কালেই দোকানগুলো খোলা থাকে না, সংস্কার ও কোনও কালেই হবে না।

টোংক বললেন, ডান দিকে যেতে হবে।

টোংক একটা জানালাতে অতি জীর্ণ ধূলিধূসরিত ডামি দেখিয়ে বললেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। সবাই একত্রে দাঁড়াও।

ওরা সকলেই টোংককে ঘিরে ধরলো। মুডি আবার হ্যারির পিঠে টোকা দিলেন এগিয়ে যাবার জন্য। টোংক একটা কাঁচের পাল্লার কাছে মুখ চেপে সেই কুৎসিৎ ডামির দিকে তাকালো। হ্যারি দেখলো টোংকের নিঃশ্বাসের বাষ্পে কাঁচটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। টোংক বললো, উটচার আমরা এখানে আর্থার উইসলির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

হ্যারি সবকিছু দেখতে দেখতে হকচকিয়ে গেলো, একটা পুরনো ডামি কি করে ওদের মি. উইসলির সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দেবে? তাছাড়া ওটাতো একটা জড় পদার্থ! টোংকের কথা শুনবে কেমন করে? ডামি মাথা নোয়ালো। আঙ্গুল তুলে ইশারা করলো ভেতরে আসার। টোংক মিসেস উইসলি আর জিনির কনুই ধরে গ্লাসের ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ফ্রেড, রন, জর্জ ঠিক সেইরকমভাবে ভেতরে ঢুকে ওদের পিছু পিছু চললো। বেশ ভিড় জাদুকর- জাদুকরীদের। সকলেই খুব ব্যস্ত। কে তারা, কোথা থেকে আসছে সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই।

– চলো চলো, মুডি আবার হ্যারির পিঠে গোঁত্তা দিলেন। হ্যারির মনে হলো এক গাদা ঠাণ্ডা জলের মধ্যে পড়ে গেছে।

ওরা রিসেপসনের কাছে দাঁড়ালো। তার সামনে দেখলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা কাঠের চেয়ারে অনেক জাদুকর- জাদুকরী বসে রয়েছে। ওদের মধ্যে অনেককেই অসুস্থ মনে হয় না। ওরা পুরনো 'উইচউইকলির' পাতা উল্টে চলেছে। কেউ কেউ মনে হয় খুবই অসুস্থ। তাদের হাতে পায়ে প্লাস্টার, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি দেওয়া।

সন্দেহ নেই হসপিটালের ভেতরে এসেছে। বাইরের চেয়ে ভেতরে বেশি

গোলমাল। অনেক রোগী চেঁচাচ্ছে, কাতরাচ্ছে, অদ্ভুত অদ্ভুত নানা রকমের শব্দ করছে। একটি মিষ্টি চেহারার জাদুকরী প্রথম সারিতে বসে একটা পুরনো ডেলি প্রফেট হাতে নিয়ে পাখার মত হাওয়া খাওয়ার জন্য দোলাচ্ছে ওর মুখের সামনে। হ্যারি অসুস্থ মানুষদের দেখে অসম্ভব দমে গেলো।

কিছু জাদুকর-জাদুকরীরা লেবু- সবুজ রং-এর আলখেল্লা পরে হাতে ক্লিপবোর্ড নিয়ে রোগীদের বক্তব্য লিখে যাচ্ছে। হ্যারির নোট লেখা দেখে আমব্রিজের ক্লিপবোর্ডে নোট নেওয়ার দৃশ্য মনে পড়ে গেলো। ওদের বুকে আঁটা রয়েছে এমব্রেম একটি জাদুদণ্ড আর হাড় ক্রস করে রাখা।'

ও খুব আস্তে রনকে জিজ্ঞেস করলো, ওরা ডাক্তার?

– ডাক্তার? রন একটু আশ্চর্য হয়ে বললো। ধাৎ ডাক্তার হবে কেন? এখানে মাগলরা কাজ করে। রোগ সারিয়ে দেয় হিলাররা।

মিসেস উইসলি রিসেপসনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওইদিকে চলো লাইন লাগাতে হবে। এনকোয়ারি লেখা বোর্ডের কাছে এক মোটা সোটা মহিলা বসেছিলো। তার পিছনের দেওয়ালে নোটিশ আর পোস্টারে ভর্তি, একটিতে লেখা:

পরিষ্কার পাত্রে পোসান ওষুধ রাখলে তা বিষে পরিণত হয় না এবং
তা সেই প্রতিষেধক বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হিলার চিকিৎসক
দ্বারা অনুমোদিত হয়।

তারই তলায় এক জাদুকরীর পোট্রেট। গলায় ঝুলছে লম্বা আংটির মালা। তাতে লেখা:

ডিলিস ডারওয়েন্ট
সেন্ট মাংগোস হিলার ১৭২২-১৭৪১
হেডমিসট্রেস অব হোগার্টস স্কুল অব উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজারড্রি
১৭৪১-১৭৬৮

পোট্রেট থেকে উইসলি পরিবারের দিকে ডিলিস এমনভাবে তাকিয়ে রয়েছেন যেনো তিনি তাদের গুণে দেখছেন। হ্যারির দিকে চোখাচোখি হতেই তিনি মৃদ্যু হেসে, তার পোট্রেট থেকে একটু পাশে সরে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এদিকে একজন অল্পবয়সী জাদুকর লম্বা লাইনের সর্ব প্রথমে দাঁড়িয়ে তার সামনে ডেস্কে বসে থাকা জাদুকরীকে ঝাঁকি দিয়ে তার শারিরীক ব্যথা বোঝাবার চেষ্টা করছে। এক জোড়া নতুন জুতো পরে পায়ে ব্যাথা হচ্ছে কেন তা জানাবার প্রচেষ্টা।

– আপনার স্পেল ড্যামেজ দরকার, ফোর্থ ফ্লোরে যান। নেক্সট...! উইসলি পরিবার এগিয়ে যেতেই হ্যারি ফ্লোর গাইড পড়লো।

আর্টিফেক্ট অ্যাকসিডেন্ট ....প্রথম তলা
(অস্ত্র, যন্ত্রাদি দ্বারা দুর্ঘটনা)
কলড্রন বিস্ফোরণ, ওয়ান্ড ব্যাকফায়ার, ঝাড়ু ভেঙে পড়া ইত্যাদি।

ক্রিয়েচার- ইনডিউস্‌ড ইনজুরিস ....দ্বিতীয় তলা
(জীব, প্রাণীদের দ্বারা দুর্ঘটনা)
দংশন, হুল ফোটান, পোড়া, মেরুদণ্ডে আঘাত

ম্যাজিকাল বাগস ....তিন তলা
ছোঁয়াচে ব্যাধি যেমন- ড্র্যাগন পক্স, ভ্যানিশিং অসুস্থতা, গলগণ্ড ইত্যাদি

পোসান এবং প্ল্যান্ট পয়জনিং ....চারতলা
ফুসকুরি, চুলকানি এবং উদ্ভিদ দ্বারা বিষাক্ত হওয়া

স্পেল ড্যামেজ (মন্ত্র দ্বারা ক্ষতি) ....পাঁচ তলা
জাদুমন্ত্র ইত্যাদির ভুল প্রয়োগ

ভিজিটরস টি রুম/হসপিটাল শপ ....ছয় তলা
দর্শনার্থীর চায়ের দোকান, হাসপাতালের দোকান

যদি আপনার গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকে, সাধারণভাবে কথা বলতে অসুবিধা হয় অথবা মনে রাখার অসুবিধা থাকে, যথা- কিসের জন্য এখানে এসেছেন, তাহলে কর্মরত স্বাগত জ্ঞাপন করার জাদুকর সানন্দচিত্তে আপনাকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করবে।

এক অতি বৃদ্ধ, কুজ, কানে ট্রামপেট লাগানো জাদুকর ঠেলাঠেলি করে সামনে এসেছে। আমি এখানে ব্রডরিক বোডের সঙ্গে দ্যাখ্যা করতে এসেছি, সে কষ্ট সহকারে বললো।

– ওয়ার্ড নম্বর ফর্টি নাইন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আপনার সময় অপব্যবহার করবেন। কর্মরত জাদুকর একরকম খারিজ করে বললো– উনি বলতে গেলে সম্পূর্ণভাবে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি হয়ে গেছেন, এখনও নিজেকে মনে করেন তিনি একজন চায়ের পাত্র। নেক্সট!

তারপর দু'একজন ভিজিটরের পর মিসেস উইসলি ডেস্কের সামনে দাঁড়ালেন।

– হ্যালো, আমার স্বামী আর্থার উইসলি আজ সকালে সম্ভবত: নতুন এক ওয়ার্ডে বদলি হয়েছেন, দয়া করে কোথায় রয়েছেন বলবেন? মিসেস উইসলি বিনয়ের সঙ্গে বললেন।

সামনে রাখা একটা বড় লিস্ট দেখতে দেখতে রিসেপসনিস্ট বললো, আর্থার উইসলি? ও এইতো ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ডোর ডানদিকে ডাইলিলেওয়েলিন ওয়ার্ড!

– অশেষ ধন্যবাদ। মিসেস উইসলি বললেন, এসো তোমরা। ওরা বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরতে ঘুরতে হাতে লেখা সাইনবোর্ড হিলার ইনচার্জ, হিপোক্র্যাফট স্মেথউইচ, ট্রেনিং হিলার, অগাস্টাম পাই, ইত্যাদি দেখে দাঁড়ালো।

টোংক বললো– মল্লি আমরা বাইরে অপেক্ষা করি। আর্থার খুব সম্ভব বেশি ভিজিটরদের সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আপনি প্রথমে।

ম্যাড আই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে টোংকের আইডিয়া সমর্থন করলেন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন ম্যাজিক্যাল চোখ দিয়ে। হ্যারিও চুপ করে দাঁড়ালো। মিসেস উইসলি ওর দিকে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন, একি তুমি বাইরে থাকবে কেন? বোকা ছেলে, আর্থার তোমাকে দেখলে খুশি হবেন।

ওয়ার্ডের ঘরটা খুবই ছোট আর মলিন– নিস্প্রভ বলা যায়। ঘরে একটি মাত্র ছোট জানালা তাও দরজার বিপরীতে উঁচুতে। সিলিং-এর মধ্যস্থলে রাখা ক্রিস্ট্যাল বাবলস-এর উজ্জ্বলতা থেকে আলো আসছে। ওক কাঠ দিয়ে (প্যানেল কাঠের) বানানো দেওয়াল। সেখানে এক জায়গায় ঝুলছে একটি পোট্রেট, এক বদমেজাজী চোখে তাকানো জাদুকরের। পোট্রেটের তলায় লেখা

আরকোহার্ট র‍্যাকহ্যারো, ১৬১২-১৬৯৭
এনটেল- এক্সপেলিং কার্সের আবিষ্কারক

মাত্র তিনটি পেশেন্ট। ঘরের শেষ প্রান্তে ছোট জানালার ধারে মি. আর্থারের বেড। হ্যারি মি. উইসলিকে তিন চারটে বালিশ পিঠে ঠেকিয়ে বসে বসে ডেইলি প্রফেক্ট পড়তে দেখে স্বস্তি পেলো। সেই ছোট জানালা দিয়ে ঘরে সামান্য সূর্যের আলো আসছে। পদশব্দ শুনে আর্থার কাগজ থেকে মুখ তুলে ওদের দেখে খুবই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হলেন।

ডেইলি প্রফেটটা ছুঁড়ে ফেলে উইসলি উজ্জ্বল মুখে বললেন, হ্যালো! বিল এতক্ষণ ছিলো, কাজে যেতে হবে, তাই এইমাত্র চলে গেলো, পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।

মিসেস উইসলি, মি. উইসলির মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন– এখন কেমন আছ? তোমার মুখটা সামান্য ফ্যাকাশে লাগছে।

আর্থার জিনির দিকে হাত বাড়ালেন। ওকে কাছে টানার জন্য বললেন, আমি এখন খুবই ভাল আছি, ওরা যদি ব্যান্ডেজ আজ খুলে দেয় তো আজই বাড়ি যেতে পারি।

ফ্রেড বললো, খুলছে না কেন ড্যাড? কথাটা শুনে আর্থার বললেন, যখনই ব্যান্ডেজ খুলতে যায় তখনই রক্তপাত শুরু হয়ে যায়। কথাটা বলে পাশে রাখা জাদুদণ্ড ঘুরিয়ে ছ'টা অতিরিক্ত চেয়ার বসার জন্য বলতেই এসে গেলো। ওরা বলছিলো, যে সাপটা কেটেছে তার দাঁতে অন্যজাতের বিষ আছে, তাছাড়া কাটাটাও একটু ভিন্ন। এরা বলছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব হয় তত তাড়াতাড়ি কাটার বিষের প্রতিষেধক দেবে। আরও বলছে, আমার চাইতে আরও দু'একটা বা তারও বেশি সাপে কাটা রোগী এসেছিলো। এখন প্রতি একঘণ্টা অন্তর আমাকে 'ব্লাড রিপ্লেসিং পোসান ইনজেকসন' দিয়ে চলেছে। কিন্তু কোণের দিকে ওই মানুষটি (তিনি হাত তুলে ওদের অভিবাদন জানালেন) কে ওয়্যারউলফ কামড়েছে, তাই খুবই দুর্বল দেখাচ্ছে। মনে হয় বেচারী বাঁচবে না, শুনছি কোনও প্রতিষেধক নেই?

মিসেস উইসলি ভয় বিস্ফোরিত নেত্রে চাপাগলায় বললেন– ওয়্যারউলফ! সাধারণ বেডে থাকলে তিনি ভাল হয়ে যাবেন? কোনও প্রাইভেট রুমে রাখলে তো পারে?

– এখনও পুরো দুটো সপ্তাহ বাকি আছে পূর্ণিমা হতে। হিলাররা আজ সকালে ওকে বলছিলো, ও শিগগিরই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে। নাম না করে আমি ওকে বলেছি, আমি একজন ওয়্যারউলফকে জানি যিনি তোমাকে ঠিক করে দিতে পারবেন, মি. উইসলি, মিসেস উইসলিকে খুব আস্তে বললেন।

জর্জ বললো– শুনে কী বললেন?

উইসলি দুঃখ ভরা কণ্ঠে বললেন, ও আমার কথা শুনে বললো তোমাকে আমি আর একটা কামড় দেবো।

তারপর দরজার ধাপে এক মহিলাকে দেখিয়ে বললেন, হিলারদের কিছুতেই বলছে না কিসে কামড়াচ্ছে তাকে। তো ওর কথা শুনে আমাদের মনে হয়, নিশ্চয়ই কোনও কিছু বেআইনী জিনিস নাড়াচাড়া করার সময় দুর্ঘটনাটা হয়েছে। ড্রেসিং করার সময় দেখেছি ওর পা থেকে অনেকটা মাংস খুলে গেছে, লাল তাজা মাংস।

– এখন বলো বাবা, আসলে কি ঘটেছিলো? ফ্রেড একটা চেয়ার বেডের পাশে টেনে এনে বললো।

– বাঃ এখনও তোমরা জানো না? মি. উইসলি কথা বলে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, খুবই সাধারণ! আমি দিনের বেলায় ঝিমুচ্ছিলাম,

আমার ওপোর কেউ অজান্তে অজ্ঞাতসারে লাফিয়ে পড়ে কেটেছে।

ফ্রেড, উইসলির পাশে পড়ে থাকা প্রফেট'টা দেখে বললো, তোমাকে আক্রমণ করা সম্বন্ধে প্রফেটে কিছু লিখেছে?

মি. উইসলি চিবিয়ে হেসে বললেন, না, অবশ্যই না। মিনিস্ট্রি সর্ব সাধারণকে জানতে দিতে চায় না একটা নোংরা বড় সাপ আমাকে...।

– আর্থার? মিসেস উইসলি সতর্ক করে দিলেন।

হ্যারি মি. উইসলির ঢং দেখে বুঝতে পারলো আসল কথা বলতে চাইছেন ন।

– তখন তুমি কোথায় ছিলে বাবা? জর্জ জানতে চাইলো।

ছোট একটু হাসি মুখে টেনে এনে উইসলি বললেন, বলাটা আমার ব্যাপার। কথাটা বলে পাশে রাখা ডেইলি প্রফেট দেখতে দেখতে বললেন, তোমরা আসার আগে আমি উইলি উইডারশিন্সের গ্রেফতারের কাহিনী পড়ছিলাম। তোমরা জানো উইলি গত সামারে ভাঙাচোরা টয়লেটে ধরা পড়েছিলো? এবার একই ঘটনা! ওর হাতে ছিলো একটা জিংক্স সেটা ব্যাকফায়ার করেছিলো, ফার্টে দারুণ শব্দ করে। শব্দ শুনে সকলে টয়লেটে এসে দেখে ও অজ্ঞান (সেন্সলেস) হয়ে পড়ে রয়েছে। ওরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব ভাঙা ইট কাঠ জমে রয়েছে।

– তুমি বলেছো, তুমি কর্মরত অবস্থায় ছিলে, তা তুমি কি কাজ করছিলে? ফ্রেড, ব্যাকফায়ারের কথা বাদ দিয়ে বললো।

– তোমার বাবার কথা কী তুমি শোননি? এখানে বসে উনি সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চান না। ও হ্যাঁ তুমি উইলি উইডারশিন্সের বাকি কাহিনী বলো, মিসেস উইসলি বললেন।

– সে কথা আমার কাছ থেকে জানতে চেও না। নানা রকম ফন্দি- ফিকির করে টয়লেটের চার্জ পেয়েছিলো, তবে আমার ধারণা সোনা হাত বদলের ব্যাপার।

জর্জ খুব আস্তে বললো– তুমিতো সেই অস্ত্র পাহারায় ছিলে, তাই না? তাহলে তুমি জানো ইউ-নো-হু ওর পিছনে ছিলো?

– যাক ওসব কথা, মি. উইসলি বললেন। ওর গলার শব্দ বেশ উত্তেজিত। এইবার উইসলি বললেন, তারপর মাগলদের কাছে বিক্রির সময় ধরা পড়েছে। আমি অন্তত মনে করি না ও ছাড়া পেয়ে যাবে। প্রতিবেদনটা পড়ে মনে হয় দু'জন মাগলও তাদের দুটো আঙ্গুল হারিয়ে এই হাসপাতালে আপৎকালীন হাড় রিগ্রোথ এবং মেমোরি মডিফিকেশন্সের ব্যাপারে ভর্তি হয়েছেন। আমি বলতে পারছিনে ওরা দু'জন কোন ওয়ার্ডে রয়েছে।

এমনভাবে মি. উইসলি তাকালেন, যেন ওদের যেখানে চিকিৎসা হচ্ছে সেই ওয়ার্ডের সাইন পোস্টের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ফ্রেড বললো, হ্যারি তুমি একবার বলেছিলে না, ইউ-নো- হুর কাছে বিরাট

একটা সাপ আছে। সাপ আছে কথাটা বলে ও বাবার মুখের দিকে তাকালো। দেখতে চাইলো তার প্রতিক্রিয়া! যেদিন রাতে ও ফিরে এসেছিল তুমি ওর কাছে বিরাট মোটা একটা সাপ দেখেছিলে। তাই না হ্যারি?

– ব্যাস অনেক কথা হয়েছে। মিসেস উইসলি মাঝপথে ওদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, ম্যাড আই আর টোংক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান আর্থার। এবার ছেলে- মেয়েরা তোমরা সবাই বাইরে অপেক্ষা করো, পরে একবার ঘরে এসে গুডবাই বলতে পারো, তুমিও যাও।

ওরা ঘরের বাইরে চলে গেলে মুডি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফ্রেড ভুরু কোঁচকালো।

– চমৎকার, ও পকেটে হাত পুরে বললো, বেশতো আমরা কিছু জানিও না।

– এটা খুঁজছো তাই না? জর্জ একটা লাল রঙের তার বার করে বললো।

– বাঃ তুমি দেখছি আমার মনের কথা বুঝতে পারো। ফ্রেড দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো, দেখি সেন্ট মাংগোসের বন্ধ দরজার ঘরে কি গোপন কথাবার্তা চলছে।

ও আর জর্জ জড়ানো তার খুলে পাঁচটা ভাগ করে জিনির কানে একটা লাগিয়ে আর একটা হ্যারির হাতে দিতে গেলে হ্যারি নিতে ইতস্তত করলো।

হ্যারি তুমি কানে লাগাও! তুমি বাবার প্রাণ বাঁচিয়েছো। যদি কারও বাইরে থেকে আড়ি পাতার অধিকার থাকে তো সেটা তোমার, একমাত্র তোমার আছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হ্যারি তারটা কানে লাগালো। ফ্রেড- জর্জও লাগালো। জিনির কানে হিয়ারিং এড তো আগেই লাগিয়ে দিয়েছে ফ্রেড।

ফ্রেড খুব আস্তে বললো– গুড, এইবার শোনো।

তারটা পাকানো ছিলো, জট খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা পোকার মতো ঘরের দরজার তলা দিয়ে ভেতরে চলে গেলো। প্রথম চোটে হ্যারি কিছু শুনতে পেলো না। পর মুহূর্তে তারের ভেতর দিয়ে টোংক'র গলা শুনে লাফিয়ে উঠলো। এমন পরিষ্কার কণ্ঠস্বর, যেনো টোংক ওর পাশে দাঁড়িয়ে কথা কইছেন।

ওরা সমস্ত জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেই সাপটাকে দেখতে পেলো না। তোমাকে দংশন আর আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে ও যেন হাওয়াতে মিশে গেলো আর্থার। কিন্তু ইউ-নো-হু একটা সাপকে বিশ্বাস করবেন, তাকে আনবেন এটা আশা করা যায় না। পারেন কী?

মুডি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন– মনে হয় সংবাদ নেবার জন্য সাপকে পাঠিয়েছিলেন। কারণ ইদানিং কারও ওপোর তার আস্থা নেই। আমার ধারণা ইউ-নো-হু কি করছে না করছে বা করবে তার একটা পরিষ্কার ছবি চাইছে। আর্থার সেই সময়ে সেখানে না থাকলে জন্তুটার আরও বেশি সময় লাগতো চতুর্দিক

দেখতে। তো পটার বলছে ও নাকি আদি অন্ত সব আগেই দেখেছে।

হ্যাঁ মিসেস আর্থার একটু বিচলিত কণ্ঠে বললেন, আপনারা আশাকরি জানেন, হ্যারি ওই রকম কিছু একটা দেখুক ডাম্বলডোর তার অপেক্ষা করছিলেন।

হ্যাঁ ঠিকই, মুডি বললেন, পটারের কথাবার্তার মধ্যে বাচ্চা ছেলের ভাব মনে হয় না?

মিসেস উইসলি বললেন, সকালে যখন আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন তার কথা শুনে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হয়েছিলো।

মুডি বললেন, অবশ্যই চিন্তিত ছিলেন। ছেলেটা ইউ-নো-হুর সাপ ওর ভেতরে অবস্থান করতে দেখেছে। অবশ্যই পটার ঠিক বুঝতে পারছে না তার সঠিক অর্থ কি। কিন্তু বাইরে থেকে ইউ-নো-হু ওকে গ্রাস করতে চাইছে সেটা বুঝতে পারছো?

হ্যারি 'একসটেন্ডেবল ইয়ার' নিজের কান থেকে খুলে ফেললো। ওর বুকের ভেতরটায় হাতুড়ি পিটছে। খুব দ্রুত ওর মুখ গরম হয়ে গেলো। ও সকলের দিকে তাকালো। ওরাও সকলে তখন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের কান থেকে এখনও স্ট্রিংগুলো ঝুলছে। আতঙ্কে ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ক্রিস্টমাস অন দ্য ক্লোজড ওয়ার্ড

এই জন্যই কি ডাম্বলডোর আর হ্যারির চোখের পানে তাকাবেন না? কিন্তু কেন? উনি কি ভাবছেন ভোল্ডেমর্ট হ্যারির চোখ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকবেন? উনি কি মনে করেন ভোল্ডেমর্ট তার দুই চোখ হ্যারির দুই চোখের মধ্যে দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। সেই দুই সবুজ চোখ সহসা লাল হয়ে যাবে, চোখের মণি দুটো বেড়ালের মতো সংকীর্ণ ফাঁকে ঘুর ঘুর করবে? হ্যারির মনে আছে সাপের মুখের মতো ভোল্ডেমর্ট একবার শক্তি প্রয়োগ করে প্রফেসর কুইরেলের মাথা পেছনে রেখে তার হাত দুটো ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবতে লাগলো, ভোল্ডেমর্ট যদি ওর মাথা চৌচির করে খুলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসেন। তা হলে কেমন অনুভব করবে।

আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেনে চেপে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার সময় কিছু নিরীহ, নির্দোষ মানুষজন যাদের মন ও দেহ ভোল্ডেমর্টের অন্তর্নিহিত বিকৃতি থেকে মুক্ত, তাদের পাশে বসে কিছু মারাত্মক, নোংরা ছোঁয়াচে রোগের বীজ বহন করে চলেছে এমন এক মনোভাব হ্যারিকে বিচলিত করলো। ও শুধু সেই সাপকে দেখেছে তাই নয়, নিজেই সেই সাপে রূপান্তরিত হয়েছিলো সে কথা তো এখন জেনেছে।

এক অমোঘ অতি ভয়ঙ্কর চিন্তা তারপর ওর মনে উদয় হলো, একটি স্মৃতি মনের উপর ভাসতে থাকে, হঠাৎ মনের অভ্যন্তরে কি যেন মোচড় দিয়ে সাপের মতো কিলবিল করতে থাকে।

কী চান ভোল্ডেমর্ট, তার অনুগামীরাই বা কি চায়?

অস্ত্রের সাহায্যে, চৌর্যবৃত্তি করতে চায় যা গতবারে আয়ত্বে আনতে পারেননি।

হ্যারি চিন্তা করে আমি হচ্ছি অস্ত্র, অনেকটা বিষ যেন আমার শিরার মধ্যে অনর্গল বয়ে চলেছে, শরীরটা বরফের মতো এক হয়ে যাচ্ছে, ঘামের মধ্যে ভাসছে। ট্রেন চলছে অন্ধকার এক সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে। আমি একমাত্র লোক

ভোল্ডেমর্ট যাকে ব্যবহার করার অনবরত চেষ্টা করে চলেছে, তাইতো আমি যেখানে যাই ওরা আমায় প্রহরী দিয়ে ঘিরে রাখে। কিন্তু আমাকে রক্ষার জন্য নয়, নিজেদের কাজে ব্যবহারের জন্য। ওরা তো সব সময় আমার সুরক্ষার জন্য হোগার্টসে কাউকে রাখতে পারে না।

আমাকে দিয়ে গতরাতে মি. উইসলিকে আক্রমণ করানো হয়েছিলো। ভোল্ডেমর্ট আমাকে তার আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। এখন যদি তিনি আমার ভেতরে আসেন তাহলে আমার ভাবনা বুঝতে পারবেন।

মিসেস উইসলি খুব আস্তে বললেন– হ্যারি তোমার শরীর ভাল আছে তো? জিনিকে ডিঙ্গিয়ে ওকে বললেন। ট্রেনটা দূরন্ত গতিতে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে চলেছে। মিসেসের গলা শুনে মনে হয় তিনি খুবই চিন্তিত। গ্রিমল্ড প্লেসের সবুজ ঘাসের মাঝ দিয়ে চলতে চলতে বললেন, তোমাকে দেখে খুব ফ্যাকাশে লাগছে, সকালের দিকে একটু ঘুমিয়েছিলো তো? যাও তোমার ঘরে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নাও, ডিনারের সময় তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেবো।

ও রাজি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে রনের ঘরে নিজের খাটে শুয়ে পড়লো। ও রন আর বিছানার মাঝ খানে ফিনিয়েস নিগেলাসের শূন্য ফ্রেমের দিকে তাকিয়ে নাকানি চোবানি খেতে লাগলো। ওর মাথার ভেতরটা নানা প্রশ্নে আর মারাত্মক ভাবনায় জর্জরিত হতে লাগলো।

ও কেমন করে সাপে পরিণত হলো? তাহলে ও কি অ্যানিমেগাস? না না না ও কেন অ্যানিমেগাস হবে, সম্ভবত ভোল্ডেমর্ট অ্যানিমেগাস। হ্যাঁ হতে পারে, অবশ্যই নিজেকে সাপে পরিণত করতে পারেন। তারপর আমাকে আয়ত্ত্বে আনতে পারলে দু'জনেই সাপে পরিণত হবো। কিছুতেই ওর মাথায় ঢুকছে না পাঁচ মিনিটের মধ্যে লন্ডনে গিয়ে, তারপর ফিরে এসে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়বে কি করে। পৃথিবীর মধ্যে বর্তমানে ও সবচেয়ে শক্তিশালী জাদুকর। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হ্যারি চললো।

ভাবতে ভাবতে হকচকিয়ে উঠলো, কি সব ভেবে হয়রান হচ্ছে? পাগলের মতো চিন্তা– যদি ভোল্ডেমর্ট আমাকে কবলে আনতে পারেন তাহলে আমি তাকে অর্ডার অফ ফনিক্সের হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে সবকিছু জানিয়ে দিতে পারবো, এখনই একটুও দেরি না করে। উনি জানতে পারবেন অর্ডারের সর্বময় কর্তাকে? তার সবকিছু। সিরিয়স এখন কোথায়। আমি জানি সেখানে অনেকে কাজ করছে কিন্তু আমি তা কিছুতেই করবো না। প্রথম যখন হেডকোয়ার্টারে আমাকে ডার্সলিদের কাছ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিলো সেদিন রাতে সিরিয়স আমাকে অর্ডার সম্বন্ধে সব বলেছেন।

এখন একটি মাত্র উপায় আছে গ্রিমল্ড প্লেস থেকে সোজা চম্পট দেওয়া।

ডাম্বলডোর হোগার্টসে ক্রিস্টমাস একাই পালন করবেন। অন্যরা যে যার বাড়িতে চলে গেলে তারা ছুটির দিনগুলো নিরাপদে কাটাতে পারবে। না, তা হবে না। এখনও অনেক লোক হোগার্টসে রয়ে গেছে তাদের যে কোনও মুহূর্তে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। পরের বার সিমাস, নেভিল অথবা ডিনেরও ওর মতো অবস্থা হতে পারে, বা হলে? ও হাঁটা বন্ধ করে ফিনিয়েস নিগেলাসের শূন্য ফ্রেমের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর পেটের মধ্যে সুপ্ত বেদনা ও পাকস্থলীর মাঝখানে জমাট হয়ে গেছে। আর কোনও বিকল্প নেই, সব জাদুকরদের ছেড়ে প্রাইভেট ড্রাইভে চলে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই।

তাই যদি হয় তাহলে এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। ডার্সলিরা ছ'মাস আগে ওকে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন রূপ নেবে কে জানে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে হ্যারি ওর ট্রাঙ্কের ডালাটা সজোরে বন্ধ করে দিয়ে হেডউইগের খোঁজ করলো। কিন্তু হেডউইগ এখন তো হোগার্টসে আছে। ভালই হয়েছে প্রাইভেট ড্রাইভে যাবার সময় ওর খাঁচাটা বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। ও ট্রাঙ্কের একটা কোণা ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে দরজার গোড়ায় নিয়ে গেলো। কে যেন তখন খন খনে গলায় বলে উঠলো 'ওহো পালিয়ে যাচ্ছ, সত্যি যাচ্ছো?'

ও এধার ওধার তাকালো। দেখলো ফিনিয়েস নিগেলাস তার ফ্রেমের ক্যানভাসে ফিরে এসেছে। ফ্রেম থেকে মাথাটা বাড়িয়ে মজামজা মুখ করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ট্রাঙ্কটা ঘরের মধ্যে টানতে টানতে হ্যারি বললো, কই পালিয়ে তো যাচ্ছিনে।

ফিনিয়েস দাঁড়িয়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, তাই তো আমি ভাবছিলাম, গ্রিফিন্ডর হাউজের ছেলেরা তো সাহসী হয় গো? তোমাকে দেখে মনে হয়েছিলো আমার বাড়িতে তুমি বেশ সুখেই থাকবে। বুঝলে আমরা স্লিদারিনরা সাহসী, ভীতু নই, বোকাও নই। এই ধরোনা সে রকম কিছু হলে আমরা আমাদের মাথা নোয়াবো না, পালিয়ে যাবো না।

হ্যারি চাঁছাছোলাভাবে বললো, ভুল করছেন, আমি আমার মাথা বাঁচাচ্ছি না নোয়াচ্ছি না। কথাটা বলে ঘরের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে দরজার কাছে মেঝের এবড়ো থেবড়ো কার্পেটের ওপোর ট্রাঙ্কটা রাখলো।

– ওহ্ তাই নাকি? দাড়িতে টোকা মারতে মারতে ফিনিয়েস বললেন, তাহলে ভীতুর মতো পলায়ন নয়, তুমি খুবই সাহসী!

হ্যারি ফিনিয়েসকে কোনও রকম পাত্তা দিতে চাইলো না। দরজার নবে হাত দিতে যাবে ঠিক সেই সময় আবার ফিনিয়েস আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো ভাবে বললেন, আলবাস ডাম্বলডোরের কাছ থেকে তোমার একটা খবর নিয়ে এসেছি গো, শুনবে?

হ্যারি ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো।

– কী খবর?

– তাহলে তুমি যেখানে আছ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকো চুপটি করে।

হ্যারি দরজার নব থেকে ঝট করে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, কই আমিতো দাঁড়িয়ে আছি পালাইনি তো। তো খবরটা কি শুনি?

ফিনিয়েস নিগেলাস গড় গড় করে বললেন, বাঃ বোকামশাই বলছি তো, ডাম্বলডোর বলে পাঠিয়েছেন, 'যেখানে আছ সেখানেই তুমি থাকো।

হ্যারি ট্রাঙ্ক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে উৎসুক হয়ে বললো, কেন?

হ্যারিকে অধৈর্য দেখে ফিনিয়েস তার একটা ভুরু তুলে বললেন, সেরকম কিছু নয়। তিনি বলেছেন, তাই বললাম।

হ্যারির মেজাজ সাপ যেমন লম্বা ঘাসের ওপোর শুয়ে ছটফট করে তেমনভাবে ছটফট করে উঠল। ও দারুণ ক্লান্ত, মনে সীমাহীন বিভ্রান্তি। ওর ভয়ঙ্কর প্রাণীর ও ব্যক্তির আতঙ্কের অভিজ্ঞতা আছে তারপর গত বারো ঘণ্টার মধ্যে আবার আতঙ্ক, তারপরও ডাম্বলডোর ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন না।

ও খুব জোরে জোরে বললো– ও তাই? যেখানে আছি সেখানে থাকতে হবে? ডিমেন্টরদের আক্রমণের পর এমন কথা যে কেউ অনায়াসে বলতে পারে।

– বড় হয়েছো এখন নিজের সমস্যা যেখানে আছো সেখানে বসে সামলাও হ্যারি! আমরা তোমাকে কিছু বলতে চাই না বুঝলে? তোমার খোপড়ির মধ্যের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না।

ফিনিয়েস নিগেলাস ওর চেয়ে গলা চড়িয়ে বললেন, বুঝলে, এইজন্যই আমি শিক্ষক হতে চাইনি বুঝলে? তোমার হেড মাস্টারের কোনও বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে এমন কথা বলতেন না। তাছাড়া হোগার্টসের হেডমাস্টারতো সব প্ল্যানের প্রতিটি ডিটেল তোমাকে জানাতে নাও পারেন। আজ পর্যন্ত কি ডাম্বলডোরের আদেশ প্রতিপালন করে তোমার কোনও ক্ষতি হয়েছে? তুমি দেখি আর সব ইয়ং ছেলে- মেয়েদের মতো, যা ভাব, চিন্তা করো– একাই অনুভব করো, একাই বিপদের মুখে দাঁড়াও। ভাবো তোমরা খুব চালাক, বাকি সবাই বোকা। ডার্কলর্ড কী প্ল্যান করছে সেটা একাই তুমি বুঝতে পারছো।

– আমাকে নিয়ে কিছু একটা প্ল্যান করছেন, তাতে কি হলো? হ্যারি একটুও দেরি না করে বললো।

– আমি কি তাই বলেছি? নিজের হাতে সিল্কের দস্তনা দেখতে দেখতে ফিনিয়েস নিগেলাস বললেন– এখন আমাকে ক্ষমা করো, আমার অনেক দরকারি কাজ আছে, বাচ্চা ছেলের মানসিক যন্ত্রণাদায়ক কথা শোনার আমার সময় নেই। চললাম।

ফিনিয়েস তার ফ্রেমের বাইরে এসে উধাও হয়ে গেলেন।

হ্যারি শূন্য ফ্রেমের দিকে তাকিয়ে বললো, বেশতো দরকারি কাজ করতে যাও, কে তোমায় বাধা দিয়েছে। হ্যাঁ ডাম্বলডোরকে বলবেন, বিনা কারণে তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি।

হ্যারি খানিকক্ষণ শূন্য ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে থেকে ওর ট্রাঙ্কটা বিছানার পায়ের কাছে রেখে দিয়ে পোকায় কাটা বিছানায় উবুর হয়ে মুখে বালিশ চেপে শুয়ে রইলো।

হ্যারির অবসন্ন মন, ক্লান্ত দেহ। মনে হলো ও মাইলের পর মাইল হেঁটে এই মাত্র ফিরেছে। ভাবতে অদ্ভুত লাগছে, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে চো, ওর সঙ্গে একটা মাইলস্টোনের নিচে কথা বলেছে। ও বড়ো ক্লান্ত, দু'চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে এলেও ঘুমোতে ভয় পাচ্ছে। আর কতকাল ওকে এই অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে? ডাম্বলডোর ওকে এখানে থাকার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। তার মানে ওকে ঘুমোবার অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু ও যে ঘুমোতে ভয় পাচ্ছে, আবার যদি গতকালেল মতো ঘটনা ঘটে; ভয়াল স্বপ্ন দেখে।

ও ছায়াতে তলিয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন একটা ফিলমের রিল মাথায় রয়েছে সেটা শুরু হবার অপেক্ষায়। ও একটা নির্জন করিডোর দিয়ে একাই হেঁটে চলেছে। দু'ধারে অমসৃণ পাথরের দেওয়াল, সেখানে মশাল জ্বলছে, যেখান থেকে বাঁ ধারে করিডোরের শেষ প্রান্তে নিচে যাবার একটা সিঁড়ি- সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা করিডোর, তার শেষ প্রান্তে বড় একটা কালো দরজা। সেটা বন্ধ।

ও সেই কালো দরজার সামনে দাঁড়ালো।। বন্ধ দরজা ধাক্কা দিয়েও খোলা গেলো না। ভেতরে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে দরজার দিকে ও তাকিয়ে রইলো। ও মনের ভেতর থেকে একটা কিছু চাইছে, স্বপ্নের বাইরে একটা পুরস্কার। কপালের কাটা দাগে দারুণ চুলকানি ও ব্যথা- বেদনা কমলে ও কি চায় তা ভালোভাবে ভাবতে পারে।

– হ্যারি, বহুদূর... বহুদূর থেকে যেন রনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো, মা বলছেন ডিনার রেডি।

হ্যারি তাকালো, দেখলো রন ঘরে নেই। রন চলে গেছে ডিনার খেতে।

ও নিজে থেকে আমার সঙ্গে কথা কইতে চাইছে না। হ্যারি ভাবলো মুডি কি বলেছেন ও শোনেনি।

অনেক ভেবে ভেবে একটা সিদ্ধান্তে পৌছল। ওকে আর কেউ চায় না। এখন ওরা সবাই বুঝতে পেরেছে ওর মনের ভেতরে কি রয়েছে।

না, ও নিচে ডিনার খেতে যাবে না; ওদের সঙ্গে ও মিশবে না। ও পাশ ফিরে শুলো, সামান্যক্ষণ পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ওর পাশের বেডে রন নাক ডাকিয়ে

ঘুমুচ্ছে। ঘরের এধার ওধার তাকাতে ও দেখলো ফিনিয়েস নিগেলাস কখন এসে পোর্ট্রেটের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওর মনে হলো, ডাম্বলডোর সম্ভবত: ওকে দেখাশোনা করার জন্য এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যদি কেউ তাকে আক্রমণ করে তাহলে ও হ্যারিকে বাঁচাবে।

ওর অপরাধ প্রবণ মনের ভাবটা যেন বেড়েই চলেছে। ওর একটু একটু মনে হলো ডাম্বলডোরের আদেশ অমান্য করা ঠিক হবে না। গ্রিমন্ড প্লেসে থাকলে ওকে এখন থেকে এই রকম মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে থাকতে হবে, প্রাইভেট ড্রাইভে গেলে হয়তো ও এখানের চেয়ে ভাল থাকবে।

* * *

ভোর থেকে হ্যারি শুনতে পাচ্ছে গ্রিমন্ড প্যালেসে যারা রয়েছেন তাদের হৈ চৈ। তারা ক্রিস্টমাস উপলক্ষে ঘর বাড়ি সাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে ও ঠাণ্ডা ড্রইং রুমে বসে গডফাদার সিরিয়সের হৈ চৈ, জোরে জোরে ক্যারল, কথোপোকথন শুনতে পাচ্ছে। আগে কখনও সিরিয়সকে এতো বেশি উৎসাহী দেখেনি। হ্যারি সেদিক থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। মিসেস উইসলি ওকে লাঞ্চ খাবার জন্য বেশ কয়েকবার ডেকেছেন ও সাড়া না দিয়ে যেমন বসেছিলো তেমনভাবে বসে রইলো। ঘণ্টা বাজা থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় মিসেস ব্ল্যাক চিৎকার করে চলেছেন। ও ভাবলো, খুব সম্ভব মুন্ডানগাস অথবা অন্য কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে। দুম দুম করে ধাক্কা দেবার শব্দ! হ্যারির ক্ষিধেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে যেমনভাবে বসেছিলো তেমনিভাবে বসে রইলো।

– আমি জানি তুমি ভেতরে আছো, হারমিওন বাইরে থেকে বললো, দয়া করে বাইরে আসবে, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

হ্যারি বাকবিকের দিকে তাকালো। সমস্ত ঘরটাতে ও গা আঁচড়ে, আঁচড়ে পালকে ভর্তি করে ফেলেছে। কোনও ইঁদুরের আশায় ওঁত পেতে বসে রয়েছে বাকবিক।

হ্যারি দরজাটা খুলতে খুলতে বললো, হঠাৎ তুমি এখানে কেন? তুমিতো তোমার মা-বাবার স্কিইং করবে বলে বাড়ি গিয়েছিলে?

হারমিওন বললো– শুনবে? স্কিইং করা আমার সম্ভব নয়, তাই এখানে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে চলে এলাম। হ্যারি দেখলো হারমিওনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত স্নোতে চুপচুপ করছে, ঠাণ্ডায় লাল ঠোঁট বেগুনে হয়ে গেছে। দারুণ শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

হারমিওন বললো– কেন চলে এসেছি রনকে বলার দরকার নেই। মাকে বলেছি, হোগার্টসে না গেলে পড়াশুনো হবে না। পরীক্ষার জন্যে সব ছেলে-মেয়েরা

এখন ওখানে রয়েছে। ওরা, আমি যাতে ভাল রেজাল্ট করি তার জন্য চলে আসতে বললেন। তবে মা-বাবার মন খুব খারাপ। যাকগে ওসব কথা, চলো তোমার ঘরে যাওয়া যাক। মিসেস উইসলি আমাদের জন্য গরম গরম স্যান্ডউইচ পাঠাচ্ছেন।

হ্যারি হারওমিওনের সঙ্গে রনের ঘরে চললো (ওখানে ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে) ঘরে ঢুকে জিনি আর রনকে দেখে অবাক হয়ে গেলা। রন আর জিনি, রনের খাটে বসেছিলো।

হ্যারি কিছু বলার আগেই হারমিওন গায়ের জ্যাকেটটা খুলে ফেলে বললো, আমি নাইট বাসে এসেছি। স্কুলে গেলে ডাম্বলডোর সব বলেছেন আমাকে। তবে এখানে আসার আগে অফিসিয়াল টার্ম শেষ হবার জন্য স্কুলে ছিলাম। আমব্রিজের নাকের ডগা দিয়ে তোমরা স্কুল ছেড়ে এখানে এসেছো জেনে দারুণ চটেছেন। ডাম্বলডোর বলেছেন, মি. উইসলি অসুস্থ হয়ে সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে আছেন তাই তোমরা সব চলে এসেছো।

হারমিওন জিনির পাশে বসে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো।

– তারপর, তোমরা সবাই কেমন আছো?

হ্যারি বললো– ভালই।

কথাটা শুনে হারমিওন বললো– স্রেফ বাজে কথা বললে। রন– জিনি বলছিলো সেন্ট মাংগোস থেকে ফিরে এসে তুমি কারও সঙ্গে কথা না বলে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছ?

– বলতে দাও, বলতে দাও, কথাটা বলে হ্যারি রন আর জিনির দিকে তাকালো। রন মুখ নামিয়ে আর জিনি গম্ভীর হয়ে বসে রইলো।

– বাজে কথা বলবে না, যা বললাম, খাঁটি কথা।

হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, আমি নই, ওরা আমার সঙ্গে কেউ কথা বলছে না।

– হতে পারে, হতে পারে, হারমিওন মৃদু হেসে বললো।

হ্যারি বললো– হতে পারে? বাঃ... না জেনে খুব চমৎকার কথা বললে। বাঃ বেশ মজা তো, হ্যারি বললো।

– এই তোমরা ঝগড়া থামাও। তুমি নাকি ওদের সেই আড়িপাতা যন্ত্রের কথা শোনার পর গুম হয়ে গেছো।

হ্যারি জানালার বাইরে প্রচুর পরিমাণে স্নো পড়ছে দেখে বললো, তাই নাকি? সকলেই দেখি আমাকে নিয়ে কথা বলছে, তা তুমিই বা বাদ যাবে কেন? শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে হারমিওন।

জিনি বললো, হ্যারি তুমি ভুল বুঝেছো, আমরা নয়, তুমিই হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে কারও সঙ্গে কথা বলছো না।

– আমি চাই না কারও সঙ্গে কথা বলতে, হ্যারি একটুও মনের ভাব না বদলে

বললো।

জিনি রেগে গিয়ে বললো– বোকা কোথাকার। অদ্ভুত ছেলে তুমি, তুমি যদি জানতে ইউ-নো-হু আমাকে গ্রাস করেছে, তাহলে কি একলা ফেলে তোমরা সবাই মজা করতে?

হ্যারি চুপ করে রইলো মনে হলো জিনি খাঁটি কথা বলেছে।

হ্যারি দুঃখিত স্বরে বললো, আমার মনে ছিলো না।

জিনি তাপ উত্তাপ না দেখিয়ে বললো, ভাগ্য ভালো।

– সত্যি আমি দুঃখিত। তোমাদের কি মনে হয় ইউ-নো-হু আমাকে গ্রাস করে রেখিছিলেন? হ্যারি বললো।

জিনি বললো– সারাদিন যা করছো, বলছো, সবই কী তোমার মনে থাকে, না মনে রাখতে পারো? কিছুটা তো ফাঁক থাকেই।

হ্যারি মাথা চুলকোলো।

– ইউ-নো-হু একমাত্র তোমাকে গ্রাস করেনি, জিনি বললো– আমাকে কখন যে করেছিলো বলতে পারি না। আমার মনে নেই, আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি করে চলেছি। হঠাৎ আমি দেখলাম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সেই জায়গায় কেমন করে এসেছি– তাও জানি না।

হ্যারি ওর কথা বিশ্বাস করতে পারেনা। হতেও পারে, নাও হতে পারে। ওর বুকের ভেতরটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে।

– সেই বীভৎস্য স্বপ্ন, সাপ আর তোমার বাবাকে নিয়ে...।

হারমিওন বললো– ওই রকম স্বপ্নতো তুমি আগেও দেখেছো হ্যারি। গত বছর তো ভোল্ডেমর্টের কেরামতি দেখেছিলে।

– এই স্বপ্নটা সম্পূর্ণ আলাদা, হ্যারি মাথা দোলাতে দোলাতে বললো, আমি সাপের মধ্যে ছিলাম, সাপ আমাকে গ্রাস করেছিলো। ঠিক আমি যেনো সাপে রূপান্তরিত হয়েছিলাম। ভোল্ডেমর্ট যদি আমায় সেই অবস্থায় লন্ডনে স্থানান্তরিত করতো।

– হারমিওন বললো– তুমি একদিন 'হোগার্টস অ্য হিস্ট্রি' পড়বে। তখন তোমায় মনে করিয়ে দেবে যে 'অ্যাপারেট অথবা ডিসঅ্যাপারেট হোগার্টসে করতে পারতো না। এমন কি ভোল্ডেমর্টও তোমাকে তোমার ডরমেটরি থেকে সরিয়ে আনতে পারতো না হ্যারি।

রন বললো– বন্ধু তুমি একবারও বিছানা ছেড়ে ওঠোনি। তোমাকে জাগিয়ে দেবার আগ পর্যন্ত তুমি বিছানায় শুয়ে কাৎরাচ্ছিলে।

হ্যারি ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো। ভাবলো, ওরা যা যা বলছে সবই সুন্দর শুধু নয়, আজেবাজে কথাও নয়। ও প্লেট থেকে কয়েকটা স্যান্ডউইচ তুলে নিয়ে গো-গ্রাসে খেতে লাগলো।

খেতে খেতে ওর শরীর মন অনেক হালকা হয়ে গেলো। নিজেকে আর অন্যের হাতের অস্ত্র মনে হলো না। ও ছুটে গিয়ে সিরিয়সের সঙ্গে গলা মিশিয়ে ক্যারল গাইতে চাইলো। সিরিয়স মনের আনন্দে গাইছেন গাইছেন 'গড রেস্ট ইয়ে, মেরি হিপোগ্রিফস।'

* * *

হ্যারি এখন ভাবতেই পারছে না কেমন করে ও প্রাইভেট ড্রাইভে চলে যাবার কথা মাথায় এনেছিলো। সিরিয়স সারা বাড়িটায় আনন্দের তুফান বইয়ে দিয়েছেন। হ্যারি সিরিয়সের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করতে লাগলো। সকলের সঙ্গে ঘর-বাড়ি সাজাতে লাগলো। ঝাড় পোঁছ সব কিছু। সারা বাড়িতে এক কণা ধূলোবালি, ঝুল, মাকড়সার জাল রাখতে দেবে না।

হ্যারি ক্রিসমাসের সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলো পায়ের তলায় 'ক্রিস্টমাস গিফট'-এর প্যাকেট পড়ে রয়েছে। দেখলো রন ওর গিফট প্যাকেট খুলছে। ওর প্যাকেটটা বেশ বড়।

একগাদা কাগজ জড়ো করতে করতে রন বললো, বাঃ এবার দেখছি বেশ বড় প্যাকেট। ব্রুম কমপাস দেওয়াতে ধন্যবাদ। দারুণ, হারমিওন যা দিয়েছে তার থেকে অনেক ভাল। ও দিয়েছে হোমওয়ার্ক প্লানার।

হারমিওনের হাতে লেখা প্যাকেটটা হ্যারি খুললো। ও উপহার দিয়েছে একটা ডায়রির মত বই। তার প্রতিটি পাতায় লেখা, 'আজই কাজ শেষ করো, ফেলে রাখলে পস্তাবে।'

সিরিয়স আর লুপিন ওকে দিয়েছেন 'প্র্যাকটিক্যাল ডিফেনসিভ ম্যাজিক অ্যান্ড ইটস্ ইউজ এগেনস্ট দ্য ডার্ক আর্টস।' অনবদ্য বই সন্দেহ নেই।

হ্যারি বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ভাবলো, ওর 'ডিএ' সংগঠনের ব্যাপারে বইটা খুব উপকারে লাগবে।

হ্যাগ্রিড পাঠিয়েছেন একটা বাদামী রং-এর ওয়ালেট, তার গায়ে দাঁত বসানো, সম্ভবত চোরেদের হাত থেকে বাঁচার সম্ভাবনা! হ্যারির মনে হলো ওয়ালেটের ভেতর অর্থ টর্থ রাখতে গেলে হাত কেটে যাবে। টোংক দিয়েছেন একটা ফায়ার বোল্ট, ওটা ঘরময় উড়তে পারে। সঙ্গে লিখেছেন বড় প্লেনে চাপার অপেক্ষায় রইলাম। রন দিয়েছে এক বাক্স 'এভার ফ্লেভার বিনস'! মি. অ্যান্ড মিসেস উইসলি প্রতিবার যা দেন তাই, জাম্পার। ডব্বি দিয়েছে মস্তবড় একটা পেইন্টিং। সম্ভবত: এলফরা সমবেতভাবে ছবিটা এঁকেছে।

ঠিক সময় শুনতে পেলো খুব জোরে জোরে শব্দ 'ক্ল্যাক'।

জর্জ বললো, মেরি ক্রিস্টমাস, তুমি নিচে যাবে না?

রন বললো, কেন যাবো না?

পার্সি মা'র তৈরি ক্রিস্টমাস জাম্পার ফেরত দেওয়াতে মা খুব কাঁদছেন।

– তাই নাকি ফেরত দিয়েছে? কিন্তু এখনও তো একবার ও বাবাকে দেখতে যায়নি শুধু তাই নয়, কেমন আছেন একবার জানতেও চায়নি।

ফ্রেড বললো, আমরা মাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়েছি, মা তবু কান্না থামাচ্ছেন না। মাকে বলেছি, ও একটা সমাজের জঞ্জাল, মরা ইঁদুর ফেলার বিন।

– শুনছেন না, চকোলেট ফ্রগ খেতে খেতে বললো, লুপিন এখন কান্না থামানোর ভার নিয়েছেন।

ডব্বির পাঠানো ছবিটা দেখতে দেখতে ফ্রেড বললো, ছবিটার মাথামুণ্ডু বোঝার উপায় নেই। মনে হয় বড় বড় হাতওয়ালা একটা উল্লুক, আর তার দুটো চোখ!

ঘুরতে ঘুরতে হারমিওনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। হারমিওন বললো, তোমার উপহার নিউ থিয়োরি অফ নিমাবোলজি ফর এজেস'র জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সত্যি রন, বইটা সত্যি ভিন্ন রকমের।

হারমিওনের হাতে একটা প্যাকেট দেখে রন বললো– ওটা কে দিয়েছে তোমাকে?

– ক্রেচার, হারমিওন হাসতে হাসতে বললো।

– জামা-কাপড় নয় তো?

– হতেও পারে, হারমিওন বললো– আমি ওকে একটা লেপ দেবো ভাবছি। লেপটা ওর বেডরুমে বেশ মানাবে। বেচারির একটাও ভাল জামাকাপড় নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া সব পরে।

– বেডরুম? হ্যারি বললো– কেমনতর বেডরুম?

সিরিয়স বলেন, ওই একরকম বেডরুম বলতে পারো। কাবার্ডের নিচে এক বয়লারের পাশে ঘুমায়।

রন প্যানট্রির পাশে ছোট্ট একটা নড়বড়ে কাঠের দরজা ঢাকা জায়গা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো– তাহলে ওটাকেও বেডরুম বলতে পারো।

আসলে এলফ ক্রেচারের ঘর বলতে কিছু নেই। যখন যেখানে সুবিধে হয় শুয়ে পড়ে।

যে ঘরে পুরনো জিনিসপত্র ঠাসা থাকে সেখানেও ক্রেচার ওর সম্পত্তি রাখে।

মিসেস উইসলি ওদের দেখে বললেন– মেরি ক্রিস্টমাস।

ওরা কেউ তার চোখের দিকে তাকালো না।

হারমিওন ক্রেচারের প্যান্ট্রির পাশে ঘর দেখিয়ে বললো– ওটা ওর বেডরুম।

হারমিওন বড় দেখে একটা প্যাকেট ক্রেচারের তথাকথিত বেডরুমের দরজা খুলে সেটা রেখে বললো– যখন আসবে দেখতে পাবে। পুরনো জিনিসগুলো ফেলে

দিলে ভাল হয়।

সিরিয়স হাতে একটা বড় আকারের টার্কি নিয়ে কিচেনে ঢুকলেন। টার্কিটা কাবার্ডে রাখতে রাখতে বললেন– তোমরা কেউ ক্রেচারকে দেখেছো?

হ্যারি বললো– আমি তো এখানে আসার পর ওকে দেখিনি। আপনিতো ওকে কিচেনের বাইরে যেতে বলছেন, শুনেছিলাম।

সিরিয়স ভুরু কোঁচকালেন, হ্যাঁ বলেছিলাম তো... তার মানে এই নয় যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলাম। মনে হয় ওপরের ঘরে কোথায় লুকিয়ে আছে।

– চলে যাবে না তা জানি। নতুন জামা-কাপড় দিয়ে কাজ ছাড়াতে হয়। ম্যালফয়দের বাড়ি ছাড়বার সময় ডব্বিকে দিতে হয়েছিলো।

সিরিয়স খুব সম্ভব ক্রেচারের কথা ভাবছিলেন। বললেন, আচ্ছা দেখছি কোথায় আছে। খুব সম্ভব আমার মায়ের পুরনো জামা-কাপড় বা ওইরকম কিছুর সামনে বসে কাঁদছে, দেখি কি করছে।

ফ্রেড, জর্জ, রন হেসে উঠলে হারমিওন রাগত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকালো।

লাঞ্চ খাবার পর হ্যারি-হারমিওন ঠিক করলো মি. উইসলি কেমন আছেন, দেখতে হাসপাতালে যাবো। সঙ্গে ম্যাড আই আর লুপিন যাবেন। মুন্ডানগাস বিরাট ক্রিস্টমাস কেক পুডিং ট্রিফল সঙ্গে এনেছে। একটা গাড়ি ও যোগাড় করেছে কারণ ক্রিসমাসে পাতাল রেল বন্ধ থাকে। হ্যারির মনে হলো মুন্ডানগাস খুব সম্ভব গাড়ির মালিকের সম্মতি ছাড়াই গাড়িটা এনেছে। স্পেল করে গাড়িটা বড় করেছে, অনেকটা উইসলির ওল্ডফোর্ড অ্যাংগলিয়ার মতন।

হ্যারি জানে মিসেস উইসলি গাড়িতে চাপতে ইতস্তত করছিলেন কেন।

মুন্ডানগাস জানে মিসেস উইসলি ওর আনা গাড়ি কেন পছন্দ করেন না। বাইরে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না তাই সকলে মুন্ডনগাসের আনা গাড়িতে বসলেন।

সেন্ট মাংগোস হাসপাতাল ক্রিস্টমাস উপলক্ষে খুব ভালোভাবে সাজিয়েছে– বিশেষ করে সিসেপসন। ভিড়ও কম।

ওরা মি. উইসলির ঘরে গিয়ে দেখলো উনি উঠে বসেছেন। কোলের ওপোর রাখা ট্রেতে রয়েছে টার্কি ডিনারের কিছু অংশ।

মিসেস উইসলি বললেন, কেমন আছ? সব ঠিকঠাক?

ছেলে-মেয়েরা মি. উইসলিকে ক্রিস্টমাস গ্রিট করে, উপহার দিলো।

মি. উইসলি হেসে বললেন– বাঃ বেশ সুন্দর। আচ্ছা তোমরা হিলার স্মিথ উইককে দেখেছো?

মিসেস উইসলি বললেন– কই নাতো, কেন বলতো?

মি. উইসলি প্যাকেটগুলো দেখতে দেখতে বললেন– আশাকরি তোমাদের

আজকের দিনটা ভালই কেটেছে। ওহ্‌হো হ্যারি তুমি তো দেখছি দারুণ প্রেজেন্ট এনেছো।

মিসেস উইসলির মুখ দেখে মনে হয় আর্থারের জবাবে একটু খুশিই হয়েছেন। হ্যারির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে যাবার সময় মল্লি দেখতে পেলেন উইসলির বুকে ব্যান্ডেজ বাধা রয়েছে।

– আর্থার! ধরা ধরা ভয় মাখা কণ্ঠে মিসেস উইসলি বললেন। তোমার ক্ষতের ব্যান্ডেজ এখনও ড্রেস করেনি? আশ্চর্য গতকালই তো তোমার ব্যান্ডেজ চেঞ্জ করার কথা ছিলো?

– কী বলছো? মিঃ উইসলি বললেন। গলার স্বরে ভয়ের ছাপ। চাদরটা টেনে গলা পর্যন্ত ঢাকলেন। না না তেমন কিছু নয়, মানে আমিই...।

মিসেস উইসলির কড়া দৃষ্টি থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে বললেন।

– না না তোমার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই। অগাসটাস পাই'র একটা আইডিয়া আছে, ও একজন শিক্ষানবীশ হিলার, খুব চটপটে সুন্দর ছেলে। নানা রকমের ওষুধ নিয়ে কাজকর্ম করছে, মানে মাগলদের রেমিডিজ, বলা হয় 'স্টিচেস'। বললো, মাগলদের ক্ষতে ব্যবহার করে দারুণ কাজ পেয়েছে।

মিসেস উইসলি আর্থারের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন। লুপিন বেডের কাছ থেকে উঠে গিয়ে যাকে ওয়ারউলফ কেটেছে তার কাছে গেলেন। ওর কাছে কেউ দেখা করতে আসে না, অথচ মি. উইসলির কাছে আসে অনেকে। বিল বললো, এককাপ চা খেলে কেমন হয়।

মিসেস উইসলি অসম্ভব রেগে গেছেন। খুব জোরে জোরে বলতে লাগলেন– তোমায় কে মাগলদের রেমিডি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছি জানতে পারি? প্রতিটি শব্দ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলেন মিসেস উইসলি। অন্য রোগীদের সঙ্গে যারা দেখা করতে এসেছে তারা হকচকিয়ে গেলো।

মি. উইসলি বললেন– মল্লি তুমি যা ভাবছো তা নয়। পাই আর আমি ভাবলাম ওই মেডিসিন ব্যবহার করলে কেমন হয়। দুঃখের বিষয় আমার যে ক্ষতটা হয়েছে সেটা ওই ওষুধে কাজ হলো না।

– তার মানে?

– শোনো, শোনো। 'স্টিচেস' কি সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা নেই।

– তার মানে মনে হয় তোমার চামড়ায় নতুন সেলাই দিয়ে আবার সেটা খুলে ফেলা হয়েছে। মিসেস উইসলি অখুশির হাসি হাসলেন। কিন্তু আর্থার তুমি যে এতো বোকা তাতো আগে জানতাম না।

হ্যারি বললো, আমি এককাপ চা খেয়ে আসি।

হ্যারি চলে গেলো। ওর পিছু পিছু গেলো জর্জ, হারমিওন আর জিনি। ওরা

দরজা বন্ধ করার সময় মিসেস উইসলির তীক্ষ্ম স্বর শুনতে পেলো। তুমি কি বলতে চাইছো, এটাই তোমার ধারণা?

জিনি বললো, বাবার ওই এক দোষ, যে যা বলে তাই মেনে নেন।

হারমিওন বললো, না ওদের ওষুধ ঠিক নয় তা বলছি না। নন ম্যাজিক্যাল ক্ষত হলে ওষুধটা কাজ করে। আমার মনে হয় সাপের বিষ ওই ওষুধটা অকেজো করে দেয়। আমাকেও এককাপ চা খেতে হবে।

হ্যারি বললো, চা খেতে গেলে আমাদের ছ'তলায় যেতে হবে।

ওরা করিডোর পেরিয়ে একটা ভগ্নপ্রায় সরু সিঁড়ি দিয়ে ছ'তলায় উঠতে লাগলো। সিঁড়ির পাশে দেওয়ালে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে মারাত্মক চেহারার হিলারদের পোট্রেট। ওরা সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় অনেক হিলার ওদের ডাকতে লাগলো চিকিৎসা করার জন্য। কেউ কেউ অদ্ভুত অদ্ভুত অসুখের বর্ণনা দিয়ে ওদের ভয় পাইয়ে দিতে লাগলো। একজন হিলার রনকে বললো– তোমার স্প্যাটারগ্রইট হয়েছে। রন অসুখের নাম শুনে ঘাবড়ে গেলো। বললো– সেটা আবার কী?

হিলার বললো– মারাত্মক চর্ম রোগ। তুমি এখন ছোট আছ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে রোগটা বাড়বে। বসন্ত রোগের মতো সারা মুখে বড় বড় দানা বেরোবে, এখন বীভৎস আছো আরও বীভৎস হবে।

রন রেগে গিয়ে বললো– কোথায় আমাকে এখন বীভৎস দেখলে?

– একমাত্র ওষুধ হচ্ছে, টোভের (একরকমের বেঙ) লিভার তোমার গলার পাশে বেঁধে রেখে, পূর্ণিমার দিন নগ্ন হয়ে একগাদা বানমাছের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

– বলছি তো আমার স্প্যাটারগ্রইট হয়নি!

– তাহলে তোমার মুখের দাগগুলো কী?

– ব্রন আর তিল। তোমার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াও, আমি ঠিক আছি।

– আমরা কোন তলায় উঠলাম, হ্যারি বললো।

– মনে হয় ছ'তলা, হারমিওন বললো।

হ্যারি বললো, না, পাঁচতলা, আরও একটা তলা আছে।

ল্যান্ডিং পর্যন্ত উঠে হ্যারি দাঁড়ালো। পাশেই একটা ছোট জানালা তাতে দুটো ডবলডোর সেট করা। দরজায় লেখা রয়েছে স্পেল ডেমেজ। সেখান থেকে একটা করিডোরের শুরু। একজন দরজার পাল্লার কাঁচের নিচে দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তার লাল চুল, উজ্জ্বল নীল চোখ, মুখে ভাবলেশহীন হাসি, ঝকঝকে দাঁতগুলো বেরিয়ে রয়েছে দু'ঠোঁটের ফাঁক থেকে।

– ব্লিমে সেই লোকটার দিকে তাকিয়ে রন বললো।

– আরে কি সৌভাগ্য আমাদের, প্রফেসর লকহার্ট! হারমিওন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে

বললো।

ডার্কআর্টের প্রতিরোধের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দরজাটা খুলে ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। পরণে তার লিল্যাক রং-এর ড্রেসিং গাউন।

– হ্যালো তোমরা সবাই কেমন আছ, তোমরা আমার অটোগ্রাফ নেবে?

হ্যারি, জিনিকে সামান্য ঠেলে বললো, এখনও দেখছি একই রকম আছেন।

রনের ভুল জাদুদণ্ড প্রয়োগের জন্য প্রফেসর লকহার্টের স্মৃতি শক্তি খুবই খারাপ হয়ে যাওয়াতে সেন্ট মাংগোসে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছেন। তাই রন দোষী দোষী মুখ করে বললো, ভালো আছেন, প্রফেসর?

লকহার্টের স্মৃতিতে রন, হ্যারি নেই বললেই চলে। হ্যারি চুপ করে রইলো।

– ধন্যবাদ, ধন্যবাদ! আমি বেশ ভালই আছি, লকহার্ট খুশি হয়ে পকেট থেকে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো ময়ূরের পালকের কুইল (লেখার জন্য) বার করে বললেন, আমার অটোগ্রাফ নেবে? তোমরা জানো আমি আজকাল গণ আন্দোলন সম্বন্ধে লিখি?

রন, হ্যারির দিকে তাকিয়ে চোখটিপে বললো, এখন আমাদের দরকার নেই।

হ্যারি বললো, প্রফেসর, করিডোরে না ঘুরে আপনি আপনার ওয়ার্ডে গেলে ভাল হবে।

লকহার্টের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। বেশ খানিকটা সময় হ্যারির আপাদ মস্তক দেখে বললেন, আগে তোমায় কোথায় দেখেছি বলতো?

– হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনিতো আমাদের হোগার্টস স্কুলে পড়াতেন, মনে নেই?

– পড়াতাম? একটু যেন অস্থির হয়ে লকহার্ট বললেন, আমি পড়াতাম?

তারপর হঠাৎ মুখে হাসি ছেয়ে গেলো। কেমন যেন অস্বস্তিকর। তোমাদের অনেক কিছু পড়িয়েছি। যাকগে, আমার অটোগ্রাফ তোমাদের দরকার নেই? বেশ আমি তোমাকে অনেকগুলো অটোগ্রাফ দিচ্ছি ওগুলো তোমাদের স্কুলের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেবে, কেউ যেন বাদ না পড়ে।

ঠিক সেই করিডোরের শেষ প্রান্ত থেকে একটা ঘরের দরজা খুলে একজন মুখ বাড়িয়ে বললেন– গিল্ডারয় তুমি ভারি দুষ্টু, কখন পালিয়ে এলে?

একজন বয়স্ক মহিলা মাথায় চকচকে চুমকি লাগানো ক্লিপ এঁটে বাইরে এসে বললেন, ওহ গিল্ডারয় তোমার দেখছি বেশ কয়েকজন অতিথি এসেছেন। ক্রিসমাসে আসলে কতো ভালো লাগে বলতো। তোমরা বোধহয় জানো না কেউ হাসপাতালে দেখা করতে এলে কত ভালো লাগে। ও বেচারির (লকহার্ট) কাছে কেই দেখা করতে আসে না। তোমরা জানো ও খুব মিষ্টি স্বভাবের মানুষ।

গিল্ডারয় বললেন– অটোগ্রাফ!

বয়স্ক মহিলা একজন হিলার। তার কাজ লকহার্টের দেখাশুনা করা আর স্মৃতি

শক্তি ফিরিয়ে আনা। লকহার্টের সঙ্গে তাই তিনি খুবই ভাল ব্যবহার করেন। তার ধারণা লকহার্ট অটোগ্রাফ দিলে পুরনো স্মৃতি ফিরে পাবেন। বন্ধ ওয়ার্ডে থাকেন। আমি যখন ক্রিসমাসের প্রেজেন্ট দেওয়া-নেওয়ায় ব্যস্ত, সেই সময় কোন ফাঁকে ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। সাধারণত ঘরটা তালা দেওয়া থাকে। তারপর গলার স্বর খাটো করে বললেন– জানে না কে তিনি। ঘর থেকে বেরিয়ে ফেরার রাস্তা ভুলে যান। তোমরা লকহার্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছো? খুব ভালো।

রন বললো– ও হ্যাঁ, আসলে... আসলে আমরা...।

কিন্তু হিলার ওদের দিকে তাকিয়ে হেসেই চলেছেন। রনের চা খাবার কথা মাথায় উঠলো। শুধু শুধু সময় বরবাদ হলো। ওরা বোকার মতো তাকিয়ে রইলো।

রন বললো– এখানে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না।

হিলার তার ম্যাজিক দণ্ডটা বার করে জেনাস লিকের ওয়ার্ডের দরজার দিকে তাক করে বললো, অ্যালোহোমোরা। দরজাটা খুলে যেতেই লকহার্টের হাত শক্ত করে ধরে ঘরে নিয়ে গিয়ে বেডের পাশে আর্ম চেয়ারে বসিয়ে দিলো।

হিলার, হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, আমাদের এটা সবচেয়ে পুরনো ওয়ার্ড। অনেকটা নিজেদের বাড়ির মতো।

গিল্ডারয়কে চেয়ারে বসিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে একগাদা পার্চমেন্ট আর কুইল নিয়ে ফটাফট অটোগ্রাফ দিতে শুরু করলেন।

সই শেষ করে জিনির হাতে দিতে দিতে বললেন, এগুলো তোমার ব্যাগে রেখে দাও। তুমি জানো লোকেরা এখনও আমাকে ভোলেনি। নিয়মিত ফ্যানেদের কাছ থেকে চিঠি পাই। গ্ল্যাডি আমাকে প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি পাঠায়। কথাটা বলেই হঠাৎ চিন্তাসাগরে কয়েক সেকেন্ড ডুবে গেলেন। তারপরই আবার চনমনে হয়ে সই করতে লাগলেন, বুঝলে আমি ভাল লোক তাই আমাকে কেউ ভোলেনি।

ঘরে বেশ কয়েকটি বেড। হিলার ওদের নিয়ে প্রতিটি বেডের পেশেন্টদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে একটা বেডের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন– ইনি অ্যাগনেস। ওর হাতে ক্রিস্টমাস প্রেজেন্ট দিয়ে বললেন– দেখো, তোমাকে আমি ভুলিনি। আজ তোমার ছেলে প্যাঁচার মারফত একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, আজ রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। প্রেজেন্টটা কেমন?

অ্যাগনেস কথাগুলো শুনে খুব জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করে উঠলেন।

– এই দেখো ব্রডেরিক তোমাকে গাছের চারা আর ক্যালেন্ডার পাঠিয়েছে। হিপোগ্রিফদের সুন্দর সুন্দর বারোটা ছবি, তোমার দেখে খুব ভালো লাগবে, লাগবে না? হিলার যাকে কথাগুলো বললো সে একবার মুখ উঁচু করে সকলকে দেখে আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগলো। হিলার সেই পটটা ওর ক্যাবিনেটের ওপোর রেখে

হাতের দণ্ড দিয়ে ক্যালেন্ডারটা পেছনের দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলো, আহ মিসেস লংবটম, আজ আপনি চলে গেছেন?

কথাটা শুনে হ্যারি ঘুরে তাকালো। ওয়ার্ডের শেষদিকে দুটো বেডের মাঝে পর্দা দেওয়া। দু'জন ভিজিটর সেই বেডের পাশে ঘোরাফেরা করছে। একটা বেডে এক বৃদ্ধা কৃষকায়া জাদুকরী একটা সবুজ রঙের জরাজীর্ণ ফক্স ফার কোট গায়ে দিয়ে বসে আছে। মাথায় ছুঁচোলো ডেকরেটেড হ্যাট, হাতে একটা স্টাফড শকুনি, ঠিক তার পেছনে দাঁড়িয়ে নেভিল।

হ্যারির বুঝতে বাকি রইলো না বেডেতে কারা রয়েছেন। হ্যারি রনের দৃষ্টি এড়িয়ে নেভিলের কাছে কেমন করে যাবে তা ভাবতে লাগলো। কিন্তু হিলারের লংবটম কথাটা রনের কানে গেছে। হ্যারির মতো ও তাকালো। হ্যারি কিছু বলতে বাধা দেয়ার আগেই রন বেশ জোরে জোরে বলে উঠলো– নেভিল!

নেভিল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এক পাশে সরে গেলো। এমন এক ভাব করলো যেন বুলেটের আঘাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে।

– নেভিল আমরা, রন ওর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললো, তোমার লকহার্টের সঙ্গে এখানে দেখা হয়েছে? তুমি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো?

– নেভিল দেখো তোমার বন্ধুরা তোমায় ডাকছে, নেভিলের ঠাকুমা ওদের দিকে তাকিয়ে স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে নেভিলকে বললেন।

নেভিল, এমনভাবে তাকালো যেন এই পৃথিবীতে ও দাঁড়িয়ে থেকেও নেই। ওর ফোলা ফোলা গাল দুটো লাল হয়ে গেলো; কিন্তু রন হ্যারির দিকে দৃষ্টিপাত করলো না।

– হ্যাঁ, ওর ঠাকুমা শীর্ণ একটা হাত হ্যারির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ও হ্যাঁ, তোমাকে তো আমি চিনি। নেভিল তো প্রায়ই তোমার কথা বলে।

বৃদ্ধার হাতটা ধরে হ্যারি বললো, ধন্যবাদ।

নেভিল তখনও ওদের দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

– তোমাদের দু'জনকে দেখে তো মনে হয় উইসলি পরিবারের– মিসেস লংবটম বলে চললেন এবং রন আর জিনির দিকে হাত বাড়ালেন। আমি শুনেছি তোমাদের বাবা অসুস্থ, আর ওই সুন্দরী মেয়েটি নিশ্চয়ই হারমিওন, হারমিওন গ্রেঞ্জার?

হারমিওন মিসেস লংবটমের মুখে ওর নাম শুনে হকচকিয়ে গেল। মিসেস লংবটম ওকে চিনলেন কেমন করে বুঝতে পারলো না।

– নেভিল তোমাদের কথা আমাকে খুব বলে। তোমরা ওকে অনেক বিপদ আপদ থেকে বাঁচিয়েছো, তাই না? তারপর লম্বা নাক নেভিলের লাজুক মুখের দিকে

তাকিয়ে বললেন, খুবই শান্ত শিষ্ট ভাল ছেলে। কিন্তু বেচারি ওর বাবার মত গুণ পায়নি। কথাটা বলে মিসেস লংবটম ঘরের শেষ প্রান্তের দুটি বেডের দিকে তাকালেন। কোলের ওপোর রাখা স্টাফ কথা বলার সময় ঝটপট করে উঠল।

– কী বললেন? রন বললো। (ও হ্যারির পা দিয়ে পা টিপে কথা বন্ধ করার ইঙ্গিত বুঝতে পারেনি। আর পারবেই বা কেমন করে? এখন তো ও আর রোবস পরে নেই, রীতিমত জীনস- শার্ট পরেছে) নেভিল ওদিকে যিনি শুয়ে রয়েছেন তিনি তোমার বাবা?

নেভিলে ঘরের ছাদের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে খুব বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে, কথা না বলে শুধু ঘাড় নাড়লো। হ্যারির ওর বন্ধুর মুখ দেখে মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। নেভিলকে সাহায্য করার কোনও পথ ওর জানা নেই।

মিসেস লংবটম মনে হলো ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বললেন, না না এতে লজ্জার কি আছে। তখনও তার দৃষ্টি হ্যারি, হারমিওন আর উইসলি পরিবারের দিকে। তোমার গর্বিত হওয়া উচিত নেভিল, সত্যি গর্ব করার মতো। ওর বাবা-মা ওকে এমন কিছু দেয়নি যার জন্য ওর লজ্জা বলে বস্তুটি থাকবে না।

নেভিল দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, আমি লজ্জিত নই। কথাটা বললো হ্যারির দিকে তাকিয়ে। রন ততক্ষণে দুটি বেডের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

– তোমাদের ইচ্ছে সব সময় লোকদের কিছু দেখাতে চাও! মিসেস লং বটম বললেন, আমার ছেলে, ছেলের বৌ, হ্যারি, রন, হারমিওন ও জিনির দিকে তাকিয়ে বলে চললেন– ঈশ্বর ওদের অনেক গুণ দিয়েছেন। ও হ্যাঁ, অ্যালিস তুমি কিছু বলবে?

নেভিলের মায়ের গায়ে নাইট ড্রেস। মুডির সঙ্গে যে ফটোগ্রাফটা অতীতে তুলে ছিলেন, এখন আর সেইরকম মোটা সোটা নেই, মুখেও হাসি নেই। অরিজিন্যাল অর্ডার অফ ফনিক্সের গ্রুপ ফটোগ্রাফের সঙ্গে বিস্তর তফাৎ! এখন তিনি অনেক শীর্ণ, একটু বয়স্কা মনে হয়, চোখ দুটোও ফোলা ফোলা, মাথার চুল অনেক সাদা হয়ে গেছে, সব মিলিয়ে কেমন যেন বেদনার ভাব। মুখ দেখে মনে হয় কথা বলতে চান না বা কথা বলার শক্তি কম। হাতে একটা কিছু নিয়ে নেভিলের দিকে এগিয়ে এলেন অ্যালিসা।

– আবার? মিসেস লংবটমের সামান্য চিন্তিত কণ্ঠস্বর, আচ্ছা আচ্ছা খুব ভালো অ্যালিস, নেভিল তোমার মা দিচ্ছেন নাও। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন– ইউ-নো-হু ওদের ওপোর নানা অত্যাচার করে পাগল করে দিয়েছে। ওরা দু'জনেই অউরর তুমি সম্ভবত জানো, ওরা জাদুকর মহলে খুবই সম্মানীয় মানুষ।

নেভিল ওর মা'র দিকে হাত বাড়িয়ে জিনিসটা নিলো। বিশেষ কিছুই নয়,

একটা উজ্জ্বল বেস্ট ব্লেডিং গামের মোড়ক, ভেতরে কিছুই নেই।

নেভিল মায়ের পিঠ চাপড়ে আদর করলে মিসেস লংবটম আনন্দের ভান করে বললেন, বাঃ বাঃ খুব সুন্দর জিনিস তো।

নেভিল শান্তভাবে বললো, খুব সুন্দর। ধন্যবাদ মা।

ওর মা আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে ওয়ার্ডের অন্য প্রান্তে এগিয়ে যেতে লাগলেন। নেভিল খুব সম্ভব মনে দারুণ আঘাত পেয়ে নির্বাক। হ্যারি কখনই ভাবেনি এই রকম এক অদ্ভুত হাস্যকর দৃশ্য দেখতে হতে পারে।

মিসেস লংবটম হাতের সবুজ রং-এর দস্তানা ঠিক করে পরতে পরতে বললেন, আচ্ছা এবার তবে আমরা এগোই। তোমাদের দেখে আমার খুব ভাল লাগলো। ওই মোড়কটা বিনে ফেলে দাও নেভিল, তোমাকে তো মা অনেক দিয়েছেন।

হ্যারি কিন্তু যাবার সময় দেখলো, নেভিল ওর ঠাকুমার কথা মতো চকোলেটের মোড়কটা বিনে ফেলে না দিয়ে পকেটে রেখে দিলো।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

– আমি দায়ী, ডাম্বলডোর ব্যাপারটা আমাকে গোপন রাখতে বলেছিলেন। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কাউকে বলবো না। আজকাবানে নেভিলের বাবা-মায়ের ওপোর ক্রুসিয়াস কার্স করার জন্য বেল্লাট্রিকস্ লেস্টরেঞ্জকে পাঠানো হয়েছিলো। যতক্ষণ না ওরা স্মৃতি ভ্রংশ হয় ততক্ষণ কার্স থামেনি।

– বেল্লাট্রিকস লেস্টরেঞ্জ ওই কাজ করেছিলো? হারমিওন ভীতু ভীতু কণ্ঠে বললো– মহিলাটির ফটো ক্রেচার ওর ঘরে (ভেনে) রেখে দিয়েছে?

অনেক সময় নীরব থাকার পর লকহার্ট-এর রাগত গলা শুনতে পেলো– শোনো, আমি বিনা প্রয়োজনে কোনো কিছুই করি না, তোমরা ভাল করেই জানো।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

অকলামেনসি

সিরিয়সের ভয়ে ক্রেচার চিলে কোঠায় লুকিয়ে ছিল। সিরিয়স খুঁজতে খুঁজতে ক্রেচারকে ওইখানে খুঁজে পেয়েছে, সারা অঙ্গ ঝুলকালিতে মাখামাখি। তবে হ্যারি দেখলো ক্রেচার এখন অনেকটা স্বাভাবিক। কথাবার্তা শুনছে, মন দিয়ে কাজকর্ম করছে। বিড় বিড় করে আর কিছু বলে না। মাঝে মাঝে হ্যারি লক্ষ্য করে ক্রেচার ওর দিকে লোভির মতো তাকিয়ে রয়েছে, হ্যারি ওর দিকে তাকালে সব সময়ই সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

হ্যারি অবশ্য সে কথা সিরিয়সকে বলেনি। ওদিকে ক্রিস্টমাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়সের হাস্যকৌতুক ও উল্লাস একটু একটু করে কমতে থাকে। হোগওয়ার্টসে ফিরে যাবার দিনও ঘনিয়ে আসছে।

সিরিয়সকে একলাটি, ক্রেচারকে নিয়ে থাকতে হবে ভাবলেই ওর মন খারাপ হয়ে যায়। হোগওয়ার্টসে যাওয়া মানে আধাপাগল আবার ডলোরেস আমব্রিজের স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করা। যতই ভাবে মন উদাস হয়ে যায়। আসলে কিডিচ খেলতে পারবে না সেটাও দুঃখের ব্যাপার! পরীক্ষার দিনগুলো আগত, হোমওয়ার্কের চাপও কমবে না বরং বেড়ে চলবে। ওর যদি ডিএ'র ব্যাপারটা না থাকতো তাহলে ও সিরিয়সকে অনুরোধ করতো হোগওয়ার্টস ছেড়ে ওকে গ্রিমন্ড প্লেসে থাকতে দেবার জন্য।

তারপর ফিরে যাবার ঠিক একদিন আগে এমন একটা কিছু ঘটলো যাতে ওর স্কুলে ফিরে যেতে ভয় করতে লাগলো।

রনের ঘরে বসে রন হ্যারির সঙ্গে উইজার্ড দাবা খেলছিল। হারমিওন জিনি খেলা দেখছে, হারমিওনের কোলে ওর ক্রুকশ্যাংকস। মিসেস উইসলি দরজাটা ইষৎ ফাঁক করে মুখ বাড়িয়ে বললেন, তোমাদের সঙ্গে প্রফেসর স্নেইপ দু'একটা

কথা বলতে এসেছেন।

হ্যারি প্রথম চোটে মিসেস উইসলি যে কি বললেন বুঝতে পারলো না। ওর ক্যাসেল তখন রনের দাবার বড়ের সঙ্গে দারুণ টানা পোড়েনে ব্যস্ত।

– সরি মিসেস উইসলি, আপনি কি যেন বললেন আমাকে।

– প্রফেসর স্নেইপ কিচেনে বসে আছেন, তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চান।

হ্যারি হঠাৎ দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। রন, জিনি, হারমিওন ওর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রইলো। ক্রুকশ্যাংক হারমিওনের কোল থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

হ্যারি ভাসা ভাসাভাবে বললো, স্নেইপ?

হ্যারি একটু চিন্তায় পড়ে গেলো। মাথায় কিছুতেই আসছে না হঠাৎ প্রফেসর স্নেইপের এখানে আসার কারণ কি থাকতে পারে।

মিসেস উইসলি চলে গেলে রন বললো– মাথায় ঢুকছে না, তুমি কী কোনও অন্যায় কাজ করেছো?

– মোটেই না। তাহলে কী ওর শেষে দেওয়া হোমওয়ার্কটা ভাল হয়নি? টি পেয়েছি?

দু'এক মিনিটের মধ্যে হ্যারি কিচেনে গিয়ে দেখলো। সিরিয়স ও স্নেইপ বসে রয়েছেন। কেউ কারও মুখের দিকে তাকিয়ে নেই। হ্যারি জানে দু'জনেই দু'জনকে একটুও দেখতে পারেন না। হ্যারি দেখল সিরিয়সের সামনে একটা খোলা চিঠি পড়ে রয়েছে।

– এসেছি, হ্যারি ওর উপস্থিতি জানালো।

স্নেইপ ওর দিকে তাকালেন। তৈলাক্ত, চকচকে তার মাথার চুল আর গোমড়া মুখ।

– বসো পটার, বললেন স্নেইপ।

সিরিয়স সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, প্রফেসর স্নেইপ আশাকরি আপনি জানেন যে গ্রিমল্ডপ্লেস বাড়িটা আমার। এখানে অন্য কেউ এসে হুকুম চালায় এটা আমি বরদাস্ত করবো না। আশাকরি আপনি কোনও অর্ডার দেবেন না।

কথাটা শুনে স্নেইপের গোমড়া মুখ আরও গোমড়া হয়ে গেলো। হ্যারি, সিরিয়সের পাশে বসলো।

– আমি তোমার সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে চাই, কিন্তু ব্ল্যাক ....!

– জেনে রাখবেন আমি পটারের ধর্মপিতা, সিরিয়স অনেকটা গর্জন করে উঠে বললেন।

– উপায় নেই ডাম্বলডোরের আদেশ, স্নেইপের গলা যেন সিরিয়সের গলাকে ছাপিয়ে গেলো। আপনিও ব্যাপারটায় জড়িত আছেন।

সিরিয়স চেয়ারটা পেছনে ঠেলে বললেন– আপনি কি বলতে চাইছেন?

স্নেইপ বললেন, আমার স্থির বিশ্বাস আপনার এই ব্যাপারে কিছু করার নেই। গলা শোনা যায় না এমনভাবে বললেন, অর্ডারের স্বার্থে। স্নেইপ বিজয়ীর মতো হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, হেড মাস্টার আমাকে তোমায় জানাতে বলেছেন যে তার ইচ্ছে, এই টার্ম থেকে তুমি অকলামেনসি সম্বন্ধে পড়াশুনা করো।

হ্যারি বললো– কী পড়তে হবে?

স্নেইপ বেশ দৃঢ় মুখ ভঙ্গি করলেন।

অকলামেন্সি পটার। বাইরের বলপূর্বক বিদ্ধতা থেকে জাদুর দ্বারা আত্মপ্রতিরোধ। এক অজানা- অজ্ঞাত জাদুর শাখা। কিন্তু তোমার অতি প্রয়োজনীয়।

হ্যারির স্নেইপের কথা শুনে অজানা সেই পাঠ্যক্রমের ভয়ে বুকের ভেতরটা দুরু দুরু করতে লাগলো। বাইরের দ্বিদ্ধতা থেকে প্রতিরোধ? কিন্তু সে রকম তো কিছুই ওর ঘটেনি।

ও তোতলাতে তোতলাতে বললো, কেন ওই অ- অ-অকলা শিখতে যাবো?

– কারণ হেডমাস্টার মনে করেন শেখা দরকার। স্নেইপ ইতস্তত না করে বললেন, তুমি ক্লাশের পড়া ছাড়াও ওটা আলাদাভাবে শিখবে; কিন্তু কি শিখছো কাউকে বলতে পারবে না, ডলোরেস আমব্রিজকে তো ভুলেও না! বুঝতে পেরেছো?

হ্যাঁ পেরেছি, কে শেখাবেন?

স্নেইপ ভুরু কোঁচকালেন। আমি।

হ্যারির শরীরের ভেতরটায় অদ্ভুত এক কম্পন শুরু হলো। মনে হলো ওর শরীরের সবকিছু গলে গলে পড়ছে। এমন কী অপরাধ এই পৃথিবীতেও করেছে যার জন্য এই শাস্তি? ও সিরিয়সের সাহায্যের জন্য তার দিকে তাকালো।

– ডাম্বলডোর, হ্যারিকে তো শেখাতে পারেন? তা তোমাকে এই দায়িত্ব দিলেন কেন স্নেইপ?

– এটা হেডমাস্টারের একটি বিশেষ অধিকার, যাকে খুশি তিনি পড়ানোর দায়িত্ব দিতে পারেন। স্নেইপ সাধারণভাবে বললেন, তোমাকে আমি এইটুকু বলতে পারি আমি মোটেই তাকে এই দায়িত্বটা আমাকে দিতে অনুরোধ করিনি।

কথাটা বলে স্নেইপ দাঁড়ালেন, হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ছ'টার সময় আমি তোমার আসার অপেক্ষায় থাকবো। আমার অফিসে পটার। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমি প্রতিষেধক হিসেবে পোসান খাচ্ছি। তোমার ক্লাশের ছেলেরা তোমাকে আমার অফিস ঘরে দেখলে তারাও সে কথা অস্বীকার

করতে পারবে না যে তোমার প্রতিশোধকের দরকার।

স্নেইপ তার ট্রাভেলিং রোবস দুলিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, ব্ল্যাক তোমার মতো তো আমার অখণ্ড অবসর নেই, আমার অনেক কাজ আছে।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে। সিরিয়স উঠে দাঁড়ালেন। হ্যারি দেখলেন স্নেইপ সিরিয়সের চেয়েও লম্বায় খাটো। সিরিয়স পকেটে হাত ঢোকালেন, সন্দেহ নেই নিজের জাদুদণ্ডে হাত দিয়েছেন, শোনো স্নেইপ হ্যারি যদি বলে বা আমি শুনি অকলামেন্সি শেখাবার নাম করে তুমি ওকে কষ্ট দিচ্ছো, তাহলে তোমায় আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, পরিষ্কার বলেদিলাম।

– আহ কি সুন্দর কথা! স্নেইপ মুখ বেঁকালেন, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছো সিরিয়স, পটার অনেকটা ওর বাবার মতো?

– হ্যাঁ জানি, সিরিয়স গর্বিতভাবে বললেন।

– বেশ, তাহলে জানবে... ও এতো বেশি একগুঁয়ে যে যদি কেউ ওকে সমালোচনা করে তাহলে ও ক্ষেপে যায়, আখেরে ওরই তাতে ক্ষতি হয়। স্নেইপ নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

সিরিয়স শব্দ করে চেয়ারটা সরিয়ে স্নেইপের মুখোমুখি দাঁড়ালেন, স্নেইপের দিকে হাতের জাদুদণ্ডটা তুলে ধরলেন। স্নেইপ ও তার দণ্ডটা টেনে বার করলেন। দু'জনেই আক্রোশে ফেটে পড়ছেন। স্নেইপ, সিরিয়সের জাদুদণ্ডের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন।

– সিরিয়স, হ্যারি ওকে বাধা দেবার জন্য জোরে জোরে বললো।

– আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি, স্নেইপ। সিরিয়স মাত্র এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে বললেন ডাম্বলডোর মনে করতে পারেন তুমি শুধরে গেছো, কিন্তু আমি মনে করি না। আমি অনেকের চেয়ে ভাল জানি।

স্নেইপ বললেন, তা যদি জানো তাহলে তাকে বলো না কেন। হয়তো মনে করছো তোমার কথায় কান দেবেন না, তাই বলো না। তাছাড়া অপরাধ করে তুমি তোমার মায়ের বাড়িতে আত্মগোপন করে রয়েছে কম করে ছ' মাস কি বলো?

– বলো তো লুসিয়াস ম্যালফয় কেমন আছে? আমার মনে হয় ওর ল্যাপডগ হোগার্টসে ঠিক মতো কাজ করার জন্য খুবই আনন্দিত তাই না?

– ও হো কুকুরের কথা বলছো? স্নেইপ সামান্য সুর নামিয়ে বললেন, তুমি বোধহয় জানো না গতবার যখন বাইরে বেরিয়েছিলে ও তোমাকে ঠিক চিনতে পেরেছিলো। খুবই চালাক মনে করেছো নিজেকে সিরিয়স! ভেবেছিলে, যে প্ল্যাটফরমে কারও চোখ পড়বে না সেখানে কুকুর হয়ে থাকলে কেউ তোমাকে চিনতে পারবে না? তোমাকে তো বেশ কয়েকবার সতর্ক করে দিয়েছেন বাইরে না বেরোতে, করেননি?

সিরিয়স আবার হাত তুললো।

হ্যারি লাফিয়ে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন– না, সিরিয়স না।

হ্যারিকে ঠেলে দিয়ে সিরিয়স বললেন– আমাকে তুমি ভীতু মনে করেছো? আবার হ্যারিকে ঠেলে দিলেন, হ্যারি এক ইঞ্চিও সরলো না।

স্নেইপ বললেন, না, তুমি কেন ভীতু হবে।

সিরিয়সের যে হাতটায় দণ্ড ধরা নেই সেই হাতটা দিয়ে হ্যারিকে সরিয়ে দিয়ে বললেন– হ্যারি আমি বলছি তুমি সরে যাও।

কিচেনের দরজা সেই সময় খুলে গেলো। উইসলি পরিবারের সকলে আর হারমিওন ঢুকলো। ওদের সকলকেই উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। মি. উইসলি ওদের মাঝে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। পরণে স্ট্রাইপড পা-জামা আর ম্যাকিনটশ।

– সেরে গেছে, একেবারে সেরে গেছে।

ওরা সকলেই সিরিয়স আর স্নেইপকে জাদুদণ্ড নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থতমত খেয়ে গেলো।

মি. উইসলি হেসে বললেন, কি হতে যাচ্ছে এখানে?

সিরিয়স আর স্নেইপ দু'জনেই নিজেদের জাদুদণ্ড পকেটে রেখেদিলেন। স্নেইপ ঘর ছেড়ে চলে যাবার আগে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বলতে গেলে মি. উইসলিকে একরকম ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন– সোমবার সন্ধ্যা মনে থাকে যেন, পটার।

স্নেইপের চলে যাবার পর মি. উইসলি বললেন, কি ব্যাপার? সিরিয়স যেনো অনেকটা পথ দৌড়াতে দৌড়াতে এসেছেন এমন ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন– কিছু না, এই পুরনো স্কুল বন্ধুর সঙ্গে একটু তর্কাতর্কি করছিলাম। যাকগে তুমি সেরে উঠেছ, সত্যি দারুণ খবর।

মিসেস উইসলি স্বামীর দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললেন, হিলার স্মিথউইক শেষ পর্যন্ত তার ম্যাজিক দেখালেন। সাপ ওনার শরীরে দাঁত দিয়ে যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছিলো সেটা বার করতে অনেক প্রতিষেধক দিলেন। আর্থার মাগল ওষুধপত্র সম্বন্ধে বেশ কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করেছে, তাই না আর্থার?

– হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছো, মি. উইসলি নম্রভাবে বললেন।

সেই রাতে খাওয়া-দাওয়া দারুণ জমলো; কিন্তু সিরিয়স সকলের সঙ্গে খুব একটা হাসি ঠাট্টা করলেন না। মুখটা ব্যাজার করে রইলেন। খেতে খুবই ভালবাসেন, অথচ ফ্রেড জর্জের অনেক অনুরোধেও বিশেষ কিছু খেলেন না তখন। হ্যারি মুন্ডানগাস আর ম্যাডআই মুডির খুব কাছাকাছি দাঁড়ালো না। দু'জনেই মি. আর্থারকে সুস্থ্য হয়ে হাসপাতাল থেকে ফেরাতে, শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন।

স্নেইপকে খুব একটা পাত্তা দিতে উইসলি, সিরিয়সকে মানা করলেন। ওকে

ভীতু বলাতে দুঃখিত হলেন। সকলেই ওকে গ্রিমল্ড হাউসে থাকতে বললেন। হ্যারি, রন আর হারমিওনকে অকলামেন্সি পড়ার কথা বললো।

হারমিওন বললো, ডাম্বলডোর তোমাকে অযথা স্বপ্নের কথা ভাবতে মানা করেছেন যা বলেছেন ঠিক মেনে চলবে।

রন মজা করে বললো, আহা, স্নেইপের কাছে লেশন নেওয়া! আমিও যেন রাতে বিশ্রী স্বপ্ন দেখি।

পরের দিন সকালে ওদের হোগওয়ার্টসে ফিরে যেতে হবে। রাজকীয় বাসে যাবে, সঙ্গে থাকবেন টোংকস আর লুপিন। ওরা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় হ্যারি, রন, হারমিওন কিচেনে ঢুকলো। সকলেই ব্যস্ত, কথাবার্তাও কম বলছে।

ওরা যাবার জন্য তৈরি। জানুয়ারি মাসের সকাল, বাইরে দারুণ ঠাণ্ডা। তাই মোটামুটি শীত যাতে না লাগে তেমন পোশাক পরেছে। হ্যারি জানে না কেন, সে সিরিয়সের সঙ্গে কথাবার্তা বললো না। ইচ্ছে ছিলো সিরিয়সকে কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করার পরামর্শ দিতে। ও জানে স্নেইপের ভীতু বলার জন্য সিরিয়স দারুন রেগে আছেন, গ্রিমল্ড প্লেস ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার চেষ্টা করছেন। তাও সিরিয়স ওকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন– এটা তুমি সঙ্গে নাও, পেপার ব্যাক বইয়ের মতো একটা প্যাকেট ওর হাতে দিলো।

– এটা কী? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো।

– আমি জানি স্নেইপ তোমায় ভাবিয়ে তুলেছে। যাকগে, ডাম্বলডোর যা বলেছেন তাই করবে। এখন প্যাকেটটা খুলবে না, তাহলেও তোমার আমাকে প্রয়োজন হলে এটা ব্যবহার করবে। ঠিক আছে?

– ঠিক আছে। হ্যারি পকেটে প্যাকেটটা রেখে দিলো। ও জানে প্যাকেটের মধ্যে যা আছে তা ওর দরকার পড়বে না। তাছাড়া অকলামেন্সি ট্রেনিংয়ের সময় স্নেইপ ওর সঙ্গে যাই ব্যবহার করুন না কেন, সিরিয়স প্রকারন্তরে ওকে সাবধানে থাকতে বলেছেন।

হ্যারির পিঠে হাত রেখে সিরিয়স বললেন– এবার তাহলে যাওয়া যাক। ওরা নিঃশব্দে দোতলায় উঠতে লাগলো।

উইসলি পরিবার দরজার কাছে বিদায় জানাবার জন্য দাঁড়িয়েছিলো।

মিসেস উইসলি হ্যারিকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললেন, সাবধানে যাবে। শরীরের খেয়াল রাখবে।

– আবার দেখা হবে হ্যারি, আমার জন্য সাপের দিকে চোখ রাখবে; মি. উইসলি হ্যারির সঙ্গে করমর্দন করে বললেন।

হ্যারি আরও একবার সিরিয়সকে সাবধানে থাকতে বলতে গিয়েও বলতে

পারলো না। সিরিয়স ওকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে বিষণ্ন মুখে বললেন, ভালো থেকো, হ্যারি শরীরের যত্ন নেবে।

তারপরই টোংকস আর লুপিনের চাপে পড়ে ও বরফের মতো ঠাণ্ডা জানুয়ারি মাসের সাত সকালে রাস্তায় দাঁড়ালো। টোংকস মেয়েরা যতটুকু পারেন তেমনই সেজেছেন।

বার নম্বর গ্রিমল্ড প্লেসের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। হ্যারি যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকালো। মনে হলো বার নম্বর বাড়িটা একটু একটু মাটির তলায় চলে যাচ্ছে। তারপরই বাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

টোংকস তাড়া দিয়ে বললেন– জোরে পা চালাও। সময় হাতে নেই বাস ছেড়ে দেবো।

হ্যারি দেখলো টোংকস একটু নার্ভাস, লুপিন ডান হাতটাতে বাড়ালেন।

ওরা দেখলো গাঢ় বেগুনি রঙের ট্রিপল ডেকার বাস রাস্তায় একধার দিয়ে ওদের কাছে আসছে। আসার সময় রাস্তার ল্যাম্প পোস্টে যাতে না লাগে তার জন্য গতিও কম।

গাড়ি ওদের সামনে থামলে পা-দানি থেকে একজন নীল বেগুনি রঙের ইউনিফর্ম পরা ছেলে নেমে বললো– ওয়েলকাম।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা জানি এই বাসে আমাদের উঠতে হবে। নাও হে তোমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো, টোংকস তাড়া দিয়ে ছেলে- মেয়েদের বললেন।

টোংকস হ্যারিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাবার সময় কন্ডাক্টর হ্যারিকে দেখে বললো, আরে... হ্যারি না? টোংকস রেগে গিয়ে বললো, ফের যদি তুমি ওর নাম উচ্চারণ করেছো তো তোমাকে অবলিভিয়ন কার্স দেবো কন্ডাক্টর ভয় পেয়ে জিনি আর হারমিওনকে ওদের সিটে বসিয়ে দিলো।

রন, হ্যারির পাশে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে বললো, আমার এইরকম বাসে চড়ে যেতে মজা লাগে।

সকালের বাস, প্রায় খালি। এর আগে সন্ধ্যাবেলায় হ্যারি যে বাসে গিয়েছিলো শুধু ভিড় আর পেতলের ডাণ্ডাভর্তি ছিলো বাসে।

টোংকস শুন্য সিটগুলো দেখতে দেখতে বললেন– তোমরা সবাই এক জায়গায় বসবে না। অনেক সিট খালি দেখে বললেন, ফ্রেন্ড, জর্জ, জিনি তোমরা ওই পেছনের সিটে গিয়ে বসো। রেমাসও তোমাদের সঙ্গে বসতে পারে। হারমিওন সিট থেকে উঠে রন আর হ্যারির সঙ্গে টপ ডেকে টোংকের সঙ্গে উঠলো। সামনের দিকে দুটো সিট, আর তার পেছনে দুটো সিট খালি ছিলো। স্টেনশানপাইক, কন্ডাক্টর হ্যারি আর রনকে পিছনের সিটে বসালো। একবার ও হ্যারির দিকে তাকালো। রন দেখলো বাসের সকলেই হ্যারির দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হ্যারি, রন, স্ট্যানকে এগার শিকেল আলাদা আলাদা করে বাসের ভাড়া দিলো। বাস দুলে উঠে চলতে শুরু করলো। বাস গ্রিমল্ড প্লেস চক্কর দিয়ে আবার প্রচণ্ডভাবে 'ব্যাংগ' শব্দ করে ব্যাক করতেই রন পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলো। পিগউইজন খাঁচার মধ্যে রনের কোলে বসেছিলো, গাড়ির ঝাঁকুনিতে খাঁচার দরজা আলগা হতেই বেরিয়ে গিয়ে বাসে ঘুরতে লাগলো। উড়তে উড়তে হারমিওনের কাঁধে বসলো। হ্যারি সামনের সিটের ক্যান্ডেল ব্র্যাকেট ধরে নিজেকে বাঁচিয়ে নিলো।

বার্মিংহাম ছেড়ে যেতে যেতে স্টেন নিজের মনেই হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো, নিউজ পেপারে রোজই তোমার সম্বন্ধে খবর পড়ি হ্যারি। এবারে গরম কালেও পড়েছি। কোনোটাই ভাল নয়। রনের সাথে তোমার সম্বন্ধে অনেক গল্প করেছি।

'নাইট বাস' একের পর এক বাস, গাড়ি ইত্যাদিকে ওভারটেক করে দূরন্ত গতিতে এগিয়ে চললো। হ্যারি দেখল 'পিগউইগ' তখনও হারমিওনের কাঁধে বসে রয়েছে। দূরন্ত হাওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হারমিওন চোখের ওপোর হাত চেপে রেখেছে।

'ব্যাংগ' বাসের চেয়ারগুলো দুলে উঠলো। নাইটবাস বার্মিংহাম মোটরওয়ে থেকে শান্ত শহরতলীর রাস্তা দিয়ে চললো, মাঝে মাঝে হেয়ারপিন বাঁক। ওধারের গাড়ি আসার শব্দ শুনে গতি কমাচ্ছে সাবধানে বাঁক পার হচ্ছে। সেখান থেকে বিভক্ত রাস্তায় এসে পড়লো। তারপরে মেইন স্ট্রিট একটা সরগরম শহর ছেড়ে বিরাট পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলো। তারপর বড় বড় ফ্ল্যাট। পাহাড়ি ঝড় বইছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে 'ব্যাংগ... ব্যাংগ'।

স্টেন বললেন, এটা হোগওয়ার্টস স্টপ। টোংক বললেন, সকলে প্রস্তুত হয়ে নাও। দাঁড়াও দাঁড়াও প্রথমে ম্যাডাম মার্শকে নামতে দেবে কিন্তু, তাড়াহুড়ো করবে না। লাইন লাগিয়ে নামবে।

কিছুক্ষণ পরে নাইটবাস ছোট একটা পারের পাশে দাঁড়ালো। সরু রাস্তা, গাড়ির ধাক্কা বাঁচাতে যতোটা পেরেছে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে পারের মালিক। ওরা শুনতে পেলো স্টেনের গলা, ম্যাডাম মার্শকে বাস থেকে নামিয়ে দিলো। বাস আবার চলতে লাগলো, একটু একটু করে গতিও বেড়ে গেলো।

'ব্যাংগ', ব্যাংগ, ব্যাংগ শব্দ করেই বাস চলেছে।

স্নো ঢাকা হগসমিড দিয়ে চললো বাস। হ্যারির চোখে পড়লো ওর পরিচিত 'হগসহেড পাব', একেবারে রাস্তার শেষ প্রান্তে। পাবের ভাঙা চোরা, ঝুলে পড়া সাইনবোর্ড প্রচণ্ড হিমেল হাওয়াতে দুলে চলেছে। বাসের সামনের কাঁচে থোকা থোকা স্নো জমা হচ্ছে। অবশেষে বাস হোগার্টসের গেটের বাইরে থামলো।

লুপিন আর টোংকস ছেলে- মেয়েদের ওদের মালপত্র নিয়ে এক এক করে বাস থেকে নামতে সাহায্য করলেন। চতুর্দিকে জনমানবহীন রাস্তা দেখতে দেখতে বললেন লুপিন, পরীক্ষা যেন ভালো হয়, ওকে।

লুপিন এক এক করে সকলের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বললেন– নিজেদের নিজেরা দেখাশুনো করবে, ভালোভাবে থাকবে। ছেলে মেয়েরা যখন টোংকসের কাছে বিদায় নিচ্ছে তখন লুপিন হ্যারিকে খুব আস্তে আস্তে বললেন– শোনো, আমি খুব ভালো করেই জানি তুমি স্নেইপকে পছন্দ করো না, কিন্তু ও অতি গুণি অকালামেনস্। আমরা এবং সিরিয়সও চায় তুমি ভালভাবে ওটা শিখে নাও তোমাকে প্রোটেক্ট করার জন্য। মনে থাকে যেনো?

হ্যারি লুপিনের কুঞ্চিত চামড়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আচ্ছা আবার দেখা হবে।

পিছল রাস্তা দিয়ে অতি কষ্টে ওরা ক্যাসেলে পৌছোলো। সঙ্গে ওদের বড় বড় ট্রাঙ্ক। হারমিওন এলফের জন্য অনেক মোজা- টুপি বানিয়েছে, সেগুলোও সঙ্গে করে এনেছে। হ্যারি ওক গাছের দরজা থেকে দেখলো নাইট বাস অনেক দূরে চলে গেছে। জানে না ওর কপালে কি লেখা আছে।

* * *

হ্যারির পরদিন সন্ধ্যাবেলার কথা ভেবে উৎকণ্ঠায় দিন কাটলো। সকালে ডবল পোসান লেসন ওর ভয় মিশ্রিত চাঞ্চল্য কমাতে কনামাত্র সাহায্য করলো না। ওর অস্বস্তি ডিএ সদস্যদের নিয়ে। করিডোরে দেখা হলেই জানতে চেয়েছে সেদিন রাতে মিটিং হবে কি হবে না।

হ্যারি ওদের বার বার বলেছে, সময় হলে তোমাদের জানাবো; কিন্তু আজ রাতে কিছুতেই সম্ভব হবে না। বললো, রেমিডিয়ন পোসান নিতে হবে।

লাঞ্চের পর জ্যাকেরিয়া স্মিথ বললো, তুমি রেমিডিয়ন পোসান খাও? হ্যারি তখন এনট্রেন্স হলের মুখে দাঁড়িয়েছিলো। ঈশ্বর, তোমার বোধহয় পড়াশুনোর ব্যাপারে খারাপ সময় চলছে। স্নেইপতো দারুণ কড়া, কবে থেকে একস্ট্রা লেসন দিচ্ছেন?

ও মনে মনে ভাবলো আজেবাজে কথা বলার জন্য স্মিথকে জাদুমন্ত্রে (জিঙ্কস) চুপ করাবে কিনা; তারপর ভাবলো, যাকগে।

– হ্যালো হ্যারি।

হ্যারি চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখলো চো-চ্যাং। হারমিওন ওর কনুই ধরে টানতে টানতে বললো– আড্ডা দিলে চলবে? লাইব্রেরিতে যেতে হবে না?

– ক্রিস্টমাস কেমন কাটালে, চো জিজ্ঞেস করলো।

– খুব একটা খারাপ না; হ্যারি বললো। তোমার?

– একরকম। খুব একটা হৈ চৈ করা হয়নি।

হ্যারি লক্ষ্য করলো ওর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। আগামীকাল আমাদের হগসমিডে ট্রিপ আছে, নোটিশ বোর্ড দেখেছো?

– কী বললে? নাতো, এখনও পর্যন্ত নোটিশ বোর্ড দেখার সুযোগ পাইনি।

– ওটা হবে ভ্যালেন্টাইন ডে তে? হ্যারি বুঝতে পারলো না চো ওকে কথাটা বললো কেন।

– তাহলে তুমি তো যাবে?

– ও হ্যাঁ, যেতে পারি।

– বেশ, যদি যাওতো তোমাকে ওখানে খুঁজে নেবো।

চো চলে গেলো। হ্যারি ওকে দেখতে লাগলো। চোকে ডিএ'র কথা বলাতে চো তেমন তাপ উত্তাপ দেখায়নি।

হঠাৎ হ্যারির মনে পড়ে গেলো একটা কথা ওকে বলা হয়নি। ও তাই বেশ জোরে জোরে ডাকলো– চো... চো...।

কথাটা বলে ওকে ধরবার জন্য হ্যারি একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে ওকে পাথরের সিঁড়ির কাছে ধরে ফেললো।

– তুমি আমার সঙ্গে হগসমিডে ভ্যালেন্টাইনডেতে যাবে?

– উঃ নিশ্চয়ই, কেন যাবো না! চো'র গাল দুটো লাল হয়ে গেলো।

– তাহলে তাই কথা রইলো, খুঁজতে হবে না, আমি যাবো।

বিকেলের হোমওয়ার্ক, পড়াশুনোর জন্য হ্যারি লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলো রন, হারমিওন পড়াশুনো করছে।

মনের মধ্যে চো-এর স্বপ্ন নিয়ে সন্ধ্যে ছ'টা বাজার আগে প্রফেসর স্নেইপের ঘরের সামনে পৌঁছালো। দুরু দুরু বুকে ও বন্ধ দরজা নক করে ঘরে ঢুকলো। আধা আলো অন্ধকার ঘরে দেখলো দেওয়াল আলমারি আর র‍্যাকে সাজানো রয়েছে নানা আকারের বোতল আর জার। তাতে রঙিন পোসানের মধ্যে রয়েছে অনেক গাছের গুল্ম আর ছোট ছোট জন্তু আর পোকা মাকড়। স্নেইপের টেবিলের ওপোর আর কাবার্ডে রয়েছে পোসান ভর্তি অনেক বোতল। একবার স্নেইপ ওকে পোসান সরানোর মিথ্যা অভিযোগে কটূক্তি করেছিলেন। ও ডেস্কের পাশে দেখলো একটা অপরিষ্কার পাথরের বেসিন। তার গায়ে খোদিত রয়েছে পুরনো দিনের নানা ভাষার অক্ষর আর সিম্বল। মোমবাতির আলো পড়ে সেগুলো জ্বল জ্বল করছে। ওর বুঝতে বাকি রইলো না বেসিনটা ও ডাম্বলডোরের অফিস ঘরে খুব সম্ভব দেখেছে। ডাম্বলডোর 'পেনসিভ'। স্নেইপের ঠাণ্ডা গলার স্বর শুনে ও একরকম লাফিয়ে উঠলো।

– পটার, তুমি কিন্তু ঘরে ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছো, ওটা বন্ধ করে দাও।

হ্যারি আধখোলা দরজাটা বন্ধ করে ধীরে ধীরে স্নেইপের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালো।

– হ্যারি, তুমি নিশ্চয়ই জানো ডাম্বলডোরের নির্দেশমতো তোমাকে অকলামেন্সি শেখানোর জন্য এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে। আমি আশা করছি পোসান ছাড়াই তুমি ওই প্রতিরোধটা ভাল করে শিখে নেবে।

– হ্যাঁ। হ্যারি বললো। হ্যারি বলতে যাচ্ছিল, আপনি বোধহয় জানতে চান কবে আমাদের 'ডিএ' মিটিং হবে।

স্নেইপ তার ছোট ছোট চোখে আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে হ্যারিকে দেখে বললেন, এটা কিন্তু সাধারণ ক্লাস নয় মনে রাখবে। যেহেতু আমি তোমার এখনও শিক্ষক, তাই তুমি আমাকে 'স্যার' বা 'প্রফেসর' বলে সম্বোধন করবে।

– হ্যাঁ, স্যার; হ্যারি বললো।

– অকলামেন্সি সম্বন্ধে তোমাকে আমি তোমার অতি প্রিয় ধর্মপিতা সিরিয়সের সামনে বলেছি। আবার বলছি, একরকমের ম্যাজিক যা তোমাকে তোমার অস্বাস্থ্যকর চিন্তা ও জাদুশক্তি থেকে প্রতিহত করবে, এই জাদুর প্রবল শক্তিতে।

হ্যারি বললো, প্রফেসর ডাম্বলডোর কেন আমাকে ওটা শিখতে বলেছেন, দয়া করে বলবেন স্যার? ও স্নেইপের মুখের দিকে উত্তরের আশায় তাকিয়ে রইলো।

– অবশ্যই তোমার শেখার প্রয়োজন আছে। পটার তুমি বোধহয় জানো না ডার্কলর্ড প্রভূতভাবে লেগিলিমেন্সি সম্বন্ধে অত্যান্ত পারদর্শী।

– সেটা কী স্যার?

– অন্যদের মনের ভেতর থেকে তাদের চেতনা এবং স্মৃতি শুষে নেয়ার ক্ষমতা।

– উনি মানুষের মনের কথা অতীতের স্মৃতি জানতে-পড়তে পারেন? হ্যারি ভয় পেয়ে গেলো।

– পটার তোমার ধরতে পারার ক্ষমতা খুবই অল্প, স্নেইপ জ্বলন্ত চোখে বললেন, তোমার পার্থক্য বোঝার শক্তি কম। সেই জন্যই তুমি পোসান- বানানোর ব্যাপারে অতি দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ।

স্নেইপ হ্যারিকে প্রকারন্তরে অপমান করার জন্য খুবই খুশি।

তারপর গর গর করে বলে যেতে লাগলেন:

– মাগলরা মনের কথা পড়ার (মাইন্ড রিডিং) কথা বলে থাকে। মন কিন্তু আসলে একটা বই নয় যে যখন খুশি পড়বে। চিন্তা, মানুষের খুলির ভেতরে খোদাই করা থাকে না, যে বাইরে থেকে পড়া যাবে। চিন্তা ভাবনা খুবই জটিল ব্যাপার।

এই ধরো ডার্কলর্ড, কে বা কারা তার সঙ্গে মিথ্যে বলছে, কিছু গোপন করছে ওই বিদ্যের সাহায্যে তিনি তা বুঝতে পারেন। মিথ্যেকে ধরতে, অন্যের প্ল্যান-কুমতলব ধরতে পারা এবং কে বা কারা বিরুদ্ধচারণ করছে একমাত্র যারা অকলামেন্সিতে পারদর্শী তারাই ধরতে পারে। তাছাড়া ছানবিন না করেই সেটা ধরতে পারেন।

স্নেইপ যা বকবকানি করুন না কেন, লেজিলিমেন্সি কথাটা প্রকৃত মনের কথা পড়ার বা জানার ব্যাপারটা ওর তেমন মনপুত হলো না।

– তো আমরা এখন যা আলোচনা করছি তা কি ভোল্ডেমর্ট জানতে পারবেন স্যার?

ডার্কলর্ড এখন আমাদের থেকে অনেক দূরে রয়েছেন, তাছাড়া আমাদের হোগওয়ার্টস স্কুলের দেওয়াল, মাঠ, অতি পুরাতন মন্ত্রের দ্বারা রক্ষিত। এখানে যারা থাকে তারাও জাদু-মন্ত্র থেকে সব রকমভাবে সুরক্ষিত। কালের ও সময়ের যুগ্ম পরিপ্রেক্ষিত জাদুর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, স্নেইপ বললেন।

– বেশ, তাহলে আমাকে অকলামেন্সি শেখাবেন কেন?

স্নেইপ হ্যারির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। অভ্যাস মতো হাতের লম্বা লম্বা আঙ্গুল দিয়ে নিজের গালে চাপ দিলেন।

– পটার ব্যবহারিক নিয়ম তোমার ওপর প্রযোজ্য নয়। যে কার্স তোমাকে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে তাতে তোমার ও ডার্কলর্ডের মধ্যে সম্পর্কের একটা যোগাযোগ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যখন তোমার মনের গতিবেগ সম্পূর্ণভাবে হ্রাস পায় আর ভাবাবেগপূর্ণ, ধরো যখন ঘুমোচ্ছো, তখন তুমি ডার্কলর্ডের সঙ্গে একই নৌকোতে চলতে থাকো, চিন্তা আর ভাবাবেগ ভাগ করে নাও। ডাম্বলডোর বলছেন, এইরকম অবস্থা চলতে দেওয়া ঠিক হবে না। আমাকে বলেছেন যেন সেই অবস্থার অবসান ঘটে এমন কিছু শেখাতে।

হ্যারির নাড়ি আবার দ্রুত চলতে থাকে, কোনো কিছুই দানা বাঁধে না যেন।

ও একটুও সময় অপব্যয় না করে বললো, ডাম্বলডোর সেটা বন্ধ করতে চাইছেন কেন? আমি মনে করি ওটা দরকারি। মি. উইসলিকে ডাকলর্ডের সাপ আক্রমণ করতে যাচ্ছে আমি যদি না দেখতাম তাহলে প্রফেসর ডাম্বলডোর তাকে বাঁচাতে পারতেন না। বলুন পারতেন?

হ্যারির প্রতিটি কথা বিশ্বাসযোগ্য ভেবে স্নেইপ চুপ করে রইলেন। মুখের ওপোর তখনও আঙ্গুল। আবার কথা বলতে শুরু করলো হ্যারি। প্রতিটি শব্দ যেনো ওকে বেশি সময় দিয়েছে।

যতদূর মনে হয় ডার্কলর্ড ব্যাপারটা অবগত ছিলেন না। মনে হয় এখন থেকে তোমার চিন্তা ভাবাবেগ একই সঙ্গে বহন করছেন। কিন্তু ক্রিসমাসের আগে যেটা দেখেছো....।

– মিঃ উইসলি আর সাপ?

– আমাকে বাধা দিও না হ্যারি, স্নেইপ রাগতঃ স্বরে বললেন। যা তুমি দেখেছো, সেটা ডার্ক লর্ডের একটি শক্তিশালী চিন্তার বহি আক্রমণ বলতে পারো।

– আমি সাপের মধ্যে আমাকে দেখেছিলাম, তাকে নয়!

– একটু আগেই বলেছি, আমাকে বাধা দেবে না।

হ্যারির স্নেইপের রাগে কিছু যায় আসে না।

– আমি কেমন করে সাপের চোখ দিয়ে আমার দেখা দেখলাম? যদি ভোল্ডেমর্টের চিন্তা আমি বহন করছি?

– তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি ডার্কলর্ডের নাম আমার সামনে মুখে আনবে না, স্নেইপ বললেন।

হ্যারি শান্ত স্বরে বললো– ডাম্বলডোরতো তাই বলেন।

– ডাম্বলডোর একজন অতি অভিজ্ঞ জাদুকর, স্নেইপ বললেন, সুরক্ষিত থাকেন।

হ্যারি ওর হাতের উপরাংশে বুলায়, অনেকটা অন্য মনস্কভাবে, যদিও জানে ডার্কলর্ড চামড়াটার কিছু অংশ পুড়িয়ে দিয়েছেন।

– আমি মোটামুটি ব্যাপারটা জানতে চাইছিলাম, হ্যারি আবার বলতে শুরু করলো। চেষ্টা করলো নরম সুরে কথা বলতে। কিন্তু কেন?

স্নেইপ মুখ বিকৃত করে বললেন, তুমি সাপের মনের মধ্যে একাত্মা হয়েছিলে, কারণ ঠিক সেই সময়ে ডার্কলর্ড সেখানে ছিলেন। সাপ তখন তার বশে ছিলো, তো তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে তুমি সাপের মধ্যে রয়েছো।

– তো ভো... বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি ওখানে ছিলাম?

স্নেইপ বললেন– তাইতো মনে হয়।

– কেমন করে আপনি জানলেন? প্রফেসর ডাম্বলডোর একটা কিছু অনুমান করেছিলেন। অথবা...?

– কতবার তোমাকে বলেছি, আমাকে 'স্যার' বা 'প্রফেসর' সম্বোধন করতে।

হ্যারি বললো– হ্যাঁ স্যার, কিন্তু কেমন করে আপনি জানলেন?

– যাক ও সব কথা। আমরা জেনেছি এটাই যথেষ্ট। স্নেইপ জোর দিয়ে বললেন– ডার্কলর্ড এখন জানতে পেরেছেন তুমি তার চিন্তা ও অনুভূতির পথে ঢুকে পড়েছো। বুঝতে পেরেছেন, যা করতে চেয়েছেন সেটা ঘুরে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

তাহলে তো আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারেন, হ্যারি প্রশ্ন করেই বললো স্যার?

– ভাবতে পারেন, করতে পারেন, স্নেইপ বললেন। যাকগে ওসব কথা, এখন আমরা অকলামেন্সি নিয়ে কথা বলি।

স্নেইপ কথাটা বলে তার রোবের পকেট থেকে জাদুদণ্ডটা টেনে বার করতেই হ্যারি ওর চেয়ারে স্থির হয়ে বসলো। কিন্তু স্নেইপ দণ্ডটা তার কপালে ঠেকিয়ে তার অগ্রভাগটা মাথার তৈলাক্ত চুলে গুঁজলেন। একটু পরে সেটা টেনে নিতেই কিছু রূপালী পদার্থ বেরিয়ে এসে তার কপাল ও জাদুদণ্ড ভরে দিলো। দণ্ডটা টেনে নিতেই পদার্থটা পেনসিভে গিয়ে পড়লো। তারপর রূপালী পদার্থটা ঘুরতে লাগলো। রূপালী পদার্থটা গ্যাস অথবা তরল পদার্থ নয়। দু'বার জাদুদণ্ড দিয়ে কপালে ঠেকিয়ে রূপালী পদার্থ পাথরের বেসিনে জমা করলেন। তারপর কোনও কিছু প্রশ্নের অপেক্ষা না করে পেনসিভ'টা অতি যত্নের সঙ্গে হাতে নিয়ে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন। হাত থেকে কিন্তু জাদুদণ্ড সরালেন না। অন্য কিছু করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

– পটার, তোমার জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে দাঁড়াও, স্নেইপ আদেশ করলেন।

হ্যারি নার্ভাস হয়ে দাঁড়ালো। ডেস্কের দু'ধার থেকে সামনা সামনি তাকালো।

– এখন, তুমি তোমার জাদুদণ্ড ব্যবহার করে আমার ক্ষমতা খর্ব করতে পারো। অথবা যেমন করে হোক বা যেভাবেই হোক নিজেকে বাঁচাবার পন্থা চিন্তা করো, স্নেইপ বললেন।

হ্যারি স্নেইপের জাদুদণ্ডের দিকে তাকিয়ে বললো– আপনি এখন কি করতে চান?

স্নেইপ বললেন, আমি তোমার মনের ভেতর প্রবেশ করতে চাই। আমরা দেখিতে চাই তুমি কেমন সুন্দরভাবে নিজেকে বাঁচাও। আমাকে জানানো হয়েছে তুমি নাকি ইমপেরিয়স কার্স প্রয়োগে সফল হয়েছো। এখন তুমি দেখাবে সেইরকম ক্ষমতা তোমার পক্ষে প্রয়োজন আছে, দৃঢ় করো নিজেকে।

হ্যারি আত্মরক্ষা করার প্রস্তুতি নেবার আগেই স্নেইপ ওকে আঘাত করলেন। মুহূর্তের মধ্যে অফিসের সবকিছু ওর চোখের সামনে আবর্তিত হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো, মনের ভেতর নানা মূর্তি একের পর এক ছবির মতো ছুটতে লাগলো। অনেকটা ক্লিক ক্লিক করে ছবি তোলার মত। দেখতে দেখতে সুদূর অতীতে ও চলে গেলো।

হ্যারি দেখছে–

ওর বয়স পাঁচ, ও দেখছে ডাডলি একটা নতুন লাল বাইসাইকেলে চেপে বনবন করে ঘুরছে। ওর হিংসে তো হবেই। ওর বয়স ন'বছর, বুলডগ রূপার ওকে তাড়া করছে। ভয়ে ও একটা গাছে উঠে পড়েছে আর ভার্নন ওর অবস্থা দেখে লনে দাঁড়িয়ে হেসে ফেটে পড়ছে। ও সর্টিং হ্যাটের তলায় বসে রয়েছে ওকে বলা হচ্ছে, তুমি স্লিদারিনে যাও তোমার ভাল হবে। হারমিওন হাসপাতালের বেডে শুয়ে রয়েছে। ওর সমস্ত মুখটা কালো চুলে ঢাকা। অন্ধকার লেকের ধারে ওকে একশটা

ডিমেন্টরস তাড়া করেছে। আবছা আবছা কুয়াশা, চো চ্যাং ওর খুব কাছে আসছে।

ওর মাথার ভেতর থেকে কে যেন বললো, না। চো এখন ওর অনেক কাছে এসেছে। তুমি ওটা দেখছো না, এটা দেখছো না, খুবই ব্যক্তিগত কথা বলছে চো।

হাঁটুতে ওর তীব্র ব্যথা। পরিষ্কার স্নেইপের অফিস দেখতে পাচ্ছে। ও হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলো। একটা হাঁটু স্নেইপের ডেস্কে লেগেছে। হাঁটুতে অসম্ভব যন্ত্রণা। ও স্নেইপের দিকে তাকালো, স্নেইপ জাদুদণ্ড নামিয়ে রেখে নিজের কব্জিতে হাত বোলাচ্ছে। কে যেনো চাবুক মারলো তারই শব্দ। গায়ে দাগ পড়ে গেলো।

– তুমি কি যন্ত্রণাদায়ক জাদুদণ্ড ব্যবহার করতে চাও? স্নেইপ জিজ্ঞেস করলেন খুব নরমভাবে।

– না, মেঝে থেকে ধীরে ধীরে উঠে হ্যারি বললো।

– আমিও তাই ভেবেছিলাম, স্নেইপ ওকে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখে বললেন– তুমি আমাকে বাধ্য করেছো, তুমি নিজেকে সংযত করতে পারোনি।

– আমি যা যা দেখেছি, আপনিও কি তাই দেখেছেন? হ্যারি জানেনা স্নেইপ ওর প্রশ্নের জবাব দেবেন কি দেবেন না।

– আবার বলো, স্নেইপ বললেন– তার ঠোঁট বেঁকে গেছে, কুকুরটা কার?

– আমার মাসী মার্গির, হ্যারি স্নেইপকে তাচ্ছিল্য করে বিড়বিড়ি করে বললো।

স্নেইপ বললেন, প্রথম চোটে বলতে হবে ভালই হয়েছে। এতোটা আশা করিনি। আবার জাদুদণ্ড তুললেন, তুমি আমাকে মাঝে মাঝে থামিয়ে দিতে চেয়েছো, চিৎকার করে সময় ও শক্তি নষ্ট করেছো। তুমি অবশ্যই কেন্দ্রীভূত থাকবে। তোমার মস্তিষ্কের সাহায্যে আমাকে অবনমিত করবে, তোমার যেন জাদুদণ্ডের প্রয়োগ করতে না হয়।

হ্যারি রেগে গিয়ে বললো, আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু আপনি আমাকে কেমন করে ওগুলো হলো বলছেন না। স্নেইপ দারুণ ক্ষেপে গিয়ে বললেন, সভ্যতা, ভদ্রতার প্রয়োজন। আমি চাই তুমি তোমার চোখ বন্ধ করো।

হ্যারি স্নেইপের দিকে বিশ্রীভাবে তাকালো, যা বলা হয়েছে তা করার আগে। ও ওখানে দু' চোখ বন্ধ করে দাঁড়াতে চায় না। যখন স্নেইপ ওর দিকে তাকিয়ে থাকবেন তখন ওর হাতে থাকবে জাদুদণ্ড।

– না-আ-আ-আ!

হ্যারি আবার দাঁড়ালো, দু'হাতে মুখ ঢাকলো। কে যেন ওর মাথার ভেতর থেকে মস্তিষ্ক টেনে বার করতে চাইছে, দারুণ অব্যক্ত এক যন্ত্রণা!

– উঠো, উঠে দাঁড়াও বলছি, স্নেইপ হুংকার দিলেন। তুমি কোনও রকম চেষ্টা করছো না, কোনও কঠোর প্রচেষ্টা করতে চাইছো না। তুমি এখন তোমার স্মৃতিতে আমাকে প্রবেশাধিকার দিচ্ছো। সেসব স্মৃতিকে তুমি ভয় পাও, তোমার অস্ত্র

আমাকে দিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছো।

হ্যারি আবার উঠে দাঁড়ালো। ওর বুকের ভেতরটা বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠলো, যেন এই মাত্র ও সেডরিককে কবরস্থানে মৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। স্নেইপ যেন আগের চেয়ে শীর্ণ-বিবর্ণ, আরও বেশি রাগী কিন্তু হ্যারির মতো নয়।

ও দাঁতে দাঁত চেপে বললো– আমি চেষ্টা করছি

– তোমাকে বলেছি না তোমার মানসিক আবেগ থেকে তুমি মুক্ত হও!

হ্যারি বললো, আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি।

– যদি না করো তাহলে অতি সহজে ডার্কলর্ডের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে, স্নেইপ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন– মুর্খেরা তাদের আবেগ আয়ত্বে রাখতে পারে না, পালিয়ে গিয়ে গর্বিত হয়, সহজেই অন্যের প্ররোচনার ফাঁদে পা দেয়, এক কথায় তারা শক্তির কাছে কাঠপুতলী! পটার তুমি কী বুঝতে পারছো না ডার্কলর্ড তোমার মনের ভেতর বাধাহীন হয়ে প্রবেশ করবেন।

হ্যারি চাপা গলায় বললো– আমি দুর্বল নই। মনের ভেতর উষ্মা জমা হয়ে চলেছে। ও ভাবলো, যে কোনও মুহূর্তে ও স্নেইপকে আক্রমণ করতে পারে।

স্নেইপ তখন থুতু ফেলার মতো মুখের ভাব করে বললেন– তাহলে প্রমাণ করো তুমি দুর্বল নয়। মনকে সংযত করো, নিয়ন্ত্রিত করো। আমরা আবার চেষ্টা করি, নাও তৈরি হও! লেজিলিমেন্স!

ও দেখতে পাচ্ছে আঙ্কল ভার্নন হাতুড়ি দিয়ে চিঠির বাক্স ভাঙছেন শত শত ডিমেন্টরসরা লেক থেকে ওকে ধরবার জন্য সাঁতরে সাঁতরে আসছে ও একটা জানালাবিহীন করিডোর দিয়ে দৌড়াচ্ছে সঙ্গে রয়েছেন মি. উইসলি একটু একটু করে সাদা মাটা কালো দরজার কাছে এসে গেছে। দরজাই সেই করিডোরের শেষ। ও সেই দরজা ঠেলে ঢুকতে গেলে মি. উইসলি ওকে বাধা দিলেন, বাঁ দিকে নিচে নামার একটা পাথরের সিঁড়ির মুখে নিয়ে গেলেন।

আমি জানি! আমি জানি।

ওরা চারজনে আবার স্নেইপের অফিসে। ওর কাটাদাগে কি যেনো সূঁচের মতো অনবরত বিঁধে চলেছে, কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে এলো বিজয় বার্তা। ও আবার জোর করে দাঁড়ালো, দেখলো স্নেইপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর ম্যাজিক দণ্ডটা ওঠালো। কিন্তু তার আগেই জাদুদণ্ডটা তুলেছেনও হ্যারির সঙ্গে লড়াইয়ে প্রস্তুত।

– তারপর কি হলো পটার, হ্যারির দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্নেইপ বললেন।

– আমি দেখেছি, আমার মনে আছে, হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো– আমি তখন বুঝতে পারলাম।

– বুঝতে পারলে? কী বুঝতে পারলে? স্নেইপ তীক্ষ্মভাবে প্রশ্ন করলেন।

হ্যারি তৎক্ষণাৎ স্নেইপের মর্ম বুঝতে পারলো না। ও কপালে হাত বোলাতে লাগলো।

মাসের পর মাস ও একই স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে- জানালাবিহীন করিডোর। করিডোরের শেষ প্রান্তে তালাবন্ধ এক দরজা। এখন ও বুঝতে পারছে ১২ আগস্ট ও মি. উইসলির সঙ্গে মন্ত্রণালয়ের কোর্টরুমে যাবার জন্য ওইরকম করিডোর দিয়ে গিয়েছিলো। ওই করিডোর ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজের দিকে গেছে, ভোল্ডেমর্টের সাপ তাকে দংশন করার সময় উইসলি সেই রাতে ওখানে ছিলেন।

ও আবার স্নেইপের দিকে তাকালো।

– ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ-এ কী আছে?

– কী প্রশ্ন করলে তুমি? স্নেইপ ধীরে ধীরে বললেন। এই প্রথম হ্যারি দেখলো স্নেইপ ভয় পেয়ে গেছেন।

হ্যারি আবার বললো– সেখানে কী আছে স্যার?

– কেন তুমি এই প্রশ্ন বার বার করছো? স্নেইপ বললেন।

– কারণ, কারণ স্বপ্নে যে করিডোরের মাসের পর মাস দেখে চলেছি। সেটা কোথায় আমি বুঝতে পেরেছি। ওই করিডোরটা সোজা চলে গেছে ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজের দিকে। আমার মনে হয় ভোল্ডেমর্ট সেখানে কিছু সংগ্রহ করতে চাইছেন।

– আমি তোমাকে কতবার বলবো যে ডার্কলর্ডের নাম তুমি মুখে আনবে না?

দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকালো। হ্যারির কাটাদাগে আবার যন্ত্রণা শুরু হলো। তার জন্য ওর মাথা ব্যথা নেই, পরোয়া করে না। স্নেইপকে দেখে মনে হয় দারুণ উত্তেজিত, কিন্তু যখন কথা বললেন- মনে হয় চেষ্টা করছেন শান্ত হতে আর কোনও কিছু ভ্রূক্ষেপ না করতে।

– ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ-এ অনেক কিছু আছে পটার, তার মধ্যে কিছু তুমি বুঝতে পারবে, বাকিগুলোর না বুঝলেও চলবে। আমি কী তোমায় সোজাভাবে বোঝাতে পেরেছি?

– হ্যাঁ, হ্যারি বললো, তখন ও কপাল চুলকে যাচ্ছে, আরও যেনো ব্যথা বেড়ে চলেছে।

– আমি চাই আগামী বুধবার কোনও এক সময়ে তুমি আবার এখানে আসবে, আবার আমরা কাজ করবো।

স্নেইপের অফিস ঘর থেকে হ্যারি চলে আসতে পারলে বাঁচে– রন, হারমিওনকে দেখতে পেলে ভাল লাগবে।

– প্রতিরাতে শুতে যাবার আগে তুমি তোমার মন থেকে সবকিছু হটিয়ে দেবে, শূন্য মনে থাকবে। এবং শান্ত রাখবে বুঝেছো?

– আচ্ছা, হ্যারি অস্ফুট স্বরে বললো। তারপর ও স্কুল ব্যাগটা তুলে কাঁধে

ঝুলিয়ে দরজার দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো। বাইরে যাবার আগে একবার স্নেইপের দিকে তাকালো, স্নেইপ হ্যারির দিক থেকে পেছন ফিরে বসে আপন চিন্তায় মগ্ন। পেনসিভ'টা জাদুদণ্ডের মুখে ঠেকিয়ে খুব সাবধানে মাথার ওপোর রাখলেন। হ্যারি নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে আসার আগে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। তখনও ওর কাটা দাগটা দপদপ করে চলেছে, তারই সঙ্গে ব্যথা কমছে না।

হ্যারি লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখলো রন আর হারমিওন বসে রয়েছে। ওরা আমব্রিজের দেওয়া নতুন হোমওয়ার্ক করছে। বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী পঞ্চম বার্ষিকের। বাতি জ্বালানো টেবিলে বসে বইতে মুখ গুঁজে, কুইল দিয়ে মাথা চুলকে চলেছে। এমনিতে ঘরটা নিস্তব্ধ। জানালার বাইরে আকাশ একটু একটু অন্ধকার হয়ে চলেছে। মাঝেমাঝে ম্যাডাম পিনসের জুতোর মচমচ শব্দ শোনা যাচ্ছে। লাইব্রেরিয়ান সজাগ দৃষ্টি দিয়ে চলেছেন পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপোর। তার একমাত্র লক্ষ্য ওরা যেনো অমূল্য বইগুলো নষ্ট না করে।

হ্যারি তখনও কাঁপছে, যন্ত্রণার উপশম হয়নি, মনে হয় ওর জ্বর আসছে।

হারমিওন বললো, কেমন হলো? তোমার শরীর ভাল আছে তো?

– হ্যাঁ ভাল, খুব ভাল। শোনো, এখন একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি।

ও এক এক করে স্নেইপের ঘরে যা ঘটেছে সব বলে গেলো।

রন খুব আস্তে আস্তে বললো যাতে ম্যাডাম পিনসের কানে না যায়।

– তাহলে ওটাই মনে হয় অস্ত্র, ইউ-নো-হু চাইছেন মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক আয়ত্ত্বে আনতে।

– মিনিস্ট্রি অফ মিস্ট্রিজ এ তোমার বাবার সঙ্গে কোর্ট রুমে আমার হিয়ারিং-এ যাবার সময় যে করিডোর ধরে গিয়েছিলাম সেটা দেখেছি। আর সেই একই করিডোর গার্ড দিচ্ছিলেন যখন তাকে সাপে দংশন করেছিলো।

– অবশ্যই, হারমিওন বড় দেখে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

– অবশ্যই কি? রন অধৈর্য হয়ে বললো।

– রন ভাবতে শেখো। স্টারগিজ পডমোর, মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের একটা দরজা ভাঙার চেষ্টা করেছিলেন। সেই করিডোর, সেই দরজা খুব বেশি একটা কাকতালীয় ব্যাপার নয়।

রন বললো, স্টারগিজ তো আমাদের দলে। তিনি কেন দরজা ভাঙতে যাবেন?

হারমিওন বললো, তাতো বলতে পারবো না। কেমন যেনো বেখাপ্পা সবকিছু মনে হচ্ছে।

– তাহলে ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজে কি আছে? তোমার বাবা কখনও কিছু বলেননি? হ্যারি বললো।

হ্যারি ওর কপালটা হাত দিয়ে চেপে ধরে রইলো।

হারমিওন বললো, হ্যারি শরীর খারাপ লাগছে?

– না, ভাল আছে। কথাটা বলে ও কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিলো। আমি ভাবছিলাম অকলামেন্সি আমার একটুও ভাল লাগছে না।

হারমিওন সহানুভূতির সুরে বললো– ভালো না লাগাই স্বাভাবিক।

জর্জ-ফ্রেডএর অনেক প্রশ্নের একটারও জবাব দিলো না হ্যারি। ওর শরীর ভীষণ খারাপ লাগছে। বললো আমাকে আবার আগামীকাল যেতে হবে।

– তোমার হোমওয়ার্ক প্ল্যানারে লিখে রাখো হ্যারি। তুমি ভুলে যেতে পারো হারমিওন বললো।

থাকগে আমি শুতে চললাম। ওর মনের যা অবস্থা ফ্রেড আর জর্জের ভাঁড়ামী ভাল লাগছে না।

লাইব্রেরি ঘরের বাইরে পা দিতেই আবার প্রবল মাথার যন্ত্রণা। মনে হতে লাগলো মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে। সব যেন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে না কোথাও দাঁড়িয়ে রয়েছে না শুয়ে রয়েছে। নিজের নামটাও মনে করতে পারছে না।

কে যেন কানের কাছে মুখ এনে খন খনিয়ে হাসছে হাসি তার থামছে না। আশ্চর্য! ওর মনে হতে লাগলো আগের চেয়েও অনেক সুখী আনন্দ ভরা ওর মন।

দারুণ, দারুণ একটা জিনিস সংগঠিত হয়েছে যেন!

হ্যারি? হ্যারি?

কে যেনো ওর মুখে সজোরে চড় মারলো। হঠাৎ মনের সেই আনন্দ অন্তর্হীত হয়ে গেলো। কিন্তু কানের কাছে সেই বিশ্রী খনখনে হাসির বিরাম নেই। হেসেই চলেছে বিদেহী কেউ।

হঠাৎ মনে হলো, অন্য কেউ হাসবে কেন? হাসছে তো ও নিজেই। যখনই সে উপলব্ধি করলো, হাসিও বন্ধ হয়ে গেলো।

হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে মেঝেতে বসে পড়লো। অসম্ভব যন্ত্রণার সঙ্গে কাটাদাগ দপদপ করেই চলেছে।

রন ওর পিছু পিছু ডরমেটরিতে যাচ্ছিলো। হ্যারিকে দু'হাতে কপাল চেপে বসে থাকতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বললো, কী হয়েছে হ্যারি?

– বলতে পারছি না,

হ্যারি হাঁফাচ্ছে। সত্যি সত্যি ও খুবই আনন্দিত, সুখী।

– ইউ-নো-হু?

হ্যারি বিড় বিড় করে বললো, দারুণ ভাল লাগছে, কিছু একটা ঘটেছে। আগে সাপ দেখে যেমন কাঁপছিলো তেমনভাবে ও কাঁপতে লাগলো। ঠিক মি. উইসলিকে

সাপে কাটার পর যেমন কাঁপছিলো। দারুণ বমি বমি পাচ্ছে। রনের গায়ে যাতে না পড়ে সেজন্য মুখ সরিয়ে নিলো। ডিন, সিমাস ধারে কাছে নেই। খুব ভাল, খুব ভাল!

– হারমিওন আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে বললো, তাই এসেছি, রন বললো। ও দু'হাতে হ্যারিকে মেঝে থেকে তুলে ধরে বললো, এখন তোমার প্রতিরোধের কোনও ক্ষমতা নেই।

হ্যারি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

রন হ্যারিকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

'অকলামেনসির' প্রথম লেসন ওকে দারুণ দুর্বল করে দিয়েছে। শরীর ও মনের সব ক্ষমতা যেন উবে গেছে। দারুণ ভয়জনিত কম্পনে ওর মনে হলো এমন কি ঘটেছে যার জন্য লর্ড ভোল্ডেমর্ট গত চৌদ্দ বছরে এতো সুখী কেমন করে হলেন!

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

দ্য বীটল অ্যাট বে

পরের দিন সকালে হ্যারি তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলো। হারমিওন রোজকার মতো ডেইলি প্রফেটের প্রথম পাতাটা দেখেই সরবে আঁতকে উঠলো। ওর তীক্ষ্ণকণ্ঠের শব্দে কাছে যারা বসেছিল সচকিত হয়ে গেলো।

– কী ব্যাপার? হ্যারি ও রন সমস্বরে বলে উঠলো।

হারমিওন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাটা ওদের দিকে এগিয়ে দিলো। ওরা দেখলো দশটি সাদা-কালো ছবি। প্রতিটি ছবির তলায় তাদের নাম অপরাধ ও শাস্তির কথা সংক্ষেপে লেখা রয়েছে। দশটি ছবির মধ্যে ন'টি জাদুকরের বাকি একটি জাদুকরির। তাদের সবাইকে আজকাবান কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

অ্যান্টোনিও ডলোহভকে দেখে হ্যারির মনে হলো ওর দাঁত-মুখ খিচিয়ে রয়েছে, বিশ্রী মুখ। ছবির নিচে লেখা, গিডিয়ন ও ফেবিয়ন প্লেওয়েটকে নৃশংসভাবে হত্যার অপরাধে দণ্ডিত।

অ্যালজারনন রুকউডের মুখে বসন্তের দাগ, মাথার চুল তৈলাক্ত, মুখে-চোখে বিতৃষ্ণার ছাপ। ছবিটির নিচে লেখা, হি-হু যার নাম অবশ্যই ব্যক্ত করা যায় না, তার কাছে মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক থেকে গোপন তথ্য পাচার করার অপরাধে দণ্ডিত।

হ্যারির দৃষ্টি পড়লো জাদুকরীর ছবিতে। ছবির দিকে তাকাতেই মনে হলো ও ড্যাব ড্যাবে চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। জাদুকরির মাথায় লম্বালম্বা কালো চুল, পরিচ্ছন্নতার অভাব। চোখে-মুখে বিশ্রী হাসির ছাপ হলেও দেখতে সুশ্রী সন্দেহ নেই। তার মুখের আদল সিরিয়সের সঙ্গে মেলে। আজকাবানে পাঠানোর আগে ছবিটি তোলার জন্য তার সৌন্দর্য বহুলাংশে ম্লান হয়ে গেছে। বেল্লাট্রিক্স লেস্টরেঞ্জ ফ্রাঙ্ক এবং অ্যালিস লংবটমের ওপোর অত্যাচার এবং স্থায়ীভাবে অক্ষম করার জন্য দণ্ডিত।

হারমিওন হ্যারিকে কনুইয়ের খোঁচা মেরে ছবিটির ওপর ভাগে বড় বড় অক্ষরে শিরোনামের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। হ্যারি, বেল্লাট্রিকসের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য শিরোনাম লক্ষ্য করেনি।

দলে দলে আজকাবান কারাগার থেকে পলায়ন
মন্ত্রণালয় চিন্তিত ও ভাবিত
তারা মনে করে ব্ল্যাক হইতেছে বৃদ্ধ ডেথ ইটারদের কেন্দ্র বিন্দু

ব্ল্যাক? হ্যারি সরবে বললো, হতেই পারে না।

হারমিওন ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে 'শু' শব্দ করে জোরে জোরে কথা বলতে নিষেধ করলো। আস্তে পড়ো।

ম্যাজিক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে গভীর রাতে আজকাবান কারাগার থেকে দলে দলে কয়েদী পালিয়েছে।

কর্নেলিয়স ফাজ (ম্যাজিক মন্ত্রণালয়) তার ব্যক্তিগত দপ্তর থেকে সংবাদদাতাদের জানিয়েছেন, যে দশজন বিশেষ নিরাপত্তার অধীনে বন্দি ছিল গতকাল সন্ধ্যাবেলায় তারা জেল ভেঙে পালিয়েছে, এবং তিনি মাগল প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিটি বন্দিদের বিপজ্জনক কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবগত করেছেন।

আড়াই বছর পূর্বে ঠিক একইভাবে খুনি সিরিয়স পালিয়েছে। গতরাতে ফাজ জানিয়েছেন, আমরা মানতে রাজি নই যে ওই দুইজনের জেল ভেঙে পলায়ন ভিন্ন প্রকারের। বাইরের মদৎ ছাড়া, ওইরকম বিরাট আকারের পলায়ন সম্ভবপর নয়। এইরকম পলায়ন অবশ্যই আমাদের মনে করিয়ে দেয় আজকাবান জেল ভেঙে পলায়নের প্রথম বন্দি সিরিয়স ব্ল্যাকের কথা। তাকে বলা যায়, এক সুনিপুণ বন্দি, যার পদাঙ্ক অনুসরণ করে অন্যেরা পালিয়েছে। ওই দশজনের মধ্যে রয়েছে বেল্লাট্রিক্স লেস্টরেঞ্জ, ব্ল্যাকের খুড়তুতো বোন। তারা ব্ল্যাককে স্বাভাবিক কারণে নেতা মনে করে। যাইহোক আমরা অপরাধীদের ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি ও আমরা জাদুকর সম্প্রদায়কে সতর্ক ও সাবধানে থাকার অনুরোধ করছি। কোনো কারণেই যেন ওইসব অপরাধীদের সাহায্য না করা হয়।

এইবার বুঝতে পেরেছো হ্যারি, গতকাল তিনি কেন এতো আনন্দে বিভোর ছিলেন? রন জিজ্ঞাসুনেত্রে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললো।

– আমি একটুও বিশ্বাস করি না, হ্যারি মুখ বিকৃত করে বললো। জেল ভাঙ্গার দোষ ফাজ সিরিয়সের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন!

হারমিওন তিক্ত স্বরে বললো, এছাড়া ফাজের আর কি যুক্তি থাকতে পারে? বলতে পারে, আমি অতিশয় দুঃখিত। ডাম্বলডোর অবশ্য আমাকে সাবধান করে

দিয়ে বলেছিলেন, এমন একটা কিছু ঘটতে পারে, কারণ আজকাবানের গার্ডেরা লর্ড ভোল্ডেমর্টের দলে যোগ দিয়েছে।

রন ওদের সতর্ক করে দিয়ে বললো– এখন এসব কথা না বলাই ভাল। চুপ করে থাকো, ভোল্ডেমর্টের বদমাস অনুচরেরা জেল ভেঙে কেটে পড়েছে। গত ছ' মাস ধরে ফাজ বলে চলেছেন তুমি আর ডাম্বলডোর মিথ্যাবাদী! তাই না?

হ্যারি গ্রেট হলের চতুর্দিক দেখতে লাগল, হারমিওন কাগজটার ভেতরের খবর পড়তে শুরু করলো। ওর মাথায় ঢুকছে না, খবরটা জেনে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কেন ভয় পাচ্ছে না, অথবা খবরটা সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করে দিব্যি বসে বসে আড্ডা মারছে। কিন্তু ওদের সংখ্যা খুবই কম, যারা হারমিওনের মতো প্রত্যহ খবরের কাগজ কেনে আছে বা পড়ে। ওরা কিডিচ খেলা, হোমওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত। ওরা কী জানে না আরও দশটি ডেথইটার ভোল্ডেমর্টের দলে যোগ দিয়েছে?

হ্যারি স্টাফ টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ডাম্বলডোর আর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল গভীরভাবে কথাবার্তা বলছেন। তাদের কাছে খবরটা অন্যরকম। দু'জনেরই মুখ খুব গম্ভীর। প্রফেসর স্প্রাউট খবরের কাগজ এমন মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন যে প্লেট থেকে অর্ধসেদ্ধ ডিমের কুসুম তার গায়ে টপ টপ করে পড়ে চলেছে। প্রফেসর আমব্রিজ একবাটি ভর্তি পরিজ খেতে ব্যস্ত। একবারও তিনি তার ব্যাঙের মত ড্যাবড্যাবে চোখ দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দুষ্টুমি দেখছেন না। খাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে ডাম্বলডোর, ম্যাকগোনাগলের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন।

– ওহো, এটাতো চোখে পড়েনি, হারমিওন খবরের কাগজ থেকে মুখ না সরিয়ে বললো।

– কী চোখে পড়েনি? হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো।

– সত্যি সাংঘাতিক, হারমিওন উৎকণ্ঠিত হয়ে বললো। ও কাগজের দশনম্বর পাতাটা মুড়ে এগিয়ে দিলো হ্যারি আর রনের দিকে।

ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের এক কর্মির মর্মান্তিক মৃত্যু

ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের এক কর্মী ব্রডরিক বোডে-৪৯ কে গতরাতে তার বেডের ধারে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা অবস্থায় পাওয়া গেছে। তাকে মেরে ফেলা হয়েছে একটি পট প্ল্যান্টের সাহায্যে। সেন্ট মাংগোস হাসপাতাল তার হত্যার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান করার আশ্বাস দিয়েছেন।

দেখা মাত্র হিলারদের ডাকা হয়েছিলো কিন্তু তারা মি বোডেকে অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেনি। মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাকে তার কর্মস্থান থেকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

হিলার মিরিয়ম স্ট্রাউট, যার দায়িত্বে মি. বোডকে রাখা হয়েছিলো তাকে

> পূর্ণ বেতনসহ বিলম্বিত করা হয়েছে। তাকে এই রিপোর্ট লেখার সময় হাসপাতাল চত্বরে দেখতে পাওয়া যায়নি, কিন্তু হাসপাতালের পক্ষ থেকে এক মুখপাত্র বলেছেনঃ
>
> সেন্ট মাংগোস মিঃ বোডের এই দুঃখজনক মৃত্যুর জন্য গভীর শোক জানাচ্ছে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তার দৈনন্দিন স্বাস্থ্যের একটু একটু উন্নতি হচ্ছিলো। আমাদের প্রতিটি ওয়ার্ডে যে সমস্ত হিলাররা ডিউটিতে থাকেন, তাদের সব সময় সজাগ থাকার নির্দেশ দেওয়া থাকে। কিন্তু মনে হয়, হিলার স্ট্রাউট, ক্রিসমাসের জন্য সামান্য ব্যস্ত থাকলেও কোন রকম বিপদের সম্ভাবনা না দেখে পট প্ল্যান্টটি মি. বোডের বেডের পাশে রেখেছিলেন। মি. বোডের কথাবার্তা ও চলাফেরায় উন্নতি লক্ষ্য করে হিলার স্ট্রাউট তাকে প্ল্যান্টটি দেখাশুনো করতে দিয়েছিলেন ভাবতেই পারেননি সেটি ক্ষতিকারক ফ্রিটারবুম হতে পারে। কিন্তু সেটা ছিলো শয়তানের ফাঁদ। সেটি মি. বোডে স্পর্শ করতেই শয়তান গলাটিপে তাকে হত্যা করে।
>
> সেন্ট মাংগোস এখনও পর্যন্ত জানে না সেই মারাত্মক প্ল্যান্ট কে বা কারা ওয়ার্ডে এনেছিলো। এখন হাসপাতাল সমস্ত জাদুকরদের অনুরোধ করছে, তারা যদি হত্যা সম্বন্ধে কিছু জানেন তাহলে জানাবার জন্য অনুগ্রহ করে এগিয়ে আসেন।

বোডে, নামটা যেনো চেনা চেনা, রন বললো।

– ওকে আমরা সেন্ট মাংগোসে দেখেছিলাম, মনে নেই? হারমিওন ফিস ফিস করে বললো। সেই যে লকহার্টের বেডের উল্টোদিকে বিছানায় শুয়ে ছাদের সিলিং-এর দিকে তাকিয়েছিলো। শয়তানকেও আসতে দেখেছি, সেই হিলার বলেছিলো প্ল্যান্টটা নাকি ক্রিসমাসের উপহার।

হ্যারি এক মনে সেন্ট মাংগোসের কথা ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে অজানা এক আতঙ্ক ওকে পেঁচিয়ে ধরে।

– আশ্চর্য! আমরা শয়তানের ফাঁদ দেখেও ধরতে পারলাম না।

রন বললো, দোষ আমাদের নয়, যে শয়তানটা বোডের কাছে পাঠিয়েছিলো তার দোষ। কেনার সময় তারা চেকআপ করেনি কেন!

হারমিওন বললো, ওহ্ রন এ নিয়ে আর আলোচনা নয়, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে কেউ একজন ওই শয়তানের ফাঁদটা রেখে যাবে। আর প্ল্যান্ট পটটা যে স্পর্শ করবে তার মৃত্যু হবে? এটা নিছক খুন। খুনি খুবই চালাক। তাতে সন্দেহ নেই।

– কেউ যদি রেখে যেতো, তাহলে হসপিটালের স্টাফদের জানার উপায় নেই?

হ্যারি তখন বোডের হত্যা সম্বন্ধে কিছু ভাবছিলো না। ও ভাবছিলো মিনিস্ট্রিতে

হিয়ারিং-এ যাবার সময় ন'তলায় ওঠা লিফটের কথা। সেই বিষণ্ন মুখের লোকটিকে যে সেদিন অ্যাট্রিয়ম লেবেলে উঠেছিলো।

ও বললো, হ্যাঁ আমি বোডেকে আগে দেখেছিলাম। হ্যাঁ দেখেছিলাম– তোমার সঙ্গে মিনিস্ট্রিতে যাবার সময়।

কথাটা শুনে রন হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

– আমিও বাবার মুখে বাড়িতে ওর কথা শুনেছি। ও বোবা ছিলো, মিস্ট্রিজ বিভাগে কাজ করতো।

হারমিওন ওদের মুখের দিকে ক্ষাণিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ওদের কাছ থেকে প্রফেটটা টেনে নিয়ে, আবার সেই দশটি জেল পালানো ডেথ ইটারসদের ছবি দেখলো। তারপর যাবার জন্য দাঁড়ালো।

রন বললো, আরে কোথায় চললে?

হারমিওন হাতের ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে বললো, চিঠি ফেলতে। আমার মনে হয়, একমাত্র আমিই বোডের হত্যাকারিকে ধরতে পারবো।

রন গোঁজ গোঁজ করতে করতে বললো, ও যখন এইসব কথা বলে তখন মেজাজ ঠিক থাকে না।

হ্যারি ও রন দু'জনেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। রন বললো– দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে আমাদের কি করতে চায় জানালে পারতো। হ্যাগ্রিড, হ্যাগ্রিড আমরা এখানে।

হ্যাগ্রিড গ্রেট হলের দরজার মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। র্যাভেন ক্ল ছাত্র-ছাত্রীদের যাবার জায়গা থেকে সরে গেলেন। এখনও তার মুখে ক্ষতের ছাপ। নাকের ডগার পাশে নতুন একটা কাটা দাগ।

– বাঃ তোমরা..?

– হ্যাগ্রিড এখন কেমন আছেন?

– ভাল, খুউব ভাল। ভীতু ভীতু চেহারার প্রফেসর ভিক্টরের দিকে তাকালেন। খুব ব্যস্ত আছি, স্টাফ লেসন নিতে হচ্ছে। হাবিজাবি অপদার্থেরা সবাই প্রমোশন পাচ্ছে আর আমি এখনও শিক্ষানবিশ।

– আপনি এখনও শিক্ষানবিশ?

রন কথাটা বেশ জোর দিয়ে বললো। মতলব আরও অনেক ছাত্র ছাত্রীদের কথাটা শোনানো।

হলের অনেক ছাত্রছাত্রী ওদের দিকে তাকালো।

– হ্যাঁ, হ্যাগ্রিড বললেন। আচ্ছা চলি।

হ্যাগ্রিড সামনের দরজা দিয়ে পাথরের সিঁড়ির দিকে চললেন। তারপরেই ভেজা মাঠ পেরিয়ে নিজের কেবিনে যাবেন। হ্যারি হ্যাগ্রিডের দিকে তাকিয়ে

রইলো। জানে না হ্যাগ্রিডকে আর কতো দুঃখের সংবাদ শুনতে হবে।

* * *

কয়েকদিনের মধ্যে স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী জেনে গেলো হ্যাগ্রিড এখনও শিক্ষানবিশি প্রফেসর। হ্যারি দেখলো কোনও ছাত্রছাত্রীদের তার জন্য দুঃখ নেই, যেনো অতি সাধারণ ব্যাপার।

ম্যালফয় অবশ্য হ্যাগ্রিডের কথা শুনে একটুও দুঃখিত নয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীর সেন্ট মাংগাস হাসপাতালে হত্যার খবর রন, হ্যারি আর হারমিওনের মনে গেঁথে গেছে। ওরা খুবই চিন্তিত। তারপর করিডোরে ছাত্রছাত্রীরা একটি মাত্র বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলো। গুজব ছড়ালো কয়েকজন ডেথইটারকে শ্র্যাকিং শ্যাকে দেখা গেছে। ওরা শ্র্যাকিং শ্যাকে লুকিয়ে রয়েছে, সিরিয়স ব্ল্যাকের মত হোগার্টসে ঢুকে পড়বে। সুসান বোনস, ওর আঙ্কল, আন্ট আর কাজিনরা ওই দশটির মধ্যে কোনও একজনের হাতে খুন হয়েছে। হার্বোলজি ক্লাশে বললো হ্যারির মতো অবস্থা ওর ও।

আবার হ্যারি ছাত্রছাত্রীদের কাছে আলোচনার বিষয় হয়ে গেলো।

শুধু ছাত্র-ছাত্রী নয়, স্কুলের শিক্ষকরাও ডেথইটারদের জেল ভেঙে পলায়নের আলোচনা করতে লাগলেন, দুর্ভেদ্য আজকাবান কারাগার ভেঙে পালানো কি করে সম্ভব হলো?

হারমিওন বললো, আজকাল আর স্টাফ রুমে বসে প্রফেসররা খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন না। আমব্রিজ ওখানে বসে থাকলে সকলেই চুপ করে থাকেন।

নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হোগার্টসের উচ্চ পর্যায়ের তদন্তকারীর নির্দেশানুসারে

এতদ্বারা শিক্ষকদের অবহিত করা হইতেছে যে, ছাত্রছাত্রীদের যে বিষয়ে
শিক্ষাদানের জন্য তাহাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহার বহির্ভূত কোনও
বিষয়ে শিক্ষা এবং তথ্য সরবরাহ থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে।

এই আদেশ এডুকেশনাল ডিক্রি নম্বর ছাব্বিশ অনুসারে প্রদত্ত হইল।

দস্তখত ডোলোরস জেন আমব্রিজ, উচ্চ তদন্তকারী।

আমব্রিজের উপরোক্ত নতুন আদেশ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নানা ঠাট্টা তামাশা, হাসির খোরাক শুরু হয়ে গেলো। ফাজের একনিষ্ঠ বান্ধবীর আদেশ সম্বন্ধে সকলেই বলাবলি করতে লাগলো, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালিপনার সুযোগ নিয়ে

আমব্রিজ যা খুশি তাই করছেন। ট্রিলনী ও হ্যাগ্রিডের মতো গুণী শিক্ষকদের নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চূড়ান্ত অপমান ও হেনস্থা করেছেন। ডাম্বলডোর সব জেনেও নীরব রয়েছেন। আমব্রিজ সুযোগ বুঝে তলোয়ার ঘুরিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে মাথা গলাচ্ছেন।

হ্যারির ওপোর আমব্রিজের উষ্মা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। তা চলুক, কিন্তু হ্যাগ্রিডের বাড়ি যাওয়া, সিরিয়সের চিঠিতে বাধাদান, ফায়ার বোল্ট, সব কিছুতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! সত্যি বলতে কি, সবমিলিয়ে হ্যারির হোগার্ট স্কুলের জীবন দুর্বিসহ করে তুললেন আমব্রিজ। আমব্রিজের প্রতি প্রতিশোধের একটি মাত্র পথ, ওর 'ডিএ'র কাজকর্ম দ্বিগুণ করা। হ্যারির সঙ্গে সকলেই একমত হলো।

জ্যাকেরিয়া স্মিথ আরও উৎসাহের সঙ্গে ডিএ ক্লাসে আসতে লাগলো। দশজন ডেথইটারদের জেল ভেঙে পলায়ন সকলকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছে। নেভিল ওর বাবা-মায়ের প্রতি আক্রমণে খুবই ক্ষেপে রয়েছে। হ্যারি-হারমিওন-রনের সঙ্গে সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে সাক্ষাতের কথা ও কাউকে বলেনি, হ্যারিও বলেনি। তারপর থেকে নেভিল ওদের আরও কাছে এসে গেছে। বেল্লাট্রিকস বা তার টর্চার করা লোকদের সম্বন্ধেও না। নেভিল কারও সঙ্গে বেশি কথা না বলে হ্যারির 'ডিএ' শিক্ষা ক্লাসে আরও চতুর্গুন উৎসাহে কাজকর্ম করতে লাগলো। হ্যারি ওর ফোলা ফোলা মুখ চুপসে দিয়ে অযথা আঘাত, দুর্ঘটনা সম্বন্ধে না ভেবে অন্যদের চাইতে বেশি করে শেখার ব্যাপার উৎসাহ দিতে লাগলো। এত তাড়াতাড়ি ও সবকিছু শিখে নিচ্ছে দেখে সকলেই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো।

হ্যারি স্নেইপের কাছে 'অকলামেন্সি' শিখতে লাগলেও স্নেইপের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কিছু উন্নতি হলো না। বলতে পারা যায় দিন দিন অবনতি হতে লাগলো।

অকলামেন্সি শিক্ষা শুরু করার আগে, ওর কাটা দাগে কালেভদ্রে রাত্রি বেলায় ব্যথা হতো চুলকোতো এখন যেন সেটা বেড়ে গেছে। মনে হয় ওর সবকিছুই ঘটে চলেছে ভোল্ডেমর্টের ইচ্ছানুসারে, অনেকটা রেডিও টিউনিং-এর মতো। স্নেইপের কাছ থেকে প্রথম শিক্ষা গ্রহণের পর থেকে ও আশা করেছিলো ওর মানসিক অবসাদ দূর হবে, চিন্তা থাকবে না, কাটাদাগে ব্যথা অনুভব করবে না। তা সেসব চুলোয় যাক ইদানিং মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের অফিসের শূন্য করিডোর দিয়ে হেঁটে দরজার কাছে যাওয়ার স্বপ্ন রোজই দেখছে।

হারমিওন বললো, ওটা তোমার অসুস্থতার লক্ষণ। ওর আর রনের সঙ্গে তর্কাতর্কি যেন একটু বেশি করে বাড়িয়ে চলেছে হ্যারি।

– তোমার ওই অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেতে হবে, না হলে বেড়েই চলবে।

হ্যারি বললো, স্নেইপের অকলামেন্সি শিক্ষা আমার সত্যি ভীষণ বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। কাটা দাগে যন্ত্রণা, প্রতিরাতে স্বপ্নে করিডোর দিয়ে হাঁটা, বিশ্বাস করো

তোমরা আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমার মন চাইছে সেই বন্ধ দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকতে। শুধু বাইরে থেকে তাকিয়ে থাকা আমাকে বড় বেশি দুর্বল করে দিচ্ছে।

হারমিওন শক্ত কণ্ঠে বললো, সোজাভাবে নিওনা হ্যারি। ডাম্বলডোর কখনোই চান না তুমি স্বপ্নে করিডোর আর কালো বন্ধ দরজা দেখো। স্নেইপকে অযথা কেন তোমাকে অকলামেন্সি শেখাতে বলবেন। আমার মনে হয় তোমাকে আরও বেশি করে খাটতে হবে, ডাম্বলডোর যা চাইছেন তাই করো।

হ্যারি বললো, কে বললো আমি সিরিয়াস নই? তুমি একদিন স্নেইপের ক্লাসে যাবে, দেখবে স্নেইপ তোমার মাথার ভেতর ঢুকতে চাইছেন, বুঝলে ব্যাপারটা হাসির নয়?

রন বললো, হতে পারে।

– মানে কী হতে পারে? হারমিওন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো।

– আরে ওতে হ্যারির কী দোষ? ওতো ওর মনের জগতে চাপা দিয়ে চলে আসতে পারে না, রন অস্পষ্টভাবে বললো।

– তুমি কি বলতে চাও শুনি? হারমিওন বললো।

– হতে পারে স্নেইপ হ্যারিকে যথাযথভাবে শেখাচ্ছেন না।

হ্যারি, হারমিওন সোজা রনের দিকে তাকালো। রন ওদের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

– এমনও হতে পারে, রন আরও একটু স্বর নামিয়ে বললো, এও হতে পারে উনি হ্যারির মন আরও বৃহৎ করতে চাইছেন, ইউ-নো-হু'র প্রবেশ সুগম করতে।

– চুপ করো রন, হ্যারমিওন তীক্ষ্ণভাবে বললো। বলতো কতবার তুমি স্নেইপকে সন্দেহ করলে? যা করছেন ঠিক করছেন, একবারও তা বলেছো? তুমি ভাল করেই জানো স্নেইপকে। ডাম্বলডোর বিশ্বাস করেন, উনি অর্ডারের হয়ে কাজ করেন এটাই যথেষ্ট নয়?

রন একগুঁয়ের মতো বললো, উনি একসময় ডেথইটার ছিলেন সেটা জানো? এমন কোনও কাজ করেননি যাতে প্রমাণিত হতে পারে তিনি সেই পথ থেকে সরে এসেছেন।

হারমিওন আবার বললো, ডাম্বলডোর ওকে বিশ্বাস করেন। আমরা যদি ডাম্বলডোরকে বিশ্বাস না করি, তাহলে আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না।

* * *

হ্যারির কাছে জানুয়ারি মাসটা দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেলো। একটার পর একটা কাজ, পঞ্চম বার্ষিক পরীক্ষার জন্য গাদাগাদা হোমওয়ার্ক-পড়াশুনো,

স্নেইপের শিক্ষা, তার ওপোর ওদের ডিএ সেশন। বলতে গেলে শুতে শুতে মাঝরাত কেটে ভোর হয়ে যায়। হঠাৎ ফেব্রুয়ারি সামনে এসে হাজির। সঙ্গে করে নিয়ে এলো উষ্ণ জলীয় আবহাওয়া। দ্বিতীয়বার (সেই বছরে) হগসমিডে যাওয়া প্রারম্ভ। হ্যারি পরিকল্পনা করেছিলো চো'র সঙ্গে একত্রে যাওয়া, সেদিন আবার ভ্যালেন্টাইন ডে তাহলে তো আরও মজা আরও আনন্দের দিন হবে।

সেদিন খুব ভোরবেলা হ্যারি, রন স্মার্টলি ড্রেস করে ব্রেকফাস্ট খেতে এলো। প্যাঁচার চিঠি নিয়ে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। ওরা বসতে বসতে দেখলো হারমিওন একটা অপরিচিত বাদামি রং-এর প্যাঁচার ঠোঁট থেকে একটা চিঠি নিচ্ছে।

হারমিওন খামের মুখটা খুলতে খুলতে হাসি হাসি মুখে বললো, আঃ হাঃ ঠিক সময়ে চিঠিটা এসেছে। ও খামের মুখটা খুলে ছোট একটা পার্চমেন্ট বার করলো। ও গোগ্রাসে চিঠিটা পড়তে পড়তে মুখের হাসি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

– হ্যারি শোনো, হারমিওন বললো– খুবই ইমপর্টেন্ট ব্যাপার, তুমি কী আজ দুপুরের দিকে থ্রি ব্রুমস্টিকে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?

হ্যারি বললো, ঠিক বলতে পারছি না। চো'র সঙ্গে আমার সারাদিন কাটানোর প্ল্যান আছে। কি করবো, কি বলবো, সেসব নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

– তাহলে, সম্ভব হলে তুমি ওকে সঙ্গে করেই এনো। হারমিওন বললো– কিন্তু তোমাকে আসতেই হবে। আসবে না?

– ঠিক আছে, কিন্তু কেন বলবে তো?

– তোমাকে সব বলার এখন সময় নেই, আমাকে চিঠির জবাব এখনই দিতে হবে। হারমিওন এক হাতে চিঠি অন্য হাতে পাউরুটি টোস্ট নিয়ে গ্রেট হল থেকে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে বেরিয়ে গেলো।

– তুমি আসছো তো? হ্যারি রনকে জিজ্ঞেস করলো। রন বিষণ্ন মুখে মাথা নাড়লো।

– আমি আদতেই হগসমিডে যেতে পারবো কিনা বলতে পারছি না। অ্যাঞ্জেলিনা সারাদিনের ট্রেনিং প্রোগ্রাম রেখেছে। আমাকে কেন টিম থেকে বাদ দিয়েছে বুঝতে পারলাম না। স্লোপার আর কির্কেকে দলে নিয়েছে। সত্যি হরিবুল... তুমি ওদের খেলা দেখেছো!

– কারণ, তুমি ফর্মে থাকলে ভাল খেলো, হ্যারির একটু যেন ত্যাক্ত হয়ে বললো।

চো দরজার সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো। মাথার কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো চুলে পনিটেল করেছে। ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। হ্যারির হাত দুটো যেনো দেহের চেয়ে বড়, দৃঢ় পদক্ষেপে ও চো'র দিকে এগিয়ে গেলো।

চো ওকে আসতে দেখে বললো– হাই।

হ্যারিও বললো– হাই।

ওরা দুজনে দু'জনের মুখের দিকে তাকালো। হ্যারি বললো– তাহলে চলো আমরা যাই।

– ও হ্যাঁ।

ওরা ফ্লিচের রেজিস্টারে সই করার জন্য লাইন লাগালো। তারপর ওরা মাঠ পেরিয়ে কিডিচ স্টেডিয়াম পার হলো। দেখতে পেলো রন আর জিনি চলে যাচ্ছে। জীবনে এই প্রথম ও উইসলিদের সঙ্গে গেলো না, তার জন্য মর্মবেদনাতো আছেই।

চো যেতে যেতে বললো, মনে আছে থার্ডইয়ারে পড়ার সময় আমরা দু'জনে দুটো টিমের হয়ে খেলেছিলাম?

– মনে আছে, তুমি সব সময়ে আমাকে আটকে রেখেছিলে।

– উড আমাকে তোমায় ঝাড়ু থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে বলেছিলো? চো হাসতে হাসতে বললো, ও প্রাইড অফ পোর্টরিতে খেলার চান্স পেয়েছে– সত্যি?

– না, পাডলে মেয়র ইউনাইটেডে পেয়েছে, আমি ওকে গত বছর ওয়ার্ল্ড কাপে খেলতে দেখেছি।

– আমি তোমাকে ওখানে দেখেছিলাম, মনে আছে? আমরা একই ক্যাম্প সাইটে ছিলাম, খুব ভাল লেগেছিলো– তাই না?

ওরা গেট পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড কিডিচ কাপের কথা কইতে কইতে হগমসিডের দিকে এগোতে লাগলো। হ্যারির মনে হলো ওর সঙ্গে আগে কথা কইতে এতো জড়তা কেন লাগতো। এখন তো বেশ স্বাভাবিকভাবেই হাঁটছে, কথা কইছে।

ওদের পাশ দিয়ে বিরাট স্লিদারিনের দল চলে গেলো। তার মধ্যে প্যানসি পারকিনসনকে দেখতে পেলো। প্যানসি ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে যেতে দেখে চিৎকার করে বললো, পটার- চ্যাং! হায় হায় চ্যাং তোমার রুচির প্রশংসা করতে পারলাম না। ডিগরি কিন্তু পটারের চেয়ে দেখতে ভালো ছিলো!

মেয়েরা ওদের ফ্যাশান দেখাতে, হেলে দুলে চললো। মাঝে মাঝে হ্যারি আর চো'র দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। হ্যারি কিডিচ ছাড়া অন্য কোনও কথা যেন খুঁজে পাচ্ছে না। চো'র মুখের দিকে না তাকিয়ে, মুখ নামিয়ে শুধু ওর পা দেখছে।

হগাসমিডের মুখে দাঁড়িয়ে দেখলো হাইস্ট্রিট দিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা দলে দলে নাচতে নাচতে চলেছে। যাবার সময় ওরা রাস্তার ধারের দোকানের কাঁচের জানালা দিয়ে জিনিসপত্র দেখছে। রাস্তার পেভমেন্টস দিয়ে চলে কার সাধ্য।

হগসমিডে ঢুকে হ্যারি বললো, কোথায় যাবে?

– যেখানে খুশি, চো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো– উহ, রাস্তার ধারে দোকানগুলো দেখতে দেখতে গেলে কেমন হয়?

ওরা দু'জনে ডারভিস আর ব্যাঙ্গেসের দিকে চললো। দেখতে পেলো একটা বিরাট পোস্টার ঝুলছে, কেউ কেউ ওটা দেখছে। হ্যারি পোস্টারে তাকিয়ে দেখলো যে দশজন ডেথইটারস জেল ভেঙে পালিয়েছে তাদের ছবি আর অপরাধের বৃত্তান্ত রয়েছে। পোস্টারের তলায় লেখা রয়েছে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা। যেসব অপরাধীদের ফটো দেওয়া হয়েছে তাদের ধরা সম্বন্ধে যদি কোনও জাদুকর জাদুকরী সংবাদ/ তথ্য দিতে পারে তাহলে তাদের একহাজার গ্যালিয়ন পুরস্কার দেওয়া হবে।

চো একটু অবাক হয়ে বললো, সিরিয়স ব্ল্যাক আজকাবান থেকে পালিয়েছিলেন? হগসমিডে চতুর্দিকে ডিমেন্টররা ছড়িয়ে পড়েছিলো আনাচে কানাচে তাকে ধরার জন্যে। এখন দশ-দশটা ডেথইটারস জেল ভেঙে পালিয়েছে। এখানে তো একটাও ডিমন্টর নেই!

হ্যারি বললো, তাইতো দেখছি, হ্যারির চোখ বেল্লট্রিক্স লেস্টরেঞ্জের ছবির দিকে।

হ্যারি কাছাকাছি কোনও ডিমেন্টর না থাকার জন্য দুঃখিত নয়, কিন্তু না থাকার জন্য মনে হলো ব্যাপারটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয় জেল থেকে তাদের মদত দেওয়া হয়েছিলো। তাদের ধরার খুব একটা চেষ্টা করছে না। তারা যেন মন্ত্রণালয়ের কন্ট্রোলের বাইরে। চো আর হ্যারির সব দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে হলো দশজন পলাতক ডেথইটার ওদের দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে রয়েছে।

একটু পরেই টিপটিপ করে বৃষ্টিপড়া শুরু হলো তারই সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া, তারপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা ওদের ভিজিয়ে চুপ চুপ করে দিলো।

চো ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বললো, উস্ এককাপ গরম গরম কফি খেলে কেমন হয়?

বৃষ্টি আরও তেজে পড়তে লাগলো।

হ্যারি এধার ওধার তাকিয়ে বললো– ঠিক আছে, কিন্তু কোথায়?

– কাছেই তো একটা সুন্দর জায়গা আছে, তুমি ম্যাডাম পুড্ডি ফুটের দোকানে কখনও যাওনি?

সত্যি হ্যারি অবশ্য আগে কখনও যায়নি, কফিশপের নামও শোনেনি। পুড্ডি ফুটের ছোট চায়ের দোকান, প্রচুর ভিড়। দোকানটার ভেতর বাহির ঝালর, আর নানারকম জিনিস দিয়ে সাজানো। হ্যারির সেই দৃশ্য দেখে আমব্রিজের অফিসের দৃশ্য মনে পড়ে গেলো।

চো খুশি মনে বললো, কফিশপটা দারুণ কিউট না?

হ্যারি মিথ্যে বললো, হ্যাঁ সত্যি বড় সুন্দর।

– ওই দেখো আজ ভ্যালেন্টাইনডে তো তাই এতো সাজিয়েছে, চো অনেকগুলো সোনালী রঙ-এর ছোট ছোট ডানাওয়ালা পুতুল দেখিয়ে বললো। সোনালী পুতুলগুলো ছোট ছোট গোল টেবিলের ওপোর ঝোলানো রয়েছে। মাঝে মাঝে তাদের গায়ে আলো পড়ে রং বদলাচ্ছে, ঝলমল করছে।

– সত্যি কী সুন্দর!

একটি মাত্র ছোট গোল টেবিল খালি ছিলো ওরা সেখানে বসলো। পাশেই জানালার কাঁচ বাষ্পে ভর্তি, বাইরের কিছুই দেখা যায় না। বৃষ্টি পড়েই চলেছে ঝমঝম করে। ওদের টেবিলের পাশেই আর একটি টেবিলে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হাত ধরে বসে রয়েছে। চো ওর অন্তরঙ্গতা দেখে হ্যারির দিকে তাকালো। চো কী চাইছে হ্যারি ওদের হাত ধরে বসুক? হ্যারির চারপাশের দৃশ্য দেখে তেমন ভালো লাগলো না। বেশিরভাগই মনে হয় স্বামী-স্ত্রী।

– আপনাদের জন্য কি আনবো? ম্যাডাম পুডি্ড ফুটের প্রশ্নে হ্যারি মুখ তুললো। বেশ শক্ত সমর্থ মহিলা, মাথায় চকচকে চুলে খোঁপা বাধা। অনেক কষ্টে রোজার ডেভিয়েস আর ওদের টিটেবিলের সামান্য ফাঁকে দাঁড়ানো।

– দুটো কফি, চো বললো।

ম্যাডাম পুডি্ড ফুট কফি আনতে চলে গেলেন। হ্যারি রোজার ডেভিয়েসের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলো ওরা দু'জনে চিনির পটটা সরিয়ে সকলের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে গভীরভাবে চুম্বন করে চলেছে। হ্যারির দেখে খুব খারাপ লাগলো। মনে হলো ডেভিয়েস কি চাইছে হ্যারি চোকে ওর গার্ল ফ্রেন্ডের মত সকলের সামনে চুম্বন করুক? ওর মুখটা গরম হয়ে গেলো, মুখ ঘুরিয়ে আবার জানালার দিকে তাকালো। জানালার কাঁচ তখনও বাষ্পে ভরা, বাইরের রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। ও চো'র দিকে না তাকিয়ে টি-শপের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলো।

বেশ খানিকটা সময় দু'জনে নীরব থাকার পর চো হঠাৎ আমব্রিজের প্রসঙ্গ তুললো। হ্যারি তখন দারুণ স্বস্তি পেলো, টি শপের পরিবেশ ওর একটুও ভাল লাগছিলো না। কিন্তু আমব্রিজ প্রসঙ্গ, ডিএ মিটিং-এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে, দু'একটা কথার পর নতুন কিছু কথা আর ওরা খুঁজে পেলো না।

– এই, আমার সঙ্গে থ্রি ব্রুমস্টিকে লাঞ্চে যাবে? ওখানে হারমিওনের আসার কথা আছে, হ্যারি বললো।

কথাটা শুনে চো ওর সরু সরু ভুরু দুটো তুললো।

– আজ তুমি তাহলে হারমিওন গ্রেঞ্জারের সঙ্গে...?

– হ্যাঁ। ও সকালে আমাকে বলেছিলো, ভাবছি যাবো। তুমিও চলো না। আমার মনে হয় ওর কোনও আপত্তি নেই।

– ও হ্যাঁ, সত্যি ওর ব্যবহার খুবই সুন্দর।

কিন্তু সুন্দর কথাটি বললেও, ওর মুখ দেখে হ্যারির তা মনে হলো না। ওর গলার স্বর কেমন কেমন... কিছু মনে হয় বলেই চলেছে। তারপরই চো'র দৃষ্টি ওর অদ্ভুত মনে হলো।

আবার নীরবতা।

রোজার ডেভিয়েস আর ওর গার্ল ফ্রেন্ডের উন্মত্ততার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওদের দু'জনের ঠোঁট যেনো শক্ত গ্লু (আঠা) দিয়ে চিপকে গেছে।

চো টেবিলের ওপোর একটা হাত ওর কফি কাপের পাশে প্রসারিত করে রেখেছে, হ্যারির ইচ্ছে হলো ওর হাতটা ধরে। কে যেনো ওকে ঝাটকা দিয়ে বললো, চুপ করে কী দেখছো ধরোনা ওর হাতটা। মাত্র একফুটের দূরত্ব! ও কিডিচ খেলার সময় আকাশে যেমন ভাবে উড়ন্ত স্নিচকে চেপে ধরে, তেমনভাবে তো ধরতে পারে।

কিন্তু হ্যারি ওর একটা হাত সামান্য বাড়াবার আগেই চো ওর হাতটা টেবিলের ওপোর থেকে সরিয়ে নিলো।

হ্যারি চুপ করে রইলো। সোনালী রঙের ছোট ছোট পুতুলগুলোর কয়েকটা মেঝেতে পড়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে হ্যারি কফির শেষটুকু চুমুক দিলো, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

চো' বললো, গতবছর এখানে আমি সেডরিকের সঙ্গে এসেছিলাম।

হ্যারি একটু অন্যমনস্ক ছিলো, খুব সম্ভব চো'র কথাটা ওর কানে গেলো না। তারপরে বুঝতে পারলো চো কি বলতে চেয়েছে।

চো ইতস্ত করে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, আমি অনেকদিন থেকে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি হ্যারি? ও কী মৃত্যর আগে একবারও আমার কথা বলেছিলো... আমার নাম...?

সেডরিকের মৃত্যু হ্যারির জীবনে এক মর্মান্তিক ঘটনা। ও চায় না সেডরিকের মৃত্যু নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করতে, চো'র সঙ্গে তো নয়ই। তাই চো'র কথা শুনে ও চুপ করে রইলো। ও চো'র দিকে ধীরে ধীরে তাকিয়ে দেখলো ওর দুচোখ জলে ভরে গেছে, অনেকটা 'ডিএ' ক্লাশের শেষদিনের মতো।

হ্যারি খুব আস্তে, যতটা পারে নরমভাবে বললো– শোনো, সেডরিক... সেডরিক আর নেই, কি হবে ওর কথা ভেবে। অন্য প্রসঙ্গে আসি অন্য কথা বলি।

হ্যারির কথাটা বলার পর মনে হলো যেনো সেডরিকের প্রসঙ্গে বাধা না দিলেই ভালো ছিলো।

ও বললো– আমি ভেবেছিলাম তুমি ওর বন্ধু, তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারবে। অবশ্যই ওর কথা তুলবে, আমাকে বলবে যা যা তুমি দেখেছিলে। কিন্তু তুমি বলোনি।

চোর কান্না শুনে রোজার ডেভিয়েস ওর বান্ধবীর মুখ থেকে মুখ টেনে নিয়ে চো'র দিকে তাকালো।

হ্যারি চাইলো রোজার যেনো ওদের দিকে না তাকায়। বান্ধবীকে নিয়ে যেমন চিপকে বসেছিলো তেমনই থাকুক।

চো মুখে রুমাল চেপে বললো, তোমার যখন হারমিওনের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার প্ল্যান ছিলো তো আমাকে কেন তোমার সঙ্গে আসতে বলেছিলে! হারমিওন ছাড়া আরও কত মেয়েকে কথা দিয়েছ?

– না না তা নয়, হ্যারি বললো। ও বুঝতে পারলো চো কেন কাঁদছে। সেডরিকের নাম উত্থাপনের পর ও হেসে হেসে চো্কে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলো। বুঝতে পারেনি চো হাসির জন্য আঘাত পাবে।

হ্যারি দেখলো টিশপের সকলেই ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অস্বস্তি তো লাগবারই কথা। চো ব্যাগটা টেবিল থেকে হঠাৎ তুলে নিয়ে বললো, চলি হ্যারি, পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

হ্যারি কিছু বলার আগেই চো শপ করে ওকে ছেড়ে চলে গেছে।

চো একটু আগে রোজারকে দেখিয়ে বলেছে, ও আমাকে ওর সঙ্গে আসতে বলেছিলো, আমি আসিনি।

হ্যারি পকেট থেকে গ্যালিয়ন বার করে টেবিলে রেখে একটা ফিকে লাল রঙের কনফেট্টির চুল নেড়ে দিয়ে শপ থেকে বেরিয়ে গেলো।

বাইরে তখন ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, তারই সঙ্গে বরফের মতো ঠাণ্ডা হাওয়া। সেই বৃষ্টির মধ্যে এধার- ওধার ঘুরে কোথাও চো'কে দেখতে পেলো না।

মেয়েরা! ও দাঁত কট কট করে বললো– দু'পকেটে ঠাণ্ডা হাতদুঠো পুরে পা দিয়ে রাস্তায় বৃষ্টির জমা জল ছিটোতে ছিটোতে, হাঁটতে লাগলো। সেডরিক সম্বন্ধে চো কী কথা বলতে চায়? সব সময় একই প্রসঙ্গ টেনে এনে ঘ্যান ঘ্যান করে কেন?

ও সেই রকমভাবে হাঁটতে হাঁটতে থ্রি ব্রুমস্টিকের সামনে দাঁড়ালো। ও জানে ব্রুমস্টিকে ও যথাসময়ে আসার অনেক আগেই এসে পড়েছে। হারমিওনের এখনও আসার সময় হয়নি।

হ্যারি জানে, পাবে ঢুকলে অনেক চেনাজানা লোকদের সঙ্গে দেখা হবে, হারমিওন আসা পর্যন্ত সময়টুকু তাদের সঙ্গে কথা বলে কাটাতে পারবে।

হ্যারি মাথা ঝাঁকুনি দিলো মুখের ওপোর থেকে বৃষ্টি ভেজা চুলগুলো সরাবার জন্য। এধার ওধার তাকাতে লাগলো। তাকাতে তাকাতে দেখলো পাবের এক কোণে বিষন্ন মুখে হ্যাগ্রিড বসে রয়েছেন।

অনেক টেবিল চেয়ারের ফাঁকা জায়গা দিয়ে হ্যাগ্রিডের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হাই হ্যাগ্রিড!

হ্যাগ্রিড তন্ময় হয়ে কিছু ভাবছিলেন। হ্যারির কথা কানে যেতেই লাফ দিয়ে উঠলেন। হ্যারি দেখলো হ্যাগ্রিডের মুখে আরও দুটি নতুন কাটা দাগ, আঁচড়ের দাগ।

– ও হো হ্যারি তুমি? ঠিক আছে তোমার শরীর?

– হ্যাঁ ভালই আছি, হ্যাগ্রিড বললেন– আমরা দু'জনে তো এক নৌকোতে পা দিয়ে চলেছি, তাই না হ্যারি?

হ্যারি মাথা চুলকালো।

– তোমার বাবা নেই, আমারও। আমরা দু'জনেই খুব ভালো বংশের। আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন, তাহলে তোমার জীবন অন্যরকম হতো।

– হ্যাঁ হয়তো! হ্যারি সাবধানতার সঙ্গে বললো। কথাটা বলার পর হ্যারি লক্ষ্য করলো হ্যাগ্রিডের মন মেজাজ একটুও ভালো নেই।

– হ্যাগ্রিড বললেন, যাই বলো না কেন মানুষের জীবনে ভালো বংশ থেকে আসা সবচেয়ে বড় কথা।

হ্যারি হ্যাগ্রিডের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো– আবার দেখছি আপনি আঘাত পেয়েছেন, আগেরগুলো দেখি এখনও ভাল করে সারেনি।

হ্যাগ্রিড বললেন, ও কিছু নয়, স্বাভাবিক। হ্যাগ্রিড ফ্ল্যাক্সটা তুলে নিয়ে বললেন, চলি হ্যারি, পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

হ্যারি একটু দঃখিত হলো। কে জানে হ্যাগ্রিডের কি হয়েছে। হ্যাগ্রিড এতো অসুখী কেন বুঝতে পারলো না হ্যারি।

– হ্যারি! আরে হ্যারি এদিকে এসো!

ডাক শুনে ও দেখলো হারমিওন ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ও হারমিওনের টেরিলের সামনে দাঁড়ালো। হারমিওন ওর পাশের শূন্য চেয়ারটায় হাত ঠেকিয়ে বললো, আগেই এসে গেছি, আমি ভাবছিলাম তুমি নিশ্চয়ই চো'র সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে মশগুল হয়ে আছো। আমি আশা করছিলাম আরও ঘণ্টাখানেক পরে হয়তো আসবে।

হ্যারি দেখলো হারমিওন একা নয়। ভাবতে পারছে না একই টেবিলে লুনা, লাভগুড আর রিটা স্কীটার, ডেইলি প্রফেটের ভূতপূর্ব সাংবাদিক বসে রয়েছে! রিটা, যাকে হারমিওন সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে।

– চো? রিটা সঙ্গে সঙ্গে বলে চেয়ারটা ঘুরিয়ে হ্যারির দিকে তাকালো। একটি মেয়ে?

রিটা ওর কুমিরের চামড়া ব্যাগটা আঁকড়ে ধরলো।

হারমিওন, রিটা স্কীটারের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো, হ্যারির যদি

একশটা মেয়ে বন্ধু থাকে তাতে আপনার কী? আশাকরি আপনার কথা শেষ হয়েছে, এবারে আপনি যেতে পারেন।

রিটা একটা সবুজ রঙের কুইল ব্যাগ থেকে বার করে হারমিওনের দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো এই মাত্র কুইনিন টেবলেট খেয়েছে।

হ্যারি চেয়ারে বসে রিটা, লুনা ও সবশেষে হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে রিটাকে বললো, আপনি এখানে?

– পারফেক্ট প্রশ্ন করেছ। আমি তোমার সাথে কথা বলতে এসেছি। কথাটা বলে রিটা ওর গেলাসে খুব বড় দেখে একটা চুমুক দিলো। তারপর হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কী বলো, আমি কি হ্যারির সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারি?

হারমিওন নিরস কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, পারেন, অবশ্যই ইচ্ছে করলে পারেন।

চুপ করে বসে থাকা রিটার সহ্য হয় না। ও বোধহয় আসার সময় মাথার চুল পরিপাটি করে বেঁধে এসেছিলো। এখন সেগুলো অবিন্যস্ত, কিছু চুল মুখের ওপোর ঝুলে পড়েছে। শ্যান পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা লাল রঙ-এ ছাপিত নখগুলো (প্রায় ইঞ্চি দুই থেকে রঙ উঠে গেছ)। চশমার হাতল থেকে নকল জুয়েলও দু'একটা নেই। গেলাসে আরও একবার চুমুক দিয়ে মৃদু হেসে বললো, খুব সুন্দর মেয়ে, তাই না হ্যারি?

কথাটা শুনে হারমিওন ক্ষেপে গিয়ে বললো, হ্যারির ব্যক্তিগত কথা নিয়ে কিছু বলবেন না বলে দিলাম, এই শেষ কথা। আপনি এখনও আপনার 'ডিলের' কথা বলেননি।

– ডিল! সে আবার কী? রিটা তার, মুখটা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছলো। ডিল সম্বন্ধে এখনও তো তুমি কিছু বলোনি, তুমি তো শুধু এখানে আমাকে আসতে বলেছিলে।

রিটা স্কীটার খুব বড় দেখে একটা শ্বাস ফেললো।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে আর হ্যারিকে নিয়ে আজব গল্প বানাতে। আমাদের পেছনে লেগেছেন কেন বলুন তো? এমন একজন কাউকে জোগাড় করুন যে আপনাকে দেখে গদগদ হবে।

রিটা বাঁকাচোখে হ্যারিকে দেখে বললো– কারও সাহায্য নিতে হবে না। এ বছরে তো হ্যারি সম্বন্ধে অনেক ভয়ার্ত সব ঘটনা-টটনা শুনেছি। তা তোমার সেইসব ভয়াবহ ঘটনা সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি? বিশ্বাসঘাতকতা? উন্মাদের প্রলাপ? ভুল বোঝাবুঝি?

হারমিওন বললো, অতি স্বাভাবিক, আপনার কথা শুনে রাগ করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ ও ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে যা ঘটেছে তাই বলেছে। মন্ত্রী মশাই

বোকা না হলে বিশ্বাস করবেন কেন।

– তাহলে তুমি তোমার কথাতে এঁটে বসে আছো হ্যারি? তুমি বলতে চাও হি-হু যার নাম আমরা বলি না তিনি ফিরে এসেছেন? রিটা চোখের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে হ্যারির মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললো। (কথা বলার সময় ওর একটা হাত কুমিরের চামড়ার ব্যাগটা চেপে রইলো। তুমি তাহলে বলতে চাইছো, ডাম্বলডোর যে সমস্ত আজেবাজে কথাবার্তা বলছেন, মানে ইউ-নো-হু ফিরে আসছেন, তা মিথ্যে নয় সত্য? তুমি তার একমাত্র প্রধান সাক্ষী?

– আমি তার একমাত্র সাক্ষী হতে যাবো কেন? কমপক্ষে বারজন ডেথ ইটারসদের দেখেছেন। আপনি তাদের নাম জানতে ইচ্ছুক, হ্যারি গম্ভীরভাবে বললো।

– শুনলে অবশ্যই সুখী হবো, রিটা ব্যাগ ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললো। এমনভাবে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো যেনো এই প্রথম পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর একটি জিনিস ওর সামনে রয়েছে।

রিটা বললো, বিরাট শিরোনাম বড় বড় অক্ষরে থাকবে 'পটার দোষারোপ করছে, তারই তলায় সাব হেডিং, 'হ্যারি পটার বলছে, ডেথইটাররা এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের নাম ও জানে'। তারপরই তলায় একটি বেশ বড় সুন্দর ফটোগ্রাফ থাকবে তোমার। 'ইউ-নো-হুর আক্রমণের পর নাবালক হ্যারি পটার ১৫, গতকাল বেশ কিছু বিখ্যাত ও সম্মানিত জাদুকর সম্প্রদায়ের সদস্যদের দোষারোপ করেছে যে তারা ডেথইটারস।

কথাগুলো বলার পর রিটা, হারমিওনের দিকে তাকিয়ে হাতের কুইলটা দাঁতে কামড়ে বললো, মিস পারফেক্ট নিশ্চয়ই মনে করছে না– এই স্টোরিটা ছাপা হোক।

হারমিওন বললো, সত্যি কথা বলতে মিস পারফেক্ট চায়, খবরটা ছাপা হোক।

রিটা, হারমিয়নের মুখের দিকে তাকালো। অন্যদিক থেকে গান ভেসে এলো, 'উইসলি আমাদের রাজা'। রিটা ওর গেলাসের 'ককটেল অনিয়ন' একটা স্টিক দিয়ে নাচাতে লাগলো।

রিটা, হারমিওনকে কর্কশ স্বরে বললো, তাহলে তুমি চাইছো হি-হু, যার নাম করা যাবে না, রিপোর্ট লিখবো যে সে ফিরে এসেছে?

হারমিওন বেশ জোর দিয়ে বললো– অবশ্যই। যেমনটি হ্যারি বলবে তেমনই। ও ডেথ ইটারদের নামধাম সব খবর, আপনাকে যথাযথ জানাবে, আহা, ঘাবড়াবেন না। এই নিন ন্যাপকিন ভাল করে ধরুন।

ভোল্ডেমর্টের নাম শুনে রিটা ভয়ে লাফিয়ে আঁতকে উঠতেই হাত থেকে গেলাসের অর্ধেকটা ছলকে মেঝেতে পড়ে গেলো।

রিটা ন্যাপকিন দিয়ে ওর গ্রাবিবর্ষাতির সামনেটা চেপে ধরে খুব নীরস কণ্ঠে

বললো, দ্যা প্রফেট ওটা ছাপবে না। কেউ ওর কথা বিশ্বাস করে না সকলেই মনে করে, ডাম্বলডোর ভ্রান্ত ধারণায় ভুগছেন। তুমি কী সেই কথা মাথায় রেখে আমাকে লিখতে বলো?

হারমিওন অসম্ভব রেগে গিয়ে বললো, তাহলে লিখুন হ্যারি পটার ওর খেলার মার্বল কেমন করে হারিয়েছে। ধন্যবাদ! আমি চাই যা ঘটেছে, দেখেছে ও তাই বলুক।

– বাজারে সেসব চলবে না, ফাজ পছন্দ করবেন না। রিটা বললো।

– তাহলে কী বলতে চান ফাজ যা যা পছন্দ করবেন তাই ছাপা হবে? হারমিওন বিরক্ত হয়ে বললো।

রিটা হারমিওনের মুখের দিকে অনেকটা সময় কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ব্যবসায়িক সুরে বললো– ঠিক আছে, ফাজের প্রফেটের ওপোর কর্তৃত্ব আছে, ওরা কখনও হ্যারির সম্বন্ধে ভাল করে লিখবে না। কারণ সেইসব পড়ার মেজাজ নেই পাঠকদের, জনসাধারণ পছন্দ করে না। গতবারের আজকাবান সম্বন্ধে যেসব খবর বড় বড় করে বেরিয়েছিলো সেগুলো পাঠকদের যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়েছিলো। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না ইউ-নো-হু ফিরে এসেছে।

– তাহলে ডেইলি প্রফেট আসল খবর ছাপার বদলে লোকেরা যা চায় তাই ছাপে? হারমিওন ব্যঙ্গ করে বললো।

রিটা কথাটা শোনার পর সোজা হয়ে বসে গেলাসের ফায়ার অফ হুইস্কি ফেলে দিলো।

– মুর্খ তুমি, বলতে চাও ডেইলি প্রফেট পাঠকদের মনতুষ্ট করে চলে?

লুনা বললো– আমার বাবা বলেন, ওই কাগজ অতি বাজে, পড়ার অযোগ্য। ওদের কথার মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠলো। তারপর ওর বড় বড় চোখে রিটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো, আমার বাবা প্রয়োজনীয় ঘটনা, গল্প ছাপেন, মনে করেন সেগুলো জনসাধারণের প্রয়োজনীয়। অর্থের প্রতি তার কোন মোহো নেই।

রিটা লুনার দিকে অবজ্ঞাভরে তাকালো।

– তোমার বাবা সম্ভবত গ্রামের মানুষদের জন্য বোকা বোকা সব জিনিস ছাপেন। মনে হয় মাগলদের সঙ্গে মেলামেশার পঁচিশ রকম পদ্ধতি 'পরের সংখ্যায় থাকবে' ওইরকমই একটা কিছু।

ককটেল অনিয়ন গিল্লিওয়াটারে মিশিয়ে লুনা বললো– না, আমার বাবা 'দ্য কুইবলার' কাগজের এডিটর।

রিটা এমনভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে হেসে উঠলো যে আশেপাশের লোকেরা চমকে উঠলো।

– কি বললে, জনসাধারণের জানানোর ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য লেখা ছাপা হয়? হাসির ব্যাপার! কাগজগুলো পেলে আমি আমার বাগানে সার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

– বাঃ উঁচু গলায় কথা বলার দারুণ সুযোগ পেয়ে গেছেন, তাই না?

লুনা আমাকে বলেছে, ওর বাবা 'হ্যারির সঙ্গে সাক্ষাৎকার' ছাপলে খুবই খুশি হবেন।

রিটা ওদের দু'জনের দিকে সোজা তাকিয়ে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো।

– কী বললে, 'দ্যা কুইবলার'? তুমি মনে করছো, সেই সাক্ষাৎকার কুইবালারে ছেপে বেরোলে খুব একটা প্রয়োজনীয় খবর বলে মনে করবে জনসাধারণ?

– সকলেই না, কিছু সংখ্যক হয়তো মনে করবে, হারমিওন বললো– কিন্তু 'ডেইলি প্রফেটের' আজকাবানের জেল ভেঙে পলায়নের খবরের মধ্যে কিছু ফাঁক আছে। আমার মনে হয় বেশ কিছু লোক মনে করবে, যা ঘটেছে তার থেকে উন্নত ধরনের বলার অনেক স্কোপ ছিল। গ্রাম্য পত্রিকা যদি সঠিকভাবে প্রতিবেদন জনসাধারণের কাছে পেশ করতে না পারে, কথাটা বলে আড় চোখে লুনার দিকে তাকালো, মানে বলতে চাই ওইরকম এক...।

– ঠিক আছে তোমার বাবার কাগজের হয়ে আমি ইন্টারভিউ নেবো, তা তোমার বাবা আমাকে কেমন সম্মান বা দক্ষিণা মানে লেখার পারিশ্রমিক দেবেন?

– আমার মনে হয় বাবার কাগজের লেখার জন্য লেখকদের বাবা কোনও পেমেন্ট করেন না, লুনা খুব সাধারণভাবে বললো। লেখা পাঠায়, ছাপা হলে সম্মান দেওয়া হয়েছে মনে করে। অবশ্য ছাপার অক্ষরে নাম দেখলে কে না খুশি হয়!

কথাটা শুনে রিটা স্কীটার আবার তেঁতো খাওয়ার মত মুখ বিকৃত করলো।

– তুমি কী মনে করো আমি বিনা পারিশ্রমিকে লেখা- লেখি করি?

হারমিওন বললো– না না তা কেন হবে। আমি ইচ্ছে করলে প্রেস কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারি, আপনি একটি ভুইফোঁড় সাংবাদিক। অবশ্য দ্য প্রফেট হয়তো আপনাকে আজকাবানে বন্দি হয়ে থাকার খরচা পত্র দেবে।

রিটার মুখচোখ দেখে মনে হয় ও হারমিওনের ওপোর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর সবকিছু ভেঙে চুরে, ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ওর নাকের ওপোর ছুঁড়ে মারবে।

রিটা বললো, এখন দেখছি আমার আর কোনও ভিন্ন পথ নেই। আছে কি? ওর গলার স্বর সামান্য কাঁপা কাঁপা। ও আবার ওর কুমিরের চামড়ার ব্যাগের মুখটা খুলে, একটা 'কুইক কোটস কুইল' কলম নিয়ে পার্চমেন্টের ওপর রাখলো।

হারমিওন ওর গ্লাসের তলা থেকে একটা চেরিফল তুলতে তুলতে বললো– এবারে তাহলে কেটে পড়ুন রিটা।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

সিন অ্যান্ড আনফোরসিন

লুনা ভাসা ভাসা ভাবে বললো, ও ঠিক জানে না কবে ওর বাবা হ্যারি সম্পর্কিত রিটার ইন্টারভিউ 'দ্য কুইবলারে' ছাপবেন। তবে হ্যারির 'বাঁকা শিং-এর স্নরক্যাকস' দেখা প্রসঙ্গে বেশ বড় দেখে একটা প্রতিবেদন লিখবেন। এবং খুবই মূল্যবান একটি স্টোরি হবে। তাই হ্যারিকে পরের সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, লুনা বললো।

ভোল্ডেমর্টের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে হ্যারির কিছু বলা খুব সুবিধাজনক মনে হয় না। খুবই একটা জটিল অভিজ্ঞতা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ও অবশ্য রিটাকে সেই রাতের ঘটনা যতটুকু সম্ভব বলেছে। বলেছে, এই কারণে যাতে লোকেরা ভোল্ডেমর্টের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে জানতে পারে। ও অবশ্য জানে না পাঠকরা বা লোকেরা কেমনভাবে ওর বক্তব্য গ্রহণ করবে। কিছু লোক হয়তো ভাববে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ও পাগল। শিগগিরই ক্রাম্পলড হর্ন স্নরক্যাকস নিয়ে ওর অভিজ্ঞতা, লুনার বাবার কাগজে প্রকাশিত হবে। কিন্তু বেল্লাট্রিকস লেস্টরেঞ্জ আর তার সাথী ডেথ ইটাররা কিছু একটা করার ব্যাপারে ওকে অহরহ খুঁচিয়ে চলেছে। তবে সেটা কার্যকরী হবে কিনা জানে না।

সোমবারে ডিনার খাবার সময় ডিন বললো, লোকেদের কাছে খোলাখুলিভাবে সব জানানোর আগে আমব্রিজের কথা ভেবেছো কি? সীমাস ওর পাশে মুখ গুঁজে একগাদা চিকেন আর হ্যামপাই খেলেও, হ্যারি খুব ভাল করেই জানে ও ওদের সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

নেভিল বললো– হ্যারির ওটা করা উচিত। ওর চেহারা আর আগের মতো নেই, শীর্ণ, জবুথবু, কথা আটকে যাচ্ছে। একটু থেমে বললো, শক্ত হলেও বলতে হবে ঠিক বলেছি।

হ্যারি বললো– হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছো, তবে লোকেদের ভোল্ডেমর্টের শক্তি সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল হতে হবে।

– ঠিক বলেছো, যথার্থ বলছো, ডেথইটারদের সম্বন্ধে লোকেদের জানা প্রয়োজন আছে, নেভিল বললো।

মনে হয় নেভিল যা বলতে চায় তা পুরোপুরি বললো না। ও আবার ওর বেকড আলু মন দিয়ে খেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর নেভিল, ডিমস আর ডিন কিডিচ প্র্যাকটিস করতে চলে গেলো।

একটু পরে চো-চ্যাং ওর বন্ধু মেরিয়েটার সঙ্গে হলে ঢুকলো। ওকে দেখে হ্যারির পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। চো কিন্তু গ্রিফিন্ডর টেবিলের দিকে না তাকিয়ে, হ্যারির দিকে পিছন ফিরে বসলো।

হারমিওন র‍্যাভেনক্ল টেবিলের দিকে উজ্জ্বল দু'চোখে তাকিয়ে বললো, আরে ভুলেই গেছি... তা তোমার চো'র সঙ্গে ডেটের কি হলো, তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কেন?

– ও... হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যারি বললো। তারপর এক প্লেট ভর্তি রুবার্ব ক্রাম্বল টেনে এনে বললো– বলতে পারো কিছুই না।

হ্যারি তারপর হারমিওনকে ম্যাডাম পুডিফুটের চায়ের স্টলে যা যা ঘটেছিল সব বললো।

হারমিওন বললো, কিছু মনে করো না হ্যারি, মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি কিছুই জানো না। হারমিওন কথাটা বলে চো'র দিকে তাকালো।

– মোটেই না, আমি ট্যাকটলেস নই, হ্যারি বললো।

ওরা রনকে ওর সর্বাঙ্গে কাদা মাখামাখি হয়ে গ্রেট হলে ঢুকতে দেখলো। মনে হলো মেজাজও ঠিক নেই।

হারমিওন সোজাসুজি হ্যারিকে বললো– আরে তুমি চো'কে দারুণ ক্ষেপিয়ে দিয়েছো, যখন বললে তুমি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে। তাছাড়াও দেখতে চাইছিলো কতোটা তুমি ওকে চাও। ওর স্বভাবই ওই রকম।

– বাঃ সুন্দর! হ্যারি হেসে বললো। রন তখন টেবিলে সাজানো খাবারের প্লেট ওর কাছে টেনে এনে খেতে শুরু করেছে। ও তো সোজাসুজি আমার মনের কথা জিজ্ঞেস করতে পারতো।

হারমিওন বললো, মেয়েরা ওই রকম প্রশ্ন করে না।

হ্যারি জোর দিয়ে বললো, করা উচিত, করলে আমি বলতে পারতাম, 'হ্যাঁ আমি তোমাকে পছন্দ করি। তাহলে নতুন করে সেড্রিকের প্রশ্ন তুলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কাঁদতো না। ওর মৃত্যুর প্রসঙ্গও আনতো না।

– আমি কখনোই বলছি না ও বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে, হারমিওন

বললো।

জিনি ঠিক রনের মতো সারা অঙ্গে কাদা মাখামাখি করে হলে ঢুকলো। ওরও মুখে মেজাজ বিগড়োনোর ছাপ। আমি তোমাকে সেই সময় ওর মনের অবস্থার কথা বলছিলাম।

রন সেদ্ধ আলু ছুরি দিয়ে কাটতে কাটতে মুখ না তুলে হারমিওনকে বললো, তোমার কিন্তু বই লেখা উচিত। এমনভাবে লিখবে, যাতে পাগল মেয়েদের ভাবসাব ছেলেরা বুঝতে পারে।

চো তখন র‍্যাভেনক্লর টেবিল থেকে খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। হ্যারি সেদিকে তাকিয়ে বললো, ঠিক বলেছো।

চো হ্যারির দিকে একবারও না তাকিয়ে গটগট করে হল ছেড়ে চলে গেলো। হ্যারির অবশ্যই মন খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা। তাই ম্লান মুখে রন আর জিনিকে জিজ্ঞেস করলো, তারপর কিডিচ প্রাকটিস কেমন হলো তোমাদের?

– দারুণ বিভীষিকা মাখা স্বপ্নের মতো, রন বললো বদমেজাজী স্বরে।

হারমিওন, জিনির মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো, আরে খেতে দাও খেতে দাও, রন যা বলছে মোটেই তা নয়।

জিনি বললো, রন একটুও মিথ্যে বলছে না। সত্যি বলছি দারুণ আতঙ্কের। অ্যাঞ্জেলিনা আমাদের সকলকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে।

রন আর জিনি ডিনার শেষ করে স্নান করতে চলে গেলো। হ্যারি আর হারমিওন গ্রিফিন্ডর কমনরুমে গেলো। শুরু করে দিলো ওদের রুটিন হোমওয়ার্ক। হ্যারি যখন নতুন স্টার চার্ট অ্যাস্ট্রোনমির জন্য হিমশিম খাচ্ছে তখন ফ্রেড আর জর্জ এলো।

ফ্রেড বললো, রন, জিনিকে দেখেছিলে? তারপর এধার ওধার তাকিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসলো। হ্যারি ওর দিকে তাকালে ফ্রেড বললো, ওয়েল, ওদের প্র্যাকটিস খেলা দেখছিলাম। ওইভাবে খেললে ওরা কচুকাটা হবে, আমাদের ছাড়া ওদের চলবে না।

ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে জর্জ বললো– জিনিকে যতোটা খারাপ খেলোয়াড় বলছো ঠিক ততোটা নয়। আমিতো দেখছি মোটামুটি ভালই খেলেছে।

হারমিওন পেছন থেকে আনসিয়েন্ট রুনেসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললো, ওর যখন ছ' বছর বয়স তখন থেকেই দেখছি ও তোমাদের ম্যাজিক ঝাড়ু নিয়ে খেলা করছে। তোমাদের চোখে পড়েনি।

– রন একটাও গোল বাঁচাতে পেরেছে? হারমিওন ম্যাজিক্যাল হিয়ারোগ্লাইফিস অ্যান্ড লোগোগ্র্যামস্ থেকে মুখ তুলে বললো।

ফ্রেড ওর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, হ্যাঁ, পারে, অবশ্য যদি কেউ

ওকে লক্ষ্য না করে, শনিবার দেখা যাক ওরা কি করে। দর্শকদের বলতে হবে ওর হাতে যখন কোয়াফিল যায় তখন তোমরা সবাই চোখ বুঁজে অথবা স্টেডিয়ামের দিকে পেছন করে গল্প করবে।

ফ্রেড আবার উঠে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বিষণ্ন মুখে খেলার মাঠ দেখতে লাগলো।

– তুমি তো জানো না হারমিওন, কিডিচ খেলার জন্যই আমি এখনও এখানে আছি।

হারমিওন ওর দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালো।

– মনে রেখো সামনেই তোমার পরীক্ষা।

ফ্রেড বললো, কতোবার তোমাকে বলেছি আমরা তোমার নিউট-এর জন্য একটুও ভাবিত নই।

হারমিওন বললো, আমি বলতে পারছি না শনিবার তোমাদের খেলা আদতেই দেখতে যাবো কি না। তবে জ্যাকেরিয়া স্মিথের দল যদি জেতে তাহলে আমার আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

ফ্রেন্ড বললো, তাহলে আগেই ওকে মেরে ফেলো।

হারামিওন অন্যমনস্ক হয়ে রুনেসের অনুবাদ পড়ার জন্য মাথা নুইয়ে বললো, এই খেলাটা নিয়ে দুটো হাউজের মধ্যে যদি ঝগড়া আর মন কষাকষি হয়।

হারমিওন স্পেলম্যানস সিল্লাবেরি দেখতে দেখতে সামান্য মুখটা তুলে দেখলো ফ্রেড, জর্জ, হ্যারি ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে।

হারমিওন বললো, হ্যাঁ ওটাতো একটা খেলা, ঝগড়া কেন?

ফ্রেড মাথা নাড়িয়ে বললো, হারমিওন সন্দেহ নেই তোমার মন খুব সাদা। কোনও রেষারেষি, ঝগড়াঝাঁটি করো না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি কিডিচ খেলার কিছু বোঝো না।

– হতে পারে; কিন্তু রন গোল দিলো বা গোল আটকালো তা নিয়ে আমার মনকে অশান্ত করতে চাই না।

হ্যারির মনের যন্ত্রণা কাকে বলবে? আমব্রিজ ওকে কিডিচ খেলা থেকে নিলম্বিত করেছেন। তাই জিনিকে বললো, তুমি তো জানো আমব্রিজ আমাকে আজীবন কিডিচ খেলা থেকে বাদ দিয়েছেন।

– জিনি ওকে সান্ত্বনা দিলো, বাদ আর খেলতে পারবে না যতোদিন স্কুলে আমব্রিজ থাকবেন; দুটোর মধ্যে তফাৎ আছে। যাকগে আবার তুমি মাঠে নামলে আমি চেজার হবার চেষ্টা করবো। অ্যাঞ্জেলিনা আর অ্যালিসাতো আসছে বছর স্কুল থেকে চলে যাবে। সিকিংয়ের চাইতে গোলকিপিং আমি পছন্দ করি।

হ্যারি রনের দিকে তাকালো। রন তখন হাতে বাটাররিয়রের বোতল নিয়ে

নিজের দু' হাঁটুর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

– অ্যাঞ্জেলিনা মনে হয় ওকে ছাড়বে না, হ্যারির দিকে তাকিয়ে যেনো ওকে বোঝবার দৃষ্টিতে, জিনি বললো, রনের যথেষ্ট প্রতিভা আছে।

হ্যারি শুতে এসে দেখলো রন নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। ও নিজের বিছানায় শুয়ে আগামী শনিবারের কিডিচ ম্যাচের কথা ভাবতে লাগলো। গ্রিফিন্ডারের দলে না খেলে বাইরে থেকে খেলা দেখতে হবে! যতোবার কথাটা ভাবে ততোই ওর মন খারাপ হয়ে যায়, হতাশ হয়ে যায়। তবু মনে আনন্দ জিনি ভালো খেলছে।

হ্যারির চোখে ঘুম নেই। ওর মনে হয় ও কিডিচ খেলা দেখতে গেছে।

হ্যারি আর হারমিওন যেখানে বসেছে তার তিনধাপ নিচে বসেছেন আমব্রিজ। দু'একবার ব্যাঙের মতো মুখ দিয়ে, পিছন ফিরে ওদের বসে থাকতে দেখেছেন। মুখটা এমন যে না হাসলেও মনে হয় যেনো হাসছেন। কিছুতেই মন থেকে সেই দৃশ্য হটাতে পারছে না।

স্নেইপ ওকে বলেছেন, শোবার সময় কিছু ভাববে না, মন সম্পূর্ণ ফাঁকা করে রাখবে, সব রকম ভাবাবেগ দূরে সরিয়ে রাখবে। প্রতিটি অকলামেন্সির লেসন শেষ হবার পর স্নেইপ কথাগুলো বলেন।

কিন্তু স্নেইপের উপদেশ হাজার চেষ্টা করেও মেনে চলতে পারে না হ্যারি। আমব্রিজের মুখটা মনে পড়লেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

কানে আসছে রনের প্রচণ্ড নাসিকা গর্জন। তারপর গর্জন থেমে যায়, খুব সম্ভব এখন গভীর ঘুমে অচেতন রন। হ্যারির কিছুতেই ঘুম আসছে না। শরীর বড় ক্লান্ত মস্তিষ্ক থেকে সব ভাবনা চিন্তা হটাতে বেশ সময় লাগছে। তারপর ঘুমিয়ে পড়লো।

ও স্বপ্ন দেখলো: নেভিল আর প্রফেসর ম্যাকগোনাগল রুম অফ রিকোয়ারমেন্টস-এ বেশ আনন্দের সঙ্গে ওদের নাচ দেখছে। তারপর ঠিক করলো ওর ডিএ ক্লাবের সব সদস্যদের ডেকে আনে। ঘরটা ছেড়ে যেতেই ও দেখলো– বার্নাবাসের কারুকার্য খচিত বেশভূষার বদলে পাথরের দেয়ালে টাঙানো একটা জ্বলন্ত মশাল। ও মুখটা ঘুরিয়ে নিলো বাঁ ধারে। দেখতে পেলো ও দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধকার একটা জানালাবিহীন করিডোরে, দূরে রয়েছে একটা বন্ধ কালো দরজা।

ও মনের মধ্যে উদবেলিত উত্তেজনা নিয়ে সেই দরজার দিকে এগোতে লাগলো। ঠিক করলো আজ সে দরজাটা খুলবেই খুলবে। ও দরজার কাছে গিয়ে দেখলো ওর ডানধারে উজ্জ্বল হালকা সবুজ রঙের রশ্মি, দরজাটা সামান্য খোলা। ও দরজাটা সম্পূর্ণ খোলার জন্য ডান হাত বাড়ালো... তারপর

ঘুম ভেঙে গেলো রনের প্রচণ্ড নাক ডাকার শব্দে। আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ও তখনও স্বপ্ন দেখছে– অন্ধকারে তার ডান হাতটা বাড়িয়েছে দরজাটা খোলার জন্য।

দরজাটা তখন হাজার হাজার মাইল দূরে সরে গেলো। বিষাদ আর হতাশার মিশ্রণে হাতটা নামিয়ে নিলো। একটা অপরাধবোধ মনকে আচ্ছন্ন করে রইলো। ও জানে সেই দরজাটা দেখা ঠিক হবে না। তবু দেখার ইচ্ছে, দারুন কৌতূহল। রন সবকিছু ভেস্তে দিতে ওর উপর রেগে গেলো। আর দু'এক মিনিট পর রন প্রবল গর্জন করে নাক ডাকলে ক্ষতি কি ছিলো?

* * *

সোমবার সকালে ওরা একই সময়ে ব্রেকফাস্ট খেতে গ্রেট হলে ঢুকলো। ডাকবাহী প্যাঁচার আসার সময় হয়ে গেছে। ডেইলি প্রফেটে'র জন্য শুধু হারমিওন নয়, হলের আরও অনেকে উদগ্রিব হয়ে বসেছিলো, ডেথইটারদের খবরের জন্য। কেন অনেক প্রচেষ্টার পর তারা ধরা পড়ছে না। হারমিওন কাগজ নিয়ে পড়তে বসে গেলো।

হ্যারি মনের আনন্দে কমলালেবুর রস খেতে লাগলো। এই বছরে ও একটি মাত্র নোট পেয়েছে। প্যাঁচাটা ওর সামনে বসতে হ্যারির মনে হলো প্যাঁচাটা ভুল করেছে।

হ্যারি প্যাঁচার দিকে তাকিয়ে বললো– আরে তুমি কাকে চাও? কিন্তু দেখলো ওর ঠোঁটে রয়েছে একটা খাম, ওর নাম-ঠিকানা লেখা

হ্যারি পটার
গ্রেটহল
হোগার্টস স্কুল

ও প্যাঁচার কাছ থেকে চিঠিটা নিতে গিয়েও পারলো না। সেই সময়ে আর তিন-চারটে প্যাঁচা উড়তে উড়তে ওর পাশে বসার জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলো। সকলেই তাদের বয়ে আনা চিঠি হ্যারিকে দিতে ব্যস্ত। কে আগে দেবে তারই প্রতিযোগিতা!

রন আশ্চর্য হয়ে বললো– কী ব্যাপার বলতো?

গ্রিফিন্ডর টেবিলের সকলেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে প্যাঁচাদের চিঠি দেবার তাড়া দেখে।

আরও সাত সাতটা প্যাঁচার আবির্ভাব!

হারমিওন হাতের কাগজটা সরিয়ে রেখে একটা প্যাঁচার পা থেকে পাকানো একটা প্যাকেট খুলে নিতে নিতে বললো, আমি জানি এটা কী। এটাই তুমি প্রথমে খোলো হ্যারি!

হ্যারি, ব্রাউন রংয়ের প্যাকেটটা খুলতেই দ্য কুইবলার মার্চ সংখ্যা গড়িয়ে পড়লো। কুইবলারের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় লাল অক্ষরে ছাপা

হ্যারি পটার শেষ পর্যন্ত মুখ খুললো হি-হু, যার নাম মুখে বলা যাবে না তার সম্বন্ধে সত্য কথা– সেই রাতে আমি তাকে ফিরে আসতে দেখেছি

লুনা প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রিফিন্ডর টেবিলে এসে ফ্রেড আর রনের মাঝখানে বসে বললো– খুব ভাল, তাই না? গতকাল লেখাটা বেরিয়েছে। বাবাকে বলেছিলাম তোমাকে একটা কমপ্লিমেন্টারি কপি পাঠাতে, ঠিক পাঠিয়েছেন। কথাটা বলে অন্যসব প্যাঁচাদের হুট্ হুট্ শব্দ করে তাড়াতে লাগলো। দেখতে পেলো হ্যারির টেবিলের ওপোর অনেক পাঠকদের চিঠি পড়ে রয়েছে।

হারমিওন বললো, এগুলো আমি আশা করেছিলাম। চিঠিগুলো যদি খুলি, তুমি কিছু মনে করবে?

হ্যারি সামান্য হতবুদ্ধি হয়ে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ খুলে পড়ো।

হারমিওন আর রন পটাপট একটার পর একটা খামের মুখগুলো ছিঁড়তে শুরু করেদিলো।

– এটা দেখছি একজনের। ও বলছে, তুমি পাগল ক্ষেপা। আহ এটা...! এক মহিলা লিখছেন, তোমার সেন্ট মাংগোসে ভর্তি হয়ে শকট্রিটমেন্ট করা দরকার, হারমিওন চিঠিটা হাতে নিয়ে বললো। মুখচোখে ওর হতাশার ছাপ।

– ও এটা সুন্দর, যদিও হ্যারি চিঠিটা দেখতে দেখতে বললো।

এক জাদুকরী আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখেছে। লিখেছে তিনি আমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন।

ফ্রেডও চিঠি খুলছিলো। একটা চিঠি খুলে নিল, দ্বিধাগ্রস্ত মন। এই রকম পাগল করা চিঠি দেখা যায় না। তিনি বিশ্বাস করে না ইউ-নো-হু ফিরে এসেছেন, তো তিনি জানেন না এখন কী ভাববেন। ঈশ্বর রক্ষা করুন, পার্চমেন্টের কি অপব্যবহার।

হারমিওন আর একটা চিঠি পড়লো, এই পাঠককে তুমি বোঝাতে সক্ষম হয়েছো হ্যারি। হারমিওন হাতের চিঠিটা উত্তেজনার সঙ্গে পড়তে লাগলো, আমি তোমার বক্তব্য আদ্যপান্ত পড়েছি।

আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য হয়েছি যে ডেইলি প্রফেট তোমার সঙ্গে বৈমাত্রসুলভ ব্যবহার করে চলেছে। আমি বিশ্বাস করি যে হি-হু যার নাম বলা ঠিক হবে না, তিনি ফিরে এসেছেন। আমি অকপটে বলতে চাই তুমি সত্য কথা বলেছো, সত্যি তুমি ধন্যবাদের পাত্র।

রন একটা চিঠি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, লিখছে তুমি ঘেউ ঘেউ করছো।

আর হ্যাঁ এই চিঠিটায় লিখছে, তুমি ওর চিন্তা-ভাবনা বদলে দিতে সক্ষম হয়েছো, তুমি একটি আসল হিরো! আরে একটা ফটোগ্রাফও পাঠিয়েছে দেখছি!

বাচ্চা মেয়ের গলায় কে যেন বললো, এখানে কিসব হচ্ছে?

হ্যারি হাত ভর্তি চিঠি নিয়ে মুখ তুলে দেখলো ওর সামনে প্রফেসর আমব্রিজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পেছনে লুনা আর ফ্রেড। আমব্রিজের ফোলা ফোলা ড্যাব ড্যাবে চোখ, প্যাঁচা আর চিঠির বান্ডিলে। হ্যারি সামনে তাকিয়ে দেখলো অনেক ছেলে-মেয়েরা ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে কৌতুহলের দৃষ্টিতে।

আমব্রিজ ধীরে ধীরে বললেন, ওইসব চিঠি তোমার নামে কেন এসেছে জানতে পারি কি পটার?

ফ্রেড বললো, চিঠি পাওয়াটা কী অপরাধ যোগ্য?

– সাবধান মি. উইসলি। তুমি যদি চুপ না থাকো তাহলে তোমাকে ডিটেনসন করতে বাধ্য হবো, আমব্রিজ ফ্রেডের দিকে তাকিয়ে বললেন।

– হ্যাঁ কি বলছিলাম পটার?

হ্যারি কি বলবে ভেবে চুপ করে রইলো। কিন্তু চুপ করে থাকার কোনও সঙ্গত কারণ নেই, খুব সম্ভব ইতোমধ্যে আমব্রিজ 'দ্য কুইবলার' এক কপি হাতে পেয়েছেন।

– আমার একটা ইন্টারভিউয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকদের চিঠি এসেছে। মানে গত জুন মাসের ঘটনাবলী সম্বন্ধে।

হ্যারি আমব্রিজের কথা শোনার পর স্টাফ টেবিলের দিকে তাকালো। হ্যারির মনে দৃঢ় ধারণা ওদিক থেকে ডাম্বলডোর সবকিছু শুনছেন, দেখছেন।

– ইন্টারভিউ? আমব্রিজ বললেন। কী বলতে চাও, কিসের ইন্টারভিউ?

– এক সংবাদদাতা আমাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর দিয়েছি। হ্যারি বললো– এইগুলো...। কথাটা বলে হ্যারি কুইবলারের কপিটা আমব্রিজের দিকে ছুঁড়ে দিতেই আমব্রিজের মুখটা ভীষণ বিকৃত হয়ে গেলো।

কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন– কাণ্ডটা কবে করলে?

– গত উইক এন্ডে হগসমিডে।

আমব্রিজের হাতে কাগজটা কাঁপতে লাগলো। চোখমুখ রাগে বিবর্ণ! মিস্টার পটার, ভবিষ্যতে তোমার হগসমিডে যাওয়া নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছি। আশ্চর্য! তুমি সাহস করে ইন্টারভিউ দিলে কেমন করে? আমি তোমাকে কতবার বলেছি মিথ্যে কথা বলবে না। অসহ্য!

প্রফেসর আমব্রিজ এতো রেগে গেছেন যে গুছিয়ে কথা কইতে পারছেন না। বললেন, পঞ্চাশ পয়েন্ট গ্রিফিন্ডর থেকে কাটা গেলো। আর তোমার এক সপ্তাহ ডিটেনশন।

– আমব্রিজ দ্য কুইবলারের কপিটা বুকে চেপে চলে গেলেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তার পিছু পিছু চললো।

পরের দিন সকাল বেলা একটা নির্দেশ হাউজ নোটিশ বোর্ডে শুধু নয়, চিপকে দেওয়া হয়েছে করিডোর আর ক্লাসরুমেও।

হোগার্টসের উচ্চ পর্যায়ের আদেশ অনুসারে

কোনও ছাত্র-ছাত্রীর হাতে বা কাছে যদি দ্য কুইবলারের
কপি দেখতে পাওয়া যায় তাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হবে।

এই আদেশ এডুকেশনাল ডিক্রি সাতাশ নম্বর অনুসারে প্রযোজ্য হলো।

দস্তখত ডোলোরেস আমব্রিজ উচ্চ পর্যায়ের তদন্তকারী।

যে কোনও কারণেই হোক হারমিওন যতবারই নোটিশটা দেখে ততবারই আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে।

হ্যারি বললো, এতো আনন্দের কারণ কী জানতে পারি?

হারমিওন হেসে বললো– তুমি সোজা কথাটা বুঝতে পারছো না? ওই নোটিশ বা আদেশটা পড়ার পর সবাই দ্য কুইবলার পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকবে। জানতে ইচ্ছুক হবে কেন নিষিদ্ধ করা হলো।

হারমিওনের বক্তব্য সঠিক প্রমাণীত হলো। স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রী দ্য কুইবলারের কপি পাবার জন্য ছোটাছুটি করতে লাগলো। হ্যারিরও ছাত্রদের ছোটাছুটি নজরে পড়লো।

হারমিওন হ্যারিকে বললো– হ্যারি অবশেষে সকলে তোমার কথা বিশ্বাস করতে চলেছে। তোমার কথা সত্যি, তুমি কোনও মিথ্যে বলোনি।

এদিকে প্রফেসর আমব্রিজ রেগে ক্ষেপে গেছেন। যেখানে পাচ্ছেন সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পাকড়াও করে নানা প্রশ্ন করছেন, তাদের কাছে কুইবলার আছে কি নেই সার্চ করছেন।

স্কুলের একজনও বাদ রইলো না যারা সেই ইন্টারভিউ পড়লো না বা পড়েনি।

স্কুলের শিক্ষকরাও এডুকেশনাল ডিক্রি ছাব্বিশের আওতায় পড়েন। তারাও একই মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগলেন; কিন্তু তাদের মনোভাব ব্যক্ত করা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমব্রিজের দশ পয়েন্ট কাটা পূরণ করেদিলেন প্রফেসর স্প্রাউট। গ্রিফিন্ডরকে কুড়ি পয়েন্ট দিলে হ্যারি তাকে জলের জগ এগিয়ে দিলো। সর্বদাই খুশিতে ডগমগ প্রফেসর ফ্লিটউইক, চার্মস শিক্ষার শেষে স্কোয়েকিং সুগার মাইস দিয়ে 'শ্যু' বলেই দ্রুত চলে গেলেন। প্রফেসর ট্রিলনী ফোঁপাতে ফোঁপাতে তার ডিভিয়েসন ক্লাসে বললেন (আমব্রিজকে অগ্রাহ্য করে) যে, হ্যারি কখনোই দুর্ঘটনায়

মারা যাবে না, অনেক বছর বাঁচবে। ও একদিন ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রি হবে, আর কম করে বারোটি সন্তান-সন্ততির পিতা হবে।

হ্যারির নতুন করে সবচেয়ে আনন্দিত হলো, পরের দিন যখন ট্রান্স-ফিগারেশন ক্লাসের পর চো ওকে ডাকলো। কিছু বোঝবার বা বলার আগেই ও হাতে একটি মেয়ের নরম হাতের স্পর্শ পেলো। চো ওর কানের কাছে মুখ এনে বললো, সত্যি, সত্যি বলছি আমি খুব দুঃখিত। তোমার সাক্ষাৎকার (ইন্টারভিউ) খুবই সাহসী মনের। পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এসে গেছে।

হ্যারি চো'র মুখ দেখে খুবই দুঃখিত হলো, পড়তে পড়তে ওর চোখে জল এসেছিলো শুনে। আবার ওর সঙ্গে কথা বলছে এটাই আরও বেশি আনন্দের। চো ওর গালে ছোট একটা চুম্বন করে দৌড়ে চলে গেলো। বিশ্বাস করা যায় না ও বাইরে পা রাখা মাত্র ট্রান্সফিগারেশন অথবা যেকোনও জাদুমন্ত্রে একটা বিরাট আনন্দের ঝড় উঠলো ওর মনে। সীমাস লাইন ছেড়ে ওর সামনে দাঁড়ালো। হ্যারির হাত ধরে বললো, বিশ্বাস করো হ্যারি, একটা কপি আমার মায়ের কাছে পাঠিয়েছি।

হ্যারি আরও খুশি হলো ম্যালফয়, ক্র্যাবে, আর গোয়েলের চুপসে যাওয়া মুখ দেখে। ওরা তিনজনে তিন মাথা এক করে কি যেন বলাবলি করছে। হারমিওন চুপি চুপি বললো, ওদের অবস্থা দেখেছো?

হ্যারি খুব ভাল করে জানে ওদের বাবাদের ডেথইটারদের লিস্টে নাম দেওয়াতে ভয় পেয়ে গেছে।

– দারুণ হয়েছে হ্যারি। এখন এমন অবস্থা ওরা প্রতিবাদ করতে সাহস করছে না, হারমিওন বললো। বলবে কেমন করে? তাহলে তো স্বীকার করতে হবে আমব্রিজের আদেশ অমান্য করেছে। হিঃ হিঃ।

সবচেয়ে বড় সংবাদ দিল লুনা, ও ওর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললো– বাজারে আর একটি কপিও পড়ে নেই, সব বিক্রি হয়ে গেছে বলে বাবা জানিয়েছেন। খুব সম্ভব বাবা আবার নতুন কপি প্রিন্ট করবেন।

হ্যারি ভেবে পাচ্ছে না এর পরে ও কি করবে। ও বললো, ক্রাম্পল- হর্নড স্নরক্যাকসদের ওপোর আর কারও কোনও উৎসাহ নেই।

সেই রাতে গ্রিফিন্ডর কমন রুমে হ্যারি হিরো বনে গেলো। ফ্রেড-আর জর্জ কুইবলারের খবরটা এনলার্জমেন্ট চার্ম দিয়ে এনলার্জ করে দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছে, বেঁটেখাটো হ্যারির যেন দেখতে অসুবিধে না হয়। মন্ত্রণালয় খুবই অপরিণত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন, আর আমব্রিজ এবার গোবর খাবেন।

হারমিওনের কাছে ওটা খুব মনের মতো হয় না। ও বললো, এইসব করলে ওর একাগ্রতা ক্ষুণ্ন হবে। বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেলো হ্যারি। ঘণ্টা দুই বাদে হ্যারির মানতে হলো পোস্টারটা আজেবাজে নয়। বিশেষ করে টকিংস্পেল

যখন শুরু করলো তখন সেটাকে মুছে দিয়ে অসংলগ্নভাবে জোরে জোরে থেমে থেমে বলতে লাগলো 'ডাংগ' এবং 'আমব্রিজ' শব্দ দুটি। কিন্তু আবার ওর কাটা দাগে ব্যথা ও চুলকানি শুরু হয়ে গেলো অস্বস্তিকরভাবে। যেসব লোকেরা ওকে ঘিরে বসেছিলো তারা বারবার ওকে সেই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত হ্যারি বাধ্য হয়ে ঘুমোতে যাচ্ছি বলে হল থেকে চলে গেলো।

ও ডরমেটরিতে গিয়ে দেখলো ওখানে কেউ নেই। ও বিছানার ধারে জানালার ঠাণ্ডা কাঁচে কপালটা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঠাণ্ডা পরশে মনে হলো যেনো ব্যথা-চুলকুনি ধীরে ধীরে কমছে। মাথা ধরাটা সেরে যাবে সেই আশায় ও বিছানায় শুয়ে পড়লো। ভীষণ ঘুম পেয়েছে তাই চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ও ঘুমিয়ে পড়লো।

আবার সেই একই স্বপ্ন দেখলো ও পর্দা ফেলা একটা অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘরে শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছে। ওর সামনে একটা ভেলভেটে মোড়া চেয়ার, তার পিঠে ও হাত রেখেছে। ওর হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা লম্বা সাদা, যেন অনেক বছর তাতে রোদ লাগেনি, শুকনো বড় মাকড়সার পায়ের মতো ফ্যাকাশে।

অদূরে একজন মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে রয়েছে। ওর পেছনে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির শিখা কাঁপছে, লোকটাও কাঁপছে এবং শিউরে উঠছে।

– রকউড তোমার কোনও দোষ দেখছি না, হ্যারি আগের মতোই নির্মম ঠাণ্ডা স্বরে বললো। তারপর ও চেয়ারের ওপোর থেকে হাত সরিয়ে সেই লোকটার কাছে দাঁড়ালো।

হ্যারি বললো, রুকউড তুমি যা বললে, সব সত্য?

– হ্যাঁ প্রভূ সব সত্যি, আমি তো ডিপার্টমেন্টে বহু বছর ধরে কাজ করছি।

– আভেরি আমাকে বলেছে, বোডে ওটা সরাতে পারবে।

– বোডের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না প্রভূ, এই কারণেই ও ম্যালফয়ের ইমপেরিয়স কার্সের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে লড়াই করেছে।

– দাঁড়িয়ে কথা বলো রকউড, হ্যারি ফিসফিস করে বললো।

সেই হাঁটু গেড়ে বসা লোকটা হ্যারির পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মোমবাতির আলোতে ওর মুখের বসন্তের দাগ, কাটা দাগ জ্বল জ্বল করে উঠলো।

– তুমি কথাগুলো আমাকে জানিয়ে খুব ভালো কাজ করলে। যাকগে অনেক সময় আমার নষ্ট হয়েছে। এসো আবার নতুন করে কাজ শুরু করি। রকউড তোমার কাছে লর্ড ভোল্ডেমর্টের কৃতজ্ঞতা রইলো।

– প্রভূ! আমার মহান প্রভূ, রুকউড স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দে ফেটে পড়ে বললো।

– তোমার কাছ থেকে আমার অনেক তথ্যের প্রয়োজন আছে, সব আমাকে

দেবে।

– অবশ্যই, অবশ্যই মহান প্রভূ, যা চাইছেন সবই দেবো।

– খুব ভাল, এবার তুমি যাও, আর আভেরিকে পাঠিয়ে দাও।

রুকউড মাথা অবনত করে চলে গেলো।

হ্যারি তখন ঘরে একা। ঘরের দেওয়ালে একটা অতি পুরনো ভাঙা কাঁচের আয়না ঝোলানো রয়েছে। হ্যারি ওর মুখটা দেখার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়ালো। ঘরের অন্ধকারের মধ্যে ওর প্রতিবিম্ব দেখলো। অনেক বড় দেখাচ্ছে ওর মুখটা, মুখের রং মাথার খুলির চেয়ে সাদা, লাল দুই চোখের মনি যেনো ঠিকরে বেরোচ্ছে।

না... না... না... আ... আ... আ...!

রন ওকে মেঝে থেকে তুলে দাঁড় করালে হ্যারি চাঁদের আলোতে রনের মুখের দিকে তাকালো। আবার শুরু হলো ওর কাটা দাগে তীব্র যন্ত্রণা আর চুলকানি।

রন হ্যারিকে জোর করে ধরে বললো– আবার কেউ আক্রান্ত হয়েছে? বাবা... আর সেই সাপ?

হ্যারি হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, না না সবাই ভালো আছে। ওর শুধু কাটা দাগে ব্যথা-যন্ত্রণা-চুলকানি আর মাথার ভেতরে যেনো দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। কিন্তু আভেরি ভোল্ডেমর্টকে ভুল তথ্য দেয়ার জন্য দারুণ রেগেছেন।

হ্যারি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গোঙাতে গোঙাতে কপালে হাত টিপে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

– না, রকউড ভুল বুঝতে পেরে এখন তাকে সাহায্য করবে।

রন ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো– কি আজেবাজে বকছো। ইউ-নো-হুকে তুমি এখন দেখেছো? রনের একটু ভয় ভয় করছে।

কথাটা শুনে হ্যারি ওর একটা হাত প্রসারিত করে নিজের মুখের সামনে ধরলো। না, এখন আর আঙ্গুলগুলো মাকড়সার মতো দেখাচ্ছে না, ডিগডিগে বরফের মতো সাদা লম্বা নয়। ও রকউডের সঙ্গে ছিলেন, তুমি তো জানো রকউড একজন ডেথইটার, আজকাবান জেল থেকে পালানো এক অপরাধী? রকউড এইমাত্র তাকে বলেছে, বোডে কাজটা করতেই পারছে না।

– কী করতে পারছে না?

– কিছু সরিয়ে নিতে। তিনি বলেছেন বোডে যে কাজটা করতে পারে না তা তিনি জানেন। ম্যালফয়ের বাবা ওকে ইমপেরিয়াস কার্স দিয়ে স্তব্ধ করে রেখেছেন।

– তুমি বলছো বোডেকে মন্ত্রমুগ্ধ করে কাজটা করতে বাধ্য করা হয়েছে? রন বললো– কিন্তু হ্যারি সেটা তো করা দরকার ছিলো।

– অস্ত্র! হ্যারি নিজেই অস্ত্র কথাটা বলে পুরো কথাটা শেষ করলো, আমি জানি রন।

ডরমেটরির দরজাটা কেউ খুললো। ঘরে ঢুকলো ডিন আর সীমাস। হ্যারি ওদের দেখে পা ছড়িয়ে আরাম করে শুলো। ওদের হ্যারি স্বপ্নের কথা জানতে দিতে চায় না।

– তুমি বলছিলে না, রন হ্যারির কানের কাছে মুখ এনে বললো (এমন একটা ভাব দেখালো যেন জগ থেকে জল খাবার জন্য জগ টেবিলে রাখলো) তুমি বলছিলে না ইউ নো হু হয়ে গিয়েছিলে তুমি?

– হ্যারি স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো– হ্যাঁ।

রন অযথা জগ থেকে অনেকটা জল ঢক ঢক করে (দরকার নেই তাও) খেলো।

– হ্যারি, ও বললো। ডিন আর সীমাস এখন ওদের আলখেল্লা খুলতে খুলতে হৈ হৈ করছে। হ্যারি কি দেখেছো বলতে হবে।

আমি কাউকে কিছু বলতে পারি না। অকলামেন্সি শেখার জন্য সবকিছুই গোপন রাখতে, মাথা থেকে সবকিছু হটিয়ে দিতে হবে। এটাই তারা চান।

তারা বলতে অবশ্যই হ্যারি ডাম্বলডোরকে বললো, হ্যারি পাস ফিরে রনের দিকে পেছন ফিরে শুলো। হ্যারির তখনও মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। ও মাথার বালিশে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুষি মারলো। কোনো কথা ও বলবে না। ও খুব ভালো করেই জানে আভেরিকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

পরদিন সকাল পর্যন্ত হ্যারি আর রন হারমিওনের আসার অপেক্ষায় রইলো। হ্যারি যা দেখেছে সব বলবে হারমিওনকে। এমনভাবে বললো যাতে কেউ যেনো একটি শব্দও শুনতে না পায়। উঠোনে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগাতে লাগাতে ওরা তিনজনে গল্প করতে লাগলো। হ্যারি, হারমিওনকে বলবে যতটুকু স্বপ্নের ব্যাপারটা মনে আছে। হ্যারির কথা শেষে হলে হারমিওন কয়েক সেকেন্ড চুপ করে ফ্রেড- জর্জের দিকে তাকালো। ওরা তখন উঠোনের অন্য এক ধারে দাঁড়িয়ে ম্যাজিক্যাল হ্যাট বিক্রি করছে।

ফ্রেড ও জর্জের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে হারমিওন বললো– সেই জন্যই ওকে হত্যা করা হয়েছে। বোডে যখন ওই অস্ত্রটা চুরি করে নিজের আয়ত্বে রাখতে চেষ্টা করেছিলো তখন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে। মনে হয় প্রতিরোধের জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিলো। মানে যাতে কেউ সেই ফুলের পটটা ছুঁতে না পারে। সেই সব কারণে সব স্মৃতি শক্তি হারিয়ে ও সেন্ট মাংগোসে ভর্তি হয়েছিলো। মনে আছে সেই হিলার আমাদের কি বলেছিলো? বলেছিলো ও সেরে উঠছে। কিন্তু ওকে সুস্থ করার দায়িত্ব নিতে চায়নি, কেমন করে পারবে? আমি বলতে চাই, সম্ভবত সেটা স্পর্শ করতে গিয়ে ও শক পেয়েছিলো। তখন ইমপেরিয়াস কার্স তুলে নেওয়া হয়েছিলো। যখন ও কথা বলার শক্তি ফিরে পেয়েছিলে, তখন কি করছে সকলকে

বলেছিলো। নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে? সম্ভবত ওরা জানতো বোডে সেই অস্ত্রটা চুরি করার জন্য মাংগোসে ভর্তি হয়েছে। অবশ্যই লুসিয়াস ম্যালফয়ের পক্ষে খুব সহজ ছিলো কার্সটা ওর ওপোর প্রয়োগ করা।

– মন্ত্রণালয়ে আমার শুনানীর দিন ঘরের এক ধারে ও ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। হ্যারি বললো, ও সেদিন ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ'র করিডোরে ছিলো। তোমার বাবা বলেছিলেন, খুব সম্ভব ও লুকিয়ে চুরিয়ে আমার হিয়ারিংয়ের কথাবার্তা শোনার জন্য গিয়েছিলো। কিন্তু যদি...।

– স্টারগিস! সকলকে অবাক করে দিয়ে হারমিওন বলে উঠলো।

– দুঃখিত! রন হতভম্ব হয়ে বললো।

– দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার অপরাধে স্টারগিস পডমোর গ্রেফতার হয়েছিলেন। লুসিয়াস ম্যালফয় ওকে দেখতে পেয়েছিলেন। আমি বাজি ধরে বলতে পারি যেদিন তুমি ওকে করিডোরে দেখেছিলে, সেদিনই কাজটা করেছিলো। স্টারগিস মুডির অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা গায়ে পরেছিলো, ঠিক হ্যারি? তো সেটা গায়ে দিয়ে থাকলেও ম্যালফয় ওর পায়ের শব্দ শুনেছিলেন অথবা আন্দাজ করেছিলেন কারও উপস্থিতি অথবা না লাগে তুক না লাগে তাক এই ভেবে ইমপেরিয়স কার্স প্রয়োগ করেছিলেন। সেখানে প্রহরীও তো ছিলো? তারপর অন্য একদিন সুযোগ পেয়ে খুব সম্ভব তার ডিউটির দিন ডিপার্টমেন্টে ঢুকে সেই অস্ত্রটা ভোল্ডেমর্টের জন্য চুরি করার চেষ্টা করেছিলো দরজা ভেঙ্গে। বুঝলে রন, চুপচাপ থাকো। শেষকালে ধরা পড়ার পর তাকে আজকাবানে পাঠানো হয়েছিল।

হারমিওন কথাটা বলে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলো।

– এখন রকহুড ভোল্ডেমর্টকে বলেছে কেমন করে সেই অস্ত্রটা পাওয়া যাবে?

– হতে পারে, কিন্তু আমি সব কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক বলেছো। রুকউড তো ওখানে চাকরি করতো, হতে পারে ভোল্ডেমর্ট রুকউডকে পাঠিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, হ্যারি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো।

হারমিওন ঘাড় নাড়লো। তখনও চিন্তামগ্ন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো– কিন্তু তোমার তো ওগুলো দেখার কথা নয় হ্যারি...।

– কী বললে, হ্যারি অবাক হয়ে বললো।

– তোমার মস্তিষ্ক তো এ ব্যাপারে তালাবন্ধ করে নির্লিপ্ত থাকা দরকার তাইতো স্নেইপের কাছে শিখছো? হারমিওন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললো।

– হ্যাঁ, আমি সেইভাবে চলছি, হ্যারি বললো। কিন্তু...।

হারমিওন বললো, এখন ওইসব চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে চেষ্টা করতে হবে হ্যারি। মানে তুমি যা যা দেখেছো ওসব চিন্তা না করে এখন থেকে তুমি অকলামেন্সির ওপোর প্রচুর খেটে যাও।

হ্যারি কথাটা শুনে হারমিওনের ওপোর অসম্ভব চটে গিয়ে সেদিন আর ওর সঙ্গে কোনো কথা বললো না। তবে সেদিনটা আরেকটি খুব খারাপ দিন হলো।

হাফলপাফের বিরুদ্ধে গ্রিফিন্ডর হেরে যাওয়াতে স্লিদারিনরা দারুণ মজা পেয়ে সারাদিন করিডোরে দাঁড়িয়ে গান গাইতে লাগলো 'উইসলি আমাদের রাজা'। আস্তে নয়, সকলে মিলে খুব জোরে। ফিলচ খুব বিরক্ত হয়ে সন্ধ্যার পর করিডোরে গান গাওয়া, হৈ হৈ করার ওপোর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন।

আগামী সপ্তাহটা হ্যারির খুব একটা শুভ হলো না। আরও দুটো ডি পোসানের জন্য পেলো। ও তখনও উদ্বেগ-অনিশ্চয়তার ওপোর দিন কাটাতে লাগলো, হ্যাগ্রিড হয়তো বরখাস্ত হতে পারেন। আর ভোল্ডেমর্টের স্বপ্ন থেকে মুক্তি পাওয়া, যদিও ও রন আর হারমিওনের কাছে ওর মনোভাবনা ব্যক্ত করলো না। ও হারমিওনের কাছ থেকে কোনো জ্ঞানের কথা শুনতে চায় না। সে যাই হোক সব কথা সিরিয়সকে জানানোর জন্য ব্যাকুল হয়ে রইলো। কিন্তু ভাবলে বা ব্যাকুল হলে তো চলবে না। সেটা সম্ভব নয়, তাই মন থেকে সেইসব চিন্তা দূর করতে চাইলো।

অতি দুঃখের ব্যাপার আগের মতো ওর মস্তিষ্ক তো একটি নিশ্চিত-নিরাপদ স্থানে নেই।

– 'পটার উঠে পড়ো' রকহুডের স্বপ্ন দেখার পর সপ্তা দুই বাদে আবার হ্যারিকে দেখতে পাওয়া গেলো স্নেইপের অফিসের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে। ও মনের ভেতরে যা কিছু জমা আছে তা দূর করার চেষ্টা করছে। আবার সে ওর শৈশব অবস্থায় ডাডলির অপমানকর ব্যবহারের দৃশ্য দেখে চলেছে। ওর প্রাইমারী স্কুলের ছেলেদের দলবদ্ধ আক্রমণও ডাডলির প্ররোচনায় হয়েছিলো।

– হ্যাঁ, বলতো তোমার শেষ স্মৃতিটি কী? স্নেইপ বললেন।

– আমি বলতে পারছি না, হ্যারি উঠে দাঁড়িয়ে বললো।

নানা ধরনের স্মৃতি মাথার ভেতর জট পাকিয়ে গেছে। কোনটি আগে, কোনটি পরে বুঝে উঠতে পারছে না। গাদাগাদা স্মৃতির দৃশ্য আর নানারকম শব্দ। কোনটি বলবে স্নেইপকে?

– আপনি বলছেন, আমার ডাডলি যখন আমাকে বাথরুমের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো?

– না না, সেই অন্ধকার ঘরের মাঝখানে যেখানে একজনকে নিলডাউন করে মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়েছিলো...।

– না ওটা কিছু নয়।

স্নেইপ, হ্যারির চোখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন। হ্যারির মনে পড়ে গেলো চোখের সঙ্গে চোখের সংযোগ লেগলিমেন্সির অতি প্রয়োজনীয়। হ্যারি চোখ পিট পিট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

স্নেইপ বললেন, বলো কেমন করে সেই লোকটা, আর অন্ধকার ঘরটা তোমার মাথার ভেতর ঢুকলো পটার।

– স্নেইপের দিকে তাকিয়ে হ্যারি বললো, স্বপ্নে... আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম।

স্নেইপ হ্যারির কথাটা বললেন– স্বপ্নে? হ্যারি দেখলো ঘরের মধ্যে কাঁচের জারে লাল আরকের মধ্যে একটা বড় কোলা ব্যাঙ ডুবিয়ে রাখা হয়েছে।

– তুমি তো জানো পটার কেন আমরা এখানে বসে আছি? স্নেইপ বললেন, তুমিতো আরও জানো কেন এই সুন্দর সন্ধ্যাটায় এই বিরক্তিকর কাজের জন্য তোমার সঙ্গে রয়েছি?

– হ্যা, হ্যারি সংক্ষেপে বললো।

– পটার আমাকে মনে করিয়ে দাও কেন এখানে আমরা রয়েছি।

– যাতে আমি অকলামেন্সি শিখতে পারি। হ্যারি মৃত বানমাছের মতো একটা পিছলে মাছের দিকে তাকিয়ে বললো।

– ঠিক বলেছো পটার; যতোই তুমি মনমরা হয়ে থাকো না কেন।

হ্যারি স্নেইপের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকালো।

– আমি আশা করেছিলাম গত দু'মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তুমি কিছু শিখেছো। আচ্ছা ডার্কলর্ডকে নিয়ে আর ক'টা স্বপ্ন দেখেছো পটার? স্নেইপ বললেন।

– ওই একটাই, হ্যারি বললো।

স্নেইপ তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা চোখ দুটো আরও ছোট ছোট করে বললেন, হয়তো, হয়তো তুমি সত্য সত্যই ওই স্বপ্ন আর ভবিষ্যতের কিছু দেখে খুব উপভোগ করেছো। তার জন্য নিজেকে অন্যের থেকে ভিন্ন এবং খুবই দামী মনে করছো?

– মোটেই না, একবারও মনে করি না, হ্যারি কথাটা বলে ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে জাদুদণ্ডটা স্পর্শ করলো।

স্নেইপ খনখনে গলায় বললেন, হতে পারে পটার, কারণ তুমি দুটোর মধ্যে কোনটাই নও। ডার্কলর্ড ডেথ ইটারসদের কি বলছেন, কেন বলছেন তা তোমার জানার দায়িত্ব নয়।

– করছি না, ভাবছি না। জানি ওগুলোতো আপনার কাজ, ঠিক বলেছি? হ্যারি পটার বললো।

– ঠিক বলেছো পটার, আমার কাজ। এসো এখন আমাদের কাজ শুরু করি, তুমি প্রস্তুত তো? স্নেইপ বললেন।

স্নেইপ জাদুদণ্ড তুলে বললেন– এক, দুই, তিন... 'লেগিলিমেন্স'!

হ্যারি চোখ বন্ধ করলো দেখলো লেক থেকে শত শত ডিমেন্টর ওর দিকে ধেয়ে আসছে। একাগ্রতার জন্য যথাসম্ভব ভয় কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করলো।

ডিমেন্টররা ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ও ওদের হুডের তলায় কালো গভীর গর্ত দেখতে পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও দেখছে স্নেইপ হ্যারির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন, এবং কিছু বিড় বিড় করে বলছেন। হঠাৎ সেই ডিমেন্টররা ঝাপসা হয়ে গেলো স্নেইপকে ঝাপসা থেকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলো।

হ্যারি ঠিক সেই সময় ওর জাদুদণ্ডটা উঁচু করলো।

– প্রোটেগো!

স্নেইপ টলমল করতে লাগলেন– ওর হাতের জাদুদণ্ড হাত থেকে ওপোরে উড়ে গেলো, হ্যারির থেকে অনেক দূরে। তারপর হঠাৎ হ্যারির মন নানা স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। সেই সব স্মৃতি তার নয়। একজন বাঁকা নাকের লোক যে গুটি সুটি মেরে বসে থাকা এক মহিলাকে ধমকাচ্ছে। একটা কালো চুলওয়ালা ছেলে এক কোনে বসে কেঁদে চলেছে। মাথায় তেল চপচপে চুলওয়ালা একজন কিশোর একটা অন্ধকার ঘরে একলাটি বসে রয়েছে আর ওর হাতের জাদুদণ্ডটা ছাদের দিকে তুলে মাছি মেরে চলেছে। একটি মেয়ে, হাড্ডিসার একটা ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসছে আর ছেলেটা একটা ঝাড়ুতে ওঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে।

অনেক হয়েছে।

হ্যারির মনে হলো এক অদৃশ্য হাত ওর বুকে হঠাৎ সজোরে আঘাত করলো। ও কয়েক পা পিছিয়ে গেলো সেই আঘাতে। স্নেইপ ঘরের দেয়ালের কাঠের তাকে সজোরে ছিটকে পড়ে গেলেন... কিছু ভেঙে যাবার বা ফেটে যাবার শব্দ শুনতে পেলো। ও স্নেইপের দিকে তাকিয়ে দেখলো স্নেইপ কাঁপছেন, তার মুখ চোখ বিবর্ণ।

হ্যারি বুঝতে পারলো ওর আলখেল্লার পেছনটা ভিজে গেছে। খুব সম্ভব একটা জলের জার ভেঙে গেছে। দেখতে পেলো জারের মধ্যে রাখা পোকাগুলো ঘরের মেঝেতে পড়ে কিলবিল করছে।

রিপ্যারো– স্নেইপ হিস হিস করে বলার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা বোতল/ জার শুধু জোড়া লেগে গেলো নয়, ভেতরের সবকিছু আগের মতো ভর্তি হয়ে গেলো! পটার, অবশ্যই কিছু উন্নতি লক্ষ্য করছি। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে পেনসিভের ভেতর তার কিছু চিন্তা ভরে দিয়ে লেসন শুরু করলেন। বললেন, আমি ঠিক মনে করতে পারছিনে শিশু চার্ম ব্যবহার করা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছি কিনা। ওই মন্ত্রটা কিন্তু খুব দরকারি ও কাজের।

হ্যারি চুপ করে রইলো। কিছু বলা মানে বিপদের ব্যাপার! হ্যারি জানে সবেমাত্র ও স্নেইপের শৈশবের স্মৃতিগুলো ভেঙে দিয়েছে। স্নেইপ কাঁদছেন আর তার বাবা-মা তাকে বকে বকে চুপ করাচ্ছেন। হ্যারি ওইরকম একদৃশ্যে স্নেইপ

সম্বন্ধে ভাবতে পারে না।

স্নেইপ বললেন, কি বলো আর একবার চেষ্টা করা যাক।

হ্যারি ভয়ে শিউরে উঠলো, স্নেইপের ব্যাপারে যা ঘটিয়েছে কড়ায় গণ্ডায় তার মাশুল দিতে হবে। ওরা যে যার জায়গায় গিয়ে আবার দাঁড়ালো। হ্যারির মনে হলো ওর মাথার ভেতরটা আগের চাইতে অনেক অনেক বেশি ফাঁকা হয়ে গেছে।

তিন গোনার পর হাতের জাদুদণ্ড তুলে খুব জোর দিয়ে স্নেইপ বললেন 'লেগিলিমেন্স'!

হ্যারি পটার ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজের সামনের করিডোর ধরে হাঁটছে, কালো পাথরের দেওয়াল দু'ধারে, শুধু জ্বলন্ত মশাল ছাড়া করিডোরে আর কিছু নেই। শেষ প্রান্তের কালো দরজাটা আরও যেনো বড় হয়ে গেছে। ও এত দ্রুত সেদিকে হাঁটছে যে গতি না কমালে দরজায় প্রচণ্ড আঘাত পাবে। মাত্র একফুট ব্যবধান থাকতে ও দেখতে পেলো অন্ধকার নেই, হালকা সবুজ আলোতে দরজাটা চক চক করছে।

তারপর দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেলো! শেষ পর্যন্ত ও খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। ঘরটা গোল, সেই ঘরের দেয়াল, মেঝে সবই কালো রঙ-এর। চারধারে সবুজ আলো জ্বলছে মোমবাতি থেকে। সেই ঘরের অনেকগুলো বাইরে যাবার দরজা। ও বাইরে যেতে চাইলো; কিন্তু কোন দরজা দিয়ে ও বাইরে যাবে বুঝতে পারছে না।

পটার!

হ্যারি ওর বন্ধ চোখ খুললো। আবার স্মৃতিভ্রস্ট হয়ে মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। ও ভীষণ হাঁফাচ্ছে। মিনিস্ট্রি অফ মিস্ট্রিজ-এর করিডোর দিয়ে ও দৌড়াতে দৌড়াতে কালো দরজা দিয়ে একটা গোলাকার ঘরে ঢুকে দৌড়ে দৌড়ে এসেছে।

স্নেইপ ওর সামনে দাঁড়িয়ে, প্রচণ্ড রাগে যেনো ফেটে পড়লেন। বললেন, যা যা দেখেছো খুলে বলো।

হ্যারি কোনো রকমে দাঁড়িয়ে বললো, আমি মনে করতে পারছি না।

দেয়ালে ধাক্কা লেগে মাথার পেছনটা ফুলে গেছে, জ্বর জ্বর লাগছে। ও বললো, যা দেখেছি, এর আগে আমি কখনও তা দেখিনি। আমি আপনাকে আগেও বলেছি, আমি একটি দরজার স্বপ্ন দেখেছি যা কখনোও খোলা অবস্থায় ছিলো না।

– তুমি যথাযথ পরিশ্রম করছো না।

যেকোন কারণেই হোক হ্যারির স্নেইপকে আরও বেশি রাগি মনে হলো।

– পটার, তুমি শুধু কুঁড়ে নও, ছিঁচকে কাঁদুনেও। আশ্চর্য, ভাবতে পারছিনে ডার্কলর্ড..।

– স্যার দয়া করে আমাকে কী বলবেন? আমরা সবাই ভোল্ডেমর্টকে ডার্কলর্ড বলি কেন? ডেথইটাররা তো তাকে ওই নামে ডাকে শুনেছি।

স্নেইপ নাকে একটা শব্দ করে মুখ খুললেন– ঘরের বাইরে কোনো এক জায়গা থেকে একটি মেয়ের আর্তনাদ শুনতে পেলো।

স্নেইপ মাথায় ঝাকুনি দিয়ে মুখ তুললেন। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে বললেন, কি ব্যাপার...?

হ্যারি কানে নানারকম শব্দ আর তার প্রতিরোধের শব্দ শুনতে পেলো, মনে হলো শব্দটা এনট্রেন্স হল থেকে আসছে। স্নেইপ হ্যারির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন।

– পটার এখানে আসার আগে কোনও অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছিলে?

হ্যারি মাথা নাড়লো। আবার সেই মেয়েটা চিৎকার করে উঠলো। স্নেইপ তার জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে তার অফিসঘরের দরজা পর্যন্ত গেলেন। তারপর ঘর থেকে বাইরে গেলেন।

গোলমাল, চেঁচামেচি, হৈ হৈ ঠিকই এনট্রেন্স হল থেকে ভেসে আসছিলো। অন্ধকার পাতাল ঘর থেকে যে পাথরের সিঁড়িটা ওপোরে উঠে গেছে সেই দিকে ও এগিয়ে গেলো। এনট্রেন্স হলে গিয়ে দেখলো ঘরে তিল ধারণের স্থান নেই। ছাত্ররা গ্রেটহল থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে। সেখানে তখনও ডিনার পর্ব শেষ হয়নি। ও দেখলো আরও অনেকে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে হলের দিকে আসছে। হ্যারি লম্বামতন এক স্লিদারিনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দেখলো যারা সব এসেছে তারা গোলাকার এক বৃত্ত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকেরই মুখে চোখে আতঙ্কের আর ভয়ের ছাপ! হ্যারির ঠিক বিপরীতে হলের এক ধারে ম্যাকগোনাগল দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখ দেখে মনে হয় খুব মুষড়ে পড়েছেন।

প্রফেসর ট্রিলনী একহাতে জাদুদণ্ড অন্য হাতে শূন্য জেরির বোতল নিয়ে এনট্রেন্স হলের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাকে কেমন যেনো পাগল পাগল দেখাচ্ছে। তার মাথার চুল খুলে গেছে, চশমাটা ঝুলে পড়েছে। সেই ঝূলে পড়া চশমার একটা কাঁচ দিয়ে একটা চোখ বড় বড় দেখাচ্ছে।

তার গায়ের শাল কাঁধ থেকে ঝুলে মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। দেখে মনে হয় আলখেল্লায় পা জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তার পাশে দুটি ট্রাঙ্ক পড়েছে, তার মধ্যে একটি উল্টে রয়েছে। দেখে মনে হয় কেউ যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ট্রিলনী অদ্ভুত এক ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একটা কিছুর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। হ্যারি অবশ্য দেখতে পেলো না সিঁড়ির তলায় কি দেখে তিনি আতঙ্কিত!

– না, ট্রিলনী চিৎকার করে উঠলেন না! না, এটা হতে পারে না, হতে পারে না, আমি মানতে পারি না।

একটি মেয়ে সরু সরু উঁচু গলায় যেনো ব্যাঙ্গের সুরে বলে উঠলো, আপনি কি একটুও জানতে পারেননি এটা হতে পারে? হ্যারি ট্রিলনীর ডানধারে একটু সরে গিয়ে দেখতে পেলো যাকে জ্বলন্ত চোখে বলছেন তিনি আমব্রিজ!

আমব্রিজ বলছেন, আপনি একটি অপদার্থ! আগামীকালের আবহাওয়া কেমন হবে তার পূর্বাভাস দিতে পারেন না! আমার ইন্সপেকসনের সময় আপনার ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার সময় দেখেছি আপনি শুধু অযোগ্য নয় আপনার দ্বারা তাদের পড়াশুনোর কিছু উন্নতি সম্ভব হবে না। এইসব কারণে আপনাকে বরখাস্ত করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই।

প্রফেসর ট্রিলনীর দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। অপমানিত হয়ে থর থর করে কাঁপছেন। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, আপনি কিছুতেই তা পারেন না। আমি হোগার্টসে ষোল বছর ধরে শিক্ষকতা করছি, হোগার্টস আমার ঘর বাড়ি হয়ে গেছে।

– এক সময়ে আপনার ঘর বাড়ি ছিলো, এখন আর নয়, প্রফেসর আমব্রিজ বললেন।

হ্যারি দেখলো আমব্রিজের চোখে-মুখে আনন্দ উল্লাসের ঝড়! ব্যাঙ্গের মতো চোখে মিসেস ট্রিলনীকে দেখছেন এক সময়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। ট্রিলনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার একটা ট্রাঙ্কের ওপোর পড়ে গেলেন। প্রফেসর আমব্রিজ নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললেন, মাত্র একঘণ্টা আগে ম্যাজিক মন্ত্রণালয় আমার রেকমেন্ডসনের ওপোর দস্তক্ষত করেছেন। আপনি আর এখানে থাকতে পারেন না। অনুগ্রহ করে হল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে চলে যান। আপনি আমাদের আর দায়গ্রস্থ করবেন না।

ট্রিলনীর দুঃখ, অপমানের ওপোর যেন আমব্রিজের কোনও দায়িত্ব নেই। হুকুম করেছেন, আর সেই হুকুম যত শিগগির সম্ভব ট্রিলনী পালন করুন এটাই তার আনন্দ- মনোবৃত্তি। ট্রিলনী কাঁদলে তার কিছু যায় আসে না। দায়িত্ব দিয়েছে ম্যাজিক মন্ত্রণালয়, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। কারও দুঃখের ওপোর মন্ত্রণালয়ের কঠোর নির্দেশ টলে না। হ্যারি ওর পাশে কারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে পাশে তাকালো। দেখলো ল্যাভেন্ডর আর পার্বতী কাঁদছে। তারা দু'জনে দু'জনের গলা জড়িয়ে রয়েছে! তারপরই ও শুনতে পেলো পদশব্দ। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে সোজা ট্রিলনীর পাশে দাঁড়ালেন। কাছে গিয়ে ট্রিলনীর পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন স্বান্ত্বনার ভঙ্গিতে। আলখেল্লার ভেতর থেকে একটা বড় রুমাল বার করে চোখ মুছতে লাগলেন।

– আরে সিবিল কাঁদে না, চুপ করো, শান্ত হও। নাও এটা নিয়ে নাক, চোখ মোছো। তুমি যা ভাবছো তা হবে না। আমি বলছি কেউ তোমাকে হোগার্টস থেকে

সরাতে পারবে না।

– তাই নাকি প্রফেসর ম্যাকগোনাগল? ভুতুড়ে গলায় কথাটা বলে দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমার আদেশের বিরুদ্ধেতোমার কিছু বলার অধিকার কে দিয়েছে জানতে পারি?

– আমার অধিকার। এক গম্ভীর অকম্পিত কণ্ঠস্বর। সামনের দরজাটা হাট করে খোলা। সব ছাত্রছাত্রী, স্টাফেরা সচকিত হয়ে দেখলো ডাম্বলডোর সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হ্যারি জানে না হেডমাস্টার বাইরের মাঠে কেন দাঁড়িয়েছিলেন, জানার দরকার নেই। তার উপস্থিতি আর কণ্ঠস্বরে এন্ট্রেন্স হলের সামনের আবহাওয়া পাল্টে গেলো। দরজার পেছনে অন্ধকার, জমাট কুয়াশা! কথাটা বলে ডাম্বলডোর ধীর পদক্ষেপে গোলাকার বৃত্তের একধার দিয়ে প্রফেসর ট্রিলনীর পাশে দাঁড়ালেন। ট্রিলনী তখনও কাঁদছেন। তার চোখের জল টপ টপ করে ট্রাঙ্কে পড়ছে। ট্রাঙ্কের পাশে রয়েছেন ম্যাকগোনাগল।

– আপনি, প্রফেসর ডাম্বলডোর? আমব্রিজের মুখে অস্বস্তিকর বিশ্রী হাসি, আমি অত্যান্ত দুঃখিত প্রফেসর ডাম্বলডোর। আমার মনে হয় বর্তমান পরিস্থিতি আপনি সঠিক বুঝতে পারছেন না। আমব্রিজ একটা পাকানো পার্চমেন্ট তার আলখেল্লার পকেট থেকে বের করে দেখিয়ে বললেন, 'আদেশ' আমার আর মিনিস্টার অফ ম্যাজিকের স্বাক্ষরিত। এডুকেশনেল ডিক্রির ধারা তেইশ অনুসারে, হোগওয়ার্টসের উচ্চ তদন্তকারীকে অধিকার দেওয়া হয়েছে তিনি যেকোনো শিক্ষককে তার অকর্মন্যতা ও ঠিকঠাক শিক্ষা না দেওয়ার জন্য বরখাস্ত করতে পারেন। ডাম্বলডোর মৃদু মৃদু হাসছেন। সেই সরল হাসিতে কোনো রাগ- বিদ্বেষ- অভিমান নেই।

– তাহলে! আমব্রিজ বললেন, আমি নতুন একজন ডিভিএসন টিচার এপয়েন্ট করলে তারতো একটা থাকার জায়গা করতে হবে।

ডাম্বলডোর আবার সুন্দরভাবে হেসে বললেন– না, না তার কোনো অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমি যে নতুন এক ডিভিএসন টিচার ঠিক করেছি, তিনি একলা থাকতে পছন্দ করবেন।

– আপনি ঠিক করেছেন? আমব্রিজ তীক্ষ্ম কণ্ঠে বললেন।

– আমি কি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে পারি এডুকেশনাল ডিক্রি নম্বর বাইশের ধারা অনুযায়ী...।

– আমি জানি মন্ত্রণালয় অবশ্যই একজন যোগ্য প্রার্থীকে এপয়েন্ট করতে পারেন যদি হেডমাস্টার প্রার্থী পেতে অসমর্থ হন।

ডাম্বলডোর বললেন, এই সুযোগে আমি বলছি, একজনকে পেয়েছি, তার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই!

ডাম্বলডোর খোলা দরজার দিকে তাকালেন। তখন আর বাইরে ঘন কুয়াশা

নেই, একটু একটু করে পাতলা হয়ে যাচ্ছে। হ্যারি ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো। হলের মধ্যে ভয় মিশ্রিত হালকা গুঞ্জন শোনা গেলো। যারা খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো তারা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেলো। কেউ কেউ কারও গায়ের ওপোর পড়ে গেলো। নতুন যিনি আসছেন তার আসার পথ পরিষ্কার করে দিলো ছাত্রছাত্রীরা।

সেই কুয়াশার মধ্য থেকে একজন বেরিয়ে এলেন। হ্যারির যেনো মনে হলো তাকে কোথায় দেখেছে, হ্যাঁ ভয়াবহ অন্ধকার এক রাতে নিষিদ্ধ অরণ্যে। মাথায় তার সাদা চুল, গভীর নীল দুই চোখ, তার মাথা আর ওপরের দেহ মানুষের মতো হলোও পিছনটা নিম্নাঙ্গ ঘোড়ার মতো। (সিনট্যাক্স অর্ধ মানব, অর্ধ অশ্ব)।

হতবুদ্ধি এবং নির্বাক আমব্রিজকে খুশি মনে হাসতে হাসতে ডাম্বলডোর বললেন, প্রফেসর আমব্রিজ। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি ফিরেঞ্জ, আশাকরি আপনার একে যোগ্য মনে হবে।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

দ্য সেনট্যুর অ্যান্ড দ্য স্নিক

পার্বতী বোকার মতো হাসতে হাসতে হারমিওনকে জিজ্ঞেস করলো, ডিভিনেসন ক্লাসে যাচ্ছো নাকি?

সময়টা ছিলো ব্রেকফাস্টের। প্রফেসর ট্রিলনীর ছাঁটাইয়ের দু'দিন পরের ঘটনা। পার্বতী ওর চোখের পাতা জাদুদণ্ড দিয়ে কার্ল করে চকচকে চামচের পেছন দিয়ে কেমন হয়েছে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো। সেইদিন সকালে ফিরেঞ্জের ক্লাসে প্রথম যাওয়ার কথা।

হারমিওন মন দিয়ে ডেইলি প্রফেট পড়ছিলো। পার্বতির কথা শুনে সংক্ষিপ্তভাবে বললো, এখনও ঠিক করিনি। কথাটা বলে কাগজের পৃষ্ঠাটা উল্টে চোখ বুলোতে লাগলো।

ল্যাভেন্ডর ভয় মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, উনি ঘোড়া কেন হতে যাবেন উনি তো সেনট্যার!

পার্বতী নাটকীয় ভঙ্গিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো- দারুণ জাঁকজমকে সেনট্যার।

হারমিওন খুব সাধারণভাবে বললো, তা সে যাই ব্যাখ্যা করো না কেন তার চারটে পা আছে। আমার মনে হয় ট্রিলনী চলে যাওয়াতে তোমরা খুব কাতর হয়ে পড়েছো তাই না?

– হ্যাঁ হয়েছি, ল্যাভেন্ডর জোর দিয়ে বললো– আমি তার অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সঙ্গে চারটে ডেফোডিলস (হলুদ রঙের ফুল), স্প্রাউটের ভেঁপুর মতো নয়, খুব সুন্দর।

হ্যারি জিজ্ঞেস করলো– কেমন আছেন ট্রিলনী?

ল্যাভেন্ডর দুঃখ ভরা কণ্ঠে বললো, খুব একটা ভালো নয়। এখনও কাঁদছেন।

বললেন, এখানে আমি কিছুতেই থাকতে চাই না যদি আমব্রিজ থাকেন। আমি কিন্তু তাকে দোষ দিচ্ছি না। আমব্রিজ অত্যান্ত মারাত্মক, সত্যি না?

হারমিওন জোর দিয়ে বললো, মনে হচ্ছে আমব্রিজ তার বীভৎস্য কাজকর্ম শুরু করেছেন।

– অসম্ভব, রন বললো। ও তখন বড় একটা প্লেটে ডিম আর বেকন খেতে ব্যাস্ত। যা ছিলেন, তার চেয়ে বেশি আর কি হয়েছে? দেখেনিও নতুন ডিভিএসন টিচার তার সাথে পরামর্শ না করে নিয়োগ করার জন্য, আমব্রিজ ডাম্বলডোরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবেন, প্রতিশোধ নেবেন। আধা মানুষ ফিরেঞ্জকে দেখে তার মুখের চেহারা কেমন হয়ে গিয়েছিলো আশাকরি তোমরা লক্ষ্য করেছিলে।

হারমিওন ব্রেকফাস্ট শেষে অ্যারিথমেন্সি ক্লাসে চলে গেলো। তারপরই হ্যারি, রন, পার্বতী ও ল্যাভেন্ডর চলে গেলো ডিভিএসন ক্লাসে।

পার্বতী পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে রন একটু হতভম্ব হয়ে বললো, আমাদের নর্থ টাওয়ারে যাবার কথা না? পার্বতী ওর দিকে বিরক্তি ভরা চোখে তাকালো...

– আমাদের এগারো নম্বর ক্লাস রুমে যেতে হবে। সেখানে যেতে গেলে ফিরেঞ্জকে মই দিয়ে উঠতে হবে, পাবেন কোথায়? নোটিশ বোর্ড দেখোনি?

এগার নম্বর ক্লাশরুম একতলায়। গ্রেট হলের বিপরীতে করিডোর ধরে যেতে হয় এনট্রেন্স হলকে পাস কাটিয়ে। হ্যারি জানে এগার নম্বর ক্লাসরুমে মাঝে মাঝে পড়ানো হয়, নিয়মিত নয়। ঘরটার কাবার্ড, স্টোর রুম তেমন ফিটফাট নয়। রনের পিছুপিছু ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো ও একটা অরন্যের প্রবেশ পথের মুখে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত ও অবাক হয়ে গেলো।

– কী ব্যাপার?

ক্লাসরুমের ফ্লোর বাঁধানো নয়। ছোট ছোট নরম ঘাস আর গুল্মে ভর্তি। সামনে রয়েছে বড় বড় গাছ। ক্লাসরুমে বাইরের গাছের সবুজ সবুজ পল্লব আর পাতা জানালা দরজা ভেদ করে ছাদে ঠেকেছে। ঘরটা তাই স্যাতস্যাতে হলেও সবুজ আলোতেঝলমল করছে। যেখানে তাকাও সেখানেই ঠাণ্ডা নরম সবুজের স্পর্শ। ছাত্রছাত্রীরা যারা ওর আগে এসেছে তারা সকলেই নরম ঘাসের মেঝেতে ছোটো বড়ো গাছের শাখা-প্রশাখার, গুঁড়িতে বসেছে। ওদের কেউ কেউ হাঁটু মুড়ে দু'হাতে ধরে, অথবা বুকে হাত জড়িয়ে বসে রয়েছে। সকলের চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব। ওরা অরণ্যের প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে। ঠিক সেই প্রবেশ পথের মুখে যেখানে কোনো গাছপালা নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছেন ফিরেঞ্জে।

– ক্লাসরুমে হ্যারি পটার ঢুকলে একটা হাত প্রসারিত করে ফিরেঞ্জ বললেন হ্যারি পটার।

হ্যারি পটার অর্ধমানব- অর্ধঅশ্বের সঙ্গে করমর্দন করে বললো, হাই।

হ্যারির হাতটা ধরে ফিরেঞ্জে হ্যারিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তার বড় বড় গভীর দুই নীল চোখ দিয়ে। কিন্তু তার মুখে হাসি নেই। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম হ্যারি বললো।

–আমিও হলাম। ফিরেঞ্জের মাথার সাদা সাদা ঝাঁকড়া চুল নেচে উঠলো, আগেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম আবার আমাদের দেখা হবে।

হ্যারি লক্ষ্য করলো ফিরেঞ্জের বুকে একটা ঘোড়ার খুড়ের হাল্কা দাগ।

ফিরেঞ্জের ক্লাসের বাকি সব ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সবাই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। ওদের দৃষ্টি দেখে মনে হয় হ্যারির সঙ্গে এখনও ফিরেঞ্জের কথাবার্তা না বলার কোনো কারণ নেই বা তার মুখে ভয় দেখানোর কোনো ভাব নেই।

শেষ ছাত্রটি ঘরে ঢুকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের (ময়লা কাগজ ইত্যাদি ফেলার ঝুড়ি- কুড়াদান) পাশে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসলে ক্লাসরুমের দরজা বন্ধ হয়ে গেলো। ফিরেঞ্জ ঘরের চারধার বসে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে তাকালেন।

– প্রফেসর ডাম্বলডোর অনুগ্রহ করে এই ক্লাশরুমটা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সকলে স্থির হয়ে বসার পর ফিরেঞ্জ বললেন। সকলের সঙ্গে অন্ত রঙ্গ বন্ধুত্ব আমার অতি স্বাভাবিক স্বভাব। আমি তোমাদের নিষিদ্ধ অরণ্যের মধ্যে ক্লাস নিতে পারলে সুখী হতাম। গত সোমবার পর্যন্ত সেই গভীর অরণ্য ছিলো আমার আস্তানা। কিন্তু সেইখানে তোমাদের নিয়ে গিয়ে শিক্ষাদান আর সম্ভব নয়।

পার্বতী হাত তুলে বললো, স্যার, ওখানে গেলে আমাদের ভালো লাগবে। কেন যাবো না, হ্যাগ্রিড তো আমাদের ওখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা মোটেই ভয় পাই না।

– ভয় পাওয়ার বা সাহসের কথা হচ্ছে না, ফিরেঞ্জ বললেন। এখন আমার বর্তমান অবস্থার জন্য ওখানে ফিরে যাওয়া সম্ভবপর নয়, হার্ড আমাকে বিতাড়িত করেছে।

– হার্ড (পশুপাল)? ল্যাভেন্ডর তোতলাতে তোতলাতে বললো। হ্যারির মনে কোনও সন্দেহ নেই ল্যাভেন্ডর হার্ড বলাতে গরুর পাল মনে করেছে! গরু চরানোর দল। ওহ তাই? ও যেন দলের মানে বুঝতে পেরেছে এমন একভাবে মুখ ছেয়ে যায়।

– তাহলে আপনার মতো আরও অনেকে সেখানে আছে?

ডিন কৌতূহলের সঙ্গে প্রশ্ন করলো, হ্যাগ্রিড থ্রেস্টালের মতো আপনাকে লালন-পালন করেছেন?

ফিরেঞ্জ, ডিনের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। ডিন ফিরেঞ্জর মুখ দেখে বুঝতে পারলো না যে ও খুবই অসম্মানজনক প্রশ্ন করেছে।

ফিরেঞ্জ শান্তভাবে বললেন, সেনট্যাররা মানুষের ভৃত্য বা খেলার নয়।

– না না আমি তা বলিনি স্যার।

সামান্য নীরব সকলে। তারপর পার্বতী ওর হাত তুললো।

– অন্য সেনট্যারেরা আপনাকে কেন দল থেকে বিতাড়িত করলো স্যার?

– কারণ, কারণ আমি ডাম্বলডোরের কাজ করতে রাজি হয়েছি। ওরা মনে করে এটা দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।

হ্যারির চার বছর আগেকার একটা কথা মনে পড়ে গেলো। সেনট্যার কেনের ফিরেঞ্জের দিকে তাকিয়ে তিরস্কার-চিৎকার। ফিরেঞ্জর হ্যারিকে পিঠে চাপিয়ে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া। ও তাকে অতি সাধারণ এক খচ্চর বলেছিলেন। ওর মনে হয় সেনট্যার হয়তো ফিরেঞ্জের বুকে লাথি মেরে ওকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে, বুকে তাই খুড়ের দাগ!

ফিরেঞ্জ বললেন, তাহলে শুরু করা যাক। কথাটা বলে তার লম্বা ল্যাজ ঝাপাট দিয়ে হাত তুললেন ঘরের গুল্মে ভরা ছাদের দিকে, তারপর খুব ধীরে ধীরে নামিয়ে আনলেন। ঠিক সেই সময় ঘরের সবুজ আলো কমে গিয়ে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হল যাতে ছাত্রছাত্রীরা মনে করে সবুজ জঙ্গলের কচি কচি পাতার ওপোর বসে আছে। আশপাশে বড় বড় গাছের সবুজ পল্লব আর ছাদের চাঁদোয়াতে আকাশের তারা টিপ টিপ করছে। চারদিক থেকে ঝড়ো বাতাসের আর শ্বাসের শব্দ। রন সামান্য আতঙ্কিত হয়ে বললো, ব্লিমে! (হে ঈশ্বর আমার দৃষ্টি শক্তি নিয়ে নাও)।

– তোমরা তৃণাচ্ছাদিত জমিতে শুয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকাও, ফিরেঞ্জ অতি শান্ত কণ্ঠে বললেন। আকাশের তারায় তোমাদের ভাগ্যের কথা লেখা আছে। আমাদের পূর্ব পুরুষ বা সগোত্র মানুষের কথা।

হ্যারি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকালো। ও সারা আকাশে তারার ঝিকিমিকি দেখতে পেলো। ওপোরের অগণিত ঝিকিমিকি করা তারা থেকে একটি মাত্র তারা যেন ওকে চোখ টিপলো।

ফিরেঞ্জ বললেন, আমি আশাকরি তোমরা সবাই গ্রহ আর তাদের চাঁদের কথা অ্যাস্ট্রোনমিতে শুনে থাকবে। শুধু তাই নয় আকাশে তাদের গতিবিধিও। শত শত বর্ষ ধরে আমরা সেনট্যাররা তাদের গতিবিধি ও রহস্য উদঘাটন করেছি। আমাদের গণনা বলছে, শিক্ষা দিচ্ছে। ওপোরের অনন্ত সীমাহীন আকাশে আমাদের সেইসব অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটবে, বিলীন হয়ে যাবে।

পার্বতী শুয়ে শুয়ে হাত তুলে বললো, প্রফেসর ট্রিলনী আমাদের জ্যোতির্বিদ্যা শিখিয়েছেন যে, মার্স (মঙ্গলগ্রহ) আমাদের নানা রকম দুর্ঘটনা ঘটায়। যেমন

আকস্মিক অ্যাকসিডেন্ট, পুড়ে যাওয়া, ওই রকম সব বিপদ-আপদ যখন সে শনির কাছে কোনাকুণি থাকে এখন যেমন দেখছি। ও শূন্যে একটা সমকোণ হাতের ভঙ্গিতে আঁকলো। তার মানে এই, মানুষে নরম জিনিস ব্যবহার করার সময় খুব সাবধান হবে।

– ফিরেঞ্জ বললেন, ওই অভ্যাস,মানুষের মুর্খামী ছাড়া আর কিছু নয়।

কথাটা শুনে পার্বতীর হাত ঝুলে পড়লো ওর এক ধারে।

– মানুষের ছোটো ছোটো আঘাত, দুর্ঘটনা, ফিরেঞ্জ বললেন ঘরের খাসপাতার ওপর দিয়ে হাঁটার সময় শব্দ সৃষ্টি করতে করতে। এগুলোর এখন আর গুরুত্ব নেই, অনেকটা বিরাট আকাশের প্রেক্ষাপটে ছোট ছোট পিঁপড়ে চলাফেরা করার মতো। সেগুলো চাঁদ-তারা সূর্য্য ইত্যাদির মহাকাশে বিচরণের বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

– প্রফেসর ট্রিলনী? পার্বতী বলতে শুরু করলো খুবই দুঃখিত এবং কটুকণ্ঠে।

– হ্যাঁ, তিনি একজন মানুষ, ফিরেঞ্জ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, মানুষ মাত্রই ভুল হয়, ভুল করে, তাদের একটা সীমা আছে।

হ্যারি মুখটা ঘোরালো পার্বতীর মুখটা দেখার জন্য। দেখে মনে হলো ফিরেঞ্জের কথায় খুবই মর্মাহত হয়েছে ও।

–সিবিল ট্রিলনী হয়তো দেখতে পেয়েছেন। সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না, আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ফিরেঞ্জ বললেন।

হ্যারি ফিরেঞ্জের ল্যাজের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেলো। সবসময় পায়চারি করছেন। কিন্তু আমার ধারণা তিনি নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে, সময়ের অপব্যবহার করেছেন। মানুষের ভবিষ্যৎবাণী বা ওইরকম একটা বোকা বোকা আত্মপ্রশংসা করে। আমি এসেছি তোমাদের কাছে সেনট্যারসদের জ্ঞানের কথা বলতে, সেগুলো ব্যক্তিগত নয় এবং পক্ষপাতশূন্য। আমরা আকাশের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, অশুভের ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া স্রোতের দিকে, অথবা সেখানে প্রাকৃতিক কিছু সংগঠনের দিকে। এমনি করে যা দেখছি বা ভাবছি তার সত্য নিরুপণের জন্য দশ দশটা বছর কাটিয়ে দিই। কথাটা বলে ফিরেঞ্জ হ্যারির ঠিক মাথার ওপোর লাল তারার দিকে আঙ্গুল তুললেন। দুটি গ্রহের কাছাকাছি মায়াবী অবস্থানের জন্য না অশান্তি, যুদ্ধ বিগ্রহ চলে আসছে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। আমাদের ঠিক মাথার ওপোর আকাশে জ্বল জ্বল করছে। জানাচ্ছে শিগগিরই যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হবার সম্ভাবনা। কত শিগগির হতে পারে সেনট্যারসরা আলোকপাত করতে চেষ্টা করে চলেছে, কিছু জড়ি-বুটি-লতা-পাতা পুড়িযে এবং আগুন আর গন্ধতে।

এই ধরনের অদ্ভুত লেসন হ্যারি জীবনে প্রথম শুনলো। ছাত্রছাত্রীরা ফিরেঞ্জের কথামতো সত্যসত্যই কোমল লোমশ পাতাওয়ালা গাছপালা ক্লাশরুমের মধ্যে নিয়ে

এস পোড়ালো। ফিরেঞ্জ বললেন, আগুনের আকার ও সঙ্কেত চিহ্ন লক্ষ্য করতে: কিন্তু যা যা বলেছেন, তার একটিও আকার চিহ্ন আগুনে না দেখা গেলেও ফিরেঞ্জ বলা মাত্র বিচলিত হলেন না। না হবার ব্যাখ্যা দিলেন যে মানুষের এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নেই সেন্ট্যারদের হাজার হাজার বছর লেগে গেছে তা আয়ত্বে আনতে। আরও বললেন, এই সবের ওপোর আস্থা রাখা মূর্খের পরিচয়। কারণ হাজার হাজার সাধনা করার পরও সেনট্যাররা এখনও ভুল করে। মুঠোর মধ্যে আনতে ব্যর্থ হয়েছে, ভুল গণনার জন্য। ওই রকম এক শিক্ষক আগে হ্যারি দেখেনি। মনে হয়, তার শিক্ষাদানের ব্যাপারটা ঠিক তিনি যা জানেন তা নয়। বলতে চাইছেন, পৃথিবীতে মানুষ অথবা সেনট্যারদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। কেউ প্রকৃতির ঊর্ধ্বে নয়।

রন খুব চাপা গলায় বললো, মনে হয় কোনও ব্যাপারেই তিনি নিশ্চিত নয়। লোমশ পাতাওয়ালা গাছপালার আগুন সকলেই নেভাতে ব্যস্ত। আমি বলতে চাই আসন্ন যুদ্ধের জন্য আমি বিস্তারিত কিছু করতে পারি, তুমি পারো না? বাইরে থেকে ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা বাজতেই সকলেই ক্লাস রুম থেকে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে লাফাতে লাফাতে পালিয়ে গেলো। হ্যারি একদম ভুলে গেছে ও ক্যাসেলের ক্লাসরুমে বসে রয়েছে। মনে হয় যেনো নিষিদ্ধ অরণ্যের মাঝে বসে রয়েছে। ক্লাসরুম শূন্য হলে ও সামান্য হকচকিয়ে গেলো।

হ্যারি- রন ক্লাশরুম ছেড়ে যাবে ঠিক সেই সময় ফিরেঞ্জে বললেন, হ্যারি পটার, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

হারি মুখ ফেরালো। সেনট্যার ওর দিকে দু'এক পা এগোতে রন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেলো।

– তুমিও ইচ্ছে করলে থাকতে পারো; কিন্তু ঘরের দরজাটা অনুগ্রহ করে ভেজিয়ে দাও, ফিরেঞ্জ বললেন।

রন দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

– হ্যারি পটার, তুমিতো হ্যাগ্রিডের বন্ধু, তাই না? সেনট্যার বললেন।

– হ্যাঁ, হ্যারি বললো।

– তাহলে, তুমি আমার হয়ে তাকে সতর্ক করে দিও। ওর লক্ষ্যভেদ ঠিক হয়নি। খুশি হবো যদি ও আবার চেষ্টা না করে।

হ্যারি আপন মনে বললো– লক্ষ্যভেদ হয়নি, চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে!

ফিরেঞ্জ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, বলে দিও আর যেনো চেষ্টা না করেন। আমি অবশ্য নিজে তাকে সতর্ক করে দিতে পারতাম, কিন্তু আমি তো এখন দল থেকে বিতাড়িত। আমার পক্ষে এখন গভীর অরণ্যে যাওয়া অবিবেচকের মতো কাজ হবে, হ্যাগ্রিড সেন্ট্যারদের সঙ্গে যুদ্ধ না করেই অনেক বিপদ-আপদ ডেকে এনেছে।

হ্যারি সামান্য ভীত হয়ে জানতে চাইলো হ্যাগ্রিড কী প্রচেষ্টা করেছেন।

ফিরেঞ্জ হ্যারিকে খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন।

– অবশ্য হ্যাগ্রিড আমার একটা বিশেষ বড় কাজ করে দিয়েছে, ফিরেঞ্জে বললেন, সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর ওপোর ভালবাসা ও যত্ন নিয়ে আমার শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। আমি তার গোপনতার বিশ্বাসঘাতকতা অবশ্যই করবো না, কিন্তু নির্বোধের মতো কাজ না করাই উচিত। ওকে বলবে, ওর প্রচেষ্টা কার্যকরী হয়নি। হ্যারি পটার গুড বাই।

* * *

কুইবলার কাগজের সাক্ষাৎকারের পর হ্যারি পটারের মনে যে আনন্দ, উৎসাহ হয়েছিলো এখন তা আর নেই, উবে গেছে। মার্চের শেষে এপ্রিল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো ধারাবাহিকভাবে নানা চিন্তা আর সমস্যা।

ওদিকে আমব্রিজ এক নতুন চাল ছেড়েছেন। নিয়ম করে কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিয়েচারের ক্লাসে আসতে শুরু করেছেন। সেই কারণে হ্যাগ্রিডকে ফিরেঞ্জের সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেয়া যাচ্ছে না।

সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে হ্যারি সুযোগ পেয়ে গেলো। 'ফ্যানটাসটিক বিসট অ্যান্ড হোয়ার টু ফাইন্ড দেম' বইটা হারিয়ে যাওয়ার অজুহাত নিয়ে একদিন ক্লাশ পালিয়ে হ্যাগ্রিডের কটেজে গিয়ে ফিরেঞ্জের সতর্ক বার্তা হ্যাগ্রিডের কানে তুললো। হ্যারির কথা শুনে হ্যাগ্রিড একটু আশ্চর্য হয়ে হ্যারির মুখের দিকে অনেকটা সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হ্যারি লক্ষ্য করলো হ্যাগ্রিডের মুখের ক্ষত তখনও ভালো করে সারেনি, চোখ মুখ ফুলে রয়েছে। কিন্তু সময় নষ্ট না করে নিজেকে সামলে নিলেন।

– ফিরেঞ্জ সত্যি ভালো লোক, হ্যাগ্রিড ছোট করে বললেন, আমার মনে হয় ও যা বলছে তা নিজেই জানে না। তবে উদ্দেশ্যটা ভালো সন্দেহ নেই।

– হ্যাগ্রিড আপনি কি করতে চান, বলতে চান বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাই করুন না কেন আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আমব্রিজ অজুহাত দেখিয়ে ট্রিলনীকে বরখাস্ত করেছেন। যদি আপনি আমাকে প্রশ্ন করেন তাহলে বলবো, তার লিস্টে আপনার নামও আছে, তাই যা করছেন এরপর তা করবেন না। তাহলে আপনি...।

– আমার চাকরি বজায় রাখার চাইতে আরও অনেক কাজ করার আছে। হ্যাগ্রিড কথাটা বললেও হ্যারি দেখলো ওর হাত কাঁপছে। বেসিন ছাপিয়ে ছোট ছোট কাঠের টুকরো (গ্লানরল) মেঝেতে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আমাকে নিয়ে অযথা চিন্তা করার প্রয়োজন নাই হ্যারি। ভালোছেলে হয়ে মন দিয়ে

পড়াশুনা করো যাও।

হ্যারির ক্যাসেলে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই। হ্যাগ্রিডের ঘরে চতুর্দিকে এলোমেলো সব আজেবাজে ছড়িয়ে থাকা দেখতে দেখতে মনোভঙ্গ হয়ে হ্যারি ফিরে এলো।

সময় ঘনিয়ে আসছে। বিভিন্ন শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের ও হ্যারিকে পঞ্চম বার্ষিক আসন্ন আউল-এর কথাটা বার বার মনে করিয়ে দিতে থাকে। সকলেই তাই চিন্তিত কি হবে, আর কি না হবে সেই কথা ভেবে। হান্না অ্যাবট সর্বপ্রথম ছাত্রী যে ম্যাডাম পমফ্রের কাছ থেকে হার্বোলজির ক্লাশে কামিং ড্রট পেলো। কাঁদতে কাঁদতে ঠিক করলো স্কুল ছেড়ে দেবে।

ডিএ লেসনের ব্যাপারটা না থাকলে হ্যারি খুবই অসুখী থাকতো সন্দেহ নেই। রুম অফ রিকোয়্যারমেন্ট ঘরে অনেকটা সময় কাটানো, বেশি পরিশ্রম ইত্যাদিতে ও খুবই আনন্দিত ও খুশি। সদস্য ছেলে মেয়েরাও ওরই সঙ্গে খুশি। খুবই পরিশ্রম করে চললো ওরা।

হ্যারি এক সময় ভেবে ভীষণ মজা পায়, যখন ভাবে– ওর দলের সদস্যরা ডিফেন্স এগেন্সট ডার্ক আর্টে আউট স্ট্যান্ডিং আউল পেলে আমব্রিজের মুখের দৃশ্য ভেবে।

ওরা শেষে পেট্রোনাসের কাজ শুরু করে দিলো। সকলেই সেটা শিখতে উদগ্রিব। হ্যারি ওদের একদিন ডিএ শিক্ষা ক্লাসে মনে করিয়ে দিলো ঘর ভর্তি লোক, দিনের উজ্জ্বল আলোতে বসে পেট্রোনাস করা আর অন্ধকার ডিমেন্টরস বা ওই রকম কিছুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সম্পূর্ণ আলাদা।

ডিএ শিক্ষার শেষদিন চো হাঁসের মত সারা ঘরে পেট্রোনাস উড়তে দেখে হাততালি দিয়ে বললো, হ্যারি তুমি আমাদের আনন্দ-উৎসাহ নষ্ট করে দিও না। দেখো দেখো কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ইস্টারের ছুটির আগে সেদিন ছিলো ডিএ ক্লাসের শেষদিন।

হ্যারি বললো, পেট্রোনাস দেখতে সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু ওরা তোমাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবে এটাই মোদ্দা কথা। আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অস্ত্র হলো বোগার্ট বা ওইরকম কিছু, যা আমরা আমাদের ডিএ ক্লাসে শিখেছি। আমায় পেট্রোনাস ব্যবহার করতে হয়েছিলো যখন ডিমেন্টরসরা ছদ্মভাবে বোগার্ট হয়েছিলো।

কিন্তু ল্যাভেন্ডর ওর ম্যাজিক দণ্ডের মুখ থেকে থোকা থোকা রূপালী বাষ্প বার করছিলো। রেগেমেগে বললো, ধ্যাৎ এখনও আমি পারছি না, তুমি করো।

নেভিলের অসুবিধে হচ্ছিলো। ওর জাদুদণ্ড থেকে খুব ধীরে ধীরে রূপালী বাষ্প বেরোচ্ছিলো।

হ্যারি বললো, মুখ গোমড়া করে থাকলে চলবে না। সবকিছু ঠিক ঠিক হলে ভাল হবে, সেই চিন্তা করো।

নেভিল বললো, সেই চেষ্টা করছি।

হ্যারি বললো, অসুবিধেতো থাকবেই। সেগুলো পরাজিত করতে হবে কঠিন পরিশ্রম করে।

একমাত্র হারমিওনের পেট্রোনাস ছাড়া সকলেরই একই অবস্থা।

ওদের ক্লাশরুমের দরজাটা খুলে কেউ ঘরে ঢুকলো। হ্যারি কে এসেছে দেখার জন্য দরজার দিকে তাকালো। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। কিন্তু মনে হলো কেউ ঘরে নিঃশব্দে ঢুকে কোথায় আত্মগোপন করে রয়েছে। এই কথা ভাবছে, ঠিক সেই সময় মনে হলো কে যেন ওর হাঁটুর কাছে রোব ধরে টানাটানি করছে! কে টানাটানি করছে দেখার জন্য হ্যারি মাথা নোয়াতেই দেখলো এলফ ডব্বি! ওর মাথায় কম করে আটটা প্রকাণ্ড পশমের হ্যাটে, মুখটা প্রায় ঢেকে গেছে।

– ওহো ডব্বি? হ্যারি ওকে দেখে বললো, কিছু অসুবিধে, কিছু বলবে? ডিএ ক্লাসের সবাই ডব্বির দিকে তাকিয়ে থাকে।

– হ্যারি পটার, স্যার! ডব্বি কাঁপতে কাঁপতে ককিয়ে ককিয়ে বললো– হ্যারি পটার স্যার, ডব্বি আপনাকে আগেভাগে সাবধান করে দিতে এসেছে। হাউজ এলফরা বলেছে, কথাটা আপনাকে না জানাতে, সতর্ক করে দিয়েছে।

হ্যারি জানে ডব্বির স্বভাব। রাগ-দুঃখ হলে সেটা প্রশমিত করার জন্য দেয়ালে ঘুষি মারে, মাথার হ্যাট খুলে ফেলে, মোজা খুলে ফেলে। দেয়ালের দিকে ডব্বি ছুটে যেতেই হ্যারি ওকে চেপে ধরলো। ডব্বি সামলাতে না পেরে মেঝেতে ছিটকে পড়া পশমের হ্যাটগুলোর ওপোর বসে পড়লো। হারমিওন আর দু'একজন ওকে ধরে সহানুভূতি দেখাতে লাগলো।

হ্যারি ওর ছোট্ট হাতটা ধরে বললো, তেমার কী হয়েছে ডব্বি? হাতটা না ধরলে ডব্বি হয়তো সেই হাতে বুকে ভীষণভাবে চাপ মেরে মেরে কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দিতো।

– হ্যারি পটার... ও... ও। ডব্বি অন্যহাতে নিজের নাকে প্রচণ্ডভাবে ঘুষি মারলো। হ্যারি সেই হাতটাও চেপে ধরলো।

– কার কথা বলছো, ডব্বি?

হ্যারি জানে ডব্বি কার কথা বলতে এসেছে।

– আমব্রিজ? হ্যারি ভয় পেয়ে বললো।

ডব্বি মাথা নেড়ে হ্যারির বুকে মাথা ঠুকতে লাগলো।

– আমব্রিজ তো কী হয়েছে? উনি তো আমাদের এই ডিএ ক্লাসের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

হ্যারি ডব্বির মুখ দেখে জবাবের প্রতিক্ষা করতে থাকে। ডব্বি হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে হ্যারির বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে ধপাস করে আবার মেঝেতে পড়ে গেলো।

হ্যারি ধীরস্থিরভাবে বললো, এই ঘরের দিকে আসছেন?

ডব্বি একটা পকেট থেকে লোহার হাতা বার করে নিজের পায়ে দমাদম করে পিটাতে থাকে।

– হ্যারি, হ্যারি পটার, হ্যাঁ... হ্যাঁ...।

হ্যারি, ডব্বির কথা শুনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের সকলের মুখের দিকে তাকালো, দেখলো সকলেই নিশ্চল– নিশ্চুপ, আসন্ন ভয়ে তাদের মুখ শুকিয়ে গেছে।

হ্যারি গর্জন করে ওদের বললো, এখানে তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? পালাও!

ঘরের সবাই একযোগে দরজা খুলে পালালো। হ্যারি ঘর থেকে শুনতে পেলো করিডোরে ওদের ভীত-সন্ত্রস্থ পদশব্দ! হ্যারি চায় সকলেই যেন তাদের ডরমেটরিতে চলে যায়। সবেমাত্র দশটা বেজে ন' মিনিট। ইচ্ছে করলে লাইব্রেরি অথবা প্যাঁচাদের থাকবার জায়গায় (আউলারিতে)ও যেতে পারে।

হারমিওন অবশ্য বললো, হ্যারি দেরি করবে না চলো।

ও ডব্বির হাতটা চেপে ধরে আদেশের সুরে বললো, ডব্বি তুমিও চলো। শোনো, আমি তোমাকে বার বার নিজেকে আঘাত করতে নিষেধ করছি তুমি শুনছো না।

হ্যারি ডব্বির হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে ঘরের বাইরে নিয়ে এসে ঘরের দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলো।

ডব্বি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নাসিক সুরে কাঁদতে কাঁদতে বললো– ধন্যবাদ হ্যারি পটার। তারপর ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে চলে গেলো। হ্যারি করিডোরে তাকিয়ে দেখলো জনমানবহীন, সকলেই চলে গেছে। ও ডানদিক ধরে চলতে শুরু করলো। সামনেই একটা ছেলেদের বাথরুম। ও ওখানে অনায়াসে লুকিয়ে রাখতে পারে! বলতে পারে অনেকটা সময় ও বাথরুমে ছিলো।

হঠাৎ কিছু একটা ওর পায়ের পাতা চেপে ধরলো। হঠাৎ চেপে ধরার জন্য প্রায় ছ'ফিট দূরে ছিটকে পড়লো। হোঁচট খেয়ে পড়া সামলাতে সামলাতে দেখলো ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যালফয়! চোখে– মুখে ওর বিদ্রূপের আর শয়তানী হাসি! ম্যালফয় ওকে দেখে একটা ড্রাগন আকৃতি ভেসের আড়ালে দাঁড়ালো।

– নাও ম্যাজিক ফলাও পটার! ম্যালফয় বললো। প্রফেসর একজনকে ধরেছি।

আমব্রিজকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখা গেলো। জোরে জোরে হাঁটার জন্য হাঁফাচ্ছেন। তাহলেও ফিট্‌ফাট্‌ কেতাদূরন্ত ড্রেস! মুখে একই রকম অমায়িক হাসি।

হ্যারিকে করিডোরের ফ্লোরে পড়ে থাকতে দেখে আমব্রিজ খুশিতে উপচে পড়ে বললেন– ও এর কথাই বলছিলে? শাবাস ড্র্যাকো, শাবাস! খুব ভালো কাজ করেছো। এর জন্য স্লিদারিয়ন পাবে পঞ্চাশ পয়েন্ট! আমি ওকে আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। এই যে হ্যারি পটার উঠে দাঁড়াও।

হ্যারি, আমব্রিজের মুখের দিকে তাকালো। আমব্রিজ হাসছেন। এর আগে আমব্রিজকে এতো খুশির হাসি হাসতে দেখেনি। আমব্রিজ হ্যারির হাতে টান মেরে দারুণ খুশিতে উপছে পড়া ম্যালফয়ের দিকে তাকালেন।

– ড্র্যাকো, আরও যদি দু'চারটেকে ধরতে পারো তো তাদের আমার ঘরে নিয়ে এসো। বাথরুম, লাইব্রেরি ঘর চেক করো। মেয়েদের ব্যাপারটা মিস্ পারকিনসন করতে পারেন। ম্যালফয় আমব্রিজের হুকুম তামিল করতে লাফাতে লাফাতে চলে গেলে আমব্রিজ বললেন, ঘরে তুমি আমার সঙ্গে হেডমাস্টারের চলো পটার।

যেতে যেতে হ্যারির মাথায় অনেক চিন্তা : রনের নাম মিসেস উইসলি জানতে পারলে কি মনে করবেন, হারমিওন হয়তো ওর আউল পাবে না। বাকিদের অবস্থাও খুব ভালো হবে না বলে হ্যারির মনে হয়। ও আমব্রিজের সঙ্গে বাঘের মুখ পেরিয়ে ডাম্বলডোরের ঘরের সামনে দাঁড়ালো। আমব্রিজ ডাম্বলডোরের ঘরের বন্ধ দরজাতে নক করার কথাও না ভেবে হ্যারির হাত শক্ত করে ধরে ঘরে ঢুকলেন।

অফিস ভর্তি লোক। ডাম্বলডোর যেমন সচরাচর ডেস্কের পেছনে বসে থাকেন তেমনি বসে রয়েছেন। পাশেই ম্যাকগোনাগল জবু থবু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখ দারুণ উত্তেজনা। কর্নেলিয়স ফাজ ফায়ার প্লেসের চারধারে ঘুরছেন, মুখ গম্ভীর। দরজার দু'ধারে দু'জন জাদুকর পাহারা দিচ্ছে। একজনকে হ্যারি চিনতে পারলো– কিংগস্লে শ্যাকলবোল্ট। অন্যগার্ডকে হ্যারি ঠিক চিনতে পারলো না। পার্সি উইসলিও ঘরের চারধারে গম্ভীর মুখে ঘোরাফেরা করছে। ওর হাতে একটা কুইল আর একগাদা পার্চমেন্টস। দেখে মনে হয় পার্চমেন্টে নোট লেখার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

অতীতের হেড মাস্টার আর মিস্ট্রেসরা তাদের ফ্রেমের মধ্যে রয়েছেন। সকলেই গম্ভীর, আর ঘরের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে তার প্রতি সজাগ।

হ্যারি ঘরে ঢুকতেই প্রোট্রেটের অতীতের জাদুকরদের মধ্যে চাপা গলায় ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেলো। খুবই জরুরি কিছু শুনতে চান মনে হয় তাদের মুখ দেখে।

হ্যারি আমব্রিজের হাত থেকে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কর্নেলিয়স ফাজের মুখের পানে তাকালো। দেখলো ফাজ ওর দিকে অসম্ভব এক বিশ্রি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। মুখে কদর্য হাসি!

– বেশ, বেশ, উনি বললেন।

হ্যারিও বিশ্রীভাবে ফাজের দিকে তাকালো। অনেকটা শঠে শঠ্যাং ভাব! ওর বুকের ভেতর হাতুড়ি পিটলেও মস্তিষ্ক অতিশয় ঠাণ্ডা ও পরিস্কার।

আমব্রিজ বললেন, পটার, গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ঘোরাফেরা করছিলো। গলার সুর অতিশয় কদর্য... অনেকটা ট্রিলনীকে বরখাস্ত করার সময়ের মতো।

– ম্যালফয়ের পুত্র ওকে হাতেনাতে ধরেছে।

ফাজ খুব আনন্দের সঙ্গে বললেন, সত্যি, সত্যি? ও ঘোরাফেরা করছিলো? আমি অবশ্যই লুসিয়াসকে খবরটা দিতে ভুলবো না। আচ্ছা পটার আমি আশা করছি তুমি ওখানে কেন ঘুরছিলো, ঠিক বলতে পারবে– তাই না?

হ্যারি সোৎসাহে বলতে গেলো, হ্যাঁ, কিন্তু ডাম্বলডোরের দিকে চোখ পড়তেই বাকি কথাটা বলতে পারলো না, মুখের ভেতর রয়ে গেলো। ওদিকে ডাম্বলডোর কিন্তু হ্যারি পটারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন না। দৃষ্টি তার হ্যারির পেছনের দেয়ালে একটা ছিদ্রের দিকে। কিন্তু হ্যারির দিকে খুব ছোট করে হাসলেন ডাম্বলডোর তার ঠোঁট দুটো না খুলে।

হ্যাঁ কি বলছিলে? অনুগ্রহ করে বলো।

– ইয়ে, না। হ্যারি দুর্বলতা কাটিয়ে শক্তভাবে বললো।

– হ্যাঁ কি বললে? তুমি এখানে এসেছা কেন তা তুমি জানো না?

– না, জানি না, হ্যারি বললো।

ফাজ হ্যারির দিক থেকে ডাম্বলডোরের দিকে তাকাতে সেই ফাঁকে ও ডাম্বলডোরকে দেখলো।

– কেন এসেছো সে সম্বন্ধে তোমার কোনও আইডিয়া নেই, ফাঁজ বেশ ব্যাঙ্গের ভাব মুখে এনে বললেন।

জানি না, হ্যারি বললো।

– প্রফেসর আমব্রিজ তাহলে কেন তোমাকে সঙ্গে করে এখানে এনেছেন? তোমার জানা নেই যে তুমি স্কুলের আইন ভেঙেছো?

– স্কুলের আইন? হ্যারি বললো। না তো।

– অথবা মন্ত্রণালয়ের ডিক্রি? ফাজ আইনের বদলে ডিক্রি কথাটার ওপোর জোর দিয়ে বললেন।

হ্যারি অতি ভদ্র ও অমায়িকভাবে বললো– না স্যার, সেরকম কিছু করেছি বলে তো আমার মনে হয় না।

ওর বুকের ভেতর হাতুড়িপেটা থামেনি। বুঝতে পারছে সেই সময়ে ফাজের রক্তচাপ বাড়ছে। বুঝতে পারছে না কোন শক্তিতে ও তাদের কাছ থেকে মুক্তি পাবে। কেউ যদি ওর 'ডিএ' শিক্ষার ব্যাপারে আমব্রিজকে খবর দিয়ে থাকে তাহলে তার নায়ককেও তার সঙ্গে বাক্স প্যাঁটরা গোছাতে হবে।

ফাজ বললেন, তাহলে তুমি কিছুই জানো না। তার গলার স্বরে ক্রোধের আগুন। একটা বেআইনী সংগঠন স্কুলের মধ্যে ধরা গেছে?

– হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, হ্যারি বললো। মুখে চোখে তার নিরীহ নিরাপরাধীর ছাপ।

আমব্রিজ বললেন, আমার মনে হয় যে খবরটা দিয়েছে তাকে ডেকে পাঠালে সবকিছু জানা যাবে, মাননীয় মন্ত্রী।

– হ্যাঁ হ্যাঁ তাই করুন, ফাজ বললেন।

আমব্রিজ ঘর ছেড়ে চলে গেলে ফাজ বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন। সৎ সাক্ষীর মতো আর কিছু নেই, আছে কী, ডাম্বলডোর?

ডাম্বলডোর মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন, না একদম না। কর্নেলিয়স।

কয়েক মিনিট কেউ কারও দিকে তাকালেন না। তারপর হ্যারি ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলো। আমব্রিজ ঘরে ঢুকলেন চো'র কোঁকড়ানো চুলের বিশিষ্ট বন্ধু মেরিয়েটার কাঁধটা চেপে ধরে। মেরিয়েটা দু'হাতে মুখ ঢেকে রইলো।

প্রফেসর আমব্রিজ গলার স্বর খুবই নরম করে বললেন– ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার কিছু নেই। ওর পিঠ চাপড়ালেন, ঠিক আছে সব ঠিক আছে, তুমি উচিত কাজ করেছো। মন্ত্রী তোমার ওপোর খুব খুশি। তোমার মাকে অবশ্যই জানাবেন তোমার মতো মেয়ে দুটি হয় না। মেরিয়েটার মাকে মন্ত্রী মশাই অবশ্যই চেনেন ম্যাডাম এজকোম্বে। ম্যাজিক্যাল ট্রান্সপোর্টেশনে কাজ করেন, ফ্লু নেটওয়ার্ক অফিসে। হোগওয়ার্টসে আগুন লেগেছিলো, তখন তিনি পুলিশকে খুবই সাহায্য করে ছিলেন, অবশ্যই আপনি জানেন!

– বাঃ বাঃ অতি সুন্দর, অতি সুন্দর ফাজ হাসতে হাসতে বললেন। যেমন মা তেমন মেয়ে, তাই না? খুব ভালো, এদিকে এসে দাঁড়াও, আমার দিকে নির্ভয়ে তাকাও। হ্যাঁ বলতো, তুমি কি জানো।

মেরিয়েটা ধীরে ধীরে মাথা তুলতে ফাঁজ এক-দু'পা পিছনে হটতেই ফায়ার প্লেসের আগুনে তার রোবের তলাটায় আগুন লেগে ধোঁয়া বেরোতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ ফাজ মন্ত্রবলে আগুন নিভিয়ে দিলেন। মেরিয়েটা ভয় পেয়ে আলখেল্লাটা তুলে মুখে তোলার আগেই অনেকের দৃষ্টি পড়ে গেলো ওর মুখের ওপোর। ওর মুখটা লাল লাল গুটিতে ভর্তি, একবিন্দুও জায়গা বাকি নেই। বেশ পরিষ্কারভাবে নাকে আর গালে লেখা রয়েছে গুপ্তচর (স্নিক)।

– যাক গে, তুমি ওইসব মুখের স্পটে ধ্যান দিও না। মন্ত্রী মশাইকে তুমি যা জানো সবিস্তরে মুখ থেকে আলখেল্লাটা সরিয়ে ফেলে বলো।

কিন্তু মেরিয়েটা রোবটা না সরিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলো।

আমব্রিজ ওর পিঠ চাপড়ে বললেন, থাকগে তোমায় বলতে হবে না, আমি

সবাইকে বলছি। আমব্রিজ মুখে অমায়িক হাসি টেনে এনে বললেন আজ সন্ধ্যেবেলা ডিনার শেষ করে মিস এজকুম্বে আমার ঘরে এসে বললো, ওর কিছু আমাকে বলার আছে। ও বললো আমি যেন ওর সঙ্গে আটতলায় গোপন ঘরে যাই। যার নাম 'রুম অফ রিকোয়্যারমেন্ট' ওখানে গেলে আমার যাতে কাজে লাগে সেরকম কিছু দেখতে পাবো। আমি ওকে দু'একটা প্রশ্ন করার পর জানতে পারলাম ওই ঘরে কিছু ছাত্র-ছাত্রী কিছু একটা মিটিং করছে। দুঃখের বিষয় এইটুকু বলার পর, ওর মুখের ঢাকা সরিয়ে দেখলাম ওর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

তারপর মেরিয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, সন্দেহ নেই তুমি খুব সাহসী মেয়ে। তুমি সাহস করে প্রফেসর আমব্রিজের কাছে সব কিছু জানিয়েছো। তা তুমি কী বলবে সেই মিটিং-য়ে কি আলাপ-আলোচনা হচ্ছিলো? কিসের জন্য আর সেখানে কারা কারা উপস্থিত ছিলো?

কিন্তু মেরিয়েটা নীরব। বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলো। চোখে মুখে ভয়ের ছাপ!

ফাজ আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে বললেন, মেয়েটিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা হয়েছে, ওটা হটাবার কিছু মন্ত্র নেই? তাহলে মনে হয় ও বলতে পারবে।

আমব্রিজ বললেন, আজ পর্যন্ত তো আমি জানি না।

হ্যারি জানে জাদুমন্ত্রটা হারমিওনের।

– যাকগে কিছু না বললেও, বাকিটা আমি বলছি। মিনিস্টার আপনার বোধহয় স্মরণ আছে গত অক্টোবর মাসে আপনাকে হ্যারির হগসমিডের হগসহেডে গোপন মিটিংয়ের কথা লিখে জানিয়েছিলাম?

ম্যাকগোনাগলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। বললেন, সেই মিটিং সম্বন্ধে আপনি কোনও প্রমাণ দাখিল করতে পারেন?

– আমার কাছে উইলী ওয়াইডারসাইনের হলফনামা আছে মিনার্ভা। সৌভাগ্য বলুন চাই দুর্ভাগ্য বলুন সেই সময় হগসহেডের পাবে মজুদ ছিলেন। তার মুখে বেশি রকম ব্যান্ডেজ বাধা থাকলেও কিছু শোনার অসুবিধে ছিলো না। আমব্রিজ যুদ্ধ জয়ের ভঙ্গিতে বললেন, ও ওদের সব কথা শোনার পর সোজা সেখান থেকে আমার কাছে এসে রিপোর্ট করেছিলো।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, সেইজন্য টয়লেট ঠিকমতো দেখাশুনো না করার অপরাধে শাস্তি পাননি, তাই না? বাঃ বাঃ খুব সুন্দর আমাদের ন্যায় বিচারের পদ্ধতি!

ডাম্বলডোরের পিছনে দেয়ালে টাঙ্গানো লাল নাক ওয়ালা এক জাদুকর বলে উঠলেন, বেশ উপভোগ করার মতো দুর্নীতি! আমার আমলে মন্ত্রিসভা এমন দুর্নীতি বরদাস্ত করভেন না।

ডাম্বলডোর খুব নরোমভাবে বললেন, ধন্যবাদ ফরটেসক্যু। এইটুকু যথেষ্ট।

– ওদের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, ছাত্রছাত্রীদের এমন একটা দলে গঠন করা, যে দল এমন সব নিয়ম বহির্ভূত কাজকর্ম করবে যা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত, বে-আইনী স্পেল আর কার্স শেখা।

ডাম্বলডোর বললেন, ডলোরেস আপনি সম্ভবতঃ ভুল করছেন। বলার সময় তার অর্ধ চন্দ্রাকৃতি চশমা নাকের কাছে নেমে এলো।

হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো। বুঝতে পারলো না ডাম্বলডোর ওকে কেমন করে মুক্ত করবেন। উইলি ওয়াইডারসাইনস যদি সত্যিই সব শুনে রিপোর্ট করে থাকে তাহলে তো পালাবার কোনো পথ নেই।

– ওহো তাই নাকি, ফাজ বললেন। ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। বল এখন তার কোর্টে, বেশ আপনারা তাহলে ডাম্বলডোরের মুখ থেকে পটারকে মুক্ত করে নেবার আজগুবি গল্প শুনুন।

– হ্যাঁ, বলে যান ডাম্বলডোর উইলি ওয়াইডারসাইনস মিথ্যা কথা বলছে– তাই না? তা না হলে সেদিন হগসহেডে পটারের মত তার এক যমজ ভাই ছিলো? আরও অনেক কিছু।

পার্সি উইসলি বেশ বড় দেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো।

– মিনিস্টার! মিনিস্টার আপনি যথার্থ বলেছেন, হ্যারির ইচ্ছে হলো পার্সির পেছনে একটা লাথি মারে। তারপরই দেখলো ডাম্বলডোর মৃদ্যু মৃদ্যু হাসছেন।

– কর্নেলিয়স ফাজ, আমি আপনার কথা যেমন অবিশ্বাস করছি না, তেমনি হ্যারি সেখানে ছিলো না তাও না। হ্যাঁ, সে ছিলো, কিন্তু সে ডার্ক আর্টের ডিফেন্সের জন্য সদস্য সংগ্রহ করেছিলো। আমি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ডলোরেসকে বলতে চাই যে একথা ভাবলে ভুল হবে ও কোনো বেআইনী কাজে লিপ্ত ছিলো। আপনি যদি ভুলে গেছেন তো বলি, মিনিস্ট্রির ডিক্রিতে ছাত্রছাত্রীদের কোনও সোসাইটিতে যোগদান নিষেধ করবার দু'দিন আগে ওরা হগসহেডে মিলিত হয়েছিলো। তাহলে স্বীকার করতে বাধা নেই যে ডিক্রি চালু হওয়ার পর তারা কিছু করেনি।

পার্সির মুখ দেখে মনে হলো কেউ একটা ভারি জিনিস ওর মুখে আচমকা ছুঁড়ে মেরেছে। ফাজ মিড-বাউন্স বলে অনড় হয়ে গেলেন, মুখ হাঁ করে রইলেন।

আমব্রিজ সবার আগে বললেন। যা বলেছেন, সবই খুব ভালো হেডমাস্টার। আমব্রিজ বললেন না যে– প্রায় চারমাস হয়ে গেলো এডুকেশনল ডিক্রি নম্বর চব্বিশ জারি হয়েছে। তাহলে যদি তাদের প্রথম সমাবেশ বেআইনী না হয়, তাহলে তারপর যা যা ঘটেছে সেগুলো অবশ্যই বে-আইনী।

– ওয়েল, ভালোকথা, নিজের ইন্টারলকড আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই ডিক্রি চালু হবার পর যদি তারা কিছু করে থাকে। আপনি কী কোনও প্রমাণ

দিতে পারেন সেই ডিক্রি চালু হবার পর তারা কিছু সমাবেশ চালিয়েছিলো?

ডাম্বলডোর যখন বলছিলেন হ্যারির কানে এলো পেছনে কিছু ঝটপট শব্দ। মনে হলো কিংগস্লে কিছু বলছে। আরও মনে হলো ওর পাশে কিছু রয়েছে, সম্ভবত একটা পাখির ডানা। ও এধার ওধার তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলো না।

– প্রমাণ? তার ব্যাঙ্গের মত মুখে বিশ্রী হাসি টেনে এনে বললেন, আপনি কী কিছুই শুনতে পাননি ডাম্বলডোর? আপনি কেন জানেন না মিস এজকুম্বে কেন এখানে এসেছেন?

– ও, তাহলে তিনি আমাদের ছ'মাসের মিটিং সংক্রান্ত কিছু বলতে এসেছেন? ভুরু তুলে ডাম্বলডোর বললেন। আমি ভাবছিলাম তিনি হয়তো আমাদের আজ রাতের মিটিংয়ের কথাবার্তা লিপিবদ্ধ (রেকর্ড) করতে এসেছেন।

– আমব্রিজ বললেন, মিস এজকুম্বে তাহলে আমাদের ওদের মিটিংয়ের স্থায়িত্বকাল দয়া করে বলুন। আপনি শুধু মাথা নাড়তে বা মাথা ঝাঁকানি দিতে পারেন। আমি স্থির বিশ্বাস করি তাতে কিছু অশুদ্ধি হবে না। গত ছয় মাস ধরে কি ওরা ধারাবাহিকভাবে মিটিং করে চলেছে?

হ্যারি বুঝতে পারে অকাট্য প্রমাণ আছে, ওর পেটের ভেতরটা মোচড় দিলো। ডাম্বলডোর সেই প্রমাণ খারিজ করতে পারবে না।

আমব্রিজ মেরিয়েটাকে সেই একই কথা বললেন, তাড়াতাড়ি বলো এর মধ্যে তোমার ওপোর প্রদত্ত যাদুমন্ত্র আবার সজাগ হতে পারবে না।

সকলেই মেরিয়েটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওর মুখ ঢাকা, শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। হ্যারি আশ্চর্য হয়ে দেখলো মেরিয়েটা মাথা নাড়লো।

আমব্রিজ প্রথমে ফাজ, তারপর মেরিয়েটার দিকে তাকালেন।

– আমার মনে হয় তুমি আমার প্রশ্ন সঠিক বুঝতে পেরেছো, পেরেছো কী? আমি জানতে চাই তুমি কী গত ছ'মাস ধরে ওই মিটিংয়ে যাচ্ছো? হ্যাঁ কিংবা না বলো।

আবার মেরিয়েটা মাথা নাড়লো।

– তুমি মাথা নেড়ে কি জানাতে চাইছো? আমব্রিজ তিক্ত কণ্ঠে বললেন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ঝটপট বললেন, আমার মনে হয় ও যা বলতে চাইছে তা ঠিক। গত ছ'মাসে ওরা কোনো গোপন মিটিং করেনি। কথাটা কি সত্য মিস এজকুম্বে?

মেরিয়েটা মাথা ঝাঁকানি দিলো।

আমব্রিজ রেগে তেলে বেগুনে আগুন হয়ে বললেন– কিন্তু আজ রাতে তো মিটিং হয়েছিলো? হ্যাঁ মিটিং হয়েছিলো মেরিয়েটা, তুমি আমাকে স্পষ্ট নালিশ করেছিলে। রুম অফ রিকোয়্যারমেন্টে মিটিং- এ পটার ছিলো তার লিডার তাই না?

পটার সেই মিটিং অর্গানাইজ করেছিলো। কিন্তু মিস মেরিয়েটা তবে কেন তুমি তোমার মাথা নাড়ছো?

ম্যাকগোনাগল বললেন– সাধারণত মানুষে যখন তাদের মাথা নাড়ে তো তারা বলতে চায় 'না'। আমার মনে হয় মিস মেরিয়েটার ওই সাইন ল্যাংগোয়েজের জ্ঞান কম আছে।

প্রফেসর আমব্রিজ মেরিয়েটাকে কাছে টেনে ওর মুখটা ধরে প্রবলভাবে ঝাঁকানি দিতে লাগলেন। এক মুহূর্ত পর ডাম্বলডোর দাঁড়ালেন, হাতের জাদুদণ্ড তুললেন। কিংগস্লে এগিয়ে আসতে লাগলো আর আমব্রিজ মেরিয়েটার কাছ থেকে ছিটকে পড়লেন। হাত দুটো ওপোরে তুলে দোলাতে লাগলেন এমনভাবে যেনো হাতদুটো আগুনে পুড়ে গেছে, পুড়ে যাওয়ার জ্বালা মেটাচ্ছেন।

ডাম্বলডোর রেগে বললেন, ডলোরেস, তুমি আমার সামনে আমার ছাত্রীর উপর এইরকম রুঢ় ব্যবহার করতে পারবে না।

হ্যারি এই প্রথম ডাম্বলডোরকে অসম্ভবভাবে রাগতে দেখলো। কিংগস্লে তার ভাবগম্ভীর স্বরে বললেন, ম্যাডাম আপনি দয়া করে শান্ত হয়ে বসুন। এখন আর নিজেকে গোলমালে জড়াবেন না।

কিংগস্লের দূর্দমনীয় চেহারার দিকে তাকিয়ে আমব্রিজ বললেন, আমি বলছি; মানে আপনি ঠিক কথা বলেছেন। শ্যাকেলবোল্ট... আ... আ... বোধহয় ভুল করেছি।

আমব্রিজের সামনে মেরিয়েটা প্রায় স্থবিরের মতো দাঁড়িয়েছিলো। ওর ভাবভঙ্গি বা মুখ দেখে বোঝা শক্ত ও আমব্রিজের রুঢ় আচরণে বা ওকে মুক্ত করাতে খুশি হয়েছে। তখনও ও ওর আলখেল্লায় মুখ পর্যন্ত ঢেকে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

হঠাৎ হ্যারির মনে সন্দেহ হলো। জড়িত রয়েছে কিংগস্লের ফিস ফিস কথা, আরও অনেক কিছু রয়েছে জড়িয়ে।

– ফাজ বললেন, ডোলারেস একটা কিছু মীমাংসা করার চেষ্টায় আজকের ওই মিটিং। আমরা জানি অবশ্যই কিছু ঘটেছিলো।

আমব্রিজ বললেন, হ্যাঁ। ব্যাপারটা পরিষ্কার করে আবার বলছি, মিস এজকুম্বে আমাকে খবর দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আটতলায় উঠি, আমার সঙ্গে আরও কয়েকটি সৎ বিশ্বাসভাজন ছাত্রছাত্রী ছিলো, আমার উদ্দেশ্য ছিলো ওইসব বেআইনী কাজে লিপ্ত থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেনাতে ধরা। মনে হয়, আমার আসার খবর ওদের কেউ আগেভাগে জানিয়ে দিয়েছিলো, তাই আমার আসার খবর পেয়ে ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে যত্রতত্র ছুটে পালাতে থাকে। তাতে কিছু আসে যায় না, ওদের নাম আমার ফাইলে লেখা আছে। মিস পারকিনসন আমার হয়ে রিকোয়্যারমেন্ট

ঘরে ঢুকে খোঁজ করে, যদি কিছু তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায়। যাকগে, এখন জানা দরকার কে ওদের ঘরটি ব্যবহার করতে দিয়েছিলো।

হ্যারি আরও ঘাবড়ে গেলো আমব্রিজকে তার রোবের পকেট থেকে সদস্যদের নামের তালিকা বার করছেন দেখে। নামগুলো রিকোয়্যারমেন্ট ঘরে পিন দিয়ে সাঁটা ছিলো। আমব্রিজ তালিকাটা ফাজের হাতে দিলেন। বললেন, পটারের নাম ওই তালিকায় দেখেই ধরতে পেরেছি। এখন বুঝতে পারা যাবে কেন আমরা এখানে এসছি।

– বাঃ বাঃ চমৎকার, একগাল হেসে ফাজ তালিকাটা হাতে নিয়ে বললেন। অতি চমৎকার জবাব নেই ডলোরেস, বজ্রপাত ঘটিয়েছেন দেখছি।

ফাজ, ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন। ডাম্বলডোর তখনও মেরিয়েটার পাশে দৃঢ়চিত্তে দাঁড়িয়ে, জাদুদণ্ডটা শিথিলভাবে ধরে রেখেছেন।

– দেখা যাক ওরা তাদের দলের কি নাম রেখেছে– ডাম্বলডোরের সৈনিক।

ডাম্বলডোর এগিয়ে গিয়ে ফাজের হাত থেকে পার্চমেন্টটা নিলেন। হারমিওনের হাতে লেখা প্রায় একমাসের আগে সদস্যদের নাম আর দলের নাম! ডাম্বলডোর কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে যেনো তার। তারপরই জড়তা কাটিয়ে মুখ তুলে হাসলেন।

খুব সাধারণভাবে ডাম্বলডোর বললেন, খেলা এখন সাঙ্গ হয়েছে। আপনি কী আমার কাছ থেকে লিখিত স্বীকৃতি চান কর্নেলিয়স অথবা এই সব সাক্ষীদের সামনে মৌখিক বিবৃতি যথেষ্ট হবে।

হ্যারি দেখলো, ম্যাকগোনাগল আর কিংগস্লে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন। কি হবে বা হচ্ছে ও যেনো ঠিক বুঝতে পারছে না, বিশেষ করে ফাজের মতলব।

– বিবৃতি? ফাজ খুব আস্তে বললেন– কিসের? আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না!

হাসতে হাসতে ফাজের মুখের সামনে নামের তালিকাকাটা দোলাতে দোলাতে বললেন, ডাম্বলডোরের সৈন্যদল, কর্নেলিয়স। পটারের নয় ডাম্বলডোরের আর্মি।

– কিন্তু... তবে... তবে...।

সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ যেনো বুঝতে পেরেছেন ফাজ, সেই বোঝার ভাব তার চোখে মুখে প্রজ্জ্বলিত হলো। ভয় পেয়ে দু'একপা পিছু হটলেন, তীক্ষ্ম কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠে আগুনের কাছ থেকে লাফিয়ে সরে গেলেন।

– আপনি? বিড়বিড় করে বললেন, জ্বলে যাওয়া আলখেল্লাতে পদাঘাত করলেন।

ডাম্বলডোর স্নিগ্ধভাবে বললেন, কোনও সন্দেহ নেই। ঠিকই ধরেছেন।

– আপনি, আপনি ওই সৈন্যদল গড়ছেন?

– যথার্থ আমিই করেছি, ডাম্বলডোর বললেন।

– আপনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সৈন্যদল গঠন করছেন?

– হ্যাঁ করেছি। আজ রাতে সেই সৈন্যদলের প্রথম সমাবেশ হয়েছিলো, ডাম্বলডোর সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। দেখছিলাম ওদের উৎসাহ আর আগ্রহ। এখন দেখছি মিস এজকুম্বেকে ডাকা অতি অবশ্যই ভুল হয়েছিলো।

মেরিয়েটা মাথা ঝাঁকানি দিলো। ফাজ ওর দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে দৃষ্টি ফেরালেন মেরিয়েটার মুখের দিকে। উত্তেজনায় তার বুকটা হাপরের মতো ফুলছিলো।

চিৎকার করে বললেন, তাহলে আপনি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন?

ডাম্বলডোর প্রাণখুলে হেসে বললেন, ঠিকই ধরেছেন।

– না! হ্যারি সরবে বলে উঠলো।

কিংগস্লে সতর্ক হবার দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। ম্যাকগোনাগল তিরস্কারের ভঙ্গিতে, কিন্তু সহসা হ্যারির মনে উদয় হলো ডাম্বলডোর যা করতে চাইছেন, তা না করাই যেনো ভালো।

– না না প্রফেসর ডাম্বলডোর...!

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, হ্যারি, সংযত হও, আমার মনে হয় তোমার আমার দপ্তর থেকে বিদায় নেওয়া ভালো হবে।

ফাজ ভীষণ জোরে বললেন, চুপ করো পটার, তখনও তিনি ডাম্বলডোরের দিকে ভয়মিশ্রিত আনন্দে তাকিয়েছিলেন। বেশ, বেশ বেশ, আজ আমি এখানে এসেছিলাম পটারকে স্কুল থেকে বহিষ্কারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার বদলে ।

– তার বদলে আমাকে গ্রেফতার করতে হবে, ডাম্বলডোর হাসতে হাসতে বললেন। অনেকটা অচল মুদ্রা হারিয়ে খুঁজতে গিয়ে স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার তাই না?

– উইসলি! ফাজ বাঁজখাই গলায় বললেন। আনন্দে অধীর হয়ে কাঁপছেন ফাজ, উইসলি আশা করি তুমি সব নোট করেছো, যা যা ডাম্বলডোর বলেছেন। স্বীকারোক্তি... হ্যাঁ সবই...?

পার্সি মাথানত করে বললো, অবশ্যই স্যর! ওর নাকের ডগাটায় কালি লেগে গেছে তাড়াহুড়ো করে লেখার জন্য!

– লিখবে, তলে তলে মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করে চলেছেন, ডাম্বলডোর আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চক্রান্ত করছেন। ঠিক ঠিক লিখেছো তো?

পার্সি ওর লেখা নোট পড়তে পড়তে বললো, হ্যাঁ স্যার সবই।

– চমৎকার এখন তুমি ওই নোটটার দু'কপি করে একটুও দেরি না করে ডেইলি প্রফেটে এক কপি পাঠিয়ে দাও। ফাজ যেনো আনন্দে ফেটে পড়েছেন।

তুমি যদি দ্রুত পৌঁছে দেবার জন্য একটা প্যাঁচা জোগাড় করতে পারতে তাহলে আরও ভাল হতো। তাহলে কাল সকালেই শেষ শহর সংস্করণে খবরটা ছেপে বেরোতে পারে!

কথাটা শুনে পার্সি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় দরজাটা শব্দ করে বন্ধ করে দিলো। ফাজ আবার ডাম্বলডোরের দিকে তাকালেন, এখন আপনাকে মিনিস্ট্রিতে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখানে প্রথাগতভাবে আপনাকে চার্জশিট দেয়া হবে, তারপর বিচার শুরু হবার আগে আপনাকে আজকাবান কারাগারে পাঠানো হবে।

– আহ, ডাম্বলডোর অতি ভদ্রভাবে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ এখন ভাবছি বাধা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন আছে, ছোট বাধা।

– বাধা? ফাজ থতোমতো খেয়ে বললেন। তাহলেও তখনও তিনি অতি উৎফুল্ল, আনন্দে গলার স্বর কাঁপছে। আমি তো সামনে কোনো বাধা দেখছিনে ডাম্বলডোর!

– দেখছেন না, কিন্তু দুঃখিত, আমাকে করতেই হবে, ডাম্বলডোর নম্রতার সঙ্গে বললেন।

– ওহ, তাই নাকি?

– ওয়েল, আপনি এখনও দেখছি ভাবজগতে বিচরণ করছেন মি. ফাজ। কথাটা কি যেন? শান্তভাবে আপনাকে অনুসরণ করবো। দুঃখিত আমি মোটেই শান্ত ভাবে চলবো না কর্নেলিয়স। আমার কিন্তু মোটেই আজকাবানে যেতে মন চাইছে না। গেলে অবশ্য ভেঙে বেরিয়ে আসবো, অবশ্যই নিশ্চিন্ত থাকুন; কিন্তু আশ্চর্য লাগছে আপনাদের সময়ের অপব্যবহার দেখে। সত্যি কথা বলতে কি, কোনো কিছু করবার আগেই কি করতে হবে তার ব্যবস্থা আগেই করে রাখি।

আমব্রিজের মুখ একটু একটু করে লাল হয়ে যাচ্ছে। মনে হয় ওকে এক ট্রাঙ্ক গরম জলে চুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফাজ ডাম্বলডোরের দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে রইলেন মনে হয় হঠাৎ কেউ তার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরেছে অতর্কিতে।

ফাঁজ গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করে কিংগস্লে আর কদমছাঁট ওয়ালা পাকাচুলের একজনের দিকে তাকালেন। ঘরের সকলেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কদমছাঁট দেওয়া লোকটা দেওয়ালের কাছ থেকে সামান্য এগিয়ে এলো, ফাজকে যেনো সাহস জোগালো। হ্যারি দেখলো লোকটা ওর পকেটে হাত পুরলো। ডাম্বলডোর ওর দিকে তাকিয়ে দয়া পরবাস কণ্ঠে বললেন, মূর্খের মতো কাজ করো না ডলিশ। আমি জানি তুমি অতি চতুর কর্তব্য পরায়ণ অউরর। আমি যেন শুনছি তুমি সব নিউটতে আউটস্ট্যান্ডিং পেয়েছো। কিন্তু তুমি যদি আমার ওপোর তোমার শক্তি দেখাতে চাও তাহলে আমি তোমাকে বাধা দিতে বাধ্য হবো।

ডলিশ নামের অউরর বোকার মতো চোখ পিটপিট করতে লাগলো। খুব সম্ভব

আদেশের অপেক্ষায় ফাজের দিকে তাকালো, ফাজ ভাবছেন তারপর কি করা যায় ফন্দি আঁটার।

– ফাজ সন্ত্রস্ত হলেন– তো আপনি একা একা আমাদের, আমি, ডলিশ, শ্যাকেল বোল্ট, ডলোরেসের সঙ্গে লড়াই করতে মনস্থির করেছেন ডাম্বলডোর?

ডাম্বলডোর হাসতে হাসতে বললেন, বাজপাখির দাড়ি অবশ্যই, তবে আপনারা মূর্খের মতো আমার ওপোর শক্তি প্রয়োগের বোকামি করবেন না।

ম্যাকগোনাগল তার আলখেল্লার পকেটে হাত পুরে বেশ জোরে বললেন, কে বলেছে ডাম্বলডোর একা! ডাম্বলডোর চকিতে বললেন, হ্যাঁ তা পারে, মিনার্ভা। হোগওয়ার্টসে আপনার প্রয়োজন আছে।

– অনেক কচকচানি হয়েছে! ফাজ নিজের জাদুদণ্ডটা টেনে নিয়ে বললেন, ডলিশ, শ্যাকেল বোল্ট! ওকে নিয়ে যাও।

সহসা রূপালী এক আলোক রশ্মি ঘরটাকে জ্বল জ্বল করে দিলো। দারুণ মেঘের গর্জনের মতো শব্দ হতেই সমস্ত ঘরটা থর থর করে কেঁপে উঠলো। একটা হাত হ্যারির গলার স্কার্ফ ধরে টান মেরে ওকে মাটিতে ফেলে দিলো। তারপরই সেই রূপালী আলো অন্তর্হিত হলো। ঘরের পোর্ট্রেটগুলো চিৎকার করে উঠলো একসঙ্গে। ফকেশ তার স্বরে ডেকে উঠলো। একগাদা মেঘের মতো ধূলো ঘরটা ভরিয়ে দিলো। হ্যারি কাশতে কাশতে দেখলো একটা কালোমূর্তি ঠিক ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপরই শুনলো আর্তনাদ, ধপধপ শব্দ আর একজন চিৎকার করে উঠলো 'না'। তারপরই কাঁচ ভাঙার শব্দ, দ্রুত চলে যাওয়ার পদশব্দ, গোঙানি, তারপরই সব নীরব।

হ্যারি দেখতে চেষ্টা করলো কে তাকে স্কার্ফ জজিয়ে গলাটিপতে চেষ্টা করেছিলো; পাশ ফিরে দেখলো প্রফেসর ম্যাকগনোগল ওর পাশে হাঁটুগেড়ে বসে রয়েছেন। খুব সম্ভব বিপদ থেকে ওকে আর মেরিয়েটাকে রক্ষা করতে। এখনও বাতাসে ধূলো কমেনি। হাঁফাতে হাঁফাতে হ্যারি দেখলো খুব লম্বামতো একজন ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

– তুমি ঠিক আছো তো? ডাম্বলডোর জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যারি আর মেরিয়েটাকে মাটি থেকে তুলতে তুলতে ম্যাকগোনাগল বললেন, ভালো আছে ওরা।

ধূলো একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। অফিসের ঘর লণ্ডভণ্ড। ডাম্বলডোরের টেবিল উল্টে রয়েছে, অন্যান্য টেবিলগুলো ঘরের মেঝেতে এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে। রূপোর ইন্সট্রুমেন্টটাও টুকরো টুকরো। ফাজ, আমব্রিজ, কিংগসলে আর ডনিস মেঝেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছেন। ফকেস ফেনিক্স গোল হয়ে ঘরের মধ্যে উড়ছে, মিষ্টি সুরে গান গেয়ে চলেছে।

ডাম্বলডোর খুব নরম সুরে বললেন, দুর্ভাগ্যবশত আমায় কিংগসলেকেও সম্মোহিত করতে হয়েছে। না করলে সন্দেহজনক দেখাতো। সম্মোহন তুলে নেয়ার ব্যাপারে ও খুবই তৎপর ছিলো সকলে যখন এধার ওধার তাকাচ্ছে তারই ফাঁকে ও মিস এজকম্বের স্মৃতি উদ্ধার করেছে, পরে আমার হয়ে ওকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলবে না মিনার্ভা।

ডাম্বলডোর আরও বললেন, মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা জেগে উঠবে। জেগে উঠে ভাববে কেউ ওদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলো। অনেকটা সময় কেটে গেছে, তোমার আমার মধ্যে কথা হয়েছে বুঝতে পারবে না।

– আপনি এখন কোথায় যাবেন ডাম্বলডোর? গ্রিমন্ড প্লেসে?

ম্যাকগোনাগল জিজ্ঞেস করলেন।

– আরে না না, ডাম্বলডোর বললেন। মুখে ম্লান হাসি, আমি অবশ্যই লুকিয়ে থাকবো না। ফাজ মনে হয় আমাকে আর হোগওয়ার্টস থেকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করবে না, এইটুকু তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি।

– প্রফেসর ডাম্বলডোর! হ্যারি বলতে শুরু করলো।

ও কিন্তু জানে কি বলবে কেমন করে বলবে ডিএ'র দল কবে কতোটা গোলমাল সৃষ্টি করেছে, অথবা ডাম্বলডোর ওকে স্কুল থেকে বহিষ্কার থেকে বাঁচিয়েছেন? কিন্তু ডাম্বলডোর বাধা দিলেন ওর সবকিছু ভাবনা-চিন্তাকে।

– শোনো হ্যারি, এখন থেকে প্রাণপনে অকলামেন্সি শিখবে, বুঝতে পেরেছো? প্রফেসর স্নেইপ যা বলবেন তা কোনো রকম প্রশ্ন না করে করবে। রোজ রাতে শুতে যাবার আগে যা যা শিখিয়েছেন সেটা প্র্যাকটিস করবে, তোমার মন ফাঁকা রাখবে। আশাকরি তুমি পরে সব বুঝতে পারবে। আমি যা যা বললাম, প্রতিজ্ঞা করো তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।

ডলিশ নামের লোকটা নড়াচড়া করছিলো। ডাম্বলডোর হ্যারির হাতের কব্জিটা ধরলেন।

– মনে আছে। মন বন্ধ করো।

ডাম্বলডোরের আঙ্গুল হ্যারির চামড়ায় স্পর্শ করতেই আবার ওর সেই কাটাদাগে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলো। আবার অতীতের মতো সাপ হয়ে ডাম্বলডোরকে দংশাতে মন চাইলো আক্রমণ করতে আঘাত করতে।

ডাম্বলডোর ওর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, তুমি বুঝতে পারবে।

ডাম্বলডোরের সোনার পাখি সমস্ত অফিস ঘরটায় চক্রাকারে উড়তে উড়তে হ্যারির মাথার কাছে মাঝে মাঝে আসতে লাগলো। ডাম্বলডোর হ্যারিকে ছেড়ে দিয়ে খপ করে ফিনেক্সের সোনার লম্বা পুচ্ছটা ধরে ফেললেন। ধরতেই আগুন জ্বলে উঠলো। তারপরই দুটোই উড়ে চলে গেলো।

ফাজ মেঝে থেকে উঠতে উঠতে বললেন, সে এখন কোথায় সে কোথায়?

কিংগস্লে ওর পায়ের কাছে পড়েছিল বললো, আমি জানি না।

– ও কখনোই ডিসঅ্যাপরেটেড করতে পারে না! আমব্রিজ বললেন, আপনি কিছুতেই স্কুলে বসে বসে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন না।

– সিঁড়ি! ডলিশ চিৎকার করে উঠলো। তারপর দরজার কাছে গিয়ে দরজার নবটা ঘুরিয়ে খুলে পালিয়ে গেলো। ওর পেছনে পেছনে গেলেন আমব্রিজ আর কিংগস্লে। ফাজ এধার ওধার তাকিয়ে যাবেন কি যাবেন না, ইতস্তত করতে লাগলেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গা থেকে ধূলো ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। ঘরের নিস্তব্ধতা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক লাগছিলো।

– মিনার্ভা, জামার ছেঁড়া হাতা ঠিক করতে করতে ফার্জ বিশ্রীভাবে বললেন, আমার মনে হয় আপনার বন্ধু ডাম্বলডোরের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ম্যাকগোনাগল বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বললো, তাই কি আপনি মনে করেন!

ফাজ মুখের এমন ভাব করলেন যেনো ম্যাকগোনাগলের কথা শুনতে পাননি। ভাঙ্গাচোরা অফিস ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। কিছু কিছু পোট্রেট হিস্ হিস্ শব্দ করে ওর দিকে তাকালো, দু'একজন ফাজের দিকে হাত বাড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে লাগলো।

ফাজ, ম্যাকগোনাগলকে বললেন, এই ছেলে-মেয়ে দুটিকে আপনি শুয়ে পড়তে বলুন।

ফাজ, হ্যারি আর মেরিয়েটার দিকে ঘৃণাভরে তাকালেন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কোনো কথা না বলে হ্যারি আর মেরিয়েটাকে নিয়ে দরজার গোড়ায় চলে এলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে হ্যারি ফিনিয়েস নিগেলাসের গলা শুনতে পেলো।

– আপনি জানেন, মন্ত্রী মহাশয়, আমার অনেক ব্যাপারে ডাম্বলডোরের সঙ্গে মতের মিল হয় না কিন্তু তা হলেও আপনি কোনোমতেই তাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। জেনে রাখবেন তার একটা নিজস্ব রীতি আছে, সেটা তিনি মেনে চলেন।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

স্নেইপস ওয়ারস্ট মেমরি

মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকের আদেশ

ডলোরেস জেইন আমব্রিজকে (উচ্চ তদন্তকারী) অ্যালবাস ডাম্বলডোর-এর বদলে হোগওয়ার্টস স্কুল অব উইচ ক্রাফট অ্যান্ড উইজার্ডরির প্রধান নিযুক্ত হলেন।

উপরোক্ত আদেশ এডুকেশনাল ডিক্রি নম্বর আঠাশ অনুসারে প্রদত্ত হইল।

স্বাক্ষর কর্নেলিয়াস অসওয়াল্ড ফাজ, মিনিস্টার ফর ম্যাজিক

রাতারাতি নোটিশটা স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় আটকে দেওয়া হলেও, ক্যাসেলের একজনও জানতে পারলো না যে ডাম্বলডোর কেমন করে একা দু'জন অরর, উচ্চ তদন্তকারী, মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকের মন্ত্রী এবং তার অধীনস্থ সহকারীকে পরাস্ত করেছেন। হ্যারি ক্যাসেলের কোথায় গেলো না গেলো তাতে কিছু আসে যায় না, প্রধান বিষয় হচ্ছে ডাম্বলডোর এবং যদিও মূল ঘটনার কিছু অংশ কানাঘুষোতে লোকেরা শুনলো (হ্যারির কানে এলো এক দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্রী আরেকজন ছাত্রীকে বলছে ফাজ এখন সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে আছেন, মাথায় একটা বড় কুমড়ো গজিয়েছে) বাকি অংশটা কতোটা যে সঠিক সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। সকলেই জানে, যেমন হ্যারি আর মেরিয়েটা জানে। ওরা সেই সময় ডাম্বলডোরের অফিসে যা কিছু ঘটেছিলো তার সবই দেখেছিলো। মেরিয়েটা এখন হাসপাতালে। হ্যারিকে সকলে অনুরোধ করতে শুরু করেছে আসলে কি হয়েছিলো তার সঠিক বিবরণ দেবার জন্য।

হ্যারি সম্বন্ধে খবরাখবর শোনার পর, হারবোলজি ক্লাস থেকে ফিরে এরনি ম্যাকমিলান পুরোদস্তুর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, সব শুনেছি, সব জেনেছি।

ভেবোনা ডাম্বলডোরের ফিরে আসতে আর দেরি নেই। কতদিন আর আটকে রাখতে পারবে, কখনও পারেনি এবারেও পারবে না। আমরা সেকেন্ড ইয়ারে এখন তাকে দরকার। হ্যারি, রন, হারমিওন যাতে শুনতে পায় তেমনিভাবে তাদের কাছে এসে আস্তে আস্তে বললো, ফ্যাট ফ্রিয়ার বলেছে, গত রাতে আমব্রিজ ক্যাসেল মার্চ করার পর ডাম্বলডোরের অফিস ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিলেন। তাকে ধরার জন্য ঘরে ঢোকা তো দূরের কথা গারগোইল পেরোতে পারেনি।

– হেড মাস্টারের ঘরে তার ঢোকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এরনি বোকা বোকা হাসলো, দেখে মনে হয় মহিলা একটু বদমেজাজী।

হারমিওন আর ওরা এনট্রেন্স হলে যেতে যেতে মুখ ভেংচে বললো, শুনেছি তিনি হেডমাস্টার হতে চান। সব ছাত্র-ছাত্রী, স্টাফেদের মাথার ওপোর দিনরাত লাঠি ঘোরানো। মূর্খ, ক্ষমতালোভী, ব্যাঙ মুখী মহিলা।

ঠিক সেই সময়ে ড্র্যাকো ম্যালফয়, ক্র্যাবে আর গোয়েলে পেছনের দরজা খুলে আসরে দাঁড়ালো। ওর মুখটা পরের অনিষ্ঠ করার জন্য জ্বল জ্বল করছে।

– বাকি কথাটা খতম করো গ্রেঞ্জার! আসলে আমি গ্রিফিন্ডর আর হাফ-লপাফদের কিছু পয়েন্ট ছাঁটাই করতে ইচ্ছুক। ম্যালফয় আড়মোড়া ভেঙে টেনে টেনে বললো।

এরনি তৎক্ষণাৎ বললো, পয়েন্ট ছাঁটাই করার তুমি কে হে? মাস্টার মশাইরা ছাড়া কেউ পয়েন্ট দিতে বা ছাঁটাই করতে পারেন না।

রন স্বাভাবিকভাবে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললো, ওহে মনে রেখো আমরা প্রিফেক্ট? উইসলি কিং মুখ ভঙ্গি করে বললো– সেটা আমি ভালো করেই জানি। ওর কথা শুনে ম্যালফয়, ক্র্যাবে, গোয়েলে ওরই মতো হাসলো। কিন্তু তদন্তকারী দলের সদস্যরা।

হারমিওন ভুরু কুঁচকে বললো– মানে?

বুকে আঁটা একটা রূপোর চাকতি দেখিয়ে ম্যালফয় বললো, দ্য ইনকুইজিটোরিয়ল স্কোয়াড।

হারমিওন দেখলো ওর রোবসের বুকে রূপোর আই চাকতি, ঠিক প্রিফেক্ট ব্যাজের নিচে আটকানো রয়েছে।

কিছু ছাত্রদের নিয়ে একটা স্কোয়াড। ওরা মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিককে আমব্রিজের হয়ে সাহায্য করবে। তো মিস গ্রেঞ্জার, নতুন হেডমিস্ট্রেসের প্রতি অবাধ্য ও রূঢ় হওয়ার জন্য তোমার পাঁচ পয়েন্ট কেটে নিলাম। ম্যাকমিলান তোমারও পাঁচ পয়েন্ট কাটা গেলো কারণ আমার বিরুদ্ধাচারণ করছো। পটার আমি তোমাকে পছন্দ করি না তাই পাঁচ পয়েন্ট কাটলাম। উইসলি তোমার শার্টের বোতাম নেই, পাঁচ পয়েন্ট গেলো তার জন্য। ও হ্যাঁ ভুলে গেছি, তুমি অসম্ভব

বদমেজাজী এবং মাড-ব্লাড তাই তোমার আরও দশ পয়েন্ট গেলো গ্রেঞ্জার।

রন ওর জাদুদণ্ডটা বার করতে যাচ্ছিলো বাধা দিলো হারমিওন, না, চুপ করে থাকো।

ম্যালফয় বললো, চালাকের মতো কাজ করো গ্রেঞ্জার। জেনে রেখো এখন থেকে নতুন হেড, নতুন দিনকাল। দুষ্টুমি করবে না পট্টি উইসলি কিং।

বিশ্রীভাবে হাসতে হাসতে ম্যালফয়, গোয়েলে আর ক্র্যাবের সঙ্গে চলে গেলো।

এরিনে বললো, ধ্যাৎ আমাদের গুল মারছে। ও কেমন করে আমাদের পয়েন্ট ছাঁটাই করবে শুনি? অসম্ভব হাসির ব্যাপার। এরকম হলে তো প্রিফেক্ট সিস্টেমকে নিচু করে দেখা হবে।

ততক্ষণে হ্যারি, রন, হারমিওন ওদের পেছনের দিকে দেয়ালের কুলুজির নিচে বিরাট আওয়ার গ্লাসে যন্ত্রচালিতের মতো ফিরে তাকালো।

হ্যারি রাগে ফেটে পড়ে বললো, ম্যালফয় আমাদের সব মিলিয়ে পঞ্চাশ পয়েন্ট কেটেছে। ওরা তখন গ্রিফিন্ডরের আওয়ার গ্লাস দেখছিলো। সেখান থেকে আরও অনেক পাথরের স্ল্যাব ওপরে উঠে গেছে।

জর্জ ব্রেকের সময় বললো, মন্টেগু আমাদের জন্য চেষ্টা করেছিলো।

– চেষ্টা করেছিলে, মানে? রন কথাটা শোনা মাত্র বললো।

ফ্রেড বললো, বোকাটা সব কথা গুছিয়ে ঠিক করে বলতে পারেনি, কেন বলতো? আমরা ওকে ফার্স্ট ফ্লোরের ভ্যানিশিং কেবিনেটে পুরে দিয়েছি।

হারমিওনের মুখ দেখে মনে হয় ও খুব ভয় পেয়ে গেছে।

– তোমরা কিন্তু অসম্ভব বিপদে পড়বে!

– তাই? তবে ওই মন্টেগু ক্যাবিনেটের ভেতর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত, ফ্রেড নির্বিকার চিত্তে বললো। তা ফিরতে দু'এক সপ্তাহ লাগতে পারে। ঠিক জানি না ওকে কোথায় পাঠিয়েছি। যাকগে ভবিষ্যতে আমরা যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়ি তার বব্যবস্থা করছি।

হারমিওন জিজ্ঞেস করলো– এর আগে ওটা করেছিলে?

– অবশ্যই আমরা করেছি, জর্জ বললো, তার জন্যে কি আমরা বহিষ্কারের শাস্তি পেয়েছি? আমরা খুব ভাল করেই জানি কতোটা এগোতে পারি।

জর্জ মাথা চুলকোতে লাগলো, হ্যাঁ, এখন...।

ফ্রেড বললো, ডাম্বলডোর কোথায় গেছেন বলতে পারো?

জর্জ বললো, শান্তি ভঙ্গের গোলমালের আশংকা করছি।

– ঠিক বলেছো, এটাই আমাদের নতুন হেডমাস্টারের প্রাপ্য, ফ্রেড বললো।

হারমিওন চেপে চেপে বললো, এসব ঝামেলার মধ্যে যাবে না, বে-আইনী

কিছু করবে না। ওইসব করলে তোমাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

– তুমি ঠিক আমাদের কথাটা বুঝতে পারলে না হারমিওন, পেরেছো? ফ্রেড হারমিওনের মুখের দিকে তাকয়ে হাসতে হাসতে বললো, আমাদের এই স্কুলে বেশিদিন থাকতে বয়ে গেছে। ডাম্বলডোরের জন্য কিছু না করতে পারলে আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো। কথাটা বলে হাতঘড়িতে সময় দেখে বললো, তো একনম্বর আইটেম আরম্ভ হতে বাকি নেই, আমাকে এখন গ্রেট হলে লাঞ্চ খেতে যেতে হবে। তোমরা যদি দুর্বল হও, টিচারও তোমাদের অনুসরণ করেন তো কিছুই করা যাবে না।

– কিছুই করা যাবে না মানে? হারমিওন জানতে ইচ্ছুক হয়ে বললো।

– দেখতে চাও তো আমার সঙ্গে দৌড়াও, জর্জ বললো।

ফ্রেড আর জর্জ পিছন ফিরে লাঞ্চ খেতে যাওয়া সিঁড়ি ভর্তি ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলো। ওদের দেখে একটুও উদবিগ্ন মনে হলো না। এরনির ট্রান্সফিগারেশনের হোমওয়ার্ক বাকি এমন কিছু একটা বললো, তারপরই ফ্রেড-জর্জরে মতো ভিড়ে মিশে গেলো।

হারমিওন বললো– আমাদের ভালোর জন্য এখানে আর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। যদি সন্দেহ করে?

– ঠিক বলেছো, রন বললো।

হ্যারি সবেমাত্র সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থোকা থোকা সাদা মেঘ দেখছে তখন কে যেন ওর পিঠে হাত রাখলো। পিছন ফিরে দেখলো কেয়ারটেকার ফিল্চ! ফিল্চ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য ও কয়েকটা স্টেপ পিছিয়ে গেলো। ফিল্চকে দূর থেকে দেখলে ভালো করে চেনা যায়।

– হেডমিস্ট্রেস তোমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন, পটার। ও ধূর্তের মতো চোখ করে বললো।

ফ্রেন্ড আর জর্জের পরিকল্পনার কথা ভেবে হ্যারি বোকার মতো সরাসরি বললো, আমি তো কিছু করিনি।

কথাটা শুনে ফিলচের মুখ চাপা হাসিতে ভরে গেলো।

– হাঃ হাঃ অপরাধ প্রীড়িত মন? ফিল্চ বললো, চলো আমার সঙ্গে।

হ্যারি, রন আর হারমিওনের দিকে তাকালো। দু'জনকে খুবই চিন্তিত মনে হলো। ও কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে ফিলচের পেছনে পেছনে চললো।

হ্যারি ক্ষুধার্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় ঠেলে ফিলচের সঙ্গে যেতে যেতে ওদের দিকে তাকালো।

ফিল্চকে দেখে মনে হলো, খুব খুশি মনে আছে। পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে প্রথম ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে ফিল্চ বললো, এখানে এখন সবকিছু বদলে যাচ্ছে,

পটার।

হ্যারি বিষণ্ন মুখে ঠাণ্ডা গলায় বললো– হ্যাঁ আমিও লক্ষ্য করেছি।

ফিল্চ বললো– তুমি জানো না হ্যারি, ডাম্বলডোরকে বছরের পর বছর বলে চলেছি, একটু শক্ত হোন, এতো নরম আর দয়ালু হবেন না। বুঝলে, নোংরা লোকেরা তোমার দিকে নোংরা ছুঁড়তে সাহস করবে না যদি তোমার হাতে চাবুক থাকে। যখন ঊনত্রিশ নম্বর ডিক্রি জারি হলো পটার, তখন তিনি মন্ত্রীকে একটা কাগজ দিয়ে সই করতে বললেন। অর্ডার পিভসের এই টাওয়ার থেকে বিতাড়ণ। সত্যি জানি না ওর এই পরিবর্তন আমাদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে।

হ্যারি খুব ভালো করে জানে আমব্রিজ ফিলচকে হাতে রাখার যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাবেন। ওকে যেমন করেই হোক হাতে রাখলে অনেক কিছু করতে পারবেন। ফিল্চ, হোগওয়ার্টসে বহু বছর ধরে আছে, সব কিছু আনাচে কানাচের খবর রাখে। সব গোপন ঘর, পথ, লুকিয়ে রাখার জায়গা ফিলচের পর যদি কেউ ওইসব জানে তো ফ্রেড আর জর্জ।

প্রফেসর আমব্রিজের ঘরের সামনে এসে দরজায় তিনটে টোকা মেরে দরজা খুলতে খুলতে ফিল্চ বললো– এসে গেছি পটার।

– ম্যাডাম পটার এসেছে, ফিল্চ বললো।

আমব্রিজের ঘর হ্যারির খুবই পরিচিত। এই ঘরে হ্যারি বহুবার ডিটেনসন থেকেছে। সবই ঠিক আছে শুধু পরিবর্তন একটাই। তার ডেস্কের ওপোর একটা কাঠের ফলকে লেখা রয়েছে হেড মিস্ট্রেস তাছাড়া তার ফায়ার বোল্ট, ফ্রেড আর জর্জের ক্লিনসুইপস সেগুলো ডেস্কের পেছনের দেয়ালে চেন ও গজাল দিয়ে আটকে রেখেছেন শুধু নয়, চেন যাতে কেউ খুলতে না পারে তার জন্য তালা দিয়ে রেখেছেন।

আমব্রিজ ডেস্কের পেছনে বসেছিলেন, গোলাপি একটা পার্চমেন্টে কিছু লিখছিলেন। ওদের দেখে খুব বড় করে হাসলেন।

খুব মিষ্টি করে বললেন– ধন্যবাদ আরগম।

ফিল্চ বললো, না না ম্যাডাম ধন্যবাদ জানানোর কি আছে? বাতের ব্যথায় বেশি ও অবনত হতে পারলো না।

আমব্রিজ কাটা কাটা স্বরে বললেন– বসো। একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। হ্যারি চেয়ারটায় বসে দেখলো আমব্রিজ ওর দিকে না তাকিয়ে লিখে যেতে লাগলেন। হ্যারি আন্দাজ করতে পারলো না ওর জন্যে নতুন মারাত্মক কিছু মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন কিনা।

ব্যাঙেরা যেমন বেশ মোটা মোটা পোকা-মাকড় গিলে খাবার জন্য হাঁ করে থাকে তেমনিভাবে ওর দিকে তাকিয়ে লেখা বন্ধ করে বললেন, ও... এখন তুমি কি

কিছু খাবে পটার?

– কি? হ্যারি এমনভাবে তাকালো যেন ভুল কিছু শুনেছে।

– মিস্টার পটার কিছু পানীয়? আগের মতোই হাসতে লাগলেন, এই পামকিন জুস, চা, কফি?

প্রতিটি ড্রিঙ্কের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে জাদুদণ্ড ঘোরালেন। চা-কফি-পামকিন জুস টেবিলের ওপোর ভাসতে ভাসতে চলে এলো।

হ্যারি বললো, ধন্যবাদ, আমি কিছু খাবো না।

দারুণ নরম সুরে আমব্রিজ বললেন– না, আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে খাবে। এর মধ্যে থেকে যেকোন একটা বেছে নাও।

– ঠিক আছে, তাহলে চা, হ্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো।

আমব্রিজ চেয়ার থেকে উঠে হ্যারির দিকে পিছন ফিরে নিজে দুধ মিশিয়ে চা বানিয়ে বললেন– ঠাণ্ডা হবার আগে শেষ করে ফেলো। খাবে তো? এখন, ওয়েল পটার। ভাবছি তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা করা যাক। গত রাতের সেই বীভৎস ব্যাপারের পর তো আর কথা হয়নি।

হ্যারি চুপ করে রইলো। আমব্রিজ নিজের চেয়ারে গুছিয়ে বসে হ্যারির উত্তরের অপেক্ষায় ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যারি যেমন বসেছিলো তেমনভাবে বসে রইলো। বেশ খানিকটা সময় চুপ করে বসে থাকার পর আমব্রিজ বললেন, তুমি চা খাচ্ছো না?

হ্যারি কাপটা মুখে ঠেকিয়ে না খেয়ে রেখেদিলো। যেসব বেড়াল ছানার ছবিগুলো আমব্রিজের পেছনে টাঙ্গানো ছিলো, তার নীল চোখ দেখে ম্যাড আই মুডির ম্যাজিক্যাল চোখের কথা মনে পড়ে গেলো। কথাটা মনে হতেই ও কাপটা নামিয়ে রেখে ভাবলো, আমব্রিজের মত শত্রুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খেতে দেখলে ম্যাড আই মুডি কি ভাববেন! শত্রুর সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খাওয়া?

– কী ব্যাপার? আমব্রিজ ওকে তীক্ষ্মভাবে দেখে বললেন, চা খাবে না? চিনি লাগবে?

হ্যারি বললো, না।

ও কাপটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে ভান করলো চা খাচ্ছে। আমব্রিজ বুঝতে পেরে হাসলেন।

– খুব ভালো, খুব ভালো। হ্যাঁ তারপর বলতে পারো এলবাস ডাম্বলডোর এখন কোথায় আছেন?

হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, আমার কোনো ধারণা নেই।

ঠিক তেমনি অমায়িকভাবে হাসতে হাসতে আমব্রিজ বললেন, দেরি করছো কেন? চা শেষ করো। শোনো, ভালো করে শোনো পটার। বাচ্চাদের মত খেলে

সময় কাটানোর সময় আমার নেই। আমি জানি ডাম্বলডোর কোথায় আছেন, তুমি ও ভালো করেই জানো। গোড়া থেকেই দেখে চলেছি তুমি আর ডাম্বলডোর একসঙ্গে চলেছো, তোমার অবস্থানটা তুমি ভাল করে এখন চিনে নাও।

হ্যারি আবার দৃঢ় স্বরে বললো, আমি জানি না।

ও আবার কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে চা খাবার ভান করলো। আমব্রিজ সেই একই দৃষ্টিতে হ্যারিকে দেখে চললেন।

– ঠিক আছে, জানো না যখন, আমব্রিজ বললেন। মুখ দেখলেই বোঝা যায় খুবই হতাশ শুধু ক্ষুণ্ন হয়েছেন। বেশ তাহলে বল সিরিয়স ব্ল্যাক কোথায় আছেন, ঠিকানা জানো?

হ্যারির পেটের ভেতরটা গুড় গুড় করে উঠলো, চায়ের কাপটা হাতে কাঁপতে লাগলো। কাপ থেকে খানিকটা চা চলকে সসারে পড়ে গেলো। খানিকটা চা ওর আলখেল্লার ওপোরও পড়ে গেলো।

– আমি জানি না, জবাবটা যেনো তাড়াতাড়ি হয়ে গেলো।

– আমব্রিজ বললেন– মিস্টার পটার, তোমার বোধহয় মনে আছে গত অক্টোবর মাসে গ্রিফিন্ডরে আগুন লাগার সময় আমি প্রায় ধরে ফেলেছিলাম জঘন্য অপরাধী সিরিয়সকে। শোনো, আমার হাতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে, তুমি প্রায়শই সিরিয়সের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করো। জেনে রেখো তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজনও আমার কবল থেকে পালাতে পারবে না। সে যাই হোক আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি, সিরিয়সের সন্ধান দিলে। আবার তোমাকে বলছি, বলো কোথায় লুকিয়ে আছে সিরিয়স ব্ল্যাক?

– আমার কোনও ধারণা নেই, জানি না, হ্যারি একইভাবে জবাব দিলো, কোনও ক্লু দিতে পারছি না।

হ্যারি শুধু নয়, দুজনেই দুজনের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ্যারির চোখে জল এসে গেলো। তখন আমব্রিজ চেয়ার ছেড়ে আবার উঠে দাঁড়ালেন।

– খুব ভালো। তবে একটা কথা পরিষ্কারভাবে জেনো মিনিস্ট্রি আমার সঙ্গে আছে। এই স্কুলের দৈনন্দিন ঘটনা, ভেতর আর বাইরের লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। আমার ছাড়া ফ্লু নেটওয়ার্ক রেগুলেটর, প্রত্যেকের ওপোর কড়া নজর রেখে চলেছে। আমার অধীনের স্কোয়াড, প্যাঁচা মারফত প্রতটি চিঠি যাওয়া ও আসার পর খুলছে আর পড়ছে। ফিলচ ক্যাসেলের প্রত্যেকটি গোপন রাস্তার ওপর নজর রাখছে। আমি যদি কোনো খবর হাতে পাই...।

বু-উম!

শব্দে অফিস ঘরটা কেঁপে উঠলো ভূমিকম্পের মতো। আমব্রিজ ডেস্কটা চেপে

ধরে পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচালেন। একটু ভয় পেয়ে গেলেন। আচমকা শব্দ ও কম্পনে।

– কিসের শব্দ?

আমব্রিজ ঘরের দরজার দিকে তাকালেন। সেই ফাঁকে হ্যারি বাকি চাটা পাশে রাখা শুকনো ফুলের টবে ফেলে দিলো। নিচের তলায় অনেক লোকের হৈ-হট্টোগল, ছুটোছুটির শব্দ পেলো।

আমব্রিজ বেশ জোরে জোরে বললেন– লাঞ্চ খেতে যেতে পারো পটার। অফিস ঘর থেকে হাতে জাদুদণ্ডটা উঁচু করে বেরিয়ে গেলেন। হ্যারি কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে কেন, কোথা থেকে শব্দটা হলো দেখার জন্য নিচের তলায় চলে গেলো।

সেখানে অসম্ভব ভিড়, সকলেই ছোটাছুটি করছে। অন্য কেউ জানুক বা না জানুক হ্যারি খুব ভাল করেই জানে কে ওই জাদুমুগ্ধ শব্দবাজি আর আগুন ছড়িয়েছে। ঘরে-বাইরে শুধু বাজির বুম বুম কামানের গোলার মত শব্দ, আগুন আর ধোঁয়া। শুধু তাই নয়, পাঁচ ফিট পরিধির উড়ন্ত সসার হুজ হুজ শব্দ করে উড়ছে। ছোট ছোট রূপালী তারা সৃষ্টি করছে রকেট। হ্যারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইবোটেকনিক্যাল মিরাকল দেখতে লাগলো। সেই শব্দ আর বিস্ময়কর ব্যাপার যেন শেষ হবে না, বেড়েই চলেছে।

মুখে চোখে দারুণ আতঙ্ক নিয়ে ফিল্চ আর আমব্রিজ সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। বেশ বড় একটা ক্যাথরিন হুইলস কোথায় যাবে ঠিক করতে না পেরে বিকট হু-ই-ই-ই শব্দ করে ঘুরতে ঘুরতে আমব্রিজ আর ফিলচের দিকে গেলো। ওরা দু'জনেই রক্ষা পাবার জন্য মাথা হেঁট করে এক পাশে সরে গেলেন। ভাগ্য ভালো জ্বলন্ত চাকাটা ওদের গায়ে না লেগে ঘুরতে ঘুরতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের মাঠে গিয়ে পড়লো। ইতোমধ্যে কিছু ড্রাগন আর বড় বড় বাদুড় বাজি ভীষণ শব্দ করতে করতে আর ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে খোলা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় ফ্লোরের দিকে চলে গেলো।

আমব্রিজ আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠলেন, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি ফিল্চ ওগুলো আমাদের কুপোকাৎ না করলে সবগুলো স্কুলের ভেতরে পড়বে, স্টুপিফাই!

আমব্রিজের জাদুদণ্ড থেকে জ্বলন্ত লাল অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে একটা রকেটে আঘাত করতেই রকেটটা জোরে শব্দ করে ফেটে গেলো, দেয়ালে টাঙানো একটা জাদুকরির আঁকা ছবিতে আঘাত করে শক্ত দেয়াল ভেদ করে মাঠের মাঝখানে আছড়ে পড়লো। তারপরই আবার করিডোরে ফিরে এসে পরের ছবিটায় আগাত করলো। তার পাশেই দু'জন জাদুকরি তাশ খেলছিলো, যার ছবিতে আঘাত করলো তাকে বাঁচানোর জন্য কাছে টেনে নিলো।

আমব্রিজ খুব জোরে জোরে বললেন, না ফিল্চ স্টান করো না, মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী জাদুমন্ত্রে জর্জরিত।

ফিলচ বললো, হেড মাস্টার আপনি ঠিক বলেছেন। ও জানে সেই ফায়ার ওয়ার্কস বন্ধ করার ওর ক্ষমতা নেই। আমব্রিজ মানা করার পর ফিল্চ কাবার্ড থেকে একটা ঝাড়ু বার করে আগুন নেভাবার চেষ্টা করলো। আগুন ভোল বদলে ঝাড়ুটায় লেগে দাউ দাউ করে পুড়ে গেলো।

হ্যারি হাসতে হাসতে গোপন দরজা দিয়ে বাইরে এসে দেখলো এক কোণে ফ্রেড আত্মগোপন করে রয়েছে। শুনতে পেলো তখনও আমব্রিজ আর ফিল্চ সমানে চিৎকার করে যাচ্ছেন।

হ্যারি হাসি বন্ধ না করে বললো– খেল দেখিয়েছো বটে, তোমরা ডাক্তার ফিলিবাস্টারকেও হার মানিয়েছো দেখছি! নো প্রবলেম।

– আমব্রিজ রুখতে যাবার চেষ্টা করলে যতোবার চেষ্টা ততোবার দশগুণ বেড়ে যাবে।

পটকা, নানা রকমে ছোটো বড়ো বাজি, বলতে গেলে বিকেল পর্যন্ত সমস্ত স্কুলে ছড়িয়ে পড়লো। দারুণ ব্যাঘাত করলো স্কুলের কাজের বিশেষ করে বোমা-পটকা (ফায়ার ক্র্যাকারস)। শিক্ষকরা সেইসব তেমন কেউ আমল দিলেন না।

প্রফেসর ম্যাগকগোনাগল যখন একটা ড্রাগন ক্র্যাকার দারুণ শব্দ করে তার ঘরে ফাটলো তখন তিনি কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন– মিস ব্রাউন... হেডমিস্ট্রেসকে দয়া করে গিয়ে বলবেন, আমাদের ক্লাশরুমে দারুণ শব্দ করে বোমা ফেটেছে, কোনো রকমে প্রাণে বেঁচেছি।

প্রফেসর আমব্রিজের সারাদিন কেটে গেলো– শব্দ বাজি, বাজি ইত্যাদি বন্ধ করার ব্যাপারে। ছুটির ঘণ্টা বাজলে অনেকেই গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের দিকে হাতে স্কুলব্যাগ নিয়ে ছুটলো। হ্যারির সব দেখে মন খুশিতে ভরে গেলো। দেখলো আমব্রিজ দরদর করে ঘামছেন, সারাদেহে, আলখেল্লায় কালো কালো দাগ! বেরিয়ে আসছিলেন ফ্লিটউইকের ক্লাশরুম থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে।

ফ্লিটউইক মুখে চোরা ব্যঙ্গ হাসিতে বললেন, ধন্যবাদ প্রফেসর আমব্রিজ। আমি চেষ্টা করলে, আতশ বাজি, ক্র্যাকার, পটকা বন্ধ করতে পারতাম। দুঃখের বিষয় আমার তো কোনো অথরিটি নেই।

সেই রাতে গ্রিফিন্ডর কমনরুমে ফ্রেড জর্জের জয় জয়কার– ওরা হিরো বনে গেছে। সচরাচর হারমিওন যা করে না তাই করলো। ভিড় ঠেলে দুই ভাইয়ের কাছে গিয়ে অভিনন্দন জানালো।

– দারুণ বানিয়েছো তোমরা, চমৎকার, ও উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো।

ওরা হারমিওনের অপ্রত্যাশিত প্রশংসায় একটু খুশি হলো। বুক ফুলিয়ে

বললো, ওগুলো হচ্ছে 'ওয়াইল্ড ফায়ার হুইজ ব্যাংগস।' একটাই দুঃখের ব্যাপার আমাদের স্টক আজ সব খতম! আবার বানাতে হবে। গ্রিফিন্ডর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে ওর চমক দেবার আতশবাজির অর্ডার নিতে বললো। হারমিওন ওয়েটিং লিস্টে তোমার নাম রাখতে পারি পাঁচ গেলিয়ন বেসিক ব্লেজ ব্লকসের, আর দশ গেলিয়ন ডিফ্রেগ্রেসন ডিলাকসের জন্যে লাগবে।

হারমিওন, হ্যারি আর রন টেবিলের কাছে ফিরে এলো। ওদের মাথায় তখন হোমওয়ার্ক। নানারকম গোলমালে ওরা পিছিয়ে পড়েছে।

– শুক্রবার থেকে ইস্টার হলিডে শুরু হবে, আমাদের হাতে এখন বেশ সময় আছে। তাড়াহুড়ো করে হোমওয়ার্ক করো না।

ওরা দু'জনে যখন শুতে গেলো তখনও পটকার দুমদাম আওয়াজ থামেনি। দু'একটা পটকা ওদের ঘরেও ঢুকে পড়েছে।

হ্যারি বরাবরই খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ, প্রকৃতি দেখতে ভালোবাসে। তখনও আতশবাজি খোলা জানালা দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে, বাইরের সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা দেখছে। কালো আকাশের নিচে উজ্জ্বল মেঘ দেখতে দেখতে ওর বড়ো রহস্যপূর্ণ, অস্পষ্ট মনে হলো। অনেকটা সময় দেখার পর ও পাশ ফিরে শুলো। ভাবতে লাগলো, কে জানে আমব্রিজ প্রথম দিন ডাম্বলডোরের জায়গায় হেডমিস্ট্রেস হয়ে কি ভাবলেন। তারপর মনে হলো ফাজের কথা। এতোক্ষণে নিশ্চয়ই স্কুলে সারাদিন গোলমালের কথা ফাজের কানে গেছে। কি ভাবছেন ফাজ? ফাজের মুখটা মনে করে হ্যারি নিজের মনে হাসলো। তারপর ঘুমোবার জন্য দু'চোখ বন্ধ করলো।

ঘুম আসেনি, কানে তখনও আসছে বাজির হইজ শব্দ আর পটকা, ক্র্যাকারের দম ফাটানো শব্দ। তবে একটু কমেছে। স্কুল বিল্ডিংয়ের অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে। অথবা মনে হয় ও নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে। স্বপ্ন দেখছে–

ডিপার্টমেন্ট অব মিস্ট্রিজের করিডোর দিয়ে ও চলেছে। আস্তে নয় খুব জোরে। অদূরে সেই বন্ধ কালো দরজা। ও চাইছে দরজাটা বন্ধ না থেকে খুলে যাক। অথবা কেউ যেনো খুলে দেয়।

দরজা খুলে গেলো। ও সেই আগের দেখা গোল ঘরের মধ্যে ঢুকলো। ঘরে ঢোকার জন্য একটা নয়, সারি সারি দরজা। যে দরজাটা দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ও ঠিক সেইরকম আর একটা দরজায় হাত রাখলো। দরজাটা খুলেছে, আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই দরজা দিয়ে ও একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার ঘরে ঢুকলো। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত এক যান্ত্রিক টিক টিক শব্দ শুনতে পেলো। দেয়ালে আলোর রশ্মি নেচে বেড়াচ্ছে। কেন হচ্ছে ওর তদন্ত করার সময় নেই। ওকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা দরজা রয়েছে, ও স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ দরজাটা খুলে গেলো।

ও এখন একটা আবছা আলোকে পূর্ণ চার্চের মত লম্বা ও বড় ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরে অন্য কিছু নেই, শুধু রয়েছে সারি সারি বড় বড় সেলফস। প্রত্যেকটা সেলফের ওপোর রয়েছে ধূলো ময়লা ভর্তি ছোটো ছোটো কাঁচের বর্শা। হঠাৎ হ্যারির বুক উত্তেজনায় টিপ টিপ করতে লাগলো। ও জানে ওকে কোথায় যেতে হবে। ও জোরে জোরে হেঁটে এগিয়ে গেলো, কিন্তু সেই বিরাট শূন্য ঘরে জোরে জোরে হাঁটার সময় ও নিজের পদ শব্দ শুনতে পেলো না।

ঘরের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা ও দেখতে চাইছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। অথবা অন্য কেউ সেটা দেখতে চাইছে।

ওর কাটা দাগে জ্বালা শুরু হলো।

তারপরই কান ফাটানো শব্দ–

ব্যাংগ!

সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘুম ভেঙে গেলো। বিভ্রান্তি আর রাগে ও ফেটে পড়লো। অন্ধকার ডরমেটরি থেকে ভেসে ওর কানে এলো হাসির শব্দ!

সিমাস ওকে জাগতে দেখে বললো– ঠাণ্ডা থাকো। হ্যারি দেখলো সিমাস জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার মনে হয় ক্যাথরাইন হুইলসের একটা রকেটের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে। আরে ওইতো ওখানে পড়ে রয়েছে দেখে যাও।

হ্যারি দেখলো রন আর ডিনের ঘুম ভেঙেছে। কি হয়েছে ভাল করে দেখার জন্য বিছানার ওপোর জবুথবু হয়ে বসেছে। ও বিছানায় চুপচাপ শুয়ে রইলো। কপালে জ্বালা- ব্যথা একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে। ওর মনে আনন্দ নেই, খুশি নেই, নিরাশায় পূর্ণ। মনে হলো ও যখন খুব সুন্দর একটা জিনিস স্পর্শ করতে যাবে ঠিক সেই সময় অদৃশ্য থেকে কে যেন সেটা ছিনিয়ে নিলো। তারই রাগ মনের মধ্যে ফুঁসছে।

গ্রিফিন্ডর টাওয়ারের জানালার ধারে দেখলো গোলাপী ও রূপোলি রংয়ের ছোটো ছোটো ডানাওয়ালা পিগ লেটস ভেসে যাচ্ছে। ও শুয়ে শুয়ে গ্রিফিন্ডরদের আনন্দ উচ্চ চিৎকারের শব্দ শুনতে পেলো। ঠিক ওর ডরমেটরির তলা থেকে শব্দগুলো আসছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো কাল সন্ধ্যাবেলা ওর অকলামেন্সির ক্লাস আছে।

* * *

পরেরদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ও ভাবতে লাগলো স্নেইপ কি শেখাবেন সেই সম্বন্ধে। স্নেইপ জানতে চাইবেন স্বপ্নে ও কি দেখেছে। ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজের কতোটা

গভীরভাবে ও স্বপ্নেতে প্রবেশ করেছিলো। ওর মনে পড়ে গেলো গত অকলামেন্সির ক্লাসে স্নেইপ যা শিখিয়েছিলেন তার কিছুই ও প্র্যাকটিস করেনি। ডাম্বলডোর চলে যাবার পর অনেক গোলমাল চলছে ও জানে অনেক চেষ্টা করেও মনকে ও ফাঁকা করতে পারবে না। কে জানে স্নেইপ গোলমাল ইত্যাদি বাহানা মেনে নেবেন কি না।

তাই ক্লাসে যাবার আগে সামান্য সময় প্র্যাকটিস করে নিলো, কিন্তু তাতে মন ভরলো না। হারমিওন অনেক প্রশ্ন করেও ওর মনের ভাব জানতে পারলো না।

যা হবার তাই হবে ভেবে ও স্নেইপের ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। অর্ধেকটা পথ যাবার পর ওর দিকে চো-কে বেশ জোরে জোরে হেঁটে আসতে দেখলো।

যাকগে, ক্লাশে না যাবার একটা বাহানা পেয়ে গেলো। চো বললো, এদিকে এসো। এনট্রেন্স হলে যাবার রাস্তায় যেখানে বিরাট হাওয়ার- গ্লাসটা আছে তার কাছে দাঁড়ালো।

গ্রিফিন্ডর তখন ফাঁকা হয়ে গেছে।

হ্যারি চোকে বললো– তুমি ভালো আছো তো? আমব্রিজ কি তোমাকে ডিএ ক্লাশ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করেছেন?

চো বললো, নাতো। যাকগে সে কথা। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসছি হ্যারি। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি মেরিয়েটা সব ফাঁস করে দেবে।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যারি যেনো ভাবজগতে বিচরণ করছে এমনইভাবে বললো। ও শুনেছে মেরিয়েটা এখন হসপিট্যাল উইং-এ ম্যাডাম পমফ্রের চিকিৎসাধীনে রয়েছে। এখনও ওর মুখের ব্রণের একটাও সারেনি।

– চো বললো– মেয়েটা সত্যি ভালো, ও একটা ভুল করে ফেলেছে।

– হ্যারি চোর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

– হ্যাঁ সত্যই তো অতি ভালো মেয়ে ও তোমার বন্ধু। একটা ভুল করে ফেলেছে এই তো? ও শুধু ডিএ'র ব্যাপার ফাঁস করেনি, তোমাকেও ফাঁসিয়েছে তো।

– ঠিক আছে আমরা সকলে ছাড়া পেয়ে গেছি, তাই না? চো কাকুতি মাখা সুরে বললো– তুমি তো জানো ওর মা মিনিস্ট্রিতে কাজ করেন, তাই!

– তুমি বোধহয় জানো রনের বাবাও মিনিস্ট্রিতে কাজ করেন! হ্যারি দারুণ রেগে বললো, তুমি যদি লক্ষ্য করে থাকো তাহলে দেখবে ওর পোশাকে ও মুখে গুপ্তচরের ছাপ আছে।

চো জোর দিয়ে বললো, সবকিছু হারমিওন গ্রেঞ্জারের কারসাজি। ওর বলা উচিত ছিলো আমাদের নামের তালিকায় ও জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেছিলো।

হ্যারি তিক্ত স্বরে বললো, ভালই করেছিলো। কথাটা শুনে মুখ চোখ লাল হয়ে

গেলো।

– ও হ্যাঁ আমি ভুলে গিয়েছিলাম, অবশ্যই ওটা তোমার প্রিয় বান্ধবী হারমিওনের আইডিয়া।

হ্যারি সতর্ক করে দিয়ে বললো, আজেবাজে কথা বলবে না।

– বুঝলে আমি বাজে কথার ধার দিয়ে যাই না।

– ভালো, খুব ভালো, হ্যারি বললো, আমার এখন অনেক কাজ আছে, সময় নেই।

– বেশ তো কাজ করো, কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে, চো অসম্ভব রেগে গিয়ে বললো। তারপর মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলো।

দারুণ রেগেমেগে হ্যারি স্নেইপের অন্ধকার ঘরের দিকে চললো। ও অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে স্নেইপের ওর মনের মধ্যে ঢুকতে অনেক সহজ হবে যদিও ঠাণ্ডা মাথায় যায়। কিন্তু ভেবেও কিছু হলো না। মেরিয়েটা সম্বন্ধে চো'র মন্তব্য মাথায় নিয়ে ও স্নেইপের ঘরে ঢুকলো।

স্নেইপ হ্যারিকে ঠাণ্ডা অনুভূতিহীন গলায় বললেন, দেরি করে এসেছো পটার।

স্নেইপ, হ্যারির দিক থেকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন। মনের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা স্বাভাবিকভাবে সাবধানে ডাম্বলডোরের পেনসিভে রাখছিলেন। তারপর অনেক উপাদান সমন্বিত বস্তুর উপাদানটা শেষে পাথরের বেসিনে ফেলে হ্যারির দিকে ফিরলেন।

– তারপর, যা যা শিখিয়েছি তার অভ্যাস করছো তো? স্নেইপ বললেন। হ্যারি মিথ্যে বললো, হ্যাঁ করছি। কথাটা স্নেইপের দিকে না তাকিয়ে স্নেইপের ডেস্কের একটা পায়ার দিকে তাকিয়ে বললো।

– কতোটা শিখেছো তা এখনই জানা যাবে, তাই না? হ্যাঁ, পটার তোমার জাদুদণ্ড এবার বের করো, স্নেইপ সরাসরি বললেন।

– তাহলে এক-দুই-তিন, স্নেইপ হালকাভাবে বললেন। হ্যাঁ, এক-দুই...। ঠিক সেই সময় স্নেইপের ঘরের দরজা ঠেলে ড্রেকো ম্যালফয় ঘরে ঢুকলো। এমন ভাব করলো যেন ও স্নেইপের সঙ্গে কথা বলতে এসেছে, হ্যারিকে যেনো দেখেনি। প্রফেসর স্নেইপ, স্যার... ও আমি দুঃখিত।

ম্যালফয় তারপর হ্যারি আর স্নেইপের দিকে একটু আশ্চর্য হবার ভান করে দেখলো।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে ড্রেকো, আমি এখন পটারকে সামান্য পোসান ব্যবহার করে অসুখ সারানোর কথা বলছিলাম।

হ্যাগ্রিডের ঘরে তদন্ত করতে এসে আমব্রিজের মুখ যতোটা খুশি, আনন্দে উদভাসিত ছিলো মনে হলো তার চেয়েও বেশি ড্রেকোর মুখের হাসি।

হ্যারির দিকে সামান্য হেঁট হয়ে বললেন– আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কেন ওর মুখটা জ্বালা জ্বালা করছে। স্নেইপ কড়া মেজাজে ম্যালফয়কে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলতে অথবা উপযুক্ত একটা 'কার্স' প্রয়োগ করতে পারতেন।

– হ্যাঁ এবারে বলো, কেন আমার কাছে এসেছো? স্নেইপ বললেন।

– দরকার। প্রফেসর আমব্রিজ আপনার সাহায্য চাইছেন। ম্যালফয় বললো, মন্টেগু ফোর্থ ফ্লোরের (পাঁচতলার) বাথরুমে আটকা পড়ে গেছে স্যার।

স্নেইপ বললেন, বাথরুমে? তা সেখানে কেমন করে আটকা পড়লো?

ম্যালফয় সামান্য ঘাবড়ে ড়িয়ে বললো, তাতো জানি না স্যার।

– খুব ভালো, খুব ভালো, এখন তুমি যাও, বাকিতটা কাল সন্ধ্যা বেলায় শেষ করবো, হ্যারিকে বললেন স্নেইপ। স্নেইপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ম্যালফয়, হ্যারিকে ব্যাঙ্গ করে বললো, কি বললেন রেমিডিওল পোসান? ম্যালফয় স্নেইপের সঙ্গে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

উত্তেজিত হয়ে হ্যারি পকেটে জাদুদণ্ডটা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার দিকে গেলো। হাতে ওর এখনও কম করে চব্বিশ ঘণ্টা সময় রয়েছে, প্র্যাকটিস করার অনেক সময়। আমব্রিজের হাত থেকে রেহাই পেয়ে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ম্যালফয় এখন সমস্ত স্কুলের ছেলে- মেয়েদের রসিয়ে রসিয়ে পোসানের খবরটা দেবে বলবে, হ্যারির পোসানের দরকার রয়েছে। এক সেকেন্ড দাঁড়াবার পর ও লক্ষ্য করলো দরজার ফ্রেমে কাঁপা কাঁপা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ও দাঁড়ালো, আলোর দিকে তাকিয়ে মনে হলো আগে যেনো কোথাও ওইরকম কাঁপা কাঁপা আলোর রশ্মি দেখেছে। হ্যাঁ, গতকাল রাতে এইরকম এক আলোর স্বপ্ন দেখেছে ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজের করিডোর দিয়ে গোলাকার ঘর সংলগ্ন অন্য একটা ঘরে ঢুকলো।

ও পেছনে তাকালো, আলোটা ডেস্কের ওপোর রাখা পেনসিভ থেকে আসছে। স্নেইপের কিছু চিন্তা ওর মধ্য থেকে ঘুরছে। এমনও হতে পারে ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ কিছু খবর পাঠিয়েছে যা তিনি হ্যারিকে জানাতে চান না। অধীর আগ্রহে স্নেইপের জন্য ঘরে দাঁড়িয়ে রইলো। আশ্চর্য মন্টেগুকে টয়লেট থেকে মুক্ত করতে এতো সময় নিচ্ছেন কেন? স্নেইপ কি মন্টেগুকে মুক্ত করে সোজা অফিসে ফিরে আসবেন, না ওকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাডাম পমফ্রের হাসপাতালে যাবেন? নিশ্চয়ই হসপিটালে যাবেন। মন্টেগু স্লিদারিনের কিডিচ টিমের ক্যাস্টন। স্নেইপ চান ও তাড়াতাড়ি যেনো সেরে যায়।

হ্যারি আরও একটু পেনসিভের কাছে এসে দাঁড়ালো। খুব তীক্ষ্ণভাবে তাকালো। পেনসিভ থেকে তখনও অদ্ভুত রং-এর আলো বেরোচ্ছে। হ্যারি একটু ইতস্ত করে ওর জাদুদণ্ডটা বার করলো। ঘরে বাইরে তখন দারুণ নিস্তব্ধতা। ও

পেনসিভের মধ্যে রাখা উপাদানে জাদুদণ্ডের মুখ দিয়ে হালকা নাড়া দিলো।

পেনসিভের মধ্যে জমা উপাদান খুব দ্রুত ঘূর্ণির মতো ঘুরতে লাগলো। হ্যারি পেনসিভের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখলো ভেতরের উপাদানটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ও আবার মাথা নিচু করে তাকালো... একটা ঘর দেখতে পেলো। মনে হলো ছাদের সিলিং-এ একটা গোলাকার জানালা দিয়ে ঘরটা দেখছে। আসলে ও সব গুলিয়ে ফেলেছে না গ্রেট হল দেখছে।

ওর সিঃশ্বাস স্নেইপের চিন্তার সাগরের ওপোর গভীর এক কালো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলো। ওর মস্তিষ্ক মনে হলো যেন নরকের সীমান্তে চলে গেছে। যা করতে চাইছে তা করতে গেলে ও পাগল হয়ে যাবে। ও কাঁপতে লাগলো, যেকোনো মুহূর্তে স্নেইপ ঘরে এসে যেতে পারেন।

ম্যালফয়ের বিদ্রূপ ব্যঙ্গ ভরা মুখ ভাবতে ভাবতে একটা লাগামছাড়া সাহস ওকে গ্রাস করলো।

ও বড়ো দেখে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে পেনসিভে জমা করে রাখা স্নেইপের চিন্তার ওপোরের স্তরে মুখটা ছোঁয়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মেঝেটা সামনের দিকে গড়িয়ে পড়তেই হ্যারির মাথাটা সোজা ডুবে গেলো পেনসিভের মধ্যে। প্রচণ্ডভাবে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে ঠাণ্ডা অন্ধকার সাগরে ডুবে যেতে লাগলো। তারপর ও দেখলো গ্রেটহলের মাঝখানে দাঁড়িযে রয়েছে। চারটে হাউজের চারটে টেবিল সেখানে নেই। তার বদলে সেখানে পর পর সাজানো রয়েছে শত শত টেবিল। প্রত্যেকটা টেবিলের সামনে চেয়ারে ছেলেমেয়েরা ঝুঁকে পড়ে পার্চমেন্টে কিছু লিখে চলেছে। শব্দ শুধু পার্চমেন্টের পাতা ওল্টাবার আর কুইলের (কলম) লেখার খস খস শব্দ। পরিষ্কার বোঝা যায় ওরা পরীক্ষা দিচ্ছে।

খোলা জানালা দিয়ে রৌদ্র এসে ওদের মাথার উপোর পড়েছে। সূর্যের আলোর নানা রং বাদামি, তামা, সোনালী। হ্যারি উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইলো। মনে হলো, স্নেইপ হলের মধ্যে কোথায় আছেন, এটাই ওর স্মৃতি।

হ্যারি দেখলো ডানধারের পিছনে একটা টেবিল। হ্যারি সেইদিকে তাকালো। দেখলো, স্নেইপ কিশোর অবস্থায় ওর দিকে উৎকণ্ঠিত ফ্যাকাশে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। অনেকটা অন্ধকারে কিছু লুকিয়ে রাখার মতো। মাথার লম্বা আর তৈলাক্ত চুলগুলো টেবিলের ওপোর ঝুলে পড়েছে। ওর বাঁকা নাকটা প্রায় আধইঞ্চি ব্যবধানে টেবিলের ওপোর রাখা পার্চমেন্টে রয়েছে। কুইল দিয়ে পার্চমেন্টে কিছু লিখছেন। হ্যারি ধীরে, ধীরে কিশোর স্নেইপের পেছনে দাঁড়ালো। পরীক্ষার খাতার হেডিং লেখা দেখলো 'ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ' 'সাধারণ জাদুবিদ্যার কৌশল'।

তাহলে তখন স্নেইপের বয়স কত হবে? পনেরো– ষোল, হ্যারিরই বয়সী।

দেখলো অনেকটা লিখেছেন... পাশের ছাত্রের চেয়েও অন্তত: এক ফুট বেশি। তাহলেও ওর লেখা আঁকাবাঁকা জড়ানো জড়ানো।

'আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে' কথাটা শুনে হ্যারি লাফিয়ে উঠলো। পাশ ফিরে দেখলো প্রফেসর ফ্লিটউইক টেবিলের পাশে ঘুরছেন। তার কিছু দূরে একটি ছেলে বসে রয়েছে তার মাথার চুল অবিন্যাস্ত, ভীষণ অবিন্যস্ত। হ্যারি যেন হাওয়াতে ভাসছে। দুটো লাইন দেওয়া টেবিলের মাঝখান (আইল) দিয়ে চললো। তৃতীয় সারিতে দাঁড়ালো। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অবিন্যস্ত চুলের ছেলেটা পার্চমেন্টে যা লিখেছে তা দেখার জন্য মুখের কাছে ধরলো এবং সোজা হয়ে বসলো।

হ্যারি স্তব্ধ হয়ে ওর পনের বছরের বাবার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

দারুণ এক উত্তেজনায় কাঁপছে হ্যারি। ও নিজেকে নিজে দেখছে। কিন্তু তাতো নয়, ইচ্ছাকৃত ভূলের বোঝা দিয়ে দেখে চলেছে জেমসকে। জেমসের চোখ দুটো হালকা বাদামি রঙের। নাকটা হ্যারির চেয়ে সামান্য বড় কপালে কোনো কাটা দাগ নেই। কিন্তু মুখ চোখের চেহারা, ভাব বলতে গেলে একই রকম বাবাও ছেলের একইরকম। জেমসের মাথার চুলও হ্যারির মতো। হাত দুটো হ্যারির মতো হতে পারতো, হ্যারি তাহলে পার্থক্যটা বলে দিতে পারতো। জেমস উঠে দাঁড়ালে হাতের দৈর্ঘ্য মাপতে পারতো।

জেমস দাড়িয়ে বড় দেখে একটা হাই তুলে মাথার অবিন্যস্ত চুল হাত দিয়ে আঁচড়ে ঠিক করতে গিয়ে আরও এলোমেলো করে ফেললো। তারপর জেমস প্রফেসর ফ্লিটউইকের দিকে তাকিয়ে পিছন ফিরে একটা ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসলো।

আরও চমকে দেখলো সেই ছেলেটি আর কেউ নয় সিরিয়স। সিরিয়স জেমসকে দেখে হেসে বুড়ো আঙ্গুল তুললেন। সিরিয়স তার চেয়ারে আরাম করে বসে রয়েছে, সামনের দিকে দুটো পা প্রসারিত দেখতে খুবই সুশ্রী, ওর বড় বড় কালো রঙের চুল চোখের ওপোর ঝুলে পড়েছে। ইচ্ছে করেই চোখের ওপোর থেকে চুলগুলো সরাচ্ছেন না। ঠিক তার পেছনে একটি পেয়ে বসে জেমসের দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রয়েছে। মনে হয়, জেমস মেয়েটিকে লক্ষ্য করেনি। ঠিক তার দুটো সিট আগে বসে রয়েছে লুপিন। লুপিনকে দেখে হ্যারির পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলে সবাই পরীক্ষার খাতায় লিখতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে যা লিখেছে তাই পড়ছে আর পড়ার সময় কুইলের আগা দিয়ে থুতনি চুলকাচ্ছে, ভুরু কোঁচকাচ্ছে।

তো ওয়ার্মটেল কোথায়? ওয়ার্মটেল নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে। এক সেকেন্ডের মধ্যে ওয়ার্মটেলকে দেখতে পেলো হ্যারি। উসকো খুসখো চুলের একটি

ছেলে, সুচালো নাক। ওয়ার্মটেল বিচলিত হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে আঙ্গুলের নখ দাঁত দিয়ে কাটছে। পার্চমেন্টের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে মেঝেতে জুতো ঘষছে। হ্যারি, ওয়ার্মটেলকে ক্ষণিক দেখে নিয়ে জেমসের দিকে তাকালো। দেখলো এক টুকরো পার্চমেন্টে হিজিবিজি কিছু লিখছে। দেখলো একটা ছবি, স্নিচের ছবি। তার ওপোর বড় বড় করে লিখলো এল.ই। তার মানে কী?

প্রফেসর ফ্লিট উইক গুরুগম্ভির গলায় বললেন– তোমরা সবাই অনুগ্রহ করে লেখা বন্ধ করো, তুমিও করো। আমি তোমাদের পার্চমেন্ট এক এক করে নিচ্ছি! অ্যাকিও।

প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের পার্চমেন্ট বাতাসে ভাসতে ভাসতে প্রফেসর ফ্লিন্টউইকের প্রসারিত হাতের কাছে পড়লো, ধাক্কা দিলো। ফ্লিটউইক সেই ধাক্কায় পড়ে গেলেন। হাত থেকে ছিটকে গেলো কিছু পার্চমেন্ট। ছেলে- মেয়েরা হেসে উঠে ফ্লিটউইককে দাঁড় করিয়ে ইতস্ত পড়ে থাকা পার্চমেন্টগুলো গুছিয়ে টেবিলে রাখলো।

ফ্লিট উইক হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ তোমাদের। এখন তোমরা হল ছেড়ে যেতে পারো।

হ্যারি ওর বাবার (জেমসের) দিকে তাকালো, দেখলো সেই এল.ই লেখাটা কাটাকুটি করে লাফিয়ে উঠে, কুইল, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দুটো ব্যাগের মধ্যে পুরে সিরিয়সের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

হ্যারি এধার ওধার তাকিয়ে দেখলো স্নেইপ অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনও তার চোখ প্রশ্নপত্রের ওপোর। তারপর মাকড়সার মতো ঝাঁকি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এনট্রেন্স হলের দিকে চললো।

বেশ কয়েকটি মেয়ে বকবক করতে করতে স্নেইপ সিরিয়স, লুপিন আর জেমসকে আলাদা করে নিয়ে ওদের মাঝখানে দাঁড় করালো। হ্যারি, স্নেইপকে চোখে চোখে রাখলো। কিন্তু জেমস আর তার বন্ধুদের কোনও কথা শুনতে পেলো না।

এনট্রেন্স হলে এসে সিরিয়স জিজ্ঞেস করলো, মুনি দশ নম্বর প্রশ্ন তোমার কেমন মনে হয়েছে?

– মন্দ নয়, লুপিন বললো, দশটা চিহ্ন আঁকো যাতে ওয়্যার উলফ বোঝা যায়, দারুণ প্রশ্ন তাই না?

জেমস ঠাট্টার সুরে বললো, তুমি সব চিহ্নগুলো ঠিক ঠিক আঁকতে পেরেছো?

– মনে হয় পেরেছি, রোদে ভরা মাঠের দিকে সকলের সঙ্গে যেতে যেতে লুপিন বললো, প্রথমঃ যে আমার চেয়ারে বসে আছে, দুইঃ যে আমার জামা-কাপড় পরে আছে। তিন হচ্ছে রেমাস লুপিন!

একমাত্র ওয়ার্মটেল হাসলো না।

ও আগ্রহের সঙ্গে বললো– আমি শূয়োরের আকার আঁকতে পেরেছি, ওর কুত কুতে চোখ আর ছোট ল্যাজ, আমি অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।

জেমস অধৈর্য্য হয়ে বললো, তুমি একটি বুদ্ধিহীন, স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে, ওয়ার্মটেল। তুমি মাসে একবার ওয়্যার উলফদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করো।

লুপিন বললো, আস্তে কথা বলো।

হ্যারি জানে যা দেখছে সবই স্নেইপের কৈশোর জীবনের স্মৃতি। সকলকেই কৈশোর অবস্থায় দেখছে, তাদের কথাবার্তা শুনছে। স্নেইপ দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে হ্যারি আর জেমসকে দেখতে পাবে না। তারপরই দেখতে পেলো জেমস ওর তিন বন্ধুর সঙ্গে মাঠ পেরিয়ে লেকের দিকে গেলে স্নেইপ ওদের পিছু পিছু চললো। তখনও তার চোখ পরীক্ষার কাগজের ওপোর। কোথায় চলেছে ঠিক নেই, এমনই এক উদভ্রান্ত দৃষ্টি।

হ্যারি জেমস আর অন্যদের ওপোর চোখ রেখে চললো।

শুনতে পেলো সিরিয়স বলছে– 'ওই কাগজটা ভেবেছিলাম একটা কেক টেক গোছের কিছু হবে। বুঝলে, আমি যদি আউটস্ট্যান্ডিং না পাই তো খুব আশ্চর্য হবো।

– আমিও, জেমস বললো। পকেটে হাত পুড়ে একটা সোনালী রঙের স্নিচ টেনে বার করলো।

– তুমি কোথা থেকে ওটা পেয়েছো?

জেমস বললো আন্দাজ করো। ও স্নিচটা নিয়ে খেলা করতে লাগলো। মাঝে মাঝে সেটাকে উড়তে দিয়েই আবার ধরে নিয়ে এলো। ওর অপূর্ব অভিব্যক্তি। ওয়ার্মটেল বড়ো বড়ো চোখ করে জেমসের দিকে তাকিয়ে রইলো।

লেকের ধারে বড় একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ালো। ওই গাছতলায় একদিন রোববার রন-হারমিওন আর হ্যারি হোমওয়ার্ক শেষ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেছিলো। গল্প করতে করতে ঘাসের ওপোর শুয়ে পড়েছিল। হ্যারি দেখলো ঘন ঝোপঝাড়ের ছায়াতলে স্নেইপ শুয়ে পড়েছে। হ্যারিও বীচ গাছ- ঝোপঝাড়ের মাঝের খালি জায়গাটায় বসে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো। লেকের জলে বাতাসে সৃষ্টি ছোটো ছোটো ঢেউয়ের ওপোর সূর্যালোক পড়ে ঝিকমিক করছে। লেকের তীরে কিছু মেয়ের দল হাসছে, গল্প করছে, খুব সম্ভব ওরা সবেমাত্র গ্রেট হল ছেড়ে এসেছে। ওরা পা ঠাণ্ডা করার জন্য জুতো মোজা খুলে ফেলে জলে পা ডুবিয়ে বসেছে।

লুপিন একটা বই বার করে পড়তে লাগলো। সিরিয়স খুব রুক্ষ মেজাজে ময়দানের ঘাসের ওপোর ছেলে মেয়েদের হৈ হৈ, ঘাসের ওপোর দিয়ে চলাফেরা

দেখতে লাগলো। জেমস তখনও স্নিচ নিয়ে খেলা করে চলেছে। মাঝে মাঝে ওদের ছেড়ে দিচ্ছে আবার ধরে নিয়ে আসছে। ওয়ার্মটেল জেমসের খেলা দেখছে আর মাঝে মাঝে হাততালি দিচ্ছে। হ্যারি দেখলো, ওর বাবার বিশ্রী একটা অভ্যেস, মাথার চুল কখনই ঠিক করে রাখছে না। ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে আঙ্গুল দিয়ে উসকোখুসকো করে দেয়।

সিরিয়স, জেমসকে অবিরত স্নিচ নিয়ে খেলা করতে দেখে রেগে গেলো। বললো– এই তোমার খেলা থামাবে? ওয়ার্মটেল তুমিও অযথা বাহবা দেবে না।

ওয়ার্মটেলের কথাটা শুনে মুখ লাল হয়ে গেলো। জেমস হি হি করে হাসতে লাগলো।

পকেটে স্নিচগুলো পুরে রেখে বললো– তোমার যদি বিরক্ত লাগে...।

হ্যারির মনে হলো জেমস একমাত্র সিরিয়সের কথা শোনে।

সিরিয়স বললো, সত্যি আমার এক ঘেয়ে লাগছে। আজ যদি পূর্ণিমা হতো তো বেশ হতো।

– তোমার ভালো লাগতো, লুপিন ওর হাতের বই থেকে মুখ না তুলে বললো, আমাদের এখনও ট্রান্সফিগারেশন বাকি আছে। তোমার যদি এক ঘেয়ে লাগে তো আমাকে টেস্ট করতে পারো। বইটা দ্যাখো কি লিখেছে।

কিন্তু সিরিযস ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো– তোমার ওই জঞ্জাল সাফ করার আমার সময় নেই। রাবিশ আজেবাজে বই আমি পড়তে চাই না। কি করে করতে হয় আমি জানি।

জেমস বললো, প্যাডফুট পড়লে তুমি অনেক কিছু জানতে পারবে, জ্ঞান বৃদ্ধি হবে।

সিরিয়স মাথা ঘুরিয়ে তাকালো। কুকুরেরা খরগোস দেখলে মারার জন্য যেমন চুপ করে যায় তেমনি চুপ করে তাকিয়ে রইলো।

– বাঃ চমৎকার! খুব আস্তে আস্তে বললো স্নিভেলাস।

হ্যারি ঘুরে দেখতে গেলো সিরিয়স কি দেখছে।

স্নেইপ আবার দাঁড়ালো। আউল-এর কাগজপত্র ব্যাগের মধ্যে গাদাগাদি করে রাখলো। তারপর ঝোপ-ঝাড়ের ছায়া থেকে সরে গিয়ে ঘাসের ওপোর দিয়ে হাঁটতে লাগলো। একই সঙ্গে সিরিয়স, জেমস উঠে দাঁড়ালো।

লুপিন আর ওয়ার্মটেল বসে রইলো। লুপিনের মুখের সামনে সেই বইটি খোলা। দেখে মনে হয় না পড়ছে। তবে মাঝে মাঝে ভুরু কোঁচকাচ্ছে।

– ঠিক আছে স্নিভেলাস? জেমস বেশ জোরে জোরে বললো।

স্নেইপ খুব দ্রুত কিছু করতে চাইছে। ব্যাগটা ফেলে রেখে হাতটা আলখেল্লার পকেটে পুরলো। জাদুদণ্ডটা সম্পূর্ণ বার করার আগে জেমস চিৎকার করে বলেন,

একসপেলিয়ারমাস!

স্নেইপের জাদুদণ্ড হাত থেকে ছিটকে প্রায় বার ফিট দূরে মাটিতে শব্দ করে আছড়ে পড়লো। সিরিয়স হো হো করে হেসে উঠলো।

ইমপেডিমেন্টাল! বলে স্নেইপের দিকে জাদুদণ্ডটা বাড়িয়ে বললো– স্নেইপ হাতের জাদুদণ্ডটা মাটি থেকে তোলার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো।

ছাত্রছাত্রীরা দুর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো, কেউ কেউ ওদের খুব কাছে এগিয়ে এলো। কারও কারও মুখে মজা দেখার, আবার কারও মুখে ভীতির ছাপ।

স্নেইপ মাটিতে পড়ে গিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলো। জেমস আর সিরিয়স ওর দিকে এগিয়ে গেলো জাদুদণ্ড হাতে তুলে, জেমস লেকের পারে ছাত্রীদের দেখতে লাগলো। ওয়ার্মটেল, আর লুপিনের পাশে দাঁড়িয়ে ওদের ভালো করে দেখতে লাগলো।

জেমস জিজ্ঞেস করলো, পরীক্ষা কেমন হলো! স্নিভেলি?

– আমি ওকে দেখছিলাম, ওর নাকতো পার্চমেন্টে ঠেকে গিয়েছিলো, সিরিয়স আক্রোশের সুরে বললো, পার্চমেন্ট তেলের দাগে চ্যাপচ্যাপে হয়ে যাবে, পরীক্ষক একটা অক্ষরও পড়তে পারবেন না।

বেশ কয়েকজন হেসে উঠলো ওদের কথাবার্তা শুনে। স্নেইপ কি যে ছেলে-মেয়েরা পছন্দ করে না ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ওয়ার্মটেল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো। জাদু প্রয়োগের জন্য স্নেইপ উঠবার চেষ্টা করেও দাঁড়াতে পারলো না। ওকে যেনো দড়ি দিয়ে কেউ আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে। স্নেইপ ছটফট করতে লাগলো।

জেমসের দিকে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, দাঁড়াও, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি!

যেনো কিছুই হয়নি সিরিয়স এমনই এক মুখ করে বললো, কিসের জন্য? আরে তুমি কি করতে পারো স্নিভেলি, এবার তুমি নাক মুছে আমাদের দিকে তাকাও।

স্নেইপের জাদুদণ্ড অনেক দূরে পড়ে রয়েছে তাই শুয়ে শুয়েই বিড় বিড় করে নানা জাদুমন্ত্র বললো কিন্তু কাজের কিছু হলো না। জাদুদণ্ড তো ওর আয়ত্বে নেই।

স্নেইপের মুখ থেকে গোলাপি রঙের সাবানের বাবলস বেরিয়ে এলো।

বাবলস সারা মুখ ঢেকে দিলো, কথা বলার শক্তি নেই। যেনো শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে স্নেইপের।

জেমস বললো, উঠো, এবারে স্কাউর জিফাই। মুখ ধুয়ে এসো।

লেকের ধারে বসে থাকা মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হ্যারির চোখ পড়লো একটি মেয়ের দিকে। মাথাভর্তি লাল চুল তার পিঠের ওপোর ছড়িয়ে

পড়েছে। চকচক করছে বাদামি রঙের দুটি চোখ, অনেকটা হ্যারির মতো।

সে হ্যারির মা!

জেমস তাকে দেখে অনেক শান্ত ও নরম হয়ে গেলো।

– কেমন আছো ইভান্স? গলার স্বর ওর অনেক শান্ত নম্র।

– তুমি স্নেইপের পেছনে কেনো লাগছো জেমস, ওতো তোমাকে কিছু করেনি।

জেমস বললো, ও রয়েছে কেন বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি?

– তুমি মনে করেছো তুমি খুব মজার লোক! তা নয়, তুমি একটি একগুঁয়ে ঝগড়াটে, পটার কেন তুমি বিরক্ত করছো? ওকে একলা থাকতে দাও জেমস।

জেমস বললো– পেছনে লাগা বন্ধ করতে পারি একটি শর্তে যদি তুমি আমার সঙ্গে চলো ইভান্স। তাহলে ওই বুড়ো স্নিভেলিকে ছেড়ে দেবো।

লিলি বললো, তুমি যদি কারো পেছনে লাগো তাহলে তোমার সঙ্গে যাবো না বলে দিলাম।

সিরিয়স বললো, ভাগ্য খারাপ। কথাটা বলে স্নেইপের দিকে তাকিয়ে বললো, ওহো...।

দেরি করে ফেলেছে জেমস। স্নেইপ ততক্ষণে ওর জাদুদণ্ড তুলে নিয়ে জেমসের দিকে তুলে ধরেছে। জেমসের মুখের ধারে বেশ বড় মতন এক ঝলক আলো দেখা গেলো, আলখেল্লাটা রক্তের ছিটেতে ভরে গেলো। জেমস তরাক করে লাফিয়ে সরে গেলো। দ্বিতীয়বার আলোর ঝলক দেখা দিলে দেখা গেলো স্নেইপের পা ওপোরে, মাথা নিচে ও হাওয়াতে ভাসছে। গায়ের আলখেল্লাটা মাথা থেকে নিচে ঝুলে পড়েছে, ল্যাক প্যাকে দুটো পা আর ময়লা ময়লা আন্ডার প্যান্টস দেখা যাচ্ছে।

ওখানে যারা ছিলো তারা ছাড়াও জেমস, সিরিয়স আর ওয়ার্মটেল স্নেইপের ওই অবস্থা দেখে হো হো করে হেসে ফেটে পড়লো।

লিলি ভীষণ রেগে গিয়ে জেমসকে বললো, ওকে নামিয়ে দাও বলছি জেমস।

– নিশ্চয়ই দেবো, নিশ্চয়ই দেবো। জেমস ওর জাদুদণ্ড ওপোরে তুলতেই স্নেইপ ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলো। মাটিতে পড়েই স্নেইপ বেশভুষা ঠিক করে ওর জাদুদণ্ডটা বার করবার আগেই সিরিয়াস বললো– পেট্রিফিকাস টোটালাস! বলার সঙ্গে সঙ্গে স্নেইপ বসে পড়লো একটা বোর্ডের মতো।

আবার লিলি জোরে জোরে বললো– ও যেমন ছিলো তেমনভাবে ওকে থাকতে দাও! লিলি কথাটা বলেই নিজের জাদুদণ্ড বার করলো। জেমস আর সিরিয়স সতর্ক হয়ে গেলো।

জেমস অনুনয়ের সুরে বললো– ওহো ইভান্স তোমাকে সম্মোহন করতে আমাকে বাধ্য করো না।

– বেশ তাহলে ওর ওপোর থেকে তোমার সম্মোহন তুলে নাও।

জেমস গভীর শ্বাস ফেলে স্নেইপের দিকে তাকিয়ে বিপরীত সম্মোহন প্রয়োগ করলো।

স্নেইপকে কোনরকমে দাঁড়াতে দেখে জেমস বললো, ইভান্স আছে বলেই তুমি আজ ছাড়া পেয়ে গেলে।

– আরে যাও যাও কে ওই নোংরা ক্ষুদে মাডব্লাডের সাহায্য চায়।

লিলি চোখ ছোট ছোট করে হাসলো। বাঃ বেশ ভালই, ও শান্ত স্বরে বললো।

জেমস স্নেইপের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে বললো, এই তুমি ইভান্সের কাছে ক্ষমা চাও বলছি। আবার ওর জাদুদণ্ড স্নেইপের দিকে এগিয়ে দিলো জেমস।

লিলি বললো– আমার জন্য স্নেইপ অবশ্যই ক্ষমা চাইবে না। তোমরা দু'জনেই ঠিক নয়।

– কি বললে? জেমস রেগে গিয়ে বললো, আমি তোমাকে কখনোই ওইরকম বলবো না, তুমি জানো!

ইভান্স বললো– জেমস তুমি খুব বদরাগি। যা করছো সবই ঠিক করছো ভাবো। করিডোর দিযে হেঁটে যেতে যেতে যাকে সামনে পাও তাকেই সম্মোহন করো, কারণ তুমি যা পারো, অনেকেই তা পারে না বলে। সত্যি তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছো।

কথাটা বলে ইভান্স সেখান থেকে চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালো।

– ইভান্স শোনো শোনো রাগ করো না, জেমস নরম সুরে বললো।

কিন্তু ইভান্স ফিরে তাকালো না।

জেমস বললো, কে জানে ও এতো রেগে আছে কেন! আমি কোনো কথা ওকে আঘাত দেবার জন্য বলি না, মাঝে মাঝে রাগিয়ে দিই।

আবার একটা আলোর ঝলক, স্নেইপকে দেখা গেলো মাথা নিচু পা ওপোরে, হাওয়াতে ভাসছে।

– স্নিভেলির প্যান্ট খুলে নিচ্ছি কে দেখতে চায়?

– কিন্তু সত্যই জেমস স্নেইপের প্যান্ট খুলে নিয়েছে কিনা কেউ দেখতে পেলো না। কে যেনো একটা হাত দিয়ে ওর কাঁধ চেপে ধরলো। হ্যারি সেই হাত ছাড়িয়ে কে চেপে ধরেছে দেখবার চেষ্টা করলো। আঁতকে উঠলো সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে। স্নেইপ আর অতীতের কিশোর বালক নেই। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রফেসর স্নেইপ, রাগে গড় গড় করতে করতে বললেন– খুব মজা লেগেছে তাই না?

হ্যারির মনে হলো ও আকাশে উড়ছে। গরমের দিন উধাও হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বরফশীতল অন্ধকারে ভাসতে ভাসতে ওপোরে উঠছে। স্নেইপ একটা হাত দিয়ে ওর হাত শক্ত করে চেপে ধরে রয়েছেন। তারপরই তীর বেগে নিচে নামতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে ওর পা স্নেইপের ঘরের পায়ের স্পর্শ পেলো। দেখলো ডেস্কের সামনে স্নেইপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডেস্কের ওপোর পেনসিভ।

হ্যারির হাতটা অসম্ভব শক্ত করে ধরে। এতো শক্ত করে ধরে রয়েছেন যে, হাতটা অসার হয়ে গেছে। তো, পটার খুব মজা পেয়েছো তাই না?

হ্যারি স্নেইপের হাত থেকে মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বললো– না, নাতো স্যার।

– তোমার বাবা দারুণ মজারু ছিলো তাই না? স্নেইপের ঠোঁট দুটো কাঁপছে, মুখটা সাদা, দাঁত নেই বললেই চলে। হ্যারিকে এতো জোরে নাড়া দিতে লাগলেন যে, ওর চশমা নাকের ডগায় নেমে এলো।

– সত্যি বলছি না।

স্নেইপ তার শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হ্যারিকে ছুঁড়ে ফেললেন। হ্যারি দরাম করে অন্ধকার ঘরে পড়ে গেলো।

– তুমি যা যা দেখলে কাউকে বলবে না, স্নেইপ ধমকে বললেন।

– না, বলবো না, হ্যারি মেঝে থেকে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বললো– কাউকে বলবো না।

– বেরিয়ে যাও, আমার অফিসে আর যেনো তোমাকে দেখতে না পাই।

হ্যারি দরজার দিকে যাবার সময় একগাদা মরা আড়শোলা ওর মাথার ওপোর পড়লো। ও দরজাটা খুলে করিডোর দিয়ে পোঁ-পাঁ করে দৌড়ালো। স্নেইপ আর ওর ব্যবধানে তিনটে তলা পর্যন্ত পৌঁছে ও থামলো। দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁফাতে লাগলো। চটে যাওয়া হাতে হাত বুলোতে লাগলো।

ওর গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে যেতে এতটুকু ইচ্ছে করলো না। রন আর হারমিওনকে যা যা দেখেছে তা বলারও একটু ইচ্ছে নেই। ওর বাবা সকলের সামনে স্নেইপকে যথেষ্ট হেয় করেছিলেন সন্দেহ নেই। স্নেইপের তখনকার মনের অবস্থা হ্যারি বুঝতে পেরেছে। সব কিছু দেখে ওর বাবা যে খুব একগুঁয়ে বদ মেজাজী, তবে মজা করতে ভালো বাসতেন, স্নেইপ এই কথাটি ওকে অনেকবার বলেছেন।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

কেরিয়ারস এডভাইস

হারমিওন জিজ্ঞেস করলো, আজকাল আর অকলমেনসির ক্লাসে যেতে দেখছি না, কী ব্যাপার? ওর মুখে বিস্ময়ের ছাপ।

– তোমাকে তো বলেছি, স্নেইপ বলেছেন, আমার প্রাথমিক শিক্ষা হয়ে গেছে। এখন আমি নিজেই চালিয়ে যেতে পারবো।

– ওহ, তাহলে তো এখন অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছো না।

হ্যারি, হারমিওনের দিকে না তাকিয়ে বললো– বেশ দেখছি।

হারমিওন বললো, আমার মনে হয় তোমাকে মাঝ পথে ছেড়ে না দিয়ে আরও বেশি ভালো করে শেখানো দরকার ছিলো। হ্যারি, আমার কিন্তু মনে হয় স্নেইপের কাছে গিয়ে যা কথাটা, সেটা তাকে বলবে, বুঝেছো?

– না, হ্যারি জোর দিয়ে বললো, কোনো দরকার নেই সব ঠিক আছে, বুঝেছো?

ইস্টারের ছুটি প্রথমদিনে হারমিওন তার স্বভাব অনুযায়ী সমস্ত দিনটা, হ্যারি আর রনের ও তার নিজের রিভিসান টাইমটেবিল নিয়েও ব্যাস্ত হয়ে রইলো। হ্যারি, রন জানে ওকে বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই, যা ভাল বুঝবে তাই করবে, কারও কথা শুনবে না। তাছাড়া কাজটা ওদের পক্ষে ভালো।

শেষ পরীক্ষার আরও মাত্র ছ' সপ্তাহ আছে জেনে রন বেশ ভয় পেয়ে গেলো। ফাঁকি দিলে আর চলবে না।

হারমিওন, রনের মুখ দেখে বললো– আরে ভয় পাবার কি আছে! কথাটা বলে ও জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে রনের টাইম টেবিলে সেটা ছোঁয়াতেই বিভিন্ন সাবজেক্টে বিভিন্ন আলো জ্বলে উঠলো।

– কোনটা আছে কোনটা নেই জানি না... অনেক কাজ, খতিয়ে দেখিনি, রন

বললো।

– রন পড়ে গেছো, এই নাও তোমার টাইম টেবিল। যেমন নির্দেশ আছে তেমনিভাবে চালিয়ে যাও,... দেখবে ভালই রেজাল্ট করবে।

রন কথাটা শুনে প্রথমে গুম মেরে গেলো, তারপরেই খুশিতে মুখটা ভরে গেলো।

– তাহলে সপ্তাহে একদিন ছাড়া পাচ্ছি!

– সেটা তোমার কিডিচ প্র্যাকটিসের জন্য হারমিওন বললো।

– কী হবে খেলে? রন উৎসাহ না দেখিয়ে বললো।

হারমিওন হ্যারির দিকে তাকিয়ে দেখলো ও কমনরুমের বিপরীতে দেয়ালের দিকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ওর কোলে আরাম করে ক্রুকশ্যাংক শুয়ে রযেছে। মাঝে মাঝে পা বাড়িয়ে হ্যারির কান চুলকোবার চেষ্টা করছে।

– হ্যারি তুমি চুপচাপ, হলোটা কী?

– কেন, কী আবার হবে, হ্যারি সঙ্গে সঙ্গে বললো, কিছুই হয়নি।

কথাটা বলে ও ডিফেন্সিভ ম্যাজিক্রাল থিয়োরি বইটার ইনডেক্স দেখছে, এমন এক ভার করে বইটা খুলে সামনে রেখে বসে রইলো। ক্রুকশ্যাংক পাত্তা না পেয়ে একলাফে হারমিওনের চেয়ারে এসে বসলো।

– আজ আমার সঙ্গে চো'র দেখা হয়েছে, দেখে মনে হলো খুব মনমরা। আবার তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে নাকি? হারমিওন বললো।

– ধ্যাৎ ঝগড়া হবে কেন, কি নিয়ে হবে? হ্যারি একটা ছুতো খোঁজে যেনো।

– কি নিয়ে?

– ওর গুপ্তচর বান্ধবী মেরিয়েটা সম্বন্ধে বলেছি, হ্যারি বললো।

টাইম টেবিল দেখতে দেখতে রন বললো- ঠিক বলেছো, যতো নষ্টের মূল।

রন যা মনে আসে মেরিয়েটা সম্বন্ধে বলতে লাগলো। হ্যারির শুনে ভালই লাগলো। ও রাগ রাগ মুখে বললো হ্যা ঠিক আছে, তার বেশি কিছু বলতে চাইলো না। ওর মনের ভেতর তখন চলেছে পেনসিভের দৃশ্য!

ওর মনে হলো সেই সব স্মৃতি, ওর মনের ভেতরটা যেনো কুড়ে কুড়ে খেয়ে চলেছে। ওর মনে বদ্ধমূল ধারণা, ওর বাবা-মা পৃথিবীর মধ্যে সেরা মানুষ ছিলেন। ওর বাবার প্রতি স্নেইপের কুৎসা (যা শুনেছে) এক কণাও বিশ্বাস বা সন্দেহ করে না। যদি না হ্যাগ্রিড বা সিরিয়স বলতেন, 'তোমার বাবার মতো মানুষ কম দেখেছি, এক কথায় দারুণ মানুষ ছিলেন।' (হ্যারির মনের ভেতর কে যেনো বলে উঠলো 'সিরিয়স বলবে না? অনেকটা যে, ওর মতোই বদমেজাজী লোক ছিলেন) হ্যাঁ, ও ম্যাকগোনাগালকে বলতে শুনেছে, ওর বাবা আর সিরিয়স স্কুলের মধ্যে দারুণ গোলমাল পাকাতেন। উইসলি অনেকটা যমজদের মতো, সর্বদা দুষ্টুমি। হ্যারি

ভাবতে পারে না ফ্রেন্ড জর্জ কাউকে শূন্যে মাথা নিচু আর পা ওপোরে করে ঝুলিয়ে রাখতে পারে, যদি না তাদের ওরা খুব বেশি অপছন্দ করে। তবে ম্যালফয় বা ওর পরম বন্ধুরা অবশ্যই তার যোগ্য।

যদি লিলি, জেমসকে স্নেইপের নিগ্রহ বন্ধ না করতে বলতো তাহলে হ্যারি বোধকরি সবচেয়ে বেশি খুশি হতো। বলেছিলো– ওতো তোমার কোনও ক্ষতি করেনি। হ্যারির মনে আছে গ্রিমল্ড প্লেসে লুজিন বলেছিলেন, ডাম্বলডোর ওকে প্রিফেক্ট এই আশাতে বানিয়েছিলেন যাতে ও সিরিয়স আর জেমসের ওপোর কিছুটা খবরদারি করতে পারে। কিন্তু পেনসিভেও তার বিপরীত চিত্র দেখেছে।

হ্যারির মনে হয় ওর মায়ের মতো সভ্য ভদ্র মানুষ কম ছিলেন। জেমসকে স্নেইপের নির্যাতন বন্ধ করতে বলার সময় মায়ের মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। এক এক বার মনে হয় মা জেমসকে একটুও পছন্দ করতেন না। তাই যদি না করতেন তো তাদের বিবাহ হয়েছিলো কেমন করে।

জীবনের পাঁচটা বছর ওর মনে আছে। কেউ যদি ওকে দেখে বলতো, তুমি অনেকটা জেমসের মতো তাহলে ওর অনেক আনন্দ হতো। এখন যেন আর তেমন মনে হয় না, অনেক সীমিত হয়ে গেছে। ওর কাছে মা এক মহিয়সী মহিলা।

ইস্টার ছুটি শেষ হলো সঙ্গে করে নিয়ে গেলো ঠাণ্ডা, সুন্দর দিনগুলো। ছুটি শেষ হবার সঙ্গে শুরু হলো মৃদুমণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া, মাঝে মাঝে গরম হাওয়া। কিন্তু হ্যারি ওর পঞ্চম বার্ষিক আর সপ্তম বার্ষিকের মাঝে আটকা পড়েছে। প্রকৃতির আনন্দ বাইরে বেরিয়ে উপভোগ করার সময় পায় না। গাদাগাদা পড়া, হোমওয়ার্ক আর লাইব্রেরিতে যাওয়া। হ্যারি ভান করে ওর ব্যাড মুড আর অন্যকিছু কারণ; গ্রিফিন্ডরের বন্ধুরা শুধু বই- খাতা পত্র নিয়ে মুখ গুঁজে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ওর বাহানা কে শুনবে?

– হ্যারি, আমি তোমাকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছো না?

– হাঃ কে? দেখলো ওর টেবিলের একধারে জিনি এসে বসেছে। ও একাই বসেছিলো। হারমিওন গেছে গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে এনসিয়েন্ট রুইনস রিভাইজ করতে। রন গেছে কিডিচ অনুশীলন করতে। সেদিন ছিল রোববার।

– ও তুমি? কথাটা বলে হ্যারি বইটা সামনে টেনে আনে। কিডিচ খেলতে না গিয়ে লাইব্রেরিতে?

– খেলা, অনুশীলন খতম। রন জ্যাক স্লপারকে নিয়ে হাসপাতালে গেছে।

– কেন?

– ঠিক বলতে পারি না। মনে হয় ওর নিজের ব্যাট সজোরে পায়ে লেগেছে। কথাটা বলে জিনি গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললো।

– যাকগে একটা নতুন প্যাকেজ এসেছে, মনে হয় আমব্রিজের সেন্সর করার

ব্যাপারে নতুন এক অবদান। কথাটা বলে জিনি টেবিলের একটা ব্রাউন পেপারে মোড়া বাক্স রাখলো। বাক্সটার মোড়ক দেখে মনে হয় কেউ সাবধানে খুলে আবার আগের মতো মুড়ে রেখেছে। মোড়কের গায়ে লাল কালিতে লেখা ইন্সপেক্টেড অ্যান্ড পাসড্ বাই দি হোগওয়ার্টস হাই ইনকুইজিটর (হোগওয়ার্টের উচ্চ তদন্ত কারীর দ্বারা পরীক্ষিত।

– এটা মায়ের পাঠানো ইস্টার এগ, জিনি বললো, এর মধ্যে একটা তোমার আছে।

জিনি হ্যারির হাতে দিলো চকোলেট এগ তার গায়ে ছোট ছোট আইস্‌ড স্নিচ। তারই সঙ্গে রয়েছে এক ব্যাগ ভর্তি ফিজিং হুইজবীজ! হ্যারি সেই প্যাকেটের দিকে তাকাতেই মনে হলো ওর গলার ভেতর বেশ বড়ো একটা লাম্প (মাংসপিণ্ড) হয়েছে।

হ্যারির মুখের ভাব দেখে জিনি শান্তভাবে বললো, হ্যারি কী হয়েছে? শরীর ঠিক আছে?

গলার ভেতরের মাংসপিণ্ডটা (লাম্প) খুব যন্ত্রণাদায়ক হলেও হ্যারি চাপা দেওয়ার জন্য বললো– নাতো ভালই আছি। ও বুঝতে পারলো না ইস্টার এগের দিকে তাকাতেই এমন বিশ্রী লাগছে কেন।

– মনে হয় আজকাল তুমি বড়ো বেশি ভাবছো, চো চ্যাংগের ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়া ভালো।

হ্যারি সংক্ষিপ্তভাবে বললো, না না চো'য়ের ব্যাপার নয়।

– তাহলে? জিনি হ্যারির দিকে খুঁটিয়ে তাকিয়ে বললো।

– আ... আমি...। ও চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, পাছে কেউ যদি ওর কথা শোনে। দেখলো মাদাম পিনসে একগাদা বইয়ের ওপোর স্ট্যাম্প মারছেন ক্ষিপ্ত চেহারার হান্না অ্যাবটকে দেবার জন্যে।

হ্যারি বিড়বিড় করে বললো, আমি ভাবছি, সিরিয়সের সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়। কিন্তু আমি জানি সেটা সম্ভব নয়।

জিনি চোখ না সরিয়ে একইভাবে হ্যারিকে দেখতে লাগলো।

হ্যারি কেকের প্যাকেটটা খুলে বেশ বড়ো এক টুকরো ভেঙে নিয়ে মুখে পুরলো।

জিনি এক টুকরো ডিম মুখে দিয়ে বললো, যদি তুমি একান্তই সিরিয়সের সঙ্গে কথা বলতে চাও, তাহলে আমাদের একটা রাস্তা বার করতে হবে।

– যা বলেছো, হ্যারি বললো, আমব্রিজের সবকিছু চোখ এড়িয়ে? সর্বত্র উনি পুলিসিং করছেন। আমাদের জিনিসপত্র খুলছেন, চিঠি পড়ছেন, এবং ফায়ার প্লেসে নজর রাখছেন।

– যেভাবে ফ্রেড জর্জ কাজ করেছে সেটা মাথায় রেখে অনায়াসে তুমি ওদের সাহায্য নিতে পারো। যদি তোমার সাহস থাকে।

হ্যারি জিনির মুখের দিকে তাকালো। সম্ভবত ওটা চকোলেটের প্রতিক্রিয়া। লুপিন সব সময় বলেন ডিমন্টেটরসদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার পর কিছু খাওয়া-দাওয়া দরকার। অথবা ও সিরিয়সের কথাটা ভেতরের তাগিদ থেকে বলে ফেলেছে। সে যা হোক জিনির কথায় কিছু আশার সঞ্চার হলো।

তুমি কি মনে করছো তা কি তুমি জানো?

আরে ওসব ফালতু চিন্তা মাথায় আনবে না। জিনি কথাটা বলেই একরকম লাফিয়ে উঠে বললো, ইস্ একদম ভুলে গেছি।

হ্যারি দেখলো ম্যাডাম পিনসে ওদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

লাইব্রেরিতে চকোলেট! ম্যাডাম ফিনসে আঁতকে উঠে বললেন– যাও যাও লাইব্রেরির বাইরে যাও। বাইরে যাও বলছি।

ওরা দু'জনে বই-খাতা-পত্র কালির বোতল ব্যাগে পুরে ঘর ছেড়ে পালালো।

* * *

আগামী পরীক্ষা যে কতো দরকারি ও মূল্যবান তা ছাত্রছাত্রীদের জানাবার জন্য রোজই গ্রিফিন্ডরের টেবিলের উপর গাদাগাদি প্যামফ্লেট, লিফলেট আর বিভিন্ন উইজার্ডিং ক্যারিয়র সম্বন্ধে নানা তথ্য পড়ে থাকতে লাগলো। ছুটির শেষে পরীক্ষা তাই ছাত্রছাত্রীরা খুবই তৎপর হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে নোটিশ বোর্ডে আরও একটি নতুন সূচনা

কেরিয়ারস অ্যাডভাইস

সমগ্র পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করা হচ্ছে যে আগামী গ্রীষ্ম অবকাশের (সামার টার্মের) প্রথম সপ্তাহে তাদের ভবিষ্যত কেরিয়ার সম্বন্ধে একটি স্বল্পকালীন আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজ নিজ হাউজ প্রধানদের সঙ্গে সেই আলোচনা চক্রে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। প্রতিটি আলোচনার বিষয়, ছাত্রছাত্রীদের নাম ও সময় নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

হ্যারি দেখল লিস্টে ওর নামের পাশে লেখা রয়েছে– প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, সোমবার, সময় আড়াইটে। তার মানে সেদিন আর ডিভিএসন ক্লাস করার সুযোগ নেই। ও এবং অন্যান্য পঞ্চম বার্ষিকের ছাত্রছাত্রীরা স্টার ছুটির উইক এন্ডে, বলতে গেলে অনেকটা সময় বিভিন্ন কেরিয়র সম্বন্ধে ওরা আলোচনা করেছে। কে কোন সম্বন্ধে পড়াশুনা করবে তাও তারা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে।

ছুটি শেষ হবার আগের দিন সন্ধ্যা বেলায় ওর টেবিলে সেন্ট মাংগোস

হাসপাতালে হিলার সম্বন্ধে পড়াশুনা করার ইস্তাহার দেখে বলেছে– হিলার টিলার আমি চাই না। ফর্মে লিখেছে নিউট-এ কম করে তোমাকে 'ই' পেতে হবে। পোসান, হার্বোলজি, ট্রান্সফিগারেন, চার্মস এবং ডিফেন্স এগেনস্ট ডার্ক আর্ট! আরও কি কি চায়? ঈশ্বর রক্ষা করুন!

হারমিওন অন্যমনস্কের মতো বললো, ওটা খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাই না? ও একটা উজ্জ্বল গোলাপী আর কমলা রঙের লিফলেট পড়ছিলো। লিফলেটের শিরোনাম

চিন্তা করো তুমি কি রিলেশন সম্বন্ধীয় কাজ করতে চাও? মাগলদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে তোমার তেমন কোয়ালিফিকেসনের কোনও প্রয়োজন নেই। মাগল সম্বন্ধে পড়াশুনোর জন্য শুধুমাত্র একটি মাত্র প্যাঁচার প্রয়োজন। আরও প্রয়োজন, তোমার উৎসাহ, ধৈর্য্য এবং কৌতুকবোধের স্পষ্ট চেতনা।

আরও অনেক রকমের প্যামপ্লেট– উইজাডিংব্যাঙ্ক, ট্রাভেল, অ্যাডভেঞ্চার! সেই কেরিয়ার সংক্রান্ত আলোচনার সময় ওর কানের কাছে কে যেন বললো, হেঃ। ও দেখলো ফ্রেড আর জর্জ আলোচনায় অংশ নিতে এসেছে। ফ্রেড বললো– জিনি তোমার সঙ্গে আমাদের বিষয়ে কিছু বলেছে। তুমি নাকি সিরিয়সের সঙ্গে কথা বলতে চাও, ফ্রেড পা ছড়িয়ে বসে বললো।

হারমিওন, মেক অ্য ব্যাংগ অ্যাট দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যাজিক্যাল অ্যাকসিডেন্ট অ্যান্ড ক্যাটাসট্রফি বইটা তুলতে তুলতে থেমে গিয়ে বললো, কী বলছো?

– হ্যাঁ বলতে চাই; হ্যারি বললো, মনে হচ্ছে কিছু কথা বলা দরকার।

হারমিওন বললো– কি যা'তা বকছো। চারদিকে আমব্রিজের চরেরা গল্প করছে, প্যাঁচা নিয়ে বার্তা পাঠাবার জন্যে বসে রয়েছে।

জর্জ হাসতে হাসতে বললো– খুব একটা অসুবিধে হবে না। একটা পথ খুঁজে বার করতে হবে। দেখতেই পারছো ইস্টার হলিডে ঠিক এনজয় করতে পারলাম না, বোকারমত বসে রয়েছি।

ফ্রেড বললো, চুপ করে বসে থাকা চলে না। কাল থেকে কিছু একটা করার কথা ভাবতে হবে। দেরি করে লাভ নেই, হ্যারিকে তো সিরিয়সের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

হারমিওন বললো, তোমরা যদি গোলমাল করো তাহলে হ্যারি কেমন করে কোথায় সিরিয়সের সঙ্গে কথা বলবে?

হ্যারি বললো, আমব্রিজের অফিসে।

ওই কথাটা ও পনের দিন ধরে ভেবে চলেছে। কিছুদিন আগে কথা প্রসঙ্গে আমব্রিজ বলেছিলেন, একমাত্র তার ঘরের ফায়ার প্লেসে কোনও নজর রাখা হচ্ছে

না।

হারমিওন চোখ কপালে তুলে বললো, আরে তুমি পাগল হলে নাকি?

রন তখন কাল্টিভেটেড ফাংগাস ট্রেডের ইস্তেহার পড়ছিলো। কথাটা কানে আসতে একবার ওদের দিকে তাকালো।

হ্যারি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো– আমার তো তা মনে হয় না।

– ঠিক আছে, কিন্তু প্রথম কথা তার ঘরে যাবে কেমন করে?

উত্তর আগেই হ্যারি তৈরি করে রেখেছিলো। বললো, সিরিয়াসের ছুরি।

– অনুগ্রহ করে খুলে বলবে?

হ্যারি বললো, গত বড়দিনে সিরিয়স আমাকে একটা ছুরি উপহার দিয়েছিলেন সেটা দিয়ে যেকোনও তালা খোলা যায়।

ঘরের দরজাটা জাদুমন্ত্র করে বন্ধ করে রাখলেও তার অ্যালোহোমারা কাজ করবে না; হ্যারি বললো, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই তিনি করেছেন।

হারমিওন বললো, সেক্ষেত্রে...? রন বলতে পারবে?

রন বললো, তা আমি জানি না। রন একটু বেকায়দায় পড়ে গেলো। বললো– হ্যারি যদি চায়, তাই করুকগে।

– পাক্কা বন্ধুর মতো কথা বলেছে রন, ফ্রেড রনের পিঠ চাপড়ে বললো। ঠিক আছে কাল ক্লাস শেষ হবার পর করবো। তখন সকলে করিডোরে থাকবে, চুপচাপ কাজ হবে। হ্যারি ইস্টউইংগে আমব্রিজের অফিসের দক্ষিণে থাকবে। আমাদের কাজ শেষ হবে কুড়ি মিনিটের মধ্যে। কথাটা বলে ফ্রেড, জর্জের দিকে তাকালো।

– খুবই সোজা, জর্জ বললো।

– পথটা কেমন, রন জিজ্ঞেস করলো।

– দেখবে, সময় হলেই দেখবে ভাই, ফ্রেড বললো। ওরা দুজনেই উঠে দাঁড়ালো। আগামীকাল ভোর পাঁচটার সময় গ্রেগরি দ্য স্মারমিজের করিডোরে হাঁটলেই দেখতে পাবে।

* * *

মিনিস্ট্রি অব ম্যাজিকে শুনানির সময় ভোরবেলা যে রকম শংকিত ভাবনা চিন্তা নিয়ে তিক্ত মনে উঠেছিলো, পরেরদিন অতি ভোরে সেইরকম মনোভাব নিয়ে হ্যারির ঘুম ভাঙলো। আমব্রিজের ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে তার ফায়ার প্লেসে সিরিয়সকে ডেকে কথা বলা মনের মধ্যে দারুণ ভয়, উত্তেজনা ওকে কাবু করে দিলো। তাছাড়া সেদিন আবার স্নেইপের ক্লাশে অকলামেন্সির জন্য যেতে হবে। ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবার পর এই প্রথম।

বেশ খানিক সময় বিছানায় টান টান শুয়ে থাকার পর, সারাদিনের কাজকর্মের

কথা ভেবে ও নেভিলের মাথার কাছে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালো। এক চমৎকার সকালে ও বাইরে তাকিয়ে রইলো। আকাশটা পরিষ্কার, সামান্য কুয়াশাবৃত, আর আবছা নীলা। ও জানালার নিচে সারি সারি বড়ো বড়ো বিচ গাছের দিকে তাকালো, মনে পড়ে গেলো অতীতের একদিন ওর বাবা জেমস তার সতীর্থ স্নেইপকে দারুণ যন্ত্রণা-পীড়ণ করেছিলেন। জানালা দিয়ে হ্যাগ্রিডকে দু'একবার দরজার গোড়ায় দেখতে পেলো। তারপর অনেকটা সময় তার কেবিনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পরও হ্যাগ্রিডকে আর দেখতে পেলো না। ও পেনসিভে যা দেখেছে সেগুলো সত্য কি মিথ্যা সিরিয়স বলতে পারেন, আবার নাও বলতে পারেন। তাহলেও স্বকর্ণে সিরিয়সের মুখ থেকে সব শুনতে চায়। সিরিয়সকে সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখেছে। একমাত্র সিরিয়স বলতে পারবে ওর বাবার ব্যবহারের বৃত্তান্ত।

হঠাৎ হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিষিদ্ধ অরণ্যের দিকে চোখ পড়ে গেলো। সূর্যালোকে দেখলো হ্যাগ্রিড অরণ্যের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন, হাঁটার সময় সামান্য খোঁড়াচ্ছেন। হ্যাগ্রিড পা টেনে কেবিনের দরজার সামনে গিয়ে দরজা খুলে ভেতরে চলে গেলেন। আর তাকে দেখতে পেলো না। তবে চিমনিতো ধোঁয়া দেখে মনে হলো হ্যাগ্রিড সম্ভবত খুব বেশি আহত হননি।

হ্যারি জানালার ধার থেকে চলে এসে বাইরে যাবার জন্য পোশাক বদলালো। হ্যারি জানে ফ্রেড আর জর্জের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা খুব একটা সহজ নয়। দিনটা কেমনভাবে যাবে ও আন্দাজ করতে পারলো। ওকে সকাল পাঁচটায় উঠে আমব্রিজের ঘরের সামনে যাওয়া, বার বার হারমিওনের বাধা দেবার কথা মনে হতে লাগলো। হ্যারি প্রথম দেখেছিলো প্রফেসর বিনসের হিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে'র ক্লাসে হারমিওনকে অন্যমনস্ক থাকতে।

হারমিওন ওকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলো– যদি তোমাকে স্নাফেলের সঙ্গে কথা বলার সময় তার ঘরে ধরে ফেলেন, তাহলে তোমাকে স্কুল থেকে শুধু তাড়িয়ে দেবেন না, তোমাকে ভেরিটাসিরাম খেতে বাধ্য করে অনেক গোপন তথ্য জেনে নেবার চেষ্টা করবেন। অতএব নিরস্ত থাকো, আমার কথা শোনো।

রন বলেছিলো, হারমিওন, তুমি হ্যারির সঙ্গে বকবকানি বন্ধ করে বিনসের কাজ করবে? অথবা আমাকে আমার নোট নিতে দেবে?

– নিতে পারো পরিবর্তনের জন্য, তাহলে তো মরে যাবে না।

স্নেইপের ক্লাসরুমে যেতে যেতে রন, হ্যারি ও হারমিওনের সঙ্গে একটা কথাও বললো না।

স্নেইপ এমন ভাব দেখালেন যেন হ্যারিকে তিনি দেখতে পাননি। হ্যারি অবশ্য জানে স্নেইপ মাঝেমধ্যে এরকম করেন। অনেকটা আঙ্কল ভার্ননের মতো দেখেও

না দেখার ভান! ক্লাস শেষ হবার সময় ও যখন ঘরে একা তখন সব উপাদান মিলিয়ে মিশিয়ে ইনভিগরেয়সন ড্রট খুব সহজে বানালো। তারপর সেই পোসান ফ্লাস্কে ঢেলে, ছিপি বন্ধ করে স্নেইপের ডেস্কের কাছে নিয়ে গেলো। আশা ওইটে দেখে স্নেইপ হয়তো ই গ্রেড মুছে দেবেন।

রেখে দেবার পর পেছনে ফিরতেই ও হুটহাট শব্দ শুনতে পেলো। ও দেখলো ম্যালফয় আর ওর দুই বন্ধু!

ম্যালফয় ওকে দেখে অনাবশ্যক জোরে জোরে হেসে উঠলো। ওর হাসি শুনে হ্যারির পোসানের স্যাম্পেল হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেলো। স্নেইপ খুব খুশি হয়ে ওকে দেখতে লাগলেন।

– হায় হায় পটার তাহলে আর একটা গোল্লা পেলে।

হ্যারি ক্ষুব্ধ চিত্তে আর একটা পোসান বানিয়ে স্নেইপকে দেবার জন্য কলড্রন হাতে নিতেই শুনতে পেলো হারমিওনের গলা– আমি খুব দুঃখিত হ্যারি। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঠিকঠাক করবে। যাকগে আমি চললাম।

ঘণ্টা পড়ে গেলো। হ্যারি হারমিওনকে কোনও উপযুক্ত জবাব দিতে পারলো না। ও পেছনে না তাকিয়ে স্নেইপের অন্ধকার ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে গেলো। লাঞ্চে যাতে হারমিওনের সঙ্গে কথা না বলতে হয় তাই সিমাস আর নেভিলের মাঝখানে ও বসলো। হারমিওন তাহলে ওকে ফ্রেডের কথামতো আমব্রিজের অফিসে যাওয়াতে ঘ্যান ঘ্যান করে বাধা দিতে পারবে না।

ডিভিয়েসন ক্লাসে ও এতই বিরক্তিকর মেজাজে ছিলো যে সন্ধ্যা বেলা প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের অফিসে কেরিয়র এপয়েন্টমেন্ট একেবারে ভুলে গেছে। মনে করিয়ে দিলো রন। ও রনের কথা শুনে দৌড়াতে দৌড়াতে ম্যাকগোনাগলের ঘরে পৌঁছলো। এক মিনিট দেরিতে পৌঁছেছে।

দরজাটা বন্ধ করতে করতে হ্যারি বললো, দুঃখিত প্রফেসর আসতে একটু দেরি হয়ে গেলো। আমি ভুলে গিয়েছিলাম ম্যাডাম।

ম্যাকগোনাগল বললেন, যাকগে পটার।

ম্যাকগোনাগল যখন কথাটা বললেন পটার অন্য একজনের ঘরে উপস্থিতি টের পেলো তার নাক টানার শব্দে। ও সেইদিকে তাকালো।

দেখলো প্রফেসর আমব্রিজ হাতে একটা ক্লিপবোর্ড নিয়ে বসে আছেন। মুখে অতি পরিচিত অমায়িক হাসি।

– বসো পটার, ম্যাকগোনাগলে বললেন। হ্যারি লক্ষ্য করলো ডেস্কে ছড়ানো ইস্তাহারগুলো, দেখার সময় তার হাতটা সামান্য কেঁপে উঠলো।

হ্যারি, আমব্রিজের দিকে পিছন ফিরে বসলো। এমন ভান করলো যেন আমব্রিজের লেখার সময় কুইলের খসখসানি শুনতে না হয়।

– ওয়েল পটার, আজকে আমরা আলোচনা করবো তোমার ভবিষ্যত কেরিয়র সম্বন্ধে। সিক্সথ আর সেভেন্থ ইয়ারে পড়ার সময় কোন সাবজেক্ট তুমি নেবে আর সেটা উপযুক্ত হবে কিনা। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

– তুমি হোগওয়ার্টস ছাড়ার পর কি করবে কিছু ভেবেছো?

– না! হ্যারি মিন মিন করে বললো। কানে এলো আমব্রিজের ফাইলে কিছু নোট করার জন্য কলমের খসখস শব্দ।

– হ্যাঁ বলো পটার, আমি যা জিজ্ঞেস করছি। ম্যাকগোনাগল বললেন।

হ্যারি জড়িত- অস্পষ্ট কণ্ঠে বললো, ভাবছিলাম, অউরর হলে কেমন হবে।

– তাহলে তো তোমাকে টপগ্রেড পেতে হবে হ্যারি, ম্যাকগোনাগল বললেন। তারপর একটা লিফলেট বার করে দেখতে দেখতে বললেন– ওরা কম করে পাঁচটা নিউট চায়। তার চেয়ে কোনও কম নয়। তাছাড়া তোমাকে ওদের অফিসে খুব শক্ত চরিত্র ও পারদর্শিতার পরীক্ষা দিতে হবে। পটার ওটা খুবই শক্ত ব্যাপার। ওরা সব সময়ে টপ ছাত্র চায়। গত তিন বছরে, আসলে তারা সেই রকম টপ ছাত্র ছাড়া কাউকে নেয়নি।

ঠিক সেই সময় প্রফেসর আমব্রিজ তার উপস্থিতি হ্যারিকে জানানোর জন্য খুক্ খক্ করে কাসলেন। ভাবটা এমন ম্যাকগোনাগল কতটা সুষ্ঠুভাবে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন তা দেখানোর!

ম্যাকগোনাগল, আমব্রিজের উপস্থিতি ও গলা খাঁকাড়ি ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন, তো তুমি নিশ্চয়ই জানতে চাও তাহলে আর কোন সাবজেক্ট তোমার পক্ষে উপযুক্ত হবে।

– হ্যা, হ্যারি বললো। ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ?

– হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই। সেটাই আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

কথাটা শোনার পর আমব্রিজ আর একবার শব্দ করে খুক খুক করে কাসলেন।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ক্ষণিক চোখ বন্ধ করলেন, তারপর চোখ খুলে স্বাভাবিকভাবে তাকালেন।

– ট্রান্সফিগারেশনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি কারণ অউররদের ট্রান্সফিগারেশন অথবা আনট্রান্সফিগারেসন, যেমন চেহারা বদলানো, যেমন মানুষ কুকুরের রূপ নেওয়া ইত্যাদি হরদম তাদের কাজের জন্য প্রয়োজন হয়। তোমাকে এই কথাটা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে চাই পটার, আমি এমন কোনও ছাত্রকে আমার নিউট ক্লাসে পড়াতে চাই না যদি তারা আশা অতিরিক্ত (একসেসিভ এক্সপেক্টেসন) অবস্থায় না পৌঁছাতে পারে। অথবা সাধারণ উইজার্ডিং স্তরের ওপোরে না থাকে তবে আমি তোমাকে এইটুকু বলতে পারি তুমি এখন একসেপ্টেবল স্তরে মোটামুটি

অবস্থান করছো। অতএব সেই সুযোগ পেতে হলে তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তারপর তোমাকে চার্মস (মন্ত্রমুগ্ধ) করতে হবে এবং পোসানও খুব দরকার। হ্যাঁ, পটার পোসান! কথাটুকু বলে ম্যাকগোনাগোল ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন, পোসান আর প্রতিরোধ (আন্টিভোট) বিষয়ে পড়াশুনো আউরর হবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তুমি তো জানো প্রফেসর স্নেইপ কোনোমতেই যে ছাত্রছাত্রীরা তার আউল ক্লাসে আউটস্ট্যান্ডিঙ না পায় তাদের নিতে চান না। অতএব...

প্রফেসর আমব্রিজ বেশ জোরে জোরে কাসলেন।

– আপনাকে কি কাসির ওষুধ দিতে পারি ডলোরেস? ম্যাকগোনাগল বললেন। আমব্রিজের দিকে এবারেও তাকালেন না।

– না না ধন্যবাদ, আমব্রিজ বললেন। হাসলেন, ওই হাসিটা হ্যারি একদম সহ্য করতে পারে না। আমি ভাবছিলাম তোমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমি কি যৎসামান্য কিছু বলতে পারি সিনার্ভা?

ম্যাকগোনাগল দাঁতচেপে হেসে বললেন– আমি ভাবছি, মি. পটারের কী অউরর হবার মতো মানসিকতা আছে।

মাঝে তার কথার মধ্যে কোন বাধা পড়েনি– সেই আগে যা বলেছিলেন সেই সূত্রধরে বললেন– আমি তোমাকে এইটুকু উপদেশ দিতে চাই তুমি যদি অউরর হতে চাও তাহলে তোমার ট্রান্সফিগারেসন আর পোসান ভালো করে শেখা দরকার। প্রফেসর ফ্লিটউইক দেখছি, গত দু'বছর ধরে তোমাকে অ্যাকসেপটেবল (মোটামুটি) আর একসেভ এক্সপেক্টেসন (যা আশা করেছিলেন তার বেশি) গ্রেড দিয়েছেন। তো তোমার চার্ম ওয়ার্ক মনে হয় সন্তোষজনক। ডিফেন্স এগেনস্ট ডার্ক আর্টের (ডার্ক আর্টের প্রতিরোধ) মার্কস তো তোমার ভালই দেখছি। প্রফেসর লুপিন, বিশেষ করে তোমাকে ভেবেছেন। ডোলারেস, আপনার কি কাসির সিরাপ প্রয়োজন নেই?

– না না দরকার নেই মিনার্ভা, দারুণভাবে কাসতে কাসতে আমব্রিজ বললেন, আমি ভাবছিলাম তুমি হয়তো হ্যারির সাম্প্রতিক ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মার্ক লক্ষ্য করোনি। আমিতো ওটা একটা স্লিপে তোমার টেবিলের ওপোর রেখেছিলাম!

– ও এইটে? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ছোট্ট একটা গোলাপি পার্চমেন্ট হ্যারির ফাইলে দেখতে দেখতে বললেন। দেখে ভুঁরু কুঁচকে স্লিপটা যথাস্থানে রেখে দিলেন। কোনও মন্তব্য করলেন না। হ্যাঁ কি বলছিলাম পটার? ও হ্যাঁ প্রফেসর লুপিন লিখেছেন তুমি ওই সাবজেক্টে সুস্পষ্ট তৎপরতা দেখিয়েছো। বলতে বাধা নেই অউরর সম্বন্ধে।

প্রপেসর আমব্রিজ হতবাক! গলার স্বর অন্যরকম, কাসতেও ভুলে গেছেন–

তুমি কী আমার নোটটার সঠিক মানে বুঝতে পারোনি মিনার্ভা?

– অবশ্যই পেরেছি, ম্যাকগোনাগল এমনভাবে দাঁত চেপে বললেন যে কথাটা খুবই অস্পষ্ট শোনালো।

– যদি সঠিক বুঝে থাকো, তাহলে কেন বৃথা তুমি পটারকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছো মিনার্ভা?

মিথ্যে আশ্বাস? প্রফেসর ম্যাকগোনাগল আমব্রিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখনও প্রফেসর আমব্রিজের দিকে মুখ ফেরালেন না।

– আমি তো দেখছি পটার ডার্কআর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের টেস্টে সব কটাতেই অনেক উচ্চ মার্ক পেয়েছে।

– তোমার কথার প্রতিবাদ করতে সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে মিনার্ভা, তুমি যদি আমার নোটটি ভালোভাবে পড়ো তাহলে জানবে হ্যারি আমার ক্লাসে অতি লজ্জাজনক রেজাল্ট করেছে।

– আমার হয়তো উচিত ছিলো আমার কথা সোজা করে বলা, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। এই প্রথম আমব্রিজের দিকে সোজা তাকালেন ম্যাকগোনাগল। আমি দেখছি একজন দক্ষ শিক্ষক ওকে ওই সাবজেক্টে অনেক বেশি নম্বর দিয়েছেন।

আমব্রিজের মুখের হাসি সহসা মিলিয়ে গেলো। ফাইলে খুব তাড়াতাড়ি কিছু লিখতে লাগলেন। ফোলা ফোলা চোখ দুটো ঘুরতে লাগলো। ডান থেকে বাঁয়ে বাঁ থেকে ডানে। ম্যাকগোনাগল হ্যারির দিকে তাকালেন।

– তোমার কিছু প্রশ্ন করার আছে?

– হ্যাঁ, হ্যারি বললো- আপনি যদি অনেক নিউটস পান তাহলে মিনিস্ট্রি কি জাতীয় এপটিটিউড করতে পারে?

– নানাবিধ চাপের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিক্রিয়া ও বুঝবার সক্ষমতা ইত্যাদি তাছাড়া তোমার একাগ্রতা, একান্তভাবে নিজেকে নিয়োগ করাতো আছেই। কমকরে তিন বছরের ট্রেনিং, কর্মে দক্ষতা, বিশেষ করে নানা আক্রমণের প্রতিরোধ শিক্ষা। স্কুলের চাইতে আরও অনেক বেশি পড়াশুনো করতে হয়।

আমব্রিজ বললেন, তাছাড়া যারা দরখাস্ত করে মিনিস্ট্রি তাদের সম্বন্ধে নানা খোঁজ-খবরও নেয়। যেমন কোনো অপরাধমূলক কাজ করেছে, বা লিপ্ত আছে কিনা। মানে তাদের ক্রিমিনাল রেকর্ডস।

ম্যাকগোনাগল বললেন, সবদিক বিবেচনা করে বলতে চাই তুমি যদি রাজি হও তাহলে চান্স আছে।

– তাহলে আপনি কি বলতে চান ডাম্বলডোরের এখানে ফিরে আসার যেমন সম্ভাবনা আছে, তেমনি পটারেরও সম্ভাবনা আছে?

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন– অবশ্যই, দারুণ সম্ভাবনা।

আমব্রিজ হঠাৎ যেনো ক্ষেপে উঠে বললেন, পটারের ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে সেটা জানো মিনার্ভা?

ম্যাকগোনাগল আরও উচ্চস্বরে বললেন সেই অভিযোগ থেকে ও মুক্ত, সে কথা নিশ্চয়ই আপনি জানেন।

আমব্রিজ দাঁড়ালেন। বিশ্রি মুখ করে কাঁপতে লাগলেন। মহিলার উচ্চতা এতো কম যে দাঁড়ানো বা বসে থাকাতে ফারাক কম মনে হয়। ফোলা ফোলা মুখটা খুবই বীভৎস দেখালো। বললেন– অউরর হবার পটারের কোনো যোগ্যতা নেই।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগলও দাঁড়ালেন। প্রভাব বিস্তারকারী মহিলা সন্দেহ নেই। আমব্রিজকে তার প্রভাবের কাছে অতি তুচ্ছ মনে হলো পটারের। বললেন– পটার তুমি নিশ্চিত থাকো। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবো যাতে তুমি অউরর হতে পারো। আমি তোমাকে রাতে কোচ করবো, আমি দেখাবো অউরর হতে গেলে যা যা প্রয়োজনীয় তা তুমি অর্জন করতে পারো।

আমব্রিজ হুংকার দিয়ে বললেন, করতে পারো, তবে এইটুকু জেনো, ম্যাজিক মিনিস্ট্রি কখনোও কোনোদিনও পটারকে অউরর নিযুক্ত করবে না।

– আমার মনে হয় পটার যখন পাস করে, ট্রেনিং নিয়ে বেরোবে তখন ম্যাজিক মিনিস্ট্রিতে নতুন কোনো মিনিস্টার হবেন। ও তখন কাজ পাবে কি পাবে না তিনি বিবেচনা করবেন, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল খুব উচ্চস্বরে বললেন।

আমব্রিজ হাতের একটা. মোটা আঙ্গুল ম্যাকগোনাগলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আহা কি সুন্দর কথা বলেছো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অবশ্যই! তাই তুমি চাও মিনার্ভা। কর্নেলিয়স ফাজের জায়গায় ডাম্বলডোর অভিষিক্ত হোন, আর ভবাছো আমার জায়গায় তুমি আসবে। সিনিয়র আন্ডার সেক্রেটারি টু'দ্য মিনিস্টার, আর ভবিষ্যত হেডমিসট্রেস।

প্রফেসর ম্যাকগোনাগল সংযত হয়ে বললেন, আপনি অন্যায়ভাবে রাগে ক্ষেপে উঠেছেন সন্দেহ নেই। ও হ্যাঁ পটার, তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা শেষ হয়েছে, এবার তুমি যেতে পারো।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ওর ব্যাগ পিঠে চাপিয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে ম্যাকগোনাগলের ঘর থেকে চম্পট দিলো। বাইরে থেকে শুনতে পেলো প্রফেসর আমব্রিজ আর ম্যাকগোনাগল সরবে তর্কাতর্কি করে চলেছেন।

সেই দিন বিকেলে ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে যখন আমব্রিজ ক্লাস নিতে এলেন তখনও তিনি রাগে ফোঁস ফোঁস করছেন।

নন রিটালিয়েসন অ্যান্ড নেগোসিয়েসনের পরিচ্ছেদ ৩৪-এর পাতা খুলে

হারমিওন হ্যারিকে ফিসফিস করে বললো– প্ল্যান করে যা করতে বলেছো সব ঠিকঠাক তো? আমব্রিজ কিন্তু আজ অসম্ভব চটে আছেন মনে রেখো।

যতোবারই হ্যারি সামনে তাকায়, দেখে আমব্রিজ ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। ও যতটা সম্ভব সামনে না তাকিয়ে ডিফেনসিভ ম্যাজিক্যাল থিওরি বইটার পাতায় মুখ গুঁজে রইলো।

ও যদি আমব্রিজের ঘরে ঢুকে ধরা পড়ে যায়, সেই কথা শুনে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের মুখটা কেমন হয়ে যাবে ও যেনো ভাবতে পারে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তো উনি হ্যারির দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। তারপর ভাবলো গ্রিফিন্ডর টাওয়ারে ফিরে গিয়ে গরমের ছুটির কোনো এক সময়ে সিরিয়সের সঙ্গে দেখা হলে, পেনসিভে যা দেখেছে সে সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার যথেষ্ট সময় পাবে। তবে পিছু হটে যাবে এ কথাটা ভাবতে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। তার ওপোর রয়েছে, ফ্রেড আর জর্জের সঙ্গে আমব্রিজের ঘরে যাওয়ার সম্মতি। যে ছুরিটা নিয়ে ঘরের তালা খুলে ঢুকবে সেটাও স্কুল ব্যাগে ওর বাবার অদৃশ্য হবার ক্লোকে জড়ানো রয়েছে।

মনে দারুণ দোটানা। তালা ভাঙতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যায়! হারমিওন ওর চিন্তায় বাধা দিয়ে বললো– মনে রেখো ডাম্বলডোর তোমাকে স্কুলে রাখার জন্য নিজেকে বলি দিয়েছেন। আমব্রিজ যাতে ওদের কথা শুনতে না পান তার জন্য ও খুবই সতর্ক হয়ে গেল। বই থেকে মুখ না তুলে ফিস ফিস করে কথা বলে চলেছে, ধরা পড়ে যাবার পর তোমাকে যদি স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে ডাম্বলডোরের ত্যাগ বৃথা যাবে মনে রেখো।

কুড়ি বছর আগে একদিন গ্রীষ্মকালে ওর বাবা-মা আরও অনেকে যা করেছেন সেই স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তারপর ওর মনে পড়ে গেলো গ্রিফিন্ডর কমনরুমে ফায়ার প্লেসের আগুনের মধ্যে সিরিয়সের আবির্ভাব আর কথাবার্তা।

বলেছিলেন, তুমি তোমার বাবার মতো সাহসী নও। জেমস কোনো কিছু করতে ভয় পেতো না, ওর কাছে আনন্দের ছিলো বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া।

কিন্তু হ্যারি কি ওর বাবার মতো হতে চায়?

ক্লাস শেষের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে হারমিওন হ্যারির হাত ধরে অনুনয় করে বললো, হ্যারি আমি অনুরোধ করছি, অমন কাজ তুমি করবে না, প্লিজ করবে না।

হ্যারি কোনো জবাব দিলো না, কিন্তু কি করবে না করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

হারমিওন মুখ খুললেও রন হ্যাঁ- না বলে সায় বা বিরোধীতা করলো না। ও শুধু বললো– ওকে ভাবতে সময় দাও হারমিওন।

হ্যারি দারুণ উদ্বেগ নিয়ে ক্লাসরুম থেকে বেরোলো। ওর বুকের ভেতরটা

ভীষণ টিপ টিপ করে চলেছে। অনেক সাহস সঞ্চয় করে থামাতে পারছে না। করিডোর ধরে অর্ধেকটা পথ শেষ করেছে ঠিক সেই সময় শুনতে পেলো ভীষণ শব্দ। শব্দটা আসছে সামান্য দূর থেকে। তারপরই শুনতে পেলো ভয়ার্ত আর্তনাদ, চিৎকার। ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ক্লাসরুম থেকে প্রাণ ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসছে। হ্যারি দাঁড়িয়ে পড়ে ছাদের সিলিংয়ের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো।

আমব্রিজ তার ছোট দুটি পায়ে ভর করে যতো জোরে পারেন দৌড়াতে দৌড়াতে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ম্যাজিক ওয়ান্ডটা বার করে বিপরীত দিকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছুটলেন। অনেকটা নাউ অর নেভারের মতো।

হারমিওন কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে বললো, হ্যারি একপাও নড়বে না যেখানে আছো সেখানেই থাকো।

কিন্তু হ্যারিতো অনেক আগেই মনস্থির করে ফেলেছে। দাঁড়িয়ে থেকে কোনো লাভ নেই। ও ভিড় ঠেলে এঁকে বেঁকে সামনের দিকে ছুটলো। শব্দটা কোথা থেকে আসছে সঠিকভাবে জানতে। পূর্ব উইংগ থেকে শব্দ আসছে!

হ্যারি আমব্রিজের অফিসের করিডোরে পৌঁছে দেখলো জনমানব শূন্য। হ্যারি এক মুহূর্ত দেরি না করে ব্যাগ থেকে অদৃশ্য হবার ক্লোকটা পরে নিলো, সিরিয়সের দেওয়া ছুরিটা বের করে নিয়ে ক্লোকের পকেটে রাখলো। তারপর করিডোর ধরে ধীরে ধীরে আমব্রিজের ঘরের সামনে দাঁড়ালো।

ও হাতের ছুরি ফলাকাটা তালার গর্তে ঢুকিয়ে ওপোর- নিচ করতেই ক্লিক শব্দ করে দরজার তালা খুলে গেলো। ও ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা ফটাফট বন্ধ করে দিয়ে চারদিকে তাকালো। ঘরের সবকিছুই স্থির শুধু দেওয়ালে বীভৎস বেড়ালছানাগুলো বাজেয়াপ্ত করা ঝাড়ুগুলোর ওপোরে লাফালাফি করে চলেছে।

হ্যারি ওর গায়ের ক্লোকটা চটপট খুলে ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড়ালো। যা ও দেখতে চাইছিলো এক সেকেন্ডের মধ্যে দেখতে পেলো– ছোট্ট একটা চকচকে বাক্স। বাক্সের মধ্যে রয়েছে ফ্লু পাউডার।

ও শূন্য ফায়ার প্লেসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো, ওর তখন হাঁত কাঁপছে। এর আগে ও কখনোও ফ্লু পাউডার ব্যবহার করেনি তবে জানে কেমন করে ব্যবহার করতে হয়। ও কৌটো থেকে এক চিমটে পাউডার নিয়ে শুকনো কাঠের ওপোর ছড়িয়ে দিলে কাঠগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, সবুজ তার বিহ্নশিখা!

হ্যারি জোরে জোরে পরিস্কার কণ্ঠে বললো, বার নম্বর গ্রিমল্ড প্লেস!

জীবনে এই প্রথম ও দারুণ কৌতূহল উদ্দীপক কণ্ঠে কথাটা বললো।

সারা শরীর ওর চনমন করে উঠল এক অব্যক্ত উত্তেজনায়। ও কাঁপতে লাগলো সিরিয়সের প্রতীক্ষায়। এর আগে ও ফ্লু পাউডারের সাহায্যে যাত্রা করেছে। দেশের মধ্যে যতো উইজার্ডিং ফায়ার প্লেস (নেটওয়ার্ক) ছড়িয়ে আছে, সেখানে

সশরীরে লাড্ডুর মতো ঘুরতে ঘুরতে চলে গেছে। এখন ও দৃঢ়ভাবে আমব্রিজের ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, শুধু ওর মাথাটা সবুজ বহ্নিশিখার মধ্যে বন বন করে ঘুরতে লাগলো।

যেমনই হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠেছিল তেমনই ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে গেলো। মনে হলো ও যেনো অতি উত্তপ্ত একটা মাফলার মাথায় জড়িয়ে রেখেছে। ও ধীরে ধীরে তাকালো। অদূরে কিচেন ফায়ার প্লেসের কাছে দেখতে পেলো একটা কাঠের টেবিলে বসে একজন খুব আগ্রহের সঙ্গে একটু করে পার্চমেন্ট পড়ছে।

–সিরিয়স?

কিন্তু সেই লোকটি সিরিয়স নয়, লুপিন।

– হ্যারি? ও চিন্তিত মুখে বললো- কি হয়েছে, সব ঠিক আছে তো?

– হ্যাঁ সব ঠিক আছে। আমি সিরিয়সের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।

– বসো আমি ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি, লুপিন বললেন, গলার স্বরে কেমন যেনো অস্থিরতা; সিরিয়স ওপোরের ঘরে ক্রেচারকে খুঁজতে গেছে। মনে হয় আবার সিঁড়ির তলায় লুকিয়ে রয়েছে।

কথাটা বলে কিচেন থেকে লুপিন চলে গিয়ে একটু পরই সিরিয়সকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

সিরিয়স ওর কালো লম্বা চুলগুলো মুখ থেকে সরিয়ে বললেন– কী হয়েছে হ্যারি? তিজনেই ফায়ার প্লেসের কাছে মুখোমুখি বসলো।

– তুমি ঠিক আছ তো? আমাদের কাছ থেকে কী সাহায্যের দরকার আছে? লুপিন বললেন।

– না সেরকম কিছু নয়, আমি আমার বাবা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছিলাম।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালেন, খুব যেনো আশ্চর্য হয়ে গেছেন হ্যারির প্রশ্নে। কিন্তু হ্যারির কিছু ভাবার বা লজ্জিত হবার কিছু নেই।

ওর হাঁটু দুটো জ্বালা করতে লাগলো। জর্জ ওকে কুড়ি মিনিট সময় দিয়েছে, তার মধ্যে পাঁচ মিনিট কেটে গেছে। ও তাই আর দেরি না করে পেনসিভে দেখা কাহিনী বলে গেলো গড় গড় করে লুপিন আর সিরিয়সকে।

ওর কথা শেষ হবার পর লুপিন, সিরিয়স দু'জনেই চুপ করে রইলেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। তারপর লুপিন ধীরস্থির ভাবে বললেন, তুমি স্নেইপের পেনসিভে যা দেখেছো তা' নিয়ে তোমার বাবা সম্বন্ধে কোনও বিচার করতে যাওয়া ঠিক হবে না। মনে রেখো হ্যারি, তখন তোমার বাবার বয়স মাত্র পনেরো।

হ্যারি গরম হয়ে বললো– আমারও এখন বয়স পনেরো।

সিরিয়স বললেন, শোনো হ্যারি, তোমার বাবাকে স্নেইপ খুব হিংসে করতো। তাদের মধ্যে আদতেই কোনও বন্ধুত্ব ছিলো না। তোমার বাবা ভালো কিডিচ

প্লেয়ার ছিলো তা স্নেইপ সহ্য করতে পারতো না। ডার্ক আর্টকে তোমার বাবা অত্যান্ত ঘৃণা করতো।

– কিন্তু বাবার স্নেইপকে বিনা কারণে আক্রমণ করা ঠিক হয়নি।

– একটু আধটু মজা করতো। তোমার বাবা আর সিরিয়স খুব বন্ধু ছিলো তা নয়, স্কুলে দু'জনেই সেরা ছাত্র ছিলো সবদিক থেকে।

সিরিয়স বললেন, সব সময় গোমড়া মুখ করে বসে না থেকে মাঝে মাঝে হাসি-ঠাট্টা করা দোষের নয় হ্যারি।

লুপিন হাসলেন।

- সব সময় স্নেইপের চুল এলোমেলো করে দিতেন। লুপিন, সিরিয়স হো হো করে হেসে উঠলেন।

– হ্যাঁ হ্যাঁ তা একটু করতো, সিরিয়স হেসে বললেন, সেসব কথা ভুলেও গেছি ছাই।

লুপিন বললেন, সে সময় কি ও স্নিচ (ছোট ছোট রঙ্গীন প্রজাপতি) নিয়ে খেলা করতো?

– হ্যাঁ দেখেছি।

লুপিন বললেন, ভালো মানুষ ও খোলামনের ছিলো জেমস। তবে খুব একটা চালাক ছিলো না, সাহসী ছিলো।

সিরিয়স বললেন, শুধু জেমস কেন? আমরা সবাই বোকা।

তারপর লুপিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, কিন্তু সে যাই হোক তোমার বাবার লিলির ওপোর খুব দুর্বলতা ছিলো।

– বাবাকে তো মা পছন্দ করতেন না, তো বিয়ে করলেন কেন?

সিরিয়স বললেন– না তো। কে বললো তোমাকে?

লুপিন বললেন; সেভেন্থ ইয়ারে পড়ার সময় থেকেই দু'জনে এক সঙ্গে উঠাবসা করতো।

দু'চারটে কথা বলার পর সিরিয়স বললেন– শোনো হ্যারি তোমার বাবা অতি ভদ্র ভালোমানুষ ছিলো তা নয়; আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। বহু ছেলে- মেয়ে পনেরো বছর বয়সে তো চালাক হয় না। তারই মধ্যে ও বড় হয়েছে।

হ্যারি একটু সময় চুপ থেকে বললো, আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে স্নেইপের ওপোর মায়া দেখানো ঠিক নয়।

লুপিন বললেন, এতক্ষণে বাদে বললে। যাকগে তোমার ওইসব অতীতের জিনিস দেখার কথা শুনে স্নেইপের কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তাই বলো।

–বলেছিলেন, আমাকে আর অকলামেন্সি শেখাবেন না। খুব হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন মনে হয়।

– কী বললে? সিরিয়স খুব জোরে বললেন। এতো জোরে যে ফায়ার প্লেসে কাঠের ছাই উড়তে লাগলো।

– ঠিক বলছো হ্যারি? তোমাকে শেখানো বন্ধ করে দিয়েছে স্নেইপ? লুপিন সঙ্গে সঙ্গে বললেন।

– হ্যাঁ, তাই বলেছেন। স্নেইপ, হ্যারিকে শেখানো বন্ধ করে দিয়েছেন শুনে যে প্রতিক্রিয়া লুপিনের মুখে চোখে দেখালো তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো হ্যারি। ঠিক আছে, আমার তাতে কিছু যাবে আসবে না।

সিরিয়স দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি তোমাদের ওখানে গিয়ে একদিন স্নেইপের সঙ্গে কথা বলবো।

লুপিন, সিরিয়সকে বসিয়ে দিয়ে কঠিনভাবে বললেন, স্নেইপকে যদি কিছু বলার দরকার হয় তো আমি বলবো। হ্যাঁ হ্যারি, তুমি স্নেইপকে পরিষ্কারভাবে বলবে কোনও কারণেই ও তোমার লেসন বন্ধ করতে পারে না, কারণ ডাম্বলডোর আদেশ দিয়েছেন, তার আদেশ মানতে বাধ্য স্নেইপ।

হ্যারি শুষ্ক মুখে বললো, ওকথা বললে আমাকে হয়তো মেরে ফেলবেন। পেনসিভ থেকে আমরা যখন বেরিয়ে এসেছিলাম তখন আপনারা তার মূর্তি দেখেননি।

লুপিন স্বপ্নের ঘোরে বললেন, তোমার কাছে এখন অকলামেন্সি শেখা ছাড়া কোনো কিছুই বড়ো নয় হ্যারি; আমার কথা বুঝতে পেরেছো?

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ্যারি বললো। বেশ আমি অবশ্যই বলবো; কিন্তু কোনো কাজ হবে বলে তো মনে হয় না।

ঘরের বাইরে কারও পদশব্দ শুনতে পেলো।

– সিঁড়ি দিয়ে কী ক্রেচার আসছে?

– না, সিরিয়স বললেন; মনে হয় অন্য কেউ।

হ্যারির বুকের ধুকধুকানি যেনো বন্ধ হয়ে আসছে।

ও গ্রিমন্ড প্লেসের আগুন থেকে মাথা পিছনে টেনে নিয়ে বললো, আমি এখন চলি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মনে হলো কাঁধেতে ওর মুণ্ডুটা বন বন করে ঘুরছে। তারপরই দেখলো আমব্রিজের ফায়ার প্লেসের সামনে ও হাঁটু গেড়ে বসে আছে। ফ্লনেট ওয়ার্কে– গ্রিমন্ড প্লেস থেকে আবারও হোগওয়ার্টসে ফিরে এসেছে। ও একদৃষ্টে সবুজ অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে রইলো। অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে নির্বাপিত হলো।

– তাড়াতাড়ি. তাড়াতাড়ি! হ্যারি ফ্যাঁস ফ্যাঁসে গলার শব্দ শুনতে পেলো অফিস ঘরের দরজার ডান দিক থেকে। ওহ্ দরজাটা খুলে রেখে গেছেন দেখছি।

হ্যারি ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হবার আলখেল্লাটা গায়ে চড়ালো। দেখলো ফিলচ বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘর খোলা দেখে ওর মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো খুব খুশি হয়েছে ফিলচ। আপন মনে কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে ও আমব্রিজের ডেস্কের পাল্লা খূলে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলো।

– কষাঘাতের অনুমোদন, কষাঘাতের অনুমোদন– আমি তাহলে তো এখন করতে পারি। বহু বছর পর ওরা আসছে। কথাটা বলে ও ছোট একটা পার্চমেন্ট নিয়ে বুকে চেপে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ফিল্চ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে হ্যারি স্কুল ব্যাগটা তুলে নিয়ে ভালো করে ক্লোকটা গায়ে টেনে টুনে দিলো যাতে কোনও ফাঁক না থাকে। তারপর ফিলচের পিছু পিছু করিডোর দিয়ে চললো।

হ্যারি খানিকটা পথ এগিয়ে আলখেল্লাটা খুলে ব্যাগে ভরে নিলো।

সেখানে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলো এন্ট্রেন্স হলের মুখে কিছু ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলতে গেলে সমস্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রী এনট্রেন্স হলের ভেতরে বাইরে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকটা ট্রিলনীর স্কুল থেকে চলে যেতে বলার সময় ওই রকম অবস্থা হ্যারি দেখেছিলো।

দেখলো প্রায় সকলেই মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে খুব সম্ভব স্টিংকস্যাপ (দুর্গন্ধ যাতে নাকে না আসে)। প্রফেসর, ছাত্র-ছাত্রী ভূতেরাও, তাদের মধ্যে বিশেষ করে আমব্রিজের তদন্তকারী স্কোয়াডরাও। জর্জ আর ফ্রেড ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিভস ওপোর থেকে লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে। ওদের মুখ দেখে মনে হলো ওরা ধরা পড়ে গেছে।

– আমব্রিজ ওদের দিকে তাকিয়ে হুংকার দিলেন। তোমরা মনে করেছো স্কুল করিডোরকে জলাভূমি করে দিয়ে দারুণ মজা লুটবে তাই না?

ফ্রেড বললো– দারুণ মজা। আমব্রিজের মুখের দিকে নির্ভিকভাবে তাকালো।

ফিলচ কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে আমব্রিজের পাশে দাঁড়ালো। খুশিতে ও ছটফট করছে।

হ্যারি ফিল্চকে যে পার্চমেন্টের টুকরো ডেস্ক থেকে নিতে দেখেছিলো সেটা দেখাতে দেখাতে বললো, আমি ফর্মটা পেয়েছি, বেতও ঠিকঠাক আছে, কাজটা আমি করি হেডমিস্ট্রেস?

– ঠিক আছে আরগম, আমব্রিজ ফ্রেড আর জর্জের শেকল বাঁধা শরীরের দিকে তাকালেন।

– এখন তোমরা দু'জনে দারুণ মজা পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করো। আমার স্কুলে কেউ অন্যায় করলে পার পাবে না, শাস্তি পেতেই হবে।

– কী বললেন, অন্যায়? আমরাতো কোনও অন্যায় করিনি, ফ্রেড বললো।

আমব্রিজ ওদের দিকে তাকালেন।

ফ্রেড বললো, জর্জ আমাদের তো স্কুলের পড়াশুনা খতম হয়ে গেছে।

জর্জ বললো– তাইতো ভাবছিলাম।

– তাহলে আমরা কতটুকু শিখলাম সকলকে জানাতে হয়, কি বলো?

জর্জ বললো, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আমব্রিজ আর কোন কথা বলার আগেই ফ্রেড-জর্জ ওদের জাদুদণ্ড উঁচু করলো।

একিও ব্রুমস!

হ্যারি অদূরে মারাত্মক রকমের কড় কড় শব্দ শুনতে পেলো।

সকলে দেখতে পেলো দুটি ঝাড়ু হাওয়াতে ভেসে ভেসে আসছে। তার মধ্যে একটা ঝাড়ু, যে লোহার শেকল দিয়ে আমব্রিজ ওদের বেঁধে রেখেছিলেন সেই শেকল প্রবলভাবে আঘাত করলো।

আমব্রিজ দেখলেন ফ্রেড আর জর্জ মুক্ত। লোহার শেকল, পেগ পাথরের মেঝেতে ওদের পায়ের কাছে ছত্রকার হয়ে পড়ে রয়েছে।

ফ্রেড আর জর্জ ভেসে আসা ঝাড়ুতে উঠে বসলো।

ফ্রেড আমব্রিজকে বললো, আমাদের আর আপনার মুখ দেখতে হবে না। আমরা চললাম স্যর!

ফ্রেড ওর ঝাড়ুতে বসতেই ঝাড়ু ওকে উড়িয়ে নিয়ে চললো।

জর্জ ওর নিজের ঝাড়ুতে বসে বললো– আমিও চললাম।

ওরা দু'জনে ঝাড়ুর ওপোর বসে স্কুল বিল্ডিং ছেড়ে আকাশে উড়ে গেলো। জনতা ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো।

ফ্রেড আকাশ থেকে বললো, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পোর্টেবল জলপাত্র চাওতো দেরি করবে না, তিরানব্বই নম্বর ডায়গন অ্যালেতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ওটাই আমাদের নতুন ঠিকানা।

জর্জ আমব্রিজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললো– ওই বুড়িটাকে যারা অগ্রাহ্য করবে তারা বিশেষ ছাড় পাবে প্রোডাক্টস কেনার সময়।

আমব্রিজ তার নবগঠিত স্কোয়াডকে বললেন, ধরো ধরো ওদের ধরো।

আর ধরো! ওরা দুই উইসলি ভাইদের একটু কাছে আসলেই প্রবল পদাঘাত খেয়ে মাটিতে ছিটকে লোহার শেকলের কাছে পড়ে গেলো আকাশ থেকে।

– পিভস, ওদের আমাদের পক্ষ থেকে নরকে নিয়ে যাও।

পিভসকে আগে কখনোও স্কুলের ছাত্রদের আদেশ রক্ষা করতে হ্যারি দেখেনি। ও ওর বড় টুপিটা খুলে দোলাতে দোলাতে আকাশে উড়ন্ত জর্জ ও ফ্রেডকে স্যালুট করলো। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো ফ্রেড ও জর্জের দিকে তাকিয়ে।

ত্রিংশ অধ্যায়

গ্রপ

ফ্রেড আর জর্জের পলায়ন কাহিনী হোগওয়ার্টস স্কুলে সাতদিন ধরে সকলের মুখে মুখে। হ্যারির মনে হলো, ঘটনাটা হোগওয়ার্টসের ইতিহাসে লোক কাহিনী হয়ে থাকবে। যারা যারা দেখেছে তারা সকলেই ফ্রেড ও জর্জের বীরত্বে আনন্দে অধীর। ফ্রেড আর জর্জ আকাশ থেকে আমব্রিজের দিকে ডাইভবোমা ছুঁড়েছে সাথে ডাংগবোম। শুধু তাই নয় সকলেই ওদের ঝাড়ু চেপে পলায়ন নকল করে দেখাতে লাগলো। হ্যারির কানে এলো কেউ কেউ বলছে– আমাদেরও একদিন ফ্রেড আর জর্জের মতো ঝাড়ুতে চেপে পালাতে ইচ্ছে করে।

ফ্রেড ও জর্জ জানে ওদের কেউ তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে না। একটা মস্ত ভুল করেছে ছ'তলায় করিডোরে ইস্ট উইংগের থেকে জমাজল কেমন করে সরাবে তার পদ্ধতি জানাতে। আমব্রিজ আর ফিল্চ নানা পন্থা অবলম্বন করে জল সরাবার চেষ্টা করে যেতে লাগলো, কিন্তু কার্যকরী হলো না। হ্যারি অবশ্য জানে ম্যাকগোনাগল বা ফ্লিটউইক জমাজল এক মুহূর্তের মধ্যে হটিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু আমব্রিজের ব্যর্থ প্রয়াস দেখে যেতে লাগলো।

তারপর আরও একটা ঘটনা।

আমব্রিজের ঘরের দরজায় দুটো ঝাড়ু ঢোকার মতো বড় বড় গর্ত! সেই গর্ত করে ফ্রেড আর জর্জ যে দুটো ঝাড়ু নিয়েছিলো তারা ফিরে এসেছে ওদের প্রভুর ঘরে। ফিল্চ গর্তওয়ালা দরজা বদলে নতুন দরজা লাগালো, শুধু তাই নয় হ্যারি পটারের ফায়ার বোল্ট, পাতালঘরে রেখে দিলো। আমব্রিজ সিকিউরিটি গার্ড মোতায়েন করলেন। কিন্তু তা হলেও আমব্রিজের উৎপাতের যেনো শেষ হয় না।

জর্জ আর ফ্রেডের সেই কাজে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে, গোলমাল পাকানোর নেতাদের শূন্যস্থান পূরণ করার চেষ্টা করতে লাগলো। নতুন দরজা লাগাবার পরও

অনেকেই আমব্রিজের ঘরে ঢোকার চেষ্টা করতে লাগলো।

ওদিকে ফিল্চ ট্রাবল মেকারসদের ধরে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে তাদের শায়েস্তা করার জন্য করিডোরে চাবুক হাতে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। আমব্রিজের নতুন স্কোয়াড ফিল্চকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলো; কিন্তু সেই স্কোয়াডের সদস্যদের নিত্য নতুন অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে হলো। ওয়ারিংটন, স্লিদারিন হাউজের ভালো কিডিচ প্লেয়ার হঠাৎ চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো। ওর গায়ের চামড়া দেখে মনে হতে লাগলো কেউ যেন কর্নফ্লেকস চিপকে দিয়েছে ওর গায়ে। প্যানসি পারকিনসনের গায়ে ছোট ছোট হরিণের শিঙ গজানোর জন্য দু'দিন ক্লাস করতে পারলো না। হারমিওন সব দেখে খুব খুশি হলো।

ছাত্রছাত্রীদের নিত্য নতুন ঝামেলা, স্কুলের ভেতর উদভট কাণ্ড কারখানায় হেডমাস্টার আমব্রিজ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

হারমিওন বললো, হ্যারিকে, জিজ্ঞেস করতে হবে কবে থেকে আবার ও স্নেইপের কাছে অকলামেন্সি লেসন নিতে যাবে।

হ্যারির মন খুব খারাপ। ফ্রেড- জর্জের কাণ্ডকারখানার গল্প সল্প শেষ হয়ে যাচ্ছে। সকলেই পড়াশুনোয় ব্যস্ত। রন, হারমিওন আশা করে বসে রয়েছে আবার কবে সিরিয়সের খবর পাবে। হ্যারি সিরিয়সের সঙ্গে ওর কথাবার্তার সবকিছু খোলাখুলি বলেনি রন– হারমিওনকে। সিরিয়স যে ওকে স্নেইপের কাছে গিয়ে অবশ্যই অকলামেন্সি লেসন নিতে বলেছেন তাও বলেনি। হ্যারি জানে, হারমিওনও চায় ও স্নেইপের কাছে নিয়ম করে গিয়ে অকলামেন্সির লেসন নিক।

হারমিওন বললো, তুমি কিন্তু বলতে পারবে না যে আজকাল তুমি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখো না। দেখো, অবশ্যই দেখো। রন আমাকে বলেছে প্রায়ই তুমি ঘুমের ঘোরে বকবক করো। এইতো গত রাতেও করেছিলে।

হ্যারি রনের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। রন, হারমিওনের কাছে হ্যারির স্বপ্ন দেখা আর বকবকানির কথা বলাতে হ্যারি যে চটেছে সেটা বুঝতে পেরে লজ্জিত হলো।

রন বললো, খুব একটা বেশি না। এই সামান্য বকবক করছিলে, কি দেখেছিলে তা জানি না।

হ্যারি ধামাচাপা দেয়ার জন্য মিথ্যে বললো– আমি তোমাকে কিডিচ খেলতে দেখছিলাম, তোমাকে কোয়াফিলে (বল) ধরবার জন্য ছোটাছুটি করতে বলছিলাম তারই বকবকানি!

কথাটা শুনে রনের কান লাল হয়ে গেলো। হ্যারি রনের মুখচোখ দেখে দারুণ খুশি হলো। প্রতিশোধ নিতে পেরেছে, সেই রকম ভেবে খুব খুশি হলো।

একথা সত্যি, গতরাতে আবার ও একই স্বপ্ন দেখেছে। ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ-এর করিডোর ধরে ও হেঁটে চলেছে। তারপর গোল মতন ঘর থেকে আর একটা ঘরে ঢুকলো। আগের মতোই সারা ঘরটায় ক্লিক ক্লিক শব্দ, আলোর নৃত্য। সেখান থেকে অন্য একটা গুহার মতো ঘরে। সেই ঘরে দেওয়াল ভর্তি তাক। তাকে সাজানো রয়েছে ময়লা ধূলো লাগা আদ্দিকালের কাঁচের গোলাকার সব অজানা জিনিস।

ও সাতানব্বই সারির দিকে তাড়াতাড়ি এগোলো, বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে লাইন ধরে ছুটলো। তখনই হয়তো ও জোরে জোরে কিছু কথা ঘুমের ঘোরে বলেছিলো, 'আর একটু এগিয়ে যাও'। শেষ সারিতে পৌঁছানোর আগেই ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো। চোখ খুলে দেখলো ও বিছানায় শুয়ে রয়েছে ও চারটে পোস্টারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

– তুমি তোমার মনের ভেতরটা বন্ধ করবার চেষ্টা করছো বলো, সত্যি চেষ্টা করছো না? হারমিওন বললো, হ্যারির দিকে ছোটো ছোটো উজ্জ্বল দৃষ্টিতে– তোমার অকলামেন্সির প্রভাব এখনও শেষ হয়নি! সেইভাবে চলছো?

– অবশ্যই চলছি, হ্যারি বললো। হারমিওনের প্রশ্নটা ওর কাছে খানিকটা অপমানজনক মনে হলো। কিন্তু কথাটা বলার সময় হারমিওনের দিকে তাকালো না। আসলে ওর মনের মধ্যে সর্বদাই ঘুরছে স্বপ্নে দেখা সেই ধূলি-ধূসর ভর্তি গোলাকার ঘরের মধ্যে কি আছে জানার, তাই ও চায় স্বপ্ন দেখা যেন বন্ধ না হয়।

সমস্যা, সামনে পরীক্ষা। প্রচুর পড়া, রিভিসন, সমস্ত মাথার ভেতরটা তারই ভাবনাতে ভরে রয়েছে। তাই ঘুমুতে যাবার সময় পরীক্ষা- নিরীক্ষা ছাড়া অন্য কিছু মাথায় থাকে না। মাথা থেকে সেই চিন্তা হটাতে পারে না। স্বপ্নে শুধু দেখে আসন্ন পরীক্ষার ভীতি। সবই বোকা বোকা স্বপ্ন। মনের ভেতর একটা অংশ অবশ্যই থেকে যায় হারমিওনের অকলামেন্সি সম্বন্ধে প্রশ্ন আর তাগিদেও। তবু মাঝে মধ্যে সেই স্বপ্নে আসে, করিডোরের শেষ প্রান্তে কালো দরজা কিন্তু সেখানে পৌঁছবার আগেই যে ওর ঘুম ভাঙে।

রন বললো, স্লিদারিন আর হাফলপাফের খেলার আগে মন্টেগু যদি সেরে না ওঠে তাহলে আমাদের কাপ জেতা মারে কে।

একঘেয়ে চিন্তা থেকে খেলার জগতের কথাবার্তাতে ওর মন অনেকটা হালকা হয়।

– আমি বলছি, আমরা একটা ম্যাচে হেরেছি, আর একটা ম্যাচে জিতেছি। যদি আগামী শনিবারের ম্যাচে হাফলপাফের কাছে স্লিদারিয়ন হারে...।

– ঠিক বলেছো, হ্যারির বলার সময় চোখ পড়ে গেলো চো- চ্যাং কোর্ট ইয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছে। ও কিন্তু একবারও হ্যারির দিকে তাকালো না।

সিজিনের কিডিচের ফাইনাল ম্যাচ 'গ্রিফিন্ডর ভার্সেস র‍্যাভেনক্ল' ঠিক হয়েছে মে মাসের শেষ সপ্তাহের শেষে হবে।

স্লিদারিন অবশ্য কোনওরকমে শেষ ম্যাচে হাফেলপাফকে হারিয়েছে, তাহলেও গ্রিফিন্ডরের জেতার আশা কম। তার কারণ রনের অগাধ– অতল গোল কিপিং রেকর্ড! তাহলেও রনের মনে নতুন আশার উদ্রেক হয়েছে।

রন ব্রেকফাস্ট খাবার সময় হ্যারি আর হারমিওনকে বললো, আমি হেরে যাওয়ার কথা ভাবতে চাই না। চান্স আছে কী?

হ্যারির সঙ্গে মাঠের পিচের ওপোর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হারমিওন বললো, আমার কিন্তু মনে হয় দলে ফ্রেড আর জর্জ না থাকার জন্য রন বেশ স্বাধীনভাবে খেলবে। ওর আস্থার অভাব হবে না।

খেলার মাঠ লোকে লোকারণ্য! ওরা দেখলো লুনা লাভগুড একা একা চলেছে, ওর মাথার ওপোর একটা খাঁচা তার মধ্যে জীবন্ত ঈগল পাখি চাপানো রয়েছে।

– হায় ঈশ্বর! আমি একদম ভুলে গেছি! লুনার মাথার ওপোর ঈগল পাখার ডানা ঝাপটানি দেখে বললো, চো আজ খেলবে না?

হ্যারি কথাটা শুনে কোনও জবাব দিলো না।

ওরা দু'জনে স্ট্যান্ডের ওপরের দিকে শেষ সারিতে বসবার জায়গা পেয়ে গেলো। আকাশ সেদিন পরিষ্কার, কোথাও একটুকরো মেঘ দেখা যাচ্ছে না। রন আর বেশি কী চায়? হ্যারি ভাবতে লাগলো– স্লিদারিনকে 'উইসলি আমাদের রাজা'– সমবেত কণ্ঠে গান গাইবার সুযোগ দেবে না। ফ্রেড আর জর্জ চলে যাওয়াতে লি-জোর্ডানের মন খুব খারাপ হলেও যেমনভাবে ধারা বিবরণী বলে তেমনভাবেই বলে চলেছে। দু'দল প্লেয়ার মাঠে নামতেই ও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাদের নাম বলতে বলতে শুরু করলেও আগের মতো যেনো উচ্ছ্বাস নেই তার।

– ব্রেডলে, ডেভিস, চ্যাং নাম বললো। চো- চ্যাংকে মাঠে নামতে দেখে হ্যারির পেটের মধ্যে গুড় গুড় শব্দ হতে লাগলো। চো'র চকচকে কালো চুল হাওয়াতে উড়ছে, ঝাড়ুতে বসবার আগে ওকে রোজারের সঙ্গে কথা কইতে দেখে একটু হিংসে হয়েছিলো বৈকি।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, দু'টিমের প্লেয়াররা আগেই মাঠে নেমে পড়েছে। জোর্ডান বলতে লাগলো, ডেভিস কোয়াফল হাতে নিয়েছে, র‍্যাভেনক্লর ক্যাপ্টেন ডেভিস। কোয়াফল হাতে নিয়ে জনসন, বেল, স্পিনেটকে ডজ করে ও সোজা গোলের দিকে এগোচ্ছে! হ্যাঁ, ও এবার বলটা গোলে মারবে...মারবে... মেরেছে, দারুণভাবে মেরেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, গো...ও...ল। দর্শকদের হর্ষধ্বনির মধ্যে ওর গলা প্রায় শোনা গেলো না।

গ্রিফিন্ডর গোল খাবার পর হ্যারি, হারমিওন স্তব্ধ! যা আশা করেছিলো তাই হলো। স্লিদারিনরা সমবেত কণ্ঠে গাইতে লাগলো

'উইসলির কিছু ধরার ক্ষমতা নেই
ও একটা ছোট রিং ও ধরতে পারে না'

'হ্যারি!, হারমিওন!' হ্যারি শুনতে পেলো কর্কশ এক কণ্ঠস্বর।

হ্যারি পিছন ফিরে তাকালো। দেখলো হ্যাগ্রিড তার বিরাট দাড়ি ঝুলিয়ে সামনের সিটে বসে রয়েছেন। মনে হয় প্রথম আর দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীদের ঠেলে ঠুলে একটা সিটে বসেছেন। ছেলেমেয়েরা খুব খুশি হয়নি, ধাক্কাটাক্কা মেরে সিট দখল করে বসার জন্য।

– শোনো, সকলেই এখন খেলা দেখায় মত্ত, তোমরা এখন আমার সঙ্গে আসতে পারবে? হ্যাগ্রিড ফিসফিস করে ওদের বললেন।

– একটু পরে গেলে হয় না হ্যাগ্রিড! ম্যাচটা শেষ হতে দিন, হ্যারি অনুনয় করে বললো।

– অপেক্ষা করা যায় না হ্যারি। সকলে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে, এখনই যেতে হবে।

হ্যারি অনেকদিন হয়ে গেলো হ্যাগ্রিডকে খুব কাছ থেকে দেখেনি। দেখলো হ্যাগ্রিডের নাক দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে, চোখের তলা দুটো কালো। ও হতভম্ব হয়ে হ্যাগ্রিডের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

– না না দেরি করবো না, চলো তোমরা, হ্যাগ্রিড বললেন।

হ্যাগ্রিড হারমিওন যে সারিতে বসেছিলো সেখানে বসে থাকা ছেলে- মেয়েদের সরে বসতে বা দাঁড়াতে হবে ওদের পথ করে দিতে। তাই ওরা একটু রেগে গেলেও ওরা দু'জন হ্যাগ্রিডের সঙ্গে মাঠের বাইরে যাবার জন্য সিঁড়িতে পা দিলো। হ্যারি দেখলো সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় হ্যাগ্রিডের পা দুটো স্থির নয়, সামান্য কাঁপছে।

হ্যাগ্রিড মাঠের দিকে চলতে চলতে বললেন, তোমাদের খেলা ছেড়ে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তারিফ করছি। কে জানে ও আমাদের দেখতে পেয়েছে কি না।

– কার কথা বলছেন আমব্রিজ? সমস্ত স্কোয়াড ওকে ঘিরে বসে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন না মনে হয়। খেলার শেষে মনে হয় গোলমালের আশঙ্কা করছেন।

– একটু আধটু গোলমাল হলে কোনও ক্ষতি নেই, হ্যাগ্রিড খেলার মাঠ থেকে তার কেবিন পর্যন্ত খোলা বিস্মৃত মাঠ ধরে চলতে চলতে বললেন। চলো, আস্তে আস্তে যাই।

অরণ্যের দিকে চলতে চলতে হারমিওন হ্যাগ্রিডের মুখের দিকে তাকিয়ে

বললো, আপনার মুখে...।

– যেখানে যাচ্ছি সেখানে গেলে দেখতে পাবে, হ্যাগ্রিড বললেন।

হ্যারি শুনতে পেলো চিৎকার, চেঁচামেচি, মনে হয় কেউ গোল করেছে।

হ্যারি বললো, হয়তো র‍্যাভেনক্ল গোল করেছে।

হ্যাগ্রিডের কোনো উৎসাহ নেই। বললেন– হতে পারে, ভালো ভালো।

হ্যাগ্রিড বেশ জোরে জোরে হাঁটছেন। তার চলার সঙ্গে ওরা দু'জনেই তাল রেখে হাঁটতে পারছে না, বার বার পিছিয়ে পড়ছে।

হ্যাগ্রিডের কেবিনের সামনে পৌঁছে ওরা জঙ্গলের বাঁ দিকে ক্লিয়ারিং-এর দিকে তাকালো। হ্যাগ্রিড সোজা হেঁটে অরণ্যের শেষ প্রান্তে গাছে ঝুলিয়ে রাখা একটা আড়ধনু তুলে নিয়ে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে হ্যাগ্রিডের মনে হলো হারমিওন– হ্যারি তার কাছাকাছি নেই। তিনি পিছন ফিরলেন।

হারমিওন যেনো ঘাবড়ে গিয়ে বলে উঠলো, অরণ্যের মধ্যে রয়েছি।

– দেরি করো না; ওরা যেনো দেখতে না পায়, তাড়াতাড়ি এসো তোমরা।

হ্যারি- হারমিওন গাছপালা, ঝোপঝাড় ঠেলে একরকম নাকানি চোবানি খেতে খেতে হ্যাগ্রিডের কাছে পৌঁছলো।

হ্যাগ্রিড হাতে সেই আড়ধনুটা নিয়ে সবুজ জঙ্গলের ভেতরে চললেন. পেছনে হ্যারি আর হারমিওন।

হ্যাগ্রিড খুব জোরে হাঁটছেন, হারমিওন হ্যারি যাতে পিছিয়ে না পড়ে তাই এরকম দৌড়াতে লাগলো।

হ্যারি হ্যাগ্রিডের হাতে আড়ধনুটা দেখে বললো, আপনার হাতে অস্ত্র কেন হ্যাগ্রিড?

বিরাট কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বললেন, আত্মরক্ষার জন্যে!

হারমিওন হেসে বললো– আমাদের থ্রেসটাল দেখানোর সময়তো আপনার হাতে কোনও অস্ত্র ছিলো না?

– না না, এখন আমরা ওদিকে যাচ্ছি না, হ্যাগ্রিড বললেন। সেটা ফিরেঞ্জ জঙ্গল ছাড়ার আগে ছিলো, তাই না?

হারমিওন বললো, ফিরেঞ্জের থাকা না থাকাতে কি আসে যায়?

– অনেক ব্যাপার আছে, এখন বলার সময় নেই। কোনও কথা না বলে আমার সঙ্গে চলো।

হ্যারি বললো, সেদিন ক্লাশে ফিরেঞ্জ বললেন. ডাম্বলডোরের কাছে কাজ করার জন্য ওর দল খুব চটে আছে? কথাটা বলে হ্যারি হ্যাগ্রিডের মুখের ভাব লক্ষ্য করলো।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক বলেছো। রাগ সব কিছু প্রকাশ করে না, আমি যদি ঠিক সময়ে

না পৌঁছতাম তাহলে ওরা ফিরেঞ্জকে লাথি মেরে, মেরে ফেলতো।

– ওরা ফিরেঞ্জকে আক্রমণ করেছিলো? হারমিওন ভয় পেয়ে বললো।

– ঠিক বলেছো, হ্যাগ্রিড জঙ্গলের ছোট চোট গাছের শাখা- প্রশাখা হাত দিয়ে ঠেলে ঠুলে ভেতরে যেতে যেতে বললেন। ওদের দলের এখন অর্ধেক ওর সাপোর্টার।

– আপনি আক্রমণের সময় বাধা দেননি? একা ছিলেন? হ্যারি বললো। হ্যাগ্রিড একটু রেগে রেগে বললেন, না। বাধা দিলে ওরা ফিরেঞ্জেকে তো মেরে ফেলতো। ওর ভাগ্য ভালো, সেই সময় আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম।

– আমি ভাবছি আমাকে ওর আগাম সতর্ক করে দেওয়ার সব কথাবার্তা! হ্যারি, হারমিওন, হ্যাগ্রিডের ভ্রূকুটি দেখে আর কথা বাড়ালো না।

হ্যাগ্রিড বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন– যাকগে সেসব কথা। তারপর বাকিসব সেনট্যারেরা আমার তত্ত্বাবধানে থাকে। অসুবিধে হচ্ছে, অরন্যের মধ্যে ওদের বেশ আধিপত্য আছে, খুব চালাক জন্তু বলতে হয়।

– আমাদের কি ওদের কাছে নিয়ে যেতে চলেছেন হ্যাগ্রিড হারমিওন জিজ্ঞেস করলো, সেনট্যারসদের কাছে?

– না না মোটেই না, একটু পরে জানতে পারবে তোমাদের কেন এখানে ডেকে এনেছি।

খুব একটা বিপদের মধ্য দিয়ে চলেছেন হ্যাগ্রিড, এমনিভাবে খুব সাবধানে ওদের সঙ্গে নিয়ে এগোতে থাকলেন।

যতো ওরা এগোয় ততোই গভীর জঙ্গল। এগোতে পারে না ওরা। কোনও রাস্তা নেই। বড় ছোট গাছ আকাশ ঢেকে রেখেছে। গভীর অরণ্যে, গভীর অন্ধকার। কোনও রকমে হাঁতরে হাঁতরে চলেছে ওরা হ্যাগ্রিডের সঙ্গে।

সত্যি কথা বলতে কি হ্যারি-হারমিওনের হাঁটতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। হ্যাগ্রিড কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দে চলেছেন। অন্যান্যবার গভীর অরন্যের ভেতরে যাবার সময় হ্যারি এই রকম অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছিলো।

– আমরা কোথায় যাচ্ছি হ্যাগ্রিড?

– আরও একটু হাঁটতে হবে, আমি জানি তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে। দেখো দলছুট হয়ে না যাই, একই সঙ্গে চলো।

হ্যাগ্রিডের সঙ্গে যেতে ওদের খুব কষ্ট হতে লাগলো। হ্যাগ্রিডের কোনও পরোয়া নেই, কাঁটাগাছ, ছোট বড় গাছের শাখা-প্রশাখা, ঝোপঝাড়, মাকড়সার জাল ঠেলেঠুলে হ্যাগ্রিড স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছেন। হ্যাগ্রিড, হারমিওন তাল রাখতে পারছে না। বার বার কাঁটাগাছে ওদের রোব আটকে যাচ্ছে। কাঁটা খোলার জন্য থামতে হচ্ছে। হ্যারির হাত-পা কাঁটাতে লেগে ছিড়ে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে তাতে

তার খেয়াল নেই। এতো অন্ধকার যে আশপাশে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। শুধু দেখতে পাচ্ছে, গভীর অন্ধকারের সামনে বিরাট দেহ নিয়ে থপ থপ করে হেঁটে চলেছেন হ্যাগ্রিড। শুধু কালো একটা দেহ। অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মাঝে সামান্য একটু শব্দ যেনো ওদের চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসছে। ছোট একটা গাছের ডাল ভেঙে ফেলার শব্দ চতুর্গুণ শব্দ করে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, ছোট একটা পাখি সামান্য নড়াচড়া করলে তারও শব্দ যেন মনে হয় আকাশ ভাঙা শব্দ। অপরাধী ওরা, অরণ্যের শান্তি বিঘ্ন করে চলেছে হ্যাগ্রিডের পিছু পিছু। গন্তব্যস্থল ওরা জানে না। কেন, কোথায়, কিসের জন্য তাও জানে না। চলেছে তো চলেছে। একটা জিনিস ওদের কাছে অদ্ভুত মনে হলো, এতোটা পথ অতিক্রম করে একটাও জন্তু জানোয়ার ওদের চোখে পড়লো না।

হারমিওন শান্তভাবে আস্তে আস্তে বললো, হ্যাগ্রিড, আমরা কী ম্যাজিক ওয়ান্ডটা জ্বালাতে পারি?

– ওহ, ম্যাজিক ওয়ান্ড? আচ্ছা পারো, হ্যাগ্রিড পিছনে তাকিয়ে বললেন।

– আসলে আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না, হারমিওন বললো।

চলতে চলতে হ্যাগ্রিড হঠাৎ থেমে যেতেই হারমিওনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলো। হারমিওন জঙ্গলের মাটিতে পড়ে যাবার আগেই হ্যাগ্রিড ওকে ধরে ফেললেন।

হ্যাগ্রিড বুঝতে পেরেছেন ওরা খুব ক্লান্ত। তাই বললেন, দাঁড়াও একটু বিশ্রাম করা যাক। খুব ক্লান্ত হয়ে সেখানে আমরা যাচ্ছি সেখানে না যাওয়া ভাল দেখাবে।

হ্যাগ্রিড হারমিওনকে ধরে সোজা দাঁড় করিয়ে দিলেন। ওরা দু'জনেই বিড় বিড় করে বললো, 'লুমস' বলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের জাদুদণ্ডের মুখটা টর্চের মতো জ্বলে উঠলো। টর্চের আলো হ্যাগ্রিডের মুখে পড়তে হ্যারি দেখলো হ্যাগ্রিডের মুখটা খুব গম্ভীর, একটু ভয়-ভীত ও দুঃখ ভরাক্রান্ত!

– ঠিক আছে, খুব বড় দেখে একটু নিঃশ্বাস ফেলে হ্যাগ্রিড বললেন। মনে হয় আমব্রিজ আমাকে শিগগিরই ছাঁটাই করবেন।

– কেন একথা বলছেন? হারমিওন বললো।

– আমি নাকি ওর ঘরের মধ্যে নিফ্‌লার (দুর্গন্ধ) রেখেছিলাম।

– সত্যই কী ঘরের মধ্যে কেউ রেখেছিলো? হ্যারি ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললো।

– হ্যাগ্রিড একই রকম সুরে বললেন– স্রেফ বাজে কথা। আমার নামে দোষ চাপিয়ে স্কুল থেকে তাড়াবার মতলব। নানা রকম ছুতো খুঁজছে। আমি স্কুল ছেড়ে দেবো, কিছুতেই ট্রিলনীর মতো অপমানিত হতে দেবো না আমাকে।

হ্যারি, হারমিওন দু'জনেই আমব্রিজের নোংরা প্ল্যানের জন্য ধিক্কার দিলো। হ্যাগ্রিড তার একটা মোটা বড় হাত তুলে বললেন, চুপ।

– পৃথিবীর সবকিছুর শেষ এখন নয়। যতোদিন আমি বেঁচে থাকবো, ডাম্বলডোর আর অর্ডারের সেবা করে যাবো– তোমরা তোমাদের পড়াশুনো করে যাও। ভালোভাবে পাশ করো এটাই আমি আশা করি।

কথা বলতে পারছেন না হ্যাগ্রিড ভালো করে। মুখ- চোখ থমথমে, গলার স্বর আটকে যাচ্ছে।

হারমিওন, হ্যাগ্রিডের হাতটা ধরলে হ্যাগ্রিড বললেন, আমার জন্য তোমরা ভেবো না, ওয়েস্ট কোটের পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বার করে ভিজে চোখ মুছলেন। আমি যদি আজ মরে যাই তো ভালো; কিন্তু আমার অনেক কথা আছে সেসব কথা কাউকে বলে যেতে চাই। তার আগে আমি তোমার আর রনের সাহায্য চাই।

– হ্যারি বললো, আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করবো, বলুন আমাদের কি করতে হবে?

হ্যাগ্রিড খুশি হয়ে এমন জোরে হ্যারির পিঠ চাপড়ালেন যে, হ্যারি একটা গাছের ওপোর পড়ে গিয়ে ধাক্কা খেলো।

– আমি কখনও তোমাদের বন্ধুত্ব, ভালোবাসার কথা ভুলবো না। চলো, আর একটু হাঁটতে হবে। খুব সাবধানে হাঁটবে কিন্তু, চারধারে বিছুটি গাছ আছে।

আরও মিনিট পনের হাঁটার পর হ্যারি বললো, আরও কতটা পথ হাঁটতে হবে, হ্যাগ্রিড? মোটা মোটা ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে হ্যাগ্রিড বললেন– দাঁড়াও প্রায় এসে গেছি।

ওরা দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে দেখলো সামনেই মাটি দিয়ে জমানো পাহাড়ের মতো একটা ঢিপি। প্রায় হ্যাগ্রিডের সমান সেই মাটির পাহাড়ের উচ্চতা। সেই মাটির ঢিপির কাছে গিয়ে মনে হলো ওটা মাটির স্তূপ নয়, বিরাট আকারের অনেক জন্তুদের মৃতদেহ স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে। সেই ঢিপির চারধারে ছোট-বড়ো গাছ, সেগুলো যেনো ঢিপিটার ঘের। হারমিওন, হ্যারি আর হ্যাগ্রিড ঢিপির সামনে চুপ করে দাঁড়ালো।

হ্যাগ্রিড বললেন, ও এখন ঘুমুচ্ছে।

হ্যারির কানে এলো শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। খুব বিরাট দুটো ফুসফুস হাওয়া টানছে আর বার করছে সন্দেহ নেই। অনেকটা বিরাট আকারের হাপরের মতো।

হ্যারি পাশ ফিরে দেখলো হারমিওন ভয়-বিহ্বল চোখে সেই ঢিপিটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হারমিওন খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, ওটা কী?

হ্যারিরও সেই একই প্রশ্ন।

হ্যাগ্রিড সেই ঢিপির দিকে তাকালেন। ওরা দু'জনেই ভয়ে ভয়ে সেদিকে

তাকালো। ওরা দেখলো বিরাট মাটির ঢিপিটা একটু নড়ছে। উঁচু নিচু হচ্ছে প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলার সাথে সাথে।

তাহলে ঢিপিটা কোনও জীবন্ত প্রাণী? ওর পিঠ অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো।

– আমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছি, ও নিজের ইচ্ছেতে আসেনি।

– কিন্তু কেন? হারমিওন ভাঙা ভাঙা গলায় বললো।

– আমি ওকে সভ্যতা শেখানোর জন্য জঙ্গলের বাইরে নিয়ে যাবো। ও কিন্তু নিরীহ জীব। কারও ক্ষতি করে না, আক্রমণ করে না।

– নিরীহ, কারও ক্ষতি করে না? হারমিওন তীক্ষ্ম গলায় বললো।

হ্যাগ্রিড সেই বিরাট জন্তুটার কাছে গিয়ে হিস হিস শব্দ করে হাততালি দিতেই ওর ঘুম ভেঙে গেলো। বুঝেছি, তোমাকে ওটা আঁচড়ে- কামড়ে দেয় বলে তোমার মুখে চোখে ক্ষত, আঘাতের চিহ্ন?

হ্যাগ্রিড ওদের বোঝাবার জন্য বললেন– দেহের শক্তি সম্বন্ধে ওর কোনও ধারণা নেই। অনেক শান্ত হয়ে গেছে এখন আর কারও সঙ্গে ও লড়াই করে না।

– ওহ এরই জন্য আপনি দু'মাস নিরুদ্দেশ ছিলেন? তা ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে নিয়ে এলেন কেন? নিজেদের দলের মধ্যে থাকলে তো ভালই থাকতো।

– ও খুব ছোটো তাই সকলে ওর পেছনে লাগে, উত্যক্ত করে, বুঝলে ও আমার ভাইয়ের মতো, হ্যাগ্রিড একরকম কেঁদে ফেলে বললেন।

– ছোটো?... দারুণ ছোটো? হারমিওন বললো। হারমিওন হাঁ করে সেই জন্তুটার দিকে তাকিয়ে রইলো।

– হ্যাগ্রিড, ওকে আপনি ভাই বলছেন কেন? হ্যারি বললো।

– সৎ ভাই। হ্যাগ্রিড ভুল শুধরে নিলেন। আমার মা, আমাকে আর বাবাকে ছেড়ে দিয়ে গ্রপকে নিয়ে সঙ্গে থাকতে শুরু করেছিলেন।

–গ্রপ? হ্যারি প্রশ্ন করলো।

– হ্যাঁ ওর নাম গ্রপ, ও ঠিক মতো ইংরেজি বলতে পারে না, আমি ওকে শেখাবার অনেক চেষ্টা করছি। মনে হয় মা আমার চেয়ে ওকে বেশি পছন্দ করতেন। দানবীরা কেমন সন্তানের জন্ম দেয় সেটাই বিচার্য। ও খুব বেশি লম্বা নয় মাত্র ষোল ফিট।

হারমিওন বললো– ওহো তাহলেও খুব ছোটো বলতে হবে!

– ওকে সকলে দেখতে পারে না, আমার তাই খুব খারাপ লাগে। সত্যি ওকে ছেড়ে থাকতে খারাপ লাগে।

হ্যারি বললো, ম্যাডাম ম্যাক্সিম ওকে নিয়ে যেতে চান?

– না মানে! হ্যাগ্রিড তার মোটা বিরাট হাত কচলে বললেন, ঠিকই ছিলো সব,

কিন্তু বেশিদিন ভালো লাগেনি। বাড়ি যাবার পথে আমরা আলাদা হয়ে গেলাম। তাই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম।

– কারও নজরে পড়লো না? হ্যারি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললো।

– সেই জন্যই তো দেরি হলো।

– ইদানীং ও একটু মারকুটে হয়ে গেছে। হ্যাগ্রিড বললেন– মেজাজ ভালো না থাকলে আমাকে তেড়ে আসে। তবে এখন একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হ্যারি ওর পেছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো বড় বড় গাছের গোড়ায় আর শাখাতে মোটা মোটা দড়ি ঝোলানো রয়েছে। দড়ির অনেকটা অংশ মাটিতে গুটিয়ে রয়েছে।

হারমিওন দেখতে দেখতে বললো, ওকে বেঁধে রাখতে হয় বুঝি?

– হ্যাঁ, ও ঠিক ওর গায়ের শক্তি বুঝতে পারে না।

আসার সময় অরন্যের পথে কোনও প্রাণী চোখে পড়েনি কেন তা হ্যারি বুঝতে পারলো।

কিছুটা সময় চুপ থেকে গ্রপকে দেখতে দেখতে হারমিওন বললো– আপনি আমাদের কি করতে বলছিলেন।

হ্যাগ্রিড বললেন, ওকে একটু দেখাশুনা। সব সময় না, আমি না থাকলে।

হ্যারি কথাটা শুনে ঘাবড়ে গেলো। এদিকে ভয় পেলে, ঘাবড়ালে তো চলবে না, হ্যাগ্রিডকে সব রকম সাহায্য করার কথা দিয়েছে ওরা।

হারমিওন বললো, ঠিক ওর জন্য কি করতে হবে বলুন!

– খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের ভাবতে হবে না। ক্ষিধে পেলে ও অরণ্যের জন্তু-জানোয়ার, পাখিটাখি ধরে খায়। ভাবলাম তোমরা ওকে নিশ্চয়ই ঠিক দেখাশুনো করবে, ইংরেজি শেখাবে, সহবৎ শেখাবে। হ্যারি দেখলো পরমানন্দে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে গ্রপ।

হ্যারি সেই বিরাট মাটির ঢিপি, গ্রয়পের দিকে তাকালো। ওর বাঁ ধারে বড় পাথরের মতো কিছু একটা দেখতে পেলো। ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো শ্যাওলা শ্যাওলা প্রস্তর খণ্ডটা গ্রপের তুলনায় বেশ বড়ই বলতে হবে। মাথার চুল কোঁকড়ানো ছোট ছোট পাহাড়ে ছোট ছোট তৃণ হয় সেই তৃণের মতো সবুজ রঙ। পাশ থেকে ওর বিরাট কানের একাংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আঙ্কল ভার্ননের মতো গ্রপের ঘাড় নেই বললেই চলে।

পরণে একটা বাদামি রং-এর ঢিলেঢালা পোশাক। দেখে মনে হয় অনেক বন্য প্রাণীর চামড়া শুকিয়ে সেগুলো কেটে কেটে সেলাই করা। ওর পেটের কাছে পা দুটো গুটিয়ে রেখেছে। শুধু দেখা যাচ্ছে নোংরা- ময়লা- স্লেজ গাড়ির চাকার মতো বিরাট আকারের দুটি পায়ের পাতা, একটার ওপার অন্যটা ন্যস্ত।

হ্যারি ফাঁকা ফাঁকা গলায় বললো, আপনি চান আমরা ওকে শিক্ষা দেবো? বুঝতে পারলো ফিরেঞ্জের সতর্কবাণী! ওর প্রচেষ্টা ব্যর্থ। ভালয় ভালয় ছেড়ে দেওয়া উচিত। অরণ্যের অন্যান্য জন্তুরা নিশ্চয়ই হ্যাগ্রিডের গ্রপকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার অসফলতা শুনেছে।

– মনে হয় তোমরা ওর সঙ্গে একটু একটু ইংরেজিতে কথা বললেও তাড়াতাড়ি শিখে যাবে, হ্যাগ্রিড বললেন।

হ্যারি আমতা আমতা করে বললো, হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করবো।

হ্যাগ্রিড রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, আমি জানতাম তোমরা না করবে না।

ওরা দেখলো হ্যাগ্রিড বড় রুমালটা দিয়ে মুখের ঘাম মোছার সময় রক্তে ভিজে জব জব করছে।

হ্যাগ্রিড ধীরে ধীরে গ্রয়পের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলেন। যখন ওর থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে রয়েছেন তখন মাটি থেকে লম্বা দেখে একটা গাছের ডাল তুলে নিয়ে হ্যারি আর হারমিওন মৃদু হাসতে হাসতে গ্রয়পের হাঁটুতে খুব আস্তে খোঁচা দিতেই গ্রপ মাথা তুলে দেখলো কে ওকে বিরক্ত করছে!

তারপর বিরাট গর্জন উঠতেই শান্ত অরণ্য অশান্ত হয়ে উঠলো, বন্যজন্তু, পাখি, গাছের পাতার কলরবে। তারই প্রতিধ্বনি হতে লাগলো চতুর্দিকে।

হ্যাগ্রিড আদরের সুরে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে গ্রপ? কথাটা বলে পিছিয়ে এসে সেই রকম সুরে বললেন, তোমার ভালো ঘুম হয়েছে তো গ্রয়পি?

হ্যারি, রন বেশ কিছু দূরত্ব রেখে গ্রপকে দেখতে লাগলো। গ্রপ দুটো বড় বড় গাছের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসলো। গাছ দুটোকে খুব সম্ভব ও রেগে মেগে গোড়া থেকে উপড়ে দেয়নি। ওরা ওর বিরাট গোল মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো। মনে হলো, অরণ্যের গভীর অন্ধকারে একটা ধূসর বর্ণের গোলাকৃতি চাঁদ সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। মনে হয় বড় একটা গোল পাথর কেটে মুখটা তৈরি হয়েছে। বিরাট নাকটার কোনও ছিরি নেই, শুধু থ্যাবড়া দুটো বড় বড় ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। বড় বড় ফোলা ফোলা দুই ঠোঁটের ফাঁকে এবড়ো থেবড়ো হলুদ বর্ণের দাঁত। ঠিক ইঁটের মতো বড় বড়। কিন্তু চোখ দুটো দানবের আকারের মতো নয়, ছোট ছোট শ্যাওলা রংয়ের। ঘুম থেকে উঠার জন্য ছোট ছোট চোখ দুটো ফোলা ফোলা। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য ও রেগে গেছে। ক্রিকেট বলের মতো চোখ দুটো রগড়ে ও প্রায় ঝড় বইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

– হ্যারির পাশে হারমিওন দাঁড়িয়েছিলো। শুনতে পেলো ওর ভয় মিশ্রিত অস্ফুট আর্তনাদ! উঃ উঃ।

যে মোটা দড়িটা দিয়ে গ্রয়পের পা আর হাতের কব্জিতে গাছের সঙ্গে শক্ত

করে বাধা ছিলো– তাতে কট কট শব্দ হলো। হ্যাগ্রিড ঠিক বলেছে সত্যি সে প্রায় ষোল ফিট লম্বা। গ্রপ ছাতার মত হাত বাড়িয়ে বড় একটা পাইন গাছ থেকে পাখির বাসা খাবলে নিলো। সঙ্গে কিছু গাছের বড় বড় ডালও। ডালগুলো মাটিতে ফেলে গর্জন করে উঠলো। পাখির বাসাতে পাখির ছানা ছিলো না। ছিলো কিছু ডিম। ডিমগুলো গ্রেনেডের মতো গাছের তলায় ছত্রকার হয়ে পড়ে গেলো। ওর মাথায় পড়তে পারতো কিন্তু তার আগেই ছাতার মতো হাতটা মাথার ওপোর রেখেছে গ্রপি।

হ্যাগ্রিড বললেন, গ্রয়পি কি করছো তুমি? যাতে আর গাছের পাখির বাসা থেকে ডিম না পড়ে তার জন্য বললেন, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য আমার বন্ধুদের এনেছি, তোমাকে বলেছিলাম না আমি কাজের জন্য বাইরে গেলে ওরা এসে তোমার সঙ্গে গল্প করবে, দেখাশুনো করবে, মনে আছে সে কথা?

গ্রয়পি আবার বিরাট হুংকার দিলো। সেই হুংকার শুনে ওরা বুঝতে পারলো গ্রয়পি , হ্যাগ্রিডের কথা শুনলো না, অথবা কিছু বলতে চাইলো। তারপর তার হাত দিয়ে একটা পাইন গাছের আগা ধরে নিচে নুইয়ে দিতে লাগলো। মনে হয় ও গাছটা নিয়ে খেলা করছে। টেনে নামাচ্ছে আবার ছেড়ে দিলেই সোজা হয়ে যাচ্ছে সেই গাছটা।

হ্যাগ্রিড বললেন, গ্রয়পি গাছ ধরে টানাটানি করো না, ওটা ভেঙে যাবে।

হ্যারি দেখলো টানাটানি করার সময় সব গাছের গোড়াগুলো জমি থেকে আলগা হয়ে বড় বড় শেকড় বেরিয়ে গেছে।

হ্যাগ্রিড আবার বললেন, গ্রয়পি গাছ টানাটানি করো না, এদিকে দেখো তোমার বন্ধুরা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওরা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

হ্যাগ্রিড গাছের ভাঙা ডালটা নিয়ে আবার গ্রয়পির হাঁটুতে খোঁচা দিতেই হারমিওন ভয়ার্ত স্বরে বললো– না না হ্যাগ্রিড ওকে খোঁচা দেবেন না।

দানব গ্রপ যে দু'একটা পাইন গাছ টেনে ধরেছিলো সেগুলো ছেড়ে দিতেই টপটপ করে পাইন-নিডিল (সরু সরু নতুন সবুজ পল্লব) মাটিতে বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

হ্যাগ্রিড, হ্যারির পিঠে হাত দিয়ে গ্রয়পিকে বললেন– শোনো, এর নাম হ্যারি, হ্যারি পটার। আমি চলে যাবার পর ও তোমাকে দেখতে আসবে, বুঝতে পেরেছো?

হ্যারি-হারমিওন দেখলো গোল পাথর সদৃশ মাথাটা গ্রয়পি ঈষৎ নোয়ালো, ঝাপসা ঝাপসা অর্ধনিমিলীত চোখে ওদের দিকে তাকালো।

– আর এর নাম হচ্ছে হারমিওন। একে দেখো, হ্যাগ্রিড ইতস্তত করে হারমিওনকে বললেন– তুমি কী কিছু মনে করবে গ্রপি যদি তোমাকে হার্মি বলে

ডাকে, তোমার নামটা বেশ বড়, হয়তো মনে করে বলতে পারবে না।

হারমিওন বললো, না না ঠিক আছে, যেমন ইচ্ছে তেমন ডাকুক।

– হাঃ হাঃ গ্রপ, এখন তোমার দু'জন বন্ধু, হ্যারি আর হার্মি।

`গ্রয়পি ওর প্রকাণ্ড হাতটা হারমিওনের দিকে বাড়াতেই হ্যারি হারমিওনকে টেনে ধরে গাছের পেছনে নিয়ে গেলো, যাতে গ্রপ ওকে ছুঁতে না পারে।

হারমিওনকে হ্যারির সঙ্গে গাছের আড়ালে বিবর্ণ মুখে ভয়ে কাঁপতে দেখে হ্যাগ্রিড বললেন, 'গ্রয়পি তুমি অতি দুষ্টু ছেলে! খুউব দুষ্টু ছেলে। কখনও ওদের টানাটানি করতে যেও না।

হ্যাগ্রিডকে দেখে হ্যারির চোখ ছানাবড়া! হ্যাগ্রিড তখন গ্রয়পির পিঠে চেপে বসেছেন ও নাকে হাত দিয়েছেন। গ্রয়পির মনে হলো ওর ওপোর কারও কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আগের মতোই লম্বা লম্বা পাইন গাছগুলো টানাটানি করতে লাগলো।

গ্রপের কাণ্ডকারখানা দেখে হ্যারি, হারমিওন ভয় পেয়ে গেলো। ভাবলো গ্রপকে আগে দেখলে হ্যাগ্রিডের প্রস্তাবে সায় দিতো না।

হ্যাগ্রিডের সামনে হ্যারি, হারমিওন দাঁড়িয়েছিলো। ঠিক সেই সময় ওদের কানে এক পুরুষালী কণ্ঠের সতর্কবাণী শুনতে পেলো আমার মনে হয় তোমাকে আগেই বলেছি আবার বলছি হ্যাগ্রিড। এখানে তোমাকে কেউ চায় না। তুমি এখানে স্বাগত নয়।

ওরা দেখলো একটি মানুষের অর্ধাঙ্গ নগ্ন দেহ ওদের দিকে ভেসে আসছে। সেই অর্ধাঙ্গদেহ একটা বাদামী রঙের ঘোড়ার সঙ্গে ধীরে ধীরে জুড়ে গেলো। সেন্ট্যার হয়ে গেলো সেই নগ্নদেহ। সেন্ট্যারের মুখ গর্বে ভরা, শক্ত চোয়াল। মাথার চুল কালো চকচকে। হ্যাগ্রিডের মত তার কাঁধে ঝুলছে বিরাট এক ধনু আর পিঠে এক ঝাঁক তীর।

হ্যাগ্রিড সতর্ক হয়ে বললেন– কেমন আছ ম্যাগোরিয়ন? ম্যাগোরিয়নের পেছনে কয়েকটা গাছ নড়ে উঠতেই আর তিন-চারজন সেনট্যার সেখানে এসে দাঁড়ালো। ওদের মধ্যে থেকে হ্যারি, দাড়িওয়ালা বেনকে চিনতে পারলো। চার বছর আগে ওর সঙ্গে পরিচয়। বেনের মুখ দেখে মনে হলো ও যেন হ্যারিকে চেনে না।

বেন ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে ম্যাগোরিয়নকে বললো– তোমার বোধহয় মনে থাকা উচিত ওই কুৎসিত মানুষটা যেন কোনো দিন আমাদের এই অরণ্যে ওর মুখ না দেখায়।

– ওই মানুষটা! হ্যাগ্রিড বললেন। ও তোমাদের অকারণে খুন খারাবি বন্ধ করতে বলে অন্যায় করেছি তাই না?

ম্যাগোরিয়ন বললো– আমরা কি করবো না করবো তার ভাবনা আমাদের। তুমি সব ব্যাপারে তালগোল পাকিয়েছো... আমাদের আইন আমাদের। ফিরেঞ্জ বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়াও আমাদের অপমান করেছে।

– আমি বুঝতে পারছি না তোমরা এমন কথা ভাবতে পারলে কেমন করে, ফিরেঞ্জ ডাম্বলডোরকে সাহায্য করার জন্য গেছে?

– ফিরেঞ্জ মানুষদের কাছে ক্রীতদাসত্ব মেনে নিয়েছে। একজন ধূসর চুলওয়ালো। কুঞ্চিত চামড়ার সেনট্যার বললো।

– ক্রীতদাসত্ব, হ্যাগ্রিড কঠিন স্বরে বললেন, ডাম্বলডোরকে উপকার করেছেন, আর কিছু নয়।

– ও মানুষদের কাছে আমাদের জ্ঞান আর গোপনীয়তা বিলিয়ে দিচ্ছে, ম্যাগোরিয়ন শান্তভাবে বললো। ওই ঘৃণার যোগ্য কাজ করার জন্য আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে।

তোমরা যা খুশি তাই ভাবতে পারো। কিন্তু আমি মনে করি, তোমরা সবাই খুব ভুল করছো।

বেন বললো, ভাবছো– কারণ তুমি আমাদের দলের নয়, একজন মানুষ। আমরা মানা করা সত্ত্বেও তুমি আমাদের অরণ্যে আবার এসেছো।

হ্যাগ্রিড রেগে গিয়ে বললেন– তোমাদের অনেক কথা আমি শুনেছি, এখন তোমরা আমার কথা শোনো। আমি তোমাদের মতো এই অরন্যের একজন, তাই এই অরন্যে কারা আসবে না আসবে তা তোমরা ঠিক করতে পারবে না।

ম্যাগেরিয়ন বললো, তোমারও নয় হ্যাগ্রিড। দু'জন অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে করে আসার জন্য এবার তোমাকে ছেড়ে দিলাম।

বেন বললো, ওরা এখন আর হ্যাগ্রিডের ছাত্র-ছাত্রী নয়। ওরা ফিরেঞ্জের দেওয়া শিক্ষা বোধকরি অনেকটা শিখে ফেলেছে।

– যাই হোক, ম্যাগেরিয়ন শান্ত স্বরে বললো– খচ্চরদের (অর্ধেক গাধা, অর্ধেক অশ্ব) হত্যা করা ঘোরতর অপরাধ। আমরা নিরীহদের স্পর্শ করি না। হ্যাগ্রিড, তুমি ওদের নিয়ে এখন চলে যাও। ভবিষ্যতে এখানে আর আসবে না। বিশ্বাসঘাতক ফিরেঞ্জকে আমাদের কাছ থেকে পালাতে সাহায্য করেছো, তুমি সমস্ত সেনট্যারদের সহানুভূতি, ভালোবাসা, বন্ধুত্ব হারিয়েছো হ্যাগ্রিড।

– তোমাদের মতো বুড়ো খচ্চরদের (মিউল) কথায় আমি অরন্যে আসা বন্ধ করবো না, হ্যাগ্রিড উচ্চস্বরে বললেন।

বেন আর পাকাচুলওয়ালা সেনটার মাটিতে থাবা দিয়ে বসলে হারমিওন ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করে বলে উঠলো, হ্যাগ্রিড! চলুন চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

হ্যাগ্রিড এগিয়ে গেলেন। হাতে তার তীর ধনু। চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি ম্যাগোরিয়নের ওপোর।

– আমরা সবাই ভালো করেই জানি অরন্যে এসে তুমি কি করো হ্যাগ্রিড! সেনট্যাররা সেখানে ছিলো না। ম্যাগোরিয়ন তাদের ডাকলো। বললো, জেনে রেখো আমাদের সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে।

হ্যাগ্রিড হটে যাবার লোক নয়। ধীরে ধীরে ম্যাগোরিয়নের দিকে এগোলেন। জেনে রেখো সহ্য তোমাকে করতেই হবে, কারণ এই অরন্য তোমার মতো আমারও।

হ্যারি- হারমিওন হ্যাগ্রিডকে ঠেলে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো।

হ্যাগ্রিড মনে হয় হ্যারি আর হারমিওনের ওকে বাধা দেওয়া পছন্দ করলেন না। তোমরা উত্তেজিত হবে না।

কথাটা বলে হ্যাগ্রিড পেছন ফিরলেন বললেন, যত্তোসব বুড়ো খচ্চর!

– হ্যাগ্রিড, হারমিওন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আগের মতোই কাঁটা গাছ সরাতে সরাতে বললো, হ্যাগ্রিড ওরা যদি অরণ্যে মানুষের আসা পছন্দ না করে, তাহলে যেন না ভাবে আমরা ওদের কথা মেনে চলবো। ওরা আমাদের যেনো দুর্বল মনে না করে।

হ্যাগ্রিড বললেন, ওরা কি বলেছে শুনেছো? ওরা নাকি বাচ্চা খচ্চরদের গায়ে আঘাত করে না। মানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের। দেখা যাক, ওরা কেমন করে আমাকে তাড়াতে পারে।

– চেষ্টা করুক, হ্যারি হারমিওনকে বললো।

হারমিওন তখন মনমরা হয়ে কিছু ভাবছিলো।

ওরা ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে আগের মতোই কষ্ট করে সীমানায় এসে দাঁড়ালো। অদূরে দেখতে পেলো কিডিচ খেলার মাঠ। অনেক লোক তখন স্টেডিয়াম থেকে ফিরছে। হাগ্রিড, হ্যারিও হারমিওনকে বললেন– তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে মিশে যাও, তাহলে কেউ জানবে না তোমরা আমার জন্য অরণ্যে গিয়েছিলে।

হ্যারি বললো, সুন্দর প্রস্তাব। আবার আমাদের আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

হারমিওন কাঁপা কাঁপা স্বরে বললো, আমি ওকে একটুও বিশ্বাস করি না। কথাটা বললো, হ্যাগ্রিড ওদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছেন।

হ্যারি বললো, উত্তেজিত হয়ো না।

– কী বললে, উত্তেজিত হবো না? দানব, অরণ্যের একজন দানব! ওকে আমাদের ইংরেজি শেখাতে হবে? ওখানে যেতে গেলে আমাদের বিপদসঙ্কুল রাস্তা শুধু নয় বিপজ্জনক সেনট্যারদের সঙ্গে সব সময় মোকাবিলা করতে হবে। আমি ওকে একটুও বিশ্বাস করি না।

– ভাবছো কেন, আমরা তো এখনও কিছু করিনি, হ্যারি নরম সুরে হারমিওনকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

ওরা দেখলো আনন্দে ফেটে পড়েছে হাফলপাফের ছেলে- মেয়েরা, দল বেঁধে ক্যাসেলের দিকে চলেছে।

হ্যাগ্রিড তো আমাদের কিছু করতে বলছেন না যতদিন না উনি হোগওয়ার্টস ছেড়ে যাচ্ছেন, কিন্তু সেটা কোন দিনও ঘটবে না।

ওরা যে পথে চলেছে সেই পথে অন্য কেউ না আসে, তার জন্য ওরা অন্য পথ ধরলো। খুব রেগে বললো, ওহ তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি চলো। আমি বলে দিচ্ছি হ্যাগ্রিডের ছাঁটাই হবে। আমরা আজ যা দেখলাম তার পরে কি আমব্রিজকে দোষ দেওয়া চলে?

হারমিওনের কথা শুনে মনের দুঃখে হ্যারির দু'চোখ জলে ভরে গেলো।

– সত্যি, কথাগুলো মন থেকে বলছো হারমিওন?

– না। বুঝতে পারছি না কেন তিনি আমাদের জন্য তার জীবন বিপণ্ন করছেন।

– আমি জানি না।

'উইসলি আমাদের রাজা
আমাদের রাজা,
কোফাফিলে আমাদের গোলপোস্টের ভেতরে যেতে দেয়নি
উইসলি আমাদের রাজা॥

হারমিওন বললো, আমার ইচ্ছে করে ওদের গলা টিপে ধরি, বোকার মত অসভ্য গান। ওরা তো অনেক জয়গর্বিত উল্লাস করেছে এখনও শেষ হয়নি।

ঢালু মাঠ দিয়ে একগাদা ছেলে- মেয়ে নেমে পড়লো।

হারমিওন বললো, নাও স্লিদারিনরা আসবার আগে আমরা গান গাই।

ওরা দু'জনে গাইলো–

'উইসলি সব পারে
একটি বলও ঢুকতে দেয়নি
তাইতো আমরা গান গাই
উইসলি আমাদের রাজা তাই'

হ্যারি খুব আস্তে আস্তে বললো, হারমিওন।

গানের শব্দ বেড়েই চলেছে; কিন্তু সবুজ রূপালি বেশের স্লিদারিনদের কণ্ঠস্বর নয়। লাল সোনালীর ভিড় ক্যাসেলের দিকে। ওরা একজনকে কাঁধে তুলে গান

গাইছে–

উইসলি আমাদের রাজা, উইসলি আমাদের রাজা
একবারও কোয়াফ ফিলকে ভেতরে যেতে দেয়নি
গ্রিফিন্ডরকে কেউ হারাতে পারেনি...

হারমিওন চাপা গলায় বললো, চুপ করো।

– হ্যাঁ, হ্যারি উচ্চস্বরে বললো।

ওরা রনের গলা শুনতে পেলো।

হ্যারি! হারমিওন! রন রূপোর কিডিচ কাপ দেখাতে দেখাতে বললো, আমরা পেরেছি, আমরা জিতেছি।

একটু একটু করে গান আর শোনা গেলো না। গ্রিফিন্ডররা আনন্দ-উল্লাসে ওদের ছেড়ে অনেকটা দূরে চলে গেছে।

হ্যারি বললো, কাল সকাল পর্যন্ত আমাদের খবর মুলতবি থাক।

– হ্যাঁ, হারমিওন বললো।

ক্যাসেলের দরজার সামনে এসে ওরা নিষিদ্ধ অরণ্যের দিকে তাকালো। হ্যারি বলতে পারে না সত্যি কিছু দেখলো, না ওর কল্পনা। ঝাঁক ঝাঁক অনেক নাম না জানা পাখি অরণ্যের বড় বড় গাছের ওপোর দিয়ে লাইন বেঁধে ভেসে চলেছে। কে জানে কেউ কি ওদের নিড় উপড়ে ভেঙে দিয়েছে, তাই নতুন বাসার সন্ধানে উড়ে চলেছে?

একত্রিংশ অধ্যায়

আউলস

গ্রিফিন্ডর হাউজের হয়ে খেলে কিডিচ কাপ পাওয়ার আনন্দ রনের মনের অবস্থা এতো বেশি উচ্ছ্বল হয়েছিল যে স্বাভাবিক হতে পুরো একটা দিন কেটে গেলো। সারাদিন ও খেলার কথা নিয়ে এতো ব্যস্ত যে হ্যারি আর হারমিওনও গ্রয়পের কথা শোনার সময় পেলো না। তবে রনকে বলার ওদেরও খুব একটা ইচ্ছে ছিলো না। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা এবং পড়াশুনা করার আদর্শ স্থান লেকের ধারে বিচ গাছের ছায়াতল। সেখানে বসে ওরা কথা-বার্তা বললে অন্যেরা শুনতে পায় না। কমনরুমে বসে আলাপ-আলোচনা করলে অন্যরা শুনতে পায়। ওরা সেটা চায় না। কিন্তু রন একটু আলাদা, ও কমনরুমে বসে বন্ধু-বান্ধবদের পিঠ চাপড়ানোতে আনন্দ পায়। হ্যারির হারমিওনকে ছেড়ে কমনরুমে বসে থাকতে ভালো লাগে না। খোলা হাওয়াতে বসলে অনেক ভালো লাগে।

রন হ্যারি, হারমিওনকে দেখতে না পেয়ে কমনরুম ছেড়ে বিচগাছের তলায় চলে এলো। ওরা বই-পত্র ঘাসের উপর ছড়িয়ে কিডিচ খেলার গল্প করতে লাগলো। বক্তা রন, শ্রোতা হ্যারি-হারমিওন।

রনও বললো– আশ্চর্য! তোমরা ডেভিসের প্রথম গোলটা ছাড়া আর কিছু দেখলে না? রনের গলায় হতাশার ছাপ! আমার গোল বাঁচানও না?

– না, দেখলাম কই, হারমিওন রনের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বললো।

- কিন্তু রন আমরা মাঠ ছেড়ে সত্যি চলে আসতে চাইনি, বাধ্য হয়েছিলাম।

– তাই? রনের মুখটা লাল হয়ে গেলো। কেন?

হ্যারি বললো– হ্যাগ্রিড! হ্যাগ্রিড আমাদের ওর মুখের ক্ষত কেমন করে হয়েছে, দেখাতে চেয়ে। আমাদের নিয়ে অরণ্যে গিয়েছিলেন। বুঝতেই পারছো হ্যাগ্রিডের কথা আমরা অবহেলা করতে পারি না।

রনকে সব ঘটনা বলতে বেশি সময় লাগলো না। তবে একটু দ্বিধায় পড়ে গেলো।

একজন দানবকে এনে জঙ্গলে রেখেছেন? রন বললো।

- হ্যা, হ্যারি বললো। বলার মধ্যে কোনও উৎসাহ নেই।

- হতে পারে না, এই কথার মধ্যে ও যেন বলতে চাইলো– না তা কি করে সম্ভভ।

হারমিওন বললো, সত্যি বলছি, উনি এনেছেন। গ্রয়প কম করে ষোল ফিট লম্বা, কুড়ি ফুট লম্বা পাইন গাছ গোড়া থেকে উপড়ে তুলতে ভালোবাসে, আমাকে মোটামুটি চিনে নিয়েছে। কিন্তু হ্যারি...।

রন হাসলো। তবে হাসিটা স্বচ্ছন্দের নয়।

– হ্যাগ্রিড আমাদের কী করার কথা বলেছেন?

– ওকে ইংরেজি শেখাতে হবে, হ্যারি বললো।

রন অদ্ভুত স্বরে বললো, মনে হয় হ্যাগ্রিড তার ভারসাম্য হারিয়েছেন।

হারমিওন খিটখিটে স্বরে বললো, তাই মনে হয়। কথাটা বলে ও ইন্টারমিডিয়েট ট্রান্সফিগারেশন বই এর একটা পাতা উল্টে প্যাঁচাদের অনেক রকম ডায়াগ্রাম অপেরা গ্লাস নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। দুঃখের সঙ্গে তাই ভাবতে হয়, তবে দুর্ভাগ্য। উনি আমাকে আর হ্যারিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে নিয়েছেন।

রন বেশ জোর দিয়ে বললো, সোজা সাপটা কথা তোমরা ওইসব প্রমিজটমিজের মধ্যে যাবে না। ওসব চিন্তা ছাড়ো এখন আমাদের সামনের পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে। যাই হোক নরবেট, অ্যারগেগের কথা মনে আছে? হ্যাগ্রিডের দানব বন্ধুদের সঙ্গে মিশলে কি আমরা ভালো রেজাল্ট করতে পারবো?

হারমিওন সংক্ষেপে বললো, আমি জানি, সব জানি। তবুও আমরা তো কথা দিয়েছি।

রন ওর এলোমেলো চুল ঠিক করতে লাগলো।

- হুঁ, রন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো, হ্যাগ্রিড এখনও ছাঁটাই হননি। এখন এই নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, টার্ম শেষ হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন। আমাদের তাই গ্রয়পের কাছে যেতে হবে না।

* * *

ক্যাসেলের মাঠ রোদ পড়ে ঝক ঝক করছে, যেনো নতুন করে রং করা হয়েছে। মেঘশূন্য আকাশ আনন্দে হাসছে। আকাশের ছায়া লেকের ওপর পড়েছে। লেকের জলও রোদে ঝলমল করছে। জুন মাসের মৃদুমন্দ বাতাস লেকের জলে ছোট ছোট ঢেউ তুলছে। কিন্তু পঞ্চম বার্ষিকের ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র ভাবনা চিন্তা প্যাঁচা

নিয়ে। [অর্ডিনারি উইজার্ডিং লেভেল]

ওদের শিক্ষকরা আর হোমওয়ার্ক চাপিয়ে দিচ্ছেন না। যা পড়িয়েছেন সেগুলো ভালো করে রিভাইজ করতে বলেছেন। পরীক্ষায় কি রকম প্রশ্ন আসতে পারে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। গভীরভাবে পড়াশুনা করা ছাড়া হ্যারির মন থেকে সবকিছু উধাও হয়ে, রয়ে গেছে প্যাঁচা'র চিন্তা।

মাঝে মাঝে মনে হয় লুপিন তার পোসান লেসনের সময়, স্নেইপকে হয়তো বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন, হ্যারিকে অকলামেন্সি শেখানোর কথা। যদি সত্যি মনে করিয়ে দিয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত স্নেইপ লুপিনের কথায় কান দেননি। হ্যারিকেও এড়িয়ে চলেছেন। একপক্ষে ভাল হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা স্নেইপের ঘরে গিয়ে অতিরিক্ত ক্লাসে অকলামেন্সি শিখতে হচ্ছে না। হারমিওনও ওর পড়াশুনা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। হ্যারিকে তাগাদা দিচ্ছে না, এমনকি এলফদের জন্য মোজা বোনা, জামাকাপড় সেলাই করবার ও সময় পাচ্ছে না।

প্যাঁচা যতোই কাছে আসছে, তার জন্য ও একাই চিন্তিত নয়। এরনি ম্যাকমিলান যার সঙ্গে মুখোমুখি হয় তাকেই তাদের 'রিভিসনের' ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে চলেছে।

ও প্রশ্ন করে হ্যারি আর রনকে– আচ্ছা কতো ঘণ্টা তোমরা পড়াশোনা করছো?

রন বললো, ঠিক বলতে পারছি না, এই কয়েকঘণ্টা হবে।

– নিশ্চয়ই আট ঘণ্টার কম নয়?

রন সামান্য বিরক্ত হয়ে বললো, কমই হবে।

এরনি বললো, আমি আট ঘণ্টা পড়ছি। অ্যাভারেজ আট ঘণ্টা তো হবেই। শনিবার, আমি দশ ঘণ্টা পড়ি, সোমবার সাড়ে ন' ঘণ্টা। মঙ্গলবার তেমন নয়। এই সাত ঘণ্টার একটু বেশি। তারপর বুধবার...।

প্রফেসর স্প্রাউট, হ্যারি-রনকে এরনির হাত থেকে বাঁচালেন। তিনজনকে কথা বলতে দেখে তার গ্রীন হাউজে ডেকে নিলেন। এরনির আর 'কতো ঘণ্টা পড়ছে' সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলো না। হ্যারি রনের এরনির একঘেয়ে প্রশ্নে মাথা ধরে গেছে।

ইতোমধ্যে ড্রেকো ম্যালফয় প্যানিক সৃষ্টি করার নতুন এক পন্থা পেয়ে গেলো। ওদের স্বভাব চুপ করে থাকা নয়। তার ওপোর আমব্রিজের সুনজর এখন স্কোয়াডের উপর!

পরীক্ষা শুরু হবার কয়েকদিন আগে পোসান শেখার ঘরের বাইরে বেশ জোরে জোরে ক্র্যাবে আর গোয়েলেকে বলতে শোনা গেলো, তোমরা জানো বাবার উইজার্ডিং পরীক্ষার অথরিটির সঙ্গে বহু বছরের বন্ধুত্ব– বুড়ো গ্রিসেল্ডা মার্চ

ব্যাংকসের হেড। আমরা তাকে ডিনারে নেমন্ত্রণ করেছি। হাঃ হাঃ বুঝতেই পারছো।

হারমিওন ওর ফাঁকা আওয়াজ শুনে হ্যারি-রনকে বললো, স্রেফ বাজে কথা বলছে?

রন বিষণ্ন মুখে বললো, যদি সত্যি কথা নাও হয়, তাহলেও আমাদের করবার কিছু নেই।

নেভিল শান্ত স্বরে বললো, আমারও কিন্তু মনে হয় না ও সত্যি কথা বলছে, কারণ সেন্ডা মার্চ ব্যাংকস আমার দাদুর বন্ধু। কখনও তো তাকে ম্যালফয়ের নাম বলতে শুনিনি।

– কেমন মানুষ সেই মহিলা নেভিল? হারমিওন সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, খুব কড়া?

নেভিল গলার স্বর নামিয়ে বললো, অনেকটা আমার দাদুর মতো।

রন উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে বললো, তার সঙ্গে জানাশুনা থাকলে, তোমার রেজাল্ট ভালো হবে না তার কোনো মানে নেই।

নেভিল বললো, আমারও তো মনে হয় জানাশোনা থাকলে কিছু যায় আসে না। দাদু সবসময়ে মার্চব্যাংকে বলেন, আমি নাকি বাবার মতো পড়াশুনোয় ভালো নই। তোমরাতো তাকে মেস্ট মাংগোসে দেখেছো।

ইতোমধ্যে বাজারে একাগ্রতা, মানসিক শক্তি বর্ধন, দুর্বলতা থেকে মুক্তি ইত্যাদির নানা রকম টনিক বিক্রি শুরু হয়ে গেলো। বিশেষ করে পঞ্চম আর সপ্তম বার্ষিকীর ছেলে-মেয়েরা সেগুলো কেনার জন্য হামলে পড়লো। র‍্যাভেন ক্লর ষষ্ঠ বার্ষিকের ছাত্র এডি কার্মিক্যায়েল, বারুফিওস ব্রেন এলিকজারের নাম বলাতে রন-হ্যারি সেই টনিক খাবার জন্য দারুণ ক্ষেপে গেলো। এডি বললো, গত বছর ওই টনিকটা খেয়ে আমি নটা আউট স্ট্যান্ডিং পেয়েছি। দাম মাত্র বারো গেলিয়ন। রনের হাতে গেলিয়ন নেই, হ্যারিকে বললো, হোগওয়ার্টস ছেড়ে একটা কাজ-কর্ম পেলেই তোমার ধার শোধ করে দেবো, অর্ধেকটা আমাকে দাও।

হারমিওন হাত থেকে শক্তি বর্ধকটা কেড়ে নিয়ে টয়লেটে ফেলে দিলো।

রন চিৎকার করে বললো, এই ওটা ফেলে দিচ্ছো কেন, আমরা তো ওটা কিনবো।

– হারমিওন বললো, বোকার মতো ব্যবহার করবে না, তাহলে তোমরা হেরল্ড ডিংগলের ড্রাগনের থাবার গুঁড়ো পাউডার খাও, তাহলেই বুদ্ধি বাড়বে।

রন কৌতূহলী কণ্ঠে বললো, সেটা আবার কী?

হারমিওন বললো, সেটাও আমি বাজেয়াপ্ত করেছি। ওই দুটো টনিক আসলে কোনও কাজ করে না। তোমরা এক নম্বরের গর্দভ।

রন বললো, তুমি জানো না হারমিওন ড্রাগন ক্লু দারুণ কাজ করে? তোমার ব্রেনকে শক্তিশালী করে, কয়েকঘণ্টার মধ্যে কাজ শুরু করে দেয়।

– হারমিওন প্লিজ আমাকে এক পিস দাও, কোনও ক্ষতি করবে না।

– কে বললে করবে না? করতে পারে, হারমিওন বললো। আমি ওটা দেখেছি, আসলে ওটা শুকনো ডক্সি ড্রপিংগস।

রন আর হ্যারির মস্তিষ্ক শক্তিশালী করার পরিকল্পনা উধাও হয়ে গেলো।

পরবর্তী ট্রান্সফিগারেসন লেসনে পরীক্ষার নিয়মকানুন ও টাইম টেবিলে প্যাঁচার প্রসিডিওর ওরা পেয়ে গেলো।

ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার তারিখ, সময় ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ড থেকে কপি করার সময় প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, তোমরা টাইম টেবিল থেকে আশাকরি বুঝতে পারছো। তোমাদের প্যাঁচা পর পর দু'সপ্তাহ ধরে হবে। মর্নিং সেশনে থিয়োরি ও দুপুরে প্র্যাকটিস । তোমাদের অ্যাস্ট্রোনমি পরীক্ষার প্র্যাকটিক্যাল রাতে হবে।

– এখন তোমরা মনে রাখবে প্রতিটি প্রশ্নপত্রে এন্টি চিটিং চার্ম (নকল যাতে করতে না পারে তার জাদুমন্ত্র) প্রয়োগ করা হয়েছে। পরীক্ষার হলে অটো আনসার কুইন নিষিদ্ধ (যে কলমের সাহায্যে সহজেই প্রশ্নের উত্তর লেখা যায়) করা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে রিমেমব্রালস, ডিটাচেবল, ক্রিবিং ও সেলফ কারেক্টিং ইনক। প্রতিবছরই দু'একটি ছাত্র-ছাত্রী নিয়ম ভঙ্গ করে। ভাবে উইজার্ডিং একজামিনেসন্স অথরিটিস রুল সহজেই ভাঙতে পারবে। আমি আশাকরি, এই রকম গ্রিফিন্ডরের ছাত্র-ছাত্রীরা করবে না। আমাদের নতুন হেডমিস্ট্রিস প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন, (তার মুখটা আন্টি পেটুনিয়ার মতো মনে হলো হ্যারির) সেই রকম কোনও নিয়ম বিরুদ্ধ কিছু হলে তার রিপোর্ট যেনো হাউজ হেডদের দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা জানবে পরীক্ষায় চিটিং করলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমাদের পরীক্ষার ফলাফল নতুন হেডমিস্ট্রেসের কর্মক্ষমতার নিদর্শন হবে।

কথাগুলো একটানা বলে প্রফেসর ম্যাকগোনাগল গভীরভাবে নিঃশ্বাস ফেললেন, যাইহোক তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকিয়ে যথাসাধ্য ভালো করতে চেষ্টা করবে।

হারমিওন হাত তুলে বললো, প্রফেসর, কবে নাগাদ আমাদের পরীক্ষার ফল বেরোবে?

– আশা করছি, জুলাই মাসের কোনো এক সময়ে প্যাঁচা মারফত তোমাদের জানানো হবে। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন।

– খুব ভালো, তাহলে আমরা ছুটির আগেই জেনে যাবো, ডিন টমাস বললো।

হ্যারি তখন মানস চোখে প্রাইভেট ড্রাইভের কথা ভাবছিল। ছ' ছটা সপ্তাহ

অপেক্ষা করতে হবে ফলাফলের জন্যে প্যাঁচার প্রতীক্ষায়!

ওদের প্রথম পরীক্ষা, থিয়োরি অফ চার্মস, সোমবার সকালে হবার কথা। রোববার লাঞ্চের পর হ্যারি হারমিওনকে টেস্ট করতে রাজি হলো। তারপরই হারমিওন খুব রেগে গিয়ে সঠিক উত্তর দিয়েছে জেনে ওর হাত থেকে বই কেড়ে নিয়ে, ওর নাকে অ্যাচিভমেন্ট ইন চার্মিং-এর কোনা দিয়ে মারলো।

যে বইটা হারমিওন ওকে টেস্ট করার জন্য দিয়েছিলো সেটা ফেরত দিয়ে বললো, তুমি নিজের পরীক্ষা নিজেই নিতে পারো। নাকে আঘাত থেকে হ্যারির চোখে জল এসে গেছে।

রন কানে আঙ্গুল দিয়ে চার্মসের দু'বছরের পুরনো নোটস পড়ে চলেছে, সিমাস ফিনিগন মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে ডিন, পার্বতী, ল্যাভেন্ডার পড়ছে, স্ট্যান্ডার্ড বুক অফ স্পেল আর বেসিক লোকোমেসন চার্মস।

ডিনার অন্যান্য দিনের মতো গপ গপ করে না খেলেও কেউ কম খেলো না। হ্যারি- রন চুপচাপ। হারমিওন ব্যাগ থেকে কাগজপত্র ঘাঁটতে লাগলো, ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার চেক করার জন্য। ও ঠিক করেছে কম খেয়ে সারারাত ধরে পড়বে।

হারমিওন এনট্রেন্স হলের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো, ওরা, ওরা তাহলে আমাদের পরীক্ষক হবে?

সঙ্গে সঙ্গে হ্যারি ও রন তাকালো। গ্রেট হলের খোলা দরজা দিয়ে দেখলো প্রফেসর আমব্রিজ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তার পাশে কিছু জরা-জীর্ণ জাদুকর জাদুকরি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আমব্রিজের মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো খুব একটা স্বস্তিতে নেই তিনি।

রন খুব আস্তে আস্তে বললো, চলো আমরা কাছ থেকে দেখে আসি।

হ্যারি আর রন পা টিপে টিপে এনট্রেন্স হলের দিকে এগুতে লাগলো। পরীক্ষকদের দেখার দারুণ কৌতূহল ওদের। হ্যারি ভেবেছিলো প্রফেসর মার্চ ব্যাংকস একজন বেঁটে, কুব্জ দেহের জাদুকরি মুখের- দেহের চামড়া কুঁচকানো, যেন মুখে মাকড়সার জালে ঢাকা।

প্রফেসর আমব্রিজ তার সঙ্গে বেশ জোরে জোরে কথা বলছেন, খুব সম্ভব মার্চ ব্যাংকস কালা। কারণ এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষকে খুব জোরে কথা বলার দরকার হয় না।

– যাত্রা আমাদের ভালই হয়েছে, খুবই আরামদায়ক। এর আগে এখানে আসার অনেক পরিকল্পনা করেছিলাম। ইদানিং তো আমি ডাম্বলডোরের কথা শুনতে পাই না। কথাটা বলে এমনভাবে হলের দিকে তাকালেন হঠাৎ যেনো তিনি কাবার্ডে রাখা একটা ঝাড়ুতে ভর দিয়ে হলে চলে আসবেন। বেশ কিছুদিন ডাম্বলডোরের খবর পাইনি। কোথায় আছেন, কেমন আছেন?

– কোনও খবর নেই। আমব্রিজ- রন, হ্যারি আর হারমিওনের দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে বললেন। (ওরা তখন আমব্রিজের কথা শুনতে পায়নি এমনি ভান করলো। কেন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে জানানোর জন্য বাঁধা জুতোর লেশ আবার টেনে টুনে বাঁধতে লাগলো) তবে কোথায় আছেন খুব শিগগিরি জানতে পারবো।

– আমার মনে হয় ও যদি নিজে কোথায় আছে না জানায়, তো আপনাদের সাধ্য নেই কোথায় আছে জানার। তখন আমি ট্রান্সফিগারেশন চার্মে পরীক্ষা নিয়েছিলাম, মানে যখন ও NEWT করেছিলো। আমার অন্তত একটা জাদুদণ্ড ওই কাজ করতে অক্ষম আগে কখনও দেখিনি।

আমব্রিজ বললেন, ও হ্যাঁ তাই বটে।

রন, হারমিওন, হ্যারি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে পা টেনে টেনে উঠতে লাগলো। চলুন স্টাফ রুমে যাই।

সেদিনের সন্ধেবেলাটা আগামী পরীক্ষার জন্য সব ছাত্রছাত্রীদের মনে দারুণ চিন্তা আর ভয়। সকলেই শেষবারের মতো রিভিসন করে নিচ্ছে। হ্যারি একটু আগেই বিছানায় শুয়ে পড়লো কিন্তু চোখে ঘুম এলো না। শুয়ে শুয়ে ওর কেরিয়র কনসালটেসন আর ম্যাকগোনালের সদম্ভ ঘোষণা, ওকে তিনি অউরর হতে সব রকমের সাহায্য করবেন, কথাগুলো বার বার মনে আসতে লাগলো। কে জানে শেষ পর্যন্ত কি হবে। কিন্তু ও যে একাই নিদ্রাহীন হয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে তা নয়, প্রায় সব ছাত্রছাত্রীদের অবস্থা একই। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার ভাবনা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে পঞ্চম বার্ষিক ছাত্রছাত্রীরা চুপচাপ ব্রেকফাস্ট খেতে লাগলো। সকলেরই মুখ চোখ দেখে মনে হয় দারুণ চিন্তিত ও মনের ভেতর ভয় তো আছেই। বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে, খাবার সময় হাত থেকে ছুরি কাঁটামাচ পড়ে যাচ্ছে, মুখ থেকে খাবারও।

ব্রেক ফাস্ট শেষ হলে পঞ্চম আর সপ্তম বার্ষিকের ছাত্র-ছাত্রীরা এনট্রেন্স হলের মুখে একত্রিত হলো। অন্য ছাত্রছাত্রীরা তাদের লেসন ক্লাসে চলে গেলো। তারপর সাড়ে নটার সময় তাদের গ্রেট হলে যাবার জন্য ডাক পড়লো। হ্যারি দেখলো পেনসিভে যেমনটি দেখেছিলো ঠিক তেমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের টেবিল সারি সারি করে সাজানো হয়েছে। যাতায়াতের পথও ঠিক তেমনই। স্নেইপ, ওর বাবা, সিরিয়স তাদের প্যাঁচা পরীক্ষা দিচ্ছেন। হলের শেষ প্রান্তে প্রফেসর ম্যাকগোনাগলের বসবার জায়গা। ছাত্র-ছাত্রীরা যে যার জায়গায় শান্তভাবে বসে পড়লে ম্যাকগোনাগল তাদের দিকে গম্ভীর মুখে তোকালেন। প্রথেম সামান্য গুঞ্জন, তারপর সবাই শান্ত। তখন ম্যাকগোনাগল বললেন– হ্যাঁ এবার তোমরা শুরু করতে পারো।

কথাটা বলে তার ডেস্কের ওপর রাখা আওয়ারগ্লাস ঘড়ির দিকে তাকালেন। ঘড়ি ছাড়া ডেস্কের ওপোর রয়েছে কিছু অতিরিক্ত কুইল, কালির বোতল আর পার্চমেন্ট।

হ্যারি দুরু দুরু বক্ষে ওর পেপার দেখলো। চারটে সিট আগে বসেছে হারমিওন। একবার ওর দিকে তাকালো, দেখলো ও লিখতে শুরু করে দিয়েছে। ও প্রথম প্রশ্নটি পড়লো। কঃ জাদুমন্ত্র সম্বন্ধে লেখো, এবং খঃ কোনও কিছু উড়িয়ে দিতে গেলে জাদুদণ্ডের কি রকম মুভমেন্ট প্রয়োজন হবে, তা বর্ণনা করো। হ্যারির স্মৃতিতে আছে একটা মুগুড় অনেকটা ওপোরে ওঠার পর বিকট শব্দ করে এক দানবের মাথার মোটা খুলির ওপোর পড়ে যাওয়া। ও মৃদু হেসে দুটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে শুরু করলো।

* * *

কী বলো খুব একটা শক্ত প্রশ্ন আসেনি? দু'ঘণ্টা পর হারমিওন এনট্রেন্স হলের মুখে দাঁড়িয়ে বললো। হাতের মুঠোয় তখনও প্রশ্নপত্র রয়েছে। আমার মনে হয় চীরিং চার্মস ঠিকমতো লিখতে পেরেছি। একদম হাতে সময় ছিলো না। হিককাপের (হেঁচকির) কাউন্টার চার্জ ঠিকমতো লিখতে পেরেছো তো? মনে হয় আমি ঠিক মতো পারিনি। তেইশ নম্বর প্রশ্নটাও...।

রন গম্ভীরভাবে বললো, হারমিওন এই রকম প্রশ্ন আগেও এসেছে। এরপরে আমরা বার বার একই প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না, একবারই যথেষ্ট।

পঞ্চম বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীরা লাঞ্চ খেতে শুরু করেছে তাদের হাউজের টেবিলে পরীক্ষার পর টেবিল আগের মতো ভাগ ভাগ করে রাখা হয়েছে। তারপর ওদের সকলকে গ্রেটহলের পাশে ছোট ঘরের সামনে এলফাবেটিক অর্ডারে ছোট ছোট দল করে জমায়েত হতে হবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার জন্যে। এক এক করে তাদের ডাক পড়বে। কেউ ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাদুমন্ত্র উচ্চারণ আর জাদুদণ্ড ঘোরানো প্র্যাকটিস করতে লাগলো। মাঝে মাঝে কারও কারও চোখে, পিঠে ভুল করে যাদুদণ্ড লেগে যাচ্ছে।

হারমিওনের ডাক পড়লো। ও অ্যানথনী গোল্ডস্টেইন, গ্রেগরী গোয়েলে আর ডফনে গ্রীন গ্রাসের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে ঘরে ঢুকলো। যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের আগে ডাক পড়েছিলো তারা আর ফেরেনি গ্রেটহলে। তাই রন আর হ্যারি হারমিওনের পরীক্ষা কেমন হলো জানতে পারবে না।

রন বললো, ওতো ভালো করবেই। মনে আছে, আমাদের একবার চার্মস টেস্টে একশ বারো পার্সেন্ট পেয়েছিলো?

দশ মিনিট পরে প্রফেসর ফ্লিটউইক ডাকলেন, এবারে পারকিনসন, প্যালসি,

পদ্মাপাতিল, পার্বতী পাতিল আর হ্যারি পটার ভেতরে যাও।

রন বললো– গুডলাক হ্যারি। হ্যারি জাদুদণ্ডটা শক্ত করে কাঁপা কাঁপা হাতে ধরে চেম্বারে ঢুকলো।

– প্রফেসর টফটি এখন খালি আছেন পটার, প্রফেসর ফ্লিটউইক বললেন, উনি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। হ্যারি দেখলো ঘরের এক কোণায় প্রফেসর মার্চ ব্যাংকের পাশে ছোট একটা টেবিলের সামনে বসে রয়েছেন রোগা ডিগডিগে, মাথা ভর্তি টাকওয়ালা অতি বৃদ্ধ এক জাদুকর। মনে হলো ড্র্যাকো মালফদের পরীক্ষা নিচ্ছেন মার্চব্যাংক।

যথা সময়ে পটার সেই বৃদ্ধের সামনে দাঁড়ালে তিনি চোখের ছোট চশমাটা নাকের ডগা থেকে তুলে হ্যারিকে দেখতে দেখতে বললেন, তুমি পটার? বিখ্যাত পটার?

হ্যারি আড়চোখে দেখলো ম্যালফয় ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যে মদের গেলাসটা ম্যালফয় শূন্যে ওঠাবার চেষ্টা করেছিলে সেটা মাটিতে পড়ে ভেঙে রয়েছে। অবস্থাটা দেখে হ্যারি পরীক্ষক টফটির সামনে হাসি চেপে থাকতে পারে না। টফটিও হেসে ফেললেন, খুব সম্ভব হ্যারিকে উৎসাহ দেবার জন্য।

– ঠিক আছে, ওদিকে চোখ দেবার দরকার নেই। বৃদ্ধ পরীক্ষক কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই। আমি যদি তোমাকে ডিমের কাপটা নিয়ে আসার জন্য কিছু কার্ট হুইল বানাতে বলি পারবে?

সবদিক ভেবে, হ্যারি চিন্তা করলো ওর পরীক্ষা ভালই হয়েছে। ওর লেভিটেসন চার্ম অবশ্যই ম্যালফয়ের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে, যদিও কলার চেজ আর গ্রোথ চার্মে জাদু মন্ত্র চারণ করে না মিশিয়ে করা ভালো ছিলো। তাহলে ইঁদুরটা কমলা রং-এ পরিবর্তিত ও খুব ফোলাফোলা হতো না, শুধু তাই নয় ভোঁদড়ের রূপও নিতো না। হ্যারি অবশ্য ওর ভুলটা শুধরে নিতে পারতো। হারমিওন সেই সময় হলে না থাকা এক পক্ষে ভালো দিছ, পরে পরীক্ষার কথা ইচ্ছে করেই বলেনি। রনকে বললেও বললে পারতো। রন একটা ডিনার প্লেটকে বিরাট মাশরুমে পরিবর্তন করেছিল, আবার জানেও না কেমন করে সেটা করতে পেরেছিল।

সেদিনের পরীক্ষার পর রেস্ট নেওয়ার কোনও সুযোগ ছিলো না। ডিনারের পর ট্রান্সফিগারেশন রিভিসন নিয়ে পড়তে হলো। পরের দিন সেটার পরীক্ষা। হ্যারি মাথাভর্তি জটিল স্কেলমডেল আর থিয়োরি বোঝাই করে শুয়ে পড়লো। পরের দিন সকালের পরীক্ষায় ও সুইচিং স্পেলের ডেফিনেসন লিখতে ভুল করলো। শুধু তাই নয় ধরে নিলো ওর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা যাচ্ছে তাই হবে। তো যাই হোক ও কোনোরকমে পুরোপুরিভাবে ইগুয়ানা (আমেরিকার গোসাপ জাতীয় বৃক্ষচর সরিসৃপ

বিশেষ) অদৃশ্য করতে পারলো। পাশের টেবিলে দেখলো হান্না অ্যাট ওকে দেওয়া ফেরেট (বেজির মতো সাদা ধবধবে জন্তু), একগাদা ফ্লেমিংগোতে রূপান্তরিত করতে হিমশিম খাচ্ছে। (ফ্লেমিংগ– ফ্ল্যানডার্সবাসী পাখি বিশেষ) শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো কিন্তু পাখিদের ঝটপটানির জন্য প্রায় দশ মিনিট পরীক্ষা বন্ধ রইলো। তারপর ফ্লেমিংগ পাখি ধরে হলের বাইরে নিয়ে যাবার পর প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা আবার শুরু হলো।

বুধবার হার্বোলজি পরীক্ষা। এধার ওধার সামান্য ভুল ছাড়া হ্যারির দৃঢ় বিশ্বাস, আগের সব পরীক্ষা মোটামুটি ভালো হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথম শুরু হবে ডার্ক আর্টের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পরীক্ষা।

আমব্রিজ এনট্রেন্স হলের দরজার গোড়ায় বসে ছাত্র-ছাত্রীদের ঠাণ্ডা মাথায় পরীক্ষা কেমন দিচ্ছে লক্ষ্য রেখে চলেছেন। আমব্রিজ বিশেষ করে কাউন্টার জিনক্স আর ডিফেনসিভ স্পেল ভালো করেই দেখলেন। প্রফেসর টফটি পরীক্ষার শেষে হ্যারির পিঠে হাত দিয়ে বললেন, সাবাস পটার! সব পরীক্ষায় তুমি ভালোভাবেই উতরে গেছো, সত্যি খুব ভালো; কিন্তু একটা কথা, যদি পটার...।

কথাটা বলে ডেস্কে একটু ঝুঁকলেন। আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধু টিবেরিয়স অগডেনের মুখে শুনেছি তুমি পেট্রোনাম তৈরি করতে পারো। বোনাস পয়েন্টের জন্য...?

হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা তুললো, আমব্রিজের দিকে সোজা তাকালো, ধরে নিলো তাকে ছাঁটাই করার মতলব হচ্ছে।

এক্সপেট্রো পেট্রোনাম!

ওর জাদুদণ্ড থেকে রূপালি রঙের হরিণের দল বেরিয়ে এসে হলের ভেতর স্বচ্ছন্দগতিতে ঘুরতে লাগলো। সমস্ত পরীক্ষকরা অবাক হয়ে তাদের গতিবিধি দেখতে লাগলেন, তারপর তারা রূপালী কুয়াশায় মিশে গেলে প্রফেসর টফটি তার সরু সরু হাড় বের করা। গিট ওয়ালা ফোলা ফোলা শিরওয়ালা হাতে হাততালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, বাঃ বাঃ অতি সুন্দর। পটার এবার তুমি যেতে পারো।

হ্যারি ঘর ছেড়ে যাবার সময় আমব্রিজের দিকে তাকালো। আমব্রিজের ব্যাঙের মত ফোলা ফোলা মুখে দেখলো বিশ্রি হাসি। হ্যারি কোনও ভ্রূক্ষেপ করলো না আমব্রিজকে! যদি না ও ভুল করে থাকে, তাহলে জানে ও নিশ্চিত আউটস্ট্যান্ডিং আউল পেয়েছে।

শুক্রবার হ্যারি রনের ছুটি, কোনো পরীক্ষা নেই। হারমিওন ওর অ্যানসিয়েন্ট রুনেস নিয়ে ব্যস্ত। সামনে এক সপ্তাহ পড়ে রয়েছে, রিভিসন করতে আর ভালো লাগছে না। ওরা ঘরের জানালা খুলে হাত-পা ছড়িয়ে উইজার্ড চেশ্ খেলতে বসলো। খোলা জানালা দিয়ে গরম হাওয়া আসছে। হ্যারি দেখতে পেলো হ্যাগ্রিড

অরণ্যের মুখে ক্লাস নিচ্ছেন। ও দেখতে চেষ্টা করলো কোন জন্তুদের হ্যাগ্রিড পড়ুয়াদের দেখাচ্ছেন। নিশ্চয়ই ইউনিকর্ণ হবে। কারণ ওরা কোন দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঠিক সেই প্রোট্রেট হোল দিয়ে হারমিওন ওর ঘরে ঢুকলো। মুখ দেখেই বুঝলো ওর মেজাজ ক্ষিপ্ত।

রন আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বললো, তোমার রুনস কেমন হচ্ছে হারমিওন?

– আমি এহোয়াজের ভুল অনুবাদ করেছি; হারমিওন রেগেমেগে বললো– ওর মানে পার্টনারশিপ, ডিফেন্স (আত্মরক্ষা) নয়। আমি এহোয়াজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছি।

রন কোনোরকম গুরুত্ব না দিয়ে বললো, বাঃ বেশ করেছো। একটা মাত্র ভুল করেছো, তাই না? তাহলেও তুমি পাবে।

হারমিওন ভীষন রেগে বললো– চুপ করবে! জানো ওই একটা ভুলের জন্য পাস ফেলের সমস্যা আছে। তাছাড়া আরও কি জানো? আমব্রিজদের অফিসে আরও একটা নিফলার (মারাত্মক এক জন্তু) কেউ রেখেছে। সত্যি আমি বুঝতে পারছি না নতুন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলো কেমন করে। আমি ওদিক দিয়ে আসতে আসতে আমব্রিজের চেঁচামেচি কানে এলো। গলা শুনে মনে হয় ওটা তার পায়ের খানিকটা মাংস খেয়ে ফেলেছে।

হ্যারি আর রন একসঙ্গে বললো, বাঃ বাঃ চমৎকার।

হারমিওন বললো– মোটেই চমৎকার নয়। উনি ভাবছেন নিফলার রেখে যাওয়া একমাত্র হ্যাগ্রিডের কাজ। আমরা চাই না একটা অজুহাত দিয়ে হ্যাগ্রিডের স্কুল থেকে ছাঁটাই করার মতলব ভাঁজছেন আমব্রিজ।

– বাঃ উনি তো এখন ক্লাস নিচ্ছেন, ওকে দোষ দিতে পারে না। হারমিওন জানালা দিয়ে হ্যারিকে দেখিয়ে বললো।

– ওহ্ মাঝে মাঝে তুমি এতো হাস্যকর সাদাসিদে হয়ে যাও যে বলার নয়। তুমি কী মনে করো আমব্রিজ প্রমাণের অপেক্ষায় বসে থাকবেন? হারমিওন রাগে ফেটে পড়ে গজ গজ করতে করতে মেয়েদের ডরমেটরির দিকে চলে গেলো। যাবার সময় ওদের ঘরের দরজাটা সে শব্দ করে বন্ধ করে দিলো।

রন খুব সন্তর্পণে হ্যারির লাইটের দিকে যাবার জন্য কুইন এগিয়ে দিতে দিতে বললো, দারুণ মিষ্ট স্বভাবের, সুন্দর মেয়ে।

হারমিওনের ব্যাড মুন্ড সপ্তাহ, শেষের দুদিনই রয়ে গেলো। রন আর হ্যারি সোমবারের পোসান পরীক্ষার ব্যাপারে রিভাইস করতে মোটেই হারমিওনকে পাত্তা দেবার সময় পেলো না। হ্যারি খুব ভালো করে জানে পরীক্ষা খারাপ হলে অউরর হবার কোনও আশা নেই। যা ভেবেছিলো তাই, লেখার পরীক্ষা বেশ শক্ত মনে হলো। যদিও ও ধরে নিয়েছে, পলিজুস পোসানের প্রশ্নে ওর ফুল মার্কস পাবার

প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

দুপুরের প্র্যাকটিক্যাল খুব ভয়ঙ্কর হবে ভেবেছিলো। তা কিন্তু হলো না। স্নেইপ অনুপস্থিত থাকাতে ওর পোসান বানানো বেশ সহজ হয়ে গেলো। নেভিল হ্যারির কাছেই রয়েছিলো পোসান ক্লাসে। হ্যারি দেখলো ও খুব চনমনে হয়ে গেছে... এর আগে ওকে পোসান ক্লাসে এরকম হাসিখুশি দেখেনি। প্রফেসর মার্চ ব্যাংকস যখন সকলকে বললেন, তোমরা সবাই যে যার কলড্রন থেকে দূরে বসো প্লিজ, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। টাইম ইজ আপ। হ্যারি ওর তৈরি পোসান বোতলে ঢেলে ছিপি আঁটতে আঁটতে ভাবলো, হয়তো ও ভালো গ্রেড পাবে না, যদি না ভাগ্যে ফেল থাকে। পার্বতী পাতিল গ্রিফিন্ডরের কমনরুমে যেতে যেতে বললো, যাক গে, আর মাত্র চারটে পরীক্ষা বাকি আছে।

– চারটে মাত্র! হারমিওন সামান্য আশ্চর্য হয়ে বললো, আমার তো সবচেয়ে শক্ত সাবজেক্ট অ্যারিথমেন্সি বাকি আছে।

হ্যারির মঙ্গলবারের পরীক্ষা কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিচারস।

ভালো করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ, যাতে হ্যাগ্রিডের ওপোর দোষারোপ না হয়। প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নিষিদ্ধ অরণ্যের মুখে। ওখানে ছাত্র-ছাত্রীদের নারল ঠিক মতো শনাক্ত করতে হয়। ওদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে বাবোটন কাঁটা চুয়ার মধ্যে তাদের কৌশল করে দুধ দিতে হবে পালা করে। ওরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর– সন্দেহবাজ জন্তু। ওদের পালকের মধ্যে অনেক জাদুর প্রপার্টিজ থাকে, ভাঙচুর করতে থাকে। ক্ষেপে যায় যদি তারা মনে করে ওদের বিষ খাওয়ানো হচ্ছে। তারপর রয়েছে বাউট্রাকলদের ঠিকমতো পরিচালনা করা ফায়ার ক্র্যাবদের খাওয়ানো, পরিষ্কার করা। খুব সাবধানে যাতে আগুনে দেহ পুড়ে না যায় এবং অনেক খাবারের মধ্যে থেকে ঠিক মতো খাবার ঠিক করা, অসুস্থ ইউনিকর্নের ডায়েটের ব্যবস্থা।

হ্যারি সেখান থেকে দেখলো হ্যাগ্রিড তার কেবিনের জানালা দিয়ে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছেন। হ্যারির পরীক্ষক, একটি মোটাসোটা ছোট চেহারার উইচ ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন– বললেন, এবার তুমি যেতে পারো। হ্যারি হ্যাগ্রিডের দিকে তাকিয়ে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ক্যাসেলে চলে গেলো।

বুধবার সকালে অ্যাস্ট্রোনমির থিয়োরি পরীক্ষা মোটামুটি ভালই হলো। হ্যারি শুক্রগ্রহের ডানধারে চাঁদের যথাযথ নাম জানে না। কিন্তু একটা বিষয়ে সুনিশ্চিত, ওদের মধ্যে একটাতেও ইঁদুর বসবাস করে না। প্র্যাকটিক্যাল অ্যাস্ট্রোনমির জন্য ওদের সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। সেদিন আর ডিভিয়েসন হলো না।

হ্যারির ডিভিয়েসন সম্বন্ধে জ্ঞান খুব একটা ভালো নয়, তাই পরীক্ষা ভালো হলো না। রনেরও নয়। ওদের মতে বোকাবোকা পরীক্ষাটা বন্ধ করে দেওয়াই

ভালো।

– এখনও তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি।

– হ্যাঁ, তা পারি, হ্যারি বললো, জুপিটার আর উরানস বন্ধু হয়ে যেতে পারে, তেমন কিছু ভান করার কোনও কারণ নেই।

– এখান থেকে, আমার মন্ত্রপূত চায়ের পাতা মরলেও কিছু যায় আসে না। আমি ওগুলোকে ময়লা ফেলার বিনে ফেলে দিচ্ছি।

হ্যারি হেসে উঠলো, হারমিওনকে আসতে দেখে হাসি থেমে গেলো। দেখলো হারমিওন একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে। হাসতে দেখলে হারমিওন রেগে যেতে পারে, পছন্দ নাও করতে পারে।

হারমিওন বললো, মনে হয় আমার অ্যারিথমেন্সি ভালই হয়েছে। কথাটা শুনে হ্যারি রন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তাহলে ডিনারের আগে আমরা স্টার চার্টটাতে চোখ বুলিয়ে নিতে পারি?

তারপর ওরা রাত এগারোটায় অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ারের ছাদে উঠে দেখলো পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা ঝলমল করছে। মেঘশূন্য আকাশে তারা দেখে, চিনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। রূপালী চাঁদের আলো পড়ে মাঠটাকে কেমন যেন স্বপ্নময় মনে হয়। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

সকলেই যে যার নিজের টেলিস্কোপ নিয়ে দাঁড়াতেই প্রফেসর মার্চব্যাংকস প্রত্যেকের হাতে একটা ব্ল্যাংক স্টারচার্ট দিলেন যাতে ওরা আকাশের তারা দেখে চার্টে তাদের অবস্থান দেখাতে পারে।

প্রফেসর মার্চব্যাংকস আর টফটি নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে কিছু কথা বলে নির্মল আকাশের দিকে তাকালেন। পরীক্ষার্থীরা টেলিস্কোপ সেট করে পার্চমেন্ট আর কুইল হাতে নিয়ে দাঁড়ালো, প্রায় নির্জন ছাদে তাদের টেলিস্কোপ সেট করা, পার্চমেন্ট হাতে নেওয়ার শব্দ শোনা গেলো। পরীক্ষার্থীরা শুধু নীরব। আধঘন্টা, একঘন্টা কেটে গেলো। ক্যাসেলের ঘরের আলো বন্ধ হয়ে যেতেই মাঠ অন্ধকার হয়ে গেলো, মাঠটা আর সোনার আলোতে ঝলমলে মনে হলো না।

হ্যারি আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে চার্টে কোথায় তারা রয়েছে দেখলো। ওর মুখোমুখি ক্যাসেলের সামনের দরজাটা খোলা, পাথরের সিঁড়ির আলো লনের দিকে ঠিকরে পড়েছে। হ্যারি টেলিস্কোপটা ঠিক পোজিসনে রাখতে গিয়ে দেখলো পাঁচ-ছটা লম্বা লম্বা ছায়া লনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরজাটা খোলা থাকার জন্য লনে আলো পড়ে ছিলো। দরজা বন্ধ হতেই লনটা আগের মতো অন্ধকার হয়ে গেলো।

হ্যারি টেলিস্কোপের চোঙায় চোখ রেখে ভেনাসের অবস্থান দেখে চার্টে মার্ক করতে যাবার সময় হাতটা কেঁপে উঠলো। কুইলটাও যেনো আর চলতে চাইলো

না, পার্চমেন্টের ওপোর স্থির হয়ে রইলো। আবার ও লনের দিকে তাকালো। দেখলো কম করে ছ'জন অন্ধকারাচ্ছন্ন লনে ঘোরাফেরা করছে। চাঁদের সামান্য আলো ওদের মাথার ওপোর পড়ছে না, তাই তাদের মুখ দেখতে পেলো না। মুখ দেখতে না পেলেও তাদের হাঁটা-চলার মধ্যে চেনা চেনা মনে হলো তাদের, বিশেষ করে যে সকলের আগেভাগে হাঁটছে।

আমব্রিজ!

ও বুঝতে পারলো না আমব্রিজ মাঝরাতে অন্ধকার লনে ছ'সাতজন লোক নিয়ে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কে যেন পেছন থেকে খুক খুক করে কাসলো। কিন্তু তখনও তো ওর পরীক্ষা শেষ হয়নি।

অর্ধেকটা হয়েছে। ও দেখতে পেলো না আকাশে কোথায় ভেনাস বিচরণ করছে। তারপর আবার টেলিস্কোপে ও চোখ রাখলো, ভেনাসকে দেখতে পেলো। চার্টে তার অবস্থান দেখাতে যাবার সময় আবার সেই খুক খুক কাসির শব্দ যেনো কানে না আসে তার জন্য সতর্ক হলো। কিন্তু তারপরই শুনতে পেলো অনেক দূর থেকে কারও বাড়ির দরজায় নক করার ঠকঠক শব্দ। সেই শব্দ বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তারপরই কানে এলো বিরাট এক কুকুরের বিকট ঘেউ ঘেউ চিৎকার।

ও চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অরণ্যের দিকে তাকালো। হঠাৎ ওর বুকটা টিপটিপ করতে লাগলো। ও দেখলো হ্যাগ্রিডের কেবিনের জানালা দিয়ে আলো বাইরে আসছে। তারপর বাইরে তাকিয়ে দেখলো সেই ছায়াগুলো ওর কেবিনের দরজার সামনে পিছন ফিরে দাঁড়ালো। দরজাটা খুলতেই তারা গটগট করে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো আবার নিস্তব্ধতা।

হ্যারি অসম্ভব অস্বস্তির মধ্যে পড়লো। ও রন আর হারমিওনের দিকে তাকালো। বুঝতে পারলো না হ্যাগ্রিডের কেবিনের দরজায় কেন ঠক ঠক শব্দ, তার কুকুরের বিকট ডাক, আর সেই ছ-সাতটা লোকের হ্যাগ্রিডের কেবিনে ঢোকা! ঠিক সেই সময় প্রফেসর মার্চব্যাংক ওর পেছনে এসে দাঁড়ালেন। কারও দিকে তাকাচ্ছেন না। তবু চোখ দেখে মনে হয় সকলের দিকে সকলের কাজের দিকে গুপ্তচরের মতো তাকাচ্ছেন। হ্যারি তাড়াতাড়ি স্টার-চার্টের দিকে হেঁট হয়ে এমন একটা ভাব করলো যেনো কাজ করছে; কিন্তু চোখ ওর হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে। সেই লোকগুলো ঘরের ভেতর থেকে জানালার ধারে দাঁড়াতেই জানালা দিয়ে বাইরের আলো আসা বন্ধ হয়ে গেলো।

হ্যারি বুঝতে পারলো প্রফেসর মার্চব্যাংক ওর পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ও আবার টেলিস্কোপে চোখ রেখে তারাগুলো দেখতে লাগলো। কিন্তু অনেক আগেই তাদের পজিসন ওর চার্টে মার্ক করা হয়ে গেছে। তারপরই ও শুনতে পেলো কেবিন

থেকে বিরাট গর্জনের শব্দ। সেই শব্দ আকাশে, বাতাসে, অরণ্যে, অ্যাসস্ট্রোনমির টাওয়ারের ছাদে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে এলো। যারা পরীক্ষা দিচ্ছিলো তারা টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে ভয়াতুর চোখে হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে তাকালো।

প্রফেসর টফটি আবার খক খক করে কাসলেন।

টফটি খুব স্নেহভরে বললেন, ওদিকে কান না দিয়ে তোমরা তোমাদের কাজ করো ছেলে- মেয়েরা। সকলেই আবার তাদের টেলিস্কোপে চোখ রাখলো। হ্যারি সেই সময় পাস ফিরে দেখরো হারমিওন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রপেসর টফটি বললেন, আর মাত্র কুড়ি মিনিট বাকি আছে।

কথাটা শুনে হারমিওন একরকম লাফিয়ে উঠে ওর স্টার চার্টে মুখ ডোবালো। হ্যারি ওর চার্টের দিকে তাকালো। দেখলো, ভেনাসের জায়গায় মার্স লেবেল করেছে। ও মাথা নিচু করে সেটা সংশোধন করলো।

আবার মাঠ থেকে ভীষণ জোরে শব্দ হলো, বেশ কয়েকজন ভয় পেয়ে আউচ বলে চেঁচিয়ে উঠলো। ওরা টেলিস্কোপ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে নিচের মাঠের দিকে তাকালো।

হ্যারি ছাদ থেকে দেখলো হ্যাগ্রিডের কেবিনের দরজাটা খুলে গেলো। কেবিনের বাইরে লাল আলোতে দেখলো চার-পাঁচজন আর এক ষণ্ডা মার্কা লোক ভীষণ গর্জন করছে আর ওকে ঘুষি মারবার চেষ্টা করছে। যেটুকু আলো বাইরে আসছে তাতে বুঝতে পারলো হ্যাগ্রিডকে ওরা স্টান করবার প্রচেষ্টা করছে। হারমিওন চিৎকার করে উঠলো– না।

প্রফেসর টফটি হারমিওনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিন্তু এখানে পরীক্ষা দিতে এসেছো। চেঁচিও না, অন্যদের অসুবিধে হবে।

কিন্তু কেউ আর তাদের স্টার চার্টের দিকে তাকাচ্ছে না। তখনও তীব্র একটা লাল আলো হ্যাগ্রিডের কেবিনের চারপাশে ঘুরছে। ওকে কাবু করার জন্য প্রবল চেষ্টা করেও পেরে উঠছে না। হ্যারির মনে হলো তুমুল দুই শক্তির লড়াই চলেছে। চিৎকার, চেঁচামেচি, কান্নাতে সমস্ত জায়গাটা থর থর করে কাঁপছে।

একজন দারুণ জোর গলায় বলে উঠলো, হ্যাগ্রিড গোঁয়ার্তুমি করো না।

কথাটা শুনে হ্যাগ্রিড গর্জন করে উঠলো– নিকুচি করেছে তোমার কথা মেনে নেওয়া। ডলিশ এমনিভাবে তোমরা আমাকে কাবু করতে পারবে না বলেদিলাম!

হ্যারি দেখলো ফ্যাংগ ঝাঁপিয়ে পড়ছে বারবার হ্যাগ্রিডকে ওদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। উইজার্ডরা ওকে স্টানিং স্পেল দিয়ে অর্কমন্য করতেই ও মাটিতে পড়ে গেলো। হ্যাগ্রিড এক মুহূর্ত দেরি না করে যে স্ট্যানিং স্পেল ছুঁড়েছিলো তাকে

শক্ত করে চেপে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। প্রায় দশফিট লম্বা লোকটার মাটি থেকে ওঠার আর শক্তি রইলো না। হারমিওন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে মুখে হাতচাপা দিলো। হ্যারি রনের দিকে তাকালো, দেখলো রনেরও মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। আগে কেউ হ্যাগ্রিডকে ওই রকমভাবে রাগতে, গর্জন-শক্তি প্রয়োগ করতে দেখেনি। পার্বতী ছাদ থেকে আঙ্গুল দিয়ে লনটা দেখিয়ে বললো, দেখেছো?

ওরা দেখলো সামনের দরজাটা আবার খুলে গেছে, খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার লনে আবার আলো ঠিকরে পড়েছে। সেই আলোতে দেখলো একটা লম্বা কালো ছায়া মাঠ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রফেসর টফটি ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন– শোনো, আর মাত্র ষোল মিনিট আছে।

কেউ তেমন টফটির কথায় কান দিলো না। ওরা দেখলো সেই কালো ছায়াটা হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে খুব জোরে জোরে হেঁটে চলেছে। সেই ছায়ামূর্তিটা গর্জন করে উঠলো, আশ্চর্য! তোমাদের সাহসতো কম নয়! ঘূর্ণিটা হ্যাগ্রিডের কেবিনের কাছে পৌঁছলো।

হারমিওন ফিসফিস করে বললো, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল!

অন্ধকার ভেদ করে ম্যাকগোনাগলের তীব্র স্বর কানে এলো ওদের, ছেড়ে দাও, ওকে ছেড়ে দাও বলছি। কেন, কিসের জন্য তোমরা ওকে আক্রমণ করছো? ওতো এমন কিছু করেনি যাতে তোমরা এইরকম নৃশংস ব্যবহার করতে সাহস করো।

হারমিওন, পার্বতী, ল্যাভেন্ডর ভয়ে চিৎকার করে উঠলো– কেবিনের আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা চারজন স্টানারের ম্যাকগোনাগলকে কাবু করা শক্ত ব্যাপার ছিল না। ক্যাসেল আর কেবিনের মাঝপথে লাল আলো রশ্মির সঙ্গে ম্যাকগোনাগল ধাক্কা খেলেন, পরমুহূর্ত দেখা গেলো তার সর্বাঙ্গ ভূতুড়ে লাল আলোতে ঝলকে উঠলো।

ম্যাকগোনাগল ডানপাটা তুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তারপর একচুলও নড়তে পারলেন না।

প্রফেসর টফটি পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে ভীষণ জোরে (তার শক্তি অনুযায়ী) বলে উঠলেন, গ্যালপিং গারগয়েল! কোনও সতর্ক করেনি, সাংঘাতিক কাজকর্ম দেখছি।

– ভীরুর দল! হ্যাগ্রিডের তীব্রস্বর ভেসে এলো টাওয়ারের ওপোরে। ক্যাসেলের কিছু আলো ভাইব্রেসনে নিভু নিভু হয়ে গেলো।

জংগলী ভীরু, না জানিয়ে আক্রমণ!

হারমিওন হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, হা ঈশ্বর...।

হ্যাগ্রিড জানেন তার দুই নিকটবর্তী আক্রমণকারীরা সংজ্ঞা হারিয়েছে, তবু

দুটো প্রচণ্ড রকমের ঝটকা দিলেন। ওরা এখন ঠাণ্ডা হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। হ্যারির হ্যাগ্রিডকে দেখে মনে হলো তার ওপোর ওদের স্পেলের কোনও প্রভাব পড়েনি। দেখল হ্যাগ্রিড সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তার পিছে থলের মতো একটা কিছু। তারপরই ভালো করে দেখলো সেটা ফ্যাংগ-এর নিস্তেজ দেহ বেঁধে রেখেছেন।

অ্যামব্রিজ দাঁত খিচিয়ে বললেন, তোমরা করছো কি, ওকে ধরো দেরি করো না। কিন্তু ওর বাকি সাহায্যকারীরা হ্যাগ্রিডের ধারে কাছে দাঁড়াতে সাহস করলো না। দৌড়ে পালাতে গিয়ে তার এক অচৈতন্য সহকর্মীর ওপোর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। হ্যাগ্রিড পেছন ফিরে একবার ওদের দেখে ফ্যাংগকে পিঠে নিয়ে দৌড়াতে লাগলো। আমব্রিজ শেষ চেষ্টা করলেন হ্যাগ্রিডের ওপোর একটা স্টানিং স্পেল ছুঁড়তে, কিন্তু সেটা ঠিক লাগলো না। হ্যাগ্রিড পেছনে না ফিরে দৌড়াতে দৌড়াতে নিষিদ্ধ অরণ্যের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ওই ঘটনা দেখে সকলেই নির্বাক। চতুর্দিকে নিস্তব্ধতা। তখন প্রফেসর টফটির গলা শোনা গেলো। হুঁ আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে, সবাই শুনেছো তো?

হ্যারি চার্টটা তখনও সম্পূর্ণ করতে পারেনি। মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ করতে পেরেছে। কখন পরীক্ষা শেষের ঘণ্টা বাজবে তারই অপেক্ষায় বসে রইলো। ঘণ্টা বাজতেই হ্যারি, রন, হারমিওন টেলিস্কোপগুলো কোনও রকমে হোল্ডারে রেখে দিয়ে স্পাইরেল সিঁড়ির কাছে ছুটলো। তখন কোনো ছাত্র-ছাত্রী শুতে যায়নি। সকলেই উত্তেজিত হয়ে সিঁড়ির মুখে হ্যাগ্রিডকে আক্রমণের যা যা দেখেছে সেইসব যার যেমন খুশি আলোচনা করে চলেছে।

– ওই শয়তান মহিলা, হারমিওন হাঁফাতে হাঁফাতে বললো– (কথা বলতে পারছিলো না) গভীর রাতে হ্যাগ্রিডের বাড়িতে ওকে আহত করতে গিয়েছিলো।

এরনি ম্যাকমিলান বললো, খুব সম্ভব ট্রিলনীর মত নতুন একটা নাটক করতে চাননি।

রন বললো– হ্যাগ্রিড যা করেছেন ভালই করেছেন, তাই না? কিন্তু কি করে অতোগুলো স্পেল থেকে বাঁচলেন ভাবা যায় না।

হারমিওন বললো, ওর শরীরে দানবের রক্ত আছে। একজন দানবকে সহজে আয়ত্বে আনা সহজ ব্যাপার নয়। চারজন স্টানার প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে আক্রমণ করেছিলো। বয়স হয়েছে, দেখি সামলাতে পেরেছেন কি না।

এরনি বললো, দারুণ ভয়ঙ্কর ব্যাপার, আমার মাথা ঘুরছে, আমি শুতে চললাম।

একটু একটু করে সিঁড়ির তলা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেলো।

রন বললো, যাকগে অনেক চেষ্টা করেও হ্যাগ্রিডকে ধরে বেঁধে আজকাবানে

পাঠাবার সব নোংরা মতলব বানচাল হয়ে গেলো! আমার মনে হয় হ্যাগ্রিড, ডাম্বলডোরের কাছে গেছেন। তোমাদের কী মনে হয়? হারমিওন ছলছল চোখে বললো, হতে পারে। ডাম্বলডোর হয়তো শিগগিরই ফিরে আসবেন। কিন্তু মনে হয় প্রথম যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি।

ওরা গ্রিফিন্ডর কমনরুমে এসে দেখলো, বেশ ভিড়। সেখানেও ওরা হ্যাগ্রিডের ব্যাপারে আলোচনা করছে। হ্যারি, রন, হারমিওন যা যা দেখেছে, শুনেছে অ্যাস্ট্রোনমি টাওয়ার থেকে, সব ওদের বললো।

অ্যাঞ্জেলিনা জনসন বললো, ট্রিলনী হয়তো ঠিকমতো পড়াতে পারতেন না; কিন্তু হ্যাগ্রিড তো তা নয়। ভালো পড়ান।

হারমিওন একটা আর্মচেয়ারে বসে দুলতে দুলতে বললো– আমব্রিজ অনেক মানুষকে ঘেন্না করেন। কেমন করে হ্যাগ্রিডকে তাড়ানো যায় সবসময় তাই চেষ্টা করে চলেছেন।

ল্যাভেন্ডর বললো, কে জানে প্রফেসর ম্যাগগোনাগল কেমন আছেন, মনে হচ্ছে ঠিক আছেন কি বলো?

– ওরা ম্যাকগোনাগলকে ধরে ক্যাসেলে নিয়ে গেছে, আমরা ডরমেটরির জানালা থেকে দেখেছি। কলিন কার্ভে বললো, দেখে মনে হচ্ছিল খুব একটা ভালো নেই।

অ্যালিসিয়া স্পিনের বললো, ম্যাডাম পমফ্রে ঠিক করে দেবেন ভেবো না।

প্রায় সকাল চারটে বেজে গেলো সে রাতের ঘটনা সবাই বসে আলোচনা করতে করতে। চোখের সামনে হ্যাগ্রিডকে আক্রমণ, হ্যাগ্রিডের আক্রমণের বিরুদ্ধে আক্রমণ, তারপর ফ্যাংগকে কাঁধে চাপিয়ে চলে যাবার দৃশ্য বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো হ্যারির। ঘুমোতে পারলো না। তবু চোখে ঘুম এসে গেলো। ঘুমিয়ে পড়লো, ঘুম ভাঙলো অনেক দেরিতে।

ওদের শেষ পরীক্ষা, হিস্ট্রি অফ ম্যাজিক, সেদিন দুপুরের আগে শুরু হলো না। হ্যারির ইচ্ছে হলো ব্রেকফাস্টের পর একটু ঘুমিয়ে নেয়, কিন্তু আগেই মনস্থির করেছিলো ব্রেকফাস্টের পরও শেষ রিভিসন করবে। তো কমনরুমে জানালার ধারে বসে সময় নষ্ট না করে চোখ থেকে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করলো। তারপর হারমিওনের দেওয়া প্রায় সাড়ে তিন ফিট উঁচু জমা করা নোটগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করলো।

দুটোর সময় পঞ্চম বার্ষিকের ছাত্রছাত্রীরা গ্রেট হলে এসে তাদের সিটে মাথা নামিয়ে প্রশ্ন পত্র দেখতে লাগলো। হ্যারির মনে আনন্দ পরীক্ষা শেষ হলেই ঘুমুতে চলে যাবে। তারপর আগামীকাল রনের সঙ্গে কিডিচ খেলার মাঠে যাবে, রনের ঝাড়ুতে চেপে আকাশে উড়বে। কিছুদিন অন্তত পড়া, রিভিসনের হাত থেকে রেহাই

পাবে।

প্রফেসর মার্চব্যাংক তার ডেস্কের সামনে রাখা বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে গুরু গম্ভীর গলায় বললেন, এবার তোমরা শুরু করতে পারো।

হ্যারি প্রশ্নপত্রের প্রথম প্রশ্নের দিকে তাকালো। বেশ সময় লেগে গেলো পড়তে, অনেকবার চোখ বুলিয়ে একটা শব্দও পড়তে পারেনি। ঘরের কাঁচের জানালাতে দেখলো একটা বড় বোলতা বুজবুজ শব্দ করে কাঁচে ধাক্কা লাগাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ওর চোখ আর ধাঁধালো না, প্রথম প্রশ্নটির উত্তর লিখতে শুরু করলো।

কিন্তু লিখতে বসলে কি হবে, কিছুতেই ওর নাম আর সঠিক তারিখ মনে পড়ছে না। প্রথম প্রশ্নটা ছেড়ে ও চার নম্বর প্রশ্নটা দেখলো। (তোমার কি মনে হয় ম্যাজিক ওয়ান্ড সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন সাহায্য করেছিল, অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর গবলিনদের দাঙ্গা দমন করতে বেশি সহায়ক হয়েছিল)।

প্রশ্নটা কয়েকবার পড়ার পর ঠিক করলো, বাকি প্রশ্নের উত্তর লেখার পর হাতে সময় থাকলে ওটা ধরবে। পাঁচ নম্বর প্রশ্নের দিকে তাকালো (১৭৯৪ সালে স্ট্যাটুট অফ সিক্রেসি কেমন করে ফাটল ধরেছিলো এবং সেটা পুনরায় যাতে সেই অবস্থায় উপনীত না হয় তার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো?) সেটা দেখার পর মনে হলো ও প্রধান প্রধান বিষয়গুলো মনে করতে পারছে না। কিছু একটা মনের মধ্যে ঢুকে সব ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে। ঘটনা মনে পড়ছে না। তারপর সঠিক ও ভালোভাবে উত্তর লিখতে পারবে এমন একটি প্রশ্ন ও দেখতে লাগলো। যাকগে, দশ নম্বর প্রশ্নটা খুবই সুন্দরভাবে লিখতে পারবে বলে ওর মনে হলো। প্রথম সুপ্রিম ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ উইজার্ডস ছিলেন বেনোকর্ডস। কোন পরিস্থিতিতে এটি গঠিত হয়েছিলো তার বৃত্তান্ত লেখো এবং কেন ওয়ারলকস অফ লিচেনস্টেইন তাতে যোগদান করতে অস্বীকার করেছিলেন, ব্যাখ্যা করো।

হ্যারির মাথার ভেতরটা অবশ অসাড় হয়ে গেছে মনে হলেও অস্ফুট স্বরে বললো, আমি এর উত্তর জানি। হারমিওনের দেওয়া নোটে সেদিন সকালে ওটা বেশ কয়েকবার পড়েছে মনেও আছে।

ও চটপট উত্তর লিখতে শুরু করলো। লিখতে লিখতে বারবার মার্চব্যাংকের ডেস্কের ওপোর রাখা বড় ঘড়িতে সময় দেখতে লাগলো। ও পার্বতী পাতিলের ঠিক পেছনে বসেছে। ওর কালো লম্বা লম্বা মাথার চুল চেয়ারের পিঠে ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে ও মাথা নাড়লে, মাথায় গোঁজা সোনালী ক্লিপগুলো চমকে উঠছে।

নাল 'পিয়ারে বোনাকর্ডস, ইন্টারন্যাশানাল কনফেডারেশন অফ উইজার্ডস'র প্রথম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্রবহীন বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সর্বোচ্চ প্রধান ছিলেন। কিন্তু তার নিয়োগে উইজার্ডিং সম্প্রদায়ের লিয়েচস্টেইন স্টিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কারণ–

তাড়া করা ইঁদুরের মতো হ্যারির কুইল পার্চমেন্টের ওপোর দৌড়াতে লাগলো। জানালা থেকে গরম রোদ ওর মাথার ওপোর এসে পড়েছে। কি কারণে লিয়েচস্টেইন বিরোধীতা করেছিলেন, আর বোনাকর্ডস তাকে কেন চটিয়েছিলেন? হ্যারির এমন একটা মনের মধ্যে ধারণা হয় যে ট্রোলদের (রূপকথার বামনাকার ভূত) নিয়েই দু'জনের মধ্যে মতান্তর হয়েছিলো। হ্যারি ওর জ্বালা জ্বালা করা চোখ ঠাণ্ডা করার জন্য দুচোখের পাতা বন্ধ করে হাত দিয়ে চেপে ধরলো। একটু একটু করে চোখ জ্বালা কমে গেলো।

ও আবার সাদা পার্চমেন্টের দিকে তাকালো। তারপর ধীরে ধীরে ট্রোলদের সম্বন্ধে দু'লাইন লিখলো। খুব একটা মনোগ্রাহী লেখা হয়েছে বলে মনে হলো না। তাহলেও হারমিওনের নোটের ভিত্তিতে পাতার পর পাতা লিখেছে।

ও আবার চোখ বন্ধ করলো। মনে করতে চেষ্টা করলো প্রথমবার ফ্রান্সে গিয়ে কনফেডারেশন সম্বন্ধে তার আলাপ-আলোচনা। হ্যাঁ তার বিবরণ তো ও বাদ দেয়নি। আগেই লিখেছে।

লিয়েচস্টেন স্টেইন থেকে কেউ আসতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

মন দিয়ে ভাবো, ও নিজেকে নিজে বললো। দেখলো সতীর্থরা মাথা হেট করে পার্চমেন্টে খমখস করে কুইল দিয়ে লিখে যাচ্ছে। দেখলো ঘড়ির ওপোর থেকে বালি ধীরে ধীরে পড়ছে, সময় চলে যাচ্ছে। ও আবার অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা করিডর দিয়ে হেঁটে চলেছে, হাঁটাতো নয় দৌড়। ঘরের ভেতরের মিস্ট্রিজ ওকে জানতেই হবে, ডেস্টিনেসনে পৌঁছতে হবে। কালো দরজাটা খুলে গেলো যেমন খুলে যায় তেমনভাবে। ও পৌঁছে গেলো সেই গোলাকার ঘরে, ঘরের চারদিকে রয়েছে দরজা।

পাথরের মেঝে দিয়ে হেঁটে দ্বতীয় দরজায় দেওয়ালের মাঝে মাঝে আলোর রশ্মি নাচছে। ম্যাকানিক্যাল ক্রিং ক্রিং শব্দ! কোথা থেকে আসছে, কেন আসছে দেখার-জানার সময় নেই, ওকে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে।

ও তিন নম্বর দরজার দিকে গেলো। অন্যান্য দরজার মতো সেটাও খুলে গেলো।

আবার ও সেই ক্যাথিড্রল সাইজের মতো ঘরে ঢুকলো। ঘরের তাকে কাঁচের সলিড গোলাকার জিনিস। ওর বুকের ভেতর অসম্ভব ধুক্ ধুক্ করছে, এইবার ও সেখানে পৌঁছবেই। ও সাতানব্বই নম্বরে পৌঁছে বাঁ দিকে ঘুরলো। দুটো সারির মাঝের ফাঁকা অংশ দিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো।

ঘরের শেষ প্রান্তে দেখলো একটা কালো মতো জিনিস নড়ছে, একটা আহত প্রাণীর মতো। হ্যারির পেটের ভেতরটা উত্তেজনায় গুড় গুড় করে উঠলো।

ওর নিজের মুখ থেকে ঠাণ্ডা, উচ্চকণ্ঠের একগুচ্ছ কথা বেরিয়ে এলো, মনে হয়

মানুষের দয়া-ভালবাসার।

'এটা... আমার জন্য নাও। এখনই... আমি যে ওটা স্পর্শ করতে পারি না... কিন্তু তুমি পারে...।'

সেই কালো মতো জিনিসটা সামান্য সরে গেলো, ও দেখলো ওর নিজের হাত। বড় বড় আঙ্গুলওয়ালা সাদা হাত দিয়ে একটা দণ্ড ধরে রয়েছে, একটা অতিশীতল শিরশিরে কণ্ঠ শুনতে পেলো 'ক্রুসিও'!

যে লোকটা মেঝেতে বসেছিলো সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো। দাঁড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতেই পড়ে গেলো এবং ছটফট করতে লাগলো। হ্যারি হাসতে লাগলো। ও জাদুদণ্ড তুললো, কার্স তুলে নিলো, সেই কালো মূর্তিটা গোঙাতে গোঙাতে নিস্তেজ হয়ে গেলো।

'লর্ড ভোল্ডেমর্ট অপেক্ষা করছেন' মেঝেতে পড়ে থাকা আহত লোকটা ধীরে ধীরে মাথা তুললো। ওর মুখটা রক্তাক্ত ও অতি কৃশ, যন্ত্রণায় কাতরালেও প্রতিরোধ করার জন্য উন্মুখ।

সিরিয়স বললেন, আমাকে তোমায় হত্যা করতে হবে।

সেই ঠাণ্ডা শীতল কণ্ঠ বললো, অবশ্যই সবশেষে। কিন্তু তার আগে তুমি ওটা আমাকে এনে দেবে। ব্ল্যাক তুমি কী মনে করছো তোমার যন্ত্রণা শেষ হয়ে গেছে? আবার ভাবো আমাদের এখনও অনেক সময় আছে। শোনো, ভালো করে শোনো– তোমার যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ কেউ শুনতে পাবে না।

ভোল্ডেমর্ট তার হাতের দণ্ড আবার নামালে কেউ যেনো আর্তনাদ করে উঠলো। একজন একটা গরম ডেস্ক থেকে পাথরের ঠাণ্ডা মেঝেতে পড়ে গেলো। মেঝেতে পড়ে যেতে হ্যারির ঘুম ভঙে গেলো, তখনও ও চিৎকার করছে।

ওর কাটা দাগ আগুনের মতো জ্বলছে, গ্রেট হলের সকলে ওকে ঘিরে ধরেছে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

আউট অব দ্য ফায়ার

আমি যাবো না, আমার হাসপাতাল উইংগ-এ যাবার দরকার নেই, আমি যাবো না।

প্রফেসর টফটির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ও অস্পষ্টভাবে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলো। ছাত্রদের সঙ্গে ধরাধরি করে টফটি হ্যারিকে বাইরে নিয়ে এনট্রেন্স হলে ঢুকলেন। টফটি হ্যারিকে দেখে খুবই চিন্তিত হলেন।

হ্যারি ওর মুখ থেকে ঘাম মুছে বললো, আমি... আমি ভালো আছি। হঠাৎ আমি ঘুমিয়ে পড়ে নাইট মেয়র (নিশঃস্বপ্নে) দেখেছি।

বৃদ্ধ জাদুকর সহানুভূতির সুরে বললেন– পরীক্ষার চাপ। হ্যারির পিঠে হাত রেখে বললেন, এমন হয় ইয়ংম্যান এমন হয়, এমন হয়! নাও এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাও! গ্রেট হলে বাকি প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্য যেতে পারবে তো? পরীক্ষার সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে, এখন তুমি তোমার শেষ প্রশ্নের জবাবটি আশাকরি সুন্দর করে শেষ করতে পারবে।

– হ্যাঁ পারবো, হ্যারি পাগলের মতো বললো, আমি বলছি... না আমি যতটুকু পেরেছি তাই করেছি। আমি মনে করি...।

বৃদ্ধ জাদুকর মিষ্টি সুরে বললেন, আমি হলে গিয়ে তোমার পরীক্ষার কাগজ নিয়ে নিচ্ছি, তুমি এখন তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো।

হ্যারি ভীষণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, তাই যাবো। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ প্রফেসর।

বৃদ্ধ জাদুকর ধীরে ধীরে গ্রেটহলে চলে গেলেন।

হ্যারি এক সেকেন্ড দেরি না করে মার্বেল সিঁড়ির কাছে গেলো। তারপর করিডোর দিয়ে এতো জোরে দৌড়াতে লাগলো দেখে গ্রেটহলের জাদুকররা ওকে

বকুনি দিতেই ও ঝড়ের মতো দৌড়াতে দৌড়াতে হাসপাতালের (হসপিট্যাল উইংগ) ডবল দরজার সামনে দাঁড়ালো। ম্যাডাম পমফ্রে তখন অসুস্থ মন্টেগুকে চামচ দিয়ে গাঢ় নীল রঙের তরল একটা ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন। হ্যারিকে হাঁফাতে দেখে থমকে গেলেন।

– পটার, তোমার কী হয়েছে, তুমি এমনভাবে এলে কেন?

হ্যারি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললো, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কেমন আছেন দেখতে এসেছি, খুব জরুরি। হ্যারির মনে হচ্ছিল বুঝি ওর হৃদপিণ্ড বুকের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

– উনি তো এখানে নেই পটার, আমরা তাকে সেন্ট মাংগোস হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। এই বয়সে চার চারটে স্টানিং স্পেল সোজা তার বুকে মেরেছে। ম্যাডাম পমফ্রে দুঃখ ভরাক্রান্ত গলায় বললেন।

হ্যারি হতাশ হয়ে বললো, নেই, প্রফেসর ম্যাকগোনাগল নেই এখানে?

ও ডরমেটরির বাইরে ছুটির ঘণ্টা শুনতে পেলো। অনেক ছেলে- মেয়েদের হাঁটার গমগম শব্দ শুনতে পেলো। ওরা ওপরের আর নিচের করিডোরের দিকে চলেছে। ও চুপ করে মধ্যবর্তী করিডোরে দাঁড়িয়ে রইলো ম্যাডাম পমফ্রের দিকে তাকিয়ে। ওর মন অব্যক্ত এক আশঙ্কাতে পূর্ণ হয়ে গেছে।

কাকে ও মনের কথা বলবে? কেউ নেই। ডাম্বলডোর নেই, হ্যাগ্রিড চলে গেছেন, কিন্তু ও আশা করেছিলো অন্তত প্রফেসর ম্যাকগোনাগলকে হসপিট্যাল উইংগ-এ দেখতে পাবে। যদিও উনি ওকে মাঝে মাঝে অনেক শাস্তি দিয়েছেন, বকেছেন, পয়েন্ট কেটেছেন। কখন কি করেন বোঝা দুষ্কর কড়া মেজাজের মহিলাকে। কিন্তু তিনি কাছে আছেন জানতে পারলে ও অনেক স্বস্তি পায়, ভরসা পায়।

ম্যাডাম পমফ্রে দুঃখ দুঃখ মুখে বললেন– আমি জানি খুবই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার তুমি খুবই আঘাত পেয়েছো। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ তাকে দিনের আলোতে স্টান প্রয়োগ করতে পারবে? যতো সব কাপুরুষের বাচ্চা। আমি যদি চিন্তিত না হতাম, তাহলে আমাকে ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কি হতো। আমি প্রতিবাদ করে পদত্যাগ করতাম।

কে যেন ওর মাথার মধ্যে থেকে বললো, রন, হারমিওন?

সেই কথাটা মনে হতেই আবার ও ঝড়ের বেগে দৌড়লো। দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের দু'হাত দিয়ে ঠেলে ঠুলে দৌড়াল। ওর এই অদ্ভুত কাণ্ডের জন্য স্বভাবতই ওরা সবাই রেগে মেগে প্রতিবাদ করলো।

ও শুনতে পেলো সকলে ওকে ডাকছে, হ্যারি, হ্যারি।

হারমিওন, হ্যারিকে দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে বললো– কী হয়েছে হ্যারি? তুমি

ঠিক আছো তো? শরীর খারাপ হয়নি তো?

রন বললো– হল ছেড়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

হ্যারি এক নিঃশ্বাসে বললো, আমার সঙ্গে তোমরা চলো, তোমাদের সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

ও দোতলার করিডোর দিয়ে যেতে যেতে পাশের প্রতিটি ক্লাসরুম দেখতে লাগলো। অবশেষে একটা বড় ঘর খালি রয়েছে দেখতে পেয়ে, ঘরের মধ্যে লাফিয়ে ঢুকে ও দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রন আর হারমিওনের দিকে তাকালো।

– ভোল্ডেমর্ট সিরিয়সকে ধরেছেন।

– কী বললে?

– কেমন করে জানলে?

– পরীক্ষার হলে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ার সময় স্বপ্নে দেখেছি, এই মাত্র দেখেছি।

– কিন্তু কোথায়? কেমন করে? ফ্যাকাশে মুখে হারমিওন বললো।

– আমি জানি না কেমন করে? কিন্তু সেই জায়গাটা আমি ঠিক জানি। ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রেজ-এ একটা ঘর যেখানে তাক ভর্তি। তাতে রয়েছে ছোট ছোট কাঁচের বল। সাতানব্বই নম্বরের শেষ প্রান্তে, ভোল্ডেমর্ট সিরিয়সের কাছ থেকে জানতে চাইছিলেন যা হচ্ছে। তাই ওকে দারুণ অত্যাচার করছেন। শেষে বলেছেন, তোমাকে সবশেষে হত্যা করবো।

হ্যারির গলা শুধু নয়, আতঙ্কে পায়ের হাঁটুও কাঁপছে। ও একটা ডেস্কের কাছে গিয়ে বসে পড়লো, চেষ্টা করতে লাগলো ধাতস্থ হতে।

– আমরা ওখানে কেমন করে যাবো, হ্যারি ওদের বললো।

সামান্য সময় সকলে নীরব। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে রন বললো।

হ্যারি জোরে জোরে বললো, আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ-এ যেতে হবে, তাহলে সিরিয়সকে উদ্ধার করা যাবে।

হ্যারি বুঝতে পারলো না কেন ওরা দু'জনে তালবাহানা করছে। ও কি কোনও অযৌক্তিক কথা বলেছে?

– হ্যারি, হারমিওন ভয়মিশ্রিত গলায় বললো, ভোল্ডেমর্ট সেখানে গেলো কেমন করে? কেউ বুঝতে পারলো না?

– তা আমি কী করে বলবো, প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কেমন করে ওখানে যাবো, হ্যারি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললো।

– শোনো হ্যারি, কথাটা তুমি বুঝতে চেষ্টা করো। এখন প্রায় পাঁচটা বাজে, মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে সব কর্মীরা রয়েছে। বুঝতে পারছি না ভোল্ডেমর্ট আর সিরিয়স তাদের চোখ এড়িয়ে সেখানে ঢুকলেন কেমন করে। তুমি তো জানো

পৃথিবীতে ওই দুজন সম্ভবত ওয়ান্টেড জাদুকর। তুমি কী বলতে চাও ওরা আউররদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকেছেন?

– আমি বলতে পারছি না। সম্ভবত ভোল্ডেমর্ট অদৃশ্য হবার ক্লোক বা ওই জাতীয় কিছু গায়ে দিয়েছেন; হ্যারি বেশ জোরে বললো, কিন্তু আমি যতোবার ওখানে গেছি ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ ফাঁকা দেখেছি।

হারমিওন স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো– তুমি সেখানে কখনও যাওনি হ্যারি, তুমি সেই জায়গাটা স্বপ্নে দেখেছো, এটাই বুঝতে চেষ্টা করো।

হ্যারি হারমিওনের দিকে এগিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললো, মোটেই ওগুলো সাধারণ স্বপ্ন নয়। তাহলে রনের বাবার ব্যাপারটা কী, সেটা বলো। আমি স্বপ্নে দেখেছি বলেই তো বলেছিলাম।

রন বললো, ওর কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয় হারমিওন।

হারমিওন নিজের বিশ্বাস খোয়াতে চায় না। বললো, হ্যারি একটা কথা শোনো, কেন তুমি বুঝতে পারছো না? সিরিয়স আছেন গ্রিমল্ড প্লেসে, সেখান থেকে ভোল্ডেমর্ট সিরিয়সকে ধরে নিয়ে যাবেন কেমন করে?

হ্যারি বললো, তোমরা জানো না সিরিয়স লুকিয়ে বাড়ির মধ্যে বসে থেকে থেকে অস্থির হয়ে গেছেন। কেউ ওইরকমভাবে বন্দি হয়ে থাকতে পারে? খুব সম্ভব ফ্রেশ বাতাসের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন তখন!

– কিন্তু কেন, হারমিওন ওর জেদ ছাড়ে না। ভোল্ডেমর্ট সেই অস্ত্রটা কব্জা করার জন্য সিরিয়সকে ধরবেন কেন কথাটা আমার মাথায় ঢুকছে না।

– আমি জানি না, তবে আরও অনেক কারণ থাকতে পারে, হ্যারি বাধা দিয়ে বললো, হতে পারে সিরিয়সকে আটকে রেখে...।

রন মাঝপথে বললো– আমি ভাবছিলাম, সিরিয়সের ভাই একজন ডেথ ইটার ছিলেন, ঠিক না? হতে পারে সে সিরিয়সকে সিক্রেট করেছে কেমন করে সেই অস্ত্রটা পাওয়া যাবে সেই জন্য।

হ্যারি বললো, ঠিক বলেছো, সেই জন্যই ডাম্বলডোর সিরিয়সকে কোথাও বেরোতে দিতে চাইতেন না।

হারমিওন বললো, শোনো, আমি তোমাদের ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে একমত নই, আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই যে ওরা দু'জনে সেখানে আছেন।

রন বললো, হারমিওন এটা মনে রাখবে হ্যারি কিন্তু স্বপ্নে দেখেছে। ও স্বপ্নে যা দেখে তাই সত্য হয়।

হারমিওন বললো, হতে পারে, তবে আমি তোমাদের সঙ্গে একমত নই। আমি পরিষ্কার করে এটাই বলতে চাই...।

– তুমি কী বলতে চাও?

– হ্যারি, তুমি এটাকে সমালোচনা মনে করবে না! তোমার একটা স্বভাব হয়ে গেছে মানুষকে আমি বাঁচাচ্ছি।

হ্যারি, হারমিওনের দিকে সোজা তাকালো– বাঁচাচ্ছি, মানে তুমি কি বলতে চাও খুলে বলবে?

– বেশ খুলেই বলছি, হারমিওন সংযত হলো। ধরো, লেকের জঙ্গলের তলায় ডেলাকৌরকে বাঁচানোর ব্যাপারটা। তুমি একটু বাড়াবাড়ি করেছিলে তাই না?

কথাটা শুনে হ্যারির মুখটা লাল হয়ে গেলো। ও বেশ রেগে গেছে, এখন কেন হারমিওন সেই কথা তুলছে? বাড়াবাড়ি মানে?

হারমিওন বললো, বলতে চাই, তুমি মহৎ ও মহান। অবশ্য সকলেই বলেছিলো তুমি দারুণ কাজ করেছো।

– তুমি বলতে চাও আমি ডেলাকৌরকে বাঁচিয়ে হিরো বনতে চেয়েছি?

– না... না... না, হারমিওন লজ্জিত স্বরে বললো, তুমি যা ভাবছো আমি কিন্তু তা বলতে চাইনি।

হ্যারি ধৈর্য হারিয়ে বললো, যা বলবার বা যা বলতে চাও তা খোলাসা করে বলো, অযথা আজেবাজে কথা বলে আমার সময় নষ্ট করো না।

– আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, ভোল্ডেমর্ট তোমাকে জানেন হ্যারি। জিনিকে চেম্বার অফ সিক্রেটসে নিয়ে গিয়ে তোমাকে ধরবার টোপ ফেলেছিলেন। এই রকমই করে তিনি ভাবছেন সিরিয়সের প্রতি দূর্বলতার জন্য, তুমি তাকে বাঁচাতে যাবে। মানে ডিপার্টমেন্ট অফ মিনিস্ট্রিতে যাবে।

– হারমিওন, আমাকে ধরার জন্য যা করতে চাইছেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। ওরা ম্যাকগোলাগলকে সেন্ট মাংগোসে নিয়ে গেছে, অর্ডারের পক্ষ থেকে এখন কেউ হোগার্টসে নেই, আর আমরা যদি ওখানে না যাই তাহলে সিরিয়সকেও হত্যা করতে পারে।

– কিন্তু হ্যারি, আবার বলছি ওটা তোমার স্বপ্ন মাত্র?

হ্যারির চোখে মুখে নিদারুণ হতাশার ছাপ ফুটে উঠলো। হারমিওন কী তাহলে ওর দলে নেই? ও খুবই বিপদের সংকেত দেখতে পেলো।

হ্যারি রনের দিকে তাকিয়ে বললো, আশ্চর্য! কেন তোমরা আমার কথা বুঝতে চাইছো না? আমি সাধারণ স্বপ্ন দেখিনি, নাইট মেয়র দেখিনি। তাহলে অকলামেন্সি শেখার মানে কী? বলতে চাও ডাম্বলডোর আমাকে যা ঘটেছে, বা যা ঘটবে তা দেখা থেকে বাধা দিতে চান? কারণ সেগুলো সত্য, হারমিওন সত্য। সিরিয়সকে ধরেছেন ভোল্ডেমর্ট, সেটা কেউ জানে না আমি একমাত্র দেখেছি। একমাত্র আমরাই ওকে বাঁচাতে পারি। তোমাদের যদি সঙ্গে থাকার কোনও অসুবিধে থাকে খুবই ভালো। কিন্তু একাই আমি যাচ্ছি, বুঝতে পেরেছো?

যদি আমার মনে রাখার ব্যাপারটা ভুল না হয়, আর আমার কাউকে বিপদ বা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো তোমার কাছে প্রবলেম মনে হয়, তাহলে তোমাকে ডিমেন্টরদের হাত থেকে বাঁচানো নিশ্চয়ই কোনোও প্রবলেম ছিলো না। হ্যারি রনকে আরও মনে করিয়ে দিলো, তোমার বোনকে বসিলিস্ক থেকে বাঁচানো?

রন গরম হয়ে গিয়ে বললো, কখনোই তোমাকে বলিনি আমার প্রবলেম ছিলো বা আছে।

– কিন্তু হ্যারি, হারমিওন বললো, ডাম্বলডোর তোমাকে 'অকলামেন্সি' শিখতে বলেছিলেন, যাতে তুমি আজেবাজে জিনিস মন বা মাথা থেকে হটাতে পারো। তুমি যদি অকলামেন্সি যথাযথভাবে শিখতে তাহলে কখনই ওই সব উদ্ভট স্বপ্ন দেখতে না।

তোমরা যদি মনে করো আমি যা করতে চলেছি, তা সত্যের ভিত্তিতে নয়...।

– সিরিয়স কিন্তু বলেছিলেন, তোমার মন থেকে আজেবাজে চিন্তা দূর করে দিয়ে কিছু শেখার চেয়ে অন্য কোনও কিছুই ইম্পর্টেন্ট নয়।

ক্লাসরুমের দরজাটা কে যেনো খুললো। ওরা সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখলো জিনি! জিনি একটু আশ্চর্য হয়ে ভুরু কপালে তুলে বললো, কী ব্যাপার তোমরা এতো জোরে জোরে কথা বলছো কেন?

জিনির পেছনে দাঁড়িয়ে লুনা। ওর চোখে মুখে কোনও চিন্তা-ভাবনা নেই।

সব শুনে জিনি বললো, হ্যারি তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। সিরিয়স সত্যি আমাদের হেড কোয়ার্টারে (অর্ডার অফ ফনিক্স) আছেন বা নেই সেটা প্রথমে জানা দরকার।

– কতোবার বলবো, তিনি ওখানে নেই, আমি স্বপ্নে দেখেছি। হ্যারি উত্তেজিত হয়ে বললো।

হারমিওন বললো, লন্ডন যাবার আগে সেটা আগে জেনে নেওয়া দরকার।

– যদি জানা যায় সিরিয়স সেখানে নেই তাহলে আমাদের একটা কিছু করতে হবে। প্রশ্নটা যাচাই করা প্রয়োজন সিরিয়সকে ভোল্ডেমর্ট নির্যাতন করে চলেছে কিনা। ভোল্ডেমর্ট খুব ধূর্ত, ফন্দি ফিকিরে ওস্তাদ।

– কেমন করে, তোমরা যাচাই করবে আমার কথা।

– আমাদের আমব্রিজের ঘরে গিয়ে সিরিয়সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, হারমিওন বললো, এই ব্যাপারে আমরা জিনি, লুনার সাহায্য নিতে পারি।

লুনা বললো, কোনও আপত্তি নেই। সিরিয়স মানে তোমরা স্টাবি বোর্ডম্যানের (হোঁতকা লোকটার) কথা বলছো?

ওর কথার কেউ জবাব দিলো না।

হ্যারি বললো, অতি উত্তম প্রস্তাব। তোমরা তাহলে আমব্রিজকে ওর ঘর থেকে

কোনও ছুতোতে হটাবার চেষ্টা করো, আমি আগের মতো ঘরে ঢুকে ফায়ার প্লেসে সিরিয়সের সঙ্গে যোগাযোগ করবো। যা করবে এখনই করো হাতে কিন্তু সময় নেই।

– আমরা ঘরে গিয়ে বলবো পিভস ভীষণ গোলমাল করছে, তাকে একটু বকাঝকা করুন। তখন তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেই...।

রন বললো, সে ভার আমার। বলবো পিভস ট্রান্সফিগারেসন ডিপার্টমেন্ট ভাঙচুর করছে, মাইল খানেক দূরে ডিপার্টমেন্ট। আমি পিভসকে তুতিয়ে, পালিয়ে সেখানে পাঠাতে পারবো বলে মনে হয়।

হারমিওন বাধার সৃষ্টি করলো না। বললো, খুব সম্ভব এখন স্লিদারিনরা তার ঘরে রয়েছে, ওদেরও তো সরাতে হবে।

জিনি বললো, লুনা আর আমি করিডোরের দু'প্রান্তে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো। কেউ যদি আমব্রিজের ঘরের দিকে যেতে চায়, বলবো কেউ ওখানে গ্যারেটিং (হতচেতন করার) গ্যাস ছুঁড়েছে।

হারমিওন বললো, খুব ভালো। হ্যারি আমি আর তুমি অদৃশ্য হবার আলখেল্লা পরে সেখানে যাবো। তুমি এখন সিরিয়সের সঙ্গে কথা বলবে।

হ্যারি অসম্ভব রেগে থাকলেও হারমিওনের কথায় রাজি হয়ে গেলো।

– পাঁচ মিনিট, মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে যা করবার তা করতে হবে। আমব্রিজের ইনকুইসিটরিয়ল স্কোয়ার্ড আর ফিলচ থেকেও সাবধান থাকতে হবে।

– হ্যাঁ এখনই। তুমি কি মনে করছো ডিনারের পরে? ওদিকে সিরিয়সকে নির্যাতন করেই চলেছেন ভোল্ডেমর্ট!

– ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি অদৃশ্য হবার আলখেল্লার ব্যবস্থা করো, হারমিওন বললো।

লুনা, জিনি, রন, হারমিওনের সঙ্গে করিডোরে দাঁড়ালো। হ্যারিকে হারমিওন ফিস ফিস করে বললো, প্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করা যাক।

জিনি প্ল্যান মতো করিডরে ঘোরাফেরা করতে করতে গ্যারেটিং গ্যাসের ভয় সকলকে দেখাতে লাগলো।

একজন বললো– গ্যাস? কোথায় গ্যাস?

– রং টং গ্যাসে নেই, দেখবে কেমন করে?

জিনি আর লুনা প্ল্যান মতো আমব্রিজকে ঘর থেকে আগেই বার করে দিয়েছে। হ্যারি আর হারমিওন পা টিপে টিপে আমব্রিজের ঘরের সামনে (অদৃশ্য হবার আলখেল্লা পরে) দাঁড়ালো। হ্যারি ছুরি দিয়ে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো। তারপর ফায়ার প্লেসে ফ্লু পাউডার ছড়িয়ে আগুন জ্বালালো। এমারল্ড রং-এর আগুনের রশ্মি লকলক করে উঠলো। হ্যারি হাঁটু গেড়ে বসে ওর মাথাটা আগুনে পুরে বললো–

বারো নম্বর গ্রিমল্ড প্লেস!

প্রথমে ওর মাথার ভেতরটা অসম্ভব ব্যাথা বেদনার সঙ্গে ঘুরতে লাগলো। তারই সঙ্গে কাটা কপালে তীব্র জ্বালা-যন্ত্রণা। ও হাঁটু দুটো ফ্লোরে শক্ত করে চেপে রইলো। একটু পর ওর মাথা ঘোরা কমে গেল। তারপর দেখলো গ্রিমল্ড প্লেসের ঠাণ্ডা কিচেনে পৌঁছে গেছে।

কিচেন শূন্য!

ও খুব জোরে জোরে ডাকলো, সিরিয়স? সিরিয়স আপনি কোথায়?

ওর গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

ঘরে খুট খুট শব্দ হতেই হ্যারি বললো– ওখানে কে? কে তুমি? ও হাউজ এলফ ক্রেচারকে দেখতে পেলো। ওর মুখটা হাসিখুশিতে ভরা। হাতে ব্যান্ডেজ, সম্ভবত আঘাত পেয়েছে।

ক্রেচার আগুনের দিকে তাকিয়ে বললো– পটার তুমি? এখানে এখন?

হ্যারির ক্রেচারের প্রশ্নের জবাব দেবার সময় নেই। বললো– সিরিয়স কোথায় ক্রেচার?

– মাস্টার তো বাড়িতে নেই, হ্যারিপটার।

– কোথায়? কোথায় গেছেন? হ্যারিপটার বললো।

কথাটা শুনে ক্রেচার বোকার মতো হাসতে লাগলো।

– বোকার মতো হাসবে না। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। ক্রেচারকে শাস্তি দেবার কোনও মানে হয় না। ক্রেচারের স্বভাব ছেলে মানুষের মতো। কোথায় গেছেন বলেনি। লুপিন, ম্যাড আইও নেই? দু'জনের মধ্যে একজনও নেই। ক্রেচার ছাড়া কেউ নেই হ্যারি পটার, ক্রেচার বোকার মতো দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো।

হ্যারি অধৈর্য হয়ে বললো– সিরিয়স কী ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজে গেছেন?

– মাস্টারতো বেচারি ক্রেচারকে কোথায় যাচ্ছেন বলেন না।

– বাজে কথা বলবে না ক্রেচার, আমি জানি তুমি জানো, হ্যারি ধমকে বললো।

ক্রেচার চুপ করে রইলো অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে পটারের দিকে তাকিয়ে। তারপর ক্রেচার বললো– মাস্টার আর ওখান থেকে ফিরে আসবেন না হ্যারিপটার। ক্রেচার আর তার মিস্ট্রেস এখানে রয়েছে।

ক্রেচার কথাটা বলে কিচেন থেকে চলে গেলো।

হ্যারি ক্রেচারকে কার্স দেবার জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করার আগেই হ্যারির মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলো। ওর নাকে- মুখে গাদাগাদা ছাই ঢুকতে লাগলো। কে যেনো ওকে টান মেরে আগুন থেকে তুললো। তারপরই দেখলো

আমব্রিজ ওর মাথার চুল টেনে ধরেছেন। মুখ চোখ দেখে মনে হয় গলা টিপে মারবেন।

আমব্রিজ, হ্যারির গলাটা ধরে মুখটা ওপোরে তুলে বিকৃত স্বরে বললেন, কোনসাহসে তুমি আমার ঘরে ঢুকেছো? তুমি কী জানো না আমার ঘরের চারদিকে লুকোনো সেনসরিং জাদু মাখানো আছে? ব্যবস্থাটা করেছি ওই দুটো উইসলি ঘরে ঢোকার পর থেকে।

আমব্রিজ হ্যারির পকেট থেকে ওর জাদুদণ্ড নিয়ে নিলেন। হারমিওনেরটা আগেই নিয়েছেন।

আমব্রিজ আরও শক্ত করে ওর চুলের মুঠি ধরে কর্কশ স্বরে আবার বললেন, আমি জানতে চাই, কোন সাহসে তোমরা আমার ঘরে ঢুকেছো?

হ্যারি কোঁ কোঁ করে বললো, আমার ফায়ার বোল্টটা খুঁজতে এসেছিলাম।

– মিথ্যাবাদী! আমব্রিজ আবার হ্যারির চুল টানলেন, তুমি খুব ভালো করেই জানো ওটা পাতাল ঘরে সুরক্ষিত আছে। তুমি আমার ফায়ার প্লেসে মুণ্ডু ঢুকিয়ে জানতে পারি কার সঙ্গে কথা বলছিলে?

– কারও সঙ্গে না, হ্যারি ওর মাথাটা ছাড়িয়ে নেবার জন্য টান দিতেই ওর বেশ কয়েক গাছা চুল ছিঁড়ে গেলো।

আমব্রিজ ওকে ধরে ছুঁড়ে ফেলতেই হ্যারি ডেস্কের সঙ্গে টক্কর খেলো– লায়ার!

হ্যারি দেখলো মিলিসেন্ট বালস্ট্রোড আর ম্যালফয় হারমিওনকে দেওয়ালে চেপে ধরে রয়েছে। ম্যালফয়ের হাতে হ্যারির ম্যাজিক ওয়ান্ড। ও সেটা নিয়ে হাসতে হাসতে লোফালুফি করে চলেছে।

তারপরই দেখলো একদল স্লিদারিন, জিনি, রন, লুনাকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকছে। নেভিলকে ক্র্যাবে গলাটিপে ধরেছে। না ছাড়লে দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে।

ওয়ারিংটন বললো– সবকটাকে একসাথে বাঁধো। রন প্রবল বিক্রমে জিনিকে ছাড়াবার চেষ্টা করছিলো হাঃ হাঃ হাঃ।

যে স্লিদারিন মেয়েটা জিনিকে ধরেছিল তার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য জিনি প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো।

আমব্রিজ বললেন– ভালো ভালো সবকটাকে একসঙ্গে বাঁধো। যতো তাড়াতাড়ি পারি আমাকে হোগার্টস থেকে উইসলিদের ভাগাতে হবে। উইসলিবিহীন হোগার্টস, তাই না?

আমব্রিজ স্যামোইজ চামড়ায় মোড়া আরাম কেদারায় বসে দেখতে লাগলেন বন্দিদের, অনেকটা ফুলের বাগানে কোলা ব্যাঙের মতো মুখ ফুলিয়ে।

– তো পটার, তুমি ওইসব বামুনদের আমার ঘর পাহারা দেবার জন্য বাইরে রেখেছো? ট্রান্সফিগারেসন ডিপার্টমেন্টে নাকি ভাঙচুর করছে এইসব বাঁদরগুলো।

সব টেলিসকোপের কাঁচে আলকাতরা মাখিয়েছে? মিস্টার ফিল্চ এখনই আমাকে খবর দিলেন।

– হ্যাঁ হ্যাঁ তোমাদের কারও সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার দরকার ছিলো? কিন্তু কার সঙ্গে? ডাম্বলডোর, হ্যাগ্রিড? তাই না হ্যাগ্রিড দানবটার সঙ্গে? অথবা ম্যাকগোনাগল? কে কে যেনো আমাকে বললো, ম্যাকগোনাগল কথা কইতে পারছেন না, এতো দুর্বল।

ম্যালফয় আর তার বন্ধু-বান্ধবরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো। হ্যারি রাগের চোটে থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

– খুব ভালো খুব ভালো, পটার। তুমি তোমার কাজ করেছো, এখন আমি আমার কাজ করি পটার কি বলো? আমব্রিজের মুখে মধু ঝরে পড়ে যেনো। আমি তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছি, তুমি তার জবাব দাওনি। এখন তোমার ওপরো শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোনও পথ দেখছি না। ড্র্যাকো ম্যালফয় তুমি কি অনুগ্রহ করে স্নেইপকে এখানে একবার আসতে খবর দেবে?

ম্যালফয় হ্যারির জাদুদণ্ডটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। হ্যারির চোখ সেদিকে পড়লো না। ওর মনে হলো অর্ডার অফ ফনিক্সের হোমড়া-চোমড়াদের মধ্যে এমন আর কেউ নেই যে সিরিয়সকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু ও ভুল করছে। এখনও ডাম্বলডোরের সদর দপ্তর 'অর্ডার অফ ফনিক্সে' আর একজন আছেন, স্নেইপ।

ঘর বলতে গেলে নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে রন, হারমিওন ইত্যাদির ছাড়া পাবার জন্য টানা-হ্যাঁচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওয়ারিংটনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করার জন্য রনের ঠোঁট কেটে গেছে। মেঝেতে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। ষষ্ঠবার্ষিকীর এক ছাত্রী জিনিকে দু হাতে চেপে ধরে আছে। ক্র্যাবে ভীষণ জোরে নেভিলকে ধরে রেখেছে। হারমিওন মিলিসেম বালস্ট্রোডের হাত থেকে মুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। লুনাকে যে ধরে রয়েছে তার সঙ্গে কোনও রকম ধস্তাধস্তি না করে ও খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে।

ড্র্যাকো ম্যালফয় ঘরে ঢুকলো, ওর পেছনে স্নেইপ।

স্নেইপ বললেন, হেড মিস্ট্রেস আপনি আমাকে ডেকেছেন? কথাটা বলে বন্দিদের দিকে তাকালেন। দেখে মুখোভাবের কোনও পরিবর্তন নেই।

– খুশি হয়েছি স্নেইপ। আপনি আমাকে এক বোতল ভেরিটাসিরাম আনিয়ে দিতে পারেন?

স্নেইপ আমব্রিজের তেল তেলে চুলের দিকে তাকিয়ে বললেন– পটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমার শেষ বোতলটা তো আপনি সেদিন নিয়েছেন।

আমব্রিজের মুখটা লাল হয়ে গেলো।

বাচ্চা মেয়েদের মতো আধো আধো গলায় আমব্রিজ বললেন, আমার প্রয়োজনে আর একটা বোতল তো বানাতে পারেন?

– অবশ্যই। তবে সেটা বানাতে পুরো মুন সাইকল লাগবে। না দেওয়ার তো কোনো কারণ দেখছি না। দুঃখিত একমাসে সেটা বানানোর সম্ভাবনা কম।

– একমাস! আমব্রিজ ককিয়ে উঠলেন। আমার তো আজ সন্ধেবেলা দরকার। এই মাত্র পটারকে দেখলাম কোনও একজন অজানা লোকের সঙ্গে আমার ফায়ার প্লেস থেকে কথাবার্তা বলছে। আমি সেই লোকটি কে তা' জানতে চাই।

– তাই, স্নেইপ বললেন। পটারের দিকে খুবই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, হ্যারিপটারের দেখছি বারবার স্কুলের আইন ভাঙা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। নতুন কথা কি আর বলছেন হেড মিস্ট্রেস!

স্নেইপ বরফ শীতল চোখে হ্যারির মুখের দিকে তাকালেন। হ্যারি চাইলো যে মর্মান্তিক দৃশ্যটা ও দেখেছে সেটা স্নেইপ দেখুন। ওর মনের গভীরে ঢুকে পড়ুন।

– ঠিক আছে, আমি ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এক বোতল পোসান দেন, তাহলেই হবে। আমি সত্যি কথাটা ওকে বলতে বাধ্য করাবো, আমব্রিজ রেগে গিয়ে বললেন।

– আমি তো আপনাকে আগে বলেছি ভেরিটাসিরামের স্টক আমার কাছে নেই। আপনি যদি পটারকে বিষাক্ত করতে চান তাহলে আপনার ইচ্ছের সঙ্গে আমারও ইচ্ছে রয়েছে। তবে মুস্কিল কি জানেন, সবচেয়ে শক্তিশালী ভেনম এতো দ্রুত শরীরে গিয়ে কাজ করে যে অপরাধী কথা বলতে অনেক সময় নেয়।

স্নেইপ হ্যারির দিকে তাকালেন। হ্যারি তার দিকে কিছু বলার জন্য অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে দেখলেন।

ও যেন বলতে চাইছে ভোল্ডেমর্ট সিরিয়সকে হত্যা করার জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজে আটকে রেখেছে।

প্রফেসর আমব্রিজ স্নেইপকে বললেন– শুনুন আপনি এখনও প্রোবেসনে আছেন। আপনি ইচ্ছে করেই আমাকে সাহায্য করতে চাইছেন না। লুসিয়াস ম্যালফয় সর্বদা আপনার সুখ্যাতি করে, তাই আশা করেছিলাম। এখন আপনি আমার অফিস থেকে যেতে পারেন।

স্নেইপ মাথাটা সামান্য নুইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। হ্যারির মনে হলো অর্ডারের শেষ সদস্যকে সিরিয়সের অবস্থাটা যেমন করে হোক জানানো দরকার।

ও চিৎকার করে বললো– ওনার কাছে প্যাড ফুট আছে। কোথায় প্যাডফুট লুকানো আছে ভাল করেই জানেন।

আমব্রিজ হতভম্ব হয়ে বললেন– প্যাডফুট? প্যাডফুট আবার কী, কোথায়

লুকানো আছে, স্নেইপ ও কি বলতে চাইছে?

স্নেইপের হাত আমব্রিজের অফিস ঘরের দরজার নবে, স্নেইপ হ্যারির দিকে তাকালেন। অবর্ণণীয় তার মুখের চেহারা। হ্যারি বুঝতে পারলো না স্নেইপ ওর কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন কি না। কিন্তু আমব্রিজের সামনে আর একটি শব্দও উচ্চারণ করতে চাইলো না।

– আমার কোনও ধারণা নেই, স্নেইপ তিক্ত কণ্ঠে বললেন। শোনো পটার আমি যদি কখনও কোনও উদ্ভট, উল্টোপাল্টা কথা শুনি, তাহলে তোমাকে ব্যাবলিং বিভারেজ দিতে বাধ্য হবো। ক্র্যাবে তোমার হাতটা আলগা করো। লংবটম যদি দম আটকে মরে যায় তাহলে বুঝতেই পারছো আমাদের অনেক কাজ বেড়ে যাবে। তুমি যদি কখনও কোথাও চাকরির দরখাস্ত করো, তাহলে যদি কেউ আমার কাছে তোমার সম্বন্ধে লিখিত কিছু জানতে চায় তাহলে তোমার আচরণ আমি জানাতে বাধ্য হবো।

স্নেইপ, হ্যারি ও তার বন্ধু-বান্ধবদের বিরাট অশান্তি- চাঞ্চল্যের মধ্যে রেখে দিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে চলে গেলেন। হ্যারি আমব্রিজের দিকে তাকালো, দেখলো আমব্রিজ রাগে ফুঁসছেন।

হাতের জাদুদণ্ড রেখে বললেন, খুব ভালো, খুব ভালো। আমার তো দেখছি অন্য কিছু একটু না করার আর পথ নেই। স্কুলের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সবচেয়ে বড় কথা হ্যাঁ হ্যাঁ মিনিস্ট্রির নিরাপত্তাও এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে। পটার তুমি আমাকে কঠোর হতে বাধ্য করলে, আমি কিন্তু তা চাইনি। আমব্রিজ উত্তেজিত হয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে বললেন, কখনও কখনও পরিস্থিতি কঠোর হতে আমাকে বাধ্য করে। আমি আশা করছি মিনিস্ট্রি আমার কথা সম্যক বুঝতে পারবেন। কঠোর সিদ্ধান্ত ছাড়া আমার আর কোনও পথ নেই।

ম্যালফয় আনন্দে অধীর হয়ে রইলো।

– ক্রুসিয়েটাস কার্স মনে হয় তোমাকে বলতে বাধ্য করাবে, আমব্রিজ শান্ত ভাবে বললেন।

হারমিওন কথাটা শুনে চেঁচিয়ে উঠলো, প্রফেসর! ওই কার্স ব্যবহার করা বে-আইনী।

আমব্রিজ যেন হারমিওনের কথা শুনতে পাননি। হাতের জাদুদণ্ডটা তুললেন। মুখে চোখে তার কদর্য প্রতিহিংসার ছাপ। হ্যারি আগে কখনও কাউকে ওইরকম দেখেনি।

– মিনিস্টার অবশ্যই আপনাকে আপনার ঘৃণিত স্বার্থের জন্য আইন ভঙ্গ করতে দেবেন না, প্রফেসর আমব্রিজ? হারমিওন আবার সেইরকম কণ্ঠে বললো।

– কর্নেলিয়স যেটা জানেন না তা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাননি। আমব্রিজ

হাঁফাতে হাঁফাতে হ্যারির আপাদ মস্তক জাদুদণ্ড দিয়ে ছোঁয়াতে লাগলেন। যেখানে সবচেয়ে বেশি ওর আঘাত লাগবে, দেহের সেই জায়গাটা বেছে নিলেন। ও জানে না, গত গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি ডিমেন্টরদের হ্যারিকে আক্রমণ করতে বলেছিলাম। কিন্তু উনি ওকে তার ছেলে তাড়াবার প্রচেষ্টা করে খুশি হয়েছিলেন, একই ব্যাপার।

– আপনি? আপনি ডিমেন্টরদের আমাকে আক্রমণ করতে বলেছিলেন? হ্যারি বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললো।

হ্যারির কপালে জাদুদণ্ড ঠেকিয়ে বললেন, কাজটাতো একজনকে করতেই হবে হ্যারি। সকলেই তো তোমার ব্যাপারে চুপচাপ। কেউ কোনও কিছু করতে চায় না। তোমাকে ডিসক্রেডিট করতে চায় না, আমি একমাত্র লোক যা করতে সাহস করছি, 'ক্রুস'।

মিলিসেন্ট হালস্ট্রোডের পেছন থেকে হারমিওন আঁতকে উঠে চিৎকার করে বললো– না... না... হ্যারি... আমাদের বলতেই হবে।

– কখনই না, হ্যারি বললো।

– না, হ্যারি আমাদের বলতেই হবে, তোমাকে বাধ্য করছেন। প্রতিরোধ করার উপায় নেই।

হারমিওনকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে দেখে মিলিসেন্ট ওকে দেওয়ালে আরও চেপে রাখলেন। বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকালো হারমিওন।

আমব্রিজ বললেন, ছোট মেয়েটি আমার, আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দাও। নাও নাও দেরি করো না বলো কার সঙ্গে ও কথা বলছিলো।

রনের গলায় হাত চেপে ধরা। অনেক কষ্টে বললো– না না বলবো না, বলবো না।

জিনি ভেঙে পড়া হারমিওনের মুখের দিকে এমনিভাবে তাকিয়ে আছে যেন আগে কখনও দেখেনি।

হারমিওন কোনও রকমে বলতে পারলো, ও হ্যাঁ, ডাম্বলডোরের সঙ্গে কথা বলছিলো হ্যারি।

ঘরের সকলেই হারমিওনের দিকে তাকালো। ডাম্বলডোর? আমব্রিজ সন্দিগ্ধভাবে ওর মুখের দিকে তাকালেন।

– তাহলে তোমরা জানো ডাম্বলডোর এখন কোথায়? নিশ্চয়ই জানো?

রন গোঙাতে গোঙাতে বললো, হার... বল- বে- না, বলবে না।

– তোমাদের অবস্থা দেখে আমাকে বলতেই হবে।

– আমরা লিকি কলড্রন ডায়গন অ্যালিতে, থ্রি ব্রুমস্টিকে এমন কি হগসমিডে পাইনি, হারমিওন ফোপাতে ফোপাতে বললো।

– মূর্খ মেয়ে। তুমি কী ভাবছো, যখন সমস্ত মন্ত্রিসভা তার খোঁজ পাবার জন্য

স্বর্গমর্ত্ত এক করছে তখন ডাম্বলডোর পরম নিশ্চিন্তে পাবে বসে বিয়ার খাবেন? আমব্রিজ ভীষণ জোরে ধমকে বললেন।

হারমিওন বললো, আমরা ওনাকে খুব একটা দরকারি কথা বলতে চেয়েছিলাম।

– বুঝলাম, তো তাকে কী বলতে চাইছিলে শুনি।

– আমরা বলতে চাইছিলাম, সব প্র... প্র... প্রস্তুত আছে।

– কী প্রস্তুত আছে? বলো ঠিক করে বলো মিস...।

হারমিওন বললো– অস্ত্রটা।

– অস্ত্র? আমব্রিজ বললেন। চোখ দুটো তার উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠলো। তোমরা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কোনও একটা মেথড তৈরি করছিলে? এমন একটা অস্ত্র যা মিনিস্ট্রির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারো। ডাম্বলডোরের আদেশে করতে চলেছো। তাই না?

– হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু সেটা শেষ হবার আগেই তো ডাম্বলডোর কোথায় চলে গেলেন। সেই অস্ত্রটা তার জন্য আমরা তৈরি করে ফেলেছি। কিন্তু কোথায় আছেন জানি না বলে তাকে জানাতে পারছি না।

আমব্রিজ কর্কশস্বরে বললেন, কী ধরনের অস্ত্র? কিন্তু হারমিওনের কাঁধ থেকে হাত সরালেন না।

হারমিওন বললো, ওটা বানালেও আমরা ব্যবহার করতে জানি না। আ আ... প্র... প্র... প্রফেসর যেমন বলেছেন তেমনভাবে বানিয়েছি।

– প্রফেসর ডাম্বলডোর বলেছিলেন? ঠিক বলছো– এমন একটা অস্ত্র মিনিস্ট্রির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে?

– চলোতো দেখি সেই অস্ত্রটা, আমব্রিজ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন।

হারমিওন স্লিদারিনদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ওরা কেউ যাবে না।

আমব্রিজ কর্কশভাবে বললেন, তুমি কোনও শর্ত আরোপ করবে না।

– ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেশ ওরা চলুক। ওরা একদিন ওই অস্ত্র আপনার ওপোর ছুঁড়বে কিন্তু। বেশ আপনি হাজার হাজার লোকদের ওটা দেখাবেন। তাহলে ওরা আপনার কথামতো ওটা দেখবে, সমস্ত স্কুলের ছেলে মেয়েরো জানবে ওটা কোথায় আছে– ওহ আমার খুব আনন্দ হবে, ওরা ওটা ব্যবহার করতে পারবে। আর আপনি যদি কারও ওপোর বিরূপ হন, শাস্তি দেন তাহলে ওরা আপনাকে ছুঁড়ে মারবে।

হারমিওনের বক্তব্য যে আলতুফালতু ও ধর্তব্যের বাইরে নয় সেটা ভালোভাবেই আমব্রিজ বুঝতে পারলেন। স্কোয়াডের ছেলে- মেয়েদের দিকে তাকালেন। ম্যালফয় ওর কৌতূহল চাপা দিতে পারলো না। মুখে লালসার ছাপ!

আমব্রিজ অনেকটা সময় হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আরও গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করলেন।

হারমিওন হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, কিন্তু এ... এ... একটা ক...কথা স্যার। ওটা বানানো... এ... একটু বাকি আছে, সেটা...ই, ডাম্বলডোরকে জা.. জা... জানাতে চেয়ে... ছিলাম।

ঠিক আছে, চলো আমরা দু'জনে শুধু দেখে আসি। কী বলো পটারকেও সঙ্গে নেওয়া যাক।

ম্যালফয় কৌতূহলের সঙ্গে বললো, প্রফেসর আমাদের স্কোয়াডের দু'একজন গেলে ভালো হয়। আমরা আপনার সঙ্গে যাবো?

আমব্রিজ ম্যালফয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মনে রেখো আমি একজন তকমা আঁটা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ অফিসার। তোমার ঘটে কি বুদ্ধি নেই যে আমি দুটি অর্বাচীনকে সামলাতে পারবো না? যাই হোক আমার মনে হয় অস্ত্রটা অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের জন্য নয়। তাদের দেখার কোনও কারণ নেই। তোমরা এই ঘরে ওদের কড়া পাহারায় আটকে রাখবে আমি না ফেরা পর্যন্ত। আমব্রিজ, রন, জিনি, নেভিল আর লুনাকে দেখালেন। দেখবে ওরা যেন এখান থেকে না পালায়।

ম্যালফয় বললো, ঠিক আছে ম্যাডাম। মুখ দেখে মনে হয় ওকে সঙ্গে না নেওয়াতে ও খুবই মর্মাহত ও আশাহত হলো।

তোমরা দু'জনে আগে আগে চলে আমাকে রাস্তা দেখাও, আমব্রিজ হ্যারি আর হারমিওনের দিকে কড়া দৃষ্টিতে জাদুদণ্ড দেখিয়ে বললেন।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়

ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট

হ্যারি কিছুই বুঝতে পারছে না হারমিওন কি করতে চলেছে বা মনের ভেতর ওর কি প্ল্যান আছে। হ্যারি আমব্রিজের সঙ্গে যাবার সময় হারমিওনের সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখে চললো। আমব্রিজ যদি সন্দেহ করেন, হারমিওনের সঙ্গে কোথায় চলেছে তার বিন্দুবিসর্গ হ্যারি জানে না। হ্যারি চুপচাপ, হারমিওনের সঙ্গে একটি কথাও নয়। আমব্রিজ ওদের খুব কাছে কাছেই চলেছেন। চলার সময় ওর ভারি নিঃশ্বাস কানে আসতে লাগলো।

ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এনট্রেন্স হলে ঢুকলো। গ্রেট হল থেকে শুনতে পেল ছেলে- মেয়েদের কথাবার্তা, খাবার বাসনের শব্দ। মাত্র কুড়ি ফিট দূরে ওরা পরীক্ষা শেষের আনন্দে মশগুল। ওরা যেন পৃথিবীর কোনো কিছু পরোয়া করছে না। সেই আনন্দ, উৎসব, হৈ চৈ থেকে ওরা শুধু বাদ পড়েছে।

হারমিওন ওক গাছের দরজা দিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে সুগন্ধে ভরা সন্ধ্যা শেষের মাঠের সবুজ ঘাসে পা দিলো। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। সূর্যের কিরণ গাছ ভেদ করে নিষিদ্ধ অরণ্যের তলায় পড়ছে। হারমিওন ইচ্ছে করেই সবুজ কচি ঘাসের ওপোর দিয়ে চললো। দিন শেষের সূর্যের আলোতে ওদের ছায়াগুলো লম্বা লম্বা দেখাচ্ছে।

আমব্রিজ হ্যারির কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ওটা কী হ্যাগ্রিডের হাতে লুকানো আছে?

হারমিওন ভয়পীড়িত গলায় বললো, না না, কখনোই না। হ্যাগ্রিড হয়তো ভুল করে অন্য কোথাও সরিয়ে রেখেছেন।

আমব্রিজের উত্তেজনা তখন চরমে পৌঁছেছে। কোনওরকমে বললেন, হ্যাঁ, তাও করতে পারে। একটা আধা দানবতো।

আমব্রিজ হাসলেন। হ্যারির ইচ্ছে হলো আমব্রিজের গলা টিপে ধরে, কিন্তু অনেক কষ্টে গলাটিপে দেওয়ার ইচ্ছে দমন করলো। ঠাণ্ডা বাতাস লেগে ওর কপালটা দপদপ করতে লাগলো। ও জানে ভোল্ডেমর্ট ওকে হত্যার পরিকল্পনা করলে কপালের কাটাদাগ সাদা হয়ে গিয়ে তীব্র জ্বলন শুরু হয়।

হারমিওনকে কোনো কথা না বলে অরণ্যে ঢুকতে দেখে আমব্রিজের মনে সামান্য সন্দেহ হলো। বললেন, সেটা তাহলে কোথায় আছে?

– আমরা ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা ভুলক্রমে সেটা যদি দেখতে পায়, তাই গভীর অরণ্যের ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে রেখেছেন। ওই দিকে হতে পারে। হারমিওন অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলটা দেখালো।

– হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথা বলছো। কথার মধ্যে খুবই উৎকণ্ঠা, বেশ তাহলে তোমরা দু'জন আগেআগে হেঁটে আমাকে পথ দেখাও।

হ্যারি বললো– আমরা যদি আগে আগে হাঁটি তাহলে আপনার দণ্ডটা পেতে পারি?

দুঃখিত পটার, ওটাতো দেওয়া যাবে না। মন্ত্রণালয়েল কাছে তোমাদের জীবনের মূল্যের চাইতে আমার জীবনের মূল্য অনেক বেশি।

হ্যারি প্রথম বড় গাছটার তলায় দাঁড়ালো। অন্ধকারাচ্ছন্ন অরন্যের মধ্যে দণ্ড ছাড়া চলা খুবই বিপদের ব্যাপার হতে পারে। এর আগে কখনও ওরা দণ্ড ছাড়া ভেতরে যায়নি। ও আমব্রিজের দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঘনাবদ্ধ বড় বড় গাছের তলায় সরু পথচলা রাস্তা ধরে এগোতে লাগলো। আমব্রিজের পা দুটো ছোটো ছোটো, ওদের তালে তাল রেখে চলতে পারছেন, না। তবুও সেই অমূল্য শক্তিশালী অস্ত্র করায়ত্ত্ব করার লোভে থপ থপ করে এগিয়ে চললেন।

একটা কাঁটাগাছে আমব্রিজের লম্বা ঝুল ওয়ালা আলখেল্লাটা আটকে গেলে আমব্রিজ সেটা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, আর কতোটা হাঁটতে হবে হে?

– হাটতে হবে। ওটা খুব ভাল করে একটা অন্ধকার জায়গায় লুকোনো আছে।

যে পথে হ্যাগ্রিডের সঙ্গে গ্রয়পকে দেখতে গিয়েছিলো সেই পথটা দিয়ে না চলে অন্য পথে হারমিওনকে যেতে দেখে হ্যারিরও মনে শঙ্কা হলো। তিন বছর আগে এরাগগ দানবের সন্ধানে ওই রাস্তাটায় হেঁটেছিল। হারমিওন তখন ওর সঙ্গে ছিলো না। মনে হলো, শেষ পর্যন্ত কি বিপদের সম্মুখীন হতে হবে, সে সম্বন্ধে হারমিওনের যেনো কোনো চিন্তা-ভাবনা-ধারণা নেই।

– তুমি ঠিক জানো আমরা ঠিক পথে চলেছি?

হারমিওন সংক্ষেপে বললো, ভালো করেই জানি।

আমব্রিজের বয়স হয়েছে তাই দুটি কিশোর-কিশোরীর সঙ্গে চলা কষ্টকর। হাঁপিয়ে উঠছেন গভীর জঙ্গলে ঝোপ ঝাড় ঠেলে হাঁটতে। আমব্রিজ একটা ভাঙা

ডালে পা লেগে প্রায় হোঁচট খেয়ে প্রপাত ধরনী তলে হচ্ছিলেন। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললেন, আর কতোটা হাঁটতে হবে। কি করে বলবে?

হারমিওন এগিয়ে যেতে যেতে পেছন ফিরে বললো– আর একটু।

হ্যারি খানিকটা এগিয়ে যাওয়া হারমিওনকে সাবধান করে দিলো– হারমিওন জোরে জোরে কথা বলো না, এখানে সব কথা শুনতে পাওয়া যায়।

আমব্রিজ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওদের পিছু পিছু চললেন, অস্ত্রের সন্ধানে।

– একটু আগে গেলেই দেখতে পারে।

ওরা নিজেরাই জানে না কতোটা পথ ওরা হেঁটে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের মধ্যে ঢুকেছে। হ্যারি মুখ তুলে দেখলো বড় বড় গাছের শাখা-প্রশাখা, পল্লব একাকার হয়ে আকাশ ঢেকে ফেলেছে। অনেকটা চাঁদোয়ার মতো। হ্যারির মনে হলো একবার নয় অনেকবার জঙ্গলটার ভেতরে এসেছে। আরও মনে হলো যেনো দুটো অদেখা অজানা চোখ ওর গতিবিধি লক্ষ্য রেখে চলেছে।

আমব্রিজ খুব রেগে গেছেন। আরও কতোটা হাঁটতে হবে?

হারমিওন বেশ জোরে জোরে বললো– আর বেশি দূরে নয়। ওরা এখন অন্য একটা অন্ধকার জঙ্গলে ঢোকার প্রবেশপথের (ক্লিয়ারিং) সামনে পৌছেছে।

হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীর এসে ওদের সামনে বিরাট গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গাছের তলায় পড়লো। আকাশ বাতাস নানারকমের জন্তু জানোয়ার, মানুষের পদ শব্দে ভরে উঠলো। হ্যারি বেশ বুঝতে পারলো পায়ের তলার মাটি কাঁপছে। আমব্রিজ ভয় পেয়ে গিয়ে হারমিওনের আড়ালে দাঁড়ালেন।

হ্যারি তখন একলা দাঁড়িয়ে। ও দেখলো, প্রায় পঞ্চাশটা সেনট্যার ওদের তিনজনকে ঘিরে ধরেছে। তীর-ধনুক নিয়ে। ওদের দিকে তাক করে রয়েছে।

ওরা সামান্য পিছু হটে এলো, জঙ্গলে ঢোকার মুখের কাছ থেকে।

ম্যাগোরিয়ন, বাদামি রঙের সেনট্যার ওদের দিকে এগিয়ে এলো তীর- ধনুক তুলে। বাকিরা এমনভাবে দাঁড়ালো যেন ম্যাগোরিয়নের আদেশের প্রতিক্ষা করছে। সেনট্যারদের দেখে ভয়ে আমব্রিজের মুখ শুকিয়ে গেলো। যে সেনট্যারটা ওর দিকে আসছিলো তারা জাদুদণ্ড তুলে ধরলো আমব্রিজকে লক্ষ্য করে।

আমব্রিজ ভয়জড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করে কিছু বললেন হ্যারি কিছু বুঝতে পারলো না। আড়চোখে হারমিওনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো মুখে তার বিজেতার হাসি।

একজন কর্কশ সুরে বললো, তোমরা কে?

নীরব হয়ে তিনজনই দাঁড়িয়ে রইলো।

ম্যাগোরিয়ন উদ্ধত স্বরে আবার বললো, আমি জানতে চাই তোমরা কে? আমব্রিজ যাতে সকলে শুনতে পায় তেমনিভাবে বললেন, আমি ডরোলেস আমব্রিজ,

সিনিয়র আন্ডার সেক্রেটারি, মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক। আর হোগার্টসের উচ্চ পদস্থ তদন্তকারী অফিসার, হেডমিস্ট্রেস।

ম্যাগোরিয়ন বললো, ও তুমি মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের লোক?

– যেসব সেনট্যাররা ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো তারা আমব্রিজের কথা শুনে উসখুস করে উঠলো।

– হ্যাঁ ঠিকই শুনেছো, আমব্রিজ সামান্য গলা চড়িয়ে বললেন।

– একটু সাবধানে কথা বলবে। তোমরা কি জানো না তোমাদের মতো আধা মানুষের ওপোর আক্রমণ, ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ের রেগুলেসন ও কন্ট্রোল অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিচারর্স আইন অনুসারে বেআইনী, অপরাধ?

এক উগ্র চেহারার কালো রঙের সেনট্যার চিৎকার করে বললো, আমাদের তুমি কি বললে?

হ্যারি ওকে চিনতে পারলো, বেন। বেন অসম্ভব রেগে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলো। ধনুক তীর সোজা করলো। যারা এসে দাঁড়িয়েছিলো তাদের মুখ আক্রোশ যেনো ফেটে পড়তে লাগলো।

হারমিয়ন বললো, ওদের আধা মানুষ বলবেন না প্রফেসর! কিন্তু আমব্রিজ যেনো শুনতে পাননি মনে হলো। ম্যাগারিয়নের দিকে জাদুদণ্ড তেমনিভাবে তুলে রেখে বলে গেলেন, আইন পনের ফ-এ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে, কোনো ম্যাজিক্যাল ক্রিচার যাদের মানুষের যোগ্য বুদ্ধি নেই, তাদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা দায়ি হবে তাদের কাজকর্মের জন্য।

– মানুষের কাছাকাছি বুদ্ধি? বেন আর বাকি সেনট্যাররা পায়ের ক্ষুড় দিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে লাগলো। ওরা সবাই অপমানজনক কথাতে অসম্ভব রেগে গেছে।

– আমাদের অরণ্যে কি করতে এসেছো। হ্যারি আর হারমিওনকে খুব সম্ভব চেনে তাই ওদেরও বললো, তোমরা এখানে কেন?

আমব্রিজ ব্যঙ্গ করে বললেন, কী বললে তোমাদের অরণ্য? মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক তোমাদের ওপোর দয়া করে এই অরণ্যের কিছু অংশে তোমাদের থাকতে দিয়েছেন।

সাঁ করে একটা ছুঁচলো ফলা ওয়ালা তীর আমব্রিজের কান ঘেঁষে চলে গেলো। ভাগ্য ভালো মাথায় লাগেনি। তীর সোঁ শব্দে যাবার সময় আমব্রিজের কানের কাছে কিছু চুল সঙ্গে করে নিয়ে গেলো।

বেন বললো, তাহলে অরণ্যটা মানুষদের?

আমব্রিজের হাত তখনও মাথার ওপোর। বললেন– নোংরা আধা জন্তু আধা মানুষ! বন্য জন্তু তোমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা শক্ত!

হারমিওন ভেবেচিন্তে বললো, চুপচাপ থাকুন। কিন্তু সাবধান করতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমব্রিজের হাতের জাদুদণ্ড ম্যাগোরিয়নের দিকে তাক করে বললেন, ইনকারসেবাস!

শুধু ম্যাগোরিয়নের নয় অন্যান্য সব সেনট্যারদের আকাশ থেকে মোটা সাপের মতো দড়ি ভেসে এসে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। দারুণ রাগে ম্যাগেরিয়ন আর অন্যান্য সেনট্যারসরা হাত ছুঁড়তে লাগলো ছাড়া পাবার জন্য।

হ্যারি হারমিওনকে টেনে অরণ্যের মাটিতে মুখ চেপে ধরলো। সেনট্যারদের পা প্রায় মাড়িয়ে ফেলেছিলো ওদের; কিন্তু ওদের ওরা ডিঙিয়ে আমব্রিজের দিকে গেলো।

আমব্রিজ ভয়ে ব্যাকুল কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন– না-আ-আ-আ-না-আ-আ আমি একজন সিনিয়র আন্ডার সেক্রেটারি, তোমরা আমাকে পা দিয়ে দলিত করতে পারো না... না... না! জন্তু জানোয়ারের দল।

হ্যারি দেখলো এক ঝলক লাল আলো। আমব্রিজ ওদের একজনকে স্টান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভীষণভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন। দেখলো বেন, আমব্রিজকে তুলে ধরেছে আর আমব্রিজ ছাড়া পাবার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছেন। তার হাতের জাদুদণ্ড অরণ্যের মাটির ওপোর পড়ে গেছে, হ্যারির বুকের ভেতরটা আশঙ্কায় দুরু দুরু করতে লাগলো। হ্যারি জাদুদণ্ডটা মাটি থেকে তোলবার আগেই একজন সেনট্যার ওটা নিয়ে টুকরো টুকরো করে দিলো।

পাকা চুলওয়ালা চোয়ালের সেনট্যার শক্ত করে হারমিওনের হাত চেপে ধরতেই পেছন থেকে অন্য একজন সেনট্র্যার বললো, ওরা ছেলে মানুষ, আমরা তো বাচ্চাদের কোনও ক্ষতি করি না।

– রোনান, ওটাই তো ওকে এখানে পথ দেখিয়ে এনেছে। ও শক্ত করে হ্যারির হাত ধরেছিল। না না ও বাচ্চা নয়, প্রায় বড়দের পর্যায়ে এসেছে।

ও হ্যারির গলা ধরে ঝাঁকুনি দিল।

হারমিওন অনুনয় করে বললো, দয়া করে আমাদের কোনও ক্ষতি করবেন না, মারধোর করবেন না। আমরা মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের কর্মী নই।

– আমরা ওকে এখানে এনেছিলাম যাতে আপনারা ওকে আমাদের হয়ে উচিত শিক্ষা দিতে পারেন।

যে পাকাচুলের সেনট্যার হারমিয়নের হাত চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিলো হ্যারি তার মুখ দেখে বুঝতে পারলো হারমিওন দারুণ ভুল করে ফেলেছে। ও হাতটা টেনে নিয়ে পেছনের পা দুটো অসম্ভব জোরে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললো, তুমি মনে করছো তোমার আদেশে আমরা কাজ করবো? তোমার শত্রুকে পোষা হাউন্ড কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেবো?

– না, আমি সে কথা বলিনি, হারমিওন বললো, আমরা ভেবেছিলাম তোমরা আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

কিন্তু ওরা এতো রেগে রয়েছে যে কারও কথায় কান দিতে চায় না। পা ঠক ঠক করেই চলেছে, হাতের তীর ধনুক তাগ করে রেখেছে।

ঠিক সেই সময়ে অরন্যে ঢোকার মুখ থেকে ভীষণ শব্দ করে গাছপালা ভাঙা কট কট শব্দ শুনতে পেলো। ওদের হাত থেকে তীর ধনুক পড়ে গেলো। ওরা হ্যারি- হারমিওনের হাত ছেড়ে দিলো। ওরা দেখলো গ্রয়প ওদের দিকে ভীষণ এক মূর্তি করে এগিয়ে আসছে। আসার সময় গ্রয়প গাছপালা ভেঙে কাছে পিঠের জঙ্গল সাফ করে দিলো। ইঁটের মতো হলুদ দাঁত বার করে হাসতে লাগল।

ও মুখ ব্যাদন করাতে মুখটা আরও বড়ো দেখালো।

– হ্যাগার!

হ্যারি জানে না হ্যাগার বলতে গ্রপি কি বললো। অথবা সেটা কি ভাষা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে।

– হ্যাগার, গ্রপি আবার চিৎকার করে উঠলো।

ও আরেকটু এগিয়ে যেতেই সেনট্যাররা ভীত হয়ে গেলো, হাতের তীর ধনুক মাটিতে পড়ে গেলো।

ম্যাগোরিয়ন বললো, দানব তুমি এখান থেকে চলে যাও, তোমাকে আমরা চাই না।

কথাটা গ্রয়পের মনে কোনও দাগ কাটলো না, আবার ভীষণভাবে গর্জন করে উঠলো– হ্যাগার!

হারমিওন বললো, হ্যারি, মনে হয় ও বলছে হ্যাগ্রিড! হারমিওন বললো– ও তাহলে আমাদের চিনতে পেরেছে।

– হার্মি! গ্রপ গর্জন করলো, হ্যাগার কোথায়?

হারমিওন বললো, আমি জানি না। আমি অতি দুঃখিত গ্রয়প, হ্যাগ্রিড এখন কোথায় আমরা জানি না।

কথাটা শুনে গ্রয়প ওর একটা পায়ের চেয়ে আরও মোটা আরও বড়ো হাত ওদের দিকে এগিয়ে দিতেই হারমিওন ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতেই হুড়মুড় করে সেনট্যারদের গায়ের ওপোর পড়ে গেলো।

সেনট্যাররা খুব সম্ভব গ্রয়পের আক্রমণের অপেক্ষা করছিলো। গ্রয়পের হাতের ওপোর ওরা বর্শার ফলার মতো তীর ঘন ঘন ছুঁড়তে লাগলো। যন্ত্রণা কাতর রক্তাক্ত গ্রয়প তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে দিলো। ও মুখটা প্রকাণ্ড হাতের চেটোতে মুছে নিয়ে সেনট্যারদের তীর-ধনুক সব কেড়ে নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে দিলো।

হারমিওন-হ্যারি একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দেখলো গ্রয়পের সমস্ত শরীর

থেকে রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে, তাতে ওর কোনও খেয়াল নেই। ওর ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে মনে হলো ও সেন্‌ট্যারদের জীবন শেষ করে দেবে। সেন্‌ট্যাররা আমব্রিজকে ধরে নিয়ে পালিয়ে গেলো। ওরা পালিয়ে গেলে আহত বাঘের মতো গ্রয়প পাহাড়ের মতো দেহটা নিয়ে দাপাদাপি করতে লাগলো। নিমেষে সব ছোট বড়ো গাছ ভেঙে দিলো। তারপর ওদের তাড়া করলো।

হারমিওন বললো, হ্যারি আমার মনে হয় গ্রয়প ওদের সবকটাকে মেরে ফেলবে।

হ্যারি বললো, আমার তো তাই মনে হয়। বেন তো আমব্রিজকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। একটু একটু করে গোলমাল বন্ধ হয়ে গেলো।

হ্যারির কপালটা ব্যথায়, উত্তেজনা করতে লাগলো শুধু নয়, কাটা দাগে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলো।

ওরা অনেক সময় নষ্ট করে ফেলেছে। সিরিয়স ও ভোল্ডেমর্টকে স্বপ্নে দেখার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। হ্যারির হাতে ম্যাজিক ওয়ান্ড নেই, অরণ্য থেকে ফেরার কোনও ট্রান্সপোর্টও নেই।

– দারুণ প্ল্যান করে এসেছিলাম এখানে, এখন বলো ফিরি কেমন করে। মিনিস্ট্রিতে যাই কেমন করে।

হারমিওন বললো, আমাদের প্রথমে ক্যাসেলে ফিরতে হবে।

– তার ভেতরে হয়তো সিরিয়সের মৃত্যু হবে, হ্যারি একটা গাছের ডালে ক্ষিপ্তের মতো লাফ মারতে মারতে বললো। ওর কানে এলো চটরপটর শব্দ, ঠিক মাথার ওপোর। হ্যারি দেখার জন্য মুখ তুললো। দেখতে পেলো একটা বাউট্র্যাকল। দেখে মনে হয় খুবই রেগে আছে। ও ওর লম্বা লম্বা আঙ্গুলগুলো ওদের দিকে প্রসারিত করে রেখেছে।

হারমিওন বললো, জাদুদণ্ড ছাড়া আমরা তো কিছুই করতে পারবো না। হ্যারি এখন ভাবো কেমন করে আমরা লন্ডন যেতে পারব। সে সময় ওদের পেছন থেকে খুবই পরিচিত গলায় কেউ বলে উঠলো।

– হ্যাঁ, আমরা ও ভাবছি।

হ্যারি, হারমিওন তৎক্ষণাৎ পেছনে গাছের দিকে তাকালো। ওরা দেখলো রন। রনের পেছনে জিনি, নেভিল আর লুনা। ওদের চেহারায় লাল ছড়ে যাওয়ার মত দাগ। জিনির চিবুক কাটা, নেভিলের ডানচোখের তলাটা ফোলা ফোলা, রনের ঠোঁট কেটে গেছে, কাটা জায়গা দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোচ্ছে। কিন্তু তাহলেও ওরা খুব খুশি, মনে হলো হ্যারির।

রন একটা গাছের ডাল সরিয়ে হাতে হ্যারির ম্যাজিক ওয়ান্ড নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে বললো– কোনও কিছু ঠিক করলে?

হ্যারি আশ্চর্য হয়ে রনের হাত থেকে দণ্ডটা নিয়ে বললো, তোমরা ছাড়া পেলে কেমন করে?

– দু' একটা স্টানস, একটা ডিসআর্মিং চার্ম, নেভিলের ছোট ইমপেডিমেন্ট জাদু, রন হারমিওনের হাতে ওর দণ্ডটা দিলো। কিন্তু জিনির জবাব নেই, ও ব্যাট বগি হেক্স দিয়ে ম্যালফয়কে কাবু করেছে। ওর সমস্ত মুখটা পৎপতে ডানা দিয়ে ঢেকে গিয়েছিলো। সে যাক আমরা জানালা দিয়ে তোমাদের নিষিদ্ধ অরণ্যের দিকে যেতে দেখেছিলাম। আমব্রিজ কোথায় গেলেন?

– একপাল সেনট্যার ওকে তুলে নিয়ে গেছে।

জিনি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলো। বললো, তোমাদের ছেড়ে দিলো?

– গ্রয়পের তাড়ায় ওরা ওকে নিয়ে পালিয়েছে, হ্যারি বললো।

লুনা বড়ো বড়ো চোখ করে বললো– গ্রয়প কে?

– হ্যাগ্রিডের ছোটো ভাই, যাকগে সেসব কথা, হ্যারি তুমি আগুনে কি দেখেছিলে? সিরিয়সকে সত্যি ধরেছে ইউ-নো-হু... অথবা...?

– হ্যাঁ, কথাটা হ্যারি বলতেই আবার ওর কপালের কাটাদাগে যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেলো। আমি নিশ্চিত সিরিয়স এখনও বেঁচে রয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই মাথায় আসছে না, কেমন করে ওখানে গিয়ে ভোল্ডেমর্টের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করবো।

কথাটা শুনে সকলেই চুপ, মুখে ভীতির ছাপ, দারুণ সমস্যা মনের মধ্যে দানা বেঁধেছে।

লুনা এমন একটা বাস্তব কথা বললো যে হ্যারি অন্তত ওর মুখ থেকে আগে শোনেনি, আমরা কী ওখানে উড়ে যেতে পারি না?

হ্যারি বললো, ঠিক আছে। প্রথম কথা হচ্ছে আমরা... আমরা বলতে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নয়। দ্বিতীয় কথা হলো, রনের কাছে শুধু একটি ঝাড়ু আছে, সেটা আমব্রিজের সিকিউরিটি গার্ড দেয়নি। জিনি বললো, কেন আমার তো একটা আছে।

রন বললো, দুঃখের বিষয় তোমায় তো সঙ্গে নেওয়া যাবে না।

জিনি বললো, আমায় তোমরা ক্ষমা করবে, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি সিরিয়সকে আমি তোমাদের কারও চাইতে কম ভালোবাসি না। ওর মুখে ফ্রেড আর জর্জের মতো দৃঢ়তার ছাপ দেখা গেলো। ইউ- নো-হুর সঙ্গে যখন তুমি পরশপাথর (ফিলোজফার স্টোন) নিয়ে লড়াই করেছিলে সেই সময় তোমার যা বয়স ছিলো এখন আমার তার চেয়ে তিন বছর বেশি বয়স, বুঝেছো? আর আমিই আমব্রিজের অফিসে ম্যালফয়কে কাবু করেছি জায়েন্ট ফ্লাইং বোগিস দিয়ে আক্রমণ করে।

– তা ঠিক, কিন্তু...।

নেভিল শান্ত স্বরে বললো, আমরা সকলেই ডার্কআর্ট (ডিএ) প্রতিরোধের সদস্য আমাদের একসঙ্গে ইউ নো-হু'র বিরুদ্ধে লড়তে হবে। তা না হলে বলতে হবে আমরা খেলা করেছি বা ওই রকম কিছু একটা।

হ্যারি অধৈর্য হয়ে বললো, না না অবশ্যই ওটা আমাদের খেলা নয়।

লুনা খুব খুশিতে উপচে পড়ে বললো, ঠিক বলেছো।

হ্যারি রনের দিকে তাকালো, ও জানে রন ওরই মতো একই চিন্তা করছে। ও যদি তিনজন ছাড়া ডিএ'র সদস্য সিরিয়সকে ইউ-নো-হুর কবল থেকে বাঁচাবার জন্য অন্য কাউকে নেয়, তাহলে অন্তত জিনি, নেভিল অথবা লুনাকে নেবে না।

হ্যারি বললো, ঠিক আছে ও নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে লাভ নেই কারণ ওখানে কেমন করে যাবো তা এখনও ঠিক হয়নি।

লুনা বললো, কেন? আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেছে। আমরা তো উড়ে যাবো।

রন বললো, তুমি হয়তো ঝাড়ু ছাড়াই উড়ে যেতে পারবে, আমাদের তো সেই আর্ট জানা নেই।

লুনা গম্ভীর হয়ে বললো, ঝাড়ু ছাড়াও ওড়া যায়।

রন বললো, তাহলে তো আমার মনে হয় স্নরক্যাক বা ওই রকম কিছু একটার পিঠে চেপে যেতে হবে।

লুনা গম্ভীরভাবে বললো, বেঁকানো শিংওয়ালা স্নরক্যাকরা উড়তে পারে না। হ্যাগ্রিড আমাকে বলেছেন, ওদের পিঠে যারা চাপে তারা উড়তে না পারলেও ওরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেয়।

হ্যারি দুটো বড়ো বড়ো গাছের মাঝে ঘুরে দাঁড়ালো। দুটো থেস্ট্রাল (রূপ কথার ডানা ওয়ালা ঘোড়া) ওদের কথোপোকথন শুনছিলো। উজ্জ্বল শুভ্র চোখে সেখানে এসে দাঁড়ালো যেনো ওদের কথাবার্তা বুঝতে পারছে।

– হ্যাঁ পারে! হ্যারি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা মাথা নাড়লো, কালো লম্বা ল্যাজ দোলালো। হ্যারি ওর হাতের কাছের একটা থেস্ট্রালের ঘাড়ের বাঁ দিকটা চুলকে দিয়ে বললো, কেন সকলে বলে ওদের দেখতে কুৎসিত?

রন যে থেস্ট্রালকে আদর করলো তার দিকে তাকিয়ে বললো, নাকে হাত না দিলে ওদের দেখতে পাবে না।

হ্যারি বললো, ঠিক বলেছো।

– কটা নেবে?

– আপাতত দুটো।

হারমিওন বললো, তিনটে। ও তখনও ঠিক ধাতস্ত হতে পারেনি।

– তিনটে নয়, চার, জিনি বললো।

লুনা বললো, আমরা গুনতিতে তো ছ'জন।

হ্যারি বললো, বোকার মতো কথা বলবে না। ছ'জনে যাওয়া সম্ভব নয়। কথাটা বলে নেভিলে জিনি আর লুনার দিকে তাকালো। এই ব্যাপারে তোমরা মোটেই ওয়াকিবহাল নয়, তোমরা যাবে না। ওরা তিনজনই প্রতিবাদ করলো। হ্যারির কাটা দাগ আবার টনটন করে উঠলো। এখন প্রতিটি মুহূর্ত ওদের কাছে অতি মূল্যবান। তর্ক করার সময় নেই হ্যারির।

ও শেষকালে কাটা কাটাভাবে বললো– তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো। আমরা যদি আরও থেস্ট্রাল না পাই তাহলে মনে হয় তোমরা যেতে পারবে না।

– আমি বলছি আরও দু'চারটে এসে যাবে, জিনি বললো।

– তুমি কেমন করে বুঝলে?

– কারণ তোমরা লক্ষ্য করোনি, হারমিওন আর তোমার গায়ে রক্ত মাখামাখি। জিনি স্বাভাবিকভাবে বললো, আমি জানি হ্যাগ্রিড কাঁচা মাংস দেখিয়ে থ্রেস্টালদের ডাকেন। এই কারণেই দুটো থেস্ট্রাল এসেছে।

হ্যারির রোবে টান পড়তেই দেখলো একটা থেস্ট্রাল রোবটা টানাটানি করছে। ওর রোবের হাতাটা গ্রয়পের রক্তে ভেজা ছিলো।

– বাঃ চমৎকার ধরেছোতো! হ্যারি বললো, রন আর আমি এই দুটো থেস্ট্রালের ওপোর চেপে এগোই, হারমিওন এখানে থেকে আরও কয়েকটা থেস্ট্রাল জোগাড় করুক মাংস- রক্তের লোভ দেখিয়ে।

হারমিওন রেগে গিয়ে বললো– মোটেই না, আমি থেকে যাবো না।

লুনা বোকাবোকা হাসতে হাসতে বললো– তার কোনও দরকার নেই, ওই দেখো রক্তের গন্ধে আরও থেস্ট্রাল আসছে।

হ্যারি দেখলো কম করে ছটা থেস্ট্রাল এসে গেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে ওদের বড় বড় তেল চকচকে ডানা পিঠের দু'পাশে গোটানো রয়েছে। অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলছে। এখন আর ওদের বেশি থেস্ট্রাল দরকার নেই।

– ঠিক আছে, যার যেটা ইচ্ছে বেছে নিয়ে পিঠে চেপে বসো, হ্যারি রেগে গিয়ে বললো।

চতুর্ত্রিংশ অধ্যায়

দ্য ডিপার্টমেন্ট অব মিসটেরিস

হ্যারি হাতের কাছে যে থেস্ট্রালটাকে দেখতে পেলো তার ওপর চেপে বসলো। থেস্ট্রাল ওর চকচকে পিঠে হ্যারিকে চাপাতে কোনও আপত্তি করলো না। থেস্ট্রালের দু'ডানার খাঁজে হাঁটু ঢুকিয়ে বসে মোটামুটি আরামদায়ক মনে হলো। রন, নেভিল, জিনি তখনও থেস্ট্রালের পিঠে উঠতে পারেনি। ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হ্যারি বললো, কী ব্যাপার?

রন বললো, তুমি তো দিব্যি উঠলে, আমরা তো উঠতে পারছি না। অন্ধকারে কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।

শেষ পর্যন্ত সকলে কোনো রকমে উঠে বসলো।

হ্যারি থেস্ট্রালকে বললো, মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক, দর্শনকারীদের এনট্রেন্স, লন্ডন। ঠিকানা ঠিক বললো কিনা তা ও জানে না, তুমি তো জায়গাটা চেনো? থেস্ট্রাল ওর কথাটা শুনে শরীরে ঝাঁকানি দিয়ে তীব্র বেগে ডানা মেলে আকাশে উড়লো। এমন প্রচণ্ড তার গতি, হ্যারির মনে হলো ছিটকে পড়বে। ও তাই গলাটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরলো। বাকি সঙ্গীরাও ওর মতো থেস্ট্রালের গলা আঁকড়ে, উড়ন্ত থেস্ট্রালের পিঠে বসে গন্তব্য স্থানে হু হু করে ভেসে যেতে লাগলো। সামনে হ্যারি, ওরা তার পেছনে।

থেস্ট্রাল বড় বড় গাছ, ক্যাসেলের ওপোর দিয়ে উড়তে লাগলো। হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, ঠাণ্ডাতে হাত পা জমে যেতে লাগলো। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে—এমন অবস্থা। এক এক করে হোগার্টসের মাঠ, হগসমিড ছাড়িয়ে পাহাড়ের কোল দিয়ে ভেসে চললো। সূর্যাস্তের লাল আলো ওদের গায়ে এসে পড়েছে। ওপোর থেকে দেখলো হোগার্টসের আশপাশের গ্রামের কুটিরে আলো জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের কোলে আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নিচু রাস্তায় দেখলো একটা গাড়ি

ধীরে ধীরে চলেছে।

হ্যারির কানে এলো রনের গলা, সত্যি উদ্ভট ব্যাপার।

হ্যারি বুঝতে পারলো ওদের এমন অবস্থা! হাত সামান্য একটু আলগা হলেই ধরনীতলে পড়বে! তারপর দেখলো আকাশে তারা ফুটে উঠছে। মাগলদের বসতি দেখে বুঝতে পারলো কতোটা ওপরে উঠেছে। অন্যরা ভয় পেলেও, হ্যারি চাইলো ওর থেস্ট্রাল আরও জোরে, আরও জোরে উড়ে চলুক। বার বার ওর সিরিয়সের কথা মনে হতে লাগলো। স্বপ্নে দেখেছিলো সিরিয়স ডিপার্টমেন্টের ফ্লোরে পড়ে রয়েছেন, আর ভোল্ডেমর্ট তাকে হত্যার ভয় দেখাচ্ছে। তারপর তো অনেক সময় কেটে গেছে। কে জানে এখন কি অবস্থাতে আছেন! তবে একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত ওর ধর্মপিতা ভোল্ডেমর্টের ইচ্ছে অনুযায়ী কিছু করছেন না, এখন মৃতও নয়। সেরকম কিছু হলে তো ওর কপালের কাটা দাগে অসম্ভব জ্বলন-চুলকুনি হতো! যে রাতে মি. উইসলিকে আহত হতে দেখেছিলো, সেরাতে ওর কাটা দাগে জ্বলন, চুলকুনি হয়েছিলো, মাথায় অসহ্য ব্যথা হয়েছিলো।

ঠাণ্ডাতে হ্যারির সমস্ত শরীর অসার হয়ে যাচ্ছে। হাত পা দুটো বরফ হয়ে গেছে, একটু আলগা হলে ছিটকে পড়ে যাবে। কানের পাস দিয়ে তীব্র বেগে হাওয়া বইছে। মনে হয় কানের পর্দা ফেটে যাবে। শীতল রাতে ওর গলা শুকিয়ে গেছে। কোথায় এসে পৌঁচেছে তাও জানে না। ভরসা শুধু ওর থেস্ট্রাল।

যদি ওরা দেরি করে পৌঁছায়।

ও না সিরিয়স বেঁচে রয়েছেন, এখনও ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে লড়াই করছেন। আমি অনুভব করতে পারছি।

ভোল্ডেমর্টের ভয় দেখানো, অত্যাচারে সিরিয়স একটুও কাবু হচ্ছেন না। সবই বুঝি আমি।

হ্যারির পেটে চাপ পড়লো, থেস্ট্রাল হঠাৎ সোঁ সোঁ করে নিচে নামতে লাগলো। নামার সময় হ্যারির মনে হলো ও ছিটকে পড়বে। ও প্রবল শক্তিতে থ্রেস্ট্রালের গলা জড়িয়ে ধরলো। ওর পেছনে যারা আসছিলো তাদের একজনের ভয় বিজড়িত গলার শব্দ শুনতে পেলো। হু হু করে নিচে নামতে নামতে কাউকে পড়ে যেতে দেখলো না। খুব সম্ভব হঠাৎ গতি পরিবর্তনের জন্য ওরা ভয় পেয়েছে। নিজেও তো পেয়েছিলো!

নামতে নামতে দেখলো কমলা রঙের আলো চতুর্দিকে। নানা ধরনের ছোটো-বড় বাড়ি, সেখানেও আলো জ্বলছে। রাস্তা-পার্ক, একটা বিরাট জীবন্ত নগর। ওরা একটা ফুটপাতে নামছে বুঝতে পারলো। হ্যারি আরও শক্ত করে চেপে ধরলো থ্রেস্ট্রালের গলা। কিন্তু ঘোড়া তার গতি কমিয়ে দিয়ে অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে ফুটপাতে নামলো। বাকি ঘোড়াগুলো একইভাবে নামলো। ওরা একটা রাস্তার ধারে

নেমেছে। রাস্তার দু'ধারে ল্যাম্পপোস্ট, টেলিফোনের ধ্বংসপ্রাপ্ত তার, বাক্স। হ্যারি খুব সাবধানে থেস্ট্রালের পিঠ থেকে ফুটপাতে পা দিলো। ঝলমলে রাস্তা আশপাশের বাড়ির জানালা দিয়ে আলো ঠিকরে রাস্তায় পড়ছে।

রনও নেমেছে। ও বললো, বাবাঃ আর জীবনে থেস্ট্রালের পিঠে চাপছি না। জীবন হাতের মুঠোতে চেপে এসেছি। গ্রামের একটা বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম। জিনি, নেভিল, হারমিওন আর লুনা নেমে পড়ে কোনওরকম বিরক্তি প্রকাশ করলো না।

– তাহলে এবার আমরা কোথায় যাবো? লুনা খুব ভদ্রভাবে বললো যেন দিনের বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছে ওরা।

– এইদিকে এসো, হ্যারি একটা পরিত্যক্ত টেলিফোন বাক্সের কাছে গিয়ে তার দরজাটা খুললো। চলে এসো।

সকলেই ভেতরে যাবে কি যাবেনা ভাবতে লাগলো।

রন আর জিনিকে ঢুকতে দেখে হারমিওন, নেভিল আর লুনা ওদের পিছু পিছু ঢুকেছে। হ্যারি পেছন ফিরে দেখলো থেস্ট্রালরা পরমানন্দে রাস্তায় পড়ে থাকা খাবার দাবার খেয়ে চলেছে। হ্যারি, সকলে ঢোকার শেষে নিজে ঢুকলো।

– তোমাদের মধ্যে রিসিভারের কাছে যে রয়েছে সে ৫৪৪২ ডায়াল করো, হ্যারি বললো।

রন ডায়াল করলো। ডায়াল শেষ হলে বক্সের ভেতর থেকে একটি মেয়ের সুরেলা কণ্ঠ শুনতে পেলা : মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে স্বাগত। অনুগ্রহ করে আপনাদের নাম ও কি কাজে এসেছেন জানান।

হ্যারি খুব তাড়াতাড়ি বললো, হ্যারিপটার, রন উইসলি, হারমিওন গ্রেঞ্জার, জিনি উইসলি, নেভিল লংবটম, লুনা লাভগুড, আমরা এসেছি কোনও একজনকে প্রাণে বাঁচাতে, যদি না তোমার মিনিস্ট্রি এখনও পর্যন্ত সেই কাজ করে না থাকে।

সেই ঠাণ্ডা সুরেলা কণ্ঠের মেয়েটি বললো, ধন্যবাদ। আপনারা প্রত্যেকে একটি ব্যাজ নিয়ে আপনাদের রোবসের বুকে আটকান।

যেখান থেকে ফেরত পাঠানো কয়েন বেরিয়ে আসে, সেই কোটর থেকে ছটা মেটাল ব্যাজ বেরিয়ে এলো। হারমিওন ব্যাজগুলো নিয়ে সকলের বুকে আটকে দিলো। ব্যাজের ওপোর দেখলো লেখা রয়েছে, হ্যারি পটার রেসকিউ মিশন (হ্যারিপটারের উদ্ধারকারী দল)।

– ভিজিটরদের অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের সার্চ করা হবে ও তাদের জাদুদণ্ড সিকিউরিটির ডেস্কে রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দিতে হবে। অ্যাট্রিয়মের শেষে রেজিস্ট্রেশনের অফিস।

– সুন্দর, হ্যারি বললো বেশ জোরে জোরে। তখনই ওর কাটা দাগটা দপদপ

করে উঠলো। হ্যাঁ, চলো যেমন বলেছে আমরা তেমনভাবে চলি।

টেলিফোন বাক্সের ফ্লোরটা কেঁপে উঠলো। ওরা তীব্র বেগে নিচে নামতে লাগলো। দেখতে দেখতে ফুটপাত, থেস্ট্রালদের আর দেখা গেলো না। লিফট জাতীয় ক্যারেজটা অন্ধকার হয়ে গেলে ওরা আন্ডার গ্রাউন্ড মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে চললো। চলতে চলতে ক্লিংক শব্দ হতেই দরজাটা খুলে গেলো। পায়ের তলায় ফ্লোরে সোনালী আলো জ্বলছে। হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা শক্ত করে ধরে বাইরে এসে দেখলো অ্যাট্রিয়ম শূন্য, একটি প্রাণীও নেই, আলোগুলো টিম টিম করে জ্বলছে, ফায়ার প্লেসে তখনও আগুন জ্বলছে না।

মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিক আপনাদের জন্য সুন্দর একটি সন্ধ্যা কামনা করছে– একটি মেয়ের গলা শুনতে পেলো।

হ্যারি এগোতে থাকলে পিছু পিছু চললো নেভিল আর লুনা। অ্যাট্রিয়মে শুধু একটি শব্দ শুনতে পেলো, সোনার ফাউন্টেন থেকে অবিরল জল পড়ার শব্দ। জল বেরিয়ে আসছে জাদুকর-জাদুকরির দণ্ডের মুখ থেকে শুধু নয়, সেনট্যারদের তির, সোনার টুপির উপরিভাগ, এলফদের কান থেকে। সব জলই জমা হচ্ছে একটা ঘেরা জলের ডোবাতে।

সেটা ছেড়ে ওরা হ্যারির সঙ্গে সামনে এগোতে লাগলো। ওরা ডেস্কের কাছে পৌঁছলে সিকিউরিটির লোকটি ওর দণ্ড দিয়ে ওদের দণ্ড ওজন করে ডেস্ক থেকে উধাও হয়ে গেলো। হ্যারি আশা করেছিলো আরও অনেক সুরক্ষা কর্মী থাকবে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। তাদের না থাকাটা মনে হলো অশুভ লক্ষণ। সোনার গেট দিয়ে লিফটের দিকে যেতে যেতে মনে হলো চতুর্দিকে শুধু অমঙ্গলের অদৃশ্য চিহ্ন। সেই ভাবনা যেন বেড়েই চললো। লিফটের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের সুইচে ডাউন টিপলো। বলতে গেলে মুহূর্তের মধ্যে লিফট ওদের সামনে থামলো। সোনার গ্রিলের স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে যেতেই ওরা লিফটের ভেতরে ঢুকলো। হ্যারি ৯ নম্বরের বোতাম টিপতেই লিফট নিচে নামতে শুরু করলো। লিফট নামার সময় ঝর ঝর ঘর্ঘর শব্দ হতে লাগলো। হ্যারির ঠিক মনে নেই, মি. উইসলির সঙ্গে আগে যখন এসেছিলো শব্দ শুনে বিল্ডিং-এর সুরক্ষা বাহিনীর অবশ্যই নিদ্রা ভেঙেছিলো। লিফট থামলে আবার সেই সুরেলা কণ্ঠের গলা ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ। লিফটের গ্রিল দেওয়া দরজা খুলে যেতেই ওরা করিডোরে পা রাখলো, করিডোর [illegible]শূন্য, শুধু টর্চের আলো জ্বলছে। সেই আলো লিফটের হাওয়াতে দপদপ করছে।

মাসের পর মাস করিডোরের শেষ প্রান্তে যে বন্ধ কালো দরজাটা স্বপ্নে দেখেছে ওরা তার সামনে দাঁড়ালো। শেষ পর্যন্ত সেই দুঃস্বপ্ন দেখা জায়গায় ও জাগ্রত অবস্থায় দাঁড়িয়েছে।

হ্যারি ওদের সঙ্গে করে সেই কালো দরজার প্রায় ছ' ফিট দূরে দাঁড়িয়ে বললো, হতে পারে, দু'একজন কর্মী নিশ্চয়ই ঘরের মধ্যে দেখাশুনা করার জন্য রয়েছে।

হ্যারি চায় না কেউ ওর সঙ্গে ভেতরে থাক। কিন্তু এখন তো ওর কথা চলবে না। রন ভেতরে যেতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী। ঠিক স্বপ্নে দেখার মতো দরজার সামনে দাঁড়াতেই বন্ধ দরজা খুলে গেলো। ওরা সকলেই প্রথম ঘরের ভেতর ঢুকলো। তারপর ওরা গোলাকৃতি বড় একটা ঘরের ভেতর ঢুকলো। ঘরের যাবতীয় জিনিস কালো রং-এর সিলিং, ফ্লোর, হাতলছাড়া দরজা ও কালো দেওয়ালের মাঝে মাঝে রয়েছে। ঘরে সবুজ কয়েকটা মোমবাতি জ্বলছে। সবুজ ঠাণ্ডা আলোর ছায়া ঘরের মার্বল ফ্লোরে এসে পড়ছে, মনে হয় যেন পায়ের তলায় কালো জল জমে আছে।

হ্যারি খুব আস্তে বললো– তোমাদের মধ্যে একজন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ও বলার আগেই নেভিল দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। করিডোরের আলো ঘরে ছিলো কিন্তু দরজা বন্ধ করার পর বড় একটা নীল আলোর মোমবাতি টিপ টিপ করে জ্বলে আরও যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দিলো ঘরটা। সমস্ত ঘরটায় যেনো এক ভৌতিক পরিবেশ। স্বপ্নে ও যে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলো ঠিক তার বিপরীতে আর একটি দরজা। সেই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলো আরও বারো তেরোটি দরজা রয়েছে। কোন দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকবে ভাবছে, তখন ভীষণ জোরে গুরু গুরু শব্দ শুনতে পেলো। সেই শব্দে ঘরের জ্বলন্ত মোমবাতিগুলো কাৎ হয়ে পড়ে গেলো। গোল ঘরটা বন বন করে ঘুরতে লাগলো। হারমিওন হ্যারির হাতটা চেপে ধরলো। ওর ভয় হলো ঘরের ফ্লোরটাও চলতে শুরু করবে। কিন্তু তা হলো না, নীল আলোগুলো ধীরে ধীরে নিভে গেলে নিওন লাইটের মতো ঘরে আলো জ্বলে উঠে ঘরের দেওয়াল আলোকিত করে দিলো। গুরু গুরু শব্দ থেমে গিয়ে আবার সব নীরব থমথমে হয়ে গেলো। নীল হালকা মোমবাতির আলোয় দেখার খুব অসুবিধে, তবু ওরা কিছু দেখার আগ্রহে তাকিয়ে রইলো।

রন বললো, এমন হচ্ছে কেন?

জিনি বললো, কোন দরজা দিয়ে এ ঘরে আমরা ঢুকেছি সেটা বোধহয় ম্যাজিক অফিস জানতে দিতে চায় না।

হ্যারি বুঝতে পারলো জিনির কথা ঠিক। বাইরে বেরুবার অনেক দরজা। কালো কুচকুচে পাথরের ফ্লোরে কালো পিঁপড়ে খোজার মতো ওর অবস্থা অনেকটা। কিন্তু সিরিয়স, সিরিয়স কোথায়?

নেভিলের মুখ শুকিয়ে গেছে, কোন দরজা দিয়ে আমরা বেরুবো?

হ্যারির চোখের সামনে যে নীল নীল আলোর রেখা পড়েছিলো চোখ পিট পিট

করে সেগুলো মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। হাতের দণ্ডটা শক্ত করে চেপে ধরলো। বললো, সিরিয়সকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত এখান থেকে আমরা একচুলও নড়ছি না।

– ওর নাম নিওনা, হারমিওন বললো।

হ্যারি কারও পরামর্শ চায় না। ও যা করতে এসছে তা শেষ না করে যাবে না। তাই চুপ করে রইলো হারমিওনের কথা শুনে।

রন বললো, তা হলে আমরা কোনদিকে যাবো হ্যারি?

– আমি জা..., হ্যারি বলতে গিয়ে থেমে গেলো। তারপর ঢোঁক গিলে বললো, স্বপ্নে আমি করিডোর দিয়ে কালো দরজা খুলে গেলে একটা ঘরে ঢুকেছিলাম, ঘরটা অন্ধকার ছিলো, এই সেই ঘর। তারপর আর একটা খুব চকচকে দরজা দিয়ে অন্য একটা ঘরে গিয়েছিলাম। এসো আমরা কয়েকটা দরজা খুলি। দরজা খুলে দেখলে বুঝতে পারবো কোন ঘরে ঢুকে ছিলাম, এসো।

যে দরজাটা ওর সামনে ছিলো সেদিকে এগুলো। ওর সঙ্গে সঙ্গে রন, হারমিওন, জিনি, নেভিল আর লুনা চললো। তারপর ও সেই ঠাণ্ডা চকচকে দরজায় হাত দিলো. ডান হাতে ম্যাজিক ওয়ান্ডটা তুলে দরজায় ঠেলতেই বন্ধ দরজা হুট করে খুলে গেলো।

দেখলো সেই ক্ষেত্রাকার (রেক্ট অ্যাংগুলার) ঘরটা মোটামুটি আলোকিত। ঘরের সিলিং থেকে সোনার চেন দিয়ে আলো জ্বলছে। স্বপ্নে কিন্তু ঘরটা অতি উজ্জ্বল দেখেছিলো। ঘরের বাতিগুলো নিভু নিভু হয়ে আবার জ্বলে উঠছিলো অনেকটা ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েসনের মতো। ঘরটায় কয়েকটা ডেস্ক রয়েছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা বেশ বড়ো মাপের গোল কাঁচের ট্যাংক, তার মধ্যে রয়েছে সবুজ জলের মতো কিছু। এত বড়ো জলাধার যে তার মধ্যে নেমে ওরা সাঁতরাতে পারে– জলের ওপোর মুক্তোর মত কিছু সাদা সাদা জিনিস ভাসছে।

রন বললো, জলের ওপোর ওগুলো কি ভাসছে?

হ্যারি বললো, বলতে পারছিনে।

জিনি বললো, ওগুলো মাছ?

লুনা বললো, একোয়াভিরিটাস ম্যাগটস! বাবা বলেছেন মিনিস্ট্রি ওগুলো ব্রিড করায়।

হারমিওন বললো, না ওগুলো তা নয়। কথাটা বলে জলের ধারে গিয়ে একটা পাপড়ি তুলে বললো– না, এগুলো মানুষের টুকরো টুকরো ব্রেইন!

– ব্রেইন! ওরা এগুলো এখানে রেখে কি করে? আশ্চর্য!

হ্যারি ট্যাংকের খুব কাছে গিয়ে একটা টুকরো তুলে বললো– না, হারমিওন কোনও ভুল করেনি।

সেই সাদা টুকরোগুলো মাঝে মাঝে সবুজ জলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। তখন ওগুলোকে অনেকটা ভেজা ভেজা ফুলকপির টুকরো মনে হয়।

হ্যারি বললো, মনে হয় এই ঘরটা নয়, চলো আমরা অন্য একটা ঘরে যাই।

ওরা অন্য একটা ঘরে ঢুকলো।

আবার ওরা সেই অন্ধকার গোলাকার ঘরেই ফিরে এলো। হ্যারির চোখে তখন মোমবাতির নীল আলো, আর কাঁচের বড় টবের ওপোর ব্রেনের টুকরোগুলো ভেসে বেড়াতে লাগলো।

লুনা ভাসমান ব্রেনের টুকরোর ঘরের দরজাটা বন্ধ করতে যাবে সেই সময় হারমিওন বললো, বন্ধ করো না, ফ্লেগরেট!

হারমিওন ওর ম্যাজিক ওয়ান্ড শূন্যে তুলে ধরতেই জ্বলন্ত এক্স দরজার গায়ে ফুটে উঠলো। দরজাটা বন্ধ করতেই আবার কানে এলো গুরু গুরু শব্দ। সবকিছু কাঁপতে লাগলো, ঘুরতে লাগলো। এখন সেই হালকা নীল আলোর সঙ্গে টকটকে লাল-সোনালী আলো ফুটে উঠলো, তারপর সব শান্ত হয়ে গেলে। সেই আগুনের মতো ক্রসটা জ্বলতে লাগলো দরজার গায়ে। ওরা বুঝলো সেই ঘরে ঢোকার আর প্রয়োজন নেই।

– খুব ভালো, এসো আমরা অন্য একটা ঘরে যাই।

ঠিক আগের মতোই জাদুদণ্ড স্পর্শ করাতে ঘরের দরজা খুলে গেলো। সকলেই জাদুদণ্ড তুলে সেই ঘরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

সেই ঘরটা আগের ঘরের চাইতে বড়ো। নিষ্প্রভ আলো, ঘরটা রেক্টএ্যাংগুলার। ঘরের মাঝখানটা ভেঙে বসে গেছে। কম করে কুড়ি ফিট গর্তের সৃষ্টি করেছে। তার চারধারে পাথরের বেঞ্চ সাজানো, অনেকটা অ্যাম্পিথিয়েটারে যেমন সাজানো থাকে। পেনসিভের মধ্যে এইরকম কোর্ট রুমের ঘর, হ্যারি দেখেছিলো। সেই গর্তের মাঝখানে লোহার চেনে বাঁধা চেয়ারের বদলে রয়েছে পাথরের ডায়াস। সেই ডায়াসের চারধারে পাথরের ধুনকাকৃতি ছাদ। দেখে মনো হলো হাজার হাজার বছরের পুরনো, অতীতের, এমনি অবস্থা যেকোনও সময়ে ভেঙে পড়তে পারে। অদ্ভুত ব্যাপার, সেই আর্চওয়ের কোনও সাপোর্ট নেই, মনে হয় শূন্য থেকে ঝুলছে। তার চারধারটা কালো পরদাতে ঢাকা। ঘর নীরব-নিস্তব্ধ, কোথাও হাওয়ার রেশমাত্র নেই। তবু সেই কালো পর্দাঢাকা ঘরটার পর্দা মৃদু মন্দ কাঁপছে। মনে হয় কেউ যেনো সবে মাত্র সেটা ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে।

হারমিওন বললো– সাবধানে হাঁটাচলা করবে!

হ্যারি সেই গর্তের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গর্তের শেষ প্রান্তে পৌঁছলো। ওর ডায়াসের দিকে যাবার সময় পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। গর্তের তলদেশ থেকে সেই ডায়াস আর তার আর্চওয়ের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই মনে

হলো অনেক উঁচুতে সেটা রয়েছে। দেখলো তখনও সেই কালো পর্দা থর থর করে কাঁপছে।

ও মুখ তুলে খুব আস্তে আস্তে ডাকলো, সিরিয়স? ওর মনে হলো কেউ যেনো ডানধারে সেই ডায়াসের পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও হাতের ম্যাজিক ওয়ান্ডটা শক্ত করে চেপে ধরে ডায়াসের চারধারটা খুঁজেও কাউকে দেখতে পেলো না। দেখলো শুধু ঘরের মধ্যে কে আছে জানে না। জীর্ণ কালো পর্দাটা মৃদু মৃদু কাঁপছে।

হারমিওন সেই সিঁড়ি দিয়ে অর্ধেকটা নেমে হ্যারিকে বললো– হারি চলে এসো, এখান থেকে আমরা অন্য কোথাও যাই।

হারমিওন ভয় পেয়েছে, জলের উপর ব্রেনের টুকরো ভাসতে দেখে ভয়ের চেয়েও বেশি ভয়। হ্যারি অতি পুরনো হলেও, অতি পুরাতন সেই ডায়াস আর আর্চওয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হ্যারিকে, হারমিওন আরও একটু জোর দিয়ে আবার ডাকলো– সব ঠিক আছে, চলো আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও যাই।

হ্যারি বললো, ওক্কে, কিন্তু যেখানে ও দাঁড়িয়েছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। ওর কানে আসছে পর্দার অন্তরাল থেকে অস্পষ্ট ফিসফিসানি বিড়বিড়ানির শব্দ।

তোমরা কি বলছো? হ্যারি খুব জোরে বললো, এতো জোরে যে ওর কথা সমস্ত পাথরের বেঞ্চ, ডায়াস, আর্চওয়েতে আঘাত লেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো।

হারমিওন বললো– কেউ তো কিছু বলছে না হ্যারি! কথাটা বলে হারমিওন সিঁড়ি দিয়ে হ্যারির কাছে যাবার জন্য নিচে নামতে লাগলো।

– পর্দার পেছন থেকে কেউ কিছু বলে চলেছে হারমিওন। হ্যারি সরে গিয়ে পর্দার দিকে ভুরু কুঁচকে বললো। রন তুমি কি করছো, কিছু কথা শুনতে পাচ্ছো?

আর্চওয়ের এক ধারে গিয়ে রন বললো, বন্ধু আমি তো এই দিকে রয়েছি, কিছুতো শুনতে পাচ্ছি না।

সেই বিড়বিড়ানি, ফিসফিস শব্দ চতুর্গুন হয়ে ওর কানে আসতে লাগলো। হ্যারি বললো, আশ্চর্য! তোমরা কেউ কেন শুনতে পাচ্ছো না, আমি তো পাচ্ছি।

তারপরই ও দেখলো আর্চওয়ের সংলগ্ন ডায়াসে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে। কখন সেখানে গেছে জানে না।

লুনা আর্চওয়ের পর্দার দিকে তাকিয়ে বললো, হ্যাঁ হ্যারি, আমি তো শুনতে পাচ্ছি।

ওরা সকলে সেই কম্পিত পর্দার সামনে দাঁড়ালো। লুনা বড় দেখে একটা শ্বাস ফেলে বললো– আমি তো শুনতে পাচ্ছি, ওর ভেতরে কেউ আছে! হ্যারি, আমি ছাড়া তোমরা কেন শুনতে পাচ্ছো না?

প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাগত স্বরে হারমিওন সিঁড়ির শেষধাপে দাঁড়িয়ে বললো, কেউ ওর ভেতরে নেই। ওটা একটা আর্চওয়ে। ওখানে কোনও ঘর নেই যে কেউ থাকতে পারে। হ্যারি, আর সময় নষ্ট না করে উপরে উঠে এসো।

হারমিওন হ্যারির একটা হাত ধরে সজোরে টান দিতেই। হ্যারি ওর হাতটা টেনে নিলো।

– হ্যারি আমরা এখানে সিরিয়সকে খুঁজতে এসেছি, হারমিওন আরও জোরে টান দিয়ে খানিকটা বিকৃতভাবে বললো।

– সিরিয়স; হ্যারি আবার বললো, তখনও হ্যারি পর্দার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। সেই কাঁপা কাঁপা জীর্ণ কালো পরদা ওকে যেন সম্মোহিত করেছে।

ও বুঝতে পেরেছে সিরিয়সকে ভেতরে কেউ ধরে রয়েছে, বেঁধে রেখে নির্যাতন- অত্যাচার করে চলেছে ঠিক স্বপ্নের মতো। ও আর্চওয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ও ডায়াস থেকে কয়েক পা পিছিয়ে এসে পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে বললো, চলো, আমরা যাই।

হারমিওন বললো, এই একটা কথা তো তোমাকে বার বার বলছি হ্যারি, নাও, আর দেরি নয়, চলো।

ওরা সকলে হাত ধরাধরি করে গর্তের সিঁড়ি দিয়ে এসে বেঞ্চের কাছে জড়ো হলো।

তারপর সেই অন্ধকার গোলাকার ঘরে ঢুকে হ্যারি, হারমিওনকে বললো, ওই আর্চটা সম্বন্ধে তুমি কী বুঝলে হারমিওন?

– জানি না, তবে যাই হোক না কেন, আমার মনে হয় ওটা খুবই ভয়ের, ভয়ঙ্কর।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করতেই দরজার গায়ে ক্রসটা জ্বল জ্বল করে উঠলো, ঘরটা সামান্য কেঁপে উঠলো। তারপর স্তব্ধ হয়ে গেলো কাঁপুনি। হ্যারি কোনও বাছ-বিচার না করে ঘরের অন্য একটি দরজা ঠেললো। দরজাটা খোলা গেলো না।

হারমিওন বললো, কী ব্যাপার খোলে না কেন?

হ্যারির গায়ে যতো শক্তি আছে তা দিয়ে দরজাটায় চাপ দিল কিন্তু বন্ধ দরজাটা খোলা গেলো না। হ্যারি বললো– মনে হয় ভেতর থেকে বন্ধ আছে।

রন হ্যারির সঙ্গে একযোগে ধাক্কা দিলো তবু সেই বন্ধ দরজা খুলতে পারলো না।

– দারুণ তো!

হারমিওন বললো– তোমরা সরো। কথাটা বলে তালার ছিদ্রতে ওর জাদুদণ্ড

ঠেকালো। বললো– অ্যালোহোমারা!

কিন্তু সেই বন্ধ দরজা খুললো না।

– সিরিয়সের ছুরি! হ্যারি রোবের পকেট থেকে সিরিয়সের উপহার দেওয়া ছুরিটা বার করে দেয়াল আর দরজার জোড়ে ঢোকালো। সকলে দেখতে লাগলো হ্যারি প্রবল বিক্রমে দরজা আর দেওয়ালের সামান্য ফাঁকে ছুরিটা ঘোরাচ্ছে। কিন্তু শত চেষ্টাতেও একটুও নড়াতে পারলো না। তারপর আবার কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো। আগের মতো পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বন্ধ দরজা। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, হ্যারি ছুরিটা আলখেল্লার পকেটে রাখতে গিয়ে দেখলো ছুরির মুখটা গলে গেছে।

– ঠিক আছে, এই ঘরটা ছাড়ো, অন্য ঘরে যাই, হারমিওন পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে বললো।

রন বন্ধ ঘরটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা দেখতে পাবার আশায় বললো, কিন্তু এটা যদি সেই ঘর হয়?

হারমিওন বললো– হতে পারে না। স্বপ্নেতে হ্যারি সব ঘর দেখেছে। হারমিওন দেখলো দরজায় ক্রস জ্বল জ্বল করছে।

লুনা বললো– তোমরা কি বলতে পারো ওই ঘরে কী আছে? ঘরটা আবার দুলে দুলে উঠলো।

হারমিওন দম বন্ধ করে বললো, কোনো সন্দেহ নেই, ঘরের ভিতর কিছু একটা ঘটঘট শব্দ হচ্ছে। নেভিল কথাটা শুনে ভয়ে ভয়ে হাসলো।

দেয়ালের ও ঘরের কম্পন বন্ধ হয়ে গেলে হ্যারি হতাশ না হয়ে অন্য একটি দরজায় ঘা দিল।। দরজাটা খুলে গেলো।

– হ্যাঁ এতো সেই ঘর!

স্বপ্নে যা দেখেছিলো সেই রকম ঘর। আলোতে উদভাসিত, হিরের মতো আলো জ্বল জ্বল করছে, আলোর রশ্মি নাচছে। চোখ ঝলসে যাওয়া ঘর। একটু একটু করে ওর কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেলা। চারধারে অনেক ছোটো- বড়ো ঘড়ি। পুরনো দিনের নানা রকম শৌখিন জিনিস রয়েছে কাঁচের আলমারিতে। বইয়ের তাক আরও অনেক কিছু। বিরাট একটা ক্রিস্টাল বেলজার রয়েছে ঘরের এক কোণে। সেইখানে আলো পড়ে, চতুর্গুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সেই আলো।

– এই দিকে!

হ্যারির উত্তেজনায় বড়ো বড়ো শ্বাস পড়তে লাগলো। ও জানে ঠিক জায়গায় এসে গেছে।

জিনি অবাক হয়ে দেখলো সেই কাঁচের জারে মজার মজার সব কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। জারের মধ্যে রয়েছে ছোট একটা পাখির ডিম। ডিমটা যখনই জারের

ওপোর দিকে উঠছে তখন ধাক্কা লেগে ফেটে যাচ্ছে। তখন তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ছে একটা ছোট পাখি। পাখিটা শিস দিচ্ছে। তারপর জারের তলায় পড়ে গেলে ওর পালকগুলো সিক্ত হয়ে যাচ্ছে, ভারি হয়ে যাচ্ছে। আবার সেটা ডিম হয়ে পুরনো অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।

জিনিকে সেই আলো বিচ্ছুরিত জারের সামনে দাঁড়াতে দেখে হ্যারি সকলকে এগিয়ে যাবার জন্য তাড়া দিল, চলো চলো, এখানে দাঁড়াবে না।

জিনি মুখ ভার করে বললো– তুমি তো ডায়াস আর আর্চওয়েতে কতো সময় নষ্ট করলে। ও বেলজারের পেছনের দরজার কাছে দাঁড়ালো।

– হ্যাঁ এই সেই জায়গা! হ্যারির বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় এতো বেশি ওঠানামা করতে লাগলো যে সে কথা বলতে পারছে না।

হ্যারি সকলের মুখের দিকে তাকালো। সকলেই হাতে নিয়েছে জাদুদণ্ড। সবারই মুখ গম্ভীর ও দারুণ উত্তেজনা।

হ্যারি একবার পেছনে তাকিয়ে দরজাটা ঠেললো। জায়গাটা খুঁজে বার করেছে। চার্চের সমান দীর্ঘ ঘরে কিছুই নেই, রয়েছে উঁচু উঁচু তাক। তাকে রয়েছে ধূলি ধূসরিত ছোটো ছোটো কাচের গোলক। সেই কাঁচের গোলকগুলোতে মোমবাতির আলো পড়ে মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে। মোমবাতিগুলো পিছনের গোলাকার ঘরের মতো জ্বলছে, তার থেকে নীল রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। ঘরটা অসম্ভব ঠাণ্ডা।

হ্যারি দু'সারি তাকের মাঝের সরু জায়গা দিয়ে এগিয়ে গেলো। ওর কানে কিছুই আসছে না, কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, সব কিছু অনড়-অচল।

হারমিওন খুব আস্তে বললো– তুমি বলেছিলে সারি নং সাতানব্বই।

– হ্যাঁ, শেষ সারির দিকে তাকিয়ে হ্যারি বললো।

নীল রশ্মি বিচ্ছুরিত মোমবাতির তলায় রূপালী সংখ্যায় লেখা চুয়ান্ন।

হারমিওন বললো– আমাদের যেতে হবে হ্যাঁ, চুয়ান্নতে, এটাই চুয়ান্ন।

হ্যারি সংযত স্বরে বললো, তোমার দণ্ড প্রস্তুত করে রাখো।

ওরা তাকের ফাকের রাস্তা দিয়ে মাথা নিচু করে চলতে চলতে শেষ সীমায় পৌঁছলে অন্ধকার দেখলো। বলতে গেলে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ওরা চুড়াশি, পঁচাশি সারি ছেড়ে গেলো। হ্যারির কানে সামান্য চলা-ফেরার শব্দ হলো, সিরিয়স? তাহলে কী সিরিয়সকে গলাটিপে মেরে ফেলেছে? অথবা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন?

– সাতানব্বই, হারমিওন বললো।

সেখানে কেউ নেই, ফাঁকা।

উত্তেজনায় হ্যারির গলা শুকিয়ে গেছে। বললো শেষের দিকে আছেন, তোমরা

এখান থেকে ভালো করে দেখতে পাবে না।

হ্যারি ওদের নামিয়ে রাখা কাঁচের বলের পাশ দিয়ে আরও এগিয়ে গেলো। কাঁচের বলগুলোর কোনো কোনোটা আলো লেগে চমকাচ্ছে। কিছু ম্লান হয়ে রয়েছে। শেষ যেনো হয় না। ওরা একটা জায়গায় পৌছলো, কিছু কিছু মোমবাতি জ্বলছে, কিন্তু সেখানটাও ফাঁকা। শুধু তাদের চলার শব্দের প্রতিধ্বনি, আর কোনো শব্দ নেই।

অন্য একটা গলির মুখে গিয়ে হ্যারি বললো, এখানে থাকতে পারেন। অন্য গলির দিকেও তাকালো, ওদিকেও থাকতে পারেন।

– হ্যারি! হারমিওন খুব আস্তে আবার বললো।

– বলো।

– আমার মনে হয় সিরিয়স এখানে নেই।

কারও মুখে কথা নেই। হ্যারি কারও দিকে তাকাতে চায় না। ওর দারুণ দুর্বলতা লাগছে, মনে হয় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিছুতেই বুঝতে পারছে না সিরিয়স এই জায়গা থেকে কোথায় গেলেন। এখানেই তো তার থাকার কথা। এখানেই তো ছিলেন, হ্যারি স্বপ্নে দেখেছে তাকে।

হ্যারি আরও একটু বলতে গেলে দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে দেখলো কোথাও সিরিয়সের চিহ্ন নেই।

– হ্যারি? রন ডাকলো।

– বলো।

হ্যারি কারও কথা শুনতে চায় না। কারও কথাতে সিরিয়সকে আবিষ্কার না করে হোগার্টসে কিছুতেই ফিরে যাবে না। এই গাঢ় অন্ধকারে চুপ করে বসে অপেক্ষা করবে, বন্ধুদের ভ্রূক্ষেপ ও বরদাস্ত করবে না। রন ওধার থেকে বললো, হ্যারি এটা দেখেছো?

– কী?

– এটাতে দেখছি তোমার নাম লেখা রয়েছে।

হ্যারি রনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। রন হ্যারিকে ছোট্ট একটা কাঁচের গোলক দেখালো, তার ভেতরটায় আবছা আবছা আলো। তাহলেও বহু বছর সেটাকে কেউ ছোঁয়নি, ধূলো-ময়লা পরিষ্কার করাতো দূরের কথা।

– কী বললে আমার নাম? হ্যারি ভাসাভাসাভাবে বললো।

হ্যারি এগিয়ে এসে দেখলো গোলকের মধ্যে হলুদ হয়ে যাওয়া ওর নাম। আঁকা বাঁকা কিছু লেখা রয়েছে। প্রায় ষোল বছর আগের তারিখও রয়েছে।

এস.পি.টি টু এ.পি.ডব্লিউ.বি.ডি
ডার্ক লর্ড
এবং (?) হ্যারি পটার

হ্যারি স্থির চোখে কাঁচের ভেতরে সেই লেখাটা ভালো করে দেখতে লাগলো।

– ওটা কী? ওর মধ্যে তোমার নাম লেখা রয়েছে কেন? রন কাঁপা কাঁপা গলায় ব্যাপারটা বুঝতে চাইলো।

– বলতে পারছি না। আমরা তো এখানে আসিনি। হ্যারি উৎকণ্ঠিত গলায় বললো।

হ্যারি সেটা ধরবার জন্য হাত বাড়াতে যাবে, হারমিওন বাধা দিলো, হ্যারি আমার মনে হয় ওটা তুমি ছোঁবে না।

– বাঃ ছোঁবো না কেন? আমার ব্যাপারে কিছু লেখা আছে।

– না, হ্যারি তুমি ওটাতে হাত দিও না, নেভিল সহসা বললো। হ্যারি ওর মুখের দিকে তাকালো। নেভিলের গোল মুখটা চকচক করছে, সামান্য ঘামছে। দেখে মনে হয় ও অনিশ্চয়তা বরদাস্ত করতে পারছে না।

হ্যারি বললো, কেন? ওতে তো আমার নাম লেখা আছে।

হ্যারি অস্থির চিত্তে সেই ধূলি-ধূসরিত কাঁচের বলে আঙ্গুল ছোঁয়ালো। ছোঁবার আগে ভেবেছিল বহুবছর পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ে থাকার জন্য ওটা ঠাণ্ডা বরফের মতো হবে। কিন্তু তা নয় বেশ গরম। মনে হয় প্রখর সূর্যের তাপে এটা রাখা ছিল। ওরা এখানে আসবার আগে তুলে এনে কেউ রেখেছে।

আবার ভাবলো, হতে পারে ভেতরে আলো জ্বলছে তাই গরম হয়ে রয়েছে।

হ্যারি ঠিক করলো, আর অপেক্ষা নয়। সময় এসেছে, নাটকীয় কারও কোনো সাবধান বাণী শুনতে ও রাজি নয়।

হ্যারি তাক থেকে বলটা তুলে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কিছু বোঝবার চেষ্টা করলো।

কিন্তু কিছুই হলো না। বন্ধুরা কাঁচের বলটা দেখার জন্য ওকে ঘিরে ধরলো।

কে যেনো পেছন থেকে টান টান গলায় বললো– ভালো, খুব ভালো, পটার। এখন পেছনে তাকাও, এবার ওটা আমার হাতে দাও।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বিয়ন্ড দ্য ভেইল

হঠাৎ কালো কালো ছায়া দু'দিক থেকে ওদের ঘিরে ধরলো। তাদের কালো বোরখার আড়ালে শুধু জ্বলন্ত চোখ দেখা যাচ্ছে। সংখ্যায় তারা বারোজন, তাদের হাতে দণ্ড ওদের বুকের দিকে উদ্যত। জিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলো।

লুসিয়াস ম্যালফয় হাতটা বাড়ালেন হ্যারির দিকে। কাটাকাটা গলায় বললেন, আমাকে ওটা দাও পটার।

হ্যারির সমস্ত দেহ মন অজানিত আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠলো। ওরা ফাঁদে পড়ে গেছে। একের বিরুদ্ধে দু'জন শত্রু! ম্যালফয় আবার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটা আমাকে দাও।

– বলুন সিরিয়সকে কোথায় আটকে রেখেছেন? হ্যারি বললো, ওর কথা শুনে কয়েকটা ডেথ ইটারস খন খন করে হেসে উঠলো, সেই কালো ছায়া মূর্তির উল্লাসভরা একজন শিরশিরে নারী কণ্ঠে বললো, ডার্কলর্ড অবশ্যই জানেন।

বাকি সবাই একই সঙ্গে বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো।

– তার অজানা কিছু নেই। ভালো ছেলের মতো ভালোয় ভালোয় প্রফিসি (ভবিষ্যৎবাণী বলার) আমাকে দাও পটার, ম্যালফয় হ্যারির দিকে হাত বাড়ালেন।

আমি জানতে চাই সিরিয়স কোথায়?

বাঁপাশে দাঁড়ানো মেয়েটি ভেঙ্গিয়ে ভেঙ্গিয়ে বললো, আমি জানতে চাই সিরিয়স কোথায়। বাকি সব ডেথইটারসরা ওদের হাতের দণ্ড হ্যারি আর তার বন্ধুদের বুকে আরও জোরে চাপ দিলো। দণ্ড থেকে তীব্র আলো ঠিকরে বেরিয়ে হ্যারি পটারের দু'চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

মন থেকে ভয় ভাবনা সরিয়ে দিয়ে হ্যারি আবার বললো, তোমরা তাকে ধরে

রেখছো, আমি জানি তিনি এখানে আছেন।

আবার সেই মেয়ে ডেথ ইটারের বিশ্রী ব্যাঙ্গাত্মক কথা– বাচ্চা ছেলের ঘুম ভেঙেছে গো, ওকে খেতে দাও গো খেতে দাও। হ্যারি বুঝতে পারলো রন শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

হ্যারি বিড়বিড় করে বললো, চুপ কিছু করবে না, এখন না।

যে মেয়েটা ভেঙিয়ে কথা বলছিলো অসভ্যের মতো হিহি করে হেসে উঠলো।

– শোনো গো শোনো বাচ্চা ছেলেটার কথা, অন্য বাচ্চাদের উপদেশ দিচ্ছে গো!

ম্যালফয় বললেন, বেলট্রিকস পটারকে, তুমি ভেবেছো ও তা নয়। ওর বড় বড় কাজ করার প্রতি প্রচুর দুর্বলতা আছে, আমাদের ডার্কলর্ড খুব ভালো করেই জানেন। যাকগে পটার এবার ওই প্রফিসিটা আমাকে দাও।

হ্যারির বুকের ভেতরটা আশঙ্কাতে সামান্য ধুকধুক করছে, নিঃশ্বাস আটকে আসছে– তবু সেই ভাবনা কাটিয়ে দৃঢ় হবার চেষ্টা করে আবার বললো, আমি খুব ভালো করেই জানি সিরিয়স এখানে আছেন। আমি জানি আপনারা তাকে কয়েদ করে রেখেছেন।

আবার বেশিরভাগ ডেথইটারসরা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো, বেল্লাট্রিক্সের হাসি ওদের ছাপিয়ে গেলো।

ম্যালফয় বললেন– তোমার এখন স্বপ্ন আর জীবন সম্বন্ধে বোঝার যথেষ্ট বয়স হয়েছে হ্যারি। তুমি যদি প্রফিসিটা না-দাও, তাহলে আমরা জাদুদণ্ড প্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।

হ্যারি নিজের জাদুদণ্ডটা বুকের ওপোর তুলে বললো, বেশ তাই করুন। রন, হারমিওন, নেভিল, জিনি, লুনা ও হ্যারির মতো জাদুদণ্ড তুললো। হ্যারির মনে দারুণ এক চিন্তা হলো– সিরিয়স যদি সত্যি এখানে না থাকেন তাহলে ওর দোষে ওর প্রিয় বন্ধুরা অকালে প্রাণ হারাবে।

কিন্তু ডেথইটারসরা ওকে আক্রমণ করলো না। ম্যালফয় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন, প্রফিসিটা দিয়ে দিলে কেউ তোমায় আঘাত করবে না হ্যারি।

কথাটা শুনে হ্যারির হাসির পালা।

– ঠিক আছে, প্রফিসিটা দিলে আপনি আমাদের বাড়ি ফিরতে দেবেন তো?

কথাটা তখনও শেষ করতে পারেনি হ্যারি তার আগেই মেয়ে ডেথইটারস জাদুদণ্ডটা নিয়ে খ্যানখেনে গলায় বললো– অ্যাকিও প্রফি।

হ্যারি মেয়েটির কথা শেষ হবার আগেই কাউন্টার চার্জ করলো– প্রটিগো! কাঁচের গোলকটা ওর হাত থেকে প্রায় ছিটকে পড়েছিলো, ও ধরে ফেললো।

বিট্রি বিট্রি বেবি পটার। বোরখা থেকে ওর মুখটা বেরিয়ে এলো। ও চকচকে

দাঁত বের করে হাসছে। খুব ভালো, তাহলে...।

লুসিয়ম ম্যালফয় গর্জন করে উঠলেন, কতোবার তোমাকে মানা করবো। তুমি যদি ওটা ভেঙে ফেলো। হ্যারির মনের ভেতর অনেক ভাবনা-চিন্তা ঝড়ের বেগে বইছে। ডেথ ইটারসদের অন্যতম সর্দার ওর কাছ থেকে ওর সম্পদ প্রফিসি ছিনিয়ে নেবার জন্য অনেক ভয় দেখিয়ে ছল চাতুরি করছেন। হ্যারির প্রফিসির ওপোর কোনও লোভ নেই। ও ধরা পড়ে গেছে, যেন তেন প্রকারণে ওকে ডেথইটারসদের কবল থেকে মুক্ত হতে হবে। ওর বোকা বোকা কাজের জন্য হয়তো বন্ধুদের চরম মূল্য দিতে হবে। সেই মেয়েটি বোরখা খুলে অন্য ডেসইটারসদের ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। আজকাবানের নিষ্ঠুরতা বেল্লাট্রিক্স-এর মুখ ছেয়ে গেছে, কঠোর কঙ্কালসার মুখ। কিন্তু প্রেতাত্মা নয় এখনও জীবিত মানুষ।

বেল্লাট্রিক্স বললো, তোমার কী ঠিক পথে চলার জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন আছে? রাগে- উত্তেজনায় ওর বুক ওঠা-নামা করছে। ওই ছোট মেয়েটাকে আমরা টর্চার (নির্যাতন) করছি ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টর্চার দেখুক।

হ্যারি এক পা পিছিয়ে এলো প্রফিসিটা বুকে চেপে ধরে। হারমিওন রন জিনি হ্যারিকে ধরে রাখলো।

– শোনো, আমাদের কাউকে নির্যাতন বা আক্রমণ করার আগেই প্রফিসিটা ভেঙে চুরমার করে দেবো। হ্যারি, বেল্লাট্রিক্সকে শাসালো। আমার মনে হয় তোমার বস শূন্য হাতে ফিরে গেলে মোটেই খুশি হবেন না, বলো হবেন কী?

বেল্লাট্রিক্স এক ইঞ্চি না এগিয়ে পটারের দিকে তাকিয়ে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগলো। ওর তোবড়ানো গাল আরও প্রকট হয়ে গেলো।

– কোন প্রফিসি নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলছি? হ্যারি বললো–

হ্যারি কথাবার্তা বলে সময় কাটাতে চায়। ও নেভিলের হাতটা ধরে বুঝতে পারলো ও কাঁপছে। ও বুঝতে পারছে কেমন করে ও মৃত্যুর মুখ থেকে পালাবে তাই ভাবছে।

– কী বললে, কী রকম প্রফিসি? বেল্লাট্রিকস বললো ওর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেলো, হ্যারি পটার তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

একটার পর একটা ডেথ ইটারসদের দেখতে দেখতে হ্যারি বললো, না না ঠাট্টা করতে যাবো কেন? একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজতে লাগলো পালাবার জন্য। ভোল্ডেমর্ট এটা চাইছেন নাকি?

কয়েকটি ডেথইটারস হিস হিস শব্দ করলো।

বেল্লাট্রিক্স রাগে ফেটে পড়ে বললো, আশ্চর্য, তুমি তার নাম মুখে আনতে সাহস করো?

হ্যারি শক্ত করে কাঁচের বলটা ধরে বললো, হ্যাঁ করি।

আরও একটি ম্যাজিক মন্ত্র দিয়ে ওকে নিশ্চল করতে চাইছে সন্দেহ নেই।

– না, আমার কোনও প্রবলেম নেই ভোল্ডেমর্টকে, ভোল্ডেমর্ট বলার।

বেল্লাট্রিক্স চিৎকার করে উঠলো, সাবধান হ্যারি পটার, তোমার এতো সাহস যে লর্ডের নাম মুখে আনো? তোমার নোংরা জিব দিয়ে তার নাম উচ্চারণ করছো? এতো সাহস তোমার হাফ-ব্লাড।

হ্যারি কোনও রকম ভ্রুক্ষেপ না করে বললো, তোমরা কী জানো তিনিও একজন হাফ ব্লাড? হারমিওন খুব আস্তে আস্তে বললো, ভোল্ডেমর্টের মা ছিলেন এক জাদুকরি আর তার বাবা মাগল। তোমাদের বলছেন কী পিওর ব্লাডে জন্ম তার?

স্টাপেফ।

না!

বেল্লাট্রিক্স লেস্ট্রেঞ্জের জাদুদণ্ড থেকে লাল আলো বিচ্ছুরিত হলো; কিন্তু ম্যালফয় সেটা ভেঙে চূর্ণ করে দিলেন। বেল্লাট্রিক্স, ম্যালফয়ের স্পেলে সজোরে ছিটকে পড়লো একটা সেলফের ওপোর, হ্যারির দিকে প্রায় এক ফুট দূরে। তাকে রাখা কিছু কাঁচের গোল বল ভেঙে মাটিতে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো।

দু'জন সাদা ধবধবে অনেকটা ভুতুড়ে মূর্তি ধোঁয়ার মতো তাদের দেহ, সেই ভাঙা কাঁচের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো। তারা দু'জনেই একই সঙ্গে কিছু কথা বললো। সব কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো না। তবে সামান্য কিছু বোঝা গেলো ম্যালফল আর বেল্লাট্রিক্সের গরম গরম কথার মাঝে। উত্তরায়ণে (২১ জুন) নতুন কিছু আবির্ভাব হবে, ওদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি বললেন। শুভ্র তার দাড়ি, বয়সের ভারে কুব্জ।

আক্রমণ করবে না। আমাদের প্রফিসির প্রয়োজন আছে।

– আশ্চর্য! ওর এতো সাহস, এই কথা বলে, বেল্লাট্রিক্স দাঁত কিড় মিড় করতে করতে করতে বললো। কথাগুলো জড়ানো জড়ানো ওখানে দাঁড়াও নোংরা হাফ-ব্লাড।

– দাঁড়াও, কথা বন্ধ করো, যতক্ষণ না আমরা প্রফিসি হাতে পাই।

– তারপর আর কারও আবির্ভাব হবে না, দু'জনের মধ্যে একটি মেয়ে বললো।

তারপরই যে দুটি বৃদ্ধা ভাঙা কাঁচের বল থেকে বেরিয়েছিল তারা হাওয়াতে মিলিয়ে গেলো। শুধু ঘরের মেঝেতে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে রইলো। ওরা হ্যারিকে সম্ভবত কিছু অগ্রিম বার্তা পাঠালো। সমস্যা কেমন করে বার্তাটা অন্যদের কানে যাবে।

– আপনি তো আমাকে এই প্রফিসির বিশেষত্ব জানাননি, কথাটা বলে হ্যারি পেছনে তাকালো। মনে হলো কেউ যেনো আসবে।

ম্যালফয় বললেন, পটার আমাদের সঙ্গে চাতুরী করবে না।

হ্যারি বললো, মোটেই করছি না।

হারমিওন ওর পা দিয়ে হ্যারির পা টিপলো

– ডাম্বলডোর কি তোমাকে কখনও বলেছেন কি কারণে তোমার কপালে ওই কাটা দাগ বয়ে বেড়াচ্ছো? কারণটা ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজের একটা পাত্রে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ম্যালফয় মুখ ভঙ্গি করে বললেন।

– আমার সম্বন্ধে? হ্যারি বললো। ভুলে গেলো ওর পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা। কী বললেন, আমার কপালের কাটা দাগ সম্বন্ধে?

– সেটা কী, হারমিওন ওর পেছন থেকে উৎসুক হয়ে বললো।

– তা হতে পারে। ম্যালফয়ের গলা বিদ্বেষ পরায়ণ মেশানো উল্লাসের। কিছু ডেথইটারসরা আবার বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো। তাদের হাস্য রোলের মাঝে হ্যারি, হারমিওনকে বললো, তাক থেকে কাঁচের বলগুলো তুমি ভেঙে দিতে পারবে?

– আশ্চর্য! ডাম্বলডোর তোমাকে আজ পর্যন্ত বলেননি? ম্যালফয় আবার বললেন। তুমি আগে কেনো আমাদের কাছে আসোনি পটার? ডার্কলর্ড জানতে চান কারণটা।

– এখন পারি?

– কেন, ম্যালফয়ের মুখে হাসি ধরে না যেনো। একমাত্র, তুমি যার অধিকার আছে ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রফিসি সম্বন্ধে জানার। ডার্কল্যান্ড অন্যদের ওটা চুরি করতে বলে ব্যর্থ হয়েছেন।

– বলতে পারেন কেন আমার সম্বন্ধে প্রফিসি চুরি করতে চেয়েছিলেন?

– তোমাদের দু'জনকেই পটার দু'জনকেই। তুমি কী জানো না তোমার শিশু অবস্থায় কেন তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন তিনি?

হ্যারি ম্যালফয়ের কোটারগত দুই ধূসর বর্ণের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। দুটো চোখেই মৃদু দিপ্তী এই প্রফিসির জন্যই কী ওর বাবা-মাকে হত্যা করেছেন। এর জন্য কি ও আজও সেটা বহন করে চলেছে? ওর হাতের রেখায় কী ওইসব প্রশ্নের জবাব আছে? কেউ তাহলে আমার আর ভোল্ডেমর্ট সম্বন্ধে প্রফিসি করেছে? হ্যারি ধীর স্থিরভাবে ম্যালফয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে। ও আঙ্গুল দিয়ে গরম কাঁচের বলটা খুব জোরে চেপে ধরলো। বলটা স্নিচের চেয়ে সামান্য বড়ো, তখনও তাতে ধূলো ময়লা লাগানো, আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছেন ওটা তাকে দেবার জন্য? নিজে কেন আসতে পারেননি। বেল্লাট্রিকস কথাটা শুনে আঁতকে উঠলো, নিজে নিয়ে যাবেন? কী বলতে চাইছো? পাগলের মতো বিশ্রীভাবে হেসে উঠলো, যখন সবাই মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে তার প্রত্যাবর্তনের মধুর বিরূপতায় বসে রয়েছে, ডার্কলর্ড ওখানে যাবেন? অউররদের কাছে নিজেকে পরিচিত

করাবেন? তারা এই সময় অযথা নষ্ট করবে আমার ভাই।

– তাই তিনি তোমাকে তার জন্য এই নোংরা কাজটি করতে পাঠিয়েছেন। হ্যারি বললো। যেমন স্টারগিস ধরতে চেয়েছিলেন বোডেকে দিয়ে চুরি করার জন্য?

ম্যালফয় আস্তে আস্তে বললেন, সুন্দর, অতি সুন্দর পটার। কিন্তু ডার্কলর্ড জানেন তুমি মোটেই মুর্খ নও।

এখন! হ্যারি জোর দিয়ে বললো।

পাঁচটি বিভিন্ন কণ্ঠ ওর পেছন থেকে উচ্চারিত হলো, রিডাকটো। পাঁচটি কার্স পাঁচদিকে ছুটলো, তাদের সামনে যে তাকগুলো রয়েছে তার ওপোরে রাখা সব কাচের বলগুলো ছিটকে মেঝেতে পড়ে খান খান হয়ে গেলো। মুক্তোর মতো সাদা সাদা মূর্তি শূন্যে ভাসতে লাগলো। টাওয়ারিং স্ট্রাকচারটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো। বহু বছরের সঞ্চিত কাঠ- কাটারা জিনিসপত্র প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের মতো ধ্বসে পড়তে লাগলো।

রান (দৌড় দাও), হ্যারি যত জোরে পারে বললো। সেই প্রচণ্ড ওলোটপালটের মধ্যে হ্যারি হারমিওনের আলখেল্লার একটা কোণা ধরে টানতে টানতে চললো। একজন ডেথইটার সেই প্রচণ্ড ধূলোর ঝড়ের মধ্যে ওদের চেপে ধরতে এলে হ্যারি কনুই দিয়ে ভীষণ জোরে ধাক্কা দিতেই পড়ে গেলো। ওর মুখোশ খুলে গেলো। ওরা সবাই আঘাত পেয়ে প্রচণ্ডভাবে চিৎকার করতে করতে দেয়ালের তাকের মতো মেঝেতে পরে গেলো।

হ্যারি সামনে একটা পরিষ্কার বেরুবার পথ দেখে পাঁচ বন্ধুদের সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালাতে গেলে হঠাৎ একটি হাত ওর গতিরুদ্ধ করলো।

প্রচণ্ড জোরে একজন ওর কাঁধ চেপে ধরলো। সেই সময় শুনতে পেলো হারমিওনের গলা স্টুপিফাই। হাতটা তৎক্ষণাৎ ওকে ছেড়ে দিলো।

হ্যারি প্রফিসিটা হাত থেকে ছাড়েনি, ভালো করে মুঠোর মধ্যে চেপে রেখে, দরজা পর্যন্ত ওরা পৌছে গেলো। সল্লোপোরটাস হারমিওন উঁচু গলায় বলতেই খোলা দরজাটা ক্যাচ ক্যাচ শব্দে বন্ধ হয়ে গেলো।

হ্যারি ভেবেছিলো রন, লুনা, জিনি ওর আগে আগে বাইরে চলে এসে ওদের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে। কিন্তু ওদের কাছে পিঠে কাউকে দেখতে পেলো না।

হারমিওন ভয় পেয়ে বললো, ওরা নিশ্চয়ই ভুল রাস্তা ধরে গেছে।

নেভিল ফিসফিস করে বললো– শুনতে পাচ্ছো কিছু?

যে ঘরের দরাজাটা ওরা বন্ধ করেছে, তার ভেতর থেকে জোরে জোরে চিৎকার, পদশব্দ ওদের কানে এলো। শুনতে পেলো লুসিয়স ম্যালফয়ের হুংকার, ওকে ছাড়বে না। ও আঘাত পেলে ডার্ক লর্ড প্রফিসি পাবে না। ওর আঘাতের চেয়ে প্রফিসি অনেক মূল্যবান। জাগসন চলে এসো, আমাদের নতুন করে কিছু ভাবতে

হবে। ভাগ ভাগ হয়ে ওকে খুঁজে পেতে হবে, ধরতে হবে; ভুলো না, যা বললাম। পটারকে অক্ষত রেখে প্রফিসি করায়াত্ত করবে। বাকিরা খতম হলে ভালো।

– বেল্লাট্রিক্স, রুডলফস তোমরা বাঁ দিকে যাও। ক্রাকে, রবাস্টন তোমরা ডান দিকে; জাগসন, রোডল ফস সোজা দরজার দিকে যাও মালসিবার, তুমি আমার সঙ্গে চলো।

হারমিওনের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাঁপছে। বললো, এখন তাহলে আমরা কোথায় যাবো!

– ওদের জন্য এখানে দাঁড়াবে না, দরজার কাছ থেকে আমরা পালাই, তারপরই শুনতে পেলো দরজার কাছে কিছু ভারি জিনিস ধাক্কা খাওয়ার শব্দ। হারমিওন দরজাটা চার্ম করে বন্ধ করেছে।

– তফাৎ যাও, কর্কশস্বরে কেউ বললো 'অ্যালো হোমোরা'।

দরজাটা খুলতেই হ্যারি, হারমিওন, নেভিল ডেস্কের তলায় আত্মগোপন করলো। ওরা দু'জন ডেথইটারসদের পা দেখতে পেলো দ্রুত পায়ে ওদের দিকে আসছে।

হ্যারি দেখতে পেলো ডেথ ইটারদের হাঁটু, ওরা প্রতিটি ডেস্কের তলা সার্চ করছে। হাতে তাদের দণ্ড। ওরা যে ডেস্কের তলায় রয়েছে তার কাছে আসতেই ও জোরে জোরে বললো, স্টুপিফাই।

হ্যারির জাদুদণ্ডের মুখ থেকে লাভার মতো লাল আলো বেরিয়ে সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ডেথইটারসকে আঘাত করলো। ও ছিটকে পড়লো একটা গ্র্যান্ড ফাদার ঘড়ির ওপোর, ঘড়িটা মেঝেতে পড়ে গেলো। দ্বিতীয় ডেথইটার হ্যারির কাছ থেকে সরে গিয়ে হারমিওনকে তাক করলো। ভালো করে সার্চ করার জন্য ও হামাগুড়ি দিচ্ছিলো।

'আভাদা'–

হ্যারি ডেস্কের তলা থেকে বেরিয়ে সেই ডেথইটারের টুটি চিপে ধরে মেঝেতে ফেলে দিতেই নেভিল ছুটে এসে ওদের গায়ের ওপোর একটা ডেস্ক ফেলে দিলো। তারপর ও নিজের দণ্ডটা দুই ডেথইটারসদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো–'এক্সপেলিআরমাস'।

দু'জনেই ছিটকে পড়লো প্রফিসি হলে ঢোকার মুখে। যন্ত্রণায় ওরা ছটফট করতে লাগলো।

হ্যারি একপাশে সরে দাঁড়াতেই নেভিল আবার তাক করে বললো– 'স্টুপিফাই!'

ওর দণ্ড থেকে লাল আলো বেরিয়ে এসে ডেথ ইটারসদের কাঁধের ওপোর দিকে হলের সেলফে লাগলো। সেলফে সাজানো ঘড়িগুলো লণ্ডভণ্ড হয়ে মাটিতে

পড়লো, কয়েকটা শূন্যে উড়তে লাগলো, কাঁচের জিনিসগুলো ও খড় কুটোর মতো উড়তে লাগলো। তারপরই আবার সেগুলো তাকে যেমন ছিলো তেমনিভাবে সাজানো রইলো, তারপর আবার যেকে সেই...।

হ্যারির হাত থেকে মাটিতে পড়ে থাকা দণ্ডটা একজন ডেথইটারকে তুলে নিতেই হ্যারি অন্য একটা ডেস্কের নিচে বসলো, তারপাশেই দেখতে পেলো ঝলমল করছে একটা কাঁচের জার। ছোটাছুটি করার সময় ডেথ ইটারের মুখোশ সামান্য নিচে ঝুলে পড়তে ও কিছু দেখতে পেলো না। সেই মুখোশটা মুখ থেকে সরিয়ে হ্যারিকে দেখে দণ্ডটা তুলে বললো– স্টুপ। কার্সটা ও শেষ করতে পারলো না।

সঙ্গে সঙ্গে হারমিওন বললো– স্টুপিফাই!

দণ্ড থেকে লাল আলো ডেথইটারে বুকে সজোরে আঘাত করলো। ও জড় পদার্থের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। ওর একটা হাত ওঠান, মাটিতে পড়ে গেছে ওর জাদুদণ্ড। ও বেল জারের (কাঁচের পাত্রের) পাশে অচেতন হয়ে পড়ে গেলো। বেল জারটা ধাক্কাতে ভেঙে যেতেই ওর মাথাটা ভাঙা কাঁচের পাত্রের ভেতরে ঢুকে গেলো।

জারের মধ্যে ওর মাথাটা দেখে মনে হলো সাবানের বড় একটা বুদবুদ।

নেভিল বড় বড় চোখে কাঁচের জারের ভেতরে ডেথইটারের মুণ্ডুর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ওরা তিনজনেই জাদুদণ্ড তুলে জারের মধ্যে ডেথইটারের মুণ্ডুটা দেখতে লাগলো। দেখলো ওর মাথাটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। মাথার কালো চুলগুলো ওর স্কালের মধ্যে ঢুকে একেবারে টাকলু হয়ে গেলো। গাল দুটো ফুলে উঠলো। সমস্ত মাথার ওপোরটা কালোপিচে চটচট করতে লাগলো।

ডেথইটার জার থেকে মাথাটা টেনে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। ওরা আশ্চর্য হয়ে দেখলো ডেথইটারের মুণ্ডুটা ছোটো হতে হতে একটা বাচ্চা ছেলের মতো মুণ্ডু হয়ে গেলো। তারপর একটু একটু করে ওর মুণ্ডুটা যেমন ছিলো তেমনই হয়ে গেলো। মাথা ভর্তি কালো চুল, ছোটো ছোটো দাড়ি।

ডেথ ইটার মাথাঝাড়া দিয়ে আবার উঠবার চেষ্টা করতেই ওর মুণ্ডুটা ছোট ছেলের মতো হয়ে গেলো।

কাছে পিঠের একটা ঘর থেকে ওরা দুম দুম আওয়াজ আর কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ শুনতে পেলো। তারপরই বিকট আর্তনাদ!

– রন? হ্যারি চিৎকার করে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে নিলো জারের মধ্যে ডেথইটারের দানবীয় পরিবর্তনের দিক থেকে। জিনি? লুনা? হারমিওন আঁতকে উঠলো, হ্যারি, ওরা সব কোথায়?

ডেথইটার তখন ওর মুণ্ডুটা জার থেকে টেনে নিয়েছে। ওকে দারুণ বীভৎস

দেখাচ্ছে। ওর বাচ্চা ছেলের মুণ্ডুটা অতি উচ্চস্বরে চেঁচাচ্ছে মোটা মোটা হাত দুটো ও এলোপাতাড়ি ঘোরাচ্ছে। হাতটা প্রায় হ্যারির গায়ে এসে লেগে গিয়েছিলো। এক চুলের জন্য ও বেঁচে গেলো। হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা তুলতে যাবে, সেই সময় হারমিওন ওর হাত চেপে ধরে বললো, তুমি একটা শিশুকে আঘাত করতে পারো না।

এই নিয়ে বাকযুদ্ধের সময় নেই। হ্যারির কানে এলো হল অফপ্রফিসি থেকে আরও পদ শব্দ। একটু একটু করে সেই শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে। এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, ওদের কাছে আসার প্রতিক্ষা করতে লাগলো দু'জনেই।

হ্যারি সেই কুৎসিৎ বাচ্চার মতো মুণ্ডু ওয়ালা ডেথ ইটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হারমিওনকে বললো, চলো চলে এসো। ওরা খোলা দরজা দিয়ে অন্ধকার হলের দিকে এগোতে এগোতে দেখতে পেলো দু'জন ডেথ ইটার হল থেকে ওদের দিকে টলতে টলতে আসছে। হ্যারি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে।

সোল্লো- কার্সটা শেষ করবার আগেই, যে দু'জন ডেথ ইটার বাইরে ওদের ধরতে গিয়েছিলো তারা ঘরে ঢুকে পড়লো।

দু'জনেই রাজ্য জয়ের মতো উল্লাসে যেনো ফেটে পড়লো।

'ইমপেডিমেন্ট'। ঘরের সব জিনিস লণ্ডভণ্ড। নেভিলে কোথায় ছিটকে পড়লো দেখতে পাওয়া গেলো না। হ্যারির মাথায় গাদাগাদা বই উল্টে পড়লো। পাথরে মাথা ঠুকে গেলো। হারমিওন একটা বইয়ের র‍্যাকে ধাক্কা খেলো। হ্যারির চোখের সামনে ছোট দুটো আলোর বিন্দু প্রায় ওকে দৃষ্টিহীন করে দিলো।

- পেয়েছি, ওকে আমরা পেয়েছি। হ্যারির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ডেথ ইটাররা সাফল্যের আনন্দে ভীষণ জোরে হেসে উঠলো- ইন অ্যান অফিস অফ।

- 'সাইলেনসিও'! হারমিওন বলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেলো। একজন ওরা মুখোশের আড়ালে হয়তো কিছু বলার চেষ্টা করল; কিন্তু ওর কথা কেউ শুনতে পেলা না। পাশের ডেথইটারের পাশে ও ঢলে পড়লো।

- পেট্রিফিকাস টোটালাস! হ্যারি গর্জে উঠলো, দ্বিতীয় ডেথ ইটারের হাতেই জাদুদণ্ড রয়ে গেলো। ওর দু'হাত, দু'পা এক সঙ্গে জড়িয়ে গেলো। হুমড়ি খেয়ে হ্যারির পায়ের সামনে পড়ে গেলো।

- বা: বা: দারুণ!

কিন্তু যে ডেথইটারকে হারমিওন কাবু করেছিলো সে হঠাৎ নড়তে চড়তে লাগলো। ওর হাতের জাদুদণ্ড থেকে বেগুনি আলোর রশ্মি হারমিওনের বুকে এসে বিধলো। হারমিওন সশব্দে বলে উঠলো, উ! ও মেঝেতে পড়ে গেলো, হাত, পা, শরীর অচল হয় গেলো।

- হারমিওন!

হ্যারি হাঁটু গেড়ে প্রায় অচৈতন্য হারমিওনের পাশে বসলো। ডেস্কের তলা থেকে নেভিল হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে চলে এলো। নেভিল একজন ডেথইটারের মাথার কাছে আসার জন্য ও প্রচণ্ড একটা লাথি নেভিলের মাথায় মারলো। নেভিলের অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো, হাতের দণ্ডটা ছিটকে পড়ে দু'টুকরো হয়ে গেলো।

হ্যারি পেছন ফিরে দেখলো ডেথইটার ওর মুখোশ খুলে ফেলেছে, হাতের জাদুদণ্ড ওর দিকে তাক করে রেখেছে। ডেথ ইটারের মুখটা দেখে মনে হলো কোথায় যেনো দেখেছে। ও হ্যাঁ লম্বা মুখ, ফ্যাকাশে চেহারা তো ডেইলিপ্রফেটের পাতায় দেখেছে। নামটাও মনে পড়ে গেলো– অ্যান্টোনিন ডলোহভ! ও তো প্রেসেটসকে হত্যা করেছে।

ডলোহভ দাঁত বার করে হাসলো। একটা হাত দিয়ে হ্যারির মুঠোতে ধরা প্রফিসিটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। ও গেঙিয়ে গেঙিয়ে বললো, ওটা আমাকে দিয়ে দাও। যদি না দাও তাহলে তোমার ওই মেয়েটার মতো হাল হবে।

– আমি জানি এটা তোমার হাতে তুলে দিলে বাকি আমরা সবাই প্রাণে বাঁচবো, হ্যারি বললো।

হ্যারির মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা, কোনো কিছু ভাববে তার শক্তি নেই। ও একটা হাত হারমিওনের কাঁধে রাখলো। তখনও সে কাধটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি, তাহলেও ও হারমিওনের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। হে মৃত্যু তুমি দয়া করে আমার কাছ থেকে আমার প্রিয় বন্ধু হারমিওনকে কেড়ে নিও না.. ওর জীবন নিও না। আমার দোষেই ও অকালে প্রাণ হারালো।

প্রচণ্ড লাথি খেয়ে নেভিলের নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, ঠিককরে কথা কইতে পারছে না। হ্যারি, হ্যারি কখনোই ওকে কাঁচের বলটা দেবে না।

ঠিক সেই সময় ছোট বাচ্চার মতো মাথাটা দোলাতে দোলাতে থপ থপ করে দরজার কাছে দাঁড়ালো। ওর ছোট মাথাটা দুলছে, হাতের মুঠো দুটো আঘাত করার জন্য প্রস্তুত সবকিছুই যেন হাতের বাইরে চলে গেছে। হ্যারি শেষ চেষ্টা করলো।

'পেট্রিফিকাস টোটালাস' ডলোহভ বাধা দেবার আগেই হ্যারির স্পেল ওকে গিয়ে সোজা আঘাত করলো। ও হ্যারির প্রিয় কমরেডের পাশে ধপাস করে পড়ে গেলো। দু'জনেই মৃত, কাঠের মতো তাদের দেহ, এক ইঞ্চি আর সরতে পারবে না।

– হারমিওন, হ্যারি সেই মুহূর্তে মাথাটায় ঝাঁকুনি দিয়ে বললো। কুৎসিৎ ছোট মাথাওয়ালা ডেথ ইটার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো।

হারমিওন, উঠে পড়ো।

নেভিলের নাক-মুখ থেকে তখনও গলগল করে রক্ত ওর গাল বেয়ে বুকে

পড়ছে। নাকের হাড় ভেঙে গেছে। তাও পা টেনে টেনে হ্যারির পাশে বসে বললো– ওকে কি করেছে সেই ডেথইটারসটা?

– আমি জানি না।

নেভিল হারমিওনের কব্জিটা চেপে ধরলো।

– পাল্‌স আছে তো, আমি নিশ্চিত হয়ে বলছি।

হ্যারির বিরাট এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

– হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে, হ্যারি হারমিওনের কবজি ধরে বললো, বেঁচে আছে।

হ্যারির কানে এলো আরও পদ শব্দ। শব্দগুলো যেন ওদের দিকে মন্থর গতিতে আসছে; কিন্তু সেই শব্দ কোনও নতুন ডেথ ইটারের নয়। যার মাথাটা বাচ্চার মতো ছোটো হয়ে গেছে, তারই ছটফটানির শব্দ পাশের ঘর থেকে।

হ্যারি বললো, নেভিল আমরা বোধহয় সার্কুলার ঘরের কাছে এসে গেছি। সেখান থেকে বাইরে যাবার ঠিক দরজাটা পেয়ে যাবো। আমাদের বেরোতেই হবে ডেথ ইটারদের এখানে আসার আগে। মনে হয় তুমি হারমিওনকে দু'হাতে তুলে করিডোর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে, লিফটে চাপাতে পারবে। সেখানে কেউ না কেউ থাকবে, তাকে যা ঘটেছে সব বলবে।

– তারপর আমরা কী করবো? ও আবার হাত দিয়ে নাক মুছতে মুছতে হ্যারির দিকে ভুরু তুলে বললো।

– আমাকে তো রন, জিনি, লুনাদের খুঁজতে হবে, হ্যারি বললো।

নেভিল দৃঢ়তার সঙ্গে বললো, তাহলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

– তাহলে হারমিওন একলা পড়ে থাকবে?

নেভিল বললো, ঠিক আছে, তাহলে ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো।

নেভিল কথাটা বলে হারমিওনের একটা হাত তুলে কাঁধের ওপোর রেখে হ্যারির দিকে তাকালো। প্রথমে ইতস্তত করে হ্যারি হারমিওনের অন্য হাতটা নিজের কাঁধের ওপোর রাখলো। তারপর হারমিওনের ম্যাজিক ওয়ান্ডটা নিজের আলখেল্লার পকেটে পুরে রাখলো।

নেভিল ওর ভাঙা ম্যাজিক ওয়ান্ডটা লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে, দরজার দিকে দুজনে হারমিওনকে ধরে ধরে নিয়ে চললো। প্রায় হারমিওন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললো।

হ্যারি গলা বাড়িয়ে ঘরের ভেতর দেখলো 'বেবি হেডেড' ডেথ ইটার তখনও সারা ঘর অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছুটাছুটি করে চলেছে। ঘরের সবকিছু ভেঙে তছনছ করে চলেছে। নেভিল বললো, ওর অবস্থা এখন খাস্তা। আমাদের দিকে তাকাবার ওর মনোবল নেই, ওর দিকে লক্ষ রেখে চলো।

ওরা অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে অন্ধকার হলওয়েতে এসে দাঁড়ালো। একটা প্রাণীও সেখানে নেই। ওরা কয়েক পা এগোলো। হারমিওনকে নিয়ে নেভিলের হাঁটতে একটু অসুবিধে হচ্ছিলো। টাইম রুমের দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেলো, আগের মতোই দেওয়ালটা ঘুরতে লাগলো। একটু আগে ও ঘাড়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে খুব একটা সুস্থ ছিলো না। হারমিওনের ওজনের জন্য তাই হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিলো। তারপর দেয়ালটার ঘোরা বন্ধ হতেই ও দরজার দিকে তাকালো, দেখলো হারমিওনের জ্বলন্ত ক্রশটা আর নেই।

– কোন দিকে আমরা বেপরোয়া হয়ে যাবো?

কোন দরজা দিয়ে ওরা যাবে ঠিক করার আগেই ওদের ডানধারের একটা বন্ধ দরজা খুলে যেতেই তিনজন সেখানে গড়িয়ে ওদের সামনে পড়লো?

– রন! হ্যারি ওর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দুর্বল কণ্ঠে বললো, জিনি তুমি ভালো আছো তো?

– হ্যারি, রন ম্লান হাসলো। হ্যারির আলখেল্লার সামনেটা ধরে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি, তুমি তাহলে আছো! হাঃ হাঃ হাঃ, সত্যি তোমাকে খুব অদ্ভুত লাগছে, হ্যারি, কেমন যেনো জগাখিচুড়ি হয়ে আছো!

হ্যারি দেখলো রনের মুখটা সাদা, ঠোটের এক কোণা থেকে কিছু একটা গড়িয়ে পড়ছে। ও হ্যারির আলখেল্লাটা ধরে বেঁকে দাঁড়িয়ে রইলো।

হ্যারিও ওর টানে ধনুকের মত সামান্য বেঁকে গেলো।

– জিনি তোমার সব ঠিকঠাক তো?

জিনি মৃদু হেসে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কোনও রকমে বসে রইলো পায়ের গোড়ালি দুটো চেপে।

লুনা যেনো বহুদূর থেকে বললো, আমার মনে হয় ওর গোড়ালির হাড় ভেঙে গেছে। লুনা একমাত্র যার কিছু হয়নি।

– ওদের চারজন লোক আমাদের পেছনে তাড়া করেছিলো, আমরা একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। ঘর ভর্তি শুধু প্ল্যানেটস, অদ্ভুত এক জায়গা। ওখানে গিয়ে মনে হচ্ছিল আমরা অন্ধকার অতল জলে ভেসে বেড়াচ্ছি।

রন বললো– জানো আমরা উরানসকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। হাঃ... হাঃ... হাঃ..., হাসার সময় রনের ঠোঁটের কোণা থেকে কয়েকটা বুদবুদ বেরিয়ে ফেটে গেলো।

– যাই হোক, ওদের একজন জিনির পা জোরসে চেপে ধরেছিলো। আমি 'রিডাক্টর কার্স' দিয়ে ওর মুখে প্লুটো মেরেছি দিয়েছি।

জিনির মুখ দেখে হ্যারির মনে হলো ওর পায়ে খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে, ফেলছে। চোখ দুটো বন্ধ।

রনকে শুধু হাসতে দেখে হ্যারির মুখ শুকিয়ে গেলো। রন তো অনাবশ্যক হাঃ হাঃ করে হাসে না। ও তখনও হ্যারির আলখেল্লার প্রান্তটা ধরে রয়েছে।

– হ্যারি, রন বললো হ্যারির একটা কান ওর মুখের কাছে এনে। হাসতে হাসতে বললো– ওই মেয়েটাকে তুমি চেনো হ্যারি? ওর নাম লুনা। লুনা লাভগুড... হা হা হা।

হ্যারি শক্ত হয়ে বললো– আমাদের এক্ষুনি এখান থেকে যেতে হবে। লুনা তুমি জিনিকে হাঁটতে সাহায্য করতে পারবে?

কানের পাশে জাদুদণ্ডটা গুঁজে লুনা বললো, কোনও অসুবিধে নেই।

ওরা একটু এগিয়ে অন্য একটি দরজার সামনে দাঁড়াতেই দরজাটা দড়াম করে খুলে গেলো। বেল্লাট্রিক্স লেস্টারেঞ্জের সঙ্গে তিনজন ডেথইটারস ওদের সামনে দাঁড়ালো।

– ওইতো, ওইতো ওরা এখানে, বেল্লাট্রিক্স আনন্দে লাফিয়ে উঠলো।

হ্যারি ঘরে ঢুকে রনের হাত ছেড়ে দিলো। নেভিল, হারমিওনকে ধরে আছে ওকে তো ছাড়তে পারে না। দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

– 'ফোলোপোবটাস' হ্যারি জোর গলায় বললো। ডেথইটারসরা বন্ধ দরজা ধাক্কা দিতে লাগলো। একজন বললো, ওহো আরও তো ওখানে যাবার দরজা আছে।

আমরা ওদের পেয়েছি, ওরা এখানে আছে।

হ্যারি ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই ব্রেণরুমে এলো। দেয়ালের দিকে আরও দরজা আছে ওর মনে হলো। কানে এলো আরও অনেক ডেথইটারসদের পদধ্বনি। দৌড়ে দৌড়ে আসছে, তাই পদশব্দ একটু বেশি।

– লুনা নেভিল, আমাকে সাহায্য করো!

ওরা ঘরের চারধার ঘুরতে ঘুরতে, এক এক করে সব দরজা ভালো করে সিল করে দিলো। হ্যারি দরজার দিকে দৌড়ে দৌড়ে যাবার সময় একটা টেবিলের সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেলো।

– কোলোপোরটাস!

ওরা সবাই মিলে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো দরজা খোলার জন্য। দরজাগুলো ভেঙে পড়ার মতো কট কট শব্দ হতে লাগলো। ঘরের ওপোরে উঠলে লুনার কান্না শুনতে পেলো।

– কোলো... আ আ আ আর ঘ...

হ্যারি তাকিয়ে দেখলো লুনা শূন্যে উড়ছে আর পাঁচজন ডেথইটারস ঘরে ঢুকেছে। লুনা ঠিক সময়ে সেই দরজাটা বন্ধ করতে পারেনি। উড়তে উড়তে ও একটা ডেস্কের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হারমিওনের মতো মাটিতে চিৎপটাং হয়ে পড়ে

জ্ঞান হারালো।

বেল্লাট্রিক্স বললো, আগে পটারকে ধরো। ও দৌড়ে হ্যারির কাছে পৌছতে চেষ্টা করলো। কিন্তু হ্যারিকে ধরতে পারলো না। ওরা জানে হ্যারির হাতে যতক্ষণ প্রফিসি আছে ততোক্ষণ ও নিরাপদে থাকবে।

রনের তখনও আগের মতো অবস্থা, হাসতে হাসতে হ্যারির কাছে গিয়ে বললো, হায় হ্যারি। মাতালের মতো টলতে টলতে হ্যারির কাছে দাঁড়ালো। দাঁত বার করে হাসতে হাসতে বললো– হে... হ্যারি এখানে ব্রেন আছে। হা হা হা ভূতুরে ব্যাপার নয় হ্যারি?

হ্যারি ধমকে উঠলো– নামো! নামো এখান থেকে।

কিন্তু রন তার আগেই সেই জলভর্তি গর্তে ওর দণ্ড তাক করেছে।

– সত্যি, হ্যারি ওগুলো ব্রেনের টুকরো, দেখো। অ্যাকিও ব্রেন!

হঠাৎ সবকিছু যেনো জমে বরফ হয়ে গেলো। হ্যারি, নেভিলে, জিনি আর প্রতিটি ডেথইটারসরা জলাধারের দিকে তাকালো। দেখলো, পুকুরের সবুজ জলে ভাসমান ব্রেনের টুকরোগুলো ছোটো ছোটো মাছের মতো হয়ে বাতাসে ভাসতে ভাসতে রনের দিকে এলো। তারপর পাতলা পাতলা রিবনের মতো হয়ে ফুর ফুর করে উড়তে লাগলো।

– হা হা হা হ্যারি, ওদিকে দেখো, উড়ন্ত রিবন দেখতে দেখতে রন বললো। হ্যারি এসো এসো, এদিকে এসে ওগুলো ধরো। বাজি ফেলছি ওগুলো ফুল নয়, বিরন নয়, ছোট ছোট মাছ।

রন, না!

হ্যারি জানে না রন যদি উড়ন্ত জিনিসগুলো স্পর্শ করে তাহলে কি হবে? তবে শুভ কিছু হবে না, সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। কিন্তু রন হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে একটা উড়ন্ত ব্রেন হ্যারি বাধা দেবার আগেই।

রনের হাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো রনের হাতে দড়ির মতো জড়িয়ে গেলো।

– রন, রন, তুমি কি করছো, থামো, থামো, রঙিন ফিতে বনে যাওয়া ব্রেনগুলো এবার ওর বুকে জড়াতে শুরু করলো। ও সেগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলো। তারপর ব্রেনগুলো অক্টোপাসের মতো হয়ে গেলো।

ডিফেন্ডো! হ্যারি জোরে জোরে বলে উঠলো। কিন্তু রনকে আরও জড়িয়ে ধরতে লাগলো ফিতেগুলো। রন পড়ে যাবার পরও রনের সমস্ত শরীরে জড়াতে লাগলো।

জিনি, রনের অবস্থা দেখে আঁতকে উঠে বললো, হ্যারি, হ্যারি ও দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে! হাঁটুর ব্যথার জন্য একচুলও নড়তে পারছে না। ঠিক সেই সময় একজন

ডেথইটারের দণ্ড থেকে লাল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে জিনির মুখে আঘাত করতেই ও জ্ঞান হারিয়ে একপাশে ঢলে পড়লো।

নেভিল বলে উঠলো স্টাবিফাই নেভিল, হারমিওনের জাদুদণ্ডটা নিয়ে চতুর্দিকে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসা ডেথইটারসদের বলতে লাগলো, স্টাবিফাই, স্টাবিফাই!

কিন্তু কিছুই ও করে উঠতে পারলো না।

একজন ডেথইটার নেভিলের দিকে স্টানিং স্পেল ছুঁড়লো। স্পেল ওর গায়ে লাগলো না। হ্যারি আর নেভিল, ছ'জনের মধ্যে মাত্র দু'জনে ডেথইটারসদের আক্রমণের পর আক্রমণ রুখতে লাগলো। স্রোতের মতো রূপালী তীর ওদের আক্রমণ করে যেতে লাগলো। সেগুলো ওদের দু'জনের গায়ে না লেগে দেয়ালে বিদ্ধ হয়ে দেয়াল গর্ত হতে লাগলো। বেল্লাট্রিক্স মরিয়া হয়ে হ্যারিকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। হ্যারি শক্ত করে প্রফিসিটা মুঠোর মধ্যে ধরে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ডেথইটারসদের পরাস্ত ওকে করতেই হবে।

প্রফিসি নষ্ট হয়ে যেতে পারে ওর হাত থেকে পড়ে, তাই ডেথইটারসরা ওকে বি-উইচ করতে চাইলো না।

হ্যারি একটা দরজা খোলা পেয়ে সেখান দিয়ে অন্য একটা ঘরে পা দিতেই ঘরের ফ্লোরটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ও পাথরের সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের ওপোর দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগলো। শেষে সেই গর্তের শেষে পড়ে গেলা, যেখানে ডায়াসের ওপোর আর্চওয়েটা ছিলো। হ্যারি সেই গর্তে শুয়ে ওপোরের দিকে তাকিয়ে দেখলো চেনা– অচেনা অনেক ডেথইটারসরা পিটের সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে আসছে। ও ডায়াসের দিকে এগোতে লাগলো। কিছুতেই ও ধরা দেবে না, ও ডায়াসে উঠে পিছন দিকে চলে গেলো।

ডেথইটারসরা ওকে ধরতে না পেরে নিচ থেকে ওরই মতো হাঁফাতে লাগলো। একজনের আঘাত লেগে প্রচুর রক্ত পড়তে লাগলো। ডলোহব বন্ডি-বাইন্ড কার্স থেকে নিজেকে মুক্ত করে, সোজা হ্যারির মুখের দিকে ওর জাদুদণ্ডটা তুললো।

লুসিয়াস ম্যালফয় মুখ থেকে মুখোশ টেনে খুলে হ্যারিকে বললো, হ্যারি তোমার খেল খতম। ভালো চাইতো প্রফিসি'টা আমাকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো ছেলের মতো।

হ্যারি বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবো নিশ্চয়ই দেবো। তবে আপনার সাঙ্গোপাঙ্গদের এখান থেকে চলে যেতে বলুন।

বেশ কয়েকজন ডেথইটারস হেসে উঠলো।

লুসিয়াস ম্যালফয় বললেন, হ্যারি দর কষাকষির এখন সময় নেই। ম্যালফয়ের ফ্যাকাশে মুখটা আনন্দে যেনো ফেটে পড়ছে, দেখো এখন এখানে

আমরা দশজন আর তুমি মাত্র একা। ডাম্বলডোর তার স্কুলে কী তোমায় গুণতে শেখায়নি?

ও একা নয়! ওপোর থেকে একজন খুব জোরে বললেন, কে বলছে ও একা? এখনও ওর ঈশ্বর সহায়।

হ্যারির বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। নেভিল সিড়ির ধাপ ধরে নেমে আসছে ডেথ ইটারসদের দিকে, ওর কাঁপা কাঁপা হাতে ধরা রয়েছে হারমিওনের জাদুদণ্ড।

– নেভিল, নেভিল তুমি এদিকে এসো না, রনের কাছে যাও। হ্যারি ওর দিকে তাকিয়ে বললো।

– স্টাবিফাই নেভিল আবার চিৎকার করে বললো। ও জাদুদণ্ডটা তাক করলো প্রতিটি ডেথইটারের দিকে। স্টাবিফাই, স্টাবিফাই।

একজন লম্বাচওড়া ডেথইটার নেভিলের পেছন থেকে এসে ওকে ধরলো। নেভিলের গায়ে যতো শক্তি আছে তা দিয়ে হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। ওর হাত দুটো পেছনে ঘুরিয়ে চেপে ধরে বিশ্রীভাবে হাসতে লাগলো সেই ডেথইটারসটা।

লুসিয়াস ম্যালফয় খ্যাঁক খ্যাঁক করে বললেন– আরে লংগবটম না? তুমি নিশ্চয়ই জানো তোমার গ্র্যান্ডমাদার আমাদের শুভ কাজের জন্যে নিজের পরিবারের অনেককে খুইয়েছেন? তাই তোমার আমাদের হাতে মৃত্যু তাকে খুব একটা ব্যথিত করবে না।

– লং বটম? বেলাট্রিক্সের সারা মুখে শয়তানী হাসি; তুমি নিশ্চয়ই জানো, কেন তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে আমার দেখা করার ভাগ্যে হয়েছিলো, দুষ্টু ছেলে!

– আমি সে কথা জানি! নেভিল হুংকার দিয়ে উঠলো। নেভিল ডেথইটারসদের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য ভীষণভাবে লড়তে লাগলো। বজ্র আঁটুনি শিথিল হতে লাগলো, পাগলের মতো ও বলে উঠলো– তোমরা কেউ একে স্টান করো!

বেল্লাট্রিক্স বাধা দিলো– না না না। প্রথমে হ্যারি তারপর নেভিলের দিকে তাকালো, লড়তে দাও, দেখি কতক্ষণ লড়ে। তারপরই তো ও বাবা-মায়ের মতো মুখ থুবড়ে পড়বে। অবশ্য পটার যদি আমাদের প্রফিসিটা না দেয়।

নেভিল বললো, খবরদার হ্যারি ওটা শয়তানদের দেবে না। বেল্লাট্রিক্স ওকে যে ডেথইটার ধরেছিলো, একই সঙ্গে তাকে আর হ্যারিকে নিজের কাছে টেনে আনলো। তারপর হাতের জাদুদণ্ড তুলে ধরতেই নেভিলে আবার বললো, হ্যারি দেবে না, দেবে না বলছি ওদের।

বেল্লাট্রিক্স অকম্পিত গলায় বললো, ক্রুসিও!

নেভিল সঙ্গে সঙ্গে জোড়াপায়ে ডেথইটারের বুকে লাথি মারলো। সঙ্গে সঙ্গে ডেথইটার ওকে ছেড়ে দিতেই নেভিল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলো।

বেলাট্রিক্স হেসে বললো, ছোটো খাটো দাওয়াই।

নেভিলের আর্তনাদ থেমে গেলো, তারপরই বেলাট্রিক্সের পায়ের কাছে পড়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে লাগলো। বেল্লাট্রিক্স হ্যারির দিকে তাকিয়ে আমার কথা শোনো– হয় তুমি প্রফিসি আমার হাতে দাও। তা না দিলে তোমার বন্ধুকে আমার পায়ের কাছে শুয়ে মরে যেতে দাও।

হ্যারির কাছে তখন আর কোনো পথ খোলা নেই বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন নেই। প্রফিসিটা খুব সম্ভব ওর হাতের চাপে আরও উত্তপ্ত হয়ে গেছে। ও প্রফিসিটা এগিয়ে দিলো। ম্যালফয় প্রফিসিটা নেবার জন্য লাফিয়ে উঠলেন।

তারপরই অদ্ভুত এক ঘটনা। হ্যারি স্বপ্নেও ভাবেনি এমন ঘটনা ঘটবে।

ঘরের সবচেয়ে উঁচু থেকে দুটো দরজা শব্দ করে খুলে গেলো। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, সিরিয়স, লুপিন, মুডি, টোংকস আর কিংগসলে।

ম্যালফয় ফট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে জাদুদণ্ডটা তাক করলেন। কিন্তু তার আগেই টোংকস ওকে স্টানিং স্পেল ছুঁড়েছেন।

সেই স্পেল কাজ করলো কি করলো না হ্যারির দেখার অবকাশ নেই।

হ্যারি ডাইভ দিয়ে ডায়াস থেকে নেমে পড়লো। অর্ডার অফ ফনিক্সের উচ্চ পর্যায়েল সদস্যদের দেখে ডেথইটারসরা হকচকিয়ে গেছে। ওরা সকলেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মতো ডেথইটারসদের দিকে স্পেল ছুঁড়তে শুরু করলেন। ওরা সেই পিটের সিঁড়ির ধাপ থেকে একের পর এক পিটের তলায় পড়ে যেতে লাগলো। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে পড়ে থাকা ডেথইটারসদের দেহ আর মাঝে মাঝে তীব্র আলোর ঝলকে হ্যারি দেখলো নেভিল হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। ও আবার একটা লাল আলো থেকে গোঁতা মেরে বেরিয়ে নেভিলের কাছে পড়লো।

– তুমি ভালো আছো নেভিল? ওদের মাথার ওপোর দিয়ে আরও এক ঝলক স্পেল উড়ে গেলো।

– হ্যাঁ, নেভিল অতি কষ্টে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো।

– রন কোথায়, কেমন আছে?

– মনে হয় ভালই আছে। শেষ দেখেছি ওকে সেই ছোট ছোট ব্রেনের সঙ্গে লড়াই করতে।

ওদের দু'জনের মাঝে পাথরের ফ্লোর একটা স্পেল লেগে দারুণ শব্দ করে ফেটে গেলো। একটা বাক্সের (ক্র্যাটার) ওপোর মাত্র এক সেকেন্ড আগে নেভিলের হাত রাখা ছিলো। সেটা ভেঙে চৌচির হয়ে যেতেই তার ভেতর থেকে একটা মোটা হাত বেরিয়ে এলো। হাতটা হ্যারির গলা ধরে সোজা তুলে ধরলো।

ওর কানের কাছে কে যেনো মুখ এনে বললো, দাও দাও, আমার হাতে প্রফিসিটা দাও।

মোটা হাতের ডেথইটার এতো জোরে ওর গলাটিপে ধরে তুলে রেখেছে যে হ্যারি নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। ও আধবন্ধ চোখে দেখলো সিরিয়স, টোংকস, কিংগসলে, ডেথইটারস ও বেল্লাট্রিক্সের সঙ্গে ভয়ার্তভাবে লড়ে যাচ্ছেন। কারও কী চোখে পড়ছে না হ্যারি আর একটু পরে হয়তো দমবন্ধ হয়ে মরে যাবে? সেই মোটা হাতটা হ্যারির হাত থেকে প্রফিসিটা নেবার জন্য হ্যারির গলা আরও জোরে চেপে ধরলো।

'আরঘ' নেভিল কিন্তু হারমিওনের দণ্ডটা হাতে নিয়ে স্পেলটা স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারলো না। তাই কোনও কাজ হতে না দেখে সোজা দণ্ডটা ডেথইটারের মুখোশে ঢাকা একটা চোখে প্যাঁট করে বিঁধিয়ে দিলো। ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চোখে হাত দিতে গিয়ে হ্যারিকে ছেড়ে দিলো। হ্যারি চট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডেথইটারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে বললো 'স্টুপিফাই'!

হ্যারি ওর দিকে তাকালো, ও পিছন দিকে ঘুরে পড়তেই ওর মুখোশ খুলে গেলে হ্যারি দেখতে পেল সে ম্যাকনেয়র! ব্লাডবিককে হত্যা করতে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। ও রক্তাক্ত চোখটা চেপে ধরলো এক হাতে।

হ্যারি নেভিলকে বললো- ধন্যবাদ নেভিল।

পাশেই সিরিয়স একজন ডেথকিলারের সঙ্গে মারাত্মকভাবে তখন লড়াই করে চলেছেন। হ্যারির পা একটা গোল মতো চাকার ওপোর পড়তেই ও পিছলে পড়ে গেলো। প্রথমে মনে হলো ওর হাত থেকে প্রফিসিটা পড়ে গেছে। পর মুহূর্তে দেখলো মুডি ম্যাজিক্যার আই দিয়ে সেটা খুঁজছেন।

সেই ফাঁকে ডলোভব রক্তাপ্লুত হ্যারি আর নেভিলের ওপোর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওর লম্বা মুখটা বেঁকে গেলো শয়তানী হাসি আর আনন্দে।

ডলোভব হাত তুলে বললো, অ্যাকিও প্রফ।

সিরিয়স ছুটে এসে ডলোভবকে ধরে ছুঁড়ে ফেললেন। প্রফিসিটা উড়তে উড়তে হ্যারির আঙ্গুলে লাগতেই হ্যারি ওটাকে ভালো করে চেপে ধরলো।

ডলোভব আবার দণ্ড উঠালো। হ্যারি ওকে দণ্ড হাতে দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললো, পেট্রিফিকাস টোটালাস।

ডলোভবের হাত-পা এক সঙ্গে জড়িয়ে গেল আর মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

– চমৎকার, চমৎকার, সিরিয়স বললেন। ঠিক সেই সময় স্টানিং স্পেল ওর দিকে ছুটে আসতে দেখে সিরিয়স ওর ঘাড়টা ধরে মাথাটা নুইয়ে দিলেন। এখন তুমি এখান থেকে চলে যেতে পারো, সিরিযস বললেন।

আবার ওরা মাথা নুইয়ে নিলো, তীব্র এক সবুজ আলো প্রবলভাবে সিরিয়সের

মাথায় আঘাত করতেই সিরিয়স পড়ে গেলেন। যে ঘরে হ্যারি ছিলো সেখান থেকে দেখলো টোংকস পাথরের সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ছেন। বেল্লাট্রিক্স লাফাতে লাফাতে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর ও দেখলো কিংগসলে মুখোশবিহীন গালে বসন্ত দাগ ওয়ালা রুকউডের সঙ্গে লড়ছেন। আবার এক সবুজ আলোর রশ্মি ওর মাথার ওপোর দিয়ে চলে গেলে ও নেভিলের দিকে তাকালো।

– তুমি দাঁড়াতে পারবে?

– আমার কাঁধটা একটু ধরো, আমি উঠে দাঁড়াই।

নেভিল সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, পা দুটো লট লট করছে। সেই সময়ে কে তখন বললো, পটার, পটার শেষবার বলছি প্রফিসিটা ভালো চাওতো আমার হাতে দাও।

হ্যারি তখন সেই গোল কাঁচের বলটা শক্ত করে এক হাতে ধরে আছে, অন্য হাতে নেভিলকে।

হ্যারি সোজা তাকিয়ে দেখলো লুসিয়াস ম্যালফয় হাত বাড়িয়ে রয়েছেন। দণ্ডটা ওর বুকে চেপে ধরেছেন।

– না না দেবো না, প্রাণ থাকতে দেবো না। নেভিলে তুমি এটা ধরো, হ্যারি প্রফিসিটা নেভিলের দিকে ছুঁড়ে দিলো। ম্যালফয় এক মুহূর্ত দেরি না করে নেভিলের দিকে দণ্ড তাক করলেন। তখন হ্যারি পেয়ে গেছে নিজস্ব দণ্ড। ইমপেডিমেন্টা!

হ্যারি দেখলো ডায়াসের যে অংশে সিরিয়স আর বেল্লাট্রিক্স দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করছেন সেখানে ম্যালফয় মুখ থুবড়ে পড়লেন। ম্যালফয় উঠে পড়ে আবার হ্যারি আর নেভিলের দিকে দণ্ড উঠালেন। লুপিন ঝাঁপ দিয়ে ওদের মাঝখানে দাঁড়ালেন।

বললেন, হ্যারি তুমি বাকিদের ধরো, কাবু করো যাও।

হ্যারি নেভিলকে টানতে টানতে নিয়ে চললো।

আবার স্পেল এসে দু'জনকে আঘাত করলো। দু'জনই পড়ে গেলো। নেভিলে চটপট প্রফিসিটা পকেটে রেখেদিলো।

হ্যারি, নেভিলের আলখেল্লাটা চেপে ধরে বললো, দেরি নয় চলো আস্তে আস্তে। চেষ্টা করো হাঁটতে। টানবার সময় নেভিলের আলখেল্লাটা ছিঁড়ে যেতেই পকেট থেকে প্রফিসিটা মাটিতে পড়ে গেলো। অন্য কেউ সেটা ছোঁবার আগেই নেভিল পা দিয়ে সেটা ঠেলে দিতেই উড়তে উড়তে প্রায় দশ ফিট দূরে পাথরের একটা ধাপে লেগে ফেটে গেল। স্তম্ভিত হয়ে ওরা সেই ভগ্ন প্রফিসির দিকে তাকাতেই একজন মানুষের মূর্তি, অতি শুভ্র মুক্তোর মতো উজ্জ্বল তার গায়ের বর্ণ, বড়ো বড়ো তার দুই চোখ ভেসে উঠলো। ওরা ছাড়া আর কেউ তাকে দেখেনি। হ্যারি দেখলো সেই মানুষটির মুখ নড়ছে কিছু বলতে চাইছেন। চতুর্দিকে আর্তনাদ,

কান্না, হুড়োহুড়ি সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক কিম্ভূত শব্দ! সেই শব্দ ভেদ করে প্রফিসর কথা কারও কর্ণ কুহরে প্রবেশ করলো না। সেই মানুষটি কথা বন্ধ করে একটু একটু করে শূন্যে অবলুপ্ত হয়ে গেলেন।

নেভিল কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো, আমায় তুমি ক্ষমা করো হ্যারি। আমার হাত থেকে ওটা...। আমার কোনও দোষ নেই হ্যারি।

হ্যারি বললো, তাতে কিছু আসে যাবে না, তুমি এখন মনের জোরে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। এখান থেকে আমরা অন্যত্র যাই।

নেভিল চোখ বড়ো বড়ো করে বললো, ডাম্বলডোর!

নেভিল যেদিকে ডাম্বলডোরের নাম বললো, হ্যারি সেদিকে তাকালো।

– কি বলছো, তুমি? ডাম্বলডোর?

হ্যারি দেখলো খোলা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডাম্বলডোর। তারই সঙ্গে লাগোয়া সেই ব্রেনরুম। তার হাতের জাদুদণ্ড ওপোরে ওঠানো রয়েছে, মুখটা সাদা; কিন্তু অসম্ভব ক্রোধোন্মক্ত। হ্যারির সমস্ত শরীরের প্রতিটি অনু-পরমানুতে, যেনো তড়িৎ প্রবাহ ফেলে গেল, তাহলে আমরা সবাই বেঁচে আছি!

ডাম্বলডোর অতি দ্রুত নেভিল আর হ্যারির কাছে এলেন। ওদের আর পালাবার আকাঙ্খা নেই। ডেথইটারসদের ডাম্বলডোরকে দেখে মুখ শুকিয়ে গেলো, ওরা বুঝতে পারলো যিনি এসেছেন তার কাছ থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই। একজন ডেথইটার বাঁদরের মতো সিঁড়ি দিয়ে লাফিযে পালাতে গেলে ডাম্বলডোরের স্পেল ওকে টেনে নামিয়ে দিলো। যেনো ওকে অদৃশ্য এক সুতো দিয়ে টেনে আনলেন তিনি।

তখনও লড়াই চলছিলো। ওদের ডাম্বলডোরের দিকে চোখ পড়েনি। হ্যারি দেখলো বেল্লাট্রিক্স ওর দণ্ড দিয়ে সিরিয়সের দিকে লাল রশ্মি ক্ষেপণ করার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়স মাথা নুইয়ে দিলেন পুকুরের জলের হাঁসের মতো। বেল্লাট্রিক্স বিশ্রীভাবে হেসে বললো, এসো এসো শুনেছি তুমি আমার চেয়ে ভালো স্পেল করতে পারো! কথাটা বলার পর বেল্লাট্রিক্স দমকে দমকে হেসে উঠলো শয়তানীর মতো। ওর হাসি সেই গুহার ঘরে বার বার প্রতিধ্বণিত হতে লাগল বিকটভাবে।

ওর দ্বিতীয় লাল স্পেল সিরিয়সের বুকে সোজা আঘাত করলো। তখনও তার মুখ থেকে হাসি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি, কিন্তু তার চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে গেল সেই স্পেলের আঘাতে।

হ্যারি জানে নেভিলের আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। ও আবার সিড়ির ওপোর লাফিয়ে পড়ে হাতের দণ্ডটা তুললো। ডাম্বলডোরও ডায়াসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মনে হলো সিরিয়সের সাদা দেহটা আঘাত খেয়ে বেঁকে গিয়েছে কিন্তু পরাজিত

সৈনিকের মতো নয়। ডায়াসের চারধারে ঝোলানো পর্দায় পিঠ লাগিয়ে সিরিয়স পড়ে গেলেন।

হ্যারি ভয় মিশ্রিত আকুল নয়নে দেখলো ওর গডফাদারের শান্ত সুন্দর মুখটি একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে তারপর ধীরে ধীরে সেই অতীতের পর্দা ঢাকা আর্চওয়ের ভেতরে ঢুকে গেলেন, অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর্চওয়ের পর্দাটা তার সঙ্গে পৎপৎ করতে লাগলো। দেখে মনে হলো বিরাট এক ঝড় এসে পর্দাটা যেনো লণ্ডভণ্ড করে দিতে চাইছে।

হ্যারি ঠিক সেই সময়ে শুনতে পেলো বেল্লাট্রিক্স লেস্টর‍্যাঞ্জের পৈশচিক যুদ্ধ জয়ের হাসি। হ্যারি ভেবেছিলো ওর প্রিয় সিরিয়স পর্দা সরিয়ে আবার হাসি মুখে এসে দাঁড়াবেন যেকোনও মুহূর্তে। ও তারই প্রতিক্ষা করতে লাগলো।

কিন্তু আর সিরিয়স ফিরে এলেন না।

হ্যারি উচ্চস্বরে আকুলভাবে ডাকলো, সিরিয়স... সিরিয়স!

ও তরতর করে ওপোরে উঠে এলো। পরিশ্রম আর উত্তেজনায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো। সিরিয়স আছেন, পর্দার পেছনে লুকিয়ে আছেন, হ্যারি ওকে আবার বাইরে নিয়ে আসবে, কেউ ওকে বাধা দিতে পারবে না।

ডায়াসের ওপোর উঠে পর্দার কাছে যেতেই লুপিন হ্যারিকে ধরে ফেললেন।

– আর কিছু করার নেই হ্যারি, লুপিনের গলার স্বর দুঃখের।

– না না সিরিয়সকে ডেকে নিয়ে আসুন, ওকে বাঁচান। হ্যারি পাগলের মতো বলে উঠলো।

– অনেক দেরি হয়ে গেছে হ্যারি, সিরিয়স আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

হ্যারি, লুপিনের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য সজোরে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো; কিন্তু লুপিন ওকে চেপে ধরে রইলেন।

হ্যারি আমাদের আর কিছু করার নেই। ও মারা গেছে, আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, লুপিন আবার একই কথা বললেন।

ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়

দ্য ওনলি ওয়ান হি এভার ফিয়ার্ড

হ্যারি উঁচু গলায় বললো– না, তিনি আছেন।

হ্যারি বিশ্বাস করতে পারছে না সিরিয়স নেই– কোনদিনই বিশ্বাস করবে না। তাই ও লুপিনের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে চললো। লুপিন বুঝতে পারছে না, পর্দার আড়ালে লুকিয়ে কেউ আছে, হ্যারি তাদের ফিস ফিস শব্দ শুনতে পেল। ও লুপিনের হাত ছাড়িয়ে প্রথম পর্দা ঢাকা ঘরে ঢুকলো, সিরিয়স নিশ্চয়ই কোথাও আত্মগোপন করে রয়েছেন।

– সিরিয়স ও চিৎকার করে উঠলো, সিরিয়স!

– ও আর ফিরে আসবে না হ্যারি, লুপিন বললেন। বলতে গিয়ে লুপিনের গলা কেঁপে কেঁপে উঠলো। ও আসবে না, সিরিয়স নেই, মৃত।

হ্যারি আকাশ ফাটানো গলায় বললো– না সিরিয়স মৃত নয়!

ঘরের বাইরে তখনও ও শুনছে একের পর এক স্পেলের শব্দ, প্রচণ্ড শব্দ। উড়ন্ত কার্সের দিকে তার ধ্যান নেই, তাতে কিছুও যায় আসে না। ও চায় লুপিন ভান ছেড়ে সত্যি কথাটা বলবেন। ওর মন বলছে ঘরের এক কোণে সিরিয়স লুকিয়ে আছেন। ওর আর্ত ডাকে কী সাড়া না দিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেন? যেকোনো মুহূর্তে ওর সামনে এসে দাঁড়াবেন, মাথার বড়ো বড়ো চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। কেমন করে লড়াই থেকে সরে দাঁড়াবেন?

লুপিন, হ্যারিকে ডায়াস থেকে টেনে আনলেন। হ্যারি তখনও এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে পর্দা ঢাক আর্চওয়ের দিকে। ও সিরিয়সের ওপোর দারুণ রেগে গেছে ওকে অযথা অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য।

কিন্তু লুপিনের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, কই সিরিয়সতো কখনো, কোনোদিন

ওকে দাঁড় করিয়ে রাখেননি। একবার ডাকলে, খবর পাঠালে চলে এসছেন,তাহলে কী লুপিনের কথা সত্য? তা হলে কী সিরিয়স সত্যি নেই, আর আসবেন না?

ওদিকে ডাম্বলডোর বেশিরভাগ ডেথইটারসদের অদৃশ্য দড়িতে বেঁধে রেখেছেন। ওরা এক ইঞ্চিও নড়তে চড়তে পারছে না। ম্যাড আই মুডী লড়াই করে চলেছেন। ডায়াসের অন্য ধারে তখনও লড়াই চলেছে। কিংগসলে সিরিয়সের জায়গায় বেল্লাট্রিক্সের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছেন।

হ্যারি?

নেভিল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসে হ্যারির পাশে দাঁড়ালো। হ্যারি আর লুপিনের সঙ্গে ধ্বস্তা ধ্বস্তি করতে চায় না। লুপিনের মুখ ওর জীবনের মর্মান্তিক খবরটা মেনে নিয়েছে। লুপিন কিন্তু হ্যারির হাত ছাড়েননি। আশঙ্কা করছেন যেকোনও মুহূর্তে হ্যারি আবার চলে যেতে পারে পরদা ঢাকা ঘরে।

নেভিলে বললো, হ্যারি আমি দুঃখিত! ভাবতেই পারছি না তোমার বন্ধু, আমাদের সকলের বন্ধু সিরিয়স ব্ল্যাক আর নেই।

হ্যারি মাথাটা নাড়ালো।

লুপিন খুব ধীর স্থির ভাবে নেভিলকে বললেন, এদিকে এসো।

নেভিলের পায়ে জাদুদণ্ড ছুঁইয়ে বললেন, 'ফাইনাইট'। সে স্পেলে নেভিলের হাঁটা-চলা আর বন্ধ রইলো না। নেভিল স্বাভাবিকভাবে মাটিতে পা রাখতে পারলো। লুপিনের মুখ অতিবিষণ্ন; বললেন, চলো তোমাদের বন্ধুদের খোঁজ করা যাক। তারা সব কোথায় আছে বলতে পারো নেভিল?

লুপিন যতো তাড়াতাড়ি পারেন ঘরটা ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে তার মনে।

নেভিল বললো– ওরা সবাই ভালো আছে। রনের ব্রেনে যে অ্যাটাক হয়েছিলো সেটাও ভালো হয়ে গেছে। তবে হারমিওন তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি।

ওরা সেই সময় ডায়াসের পেছনে ভীষণ এক শব্দ শুনতে পেলো। হ্যারি দেখলো কিংগসলে মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বেল্লাট্রিক্স, কিংগসলে আহত করার পর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ডাম্বলডোরের দিকে ছুটে গেলো। ডাম্বলডোর ওর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। ওর দিকে একটা স্পেল ছুঁড়লেন; কিন্তু বেলাট্রিক্স সেই স্পেলটাকে অন্যদিকে সরিয়ে দিলো। তখন ও সিড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল।

– হ্যারি, হ্যারি শোনো! যেও না বলছি, লুপিন হাত ছাড়িয়ে যাওয়া হ্যারিকে ধাওয়া করলেন।

হ্যারি ভীষণভাবে চিৎকার করতে করতে বললো, ও মেরে ফেলেছে, বেল্লাট্রিক্স সিরিয়সকে মেরে ফেলেছে! আমি ওকে মেরে ফেলবো।

হ্যারি সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে ওপোরে উঠতে লাগলো। ও কারও কথা শুনতে চাইছে না। ও বেল্লাট্রিক্সের রোবসের পায়ের কাছের অংশ দেখতে পেলো। ওরা যে পুকুরে ব্রেন ভেসে বেড়াচ্ছিলো সেখানে ঢুকলো।

বেল্লাট্রিক্স পুকুরের ভাসমান ব্রেনের দিকে পেছন ফিরে কার্স ছুঁড়লো। পুকুরটা ওপরে উঠে আসতেই হ্যারি জলে ডুবে গেলো। পোসান মিশ্রিত জলে অতি উৎকট গন্ধ। ব্রেনগুলো ওর সর্বাঙ্গে আঠার মতো আটকে গেলো। রঙিন কিলবিলে নাড়িভুড়ির মতো জিনিসগুলো ওকে ছোটো ছোটো সরিসৃপের মতো জড়িয়ে ধরলো। হ্যারি জোরে জোরে বললো, 'উইংগার ডিয়াম লেভিওসা!' বলার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো ওকে ছেড়ে দিয়ে আবার বাতাসে ভাসতে লাগলো। ও টপকাতে টপকাতে পাশের ঘরে লুনার কাছে পৌঁছলো। লুনা তখনও মেঝেতে শুয়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। জিনির কাছে গেলে জিনি বললো, হ্যারি সব খবর ভালো তো? তারপর গেলো রন আর হারমিওনের দিকে। হারমিওন তখনও অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। হ্যারি গোল ঘরের দরজাটা খুলে দেখলো বেল্লাট্রিক্স অন্য এক দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে গেলেই লম্বা করিডোর, তারপর লিফট!

হ্যারি ওকে ধরবার চেষ্টা করলো; কিন্তু দরজার কাছে ও পৌঁছবার আগেই বেল্লাট্রিক্স বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো। ঘরের দেয়ালটা তখন ঘুরে চলেছে। আবার দোদুল্যমান ঝাড় লণ্ঠনের মোমবাতির নীল আলো ওকে ঘিরে ধরলো।

দেওয়ালের ঘূর্ণন থেমে গেলে হ্যারি পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ঘরময় ঘুরতে লাগলো, দরজা, দরজাটা কোথায়? ঘরের দরজা বোধহয় ওর প্রশ্নের অপেক্ষায় ছিলো। ঠিক ওর পেছনের দিকে একটা দরজার কপাট খুলে গেলো। সামনেই ও দেখতে পেলো করিডর, করিডরের শেষ প্রান্ত লিফটের দরজা। করিডোরে টর্চ জ্বলছে; কিন্তু জনমানবহীন। হ্যারি দৌড়োলো।

ঠিক সেই সময় ওর কানে এলো লিফটের শব্দ! ও লিফটের মুখে দাঁড়িয়ে লিফটের জন্য বোতাম টিপলো। শুনতে পেলো লিফটের ওপোর থেকে নিচে নামার শব্দ। লিফট দাঁড়াতেই গ্রিল খুলে গেলো। হ্যারি ভেতরে ঢুকে অ্যাট্রিয়ম লেখা বোতামটা বার বার টিপে যেতে লাগলো। দরজা বন্ধ হলেই লিফ্‌ট উপরে উঠতে লাগলো। লিফট থামলে গ্রিল সম্পূর্ণভাবে খোলার আগেই ও লাফিয়ে বাইরে দাঁড়ালো। এধার ওধার তাকালো, বেল্লাট্রিক্সকে দেখার জন্য। বেল্লাট্রিক্স তখন হলের অন্য-এক প্রান্তে টেলিফোন লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। বেল্লাট্রিক্স ওর পায়ের শব্দ শুনে পেছন ফিরলো। একটুও সময় নষ্ট না করে ওকে লক্ষ্য করে আরও একটা স্পেল ছুঁড়লো। মাথায় লাগার আগেই হ্যারি মথাটা নিচু করে ম্যাজিক্যাল বিদ্রেনের (ফোয়ারা) পেছনে লুকোলো। বেল্লাট্রিক্সের স্পেল ওর গায়ে স্পর্শ না

করে আট্রিয়ামের অন্য ধারে ছিটকে কারুকার্য করা সোনার গেটে লাগতেই টুং টাং ঘন্টা বেজে উঠলো। কোনও পদশব্দ হ্যারির কানে এলা না। বেল্লাট্রিক্স তখন দৌড়ানো থামিয়েছে। স্ট্যাচুর পেছনে দাঁড়িয়ে ও কানখাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলো।

বেল্লাট্রিক্স বাচ্চা মেয়েদের মতো গলায় আধো আধো করে বললো– এসো এসো, এদিকে এসো আমার ছোট্টহ্যারি! হলের পালিশ করা কাঠের ফ্লোরে প্রতিধ্বণিত হতে লাগলো ওর ইচ্ছাকৃত আধো আধো গলার স্বর। যদি না আসো তাহলে আমার পিছু পিছু এসেছো কেনো? আমি ভেবেছিলাম আমার কাজিনকে (সিরিয়স) হত্যা করেছি বলে তুমি প্রতিশোধ নিতে এসেছো!

– হ্যা এসেছি, হ্যারি চিৎকার করে উঠলো। প্রায় বারোটা হ্যারির গলা নকল করে ভূতুড়ে গলা একই সঙ্গে বললো, আমি এসেছি, আমি এসেছি, আমি এসেছি।

– আহাহা! লিটল পটার, তুমি কী সিরিয়সকে ভালোবাসতে?

অভূতপূর্ব এক ঘৃণায় হ্যারির মন পূর্ণ হয়ে গেলো। ও ফোয়ারার পেছন থেকে চলে এসে বললো, ক্রুসিও!

নেভিলের মতো বেল্লাট্রিক্স কাতরে উঠলো যন্ত্রণায়। আবার ও সোনার ফোয়ারার দিকে এগিয়ে গেলো। ওর বিরোধী স্পেল সুন্দর জাদুকরদের মূর্তির মুণ্ডুতে লাগলো। সেটা উড়ে গিয়ে কুড়ি ফিট দূরে পড়লো। ছিটকে পড়ার সময় কাঠের ফ্লোরে লম্বা লম্বা কাটা দাগ পড়ে গেলো।

– খোকাবাবু, এর আগে কখনও অক্ষমণীয় কার্স (আফরগেটেবল কার্স) প্রয়োগ করেছো, বলো করেছো? বেল্লাট্রিক্স ব্যাঙ্গ করে বললো। এখন ওর গলা বাচ্চা মেয়ের মতো নয়, তোমার জানা দরকার পটার। তুমি কী আনন্দ উপভোগের জন্য যন্ত্রণা- ব্যথা- বেদনা চাও? তোমার রাগ আমাকে বেশি সময় বিব্রত করতে পারবে না। কেমন করে ওই কার্স তোমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য প্রয়োগ করছি দেখো, করি? তোমাকে তাহলে উচিৎ শিক্ষা দিই?

হ্যারি তখন ফোয়ারার চারধারে ঘুরছিলো। তখন বেল্লাট্রিক্স ক্ষিপ্ত স্বরে বললো, ক্রুসিও! ও আবার একটা সেনট্যারের হাতের ওপোর পড়ে গেলো– সেনট্যারের হাতের ধনুকটা নিয়ে ফোয়ারার সামনে লুটিয়ে পড়লো। ওর খুব কাছেই পড়ে রয়েছে উড়ে যাওয়া জাদুকর মূর্তির মুণ্ডুটা।

বেল্লাট্রিক্স দম্ভ করে চিৎকার করে উঠলো, শোনো পটার তোমার এই জীবনে আমাকে তুমি পরাজিত করতে পারবে না।

হারি দেখলো উন্মাদের মতো বেলাট্রিক্স ওর দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। ও কোনো রকমে উঠে মূর্তিটার পেছনে দাঁড়ালো। ও ধরে রইলো সেনট্যারের মূর্তির পা, মাথাটা এলফের মূর্তি থেকে সামান্য ওপোরে।

– জেনে রেখো হ্যারি, আমি ডার্কলর্ডের সবচেয়ে বিশ্বাসী ভৃত্য ছিলাম ও

এখনও আছি। আমি ডার্কলর্ডের কাছ থেকে শিখেছি। আমি এমন স্পেল ছুঁড়বো তার শক্তি, বুঝেছো পুঁচকে ছেলেটি, অন্য কোনও স্পেলের সঙ্গে তুলনা করতে পারবে না।

হ্যারি চিৎকার করে উঠলো, স্টুপিফাই! মুণ্ডুহীন জাদুকরের পাশে গবলিনের মূর্তির আড়ালে দাঁড়ালো হ্যারি। বেলাট্রিক্স এগিয়ে গেলো ফোয়ারার কাছে। এতো দ্রুত যে হ্যারি মাথা হেট করার সময় পেলো না।

– প্রোটেগো!

আলোর রশ্মির ধারা ও নিজস্ব 'স্পেল' ঘুরে ফিরে এলো নিজেরই কাছে। হ্যারি ফোয়ারার দিকে পিছু হাঁটতে গেলে একটা গবলিনের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো। ধাক্কাতে গরলিনের মূর্তির একটা কান ভেঙে পড়ে ঘরময় উড়তে লাগলো।

বেল্লাট্রিক্স বললো– পটার এবার তোমায় শেষ সুযোগ দিচ্ছি। প্রফিসিটা আমাকে দাও– ওটা আমার দিকে ছুঁড়ে দাও। যদি দাও তো তোমার প্রাণ নেবো না।

ওটাতো নেই, হ্যারি গর্জন করে বললো। ব্যাথা- বেদনা- জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হলো ওর কপালে, কাটা দাগে। ও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলো; সুন্দর, ওটা আমার কাছে নেই, তাও তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইছো! হেসে উঠলো অসম্ভব জোরে। হাসিটা বেল্লাট্রিক্সের সঙ্গে যেনো পাল্লা দিলো।

– তোমার প্রিয় ভোল্ডেমর্টও জানেন ওটা আর নেই! তাই তোমার ওপোর তিনি মোটেই খুশি হবেন না, হবেন কী?

– কী বললে? তুমি কী বলতে চাইছো? বেল্লাট্রিক্স অসম্ভব রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললো। হ্যারি লক্ষ্য করলো হাসিটা বেল্লাট্রিক্সের এই প্রথম ভয় মিশ্রিত হাসি, আগের মতো পৈশাচিক হাসি নয়।

– নেভিলকে তোলার সময় ওটা ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেছে তা তুমি জানো না? ভোল্ডেমর্ট তোমায় ছেড়ে দেবেন বলতে চাও?

হ্যারি কাটা দাগে আবার চুলকানি আর জ্বালা শুরু হলো। যন্ত্রণাতে ওর দুচোখে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

– মিথ্যাবাদী! বেল্লাট্রিক্স পাগলের মতো চিৎকার করে বললো। কিন্তু বেল্লাট্রিক্সের চিৎকার আর রাগের সঙ্গে নিদারুণ এক ভয় লুকিয়ে রয়েছে হ্যারি বুঝতে পারলো, পটার ওটা তোমার কাছে আছে, এখন তোমাকে ওটা আমার হাতে দিতেই হবে। অ্যাকিও প্রফেসি! অ্যাকিও প্রফিসি!

হ্যারি হাসলো। হাসার মতলব বেল্লাট্রিক্সকে আরও উত্তেজিত করা, রাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু ওর মাথার তো যন্ত্রণা কমছে না। মনে হলো ব্যথায় ওর মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

ও এককান ওয়ালা গবলিনের আড়াল থেকে একটা শূন্য হাত দেখিয়েই, পরক্ষণেই হাতটা টেনে নিলো। তখন বেল্লাট্রিক্স স্রোতের মতো সবুজ আলো ওর দিকে পাঠাতে শুরু করেছে।

– নেই আমার কাছে, হ্যারি চিৎকার করে বললো, নেই, নেই ওটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। প্রফিসি ভাঙার পর একজন কিছু বলেছিলো, সে কথা কেউ শুনতে পায়নি, তোমার মালিককে কথাটা বলবে।

– না, তুমি মিথ্যে কথা বলছো, সত্য নয় মিথ্যে! আমি চেষ্টা করেছি প্রভু, আমাকে আপনি শাস্তি দেবেন না!

হ্যারি বললো, অযথা কাঁদবেন না! ব্যথায় ও ছটফট করতে লাগলো। ভোল্ডেমর্ট তোমার কাঁদুনি এখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন না।

– কে বললে শুনতে পাচ্ছি না, পটার? ঠাণ্ডা শির শিরে গলায় কে যেনো বলে উঠলো।

হ্যারি ওর চোখ খুললো; দেখলো ওর সামনে ভোল্ডেমর্ট। মুখটা তার বরফের মতো সাদা ধবধবে কঠোর লম্বা, রোগা, মাথা কালো কাপড়ে ঢাকা, লাল কোটরাগত চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। লর্ড ভোল্ডেমর্ট হলের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতের জাদুদণ্ড হ্যারির দিকে প্রসারিত ও বরফের মতো হয়ে গেছে, একচুলও নড়তে পারছে না।

– তো শেষ পর্যন্ত তুমি আমার প্রফিসি ভেঙ্গেছো? ভোল্ডেমর্ট তার নির্দয় লাল চোখে হ্যারির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন। না বেল্লা ও এক বর্ণও মিথ্যা বলছে না। আমি ওর মূল্যহীন মনের কথা ওর দৃষ্টি থেকে দেখতে পারছি। মাসের পর মাস প্রচেষ্টা, মাসের পর মাস নিজেকে তৈরি। আমার ডেথ ইটারসরা হ্যারি পটারকে দিয়ে আমার সবকিছু আবার ব্যর্থ করে দিয়েছে...।

– প্রভূ, আমি অতিশয় লজ্জিত, আমি প্রফিসির ব্যাপারে কিছুই জানি না, আমি অ্যানিমেগাস ব্ল্যাকের সঙ্গে লড়াই করছিলাম। বেলাট্রিক্স ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁড়তে বললো– প্রভূ আপনি তো সবই জানেন।

ভোল্ডেমর্ট নৃশংস সুরে বললেন, চুপ করো বেল্লা। আমি এক মুহূর্তে তোমার ব্যবস্থা করছি, তুমি কী মনে করো আমি ম্যাজিক মিনিস্ট্রিতে এসেছি তোমার হাস্যকর অপরাধ স্বীকার আর কৈফিয়ত শুনতে?

– কিন্তু প্রভূ ও এখানে আছে, নিচে আছে।

ভোল্ডেমর্ট সে কথায় কান দিলেন না।

ভোল্ডেমর্ট খুব আস্তে হ্যারিকে বললেন– তোমাকে আমার আর কিছু বলার নেই পটার। তুমি ক্রমাগত বিরক্ত করছো, অনেক দিন ধরে, 'অভাদা কেদাভরা'।

হ্যারি বাধা দিতে ওর মুখ খেলতে পারলো না। ওর মনের ভেতরটা ফাঁকা হয়ে

গেছে, ওর জাদুদণ্ড অকেজো হয়ে মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

মুণ্ডুহীন সোনার জাদুকর জীবন্ত হয়ে গেলো। ও হ্যারি আর ভোল্ডেমর্টের শূন্যস্থানে ফোয়ারা থেকে ঝাঁপ দিয়ে দাঁড়ালো। ভোল্ডেমর্টের স্পেল প্রায় ওর বুকে লাগার আগে জীবন্ত জাদুকরের মুণ্ডহীন মূর্তি ওকে বাঁচানোর জন্য দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালো।

– কে? কে তুমি? চিৎকার করে উঠলেন ভোল্ডেমর্ট।

শ্বাস ফেলে ফেলে মূর্তি বললেন, ডাম্বলডোর!

হ্যারি পিছন ফিরে তাকালো। বুকের ভেতরটা ধরাস ধরাস করতে লাগলো। দেখলো ডাম্বলডোর সোনার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ভোল্ডেমর্ট আবার তার জাদুদণ্ড তুললেন। একগুচ্ছ সবুজ আলো ডাম্বলডোরের দিকে বেগে এগিয়ে গেলো। ডাম্বলডোর পাশে সরে যেতেই সবুজ আলো ঘুরতে ঘুরতে তার আলখেল্লার (রোবের) একপাশ স্পর্শ করে উধাও হয়ে গেলো। পর মুহূর্তে ভোল্ডেমর্টের পেছনে ডাম্বলডোর দাঁড়ালেন, হাতের জাদুদণ্ডটা ফোয়ারার দিকে দোলালেন। ফোয়ারার আশেপাশে যতোগুলো মূর্তি ছিলো তারা সবাই জীবন্ত হয়ে গেলো। জাদুকরীর জীবন্ত মূর্তি বেল্লাট্রিক্সের দিকে এগিয়ে গেলো। বেল্লাট্রিক্স বৃথাই স্পেল ছুঁড়লো। তার স্পেল জাদুকরীর বুকে লাগার আগে কাঠের মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। সেনট্যার, হাউজ এলফ মিলিত হয়ে ভোল্ডেমর্টকে আক্রমণ করলো। প্রথমে তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তারপর আবার ফোয়ারার জলের পাশে দাঁড়ালেন। মুণ্ডুহীন মূর্তি হ্যারিকে ঠেলে সরিয়ে দিলো। ভোল্ডেমর্ট ডাম্বলডোরের দিকে আবার এগিয়ে গেলে সোনার সেনট্যার দু'জনের মাঝে দাঁড়ালো।

ডাম্বলডোর শান্ত স্বরে বললেন– টম (ভোল্ডেমর্টের নাম) আজ রাতে এখানে এসে খুবই মূর্খের মতো কাজ করেছো, এখনি আউররা এখানে এসে পড়বে।

– সেই অবকাশে আমি চলে যাবো, আর তোমার মৃত্যু হবে, কথাটা বলে ভোল্ডেমর্ট থুতু ফেললেন। ডাম্বলডোরের দিকে আরও একটি মৃত্যুবান ছুঁড়লেন, কিন্তু সেটা তার গায়ে না লেগে সিকিউরিটি গার্ডের ডেস্কে লেগে আগুন ধরে গেলো।

ডাম্বলডোর তার জাদুদণ্ড থেকে দারুন এক শক্তিশালী স্পেল ছুঁড়লেন। এতো বেশি শক্তিশালী যে হ্যারিপটার সোনার গর্তে আত্মগোপন করে থেকেও রেহাই পেলো না। সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠলো, মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেলো। ভোল্ডেমর্ট সেই শক্তিশালী স্পেলটা আটকাবার জন্য একট রুপোর শিল্ড ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে বুকের ওপোর রেখে প্রতিহত করলেন। যতোই সেই স্পেল শক্তিশালী হোক না কেন তার শিল্ডে খুব ছোট মতো এটা দাগ কাটলো। তখনও

হলটা থর থর করে কেঁপে যেতে লাগলো, হাজার কামান দাগার শব্দের মতো শব্দ লুপ্ত হলো না।

ভোল্ডেমর্ট শিল্ডটা বুকের কাছে রেখে বললেন, তুমি কী আমাকে মেরে ফেলতে চাইছো ডাম্বলডোর? ওর ছোটো ছোটো লাল চোখ দুটো মিট মিট করতে থাকলো। কথাটা শুনে ডাম্বলডোর শান্ত অতি শান্ত প্রশান্ত মুখ করে ধীর পদক্ষেপে ভোল্ডেমর্টের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন এমনভাবে যেনো পৃথিবীর কিছুতেই তিনি ভীত নয়। তাকে রুখতে সক্ষম হবে, যেনো এখনও কোনও শক্তিশালী মারণ অস্ত্র ব্যবহার করেননি। তখন ভোল্ডেমর্ট মুখ বেঁকিয়ে খনখনে গলায় বললেন– মৃত্যুর চেয়ে আর নগন্য কি হতে পারে ডাম্বলডোর। জানি টম, তোমার জীবন নিলেই আমার শান্তি হবে না, এটা আমি অস্বীকার করছি না।

হ্যারি আশ্চর্য হয়ে গেলো দু'জনের কথাবার্তা শুনে। এমনভাবে তারা কথাবার্তা বলছেন যেনো কিছুই হয়নি। সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার!

হ্যারি অ-সুরক্ষিত ডাম্বলডোরকে ভোল্ডেমর্টের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ভয় পেয়ে গেলো। ও চিৎকার করে ডাম্বলডোরকে সাবধান করে দিতে চাইলো কিন্তু মুণ্ডুহীন গার্ড ওকে ঠেলে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিলো।

ডাম্বলডোর বললেন– ভুল, তুমি ভুল করছো টম। তুমি বুঝতে চাওনি মৃত্যুর পর মানুষের শক্তি, দম্ভ, ক্ষমতা লাভের লোভ; সবকিছু শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই সহজ সরল সত্যটা তুমি বুঝতে চাইলে না এটাই তোমার চরম দুর্বলতা।

হ্যারি দেখলো রূপোলী শিল্ডের পেছন থেকে সবুজ আলোর রশ্মি স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে। আর এক-হাতওয়ালা সেনট্যার লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে ডাম্বলডোরের দিকে। ও এক মুহূর্ত দেরি না করে সেই স্পেলে সেনট্যারকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিলো। ডাম্বলডোর তখন তার হাতের জাদুদণ্ড যেনো একটা চাবুকে ঘোরাচ্ছেন এমনভাবে ঘোরাতে লাগলেন। দণ্ডের মুখ থেকে সরু সুতোর মতো রশ্মি বেরিয়ে এসে ভোল্ডেমর্টের আগাপাশতলা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলো। দেখে মনে হয় ডাম্বলডোর জয়লাভ করেছেন। কিন্তু সেই দড়িগুলো একটা প্রকাণ্ড সাপে রূপান্তরিত হয়ে ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে হিস হিস করতে লাগলো। তারপর সেই সাপটা ভোল্ডেমর্টকে মুক্ত করেদিলো। ভোল্ডেমর্ট আবার ডাম্বলডোরের মুখোমুখি হলেন।

ভোল্ডেমর্ট তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রয়ে গেলো ডাম্বলডোরের সামনে সেই বিরাট সাপ! ও ডাম্বলডোরকে ছোবল মারতে এগিয়ে এলো।

তারপরই আবার কানফাটানো এক শব্দ! ভোল্ডেমর্ট ফিরে এলেন। এবার ডাম্বলডোরের সামনে নয়, ফোয়ারার জলের ওপোর। একটু আগেই মূর্তিগুলো সেখানে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলো।

হ্যারি চিৎকার করে উঠলো, আবার ও ফিরে এসেছে। কিন্তু হ্যারি চিৎকার

করে সাবধান করার আগেই এক ঝলক সবুজ রশ্মি ভোল্ডেমর্টের জাদুদণ্ড থেকে বেরিয়ে এসে সাপটাকে আঘাত করলো।

ফকেস উড়তে উড়তে এসে ডাম্বলডোরের সামনে গোঁত্তা মারলো। মুখটা হাঁ করে সমস্ত সবুজ আলোটা গিলে ফেলতেই ওর সারা দেহে আগুন লেগে গেলো। তারপর ছোট্ট কুঞ্চিত ও উড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফকেস মেঝেতে পড়ে গেলো। সেই সময় ডাম্বলডোর তার লম্বা জাদুদণ্ড ঘোরাতে ঘোরাতে যে সাপটা তাকে দংশন করবার জন্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো আবার তাকে স্পর্শ করতেই সে শূন্যে উড়ে গেলো। তারপর কালো ধোঁয়ার অন্তরালে সিলিয়ে গেলো। তারপর ফোয়ারার জল একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে ভোল্ডেমর্টকে ডুবিয়ে দিলো। সেই স্বচ্ছ জলের মধ্যে ভোল্ডেমর্টকে দেখে হ্যারির মনে হলো একটা রেশমের গুটি গলিত কাঁচের ভেতর পড়ে রয়েছে।

ভোল্ডেমর্ট বাঁচার জন্য জলের ভেতর থেকে উঠে আসার জন্য আঁকুপাঁকু করতে লাগলেন। সবকিছু দু'হাতে ঠেলে দিতে লাগলেন। জল বাড়তে বাড়তে ফোয়ারা উপচে হলের মেঝে ভাসিয়ে দিলো।

প্রভূ! বেল্লাট্রিক্স আর্তনাদ করে উঠলো।

সব শেষ হয়ে গেছে! ভোল্ডেমর্ট পালাতে গিয়েও পারলেন না। হ্যারি সেই গার্ডের মূর্তির পিছন থেকে জীবনে প্রথম দেখলো ডাম্বলডোর যেন একটু শঙ্কিত হয়েছেন। ডাম্বলডোর বললেন, যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো হ্যারি।

হ্যারি বুঝতে পারে না ডাম্বলডোর কেন শঙ্কিত। হল বলতে গেলে শূন্য! ওরা দু'জন ছাড়া বেল্লাট্রিক্স মূর্তিগুলোর (জাদুকর) পিছনে আটকা পড়ে রয়েছে। ফেনেক্স ফকেস মেঝেতে পরে মৃদুমন্দ কণ্ঠে ডেকে চলেছে।

তারপর হ্যারির কপালের কাটা দাগ ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। ভাবলো ওর মৃত্যু হয়েছে। তীব্র অব্যক্ত যন্ত্রণার যেনো শেষ নেই।

একটা লাল চোখের জন্তু ওকে জড়িয়ে রেখেছে মোটা তারের মতো। নিজের শরীর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। এতো শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরেছে যে ব্যথায় সমস্ত শরীরটা টনটন করছে। পালাবার কোনও উপায় নেই।

সেই জন্তুটা হ্যারির মুখ দিয়ে তার কথা বললো, ভীষণ যন্ত্রণায় ওর চোয়াল দুটো নড়লো, ডাম্বলডোর আমাকে হত্যা করুন।

সেই জন্তু হ্যারির মুখ দিয়ে নিজের কথা বললো– ডাম্বলডোর মৃত্যু যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে হ্যারিকেও হত্যা করুন।

হ্যারি মনে মনে বললো– 'আমার এই তীব্র যন্ত্রণার অবসান হোক, আমাদের ও হত্যা করুক। ডাম্বলডোর এই যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাহলে আমি সিরিয়সকে আবার দেখতে পাবো। হ্যারির হৃদয় ভাবাবেগে পূর্ণ হতেই সেই

জন্তুর বাঁধন শিথিল হয়ে গেলো। যন্ত্রণা একটু একটু করে কমতে লাগলো। হ্যারি মেঝেতে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। চোখেতে ওর চশমা নেই। এতো ঠাণ্ডা, মনে হলো একটা বিরাট বরফের উপর শুয়ে রয়েছে, কাঠের মেঝেতে নয়। দারুণ শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

হলে অনেকের গলা ও শুনতে পাচ্ছে, অনেক অনেক বেশি লোকের কথাবার্তা। হ্যারি ধীরে ধীরে তাকালো। ঝাপসা ঝাপসা দেখলো ওর চশমাটা মুণ্ডুহীন মূর্তি যে ওকে গার্ড দিচ্ছিলো তার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে। সেই মূর্তিটা এখন জীবিত নয় পাথর হয়ে মেঝেতে উল্টে পড়ে রয়েছে। ও হাত বাড়িয়ে চশমাটা তুলে নিয়ে চোখে লাগিয়ে পরিস্কারভাবে দেখলো, মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর থেকে ডাম্বলডোর ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

– তুমি ভালো আছো তো হ্যারি? শান্ত, অতি মিষ্টি কণ্ঠস্বর। সেই স্বর অনেকদিন হ্যারি শোনেনি।

– হ্যাঁ। তখনও ও কাঁপছে, ভীষণভাবে থর থর করে কাঁপছে, মাথাটা ভালো করে তুলতে পারলো না। আমি কোথায়? কারা এতো কথা বলছে? কেন কথা বলছে?

অ্যাট্রিয়ম লোকে লোকারণ্য। অদূরে ফায়ার প্লেসের সবুজ আলো আবার পূর্ণত্যাজে জ্বলে উঠেছে। দেওয়াল তারই আলোতে ঝলমল করছে। ডাম্বলডোর সস্নেহে ওকে তুলে ধরলেন, হ্যারি সোজা হয়ে দাঁড়ালো। হ্যারি দেখলো ছোট ছোট সোনার মূর্তি গাবলিন আর এলফদের। কর্নেলিয়স ফাজ হতভম্ব চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

– একটু আগে ওকে আমি ওখানে দেখেছি। একজন টকটকে লাল রং-এর রোবস পরা লোক পনিটেল হলের একধারে স্তূপাকার করা সোনার কুচির দিকে তাকিয়ে বললো– আমি একটু আগেই ওকে ফাঁদ পাততে দেখেছি। মি. ফাজ আমি শপথ করে বলতে পারি ও ইউ- নো- হু ছাড়া আর কেউ নয়। ও একজন মহিলাকে ধরে পালিয়ে গেছে! (লোকটার অসংলগ্ন কথা বার্তা)

ফাজ বললেন, আমি জানি, আমি জানি, উইলিয়মসন, আমিও তাকে দেখেছি। ফাজের পরণে পাজামা গায়ে পিনস্ট্রিপস্ড ক্লোক। খুব হাফাচ্ছেন, মনে হয় দৌড়ে দৌড়ে হলে এসেছেন। মারলিনসের দাড়ি...(ক্ষুদ্র বাজপাখি) এখানে... এখানে মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে! হায় ঈশ্বর! কেমন করে এটা হলো, কেমন করে হলো?

– আপনি যদি নিচের তলায় ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজ-এ যান কর্নেলিয়স, ডাম্বলডোর বললেন। মুখ দেখে মনে হয় হ্যারিকে দাঁড়াতে দেখে, সুস্থ দেখে খুবই খুশি! অনেকেই প্রথম হ্যারিকে দেখলেন ওদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের জাদুদণ্ড উঁচু করলো। অন্যরা যেনো আনন্দে আত্মহারা, এলফ আর গবলিনের মূর্তিগুলো

হাততালি দিচ্ছে মনে হলো। ফাজ এতো জোরে লাফালেন যে, তার স্লিপার পরা পা হড়কে পরে গেলেন। আপনারা জেল পালানো ডেথ ইটারসদের ডেথ চেম্বারে দেখতে পাবেন, ওদের 'অ্যান্টি- ডিসঅ্যাপারেসান' জাদুতে বেঁধে রাখা হয়েছে। এখন তাদের নিয়ে কি করা হবে আপনার নির্ণয়ের অপেক্ষা!

ফাজ আগের মতোই হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন– ডাম্বলডোর আপনি? আ... আ... আপনি এখানে...?

কথাটা বলে ফাজ ওর সঙ্গে করে আসা আউররদের কি বলবেন; না বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন, ওকে গ্রেফতার করো।

ডাম্বলডোর বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, কর্নেলিয়স আমি আপনার লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত; কয়েক মিনিট আগে নিজের চেখে দেখে তার প্রমাণ পেয়েছেন। আমি আপনাকে গত এক বছর ধরে বলে চলেছি ভোল্ডেমর্ট আবার ফিরে এসেছে। গত বারো মাস ধরে আপনি কতগুলো অবাঞ্ছিত ধূর্ত লোকদের ওপোর আস্থা রেখে চলেছেন। এখন আপনার সুবুদ্ধির পথে আসার সময় হয়েছে!

– আমি, মানে আমি, ফাজ এধার-ওধার তাকালেন। আশা, কেউ যদি তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে, বলে দেয় অতঃপর কি করতে হবে। যখন তার সেই আশা ব্যর্থ হলো, ফাজ বললেন– ডলিশ, উইলিয়মসন তোমরা ডিপার্টমেন্টে যাও, দেখো কি হযেছে। হ্যাঁ ডাম্বলডোর, আপনি এক এক করে বলুন আসল ব্যাপারটা কি... কি হয়েছে?

ফাজ মেঝেতে পড়ে থাকা উগ্র জাদুকরদের মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ডাম্বলডোর বললেন, সবই আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো, তার আগে হ্যারিকে হোগওয়ার্টসে পাঠাতে হবে।

– হ্যারি, হ্যারি পটার?

ফাজ দূরে দাঁড়িয়ে হ্যারিকে দেখলেন। হ্যারি তখনও সেই ভগ্ন মূর্তি, যারা জীবন্ত হয়ে লড়াইয়ে সহায়তা করেছিলো, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলো। সেখান থেকে ও দেখেছে ভোল্ডেমর্ট আর ডাম্বলডোরের লড়াই।

– হ্যারি, হ্যারি পটার এখানে? কেন? কি কাজ করতে এখানে এসেছে শুনি? ফাজ হ্যারিকে চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে বললেন।

ডাম্বলডোর বললেন, সবই আপনাকে বিস্তারিত জানাবো। এখন হ্যারি স্কুলে ফিরে যাক।

ডাম্বলডোর ফোয়ারার কাছ থেকে যেখানে সোনার জাদুকরের ছিন্ন মুণ্ডুটা পড়েছিলো সেখানে গিয়ে মুণ্ডুটাকে জাদুদণ্ড স্পর্শ করে বললেন, পোর্টার্স! সেই ছিন্ন মুণ্ডুটা নীল বর্ণের হয়ে গিয়ে কাঠের মেঝেতে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে লাগলো। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপর স্থির হয়ে গেলো। ডাম্বলডোর মুণ্ডুটা হ্যারির কাছে নিয়ে

যাচ্ছেন তখন ফাজ বাধা দিয়ে বললেন– শুনুন ডাম্বলডোর, আপনার 'পোর্ট-কী' ব্যবহার করার অথরাইজেসন নেই। মিনিস্টার অফ ম্যাজিকের চোখের সামনে আপনি কখনই বে-আইনী কাজ করতে পারেন না। বলতে বলতে ফাজের কথা আটকে গেলো।

ডাম্বলডোর তার অর্ধচন্দ্র আকৃতি ঝুলে পড়া চশমা নাকে ঠিক করতে করতে বললেন, অ্যামব্রিজকে হোগওয়ার্টস থেকে অপসারণের আদেশ দিতে হবে আপনাকে। আপনার অউররদের বলবেন, তারা যেন 'কেয়ার অফ ম্যাজিক্যাল ক্রিচারের' শিক্ষকের বাড়ি তল্লাশি বন্ধ করে। তিনি যেনো আবার তার কাজে ফিরে আসতে পারেন।

ডাম্বলডোর পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সময় দেখে আবার বললেন, আর আধঘণ্টা মাত্র আমার হাতে সময় আছে, মনে হয় এই সময়ের মধ্যে যা যা ঘটেছে তা আপনাকে জানাতে পারবো। তারপর আমি স্কুলে ফিরে যাবো। আপনি যদি আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্য আশা করেন, আপনি অবশ্যই স্বাগত। চিঠিতে এড্রেস করবেন– হেডমাস্টার, তাহলেই পেয়ে যাবো।

ফাজ তোতলাতে লাগলেন, মুখ হাঁ, মাথার শুভ্র চুলের তলায় গোল মুখটা লাল হয়ে গেলো।

আ... আ... আপনাকে আমি...।

ডাম্বলডোর কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে হ্যারির দিকে তাকালেন।

সোনার মুণ্ডুটা স্পর্শ করলেন। হ্যারিও তার হাত ছোঁয়ালো। পোর্ট কী ঝড়ের মতো উড়তে উড়তে হোগার্টসে যাবে, পরে কি হবে জানে না।

ডাম্বলডোর বললেন, আধঘণ্টা পর আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

হ্যারির পোর্ট-কী চেপে স্থানান্তরে যাওয়া নতুন নয়। ওর পায়ের তলা থেকে চকচকে পালিশ করা কাঠের ফ্লোর সরে গেলো। দ্য আট্রিয়াম, ফাজ এবং ডাম্বলডোর সকলেই তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ও ভীষণ ঘূর্ণিঝড় আর নানারকম শব্দের মধ্য দিয়ে উড়ে চললো।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

দ্য লস্ট অব প্রফিসি

আকাশ থেকে হ্যারি পৃথিবীর বুকে পা রাখলো। ও পোর্ট-কী থেকে বেশ জোরে পড়েছে। হাঁটু ও গোড়ালিতে বেশ ব্যথা লেগেছে। ও পড়ার সঙ্গে জাদু করা সোনার মুণ্ডুটাও পড়েছে। সামান্য ভেঙে গেছে। ও তাকিয়ে দেখল হেডমাস্টার ডাম্বলডোরের অফিস রুমে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হেড মাস্টার ডাম্বলডোরের অনুপস্থিতে ঘরের অনেক কিছু বদলানো হয়েছে। সেই ক্ষণে ভঙ্গুর রূপোলি ইনস্ট্রুমেন্টটা আবার স্পিন্ডল-লেগড টেবিলের ওপর শোভা পাচ্ছে। মৃদু মৃদু ঘুরছে আর বাষ্প ছড়াচ্ছে। অতীতের হেডমাস্টার-হেডমিস্ট্রেসরা তাদের ফ্রেমের মধ্যে ঝিমুচ্ছেন। আর্ম চেয়ারের পিছনে তাদের মাথা ঠেকানো, নয়তো ছবির ফ্রেমে। হ্যারি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশের সীমান্তে হালকা সবুজ মেঘের রেখা, একটু পরই ভোর হবে।

ঘরে-বাইরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে ঘুমন্ত প্রোট্রেটের (অতীতের শিক্ষকদের) মৃদু মন্দ নাকের ডাক, নয়তো এপাশ-ওপাশ করার শব্দ। যদি আশপাশের পরিবেশ ওর মনের কথা বুঝতে পারত তাহলে তারাও ব্যথা পেত। ও সুন্দরভাবে সজ্জিত অফিস ঘরে মনটা হালকা করার জন্য ধীরে ধীরে পায়চারী করতে করতে জোরে জোরে শ্বাস ফেলতে লাগলো। কোনো জিনিস ভাববে না চিন্তা করল। কিন্তু সেই একই চিন্তা-ভাবনা মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো, পরিত্রাণের পথ নেই বুঝতে পারল।

ওরই দোষে সিরিয়স মারা গেছেন, হ্যাঁ সবই ওর দোষ। মূর্খ হ্যারি ভোল্ডেমর্টের ফাঁদে পা না দিলে হয়তো সিরিয়স বেঁচে থাকতেন। ও যা স্বপ্নে দেখেছিলো সেটা বাস্তব না ভাবলে হয়তো বিপদের ঝুঁকি নিতো না। হারমিওন ঠিক বলেছিল– 'হ্যারি সব সময় হিরো বনতে চায়'।

যতোবার ভাবে সিরিয়সের মৃত্যুর কথা ভাববে না; কিন্তুএকই দৃশ্য ওর সামনে ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠে গভীর অন্ধকার এক গর্ত, যেখানে সিরিয়স দাঁড়িয়ে ছিলেন। যেখান থেকে সিরিয়স বিলীন হয়ে গেছেন। ও একা থাকতে চায় নীরবতার মাঝে। ও কিছু সহ্য করতে পারছে না।

শূন্য ফায়ার প্লেসটা হঠাৎ পান্তার মতো সবুজ আগুনের রশ্মিতে ভরে গেলো। হ্যারি দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে আগুনের দিকে তাকালো। দেখলো আগুনের ভেতর থেকে একজন মানুষ বেরিয়ে আসছেন। একটু একটু করে ডাম্বলডোর তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে তার ঘরে পা রাখলেন। ঘরের দেয়ালের ফ্রেমের জাদুকর-জাদুকরীরা সচকিত হয়ে ডাম্বলডোরকে স্বাগত জানালেন।

ডাম্বলডোর তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, ধন্যবাদ!

ডাম্বলডোর হ্যারির দিকে তাকালেন। দরজার পাশে রাখা পাখির দাঁড়ের কাছে গিয়ে আলখেল্লার পকেট থেকে পালকবিহীন ছোট, দৃষ্টিকটু তার প্রিয় ফকেসকে বার করলেন। তারপর ট্রেতে রাখা নরম ছাই সোনার দাঁড়ের তলায় রাখলেন। দেখতে দেখতে সেই সোনার দাঁড়ে হৃষ্টপুষ্ট ফকাস দোল খেলো।

তারপর পাখি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে হ্যারিকে দেখে বললেন– ওহ্ হ্যারি। তুমি শুনে খুশি হবে তোমার কোনো বন্ধুদের তেমন মারাত্মক আঘাত লাগেনি। ম্যাডাম পমফ্রের পোসানে তারা সবাই সুস্থ হয়ে উঠছে।

হ্যারি বলতে চেষ্টা করলো 'সুখবর'! কিন্তু মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোলো না। ওর মনে হলো হয়তো ডাম্বলডোর বলতে চাইছেন তিনি নিজে কতোটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কিন্তু চোখে মুখে তার কোনো খেদ নেই। শান্ত-প্রশান্ত মুখ। কাউকে কোনো দোষ বা ব্যথা দিতে চান না, নিজেরও কষ্টের কথা কাউকে বলতে চান না। হ্যারি চোখ ফিরিয়ে নিলো, ডাম্বলডোরের দিকে তাকাতে পারছিলো না।

ডাম্বলডোর বললেন– ম্যাডাম পমফ্রে চিকিৎসা করছেন। মনে হয় টোংকসকে বেশ কিছুদিন সেন্ট মাংগোসে থাকতে হতে পারে। তবে বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই।

হ্যারি কার্পেটের দিকে মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আকাশের রং বদলে যাবার সঙ্গে কার্পেটের রং বদলে যাচ্ছে। ওর মনে হলো ঘরের যতো প্রোট্রেট আছে তারা উৎকর্ণ হয়ে ডাম্বলডোরের কথা শুনছে। হয়তো ভাবছে ডাম্বলডোর, হ্যারি কোথায় গিয়েছিলো, তাদের সারা শরীরে আঘাতের চিহ্ন কেন?

ডাম্বলডোর খুব আস্তে আস্তে বললেন, হ্যারি, তুমি কি ভাবছো আমি সবই বুঝতে পারছি।

কিন্তু হ্যারি হঠাৎ উদ্ধত হয়ে বললো, না, পারছেন না।

ডাম্বলডোর ওর মনের ভেতর কি হচ্ছে জানবেন কেমন করে?

ফিনিয়েস নিগোলাস বলে উঠলো- ছাত্রদের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করবেন না ডাম্বলডোর। ওদের যারা ভালোবাসে তাদের ওরা ভালবাসে না। ভালো করলে মন্দ বলে, নিজেদের দুঃখ- বেদনা সবকিছুই বড়ো করে দেখে।

ডাম্বলডোর বললেন– এবারে আপনি চুপ করুন অনেক বলেছেন।

হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে না তাকিয়ে জানালায় বাইরে তাকিয়ে রইলো। ওখান থেকে ও কিডিচ স্টেডিয়াম দেখতে পাচ্ছে। মনে পড়ে গেলো সিরিয়স একবার ছদ্মবেশে ওখানে গিয়েছিলেন, লোমওয়ালা কুকুর হয়ে। হ্যারি জানে, মৃত্যু হাতের মুঠোয় করে হ্যারির খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। সে কথা মনে পড়তেই ওর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে গেলো। এমনও হতে পারে কে ভাল খেলে দেখতে গিয়েছিলেন– হ্যারি না জেমস। হ্যারি কিন্তু কখনও সিরিয়সকে নিজের কথা বলেনি।

তোমার মনে যা হচ্ছে, যা ভাবছো, তার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু সব সময় মনে রেখো, তোমার মানসিক দৈহিক যন্ত্রণাই হচ্ছে তোমার শক্তির উৎসস্থল।

হ্যারির মনে হলো ওর রাগের তীব্র দহন ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, দাউ দাউ করছে শূন্যতা। ডাম্বলডোরের নীরবতা আর ফাঁকা বুলি ও সহ্য করতে পারছে না। প্রতিঘাতের কামনায় মন-প্রাণ ছটফট করে উঠলো।

– আমার শক্তি, তাই? হ্যারি বললো। হ্যারির গলার স্বর কাঁপতে লাগলো। কিডিচ স্টেডিয়ামের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, আপনার জানার মন নেই।

– আমি কি জানি না, না জানতে চাই না? ডাম্বলডোর হেসে বললেন, হ্যারি তুমি যে যন্ত্রণা পাচ্ছো তাতেই প্রমাণীত হয় তুমি মানুষ! দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা মানুষের জীবনের অঙ্গ।

তাহলে, আমি মানুষ হতে চাই না! হ্যারি প্রায় গর্জন করে বললো। কথাটা শেষ করেই ও ডাম্বলডোরের টেবিলের ওপোরে রাখা ক্ষণ ভঙ্গুর সূক্ষ্ম যন্ত্রটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললো। দেয়ালে সেটা লেগে খান খান হয়ে গেলো। দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলো হ্যারির রাগ দেখে তারাও রেগে গেলো। আর মান্ডো ডিপেট বললো– সত্যি!

হ্যারি তাদের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোয়াক্কা করি না!

– একটা লুনাস্কোপ তুলে নিয়ে ফায়ার প্লেসে ছুঁড়ে দিলো। আমি অনেক সহ্য করেছি, আমি আর পারছি না, আমি এর শেষ চাই, আমি আর কিছু পরোয়া করি না।

টেবিলটাও হ্যাঁচকা টান মেরে ফেলে দিলো। টেবিলটা শুধু ভাঙলো না, ওর একটা পায়া ছিটকে পড়লো।

ডাম্বলডোর বললেন, কে বললো তুমি গ্রাহ্য করো না।

ডাম্বলডোরের মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। ধীর-স্থির শান্ত চিত্তে হ্যারির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যারি তার অফিস তছনছ করছে তবু কোনও রাগ নেই, ধীর স্থির শান্ত। তুমি এতো বেশি ভাবছো যে যন্ত্রণায় প্রচুর রক্তপাত হতে হতে তুমি শেষ হয়ে যাবে।

– না আমি ভাবতে চাই না! হ্যারি এতো জোরে কথাটা বললো– তাতে মনে হলো ওর কণ্ঠনালী ছিন্ন হবে। পরমুহূর্তে ও চাইলো ডাম্বলডোরের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করতে। শান্ত মানুষটির প্রশান্ত মুখ কাঁপিয়ে দিতে, আঘাত করতে, ওর মনের মধ্যে যে বিভীষিকা বহন করে চলেছে তার অংশীদার হতে।

– হ্যাঁ তুমি ভাবো, ডাম্বলডোর বললেন। আরও বেশি যেনো শান্ত তিনি। তুমি তোমার বাবা-মা দু'জনকেই হারিয়েছো। তাদের অন্তরের স্নেহ- ভালোবাসা কতোটাই বা পেয়েছো, তুমি তো জানো না বাবা-মা'র স্নেহ ভালোবাসার স্বাদ। তার মূল্য অনেক।

– আপনি আমার মনের দুঃখের গভীরতা জানেন না, হ্যারি বললো। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখে যাচ্ছেন, আপনি...।

কিন্তু কথা বাড়িয়ে কিছু হবে না বা জিনিসপত্র ভাঙলেও। ও দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে যেতে চাইলো। ও দৌড়াবে সেদিকে মন চায় যেদিকে। আর পিছন ফিরে তাকাবে না। শেষে এমন একটা জায়গায় দাঁড়াবে যেখানে ও দিকে নীল চোখের দৃষ্টিপাত দেখতে পাবে না, সামনে দাঁড়ানো শান্ত, দুর্বোধ্য বৃদ্ধকেও না। ও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত একরকম দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খোলার জন্য দরজার নব ঘোরালো, ঘোরাতেই লাগলো...।

কিন্তু সেই বন্ধ দরজা খুললো না।

হ্যারি, ডাম্বলডোরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

– আমাকে বাইরে যেতে দিন, ও কাঁপতে কাঁপতে বললো।

ডাম্বলডোর শুধু বললেন, না। এখন তুমি বাইরে যাবে না।

কয়েক মুহূর্ত দু'জনে দু'জনের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

– আমাকে বাইরে যেতে দিন, হ্যারি অধৈর্য হয়ে আবার বললো।

ডাম্বলডোরের মুখে একই কথা , না।

– আপনি যদি না দেন, যদি এখানে আটক করে রাখেন...।

– তুমি চাইলে আমার সব জিনিসপত্র ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারো, ডাম্বলডোর অচঞ্চল কণ্ঠে বললেন।

কথাটা বলে ডাম্বলডোর চেয়ারে বসে হ্যারির দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন ওর মুখের ভাব।

ডাম্বলডোরের মতে শান্ত স্বরে হ্যারি তখন বললো, অনুগ্রহ করে আমাকে যেতে দিন। হ্যারি অনেক শান্ত হয়ে গেছে।

– আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি যেতে পারবে না, ডাম্বলডোর বললেন।

– আপনি মনে করেন আপনার কথা শোনার জন্য আমি খুবই ব্যাগ্র? আপনি কি বলতে চান তাতে আমার মাথা ব্যথা নেই, আমি শুনতে চাই না। হ্যারি বললো– আপনার কোনও কথা আমি শুনতে চাই না, চাই না।

– হ্যাঁ শুনতে হবে, ডাম্বলডোর অবিচল চিত্তে বললেন। আমার ওপোর তোমার যতোটা রাগ-অভিমান হওয়ার কথা তা তুমি দেখাচ্ছো না। তুমি যদি আমাকে আঘাত করো, যা তুমি এখন করে চলেছো, তার জন্য আমি কিছু মনে করছি না, এই ভেবে যে সেটা আমার প্রাপ্য।

– আপনি কী বলছেন?

ডাম্বলডোর ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করে সোজা বললেন– আমার দোষেই সিরিয়স মারা গেছে, অথবা আরও পরিষ্কার করে বলা যায়, ওর মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ আমি দায়ি। তাহলেও বলছি- সম্পূর্ণ দায়ভার আমার নয়। সিরিয়স সাহসী, চতুর ও প্রাণচঞ্চল মানুষ ছিলেন। তার মতো প্রকৃতি বা চরিত্রের মানুষের গৃহকোণে বন্দি হয়ে থাকা, লুকিয়ে থাকতে সম্ভব না, যখন জানে তার আপনজন কেউ বিপদগ্রস্ত। একটা উদাহরণ দিলে ভালো হবে, তুমি জানবে হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে আজ রাতে তোমার অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজে যাবার কোনও প্রয়োজন ছিলো না। হ্যারি আমার মতোই অনেক আগেই তোমার জানা উচিত ছিল যে, ভোল্ডেমর্ট তোমাকে ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজে আনার জন্য ফাঁদ পেতেছে! তাই আজ রাতে তোমার সেখানে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। তোমাকে বাঁচানোর জন্য সিরিয়সকে যেতে হতো না। তাই আমি একাই সম্পূর্ণ দোষটা আমার ঘাড়েই নিচ্ছি।

হ্যারি জানেনা ওর একটা হাত তখনও দরজার নবে রাখা। ও ভুলে গেছে হাত সরিয়ে নিতে। ও ডাম্বলডোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ওর নিঃশ্বাস ঠিক মতো পড়ছে না। কিছু কথা কানে আসছে, কি কি শুনছে তা ও জানে না।

– বসো হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন। আদেশ নয়, অনুরোধ মাত্র।

হ্যারি ঘরময় স্তূপাকার করা ভাঙা ছড়ানো জিনিসপত্র ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ডাম্বলডোরের সামনে রাখা চেয়ারে বসলো।

ফিনিয়েস নিগেলাস হ্যারির বাঁ ধার থেকে ধীরে ধীরে বললো, তাহলে আমার

গ্রেট- গ্রেট গ্র্যান্ডসন, ব্ল্যাক পরিবারের শেষ সদস্য আর নেই, মারা গেছে?

ডাম্বলডোর বললেন, হ্যাঁ ফিনিয়েস, সিরিয়স আর নেই।

ফিনিয়েস বললেন, আমার বিশ্বাস হয় না।

হ্যারি দেখলে, নিজের প্রোট্রেট থেকে ফিনিয়েস বেরিয়ে এসে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। নিশ্চয়ই গ্রিমল্ড প্লেসে গেলেন খবরটা যাচাই করতে।

ডাম্বলডোর জবাবদিহির সুরে বললেন, আমার তোমার কাছে জবাবদিহি বাকি আছে। এক বৃদ্ধ মানুষের ভুলের জবাবদিহি। এখন আমার মনে হয় তোমার সম্বন্ধে যা করেছি, বা করিনি, সবই আমার বয়সের ছাপের জন্য। যৌবন কখনও বয়সের কথা ভাবে না, সে সম্বন্ধে মাথা ঘামায় না; কিন্তু একজন বৃদ্ধ মানুষ সত্যই দোষী হয় যদি তারা বয়সের কথা না ভেবে কাজ কর্ম করে।

দিন বাড়ছে, সূর্য মধ্যগগনে উঠছে তার প্রখর রৌদ্র ছড়িয়ে পর্বতের ওপোর কমলা রঙ ছেয়ে গেছে। আকাশে কোনো রঙ নেই, উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

বাইরে থেকে সূর্য কিরণ ডাম্বলডোরে শুভ্র ভুরুযুগলে আর ঝোলানো দড়িতে এসে পড়েছে। মুখের বলি রেখা গুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

– ডাম্বলডোর বললেন, যত দূর মনে হয় পনের বছর আগে, যখন তোমার কপালের কাটাদাগ দেখেছিলাম, কিসের জন্য তা জানতাম না। মনে হয়েছিল সেটা তোমার আর ভোল্ডেমর্টের সম্পর্কের জন্য হয়েছে।

হ্যারি বললো, আগেও অনেকবার এই কথাটা বলেছেন প্রফেসর। রূঢ়ভাবে না, শান্তভাবে বললো ও এখন তার ধারও ধারে না। ও এখন কোনো কিছুরই ধার ধারে না।

– হ্যা বলেছি; ডাম্বলডোর বললেন, কিন্তু তোমার ওই কাটা দাগের প্রসঙ্গ তোলা দরকার। আমার কাছে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে। তুমি জাদুর জগতে প্রবেশ করার পর যখনই ভোল্ডেমর্ট তোমার সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করে তখন তোমার কাটা দাগে জ্বালা-যন্ত্রণা শুরু হয়। ওটা একটা সতর্ক বার্তা বলতে পারো। অথবা যখন তুমি অতি ভাবাবেগে আপ্লুত হও।

হ্যারি সংক্ষেপে বললো, আমি জানি।

– ভোল্ডেমর্ট ফিরে আসবার পর তোমার ওটা বেড়েছে।

হ্যারি চুপ করে রইলো। এসব কথা ও আগেই জানে।

– ইদানীং বেশি দূরে যেতে হবে না, ডাম্বলডোর বললেন। আমি বিশেষভাবে উদবিগ্ন হলাম, যখন বুঝতে পারলাম ভোল্ডেমর্ট চায় তোমার আর ওর মধ্যে ওই সম্পর্কটা থাকুক। একেবারে স্থিরভাবে বুঝলাম কোনো কোনোও সময়ে যখন তুমি ওর মন আর চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করো, ও তোমার উপস্থিতি ধরতে পারে। অবশ্য আমি বলছি সেই ঘটনাটা, যখন তুমি উইসলির ওপোর আক্রমণের স্বপ্ন

দেখেছিলে।

হ্যারি বললো, হ্যাঁ, স্নেইপ আমাকে বলেছিলেন।

– প্রফেসর স্নেইপ, ডাম্বলডোর হ্যারির ভুল ধরিয়ে দিলেন। তোমার কী একবারও মাথায় আসেনি কেন আমি নিজে তোমাকে সরাসরি অকলামেন্সি শেখালাম না? কেন মাসের পর মাস তোমাকে দেখলাম না, কথা বললাম না?

হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে তাকালো। তাকে বড়ই ক্লান্ত ও বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

– হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম।

– হ্যাঁ, আমার মনে হয় খুব একটা বেশি দিনের ব্যাপার নয় ভোল্ডেমর্ট তোমার মনের মধ্যে জোর করে প্রবেশ করে, তোমাকে ম্যানিপুলেট করে ভুল পথে তোমার চিন্তাতে হস্তক্ষেপ করছে। আমি অবশ্য সেই ব্যাপারে ওকে কোনও উৎসাহ বা বাহবা দিতে চাই না। ও ভেবেছিলো, তোমার আমার সম্পর্কটা মাস্টার আর তার ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকতে পারলে তোমাকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে পারবে। হ্যাঁ, ওর গতিপথ দেখে আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো তোমাকে কবলস্থ করতে পারে। আমি সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। কোনও এক অবস্থায় যখন আমার তোমার কাছে, খুব কাছাকাছি আসার অবকাশ হয়েছিলো, তখন আমার মনে হয় আমি ভোল্ডেমর্টের কালোছায়া তোমার চোখের মধ্যে দেখেছিলাম।

হ্যারির সেই সাপের কথা মনে পড়ে গেলো– একটা শুয়ে থাকা সাপ মাথা তুলেছে ছোবল মারার জন্য। যখন ডাম্বলডোর আর ও খুব কাছে চোখের দিকে চোখ রেখে তাকিয়েছিলেন।

ভোল্ডেমর্টের একমাত্র লক্ষ্য ছিল তোমাকে আয়ত্বে আনা, আজ রাতে যেমন হয়েছিলো। আমার মৃত্যু নয় ও তোমার মৃত্যু চেয়েছিলো।

এইসব কারণেই আমি সর্বদা তোমার কাছ থেকে সরে থাকতে চেয়েছি। তোমাকে দূর থেকে রক্ষা করার জন্য হ্যারি। এক বৃদ্ধের দোষে, সিরিয়স...।

দু'মাস আগেও হ্যারি ওইসব ঘটনা জানতে খুবই উৎসাহী ছিলো। এখন আর তেমন উৎসাহ নেই। তাই বৃদ্ধ ডাম্বলডোরের কথায় তেমন কান দিতে চাইলো না, মন থেকে মুছে ফেলতে পারলে যেনো বাঁচে। সিরিয়স, সিরিয়সের মৃত্যুর সঙ্গে অন্য কিছু মেশানোর ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ অর্থহীন ওর কাছে।

– সিরিয়স আমাকে বলেছিলো, তুমি নাকি ভোল্ডেমর্টের জাগরণ তোমার মনের মধ্যে অনুভব করেছিলো, উইসলিকে আক্রমণ সম্বন্ধে অগ্রিম স্বপ্নে দেখেছিলে। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার ভয়টা সত্য হবে। ভোল্ডেমর্ট বুঝতে পেরেছিলো তোমাকে ব্যবহার করতে পারে। তোমার মনের মধ্যে ভোল্ডেমর্টের তোমার ওপোর সহসা আক্রমণ করার প্রতিরোধের জন্য প্রফেসর

স্নেইপকে তোমাকে অকলামেন্সি শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলাম।

এইটুকু বলে ডাম্বলডোর থামলেন। হ্যারি দেখলো সূর্যালোক, ডাম্বলডোরের ডেস্কের ওপোর থেকে ঘরের মেঝেতে এসে পড়েছে। খানিকটা আলো রূপোর কালির দোয়াত আর অতি মনোরম টকটকে লাল কুইলের ওপোর পড়ে চকচক করছে। হ্যারি জানে যে সব প্রোট্রেট দেয়ালে টাঙানো রয়েছে তারা আগ্রহ ভরে ডাম্বলডোরের কথা (এক্সপ্লানেসনগুলো) শুনছে। মাঝে মাঝে তাদের আলখেল্লার খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। ফিনিয়েস নিগেলাস তখনও ফিরে আসেনি।

– প্রফেসর স্নেইপ জানতে পেরে আমাকে বলেছিলেন, তুমি মাসের পর মাস মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকের অন্ধকার করিডরে আর একটা চকচকে কালো দরজার স্বপ্ন দেখে চলেছো। ভোল্ডেমর্ট, যখন থেকে মৃত্যুর পর পুনরায তার দেহ ধারণ করেছে, তখন থেকেই সম্ভবত: প্রফিসির কথা শোনার চেষ্টা করে চলেছিলো। ও দরজার আশেপাশে ঘুরে বিস্তারিত জানার চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলো, তুমিও করেছিলে। কিন্তু সেই দরজাটি কি এবং কি তার মানে তুমি জানতে পারোনি।

– তারপর তুমি জানো রকউড গ্রেফতার হবার আগে, ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজে কাজ করতো। ভোল্ডেমর্টকে খবর দিয়েছিলো 'প্রফিসি' মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে খুবই সুরক্ষিতভাবে রাখা আছে যা আমরা জানতাম।

একমাত্র মিনিস্ট্রির লোক, যাদের ওরা বলবে তারা সেই গোপন জায়গা থেকে সেটা হাত দিতে পারবে, কোনরকম অসঙ্গতি ছাড়া। এই ব্যাপারে ভোল্ডেমর্ট নিজে মিনিস্ট্র অফ ম্যাজিকে গিয়ে এবং মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে, অথবা তার জন্য তুমি সংগ্রহ করবে ঠিক করেছিলো। সেই কারণে তোমার অকলামেন্সি শেখা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো।

– কিন্তু আমি তো তা করতে পারিনি। আমি শেখার ব্যাপারে তো তেমন উৎসাহ দেখাইনি। অতীতের সব স্বপ্ন দেখার জন্য আমি অকলামেন্সি শেখা বন্ধ করেছিলাম; কিন্তু হারমিওন আমাকে বন্ধ করতে মানা করেছিলো। বার বার বলেছিলো। তাহলে কোথায় যাবো... আর সিরিয়স, সিরিয়সকে আটকে রেখে অত্যাচার করছে জানতে পারতাম না।

– স্বপ্ন দেখার পর আমি চেষ্টা করেছিলাম সিরিয়সকে ধরেছে কিনা তা সত্যি কিনা জানার। তাই আমি আমব্রিজের অফিসে কৌশল করে গিয়েছিলাম। গ্রিমল্ড প্লেসে তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ক্রেচারের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। ও বললো– সিরিযস বাড়িতে নেই কোথায় গেছেন তা ও জানে না!

ডাম্বলডোর খুব সহজভাবে বললেন, ক্রেচার সত্যি কথা বলেনি, তুমি তো তার মাস্টার নও। তোমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়লে তো শাস্তি পাবার ভয় নেই। ক্রেচার চেয়েছিলো তুমি মিনিস্ট্রি অফ ম্যাজিকে যাও।

– তাহলে ক্রেচার আমাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে জাদু মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলো?

– আমার তো তাই মনে হয়, সত্যি সত্যি উদ্দেশ্য ছিলো। ও তো অনেকের বাড়িতে কাজ করেছে।

ডাম্বলডোর বললেন– খ্রিস্টমাসের কিছু আগে ক্রেচার সুযোগটা নিয়েছিলো। মনে হয় যখন সিরিয়স ওকে বলেছিলো, চলে যাও। ক্রেচার সিরিয়সের ধমকের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি, তাই ও ভেবেছিলো সিরিয়স ওকে সত্যি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। ওটা ওর ইন্টারপ্রিটেসন বলতে পারো। ও ব্ল্যাক পরিবারের অনেকের বাড়িতে, যেমন নার্সিসা ওর কাজিন। (বেল্লাট্রিক্সের বোন, লুসিয়াস ম্যালফয়ের স্ত্রী) অনেক কারণে ওদের ওপোর ওর খুব একটা রেসপেক্ট ছিলো না।

হ্যারি বললো– এতো কথা আপনি জানলেন কেমন করে? ডাম্বলডোরের কথা শুনে উত্তেজনায় ওর নিঃশ্বাস জোরে জোরে পড়ছিলো। ওর মাথাটা কেমন কেমন করতে লাগলো কিছু একটা মনে করার জন্য। মনে পড়ে গেলো ক্রিস্টমাসের সময় ওর লুকিয়ে থাকার কথা। অ্যাটিকে (চিলে কোঠায়) লুকোনোর কথা।

ডাম্বলডোর বললেন, গতকাল ক্রেচার আমায় সব বলেছিলো, ও বুঝতে পেরেছিলো তুমি স্বপ্নে আগাম দেখেছো সিরিয়স ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিজের একটা গর্তে ফাঁদে পড়েছে। কথাটা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ ও সিরিয়সের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলো। শোনো একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, ডলোরেস আমব্রিজের অফিসের আগুনের চাইতে, অর্ডার অফ ফনিক্সের সদস্যদের যোগাযোগ করার আরও অনেক পন্থা আছে। প্রফেসর স্নেইপ জানতে পেরেছিলেন যে সিরিয়স বেঁচে আছে ও গ্রিমন্ড প্যালেসে সুরক্ষিত আছে।

যখন ডলোরেস অ্যামব্রিজকে নিয়ে নিষিদ্ধ অরণ্যে গিয়েছিলে তখন স্নেইপ বুঝতে পেরেছিলেন, তুমি ভোল্ডেমর্টের ফাঁদে পা দিয়েছো, বিশ্বাস করে বসে আছো সিরিয়স ভোল্ডেমর্টের কাছে বন্দি। স্নেইপ তখন আমাদের অর্ডারের বিশেষ বিশেষ সদস্যদের তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছিল। কথাটা শেষ করে ডাম্বলডোর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলেন, অ্যালস্টর মুডি, নিমফাডোরা টোংকস, কিংগসলে শ্যাকেলবোল্ট, রেমাম লুপিন সেই সময় আমাদের হেড কোয়ার্টারে (অর্ডার অফ ফনিক্সের সদর দপ্তর গ্রিমন্ড প্লেস) বসে ছিলেন যখন স্নেইপ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সকলেই তৎক্ষণাৎ তোমাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রফেসর স্নেইপ অনুরোধ করেছিলেন, সিরিয়সের যাবার দরকার নেই। আমার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য তার হেডকোয়ার্টারে থাকা প্রয়োজন। খবরাখবর দেওয়াও বটে। কারণ সেখানে যেকোন মুহূর্তে আমার যাবার কথা ছিলো।

– কিন্তু সিরিয়সকে গ্রিমল্ড প্লেসে রেখে অন্যদের তোমাকে বাঁচাতে যাওয়া একদম চাইলেন না কারণ তুমি বিপদে পড়লে ও ঠিক থাকবে কেমন করে। তাই ক্রেচারকে দপ্তরে থাকতে বললেন, আরও বললেন, আমি ওখানে পৌঁছলে সব যেনো আমায় জানায়। ক্রেচার অব্যশই আমাকে সব জানিয়েছিলো, তবে বলতে গেলে হাসিতে ফেটে পড়ে। কোথায় সিরিয়স গেছে সে কথাও বলেছিলো।

– ও হাসছিলো? হ্যারি ফাঁকা ফাঁকা গলায় বললো।

ডাম্বলডোর বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ। তবে ক্রেচার ঠিক আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে সমর্থ ছিলো না। ওতো আমাদের গোপন কীপার নয় (সিক্রেট কীপার) ও ম্যালফয়কে আমাদের গতিবিধির কথা যেমন বলতে পারে না, তেমনি আমাদের গোপনীয় পরিকল্পনা ওর কাউকে জানানোর অধিকার নেই। আরও ওকে বলা হয়েছে ও কখনোই যেনো সিরিয়সকে অমান্য না করে। তবে নারসিসাকে ও খুব দামি তথ্য দিয়েছিলো– সেই তথ্য ভোল্ডেমর্টের কাছে খুবই প্রয়োজনীয় হয়েছিলো।

– কী রকম তথ্য?

পৃথিবীর মানুষের মধ্যে তোমাকেই সিরিয়স বেশি ভালোবাসে আপনভাবে। আর তুমি সিরিয়সকে বাবা, ধর্মপিতা হিসেবে সম্মান করো। ভোল্ডেমর্ট জানতো সিরিয়স আমাদের অর্ডারের সঙ্গে জড়িত। আর তুমি তার ঠিকানা জানো এবং কোথায় থাকে। ভোল্ডেমর্ট বুঝতে পারলো ক্রেচারের দেওয়া তথ্য থেকে সিরিয়স হচ্ছে একটি লোক যাকে উদ্ধার করার জন্য তুমি স্বর্গ-মর্ত পাতাল এক করে দিতে পারো, এমনকী প্রাণও দিতে পারো।

হ্যারির দু'ঠোঁট ঠাণ্ডা, অষাড় হয়ে গেলো।

– সেই জন্য যখন আমি গতরাতে ওর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সিরিয়স বাড়িতে আছেন কি নেই।

– কোনও সন্দেহ নেই ম্যালফয় ভোল্ডেমর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ওকে বলেছিলো যেমন করেই হোক সিরিযসকে সরিয়ে রাখতে। বিশেষ করে তোমার ভিসনেও যখন এসেছিলো যে– সিরিয়সকে অত্যাচার করা হচ্ছে। তাই তুমি যখন ক্রেচারের কাছে সিরিয়স বাড়িতে আছে কি নেই খোঁজ করেছিলে ও বেমালুম মিথ্যে বলেছিলো। গতকাল ক্রেচার বাকবিক আহত করেছিলো। সেই সময় তুমি যখন সশরীরে আগুনে দেখা দিয়েছিলে... সিরিয়স তখন দোতলায় হিপোগ্রিফকে পরিচর্যা করছিলো।

কথাটা শুনে হ্যারি ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলো। ফুসফুসে এক কণাও যেনো বাতাস নেই।

– ক্রেচার, ম্যালফয়ের কথা শুনে আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিলো, কর্কশ

স্বরে বললো হ্যারি।

– কিন্তু আমাকে তো বোকা বানানো সহজ নয় সে কথা ভালো করেই জানো। ওকে জেরা করে আসল ব্যাপারটা জানার পর আমি মিনিস্ট্রিতে গিয়েছিলাম।

– আশ্চর্য! বুঝতে পারছি না হারমিওন কেন ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে বলে।

– সম্ভবত ও ঠিক কথা তোমাকে বলেছিলো। ডাম্বলডোর বললেন, আমরা যখন বারো নম্বর গ্রিমন্ড প্লেসে আমাদের সদর দপ্তর খোলার কথা সিরিয়সকে বলেছিলাম তখন এ কথাও ওকে বলেছিলাম, ক্রেচারের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে, ওকে দয়া করতে ও সম্মান করতে। অবশ্য ওকে সাবধান করে দিয়েছিলাম ক্রেচার হয়তো আমাদের কাছে সাংঘাতিক হয়ে যেতে পারে। আমার ধারণা, সিরিয়স আমার কথাগুলো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণভাবে নেয়নি অথবা ক্রেচারকে ঠিক মানুষ হিসেবে মনে করেনি।

হ্যারি মুখ লাল করে বললো– দয়া করে সিরিয়স সম্বন্ধে এমন কথা বলবে না। ডাম্বলডোরের ক্রেচারকে দয়া দেখাবার ব্যাপারটাও মেনে না নিয়ে বললেন– ক্রেচার মিথ্যাবাদী, নোংরা, ওর শাস্তি পাওয়া উচিত।

– হ্যারি, ক্রেচারের অবস্থার জন্য জাদুকররা দায়ি, তারাই ওকে ওই রকম বানিয়েছে। ডাম্বলডোর বললেন- আমি মনে করি ওকে দয়া করা দরকার। তোমার বন্ধু ডব্বির মতো ওর অবস্থা। সিরিয়সের হুকুম তামিল করতে ওকে বাধ্য করা হয়েছে, কারণ সিরিয়স তাদের পরিবারে শেষ জীবিত সদস্য ছিলো। ও সেই পরিবারে ক্রীতদাসের মতো কাজ করে। তাই এই পর্যন্ত ব্ল্যাক পরিবারের প্রতি পারতপক্ষে ওর কোনও অটল আনুগত্য ছিলো না। আমি অন্তত একথা মানি সিরিয়স এমন কিছু করেনি যার জন্য ক্রেচারের জীবন-যাত্রা সুখকর হতে পরতো।

– সিরিয়স সম্বন্ধে এমন কথা বলবেন না, হ্যারি প্রতিবাদ করলো বেশ জোরে জোরে।

কথাটা বলে হ্যারি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো, রেগে আগুন হয়ে ডাম্বলডোরের ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো। ওর মনে হলো সিরিয়সকে ডাম্বলডোর সোজা কথায় একটুও বুঝতে পারেননি। বুঝতে পারেননি সিরিয়স কতোটা সাহসী ছিলেন, কতো কষ্ট পেয়েছেন জীবনে।

হ্যারি ঘেন্নায় নাক সিঁটিয়ে বললো, আর স্নেইপ? তার সম্বন্ধে আপনার মতামত? তার সম্বন্ধে কিছু বলছেন না কেন? আমি যখন তাকে বলেছিলাম ভোল্ডেমর্ট, সিরিয়সকে আটকে রেখেছেন তখন তিনি আমার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। যেনো সেটা কোনও ব্যাপারই নয়।

– তুমি কী জানো না প্রফেসর স্নেইপ অ্যামব্রিজের সামনে তোমার কথার

গুরুত্ব না দেওয়ার ভান করা ছাড়া আর কোনও গতি ছিলো না, ডাম্বলডোর বললেন। কিন্তু তুমি জানো না.. স্নেইপ তোমার কথা শোনার পর একটুও দেরি না করে অর্ডারকে ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন। তুমি যখন নিষিদ্ধ অরণ্যে অ্যামব্রিজের সঙ্গে গিয়ে সেখান থেকে সময় পার হয়ে যাবার পরও ফেরোনি, সেই খবরটা আমাদের স্নেইপ জানিয়েছিলেন। স্নেইপ প্রফেসর আমব্রিজকে বলেছিলেন, তার কাছে যে ভেরিটাসেরাম আছে সেগুলো ভুয়া। আমব্রিজ সেই সিরাম তোমার ওপোর প্রয়োগ করে সিরিয়সের আতাপাতা জানতে চেয়েছিলেন।

ডাম্বলডোরের প্রফেসর স্নেইপকে ক্লিনচিট দেওয়া হ্যারির মনে একটুও দাগ কাটালো না। ওর দৃঢ় ধারণা স্নেইপ সোজা লোক নয়, সিরিয়সের ব্যাপারে স্নেইপ জড়িত।

ও সামান্য তোতলাতে তোতলাতে বললো, স্নেইপ, স্নেইপ! সিরিয়সকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিলেন এবং সিরিয়সকে ভীতু বলেছিলেন।

ডাম্বলডোর বললেন, সিরিয়সের যথেষ্ট বয়স এবং বুদ্ধিও ছিলো। স্নেইপের ব্যবহারেও হেসেছিলো।

– স্নেইপ আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন, অকলামেন্সি শেখানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন, হ্যারি বললো।

– থাক সে কথা। আমি সব জানি। বলেছিই তো তোমাকে আমার নিজের হাতে অকলামেন্সি না শেখানোটা ভুল হয়েছে। আমার অফিসে, আমার উপস্থিতিতে। আমি ভালো করেই জানি, ভোল্ডেমর্টের কাছে তোমার মনকে ফাঁকা রাখা মারাত্মক ভুল হয়েছিলো।

– স্নেইপের লেসনের পর, প্রত্যেকদিন আমার কপালে যন্ত্রণা হতো, কাটাদাগে চুলকুনি হতো, আমার খুবই কষ্ট হতো। (ওর রনের কথা মনে পড়ে গেলো)। রন বলেছিলো, তুমি কেমন করে জানবে স্নেইপ যা কিছু করছে তা সবই ভোল্ডেমর্টের সুবিধে, মানে যাতে ও তোমার মনের মধ্যে ঢুকতে পারে?

ডাম্বলডোর খুব সহজভাবে খোলাখুলি বললেন, আমি সেভেরাস স্নেইপের ওপোর আস্থা রাখি। কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছি এই বৃদ্ধ মানুষটির ভূলের কথা বলতে। কোনও কোনও ক্ষত সারবার মুখে এলে যন্ত্রণা হয়, রক্তপাতও হয়। আমি ভেবেছিলাম প্রফেসর স্নেইপের হয়তো তোমার বাবার বিরুদ্ধে তার ভুল বোঝাবুঝি শেষ হয়েছে। ভাবাটা হয়তো আমার দোষ।

– আমার বাবার প্রতি তার বিদ্বেষ! তাহলে সিরিয়সের ক্রেচারের প্রতি বিদ্বেষ কেন দোষের হবে?

ডাম্বলডোর বললেন, কে তোমাকে বলেছে, সিরিয়স ক্রেচারকে ঘৃণা করতেন? তাকে ভৃত্য ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না? সব ব্যাপারে সিরিয়স উদাসীন

থাকতেন। সরাসরি বিদ্বেষের চেয়ে উপেক্ষা আর উদাসীনতা অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয় হ্যারি। যে ফোয়ারেকে আজ আমরা ধ্বংস করেছি, সে প্রচণ্ড একটি মিথ্যে কথা বলেছিলো। আমরা, মানে আমাদের সমগ্র জাদুকর সম্প্রদায় আমাদের লোকদের সঙ্গে দিনের পর দিন খারাপ ব্যবহার করেছি, গালিগালাজ করেছি, আজ তার ফল ভোগ করছি।

– 'তাহলে সিরিয়স তার ভুল দোষের শাস্তি পেয়েছেন? তাই বলতে চান? হ্যারি বললো।

– শোনো, আমি তা বলিনি, কখনও আমার মুখ থেকে একথা শুনতে পাবে না। ডাম্বলডোর উত্তেজনাবিহীন কণ্ঠে বললেন, সিরিয়স তো নিষ্ঠুর ছিলেন না। হাউজ এলফদের প্রতি দয়াবান ছিলেন সাধারণভাবে বলা যায়। কিন্তু ক্রেচারের প্রতি তার কোনও ভালবাসা ছিলো একথা বলতে পারি না। কারণ যে পরিবারকে সিরিয়স ভালোবাসতেন না ক্রেচার তাদেরই জীবিত এক সত্তা ছিলো।

হ্যারি ডাম্বলডোরের দিক পিছন ফিরে ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললো, হ্যাঁ, তিনি ঘেন্না করতেন।

ঘরে রোদ এসে শুধু উষ্ণ নয় ঘরটাকে ঝলমল করে দিয়েছে। যতো সব প্রোট্রেট রয়েছে তারা হ্যারির গতিপথের দিকে তাকালো। হ্যারি বুঝতে পারলো না ও কি বলেছে, অফিসের দিকে একবারও তাকালো না। বললো, আপনি তাকে বিনা কারণে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলেন, বাইরে বেরোতে অনুমতি দেননি। তিনি আপনার ব্যবহার মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি বলেই গতরাতে আমাকে বাঁচাবার জন্য যেতে চেয়েছিলেন।

– ডাম্বলডোর নির্বিকারভাবে বললেন, আমি সিরিয়সকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম।

– কোনও জীবন্ত মানুষ গৃহবন্দি থাকতে চায় না! হ্যারি ডাম্বলডোরের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো। গতবারের গ্রীষ্মের ছুটিতে আপনি আমাকে গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন বলা যায়, আমার সঙ্গে একই ব্যবহার করেছিলেন।

ডাম্বলডোর হ্যারির কথা শোনার পর তার লম্বা লম্বা দশটা আঙ্গুল দিয়ে মুখ ঢাকলেন। হ্যারি তাকালো, কিন্তু ডাম্বলডোরের ক্লান্তি, দুঃখ যা কিছু হোক হ্যারির মন নরম হলো না। তার বদলে ও আরও যেনো উত্তপ্ত হয়ে গেলো। আশ্চর্য হয়ে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো। মুখে চোখে ক্লান্তি দুর্বলতার ছাপ। হ্যারি যখন শক্ত, রাগের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে তখন দুর্বলের মতো শান্ত থাকার অর্থ?

ডাম্বলডোর হাত সরিয়ে তার অর্ধচন্দ্রের মতো চশমার কাঁচ দিয়ে হ্যারিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন, হ্যারি পাঁচ বছর আগে তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম, সেটা আবার বলার সময় হয়েছে হ্যারি। যেওনা বসো। আমি তোমাকে

সব বলছি। আমার অনুরোধ এইটুকু, তুমি একটু ধৈর্য ধরে শোনো। সব শোনার পর তুমি আমার ওপোর তোমার রাগের ঝড় বইয়ে দিও। যা তোমার ইচ্ছে তাই বলো। আমার কথা শেষ না হলে আমাকে বাধা দেবে না। তখন আমিও তোমার প্রশ্ন শুনবো, বাধা দেবো না।

হ্যারি সামান্য সময় ডাম্বলডোরের দিকে তাকিয়ে আবার ডাম্বলডোরের সামনে রাখা চেয়ারে বসে পড়লো।

ডাম্বলডোর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। সূর্যের আলোতে সবুজ ঘাসের মাঠ ঝলমল করছে। তারপর জানালা থেকে মুখ সরিয়ে হ্যারির দিকে তাকিয়ে বললেন– কথা শেষ না হলে বাধা দেবে না, তোমার প্রশ্নগুলি মনে রাখবে হ্যারি।

হ্যারি, আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচ বছর হলো তুমি হোগওয়ার্টসে এসেছো। সব ঠিক, কোনও বাধা হয়নি। আবার সম্পূর্ণভাবে বাধাহীনও নয়। এই পাঁচ বছরে তুমি কিছু কষ্টও ভোগ করছো। আমি জানতাম, তুমি পারবে তাই আমার নির্দেশে হ্যাগ্রিড তোমার আন্টির আর আঙ্কলের বাড়ির দরজার গোড়ায় তোমাকে রেখে এসেছিলে। দশ- দশটা বছর খুবই কষ্টদায়ক অবস্থায় তুমি রয়েছো আমি স্বীকার করছি।

ডাম্বলডোর থামলেন। হ্যারি চুপ করে রইলো।

– তোমার অবশ্যই জানার অধিকার আছে কেন আমি ওই ব্যবস্থা করেছিলাম, কেন তোমাকে আমি জাদুকর সম্প্রদায়ের পরিবারের কাছে পাঠাইনি। অনেকেই আমার অনুরোধ রাখতে পারলে শুধু খুশি নয়, তোমাকে নিজেদের সন্তানের মতো লালন-পালন করতে পারলে অবশ্যই নিজেদের ধন্য মনে করতো।

– কেন রেখেছিলাম জানো? আমার সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিলো তোমাকে বাঁচিয়ে রাখা। তুমি অনেকের চাইতে অনেক বেশি বিপদের মধ্যে ছিলে। ভোল্ডেমর্ট তার আগে মারা গেছে, কিন্তু তার অনুগামীরা? ওদের মধ্যে অনেকই ভোল্ডেমর্টের চেয়ে বেশি বই কম নৃশংস ছিলো না। তারা তখন পলাতক, কূপিত, বেপরোয়া আর হিংস্র। তাই সামনের দিকে তাকিয়ে আমার এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিলো। আমি কিন্তু বিশ্বাস করিনি ভোল্ডেমর্ট একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আমি অবশ্য জানতাম না ওর ফিরে আসাটা কখন– দশ, কুড়ি বা পঞ্চাশ বছর পর হবে। কিন্তু ওর ফিরে আসার ব্যাপারে কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলাম। একথা জানতাম তোমাকে হত্যা না করে ও শান্ত হবে না, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে না।

– আমি জানতাম, ভোল্ডেমর্টের ম্যাজিক সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই বিস্তারিত, আর যে কোনও জীবিত জাদুকরের চেয়ে জানে অনেক বেশি। আমি আরও জানতাম ও যদি এই পৃথিবীতে আরও শক্তিমান হয়ে ফিরে আসে তাহলে আমার অতি শক্তিশালী জাদুমন্ত্র, (স্পেল) চার্মস দিয়ে ওকে পরাস্ত করা হয়তো সম্ভব হবে না।

– কিন্তু ভোল্ডেমর্টের কোথায়, কতটুকু দুর্বলতা আছে তা আমি জানি। তোমায় পরাস্ত করা ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তুমি অতি এক পৌরাণিক জাদুর দ্বারা সুরক্ষিত। সেটা ও জানতো। কিন্তু আত্মদম্ভ আর অহংকারের জন্য সেই সুরক্ষিত জাদুকে সর্বদাই হেয় ও তুচ্ছ করেছে, অবশ্য নিজের ক্ষতি সাধন করে। তুমি বোধহয় শুনেছো তোমার মা তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিহত হয়েছিলেন। তিনি তোমাকে একটা দীর্ঘকাল স্থায়ী সুরক্ষার ব্যবস্থা করে গেছেন। ও সেটা চিন্তাই করেনি। সেই সুরক্ষার অস্ত্র তোমার ধমনীতে আজ পর্যন্ত বইছে। আমি তোমার মায়ের মৃত্যুর পর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তোমারই মায়ের রক্তের সম্পর্কের সহোদরা, তার একমাত্র আত্মীয় পেটুনিয়া, তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

– আমাকে তিনি ভালোবাসে না, আমি তার কাছ থেকে কিছু পাই না, সর্বদাই তারা আমাকে হেয় করে, লাঞ্ছনা করে এমনকি ভালো খেতে পরতে দেয় না। হ্যারি প্রফেসরের কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাগ মিশ্রিত অভিমানের সুরে বললো।

ডাম্বলডোর বললেন– তার স্বামী (ভার্নন), একমাত্র ছেলের প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এইটুকু জানবে তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয় তোমাকে রক্ষার যে চার্ম আমি দিয়ে ওদের কাছে পাঠিয়েছিলাম পেটুনিয়া সেটা সিল করে রেখেছে। তোমার মায়ের আত্মদান, রক্তের সম্পর্কটা আরও দৃঢ় করে রেখেছে এইটুকু বলতে পারি।

– আমি সেটা বিশ্বাস করি না, হ্যারি ক্ষোভের সঙ্গে বললো।

– যেখানে, যে বাড়িতে তোমার মায়ের রক্তের সম্পর্কের মানুষ রয়েছেন, যেটা তোমার বাসস্থান বলতে পারো, সেখানে গিয়ে হাজার চেষ্টা করেও ভোল্ডেমর্টের তোমাকে ছোঁয়া তার পক্ষে সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু সেই রক্ষা কবচ তোমার আর তোমার মায়ের বোনের আছে। তার রক্ত তোমার আশ্রয়স্থল হয়েছে। তোমাকে তো বছরে একবার মাত্র যেতে হয়। যতোদিন সেখানে তুমি থাকবে নিজের মনে করবে। তুমি সেখানে ছিলে বলেই ভোল্ডেমর্ট তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। তোমার আন্টি ব্যাপারটা জানেন। আমি যে চিঠিটা তোমার পায়ের কাছে রেখে চলে আসতে বলেছিলাম তাতে সব লিখেছিলাম। ওখানে থাকার জন্যই তুমি পনের পনেরটা বছর বেঁচে আছো তা তোমার মায়ের সহদোরা জানেন।

– থামুন, এক মিনিট থামুন; হ্যারি বললো।

ও সোজা হয়ে বসে ডাম্বলডোরের মুখের দিকে তাকালো।

– আপনি হাউলার গর্জনকারী পাঠিয়ে ছিলেন। আন্টিকে বলেছিলেন, গলাটা আপনার, কথাটা মনে রাখতে।

– আমি ভেবেছিলাম, তোমার আন্টির হয়তো মনে থাকা উচিৎ কেন তোমাকে তার কাছে রাখা হয়েছে। আমি সন্দেহ করেছিলাম, ডিমেন্টরসদের আক্রমণ হয়তো

ওকে ভীত করবে, শত্রুর সন্তানকে আশ্রয় দেয়ার বিপদের আশঙ্কা করবে।

– করেছিলো, হ্যারি শান্তভাবে বললো, কিন্তু আঙ্কল তো আন্টি পেটুনিয়ার চাইতে আরও বেশি। তাই আমাকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই হাউলার শোনার পর আন্টি বলেছিলেন, আমি এখান থেকে ওকে কোথাও পাঠাবো না।

– পাঁচ বছর আগে, তারপর, ডাম্বলডোর বলে যেতে লাগলেন এমনভাবে যেনো তার গল্প শেষ হয়নি; একটু থামলেন বাকিটা বলার জন্য।

– তো তুমি হোগওয়ার্টে এলে, মন তোমার বিষণ্ন, খুবই রুগ্ন চেহারা। আমি চেয়েছিলাম তুমি বেশ সুন্দর স্বাস্থ্যবান হয়ে এখানে আসবে। সবকিছু বুঝতে পারলাম, পরিস্থিতিতে পড়ে তোমার ওই হাল। তুমি ওখানে থেকে প্রিন্সের মতো হবেই বা কেমন করে। তাহলেও বুঝলাম মোটামুটি আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলছে।

– আমি যেমনটি চেয়েছিলাম, আশা করেছিলাম, তেমনভাবে তুমি প্রথম বর্ষটা পার করলে। তুমি অনেক বাধা-বিঘ্ন-সাহস ও উদ্দীপনার সঙ্গে অতিক্রম করে বেশ সুন্দরভাবে এগিয়ে যেতে লাগলে। ভোল্ডেমর্টের মুখোমুখি হয়েও ঠিক থাকলে তুমি একজন শক্ত সামর্থ ছেলের মতো লড়াই করলে, আমার ভালো লাগলো।

– তাহলেও দেখলাম আমার সুন্দর পরিকল্পনার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে। ডাম্বলডোর বললেন, খুবই মারাত্মক ত্রুটি। আমি সব কিছু আগাগোড়া পর্যালোচনা করে দেখলাম ওই রকম ত্রুটি না শোধরালে তোমাকে নিয়ে যেসব পরিকল্পনা করেছি তা সব বানচাল হয়ে যাবে। সেই কাজটা অন্য কাউকে দিয়ে হবে না, আমাকে একাই করতে হবে। আমাকে শক্ত হতে হবে। তুমি যখন ভোল্ডেমর্টের সঙ্গে লড়াই করে আহত হয়ে হসপিটালে ছিলে, দুর্বল, অতি দুর্বল, সেটাই ছিলো আমার প্রথম পরীক্ষা।

হ্যারি বললো, আপনি কি বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।

– তোমার কী মনে নেই হসপিটাল থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, কেন ভোল্ডেমর্ট তোমাকে হত্যা করতে চায়?

হ্যারি মাথা নাড়লো; হ্যাঁ মনে পড়েছে।

– তুমি কী এখন আমার পরিকল্পনার ত্রুটি ধরতে পারলে? খুব সম্ভব না। বেশ, তুমি জানো, আমি ঠিক করেছিলাম তোমার প্রশ্নের জবাব দেবো না। মাত্র এগার বছর বয়স, আমি ভেবেছিলাম এই কম বয়সে সবকিছু জানার উপযুক্ত নয়। ওই বয়সে তোমাকে কিছু জানাবার আমার একটুও ইচ্ছে ছিলো না। তোমার বয়সের অনুপাতে সেটা ভারি হয়ে যাবে।

– আমার উচিত ছিলো সেই সময় বিপদ সংকেত জানা। আমি নিজেকে প্রশ্ন

করতে পারতাম, আমি কেন একটু ডিসটার্ব হইনি। যে প্রশ্নটা তুমি করেছিলে তার জবাব আমি জেনেও কেন তোমায় দিইনি। একদিন তো সেই ভয়ঙ্কর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। একটি বিশেষ সময়ে যখণ তুমি খুবই নাবালক, আমি ভেবে খুশি হয়েছিলাম, তোমার সেই ছোট বয়সে আমি জবাব দিইনি।

– তারপর হোগওয়ার্টে প্রথম বর্ষ শেষ করে দ্বিতীয় বর্ষ শুরু করলে আবার একটা চ্যালেঞ্জ। এমন এক চ্যালেঞ্জ যার মুখোমুখি পাকাপোক্ত জাদুকরদেরও হয়নি। আবার তুমি সসম্মানে বাধা পেরোলে যা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তুমি এবারও আমাকে জিজ্ঞেস করোনি ভোল্ডেমর্ট কেন তোমার শরীরে চিহ্ন রেখেছে। একবার আমরা কথা বলতে বলতে বিষয়টির খুব কাছাকাছিই চলে এসেছিলাম। এরপরও আমি তোমাকে বলিনি। কেন বলিনি? কারণ তোমার বয়স তখন মাত্র বারো। যদিও আগের বছর থেকে এক বছর বেশি, তবুও মনে করিনি তোমাকে বলা যায়। না বলেই তোমাকে ফিরে যেতে দিলাম, রক্তাক্ত ও পরিশ্রান্ত এবং কিছুটা উদভ্রান্ত, কিন্তু বিজয়ী। কথা প্রসঙ্গে তুমি বিষয়টির একেবারে কাছেই চলে এসেই আবার থেমে গিয়েছিলে, আমিও কথা বাড়াইনি। ভেবেছিলাম তোমার মন খারাপ হবে, তুমি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, আমি তোমার রাতটাকে নষ্ট করতে চাইনি, তোমার বিজয়কেও নয়।

এখন বুঝতেই পারছো আমার মহাপরিকল্পনায় কোথায় ভুল ছিলো, যা ছিল আমার ইচ্ছাকৃত ভুল। অনেক হয়েছে, আর এই ভুল করা যাবে না, আমাকে সংশোধন করতে হবে।

হ্যারি বললো, আমি এখানে ভুল দেখতে পাচ্ছি না...

ডাম্বলডোর বললেন, হ্যারি তোমার বিষয়ে আমি বেশি ভাবি। সত্য জানার চেয়ে তোমার সুখকেই আমি বড় করে দেখেছি, আমার পরিকল্পনার থেকে বড় করে দেখেছি তোমার মনের শান্তি, তোমার জীবনকে বেশি মূল্য দিয়েছি। আমার পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে অনেকের জীবন যাবে জেনেও।

প্রশ্ন আসবে না বলার কারণ কি? আমি জোর দিয়ে বলতে পারি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না আমি তোমার কত কাছে থেকে সারাক্ষণ নজরে রেখেছি যেন আমার দুঃখ- বেদনা আর না বাড়ে এবং পুনরাবৃত্তি না ঘটে। তুমি যদি না বেঁচে থাকো বা না সুখী থাকো, তাহলে অচেনা-অজানা মানুষ বা প্রাণীর অজানা ভবিষ্যতের জন্য জীবন দিয়ে কী হবে? আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তোমার মতো কাউকে পাবো। তুমি তোমার তৃতীয় বর্সে গেলে। আমি একটু দূর থেকেই দেখলাম ডিমেন্টরসদের সঙ্গে তোমার লড়াই, তুমি সেখানে সিরিয়সকে পেলে, তাকে রক্ষা করলে এবং জানতে পারলে তিনি তোমার কী হন! আমার কি সে সময় তোমাকে সব বলা উচিত হতো, তুমি যখন বিজয়ী হয়ে মন্ত্রণালয় থেকে তোমার গডফাদার

সিরিয়সকে ছিনিয়ে আনলে। তোমার বয়স তখন তের। তোমাকে না জানানোর কারণ কিন্তু ক্রমশই কমে আসছিলো...।

আর গত বছর তুমি যখন অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছো এবং সেডরিক ডিগরির মৃত্যু দেখেছো... তখনও তোমাকে বলিনি... যদিও নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, সে ফিরে এসেছে। আমার বোঝা উচিত ছিল, তোমার বয়স কম হলেও তুমি যেহেতু এত সকল বিপদ অতিক্রম করছো, এর ভার সহ্য করার মতো মানষিক শক্তি ও দৃঢ়তা তোমার আছে।

আমার দিক থেকে বলার এটাই। তোমাকে এসকল বিপদ- সঙ্কুল অবস্থায় যে দায়িত্ব ও ভার কাধে নিয়ে তুমি লড়েছো আমি আমার জীবনে কোন ছাত্রকেও তোমার সাড়িতে দাঁড় করাতে পারবো না।

ডাম্বলডোর না থামা পর্যন্ত হ্যারি অপেক্ষা করে, তারপর ডাম্বলডোর একটু থেমে বললেন, এরপরও আমি বুঝছি না... তোমাকে শিশু অবস্থায় মেরে ফেলতে চেয়েছিলো একটি ভবিষ্যৎবাণীর জন্য। তোমার জন্মের অল্প কিছু আগেই এই ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, যদিও সে বিষয়ে তার কাছে পুরো তথ্য ছিলো না। শিশু অবস্থায়ই তিনি তোমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন সেটাই হবে ভবিষ্যৎবাণীর অঙ্গীকার রক্ষা। তিনি যে ভূল করেছিলেন, প্রমাণিত করলেন তোমার প্রতি তার নিক্ষিপ্ত মৃত্যুবান যাদু ফিরে এসে উল্টো তাকেই আঘাত করলো। তিনি যখন তার শরীরে আবার ফিরে এলেন এবং বিশেষ করে তুমি যখন গতবছর তার কাছ থেকে পালিয়ে এলে, তখন তিনি ভবিষ্যৎবাণীর সম্পূর্ণ বিষয় জানার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। এই অস্ত্রটি পাওয়ার জন্য মনোযোগী হয়: তোমাকে ধ্বংস করার জ্ঞানের অস্ত্র।

সকাল আরো ফর্সা হলো। সূর্য্যের আলো ডাম্বলডোরের কক্ষে লুটিয়ে পড়লো। আলমারির ভেতরে রাখা গর্ডিক গ্রিফিন্ডরের তলোয়ার চকচক করছে। হ্যারি হঠাৎ করে উচ্চস্বরে বললো, ভবিষ্যৎ বাণী টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমি নেভিলকে বেঞ্চে টেনে তোলার সময় ওর রোব ধরে টান দিতেই ওটা মাটিতে পড়ে...

ভবিষ্যৎবাণী ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হলেও ভবিষ্যৎবাণীটি যার কাছে করা হয়েছে তার ঐ বাণীটি এখনও স্মরণ আছে, ডাম্বলডোর বললেন।

– কে সে? হ্যারি জিজ্ঞেস করলো, যদিও সে জানে তার উত্তর।

– আমি, ডাম্বলডোর বললেন। ষোল বছর আগে এক বৃষ্টিভেজা শীতের রাতে হগ হেডের এক বারের ওপর তলায় শিক্ষকতার জন্য এক প্রার্থীর সাক্ষাতের জন্য যাই। যদিও এটা আমার রীতি বিরুদ্ধ। আমি গিয়েছিলাম কারণ আবেদনকারীনী প্রপিতামহ ছিল এক বিখ্যাত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। আমি হতাশ হয়েছিলাম। আবেদনকারীর তেমন কোন যোগ্যতা ও গুণাবলী ছিল না। আমি তখন বেশ

ভদ্রভাবেই জানাই সে কাজটির জন্য উপযুক্ত নয়। কথা বলতে বলতে ডাম্বলডোর হ্যারির পেছন দিকে ক'পা' এগিয়ে আলমারী থেকে জাদুর গামলা বের করে টেবিলে রাখলেন। এরপর গামলায় পেনসিভ রাখলেন এবং তার যাদুদণ্ড কপাল পর্যন্ত উঁচু করলেন এবং তার সকল চিন্তার রূপালী পদার্থ গামলায় রাখলেন। তিনি চেয়ারে বসে তার সকল চিন্তা ঘূর্ণাকারে দ্রুত পেনসিভের ভেতরে ঢুকে যেতে দেখলেন। এর পর তিনি স্থির হলেন, যাদুদণ্ড অল্প একটু উঁচু করলেন এবং রূপালী পদার্থে খোচা দিয়ে দণ্ডের মাথায় কিছুটা লাগালেন।

একটা শরীরের অবয়ব ভেসে আসলো– একজন মহিলা এবং তার গায়ে শাল জড়ানো। তার বড় আয়ত চোখ দুটো মোটাভারি লেন্সের চশমার ভেতর দিয়েও ছিল আকর্ষণীয়। তার পা গামলার ওপর তখনও। যখন শিবিল টেরেলনি কথা বলা শুরু করলেন তার কণ্ঠস্বর আগের মতো সুমধুর ও সুকণ্ঠী ছিল না বরং শুষ্ক, কঠিন ও কর্কশ।

ডার্কলর্ডকে যে পরাভূত করবে তার আগমণ ঘটেছে... তার জন্ম হয়েছে এমন এক দম্পতির ঘরে যারা তিনবার ডার্কলর্ডকে বিরোধীতা করেছে... শিশুটির জন্ম সপ্তম মাসের শেষে হবে... এবং ডার্কলর্ড তাকে তার সমতূল্য শক্তিশালী হিসেবে চিহ্নিত করবেন, কিন্তু সে যে কত শক্তিধর হবে তা ডার্কলর্ডের অজানাই থাকে যাবে... এবং তারা দু'জনের একজনের অপরজনের হাতে মৃত্যু ঘটবে, তাদের কেউ একজন বেঁচে থাকলে অপরজন বেঁচে থাকবে না। সপ্তম মাসের শেষ প্রহরে তার জন্ম হবে যে ডার্কলর্ডকে পরাভূত করবে। প্রফেসর ট্রিলনী আবার রূপালি পদার্থের ভেতরে আবার ডুবে গেলেন।

হ্যারি অনুভব করে কোন কিছু তার সংস্পর্শে আসছে। আবার তার নিঃশ্বাস নেওয়ায় সে কষ্ট পাচ্ছে।

– সে বললো– তার মানে– আমি? ডাম্বলডোর হ্যারিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন।

– খারাপ বিষয় হ্যারি, ডাম্বলডোর বললেন, তবে এমনও হতে পারে তোমাকে নির্দেশ করা হয়নি, শিবিলের ভবিষ্যৎবাণী দু'জনের ওপর বর্তায়। দুই জাদুকরের পুত্র সে বছরে জুলাই-এ জন্মগ্রহণ করেছে। এ দুজন পুত্রের বাবা-মা'রা আবার অর্ডার অব ফনিক্সের সদস্য। আবার এই দুই দম্পত্তিই তিনবার ভোল্ডেমর্টের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। তাদের মধ্যে অবশ্যিই তুমি একজন এবং আরেকজন হলো নেভিল লংবটম।

– কিন্তু তাহলে... ভবিষ্যৎবাণীতে আমার নাম কেন, কেন নেভিল নয়?

– অফিসিয়াল রেকর্ড নামকরণ নতুন করে করা হয়। যখন ভোল্ডেমর্ট তোমাকে শিশু অবস্থায় আক্রমণ করে। তখন এটা ধারণা করা হয়েছে যেহেতু

তোমাকে আক্রমণ করেছে সেহেতু শিবিল তোমার কথাই বলেছেন এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

– আমিও তো না হতে পারি।

– আমার মনে হয় তা না, কোন সন্দেহ নেই যে, এটা তুমিই। ডাম্বলডোর বললেন।

– তা হলে যে বললেন নেভিলও সে সময় জন্মগ্রহণ করেছে।

– তুমি ভবিষ্যৎবাণীর পরবর্তী অংশটা ভুলে যাচ্ছ, ভবিষ্যতবাণী চূড়ান্ত পর্বে বলা হয়, যে সে পর্যদুস্ত করবে... এবং তাকে তার সমতূল্য হিসেবে তাকে তার দেহে চিহ্নিত করবে। তাই সে করেছে তোমাকে, হ্যারি। নেভিলকে নয়।

– তিনি তো ভুল করেও তা করতে পারেন।

– তিনি তোমাকেই মনে করেছেন বিপদ হিসেবে। লক্ষ্য কর, তিনি কিন্তু পিয়র ব্লাডকে চিহ্নিত করেননি, করেছেন হাফ ব্লাডকে। তিনি তোমার মধ্যে নিজেকে দেখেছেন, তোমাকে চাক্ষুস দেখার আগেই তিনি তোমাকে চিহ্নিত করেছেন। যদিও তার লক্ষ্য তোমাকে হত্যা করার, তিনি তা করেননি। কিন্তু উনি তোমাকে দিয়েছেন শক্তি ও এক ভবিষ্যতের, যে কারণে তুমি বার বার তার আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছো– যা তোমার বা নেভিলের পিতা-মাতার কারোরই ছিল না। ডাম্বলডোরের কথা শুনে হ্যারি হতভম্ব ও বাক্যহারা হল, কিছু সময় থমকে থেকে সে জিজ্ঞেস করলো, তা হলে তিনি এটা করলেন কেন? শিশু অবস্থায় আমাকে মেরে ফেললেন না কেন? তিনি কি অপেক্ষা করেছেন, দেখতে, যে বড় হয়ে নেভিল না আমি, কে তার জন্য বিপদজনক হয়ে উঠবো।

– হতে পারে, সেটা হলে তো বাস্তবসম্মত হতো; ডাম্বলডোর বললেন, তবে ভোল্ডেমর্টের কাছে ভবিষ্যতবাণীর পুরো খবর ছিল না। আমার যখন শিবিল ট্রিলনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো হগস হেডে সেখানে কান পেতে শোনার কেউ ছিল না। কিন্তু কথা বলার সময়ই আড়িপাতা আবিষ্কার হয় এবং ওটাকে বাইরে ছুড়ে ফেলা হয়।

– তাই সে সবটুকু শুনতে পায়নি?

সে শুধু শুরুটা শুনেছে এবং আড়িপাতা তার মাস্টারকে এটা বলতে পারেনি যে, তোমাকে শক্তি হস্তান্তর ও তার সমতুল্য করলে তার নিজের বিপদ ডেকে আনবে। তাই ভোল্ডেমর্ট জানেনি যে তোমাকে আক্রমণ করে তার বিপদ ডেকে আনতে পারে। তার উচিত ছিলো অপেক্ষা করা এবং আরো জানা। জানতোই না যে তোমার এমন শক্তি হবে যা 'ডার্কলর্ড জানে না'।

– কিন্তু না আমার তো সে রকম শক্তি নেই। আমার এমন কোন শক্তি নেই যা তার নেই। এমনকি আজকে যেভাবে উনি লড়েছেন, সে শক্তিও আমার নেই।

আমার, তার মতো মানুষকে আটকানো বা হত্যা করার ক্ষমতা নেই।

ডাম্বলডোর হ্যারির কথা থামিয়ে বললেন, ডিপার্টমেন্ট অব মিস্ট্রিজে একটা কক্ষ আছে, যেটা সবসময় তালা লাগিয়ে রাখা হয়। এখানে এমন এক শক্তি আছে যা খুবই আশ্চর্য্যজনক এবং মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। মানুষের জ্ঞান ও প্রকৃতির শক্তির চেয়েও শক্তিশালী। এটা হতে পারে অনেক অজেয় ও অজানা বিষয়ের অনেক পাঠ সেখানে রক্ষিত আছে। এই শক্তি যে তোমার করায়ত্তে যা তার জানা নেই। এই শক্তিই তোমাকে সিরিয়সকে রক্ষা করার জন্য নিয়ে গিয়েছিল। এই শক্তিই তার করায়ত্ব থেকে তোমাকে রক্ষা করেছিল। তিনি তার তীব্র বিরোধী শক্তির শরীরকে অধিগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। সব শেষে তোমাকে রক্ষা করেছে তোমার সদা জাগ্রত মন নয়, এটা তোমার হৃদপিণ্ড যা তোমাকে রক্ষা করেছে।

হ্যারি তার চোখ বন্ধ করে। সে যদি সিরিয়সকে বাঁচাতে না যেত তা হলে সিরিয়সের মৃত্যু হতো না। সেখান থেকে তার চিন্তা ছুটে চলে ভবিষ্যতবাণীর দিকে, ভবিষ্যত বার্তার শেষের অংশে... বেঁচে থাকতে পারবে না... অন্য একজন বেঁচে থাকতে...।

তাহলে হ্যারি বললো, তীব্র হতাশা ও বেদনা থেকে, তার অর্থ আমাদের একজনকে অপরজনকে মেরে ফেলতে হবে।

হ্যাঁ– ডাম্বলডোর বললেন।

দীর্ঘ সময় কেউ কোন কথা বললো না। নিস্তব্ধতা। বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের কল-কুঞ্জন। গ্রেট হলে ব্রেকফাস্ট খেতে এসেছ। মনে হয়, এমন লোক একেবারেই পাওয়া যাবে না যে খাবে না বা হাসবে না, তারা কেউ জানে না, জানলেও তাদের কিছু আসে যায় না– যে সিরিয়স ব্ল্যাক আর নেই, চিরতরে চলে গেছেন। সে এখন সহস্র যোজন দূরে। হ্যারির মতো তারা কেউ নয় যে এখনো বিশ্বাস করবে মুখের পর্দাটা সড়ালেই সিরিয়স হেসে উঠবে, তাকে সম্ভাষণ করবে কুশলাদি জিজ্ঞেস করবে।

ডাম্বলডোর হ্যারির চিন্তা থামিয়ে বললেন, হ্যাঁ আমার আরেকটি কথা বলার আছে। তুমি নিশ্চয়ই অবাক হও, কেন আমি তোমাকে প্রিফেক্ট বানাইনি। আমি চাইনি, তুমি যে ভার বহন করে চলেছো তার সাথে নতুন কোন ভার সংযোজন হোক। তোমার ভার এমনিতেই যথেষ্ট। হ্যারি লক্ষ্য করলো ডাম্বলডোরের চোখে অশ্রু ঝড়ছে মুখ গড়িয়ে, শুভ্র লম্বা দাঁড়ি বেয়ে।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

দ্য সেকেন্ড ওয়ার বিগিন্স

‘হি-হু মাস্ট নট বী নেমড’ ফিরে এসেছেন

ম্যাজিক মন্ত্রী কর্ণেলিয়স ফাজ গত শুক্রবার রাতে ছোট একটি বিবৃতি দিয়ে স্বীকার করেছেন হি-হু মাস্ট নট বী নেমড (যার নাম আমরা কখনোই মুখে আনি না) আবার আমাদের দেশে ফিরে এসেছেন, শুধু তাই নয় বরং আগের মতোই তৎপরতা চালাচ্ছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে আমি অবশ্যই স্বীকার করছি যে, জাদুকর নিজের নামকরণ নিজে করেছেন লর্ড। হ্যাঁ, আপনারা জানেন কাকে আমি ইঙ্গিত করছি– তিনি বেঁচে আছেন শুধু নয় আবার আমাদের মধ্যে বহাল তবিয়তে রয়েছেন। ফাজ খুবই ক্লান্তিতে দমকে দমকে বললেন– সাংবাদিক সম্মেলনে রিপোর্টারদের। একই সঙ্গে আরও দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি, আজকাবান কারাগারে ডিমেন্টরসরা একযোগে বিদ্রোহ করেছে। ওরা আর মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক নয়। আমাদের বিশ্বাস ডিমেন্টরসরা এখন লর্ডের কাছ থেকে আদেশ নিতে শুরু করেছে। লর্ড যার নাম আমরা ভুলে গেছি, নাম মুখেও আনতে চাই না।

আমরা আমাদের জাদুকর-জাদুকরীদের তৎপর ও সজাগ থাকার অনুরোধ করছি। মন্ত্রণালয় শিঘ্রই আপনাদের ঘর বাড়ি রক্ষা ও আক্রমণের প্রাথমিক প্রতিরোধ সম্বন্ধে একটি গাইড পুস্তিকা প্রকাশিত করবে। পুস্তিকাটি বিনামূল্যে সব জাদুকর পরিবারে দেয়া হবে আগামী মাসে।

মন্ত্রীর বিবৃতিতে জাদুকররা খুবই আতঙ্কিত হয়েছে ও বিপদ সংকেত মনে করছে। কারণ গত বুধবারে মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল ও দৃঢ়তার সাথে আশ্বাস দিয়েছিল, চলে আসা ওই গুজবের কোন সত্যতা নেই যে ইউ- নো-হু আবার আমাদের মধ্যে রয়েছে।

> যে ঘটনার ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তা খুবই অস্পষ্ট। যদিও বিশ্বাস করা যায় হি-হু যার নাম মুখে আনা যায় না তিনি এবং তার কয়েকজন মার্কামারা অনুচরেরা (যারা ডেথ ইটারস নামে পরিচিত), বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলায় ম্যাজিক মন্ত্রণালয়ে ঢুকতে পেরেছিলেন।
>
> এলবাস ডাম্বলডোর, হোগওয়ার্টসের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হেডমাস্টার এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অভ উইজার্ডস'র পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সদস্য এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ওয়ারলক অফ দ্য উইজেন গেমটের প্রধান, তাকে এখনও এই ব্যাপারে কিছু বলার জন্য পাওয়া যায়নি। তিনি গত এক বছর ধরে অবশ্য বলে আসছেন ইউ- নো- হু মৃত নয় বেঁচে রয়েছেন এবং অনেকই বিশ্বাস করেন যে তিনি নতুনভাবে ক্ষমতা অধিগ্রহণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। ইতিমধ্যে 'দ্য বয়-হু-লিভড"

বলেছিলাম না হ্যারি? আমি জানি যেমন করেই হোক ওরা তোমাকে টেনে আনবে। হারমিওন ওর সামনের খবরের কাগজটা দেখতে দেখতে বললো।

ওরা হাসপাতালে বসেছিল। হ্যারি রনের বেডের শেষ প্রান্তে বসে রনের সঙ্গে হারমিওনের খবর পড়া শুনছিল। হারমিওনের হাতে রোববারের প্রফেটা জিনির একটা পায়ের গোড়ালি দড়ি দিয়ে বেঁধে মাদাম পমফ্রে সামান্য উঁচু করে দিয়েছেন। পা'টা হারমিওনের বিছানার দিকে। নেভিলের ভাঙ্গা নাকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে। ও দু'টি খাটের মাঝে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে। লুনা যথারীতি নিজস্ব ভঙ্গিতে দ্য কুইবলার উল্টো করে পড়ে চলেছে। ওর মুখ দেখে মনে হয় হারমিওনের একটি কথাও ওর কানে যায়নি।

– ও হ্যাঁ 'যে ছেলেটি বেঁচে রয়েছে' ওইতো বসে রয়েছে, তাই না? রন মুখ গোমড়া করে বললো– ভ্রান্ত পথে চলা আর নয়, কি বল?

ও ওর বেডের পাশে রাখা ক্যাবিনেট থেকে একগাদা ফ্রগ চকোলেট বার করে কয়েকটা হ্যারি, জিনি আর নেভিলের দিকে ছুঁড়ে দিল। জিনি আর নেভিল চকোলেট দাঁত দিয়ে কাটতে লাগল। হ্যারির যে হাতটায় ক্ষতের জন্য সেলাই করা হয়েছে সেই জায়গাটা লাল হয়ে ফুলে রয়েছে। ফোলার ওপর মাদাম পমফ্রে পাতলা একটা জন্তুর ছাল লাগিয়ে রেখেছেন। পমফ্রে বলেছেন বেশি চিন্তা করলে ক্ষত সারতে সময় লাগবে। ডা. উব্বিলিসের বিস্মরণ শীল মলম মাখিয়ে দিয়েছেন ব্যথা কমার জন্য। ওর মনে হচ্ছে ব্যথার সামান্য উপশম হয়েছে।

– হ্যাঁ, ওরা তোমার খুব কুখ্যাতি করেছে হ্যারি, হারমিওন হাতের কাগজে চোখ রেখে বললো– একাকীত্বে মেশান একটি সত্যের শব্দ... ভারসাম্যহীনভাবে উপলব্ধি করা যায়, তার গল্পে অটল বিশ্বাস নেই... জোর করে উপহাস আর অপবাদ শোনানো হচ্ছে...। হুঁ, হারমিওন বলে গেল ভুরু কুঁচকে– আমার মনে হয়

ওরা আসল ঘটনা বলছে না, ওরাই প্রফেট সম্বন্ধে উপহাস করছে, অসত্য বলছে।

কথাটা বলে ও সংকুচিত হয়ে বুকের ওপর একটা হাত রাখল। ডলোহভ ওর ওপর যে চার্ম প্রয়োগ করেছিল, খুবই কম ক্ষমতাশীল ছিল। যদি ও জাদুমন্ত্রটা জোরে জোরে বলত, তাহলে মাদাম পমফ্রের কথা বলা যায়, অনেক ক্ষতি করতে পারত। হারমিওনকে অসুখ সারাবার জন্য দশ রকমের পোশান গিলতে হয়েছে প্রত্যেক দিন। মোটামুটি এখন ও সেরে উঠছে, হাসপাতালে থাকতে ওর আর ভাল লাগছে না।

'ইউ-নো-হু'র করায়ত্ব করার শেষ চেষ্টা, পাতা দুই থেকে চার, কোন ডাম্বলডোরে কথা কেউ কানে দিচ্ছে না, পাতা ছয় থেকে আট, হ্যারি পটারের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকার, পাতা নয়... ঠিক আছে, খবরের কাগজটা গুটিয়ে একপাশে ছুঁড়ে দিয়ে হারমিওন বললো– অনেক কিছু লেখার সুযোগ পেয়ে গেছে। তাছাড়া হ্যারির সঙ্গে সাক্ষাৎকার মোটেই একান্ত নয়। ওটাতো একমাস আগে দ্য কুইবলারে ছেপেছিল।

বাবা ওই কপিটা তো ওদের বিক্রি করেছিলেন। লুনা ভাসা ভাসাভাবে বললো– কুইবলারের কপিটা তেমনভাবে ধরে। ওরা বেশ ভাল দাম দিয়েছিল। আমরা গরমকালে এবার সুইডেনে বেড়াতে যাব, এক্সপিডিসন টু সুইডেন– যদি আমরা ক্রমপল-হর্নড স্নরক্যাক ধরতে পারি।

হারমিওন কথা বলবে না এমন মুখ করে বসেছিল। লুনার কথা শেষ হলেই বললো– সত্যি খুব ভাল তো...।

জিনি, হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে হাসতে লাগল।

– থাক সেসব কথা, হারমিওন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো। আবার ব্যথার জন্য শরীরটা কোঁচকালো। তারপর স্কুলের ব্যাপার স্যাপার কিছু শুনলে?

– ও হ্যাঁ, ফ্লিট উইক জর্জ আর ফ্রেডের জালে ডোবার হাত থেকে বেঁচেছে। জিনি বললো– ও তিন সেকেন্ডের জন্য হাবুডুবু খেয়েছিল। জানালার তলায় জলের সামান্য দাগ পড়েছিল, চটপট জায়গাটা দড়ি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিল।

– কেন হারমিওন হকচকিয়ে বললো।

– বললো, দারুণ ম্যাজিক, জিনি শ্রাগ করে বললো।

– মনে হয় ফ্রেড আর জর্জকে মনে রাখার জন্যে, রন বললো– একগাদা চকোলেট চিবুতে চিবুতে। ওরা আমাকে এইগুলো পাঠিয়েছে। রন হ্যারিকে একগাদা ছোট ছোট চকোলেট দেখিয়ে বললো– মনে হয় ওদের জোক শপ ভালই চলছে!

হারমিওন মুখে বিরক্তির ছাপ।

ডাম্বলডোর আবার স্কুলে জয়েন করেছেন খবর পেয়েছো তো?

– হ্যাঁ, নেভিল বললো। এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে মনে হয়।

– মনে হয় ফিলচ খুব খুশি হবে, হয়েছে? রন জিজ্ঞেস করলো। ফ্রগ কার্ডগুলো জলের জগে ডুবিয়ে দিল। কার্ডে ডাম্বলডোরের ছবি।

– একটুও না, জিনি বললো। বেচারি খুবই বিব্রত, জিনি গলার স্বর নামালো। ফিস ফিস করে বললো– ও এখন বলে বেড়াচ্ছে হোগওয়ার্টসে ডাম্বলডোর ব্যর্থ হয়েছেন। সে আরো বলে বেড়াচ্ছে হোগওয়ার্ট তার প্রাপ্তির মধ্যে প্রফেসর আমব্রিজকে পাওয়া হলে শ্রেষ্ঠতম।

ওরা হাসপাতলের এক কোণে শুয়ে থাকা ম্যাদাম আমব্রিজের দিকে তাকাল। তাকিয়ে রয়েছেন ছাদের দিকে উদাস নয়নে। অনেকেই জানে না ডাম্বলডোর কেমন করে তাকে গভীর জঙ্গলে সেন্টারদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। জন্তুগুলো হয়ত ওকে মেরে ফেলত। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে গায়ে তার একটা আঁচড় কাটতে না দিয়ে, ডাম্বলডোর ওকে ধরে ধরে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। আমব্রিজ অকৃতজ্ঞ তাই হয়ত কাউকে সেই ঘটনা বলবে না। কেউ জানবে না আসলে তার কি হয়েছিল। ওরা দেখল মিস আমব্রিজের মাথার চুলগুলো ডেলা পাকিয়ে গেছে। চুলের ভেতরে তখন লতা পাতার টুকরো রয়েছে। তাহলেও গায়ে তার একটা আঁচড়ের দাগ নেই।

হারমিওন ফিস ফিস করে বললো– মাদাম পমফ্রে বলছিলেন উনি দারুণ মানষিক আঘাত পেয়েছেন।

– গোমড়া মুখ দেখে তাই মনে হয়, জিনি বললো।

– বেঁচে আছেন কি মরে গেছেন দেখবে? রন জিব দিয়ে একটা আওয়াজ করতেই আমব্রিজ এধার ওধার তাকালেন। দৃষ্টিতে তখনও তার ঘোর।

– কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো প্রফেসর? মাদাম পমফ্রে তার অফিস ঘরের দরজা খুলে হলে ঢুকে আমব্রিজের দিকে তাকিয়ে বললেন।

– না না না একটুও না। আমব্রিজ বালিশে মাথা গুঁজে বললেন– মনে হয় আমি একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

হারমিওন আর জিনি ওদের গায়ের চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে হাসি চেপে রইল।

– ও তুমি সেন্টারসদের কথা বলছিলে না? হারমিওন হাসি থামিয়ে বললো– এখন তাহলে কে ডিভিনেসন পড়াচ্ছেন? ফিরেঞ্জ আছেন?

– না থেকে উপায় নেই, ওকে তো আর সেন্টাররা ফিরে আসতে দেবে না, হ্যারি বললো। দেবে বলে মনে হয়?

– মনে হয় উনি আর ট্রিলনী দু'জনেই ক্লাস নেবেন, জিনি বললো।

– কিন্তু ডাম্বলডোর বলছিলেন শুনেছি ট্রিলনীকে ছুটি দিয়ে দেবেন, রন

বললো। মানে রিটায়ার করিয়ে দেবেন।

– বললেই হল? হারমিওন পাল্টা বললো। আমরা জানি ওনার ভবিষ্যৎবাণী কারেক্ট।

কথাটা শুনে হ্যারির বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ি পিটাতে লাগলো। ও কাউকে বলেনি প্রফিসির ভেতরে কি আছে। নেভিল বলেছে ডেথ রুমে হ্যারি ওকে টেনে ওঠানোর সময় ওটা ভেঙে গেছে। হ্যারি ওর ভুল বক্তব্য শুধরে দেয়নি। যাদের নেভিল কথাটা বলছে তাদের মুখভঙ্গিও সে দেখেনি।

– সত্যি ভেঙে গেলো, দুঃখের কথা, হারমিওন শান্তভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বললো।

– ঠিক বলেছ, রন বললো। ইউ-নো-হু জানতে পারলো না ওর ভেতরে কি ছিল। হ্যারিকে বেড থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বললো– চললে কোথায়?

– হ্যাগ্রিডের কাছে, হ্যারি বললো। ওর কাছে গিয়ে সকলের খবর দিতে হবে। শুনেছি ফিরে এসেছেন।

– বলবে, আমরা সবাই ভাল আছি। রন ডরমেটরির খোলা জানালা দিয়ে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললো– আমরা যদি তোমার সঙ্গে হ্যাগ্রিডের কাছে যেতে পারতাম...।

হ্যারিকে দরজার গোড়া পর্যন্ত যেতে দেখে হারমিওন বললো– হ্যারি হ্যাগ্রিডকে বলো আমরা ভাল আছি। হয়তো আমাদের অবস্থার কথা উনি শোনেনি।

হ্যারি হাত তুললো। একরকম জানিয়ে গেল ও ওদের সব কথা শুনেছে আর ঠিক যা হয়েছিল তাই বলবে হ্যাগ্রিডকে।

সেদিন ছিল রোববার। ক্যাসেলে কেউ নেই এমনই নিস্তব্ধ। স্কুলের ছেলে-মেয়েদের টার্ম শেষ হতে চলেছে। বাকি রয়েছে কিছু হোমওয়ার্ক, লেশন। ওরা সবাই লনে ছুটোছুটি করছে, রোদ পোয়াচ্ছে। সকলেই খুশি আর ক'দিন পরেই বাড়ি ফিরবে। হ্যারি জনশূন্য করিডোর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। অদূরে কিডিচ খেলার মাঠ, সেখানে ছেলে- মেয়েরা গেছে। দু'একটি ছেলেমেয়ে লেকে সাঁতার কাটছে, ওদের আশেপাশে রয়েছে স্কুইডস (সামুদ্রিক মাছ)।

ও ঠিক করে উঠতে পারছে না একলা থাকবে না ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলে মিশে হৈ হৈ করবে। যখনই কেউ ওকে দেখতে পেলে ওর কাছে আসে তখনই ও চলে যায়। আবার একলা থাকলে মনে হয়, বন্ধুরা আসুক, ওর সঙ্গে গল্প করুক। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো, হ্যাগ্রিডের কটেজে যাবে। বলতে গেলে সেই ঘটনার পর ও হ্যাগ্রিডের সঙ্গে ভাল করে কোনও কথা বলেনি।

হ্যারি মার্বল পাথরের সিঁড়ির শেষধাপে পা দিতেই দেখল ডানধারের দরজা

খুলে বেরিয়ে আসছে ম্যালফয়, ক্র্যাবে আর গোয়েলে। হ্যারি জানে তিন মূর্তি স্লিদারিন কমনরুমে যাচ্ছে। হ্যারি আর এক পা না বাড়িয়ে দাঁড়ালো। ওরা ওকে দেখতে পেয়েছে, হ্যারিকে দাঁড়াতে দেখে ওরাও দাঁড়ালো। ওরা সকলেই চুপ করে দাঁড়িয়ে। ওরা যেখানে দাঁড়াল সেখানে কোন শব্দ নেই, নিস্তব্ধ। শুধু বাইরে থেকে স্কুলের ছেলেমেয়েদের কলরব ভেসে আসছে।

ম্যালফয়ের মুখে শয়তানি হাসি। ও এধার ওধার তাকালে। মনে হয় দেখলো কোন টিচার সেই দিকে আসছেন কি না। তারপর ও পিছন ফিরে হ্যারির দিকে তাকালো। খুব চাপা গলায় বললো– পটার, তুমি বেঁচে আছ, মরে যাওনি।

হ্যারি ওর ভুরু দুটো তুলে ম্যালফয়ের দিকে তাকালো।

– হ্যারি বললো– তুমি ভাবছ আমি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি কেমন করে।

কথাটা শূনে ম্যালফয়ের মুখটা রাগে যেন ফেটে পড়তে চাইলো। হ্যারি আগে কখনও ম্যালফয়কে এত বেশি রাগতে দেখেনি।

– হুঁ তোমাকে মূল্য দিতে হবে, ম্যালফয় দাঁত কিড়মিড় করে মাঝারি গলায় বললো– আমার বাবাকে তুমি যা করেছো তার জন্য তোমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, এখনই আমার হাতে।

– ওরে বাপরে, তোমাদের ভয়ে আমি থর থর করে কাঁপছি। আমার মনে হয়, লর্ড ভোল্ডেমর্ট তোমাদেরই মত রাগে কাঁপছেন। হ্যাঁ বল কি বলবে? ম্যালফয় ক্র্যাবে আর গোয়েলে লর্ড ভোল্ডেমর্টের নাম শুনে দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। লর্ডের নাম শুনে ভয়ে মুখ নীল হয়ে গেল কেন? লর্ড তো তোমার বাবার বিশেষ বন্ধু, তাই না? তোমার কিসের ভয়?

– পটার, তুমি নিজেকে তারই মত বিরাট মানুষ মনে করছ। হ্যারির দিকে ম্যালফয় এগিয়ে আসতে আসতে বললো।

ক্র্যাবে আর গোয়েলেও হ্যারির দিকে এগিয়ে এলো। তুমি কি মনে করেছ আমি তোমাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবো? তুমি আমার বাবাকে আজকাবানের জেলে পাঠাবে?

– আমি ভাবছিলাম তাইতো উচিত কাজ হবে; হ্যারি বললো।

– শোনো, ডিমেন্টরসরা আজকাবানের জেলে নেই। ম্যালফয় খুব ধীরে ধীরে বললো– ড্যাড আর বাকি সবাই শিগগিরি সেখানে থেকে চলে আসবেন।

– হ্যাঁ, হ্যাঁ আসবেন তো, হ্যারি বললো– এখনতো সবাই জেনে গেছে তিনি গেঁজলে ওঠা ফেনা ছাড়া আর কিছু নয়।

ম্যালফয় ওর একটা হাত আলখেল্লার পকেটে ঢোকানোর আগেই হ্যারি ওর জাদুদণ্ডটা পকেট থেকে টেনে বার করলো।

– পটার! এনট্রেন্স হলে কে যেন জোরে খুব জোরে বললো।

হ্যারি দেখলো, স্নেইপ অফিস ঘরে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। হ্যারির সর্বশরীর রাগে ঘৃণায় জ্বলে উঠলো। স্নেইপ সম্বন্ধে ডাম্বলডোর ওকে যা যা বলেছেন, ওর কানে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। জীবনে সে কথাগুলো ও ভুলবে না। স্নেইপকে ক্ষমা করবে না। না না কখনোই না।

– কী ব্যাপার পটার? এখানে তোমরা কি করছ? কথাটা বলে ওদের চারজনের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

– আমি ভাবছি ম্যালফয়ের ওপর কোন কার্সটা প্রয়োগ করবো, হ্যারি তীব্র স্বরে বললো।

স্নেইপ হ্যারির মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

– দণ্ডটা এখনই পকেটে রেখে দাও। স্নেইপ কাটাকাটা স্বরে বললেন– গ্রিফিন্ডরের দশ পয়েন্ট কাটা গেল।

কথাটা বলে স্নেইপ বিরাট আকারের আওয়ার গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বিশ্রিভাবে হাসলেন– আহাহ্‌, তাহলে তো গ্রিফিন্ডরদের আর কোনও পয়েন্ট হাতে রইলো না ঘড়িটা নেবার। তাহলে তো আমাদের তোমাকে কিছু...।

– আরও কিছু যোগ করুন।

হ্যারি দেখলো প্রফেসর ম্যাকগোনাগল ক্যাসেলে যাবার জন্য সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন। তার একহাতে টাইট কার্পেটের তৈরি ব্যাগ, অন্য হাতে ওয়াকিং স্টিক। ব্যাগের ভারে একটু ঝুঁকে পড়েছেন। তাহলেও মুখ দেখে মনে হয় সুস্থ।

– প্রফেসর ম্যাকগোনাগল! স্নেইপ তার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন– তাহলে সেন্ট মাংগো হাসপাতাল থেকে আপনাকে রিলিজ করে দিয়েছে, তাইতো দেখছি।

– হ্যাঁ প্রফেসর স্নেইপ, ম্যাকগোনাগল তার ট্রাভলিং ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন– আমি একেবারে নবজীবন লাভ করেছি, তোমরা দু'জন? ক্র্যাবে গোয়েলে।

ম্যাকগোনাগল ওদের মুখের দিকে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকালেন। ওরা ম্যাকগোনাগলের দিকে এগিয়ে এল। ওদের মুখ ঝুলে পড়েছে।

– এদিকে আমার কাছে এস। আমার ব্যাগ আর আলখেল্লাটা আমার অফিসে নিয়ে যাও। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল কঠিন সুরে বললেন– ম্যালফয়ের দুই সাগরেদকে।

– ঠিক আছে, ম্যাকগোনাগল বালির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন– আমার মনে হয়, হ্যারি আর ওর দুই বন্ধুদের পঞ্চাশ পয়েন্ট করে পাওয়া উচিত। ইউ-নো- হু ফিরে এসেছে সেই খবর পৃথিবীর সকলকে জানিয়ে দেবার পুরস্কার হিসেবে। আপনি কি বলেন, প্রফেসর স্নেইপ?

– কী বলছেন? স্নেইপ এক সেকেন্ড দেরি না করে বললেন। হ্যারি জানে

স্নেইপ ম্যাকগোনাগলের কথা খুব ভাল করেই শুনতে পেয়েছেন। মানে ঠিক বুঝলাম না।

– পটার পঞ্চাশ, দু' উইসলির পঞ্চাশ করে, আর লংবটম আর মিস গ্রেঞ্জারও পঞ্চাশ। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল বললেন। ঠিক সেই সময় গ্রিফিন্ডরদের আওয়ার গ্লাসের বালি ঝর ঝর করে নিচের গ্লাসে পড়ল। ও হ্যাঁ, মিস লাভগুডও পাবে পঞ্চাশ– ম্যাকগোনাগল বললেন। আপনি পটারের কাছ থেকে দশ পয়েন্ট কেটেছিলেন, তাই না প্রফেসর স্নেইপ? তো এখন হিসেব ঠিক। পটার? ম্যালফয় এত সুন্দর একটা রৌদ্রউজ্জ্বল দিনে করিডোরে কি করছ? যাও বাইরে গিয়ে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে হৈ হৈ করো, হাসো খেলো, ম্যাকগোনাগল বললেন।

হ্যারিকে দুবার কোনও কথা বলতে হয় না। ম্যাকগোনাগলের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জাদুদণ্ডটা পকেটে রেখে সদর দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল।

হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে হ্যারি চললো। সূর্য তখন ওর মাথার ওপর গনগন করছে। দেখল ছেলে- মেয়েরা রোববারের প্রফেটে পড়ছে, রোদ্দুর পোয়াচ্ছে। কেউ কেউ মিষ্টি খাচ্ছে। ওর দিকে ওরা তাকালো। ওদের মধ্যে দু'একজন ওকে ডাকলো। দু'একজন সানডে প্রফেটে ওর সমন্ধে লেখা ছেপেছে সেটা দেখালো। ওদের কাছে হ্যারি হিরো বনে গেছে। হ্যারি ওদের দিকে তাকালো না। ওরা তো জানে না তিনদিন আগে কি কাণ্ড ঘটেছিল। হ্যারি কারও দিকে না তাকিয়ে হন হন করে হ্যাগ্রিডের কেবিনের দিকে চললো।

ও হ্যারির ক্যাবিনের বন্ধ সদর দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবলো খুব সম্ভব হ্যাগ্রিড কেবিনে নেই। তারপরই দেখলো ফ্যাংগ ওর দিকে লাফাতে লাফাতে আসছে। আনন্দে আত্মহারাও। তারপর দেখলো হ্যাগ্রিড পিঠে একটা বস্তা ভর্তি বিনস চাপিয়ে ওর দিকে আসছেন। হ্যাগ্রিডের বাগান লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। হ্যাগ্রিড বাগানের ভেতর থেকেই হ্যারিকে দেখে বললেন– সব ভালো তো হ্যারি!

হ্যারি হ্যাগ্রিডের হাসি হাসি মুখের দিকে তাকালো।

– এস ভেতরে এস, চা খেতে খেতে গল্প করা যাবে, হ্যাগ্রিড বললেন।

হ্যারি হ্যাগ্রিডের সঙ্গে কেবিনের ভেতরে গেল। হ্যাগ্রিড তার প্রকাণ্ড কাঠের টেবিলের সামনে বসতে বসতে বললেন– চা? না জুস খাবে। হ্যাঁ সব খবর টবর বল। তোমার এখন শরীর ভাল আছে তো?

– খুব ভাল আছি। আপনি এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলেন?

হ্যাগ্রিড ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো– সিরিয়সের মতো লুকিয়েছিলাম। বড় একটা পাহাড়ের গুহাতে ছিলাম।

হ্যাগ্রিড কান্না চেপে গেলাস ভর্তি জুস খানিকটা চুমুক দিয়ে খেয়ে বললেন– যাকগে ফিরে এসেছি।

– আপনাকে দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে। হ্যারি বললো ও সিরিয়স প্রসঙ্গ আনতে চায় না। সিরিয়সের কেউ নাম করলে ও অন্য প্রসঙ্গে আসে।

– সত্যি? কথাটা বলে হ্যাগ্রিড ওর মোটা মোটা দু'হাতের চেটো দিয়ে মুখ ঢেকে বললেন– আমার ভাই গ্রপি ও এখন ভাল আছে, খুশ মেজাজে আছে। ওর এখন একটা বান্ধবী দরকার।

হ্যারি হ্যাগ্রিডের মাথা থেকে গ্রপির বান্ধবীর প্রসঙ্গ বাদ দিতে চায়।

আর একটা জায়েন্ট অরন্যে না আসাই ভাল মনে হয়।

হ্যাগ্রিড থেমে থেমে বললেন– সকলেই এখন বুঝতে পারছে তুমি একচুলও মিথ্যে বলোনি হ্যারি। তারপর হ্যারি পটারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন হ্যাগ্রিড।

– দেখ হ্যারি, হ্যাগ্রিড টেবিলে ঝুঁকে পড়ে বললেন। আমি তোমার চেয়ে অনেক আগে থেকে সিরিয়সকে জানি। সিরিয়স যুদ্ধ করতে করতে মারা গেছে, অন্যায়-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে। তার মৃত্যুতে শোক করো না হ্যারি। ওইরকম বীরের মত ও মরতে চেয়েছিল।

– না, সিরিয়স মরতে চাননি, হ্যারি রেগে গিয়ে বললো।

– না, আমি তা বলিনি। ওতো ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকতে চায়নি। অন্যরা যুদ্ধ করুক আর ও ঘরে থাকুক তা চায়নি সিরিয়স।

হ্যারি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো– এবারে আমাকে যেতে হবে। রন হারমিওন হসপিটাল উইংগ-এ রয়েছে।

– ও হ্যাঁ, যেতে তো হবেই, বেশ তাহলে যাও, খুব সাবধানে যাবে।

হ্যারি একরকম দৌড়াতে দৌড়াতে দরজা খুলেই হাসপাতালের দিকে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো। আগের মতোই হ্যারি কারও দিকে, কারও কথা না শুনে হাঁটতে লাগলো। মাঝে মাঝে চোখ দুটো বন্ধ করে হাঁটতে লাগলো। ভাবতে লাগলো সবকিছু ওর সামনে থেকে বিলীন হয়ে যাক। ও একা, ওর কেউ নেই।

কিছুদিন আগে, ওর পরীক্ষা শেষ হয়নি। ও ভোল্ডেমর্ট ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছে না, ওর মনের মধ্যে ভোল্ডেমর্ট গেঁথে রয়েছে। ও জানে, ভোল্ডেমর্ট সম্বন্ধে যা বলেছে সব সত্যি। ভোল্ডেমর্ট ফিরে এসেছে, কেউ বিশ্বাস করতে না চাইলেও যা সত্যি তাই বলেছে। ও কিছুটা হাঁটার পর লেকের ধারে ঝোঁপ ঝাড় সরিয়ে দু'হাঁটুতে মুখ রেখে বসে বসে লেকের জলের ঢেউ দেখতে লাগলো। এমন জায়গায় বসেছে যে ওকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ও একা থাকতে চায়। কেউ এসে ওর সামনে দাঁড়াক তা ও চায় না।

কেন ও একা থাকতে চায়? ডাম্বলডোরের কাছ থেকে সব শোনার পর থেকে ও সকলের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। একটা অদৃশ্য বেড়া দিয়ে

ওকে যেন ঘিরে রাখা হয়। ও একা, অন্যদিকে পৃথিবীর সব কিছুই। ও ছিল, এখনও আছে– অ্য মার্কড ম্যান। ওই কথাটার মানে ও জানে না।

হ্যারি লেকের কিনারায় বসে থাকে কি করবে কোথায় যাবে ভেবে পায় না। ওর সমস্ত দেহ-মন ভরাক্রান্ত; ও ভাবতে পারছে না সিরিয়স আর ফিরে আসবেন না। অনেকদিন পর আকাশ নীল, রোদ উঠেছে সকলেই হাসছে, গল্প করছে। ওদের থেকে ও যেন আলাদা। ও ভাবতে পারছে না, বিশ্বাস করতে পারছে না এই পৃথিবীতে আর কতদিন বেঁচে থাকবে, কবে শেষ হবে খুনির হাতে।

ও অনেকটা সময় নীরব হয়ে বসে রইল, ভুলতে চেষ্টা করতে লাগলো ওর ধর্মপিতা সিরিয়সের কথা। মনে পড়ছে লেকের অপর পারে সিরিযস একবার একশ ডিমেন্টরদের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করার পর জ্ঞান হারিয়েছিলেন।

সূর্য কখন অস্ত গেছে ও জানে না। হঠাৎ মনে হল ওর খুব শীত করছে। ও ধীরে ধীরে দাঁড়াল তারপর ক্যাসেলের দিকে হাঁটতে লাগল। আলখেল্লার হাতা দিয়ে চোখের জল মুছে নিল।

* * *

স্কুল টার্ম শেষ হবার তিনদিন আগে রন আর হারমিওন সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল। হারমিওন মাঝে মাঝে হ্যারির কাছে সিরিয়সের কথা তুলতে চাইলে রন ওকে থামিয়ে দিল। হ্যারি জানে না কবে আবার ও সিরিয়স সম্বন্ধে কথা বলতে পারবে। কখনও সিরিয়সের কথা বলতে ইচ্ছে করে কখনও বা করে না। সব কিছুই ওর মন মেজাজের ওপর নির্ভর করে। অসম্ভব মনোবেদনায় সঙ্গে আর এক ব্যথায় মন ভরে ওঠে। হোগওয়ার্টস থেকে চলে যাবার দিন আসন্ন, আবার ওকে প্রাইভেট ড্রাইভে ফিরে যেতে হবে। এখন ও বুঝতেপেরেছে কেন ওকে গ্রীষ্মের ছুটির দিনগুলো প্রাইভেট ড্রাইভে ডার্সলের সঙ্গে থাকতে হয়। কিন্তু মনটা না চাইলেও সেখানে থাকতে হবে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য।

টার্ম শেষ হবার একদিন আগে প্রফেসর আমব্রিজ হোগওয়ার্টস থেকে চলে গেলেন। প্রফেসর ম্যাকগোনাগল, আমব্রিজকে বিদায় জানাতে পারলেন না, সোফাতে বসে রইলেন। উঠবেন কি করে, হাঁটবেন কেমন করে পিভস ওর ওয়াকিং স্টিক নিয়ে পালিয়েছে।

স্কুলের সেই টার্মের শেষ সন্ধ্যাটি এসে গেল। সবাই তাদের বাবা-মা, বাড়ি যাবার আগে জিনিসপত্র বাক্সে ভরে নিয়েছে। একটু পরেই টার্ম শেষের খাওয়া-দাওয়া শুরু হবে। হ্যারি শুধু একলাটি চুপ করে বসে রয়েছে। না আছে গোছগাছ করার তাগিদ না আছে ভাল ভাল খাবার তাড়া।

রন ওকে ক্লিষ্ট মুখে বসে থাকতে দেখে বললো– কাল গুছালেই হবে, এখন

খেতে চল, আমার কিন্তু ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। চল যাই। রন ঘর ছেরে যাবার আগে হ্যারি বললো– তুমি যাও আমি আসছি।

কিন্তু রন চলে যাবার পরও হ্যারি চুপ করে বসে রইল। ওর ফিস্টে যাবার কণা মাত্র ইচ্ছে নেই তবুও যেতে হবে। ও খুব ভাল করেই জানে ডাম্বলডোর ভাষণ দেবার সময় ওর নাম উল্লেখ করে বলবেন– হ্যারি স্বচক্ষে ভোল্ডেমর্টকে দেখেছে, গত বছর ওর সম্বন্ধে বলেছেও।

আর দেরি করা উচিত হবে না। ও ট্রাঙ্কের তলা থেকে কয়েখটা কুঁচকানো আলখেল্লা বার করল। বার করার সময় চোখে পড়ল ট্রাঙ্কের এক কোণে পড়ে থাকা একটা দোমড়ানো মোচড়ানো কাগজের প্যাকেট-এর উপর। হাতে তুলে নিয়ে বুঝতে পারলো না প্যাকেটের মধ্যে কি আছে। ও চটপট প্যাকেটের মুখটা ছিঁড়তেই দেখতে পেলো ওর একটা ট্রেনারস। ও ট্রেনারস হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। তারপর মনে পড়ে গেল ট্রেনারসটা সিরিয়স ওকে বার নম্বর গ্রিমণ্ড প্লেসে থাকার সময় উপহার দিয়ে বলেছিলেন, এটা যখন পরবে তখন ঠিক আমার কথা মনে পড়ে যাবে।

হ্যারি বিছানায় বসে ট্রেনারসটার পাট খুলতেই টুক করে ছোট একটা চৌকো আয়না বিছানায় পড়ে গেল। আয়নাটা অতি পুরনো আর তার কাঁচে পুরু করে ধূলো জমে গেছে। নিজের মুখটা দেখার জন্য হ্যারি আয়নাটা ওর মুখের সামনে ধরলো। কাঁচের উপর এতো ধূলো জমেছে যে নিজের মুখটাই স্বচ্ছভাবে দেখতে পেলো না। আয়নাটা আবার প্যাকেটের মধ্যে রাখার সময় দেখলো পেছনে ছোট ছোট অক্ষরে কিছু লেখা রয়েছে। হাতের লেখাটা সিরিয়স কি লিখেছেন পড়তে লাগল। সিরিয়স লিখেছেন

> এটা একটা দুমুখী আয়না, এ'রকম দুটো আছে। তার মধ্যে একটা আমার কাছে আছে, এটা তোমাকে দিলাম। তুমি যদি কখনও আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও তাহলে আয়নাটা তোমার সামনে ধরবে। তখন তোমার প্রতিবিম্ব আমার আয়নাতে ফুটে উঠবে। তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে। জেমস আর আমি এটা ব্যবহার করতাম, যখন আমরা দু'জনে দু'জাগায় থাকতাম।

লেখাটা পড়ার পর হ্যারির বুকের ভেতর যেন একটা ইঞ্জিন চলতে লাগলো দূর্দান্ত গতিতে। চারবছর আগে ও ইডরেজড মিররে বাবা-মাকে দেখেছিল। ও সিরিয়সের সঙ্গে কথা বলতে চাইল। এখনই, একটুও দেরি করে নয়। কিছু কথা বলার আগে ও দেখে নিল আশেপাশে কেউ আছে কিনা। ডরমেটরি ফাঁকা। ও আবার আয়নার দিকে তাকালো। খুব মুখের কাছে নিয়ে এল সিরিয়সের দেয়া আয়না। খুব কাছে নিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় খুব জোরে বললো– 'সিরিয়স'!

ওর নিঃশ্বাসের বাষ্পে আয়নার কাঁচটা আরও ঝাপসা হয়ে গেল, ও আয়নাটা প্রায় মুখের সামনে চেপে ধরল। ও দেখল ওর চোখ দুটো কাঁপছে, পিট পিট করে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো তো সিরিয়সের নয়– ওরই।

তারপর আলখেল্লার অস্তিন দিয়ে আয়নার কাঁচটা ভাল করে মুছে নিয়ে গলায় যত জোর আছে তা দিয়ে আবার বললো, প্রতিটি শব্দ শূন্য ঘর ঝম ঝম করে উঠল।

'সিরিয়স ব্ল্যাক!'

না, আয়না যেমন তার প্রতিচ্ছবি নিয়ে কাঁপছিল, তেমনইভাবে কাঁপতে লাগল। চোখ দুটো পিট পিট করতে লাগলো।

হঠাৎ কে যেন ওর কানে কানে বললো– আরে বোকা সিরিয়ষ তোমার কথার জবাব দেবে কেমন করে? ওর কাছে কি ডুপ্লিকেট আয়নাটা এখন আছে?

– ও তাই সিরিয়স ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না।

হতাশা ওকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল। হাতের কাছে যা কিছু পেল ছুঁড়তে লাগলো যেখানে সেখানে। আয়নাটাও ভেঙে ট্রাঙ্কের ডালার ওপর পড়ে রইলো।

তারপর ওর মাথায় নতুন এক বুদ্ধি এলো। অনেক তীক্ষ্ম, অনেক বড়। আগে তো এই কথা ও ভাবেনি– কেন নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেনি?

ও ঘর ছেড়ে লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে স্পাইরেল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো। নামার সময় ওর দেওয়ালে মাথা ঠুকে গেল, গায়ে ধাক্কা লাগলো। ও শূন্য কমন রুমের সামনে দাঁড়ালো। ও ফ্যাট লেডিকে কোনও রকম ভ্রূক্ষেপ না করে প্রোট্রেট হোলে চোখ রাখল। ফ্যাট লেডি বললো– ফিস্টতো এখন শুরু হচ্ছে হ্যারি, তুমি তো জান তুমি অনেক দেরিতে এসেছ।

কিন্তু হ্যারিরতো ইচ্ছে নেই ফিস্টে যোগ দেবার।

কিন্তু এখানে তো ভূতের রাজত্ব, তুমি না চাইলেও কোনও একটা ভূত তোমাকে ছাড়বে না।

ও তখন করিডোর ধরে দৌড়াল। মৃত অথবা জীবিত কাউকে ও দেখতে পেলো না। হ্যাঁ আছে, ওরা সবাই গ্রেট হলে ভিড় করে আছে। তারপর ও চার্মস রুমের সামনে এসে দাঁড়ালো। ও হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ভাবতে লাগলো ও কোথায় যাবে না যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, হলে ফিস্ট খতম না হওয়া পর্যন্ত। কথাগুলো ভাবছে ঠিক সেই সময় ও করিডোরের শেষপ্রান্তে হেডলেস নিককে দেখতে পেল

– এ এই- এই নিক্ শোনো শোনো!

ভূত একপাশে ঝুলে থাকা মাথাটা ওর গলার ওপর সেট করে নিল। তখন নিকোলাম ডি মিমসি পরপিংটনকে পরিষ্কার দেখতে পেল।

– শুভসন্ধ্যা, নিকোলাস বললেন। বলার পর প্রস্তর মূর্তি থেকে বেরিয়ে এলেন। হ্যারির দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। একমাত্র আমি নই যে ফিস্টে জয়েন করতে দেরি করে ফেলেছি– তাহলে? তাহলে কি হবে? নিকোলাস অদ্ভুতভাবে হাসলেন হ্যারির দিকে তাকিয়ে।

– নিক আমি কী আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

হ্যারির কথাটা শুনে নিকোলাস তার একটা আঙ্গুল দিয়ে বেঁকান মুণ্ডুটা ভাল করে ঘাড়ে সেট করে নিলেন।

– এখনই হ্যারি? ফিস্ট শেষ হবার পর প্রশ্ন করলে চলবে না?

– না, প্লিজ নিক! হ্যারি বললো– আমি এখনই এখানে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। চলুন ওই দিকটায় যাই। যাবেন?

কথাটা বলে করিডোরের সংলগ্ন প্রথম ঘরটার দরজা খুলে দাঁড়াতেই হেডলেস নিক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

– বাঃ বাঃ অতি সুন্দর, হেডলেস বললেন। মিথ্যে বলছি না সত্যি সত্যি তোমার কাছে এই রকমটি আশা করছিলাম।

হ্যারি দরজা খোলা রাখলেও নিক দেওয়াল বেয়ে ভেতরে গেলেন।

হ্যারি দরজাটা বন্ধ করে বললো– আশা করছিলেন?

– এই যে, তুমি আসবে, আর আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কথাটা বলে ঘরের জানালা দিয়ে অন্ধকার লনের দিকে তাকালেন। কখনও কখনও এমন হয়।

– যখন কেউ কোনও রকম আঘাত পায়, কিছু জিনিস হারায়।

হ্যারি সেই কথার তোয়াক্কা না করে বললো– ঠিক ধরেছেন, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কথাটা শুনে নিক নীরব রইলেন।

– ঠিক কথা বলেছি, হ্যারি বললো। হ্যারি মনে মনে কিছু একটা ঘটতে পারে সেইভাব করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নিক আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্ধকার লনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

– ঠিক, সব ঠিক বলছি তাই না? আপনি মৃত অথচ আপনার সঙ্গে আমি কথা বলছি। মৃত হলেও আপনি হোগওয়ার্টসে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারছেন সবকিছু করছেন তাই না?

– হ্যাঁ ঠিক বলেছ, নিক বললেন। হ্যাঁ আমি ঘুরে বেড়াই, সকলের সঙ্গে কথাও বলি।

– তার মানে মৃত্যু হলেও, আপনি আবার পৃথিবীতে আমাদের মাঝে ফিরে এসেছেন, ভূত হয়ে এসেছেন।

– সকলে তা পারে না ভূত হয়ে ফিরতে।

– আপনার কথার মানে বুঝলাম না।

– সব জাদুকররা তা পারে না, শুধু একমাত্র তারা পারে।

– তাই, হ্যারি হেসে উঠল। ও হেডলেসের কথার অর্থ বুঝতে পেরেছে।

– আমি যাকে এখানে খুঁজতে এসেছি, তিনিও একজন জাদুকর। তাহলে তার আসতে বাধা কিসের? ঠিক বলেছি?

নিক, জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে দুঃখ ভরা মুখে হ্যারির দিকে তাকালেন।

– তিনি আর ফিরে আসবেন না।

– কে? কার কথা বলছেন?

– সিরিয়স ব্ল্যাকের কথা বলছি। নিক বললেন।

– কেন পারবেন না? আপনি তো ফিরে এসেছেন, হ্যারির কণ্ঠে উষ্মা।

– আপনি মৃত, তাওতো আপনি মুছে যাননি।

– হ্যাঁ পারে, জাদুকররা পারে; কিন্তু সব মৃত জাদুকররা তা চায়না। তবে তারা ইচ্ছে করলেই এক সময় যে পৃথিবীর বুকে পা রেখেছিল আবার সেই পৃথিবীতে পা রাখতে পারে। নিক অনেক কষ্টে কথাগুলো যেন বললেন।

– কেন নয়? আমি অন্যের প্রসঙ্গে তুলতে চাই না, বলুন সিরিয়স কেন চাইছেন না। সিরিয়স অস্বাভাবিক কোনও কিছু তোয়াক্কা করে না।

কথাটা বলার পর হ্যারি খোলা দরজার দিকে তাকাতেই ওর মনে হলো সিরিয়স দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছিলেন। সিরিয়সকে ও ক্ষণিক হলেও দেখতে পাবে, দেহ তার রক্তে মাংসের নয়, শুভ্র, ট্রান্সপারেন্ট, সেই ভাবেই ওর কাছে আসবেন।

– না, উনি কখনোই আসবেন না, নিক কথাটা আবার জোর দিয়ে বললো। উনি চিরকালের জন্য বিলীন হয়ে গেছেন।

– কি বলছেন? বিলীন হয়ে গেছেন মানে? তাহলে আপনি হলেন না কেন? অন্যরা কেন ফিরে আসতে চায় না? তাহলে এই জায়গাটায় এত ভূতের সংখ্যা কেন? কেন তারা মৃত্যুর পর বিলীন হতে চায়নি?

– আমার কাছে তোমার এই প্রশ্নের জবাব নেই হ্যারি, নিক বললেন।

– আপনি তো মৃত, তাই না? হ্যারি হতাশ হয়ে বললো– আপনি কেন জবাব দিতে পারবেন না?

– হ্যাঁ, আমি মৃত। তাও আমি পৃথিবী ছেড়ে যাইনি– আসলে আমি অন্দরে না বাহিরে। নিক সামান্য তোতলালেন। আমি জীবন ও মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে কিছু জানি না হ্যারি। কেন আমি নকল জীবন ধারণ করে রয়েছি তাও জানি না। আমি শুনেছি 'ডিপার্টমেন্ট অফ মিস্ট্রিস' এ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

– সেই জায়গাটা কোথায় দয়া করে আমাকে বলবেন নিকোলাস', হ্যারি মরিয়া হয়ে বললো।

নিকোলাস হ্যারির সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে যেমনভাবে ঘরে ঢুকে ছিলেন তেমনই ভাবে চলে গেলেন হ্যারিকে ঘরে নিছক একলাটি রেখে।

নিকোলাস ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর হ্যারির মনে হল ক্ষীণকাল আগে যেন ওর গডফাদারকে হারিয়েছি। আবার তিনি ফিরে আসবেন। ওর সঙ্গে কথা বলবেন তার কোনও আশার আলো দেখতে পেলো না। ও প্রায় শূন্য ক্যাসেলের দিকে ধীর পদক্ষেপে চললো। মনে তার দারুণ বেদনা, জীবনে আবার কী ও হাসতে পারবে? সকলের সঙ্গে মন খুলে গল্প করতে পারবে? ফ্যাটলেডি যেখানে থাকেন ও সেই দিকে চললো। তারপর চলতে চলতে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল লুনা আসছে। লুনার দৃষ্টির বাইরে যাবে তেমন কোনও লুকোবার জায়গা হ্যারি দেখতে পেলো না। লুকিয়ে বেড়াবার শক্তি ওর মন থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

– হ্যালো, লুনা ভাসাভাসাভাবে ওকে দেখে বললো। হ্যারি যে ওকে দেখে লুকোতে চেয়েছিল সেটা বুঝতে পারেনি।

– তুমি ফিস্টে যাওনি? এখানে কেন ঘুরছ? হ্যারি ওকে জিজ্ঞেস করলো।

লুনা নোটিশ বোর্ডের দিকে আঙ্গুল দেখাল। হ্যারি দেখল লুনা ওর হারিয়ে যাওয়া সব জিনিসের একটা ফর্দ টাঙিয়ে রেখেছে। ওর মনের আশা ওগুলো ও ফেরত পাবে।

– আরে তোমার জিনিসপত্র ছেলে- মেয়েরা লুকিয়ে রাখতে যাবে কেন? হ্যারি সাদাসিধেভাবে বললো– তুমি কী কারও সাহায্য চাও?

– না, মোটেই না। এই রকম অবস্থা প্রতিবছর আমার হয়, আবার আমি সেগুলো পেয়েও যাই। ওগুলো ঘরে নেই তাই, আজ রাতেই তো গোছগাছ করে নিতে হবে। ও তুমি ফিস্টে যাওনি?

হ্যারি নিরাসক্তভাবে বললো– খাবার ইচ্ছে নেই। এর অন্য কোনও কারণ নেই।

– না, তুমি ঠিক বললে না। লুনা জল ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললো। জিনি বলছিলো, তোমার গডফাদার ডেথ ইটারসদের হাতে মারা যাওয়াতে তুমি খুব...।

হ্যারি ঘাড় নাড়লো। অন্য কেউ সিরিয়স প্রসঙ্গ তুললে হয়তো রেগে যেত, কথার জবাব দিতো না। লুনার কথা শুনে কিছু মনে করলো না। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেলো লুনা তো মৃত মানুষকে পৃথিবীতে টেনে আনতে পারে।

– তুমি কী এমন কেউ মৃত... মানে তার মৃত্যুর পর তাকে দেখতে পেয়েছ? পৃথিবীতে এনেছ?

– হ্যাঁ, লুনা সংক্ষেপে বললো। হ্যাঁ, আমি মাকে দেখেছি। মা খুব নামকরা একজন জাদুকরী (উইচ) ছিলেন, তুমি হয়তো জানো। মা সে সম্বন্ধে নানা এক্সপেরিমেন্ট করতেন, যাকে প্ল্যানচেট বলা হয়। সেই রকম করতে গিয়ে যাদুর ভুলে, একদিন তিনি নিজেই চলে গেলেন, আমার বয়স তখন ন'বছর।

– সত্যি আমি দুঃখিত।

– বিশ্বাস কর, খুবই দুর্ভাগ্যজনক লুনা খুবই স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো– মাঝে মাঝে সেই কথা মনে হলে খুব দুঃখ হয়, খারাপ লাগে। তাহলেও এখনও তো আবার ড্যাড বেঁচে আছেন, এমন নয় যে আমি আর আমার মা'কে আর দেখতে পাবো না।

– ধ্যাৎ তাই আবার হয় নাকি,

লুনা মাথা নাড়ল। হ্যারির কথা যেন ওর বিশ্বাস হয় না।

– তুমি তো যারা নেই তাদের কথা শুনতে পাও।

– মানে?

– ওই আর্চওয়ের ঘরে; ওরা সবাই অদৃশ্য হয়ে কথা বলে। শুনছিলে না ওরা বলছিলো?

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। লুনার মুখে মৃদু হাসি। হ্যারি বুঝতে পারে না কি বলবে।

– সত্যি, তুমি তোমার প্রিয়জন যারা মৃত তাদের কথা শুনতে চাও না? হ্যারি বললো।

– না, একদম না। তার চেয়ে চল আমরা নিচে গিয়ে কিছু পুডিং খেয়ে আসি। সকলেই তো ওখানে আসবে, তারপর আমরা যে যার বাড়ি চলে যাব, আমাদের ছুটি খুব মজাসে কাটবে, লুনা বললো।

– সত্যি, সত্যি তুমি ঠিক বলেছ।

লুনা নিজস্ব চলার ভঙ্গিতে চলে গেল যেখানে টার্ম শেষের ভোজ হচ্ছে। হ্যারির লুনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল ওর পেটের মধ্যে যে বিরাট বোঝাটা ওকে যন্ত্রণা দিয়ে চলেছিল, ক্রমাগত সেই ভারটা যেন অনেক কমে গেছে।

* * *

পরের দিন হোগওয়ার্টস এক্সপ্রেসে চেপে বাড়ি যাওয়া ওদের কাছে স্মরণীয় এক ঘটনা হয়ে রইল সন্দেহ নেই। প্রথমত ম্যালফয়, গ্রোয়েলে আর ক্র্যাবি সুযোগ খুঁজছিল হ্যারিকে ট্রেনের করিডোরে আক্রমণ করার, যখন ধারে কাছে কোনও স্বাক্ষী থাকবে না। ওরা সেই পরম সুযোগ পেয়ে গেল। হ্যারি টয়লেট থেকে একা ওর কেবিনে ফিরছিল। ওরা চেয়েছিল এমন একটা জায়গাতে হ্যারিকে একলা

পেতে, যখন সেখানে কোন ডিএ'র সদস্য মজুদ থাকবে না।

ওরা ওদের কাঁচের পার্টিশন দিয়ে দেখতে পেল হ্যারিকে তিনমূর্তি আক্রমণ করার জন্য এগোচ্ছে। তখন এরনি ম্যাকমিলন, হান্না অ্যাবট, সুথান বেনেস, জাস্টিন ফিঞ্চ, ফ্রেচলে, অ্যানথনী গোল্ড স্টেইন আর টেরী বুট (সকলেই ডিএ'র সদস্য) ওদের কামরা থেকে বেরিয়ে এসে ওদের তিনজনকে এমন অবস্থায় পরিণত করল যেন তিনটে লাগেজ! হ্যারি এরনি, জাস্টিন ওদের ধরে হোগওয়ার্টস এক্সপ্রেসের লগেজ ব্যাকে চালান করে দিল।

এরনি হাসতে হাসতে বললো– ট্রেন থেকে নেমে আমি ম্যালফয়ের মায়ের মুখটা দেখতে চাই। ছেলের অবস্থা দেখে মুখটা কেমন হবে বুঝতে পারছ?

ম্যালফয় তখন ওর মাথার ওপর যে লগেজের ব্যাগটা রয়েছে সেখানে জবুথবু হয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে।

রন বললো– ছাড়ো মায়েদের কথা। ক্ষিধেতে আমার পেটের ভেতরটা চনচন করছে, কথাটা শেষ হতে না হতে লাফিয়ে উঠে বললো– আরে ওইতো খাবার ট্রলি আসছে।

বন্ধুদের ধন্যবাদ জানিয়ে হ্যারি- রন ওদের কামরাতে গিয়ে দেখল হারমিওন একগাদা ডেইলি প্রফেট নিয়ে বসে রয়েছে। হারমিওন ওদের কামরায় ঢুকতে দেখে হাতের ডেইলি প্রফেট থেকে জোরে জোরে পড়তে লাগল। টুকরো খবর এই রকম ডিমেন্টরসদের আক্রমণ কেমন করে প্রতিহত করা যাবে, মিনিস্ট্রি ডেথইটারসদের কেমনভাবে ধরবে। আর এক পাগলের চিঠি; সে নাকি সকালে ভোল্ডেমর্টকে ওর বাড়ির সামনে দিয়ে গট গট করে হেঁটে যেতে দেখেছে।

হারমিওন ডেইলি প্রফেটটা মুড়ে পাশে রেখে বললো– যত্তোসব বাজে খবর। এখনও তো ওদের হামলা শুরু হয়নি, তবে শিগগিরি হবে মনে হয়।

রনের পাশে হ্যারি বসেছিল। হঠাৎ রনের কাঁচের পার্টিশনে চোখ পড়তেই হ্যারিকে খোঁচা মেরে বললো– হে হ্যারি দেখ দেখ চো যাচ্ছে।

হ্যারি দেখল চো মেরিয়েটা এজকোম্বের সঙ্গে করিডোর দিয়ে যাচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য চো'র দৃষ্টি হ্যারির ওপর পড়তেই চো'র গালদুটো লাল হয়ে গেল। হ্যারি মুখ নামিয়ে চেসবোর্ড দেখতে লাগল। রন প্রায় কিস্তিমাৎ করেছে।

রন মুখ টিপে বললো– ওর সঙ্গে তোমার ইদানীং কেমন চলছে বন্ধু?

– বিশেষ কিছু বলার নেই, হ্যারি বললো।

হারমিওন বললো– কানে খবর এসেছে এখন ও নতুন একটি ছেলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে।

হ্যারি হাসল। হাসিতে বোঝাতে চাইল 'অতীত অতীত, বর্তমান নিয়ে মাথা

ঘামাও।'

রন বললো– এখন আর ও গোমড়া মুখে থাকে না। খুব হাসি খুশিতে থাকে।

হ্যারি বললো– সেটাই তো দরকার। শুনছি অন্য একজন...। জিনি বললো– মাইকেল কর্নার।

রন বললো– মাইকেল? কিন্তু তুমি তো দেখি ওর সঙ্গে ঘোরাফেরা কর।

জিনি বললো– হ্যাঁ করতাম, এখন আর করি না। এখন ডিন থমাস!

হ্যারি বললো– আরে ওটাতো একটা গাড়ল।

– কী বললে? রন চেচিয়ে উঠল।

ট্রেন তখন কিংস ক্রসের কাছে এসে গেছে। হ্যারির মন চায় না ট্রেন থেকে নেমে আবার আন্টি পেটুনিয়ার কাছে যেতে। ট্রেনে অনন্তকাল থাকলে কেমন হতো? সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কি থাকতে পারবে না? তখন ট্রেনটা আবার কিংস ক্রস থেকে হোগওয়ার্টস-এ ফিরে যাবে নতুন আর পুরনো ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে।

ট্রেন মন্থর গতিতে প্লাটফরমে পৌছবার আগেই টিকেট ইন্সপেক্টর এসে হ্যারি, রন আর হারমিওনকে প্ল্যাটফরম ৯ ও ১০-এর মাঝে ম্যাজিকাল বেরিয়ারে নামতে নির্দেশ দিল। হ্যারির হোগওয়ার্টস এক্সপ্রেসে আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

ট্রেনে হ্যারি আর রনের সময় কেটেছে দাবা খেলে, আর হারমিওনের প্রফেটের টুকরো খবর পড়ে। ডিমেন্টরস আর ডেথ ইটারসদের নিয়ে একই খবর। আর সকাল বেলা ভোল্ডেমর্টের একা একা হেঁটে যেতে দেখার চিঠি।

চো নামছিল সেই সময় হ্যারির সঙ্গে ওর দেখা হয়ে গেল। ওর সঙ্গে মেরিয়েটা, ওর গায়ে কাল রঙের বেলাক্রডা (টাইট সোয়েটার। সর্বাঙ্গ ঢাকা- শুধু মুখের কাছটা খোলা থাকে)।

স্টেশনে ওদের রিসিভ করতে এসেছেন ম্যাড আই মুডি (একইরকম তার ড্রেস), তার পেছনে দাঁড়িয়ে টোকংস। টোংকসের বাবলগামের মতো চুল রোদ পড়ে ঝক ঝক করছে। গায়ে ওর পার্পল রং-এর টি শার্ট। টোংকসের পাশে লুপিন দাঁড়িয়ে ছিলেন। গায়ে সেই সুতো বেরিয়ে পড়া ওভারকোট। শীর্ণ, চিন্তিত মুখ। মি. ও মিসেস উইসলিও এসেছেন।

ছেলে মেয়ে আর হ্যারিকে দেখে খুশিতে উপছে পড়ে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হারমিওনকেও আদর করলেন।

লুপিন বললেন– তোমার প্রাইভেট ড্রাইভে যাবার আগে আমরা ডার্সলেদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

হ্যারি দেখল অদূরে আঙ্কল, আন্টি আর তাদের প্রিয় পুত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারি বললো– বলে কোনও লাভ নেই। ও দেখল ম্যাড আই মুডি ডার্সলের

দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন। সম্ভবত তিনিও কিছু বলতে চান।

হারমিওনের বাবা-মাও এসেছেন। মা বাবার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারমিওন, হ্যারি আর রনের সঙ্গে ডার্সলে পরিবারের দিকে চললো। ওদের পেছনে লুপিন আর মুডি।

মি. উইসলিও চলেছেন ওদের সঙ্গে। হ্যারির দু'বছর আগেকার আঙ্কল ভার্নন আর আঙ্কল উইসলির ড্রইয়ংরুমের ঘটনা মনে পড়ে গেল। ডার্সলেদের ঘরে একাই মি. উইসলি সকল কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হ্যারি ভাবল আঙ্কল ভার্নন নিশ্চই সেই ঘটনার কথা ভুলে যান। ডার্সলে পরিবারের তিনজন আর ওদের সংখ্যা অনেক। এ কারণে যতই রেগে থাকুক ভার্ননের পক্ষে কিছু প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

মি. উইসলি, ভার্ননের দিকে হাত বাড়িয়ে স্মিত মুখে বললেন– কিছু মনে করবেন না, হ্যারি আপনার বাড়িতে যাবার আগে দু'একটা কথা বলতে চাই।

মুডি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন– হ্যারি আপনাদের ওখানে থাকছে সেই বিষয়ে।

আঙ্কল ভার্ননদের গোঁফ জোড়া নেমে গেল অমর্যাদার আভাস পেয়ে। বেশ গুরুগম্ভীর স্বরে মুডিকে বললেন– সেটা আমার বিবেচ্য, আপনাদের তো মাথাগলাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

মুডি বললেন– আমি যা বলতে চাই আপনাকে তা মাথাতে গেলে অনেকগুলো বইয়ের প্রয়োজন হবে, যদি লেখা যায়।

টোংকস বললেন– ওসব কথা থাক মুডি।

টোকংস-এর গোলাপী চুল আন্টি পেটুনিয়ার একটুও যেন চোখে বরদাস্ত হচ্ছিল না। কথাটা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে হ্যারি থাকলে তার সঙ্গে আপনারা কেমন ব্যবহার করবেন।

মি. উইসলি বললেন– হ্যারিকে যদি ফেল্লিটোন ব্যবহার করতে না দেন সেই সম্বন্ধে বলতে চাই।

হারমিওন ফিস ফিস করে বললেন– টেলিফোন।

মুডি কটকট করে বললেন– যদি আমরা হ্যারির কাছ থেকে কোনও আভাষ পাই যে আপনারা ওর সঙ্গে সভ্য ব্যবহার করছেন না তাহলে... তাহলে আপনার জবাবদিহী করতে হতে পারে।

কথাটা শুনে ভার্ননের মুখটা আরও ফুলে উঠলো। প্রচণ্ড রাগে ওর সাহসের সীমা ছাড়িয়ে গেল। বললেন– আপনারা কি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন? কথাটা এত জোরে জোরে বললেন যে, আশপাশের লোক থমকে দাঁড়াল।

মুডি বললেন– তা একটু পাওয়াচ্ছি বৈকি। মুডি বুঝতে পারলেন ভার্ননের মাথায় কথাটা ঠিকমত প্রবেশ করেছে।

আঙ্কল ভার্নন কাঁপতে কাঁপতে বললেন– আমাকে দেখে কি আপনাদের তাই

মনে হয়?

মুডি তার বাউলার হ্যাট সরিয়ে– বললেন– শুনুন, মুডির ম্যাজিক্যাল আই ঘুরতে লাগল। ভার্নন ভয় পেয়ে দু'পা পিছিয়ে গেলেন। তার পেছনের একটা লগেজ ট্রলিতে ধাক্কা খেলেন। ব্যথাতে মুখটা আরও চুপসে গেল। হ্যাঁ তাই মনে হয়, ভয়ই পাওয়াচ্ছি ডার্সলে?

মুডি ভার্ননের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে হ্যারির দিকে তাকালেন।

– তো পটার, যদি আমাদের কখনও বোধকর তাহলে অবশ্যই জানাবে। যদি তিন চারদিন একনাগাড়ে তোমার কোনও খবর আমরা না পাই, তাহলে আমরা তোমাদের ওখানে আসব।

কথাটা শুনে আন্টি পেটুনিয়া একটু ঘাবড়ে গেলেন। সদলবলে যদি ওরা হ্যারির খোঁজ করতে প্রাইভেট ড্রাইভে আসে তাহলে পাড়ার লোকেরা অন্য কিছু ভাবতে পারে। সেটাও ভয়ের ব্যাপার!

– তাহলে পটার আজ আমরা আসি, মুডি পটারের কাঁধে তার গাছের শেকড়ের মতো হাতে চাপ দিয়ে বললেন।

লুপিন বললেন– সাবধানে চলাফেরা করবে হ্যারি। খবরা খবর দেবে।

মিসেস উইসলি বললেন– মন খারাপ করবে না হ্যারি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে আমরা আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসব।

রন প্রবলভাবে হ্যারির হাত দুটো চেপে ধরে বললো– আবার দেখা হবে বন্ধু।

হারমিওন বললো– সত্যি, সত্যি, সত্যি, সত্যি...।

হ্যারি সকলের দিকে তাকিয়ে রইল কোনও রকমে চোখের জল চেপে। ওর মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছে না। ও একটু হাসলো, একটা হাত তুলে বিদায় নিল। ওরা হ্যারির দিকে তাকাতে তাকাতে স্টেশনের বাইরে চলে গেলে হ্যারি আঙ্কল ভার্নন, আন্টি পেটুনিয়া আর ডাডলির সঙ্গে অন্য রাস্তায় দাঁড়াল। প্রাইভেট ড্রাইভ যাবার জন্য পা টেনে টেনে চললো। রাস্তা তখন প্রখর সূর্যালোকে যেন ফেটে যাচ্ছে।

ডাম্বলডোর তার হাত দুটো নিচে নামালো, এবং তার
অর্ধচন্দ্রাকৃতি চমশার ভেতর দিয়ে তাকালো হ্যারির দিকে।
'এটাই ঠিক সময়' সে বললো, 'এটাই আমার জন্য ঠিক সময়,
তোমাকে সে কথাটা বলার– যে কথা, তোমাকে আমার বলা
উচিত ছিলো পাঁচ বছর আগে। হ্যারি, প্লিজ বসো তুমি।
সবকিছু আমি তোমাকে বলবো এখন।'

হোগার্ট স্কুল অব উইচক্র্যাফট অ্যান্ড উইজারড্রিতে হ্যারি পটারের পঞ্চম বর্ষ শুরু করার কথা। হ্যারি অস্থির হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের ছুটি শেষ করে স্কুলে ফিরে যাবার জন্য। আরো বেশি অস্থির হয়ে ওঠে প্রিয় বন্ধু রন আর হারমিওন-এর অদ্ভুত ব্যবহারের কথা ভেবে। পুরো গ্রীষ্মভরে ওরা দুজন, রন হারমিওন, হ্যারির সঙ্গে বড্ড রহস্যময় ব্যবহার করেছে। কী যেন লুকোতে ব্যস্ত ছিলো ওরা, হ্যারির কাছ থেকে। এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জানার জন্যও হ্যারি ব্যাকুল হয়ে ওঠে, শিগগির স্কুলে ফিরে যাবার জন্য ওর মন ছটফটাতে থাকে। শেষে, স্কুলে তার নতুন বছরে, হ্যারি জেনে ওঠে এক মহা তাজ্জব হয়ে যাবার বিষয়। ওই বিষয়টা এতো রোমাঞ্চকর এতো চাঞ্চল্যকর যে, তা হ্যারির পৃথিবীকে ওলট পালট করে দেয়– ভীষণ রকম ওলট পালট– www.Banglapdf.net

হ্যারি পটার সিরিজের অন্য উপন্যাসগুলোর মতো এ খণ্ডেও রয়েছে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর এক যাদুর পৃথিবীর চমকভরা ঘটনাবলী, আর সে সবের মুখোমুখি– শান্ত ও সাহসী হ্যারি পটার। অন্য বইগুলোর মতোই খুব মনকাড়া এই বইও, খুব দারুন–

ISBN 984 464 172 1

অঙ্কুর প্রকাশনী